আবু দাউদ শরীফ

প্রথম খন্ড

ইমাম আবু দাউদ (র)

আবু দাউদ শরীফ

(প্রথম খন্ড)

আবূ দাঊদ শরীফ

প্রথম খণ্ড

ইমাম আবূ দাঊদ সুলায়মান ইবনুল আশ'আস আস্-সিজিস্তানী (র)

অনুবাদ

অধ্যক্ষ মুহাম্মদ ইয়াকূব শরীফ

ডঃ আ. ফ. ম আবূ বকর সিদ্দীক

মাওলানা নূর মোহাম্মদ

সম্পাদনা

অধ্যক্ষ মুহাম্মদ ইয়াকূব শরীফ

সহকারী সম্পাদনা

মুহাম্মদ মূসা

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

আবূ দাঊদ শরীফ (প্রথম খণ্ড)
ইমাম আবূ দাঊদ সুলায়মান ইবনুল আশ'আস আস্-সিজিস্তানী (র)
অনুবাদ : ডঃ আ. ফ. ম আবূ বকর সিদ্দীক
পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৪৭০
ইফাবা অনুবাদ ও সংকলন প্রকাশনা ঃ ৮৫
ইফাবা প্রকাশনা : ১৬৪৫/১
ইফাবা গ্রন্থাগার : ২৯৭.১২৪২
ISBN : 984-06-1092-9
প্রথম প্রকাশ
জুন ১৯৯০
দ্বিতীয় সংস্করণ
শ্রাবণ ১৪১৩
রজব ১৪২৭
আগস্ট ২০০৬
মহাপরিচালক
মোঃ ফজলুর রহমান
প্রকাশক
মোহাম্মদ আবদুর রব
পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন ঃ ৮১২৮০৬৮
মুদ্রণ ও বাঁধাই
মুহাম্মদ আবদুর রহীম শেখ
প্রকল্প ব্যবস্থাপক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেস
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন ঃ ৯১১২২৭১
মূল্য : ১৮৫.০০ টাকা মাত্র

ABU DAUD SHARIF (1st. Vol) Arabic Compilation by Imam Abu Daud Sulaiman Ibnul Ashas As-Sigistani (Rh) and translated by Dr. A. F. M. Abu Baker Siddique into Bangla and published by Muhammad Abdur Rab, Director, Publication, Islamic Foundation Bangladesh, Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207. Phone : 8128068 August 2006

E-mail:info@islamicfoundation-bd.org
Website:www. islamicfoundation-bd.org

Price : Tk 185.00 ; US Dollar : 5.00

সূচীপত্র

ইল্‌মে হাদীছ ঃ সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা

কিতাবুত তাহারাত

(পবিত্রতা)

অনুচ্ছেদ পৃষ্ঠা

অনুচ্ছেদ | পৃষ্ঠা

অনুচ্ছেদ পৃষ্ঠা

২য় পারা

অনুচ্ছেদ পৃষ্ঠা

অনুচ্ছেদ — পৃষ্ঠা

অনুচ্ছেদ পৃষ্ঠা

৪র্থ পারা

অনুচ্ছেদ | পৃষ্ঠা

অনুচ্ছেদ | পৃষ্ঠা

অনুচ্ছেদ | পৃষ্ঠা

অনুচ্ছেদ পৃষ্ঠা

ইলমে হাদীছ ঃ সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা

যাবতীয় প্রশংসা বিশ্বজাহানের প্রতিপালক আল্লাহ্ তাআলার জন্য। সালাত ও সালাম তাঁর প্রিয় হাবীব মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর উপর এবং তাঁর পরিবার-পরিজন ও সাহাবীগণের উপরও আল্লাহ্র অনুগ্রহ বর্ষিত হোক।

হাদীছ মুসলিম মিল্লাতের এক অমূল্য সম্পদ, ইসলামী শরীআতের অপরিহার্য উৎস এবং ইসলামী জীবন বিধানের অন্যতম মূল ভিত্তি। কুরআন মজীদ যেখানে ইসলামী জীবন ব্যবস্থার মৌলনীতি পেশ করে, হাদীছ সেখানে এই মৌলনীতির বিস্তারিত বিশ্লেষণ ও তা বাস্তবায়নের কার্যকর পন্থা বলে দেয়। কুরআন ইসলামের প্রদীপ স্তম্ভ, হাদীছ তার বিচ্ছুরিত আলো। ইসলামী জ্ঞান বিজ্ঞানে কুরআন যেন হৃৎপিন্ড, আর হাদীছ এই হৃৎপিন্ডের সাথে সংযুক্ত ধমনী। তা জ্ঞানের বিশাল ক্ষেত্রে প্রতিনিয়ত তাজা তপ্ত শোণিত ধারা প্রবাহিত করে এর অংগ-প্রত্যংগকে অব্যাহতভাবে সতেজ ও সক্রিয় রাখে। হাদীছ একদিকে যেমন আল-কুরআনুল আযীমের নির্ভুল ব্যাখ্যা দান করে, অনুরূপভাবে তা পেশ করে কুরআনের ধারক ও বাহক মহানবী (স)-এর পবিত্র জীবন চরিত, কর্মনীতি ও আদর্শ এবং তাঁর কথা ও কাজ, হিদায়াত ও উপদেশের বিস্তারিত বিবরণ। এজন্যই ইসলামী জীবন বিধানে কুরআনে হাকীমের পরপরই হাদীছের স্থান।

আল্লাহ্ তাআলা জিবরাঈল আমীনের মাধ্যমে মহানবী (স)-এর উপর যে ওহী নাযিল করেছেন- তাই হচ্ছে হাদীছের মূল উৎস। ওহী-র শাব্দিক অর্থ- ইশারা করা, গোপনে অপরের সাথে কথা বলা (উমদাতুল-কারী, ১ম খন্ড, পৃ.১৪)। ওহীলব্ধ জ্ঞান দুই প্রকার। প্রথম প্রকার মৌল জ্ঞান- যা প্রত্যক্ষ ওহী (وحى متلو)-র মাধ্যমে প্রাপ্ত যার নাম 'কিতাবুল্লাহ্' বা 'আল-কুরআন'। এর ভাব ও ভাষা উভয়ই আল্লাহ্র; রাসূলুল্লাহ্ (স) তা হুবহু আল্লাহ্র ভাষায় প্রকাশ করেছেন। দ্বিতীয় প্রকারের জ্ঞান- যা প্রথম প্রকারের জ্ঞানের ভাষ্য এবং যা পরোক্ষ ওহী (وحى غير متلو)-র মাধ্যমে প্রাপ্ত, এর নাম 'সুন্নাহ্' বা 'আল-হাদীছ'। এর ভাব আল্লাহ্র, কিন্তু নবী করীম (স) তা নিজের ভাষায়, নিজের কথায় এবং নিজের কাজ ও সম্মতির মাধ্যমে ব্যক্ত করেছেন। প্রথম প্রকারের ওহী রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর উপর সরাসরি নাযিল হত এবং তাঁর কাছে উপস্থিত লোকেরা তা উপলব্ধি করতে পারত। কিন্তু দ্বিতীয় প্রকারের ওহী তাঁর উপর প্রচ্ছন্নভাবে নাযিল হত এবং অন্যরা তা উপলব্ধি করতে পারত না।

আখিরী নবী ও রাসূল হযরত মুহাম্মাদ (স) কুরআনের ধারক ও বাহক, কুরআন তাঁর উপরই নাযিল হয়। আল্লাহ্ তাআলা তাঁর কিতাবে মানব জাতিকে একটি আদর্শ অনুসরণের ও অনেক বিধিবিধান পালনের নির্দেশ দিয়েছেন, কিন্তু তা বাস্তবায়নের বিস্তারিত বিবরণ দান করেন নি। তিনি এর ভার ন্যস্ত করেছেন রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর উপর। তিনি নিজের কথা, কাজ ও আচার-আচরণের মাধ্যমে কুরআনের আদর্শ ও বিধান বাস্তবায়নের পন্থা ও নিয়ম-কানুন বলে

দিয়েছেন। কুরআনকে কেন্দ্র করেই তিনি ইসলামের এক পূর্ণাঙ্গ জীবনাদর্শ ও জীবন বিধান পেশ করেছেন। অন্য কথায়, কুরআন মজীদের শিক্ষা ও নির্দেশসমূহ ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে কার্যকর করার জন্য মহানবী (স) যে পন্থা অবলম্বন করেছেন– তাই হচ্ছে হাদীছ। হাদীছও যে ওহীর সূত্রে প্রাপ্ত এবং তা শরীআতের মৌল বিধান পেশ করে তার প্রমাণ কুরআন ও মহানবী (স)–এর বাণীর মধ্যেই বর্তমান রয়েছে। মহান আল্লাহ্ তাঁর প্রিয় নবী সম্পর্কে বলেনঃ

وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوٰى - اِنْ هُوَ اِلَّا وَحىٌ يُّوحى -

"তিনি (নবী) নিজের ইচ্ছামত কোন কথা বলেন না, যা কিছু বলেন তা সবই আল্লাহ্র ওহী"– (সূরা নাজম ঃ ৩, ৪)।

وَلَو تَقَوَّلَ عَلَينَا بَعضَ الاَقَاوِيلِ لَاَخَذنَا مِنهُ بِاليَمِينِ - ثُمَّ لَقَطَعنَا مِنهُ الوَتِينَ -

"তিনি (নবী) যদি নিজে রচনা করে কোন কথা আমাদের নামে চালিয়ে দিতেন– তবে আমরা তার ডান হাত ধরে ফেলতাম এবং তার কণ্ঠনালী ছিন্ন করে ফেলতাম"– (সূরা আল–হাক্কাহঃ৪৪–৪৬)।

রাসূলুল্লাহ্ (স) বলেনঃ "রূহুল কুদুস (জিবরাঈল) আমার মানসপটে এ কথা ফুঁকে দিলেন– নির্ধারিত পরিমাণ রিযিক পূর্ণ মাত্রায় গ্রহণ না করা পর্যন্ত এবং নির্দিষ্ট আয়ুষ্কাল শেষ হওয়ার পূর্বে কোন প্রাণীই মরতে পারে না"– (বায়হাকী, শারহুস সুন্নাহ)। "আমার নিকট জিবরাঈল (আ) এলেন এবং আমার সাহাবীগণকে উচ্চস্বরে তাকবীর ও তাহলীল বলতে আদেশ করার জন্য আমাকে নির্দেশ দিলেন"– (নাইলুল আওতার, ৫ম খন্ড, পৃষ্ঠা ৫৬)। "জেনে রাখ, আমাকে কুরআন দেয়া হয়েছে এবং তার সাথে দেয়া হয়েছে এর অনুরূপ আরও একটি জিনিস"– (আবু দাউদ, ইব্ন মাজা, দারিমী)। রাসূলুল্লাহ্ (স)–এর আনুগত্য করার জন্য আল্লাহ্ পাক আমাদের নিম্নোক্ত ভাষায় নির্দেশ দিয়েছেনঃ

وَمَا اٰتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُم عَنهُ فَانتَهُوا -

"রাসূল তোমাদের যা কিছু দেন তা গ্রহণ কর এবং যা করতে নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাক"– (সূরা হাশর ঃ ৭)।

হাদীছ অধ্যয়নের উদ্দেশ্য সম্পর্কে আল্লামা বদরুদ্দীন আল–আয়নী (রহ) লিখেছেন, "দুনিয়া ও আখিরাতের পরম কল্যাণ লাভই হচ্ছে ইল্মে হাদীছ অধ্যয়নের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য।" আল্লামা কিরমানী (রহ) লিখেছেন, "কুরআনের পর সকল প্রকার জ্ঞানের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ, সর্বোত্তম এবং তথ্য ও তত্ত্ব সমৃদ্ধ সম্পদ হচ্ছে হাদীছ। কারণ এই জ্ঞানের সাহায্যেই আল্লাহ্র কালামের লক্ষ্য ও তাৎপর্য জানা যায় এবং তাঁর হুকুম–আহ্কামের উদ্দেশ্য অনুধাবন করা যায়।"

হাদীছের পরিচয়

শাব্দিক অর্থে হাদীছ (حديث) মানে কথা, প্রাচীন ও পুরাতন–এর বিপরীত বিষয়। এ অর্থে

যেসব কথা, কাজ ও বস্তু পূর্বে ছিল না, এখন অস্তিত্ব লাভ করেছে– তাই হাদীছ। ফকীহ্‌গণের পরিভাষায় মহানবী (স) আল্লাহ্‌র মনোনীত রাসূল হিসাবে যা কিছু বলেছেন, যা কিছু করেছেন এবং যা কিছু বলার বা করার অনুমতি দিয়েছেন অথবা সমর্থন জানিয়েছেন তাকে হাদীছ বলে। কিন্তু মুহাদ্দিছগণ এর সংগে রাসূলুল্লাহ (স) সম্পর্কিত বর্ণনা ও তাঁর গুণাবলী সম্পর্কিত বিবরণকেও হাদীছের অন্তর্ভূক্ত করেন। হাদীছকে প্রাথমিক পর্যায়ে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়ঃ কাওলী হাদীছ, ফেলী হাদীছ ও তাকরীরী হাদীছ।

প্রথমত, কোন বিষয়ে রাসূলুল্লাহ্ (স) যা বলেছেন, অর্থাৎ যে হাদীছে তাঁর কোন কথা বিধৃত হয়েছে তাকে কাওলী (বাচনিক) হাদীছ বলে।

দ্বিতীয়ত, মহানবী (স)–এর কাজকর্ম, চরিত্র ও আচার–আচরণের ভেতর দিয়েই ইসলামের যাবতীয় বিধিবিধান ও রীতিনীতি পরিস্ফুট হয়েছে। অতএব যে হাদীছে তাঁর কোন কাজের বিবরণ উল্লিখিত হয়েছে তাকে ফেলী (কর্মমূলক) হাদীছ বলে।

তৃতীয়ত, সাহাবীগণের যেসব কথা ও কাজ মহানবী (স)–এর অনুমোদন ও সমর্থন প্রাপ্ত হয়েছে সে ধরনের কোন কথা বা কাজের বিবরণ হতেও শরীআতের দৃষ্টিভংগী জানা যায়। অতএব যে হাদীছে এ ধরনের কোন ঘটনার বা কাজের উল্লেখ পাওয়া যায় তাকে তাকরীরী (সমর্থনমূলক) হাদীছ বলে।

হাদীছের অপর নাম সুন্নাহ (سنة)। সুন্নাহ্ শব্দের অর্থ চলার পথ, কর্মের নীতি ও পদ্ধতি। যে পন্থা ও রীতি মহানবী (স) অবলম্বন করতেন তাই সুন্নাতুন–নবী (স)। অন্য কথায় রাসূলুল্লাহ্ (স) কর্তৃক প্রচারিত উচ্চতম আদর্শই সুন্নাহ্। কুরআন মজীদে মহোত্তম ও সুন্দরতম আদর্শ(اسوة حسنة) বলতে এই সুন্নাহ্‌কেই বুঝানো হয়েছে। ফিক্‌হ–এর পরিভাষায় সুন্নাত বলতে ফরয ও ওয়াজিব ব্যতীত ইবাদতরূপে যা করা হয় তা বুঝায়, যেমন সুন্নাত সালাত। হাদীছকে আরবী ভাষায় খবর (خبر)–ও বলা হয়। তবে খবর শব্দটি যুগপৎভাবে হাদীছ ও ইতিহাস উভয়টিকেই বুঝায়।

আছার (اثر) শব্দটিও কখনও কখনও রাসূলুল্লাহ (স)–এর হাদীছ নির্দেশ করে। কিন্তু অনেকেই হাদীছ ও আছার–এর মধ্যে পার্থক্য করে থাকেন। তাঁদের মতে সাহাবীদের থেকে শরীআত সম্পর্কে যা কিছু উদ্ধৃত হয়েছে তাকে আছার বলে। তবে এ ব্যাপারে সবাই একমত যে, শরীআত সম্পর্কে সাহাবীদের নিজস্বভাবে কোন বিধান দেওয়ার প্রশ্নই উঠে না। কাজেই এ ব্যাপারে তাঁদের উদ্ধৃতিসমূহ মূলতঃ রাসূলুল্লাহ (স)–এর উদ্ধৃতি। কিন্তু কোন কারণে শুরুতে তাঁরা রাসূলুল্লাহ (স)–এর নাম উল্লেখ করেন নি। উসূলে হাদীছের পরিভাষায় এসব আছারকে বলা হয় 'মাওকূফ' হাদীছ।

ইলমে হাদীছের কতিপয় পরিভাষা

সাহাবী ঃ যে ব্যক্তি ঈমানের সংগে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সাহচর্য

লাভ করেছেন বা তাঁকে দেখেছেন ও তাঁর একটি হাদীছ বর্ণনা করেছেন, অথবা জীবনে একবার তাঁকে দেখেছেন এবং ঈমানের সংগে মৃত্যুবরণ করেছেন তাঁকে রাসূলুল্লাহ (স)–এর সাহাবী বলে।

তাবিঈ : যিনি রাসূলুল্লাহ (স)–এর কোন সাহাবীর নিকট হাদীছ শিক্ষা করেছেন অথবা অন্ততপক্ষে তাঁকে দেখেছেন এবং মুসলমান হিসাবে মৃত্যুবরণ করেছেন তাঁকে তাবিঈ বলে।

মুহাদ্দিছ : যে ব্যক্তি হাদীছ চর্চা করেন এবং বহু সংখ্যক হাদীছের সনদ ও মতন সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান রাখেন তাঁকে মুহাদ্দিছ (محدث) বলে।

শায়খ : হাদীছের শিক্ষাদাতা রাবীকে শায়খ (شيخ) বলে।

শায়খায়ন : সাহাবীদের মধ্যে আবু বাক্‌র ও উমার (রা)–কে একত্রে শায়খায়ন বলা হয়। কিন্তু হাদীছ শাস্ত্রে ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম (রহ)–কে এবং ফিক্‌হ–এর পরিভাষায় ইমাম আবু হানীফা ও আবু ইউসুফ (রহ)–কে একত্রে শায়খায়ন বলা হয়।

হাফিজ : যিনি সনদ ও মতনের সমস্ত বৃত্তান্ত সহ এক লাখ হাদীছ আয়ত্ত করেছেন তাঁকে হাফিজ (حافظ) বলে।

হুজ্জাত : একইভাবে যিনি তিন লক্ষ হাদীছ আয়ত্ত করেছেন তাঁকে হুজ্জাত (حجت) বলে।

হাকিম : যিনি সমস্ত হাদীছ আয়ত্ত করেছেন তাঁকে হাকিম (حاكم) বলে।

রিজাল : হাদীছের রাবী সমষ্টিকে রিজাল (رجال) বলে। যে শাস্ত্রে রাবীগণের জীবনী বর্ণনা করা হয়েছে তাকে আসমাউর–রিজাল (اسماء الرجال) বলে।

রিওয়ায়াত : হাদীছ বর্ণনা করাকে রিওয়ায়াত (روايت) বলে। কখনও কখনও মূল হাদীছকেও রিওয়ায়াত বলা হয়। যেমন, এই কথার সমর্থনে একটি রিওয়ায়াত (হাদীছ) আছে।

সনদ : হাদীছের মূল কথাটুকু যে সূত্র পরম্পরায় গ্রন্থ সংকলনকারী পর্যন্ত পৌছেছে তাকে সনদ (سند) বলে। এতে হাদীছ বর্ণনাকারীদের নাম একের পর এক সজ্জিত থাকে।

মতন : হাদীছের মূল কথা ও তার শব্দ সমষ্টিকে মতন (متن) বলে।

মারফূ : যে হাদীছের সনদ (বর্ণনা পরম্পরা) রাসূলুল্লাহ (স) পর্যন্ত পৌছেছে, অর্থাৎ যে সনদের ধারাবাহিকতা রাসূলুল্লাহ (স) থেকে হাদীছ গ্রন্থ সংকলনকারী পর্যন্ত সুরক্ষিত আছে এবং মাঝখান থেকে কোন রাবীর নাম বাদ পড়েনি তাকে মারফূ (مرفوع) হাদীছ বলে।

মাওকূফ : যে হাদীছের বর্ণনা–সূত্র উর্ধদিকে সাহাবী পর্যন্ত পৌছেছে, অর্থাৎ যে সনদ সূত্রে কোন সাহাবীর কথা বা কাজ বা অনুমোদন বর্ণিত হয়েছে তাকে মাওকূফ (موقوف) হাদীছ বলে। এর অপর নাম আছার (اثر)।

মাকতূ : যে হাদীছের সনদ কোন তাবিঈ পর্যন্ত পৌছেছে–তাকে মাকতূ (مقطوع) হাদীছ বলে।

তা'লীক ঃ কোন কোন গ্রন্থকার কোন হাদীছের পূর্ণ সনদ বাদ দিয়ে কেবল মূল হাদীছটিই বর্ণনা করেছেন। এরূপ করাকে তা'লীক (تعليق) বলে। কখনো কখনো তা'লীকরূপে বর্ণিত হাদীছকেও 'তালীক' বলে। ইমাম বুখারী (রহ)-এর সহীহ গ্রন্থে এরূপ বহু 'তালীক' রয়েছে। কিন্তু অনুসন্ধানে দেখা গিয়েছে যে, বুখারীর সমস্ত তালীকেরই মুত্তাসিল সনদ রয়েছে। অপর সংকলনকারীগণ এই সমস্ত তালীক মুত্তাসিল সনদে বর্ণনা করেছেন।

মুদাল্লাস ঃ যে হাদীছের রাবী নিজের প্রকৃত শায়খের (উস্তাদের) নাম উল্লেখ না করে তার উপরস্থ শায়খের নামে এভাবে হাদীছ বর্ণনা করেছেন যাতে মনে হয় যে, তিনি নিজেই উপরস্থ শায়খের নিকট তা শুনেছেন, অথচ তিনি তার নিকট সেই হাদীছ শুনেন নাই- সে হাদীছকে হাদীছে মুদাল্লাস (مدلس) বলে এবং এইরূপ করাকে 'তাদলীস' বলে। আর যিনি এইরূপ করেন তাকে মুদাল্লিস বলে। মুদাল্লিসের হাদীছ গ্রহণযোগ্য নয় যে পর্যন্ত না একথা নিশ্চিতরূপে জানা যায় যে, তিনি একমাত্র ছিকাহ্ রাবী থেকেই তাদলীস করেন অথবা তিনি আপন শায়খের নিকট শুনেছেন বলে পরিষ্কারভাবে বলে দেন।

মুযতারাব ঃ যে হাদীছের রাবী হাদীছের মতন বা সনদকে বিভিন্ন প্রকারে গোলমাল করে বর্ণনা করেছেন সে হাদীছকে হাদীছে মুযতারাব (مضطرب) বলে। যে পর্যন্ত না এর কোনরূপ সমন্বয় সাধন সম্ভবপর হয়, সে পর্যন্ত এই সম্পর্কে তাওয়াক্কুফ (অপেক্ষা) করতে হবে। অর্থাৎ এই ধরনের রিওয়ায়াত প্রমাণ হিসাবে ব্যবহার করা যাবে না।

মুদ্‌রায ঃ যে হাদীছের মধ্যে রাবী নিজের অথবা অপরের উক্তিকে প্রক্ষেপ করেছেন- সে হাদীছকে মুদ্‌রাজ (مدرج - প্রক্ষিপ্ত) বলে এবং এইরূপ করাকে 'ইদরাজ' (ادراج) বলে। ইদ্‌রাজ হারাম। অবশ্য যদি এ দ্বারা কোন শব্দ বা বাক্যের অর্থ প্রকাশ হয় এবং একে মূদরাজ বলে সহজে বুঝা যায়, তবে দূষণীয় নয়।

মুত্তাসিল ঃ যে হাদীছের সনদের ধারাবাহিকতা উপর থেকে নীচ পর্যন্ত পূর্ণরূপে রক্ষিত আছে, কোন স্তরেই কোন রাবীর নাম বাদ পড়েনি তাকে মুত্তাসিল (متصل) হাদীছ বলে।

মুনকাতি ঃ যে হাদীছের সনদের ধারাবাহিকতা রক্ষিত হয়নি, মাঝখানের কোন এক স্তরে কোন রাবীর নাম বাদ পড়েছে- তাকে মুনকাতি (منقطع) হাদীছ বলে। আর এই বাদ পড়াকে বলে 'ইনকিতা' (انقطاع)।

মুরসাল ঃ যে হাদীছের সনদের ইনকিতা শেষের দিকে হয়েছে, অর্থাৎ সাহাবীর নাম বাদ পড়েছে এবং তাবিঈ সরাসরি রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর উল্লেখ করে হাদীছ বর্ণনা করেছেন তাকে মুরসাল (مرسل) হাদীছ বলে।

মুতাবি ও শাহিদ ঃ এক রাবীর হাদীছের অনুরূপ যদি অপর রাবীর কোন হাদীছ পাওয়া যায় তবে দ্বিতীয় রাবীর হাদীছটিকে প্রথম রাবীর হাদীছটির মুতাবি (متابع) বলে- যদি উভয়

হাদীছের মূল রাবী অর্থাৎ সাহাবী একই ব্যক্তি হন। আর এইরূপ হওয়াকে মুতাবাআত বলে। যদি মূল রাবী একই ব্যক্তি না হন তবে দ্বিতীয় ব্যক্তির হাদীছটিকে শাহিদ (شاهد) বলে। আর এইরূপ হওয়াকে শাহাদাত বলে। মুতাবাআত ও শাহাদাত দ্বারা প্রথম হাদীছটির শক্তি বা প্রামাণ্যতা বৃদ্ধি পায়।

মু'আল্লাক ঃ সনদের ইনকিতা প্রথম দিকে হলে, অর্থাৎ সাহাবীর পর এক বা একাধিক রাবীর নাম বাদ পড়লে তাকে মুআল্লাক (معلق) হাদীছ বলে।

মারূফ ও মুনকার ঃ কোন দুর্বল রাবীর বর্ণিত হাদীছ অপর কোন দুর্বল রাবীর বর্ণিত হাদীছের বিরোধী হলে অপেক্ষাকৃত কম দুর্বল রাবীর হাদীছকে মারূফ (معروف) বলে এবং অপর রাবীর হাদীছটিকে মুনকার বলে। মুনকার হাদীছ গ্রহণযোগ্য নয়।

সহীহ্ ঃ যে মুত্তাসিল হাদীছের সনদে উল্লেখিত প্রত্যেক রাবীই পূর্ণ আদালত ও যাবৃতগুণ সম্পন্ন এবং হাদীছটি যাবতীয় দোষত্রুটি মুক্ত– তাকে সহীহ (صحيح) হাদীছ বলে।

হাসান ঃ যে হাদীছের কোন রাবীর যাবত্গুণে পরিপূর্ণতার অভাব রয়েছে তাকে হাসান (حسن) হাদীছ বলে। ফিক্হবিদগণ সাধারণত সহীহ ও হাসান হাদীছের ভিত্তিতে আইন প্রণয়ন করেন।

যঈফ ঃ যে হাদীছের রাবী কোন হাসান হাদীছের রাবীর গুণসম্পন্ন নন তাকে যঈফ (ضعيف) হাদীছ বলে। রাবীর দুর্বলতার কারণেই হাদীছটিকে দুর্বল বলা হয়, অন্যথায় মহানবী (স)–এর কোন কথাই যঈফ নয়।

মাওযূ ঃ যে হাদীছের রাবী জীবনে কখনও ইচ্ছাকৃতভাবে রাসূলুল্লাহ (স)–এর নামে মিথ্যা কথা রচনা করেছে বলে প্রমাণিত হয়েছে তার বর্ণিত হাদীছটিকে মাওযূ (موضوع) হাদীছ বলে। এরূপ ব্যক্তির বর্ণিত হাদীছ গ্রহণযোগ্য নয়।

মাতরূক ঃ যে হাদীছের রাবী হাদীছের ক্ষেত্রে নয়, বরং সাধারণ কাজেকর্মে মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করে বলে খ্যাত তার বর্ণিত হাদীছকে মাতরূক (متروك) হাদীছ বলে। এরূপ ব্যক্তির বর্ণিত হাদীছও পরিত্যাজ্য।

মুবহাম ঃ যে হাদীছের রাবীর উত্তমরূপে পরিচয় পাওয়া যায়নি, যার ভিত্তিতে তার দোষগুণ বিচার করা যেতে পারে–এরূপ রাবীর বর্ণিত হাদীছকে মুবহাম (مبهم) হাদীছ বলে। এই ব্যক্তি সাহাবী না হলে তার হাদীছও গ্রহণযোগ্য নয়।

মুতাওয়াতির ঃ যে সহীহ হাদীছ প্রত্যেক যুগে এত অধিক সংখ্যক লোক রিওয়ায়াত করেছেন যাদের পক্ষে মিথ্যার জন্য দলবদ্ধ হওয়া সাধারণত অসম্ভব তাকে মুতাওয়াতির (متواتر) হাদীছ বলে। এই ধরনের হাদীছ দ্বারা নিশ্চিত জ্ঞান (علم اليقين) লাভ হয়।

খবরে ওয়াহিদ ঃ প্রত্যেক যুগে এক, দুই অথবা তিনজন রাবী কর্তৃক বর্ণিত হাদীছকে

খবরে ওয়াহিদ (خبرواحد) বা আখবারুল আহাদ (اخبارالاحاد) বলে। এই হাদীছ তিন প্রকারঃ-

মাশহূর ঃ যে সহীহ হাদীছ প্রত্যেক যুগে অন্ততপক্ষে তিনজন রাবী বর্ণনা করেছেন তাকে মাশহূর (مشهور) হাদীছ বলে।

আযীয ঃ যে সহীহ হাদীছ প্রত্যেক যুগে একজন মাত্র রাবী বর্ণনা করেছেন তাকে আযীয (عزيز)বলে।

গারীব ঃ যে সহীহ হাদীছ কোন যুগে একজন মাত্র রাবী বর্ণনা করেছেন তাকে গারীব (غريب) হাদীছ বলে।

হাদীছে কুদসী ঃ এ ধরনের হাদীছের মূলকথা সরাসরি আল্লাহ্‌র নিকট থেকে প্রাপ্ত এবং আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্কিত করে। যেমন আল্লাহ তাঁর নবী (স)-কে ইলহাম, কিংবা স্বপ্নযোগে অথবা জিবরীল (আ)-এর মাধ্যমে তা জানিয়ে দিয়েছেন, মহানবী (স) তা নিজ ভাষায় বর্ণনা করেছেন। হাদীছে কুদসীকে হাদীছে ইলাহী (حديث الهى)বা হাদীছে রব্বানী (حديث ربانى)-ও বলা হয়।

মুত্তাফাক আলায়হ ঃ যে হাদীছ একই সাহাবী থেকে ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম (রহ) উভয়ে গ্রহণ করেছেন- তাকে মুত্তাফাক আলায়হ্ (متفق عليه) হাদীছ বলে।

আদালাত ঃ যে সুদৃঢ় শক্তি মানুষকে তাকওয়া ও শিষ্টাচার অবলম্বনে এবং মিথ্যা আচরণ থেকে বিরত থাকতে উদ্বুদ্ধ করে তাকে আদালাত (عدالت) বলে। এখানে তাকওয়া বলতে অশোভনীয় ও অভদ্রোচিত কাজ ও আচরণ থেকে বিরত থাকা, যেমন হাট-বাজারে বা প্রকাশ্যে পানাহার করা, বা রাস্তা-ঘাটে পেশাব-পায়খানা করা ইত্যাদি থেকে বিরত থাকাও বুঝায়। এসব গুণে গুণান্বিত ব্যক্তিকে আদিল বলে।

যাব্‌ত ঃ যে স্মৃতিশক্তি দ্বারা মানুষ শ্রুত বা লিখিত বিষয়কে বিস্মৃতি বা বিনাশ থেকে রক্ষা করতে সক্ষম হয় এবং যখন ইচ্ছা তা সঠিকভাবে স্মরণ করতে পারে তাকে যাবৃত (ضبط) বলে।

ছিকাহ ঃ যে রাবীর মধ্যে আদালাত ও যাবৃত উভয় গুণ পূর্ণভাবে বিদ্যমান তাকে ছিকাহ্ (ثقه), ছাবিত (ثابت) বা ছাবাত (ثبات) বলে।

হাদীছ গ্রন্থসমূহের শ্রেণীবিভাগ

হাদীছ গ্রন্থ প্রণয়নের বিভিন্ন ধরন ও পদ্ধতি রয়েছে। এসব গ্রন্থের নামও বিভিন্ন ধরনের। নিম্নে এর কতিপয় প্রসিদ্ধ পদ্ধতির নাম উল্লেখ করা হল ঃ

১. আল-জামি ঃ যে হাদীছ গ্রন্থে আকীদা-বিশ্বাস, আহ্‌কাম (শরীআতের আদেশ-নিষেধ), আখলাক ও শিষ্টাচার, দয়া, সহানুভূতি, পানাহারের শিষ্টাচার, সফর ও কোন স্থানে অবস্থান, কুরআনের তাফসীর, ইতিহাস, যুদ্ধ ও সন্ধি, শত্রুদের মোকাবিলায় মুজাহিদ

বাহিনী প্রেরণ, বিশৃংখলা–বিপর্যয়, রিকাক, প্রশংসা ও মর্যাদার বর্ণনা ইত্যাদি সকল প্রকারের হাদীছ বিভিন্ন অধ্যায়ে সন্নিবেশিত হয় তাকে আল–জামি(الجامع) বলা হয়। সাহীহ বুখারী ও জামি তিরমিযী এর অন্তর্ভূক্ত। সহীহ মুসলিমে যেহেতু তাফসীর ও কিরাআত সংক্রান্ত হাদীছ খুবই কম তাই কোন কোন হাদীছ বিশারদের মতে তা জামি শ্রেণীর অন্তর্ভূক্ত নয়।

২. আস–সুনান ঃ যেসব হাদীছ গ্রন্থে কেবলমাত্র শরীআতের হুকুম–আহ্‌কাম ও ব্যবহারিক জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় নিয়ম–নীতি ও আদেশ–নিষেধমূলক হাদীছ একত্র করা হয় এবং ফিক্‌হ গ্রন্থের ন্যায় বিভিন্ন অধ্যায় ও অনুচ্ছেদে সজ্জিত হয় তাকে সুনান (سنن) বলে। যেমন সুনানে আবু দাউদ, সুনানে নাসাঈ, সুনানে ইবন মাজা, ইত্যাদি। তিরমিযী শরীফও এই হিসাবে সুনান গ্রন্থের অন্তর্ভূক্ত।

৩. আল–মুসনাদ ঃ যেসব হাদীছ গ্রন্থে সাহাবীদের থেকে বর্ণিত হাদীছসমূহ তাঁদের নামের আদ্যাক্ষর অনুযায়ী পরপর সংকলিত হয়, ফিক্‌হের পদ্ধতিতে সংকলিত হয় না তাকে আল–মুসনাদ (المسند) বা আল–মাসানীদ (المسانيد) বলে। যেমন হযরত আইশা (রা) কর্তৃক বর্ণিত সমস্ত হাদীছ তাঁর নামের শিরোনামের অধীনে একত্রিত করা হয়। ইমাম আহ্‌মাদ (রহ)–এর আল–মুসনাদ গ্রন্থ, মুসনাদ আবু দাউদ তায়ালিসী ইত্যাদি এই শ্রেণীর অন্তর্ভূক্ত।

৪. আল–মু'জাম ঃ যে হাদীছ গ্রন্থে মুসনাদ গ্রন্থের পদ্ধতিতে এক একজন উস্তাদের নিকট থেকে প্রাপ্ত হাদীছসমূহ পর্যায়ক্রমে একত্রে সন্নিবেশ করা হয় তাকে আল–মু'জাম (المعجم) বলে। যেমন ইমাম তাবারানী সংকলিত আল–মুজামুল কাবীর।

৫. আল–মুসতাদরাক ঃ যেসব হাদীছ বিশেষ কোন হাদীছ গ্রন্থে শামিল করা হয়নি অথচ তা সংশ্লিষ্ট গ্রন্থকারের অনুসৃত শর্তে পূর্ণ মাত্রায় উত্তীর্ণ হয়– সেইসব হাদীছ যে গ্রন্থে সন্নিবেশ করা হয় তাকে আল–মুসতাদরাক (المستدرك) বলে। যেমন ইমাম হাকিম নিশাপুরীর আল–মুসতাদরাক গ্রন্থ।

৬. রিসালা ঃ যে ক্ষুদ্র কিতাবে মাত্র এক বিষয়ের হাদীছসমূহ একত্র করা হয়েছে তাকে রিসালা(رسالة) বা জুয (جزء) বলে।

সিহাহ সিত্তা ঃ বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসাঈ ও ইবন মাজা– এই ছয়টি গ্রন্থকে একত্রে সিহাহ সিত্তা (صحاح ستة) বলা হয়। কিন্তু কতিপয় বিশিষ্ট আলিম ইবন মাজার পরিবর্তে ইমাম মালিক (রহ)–এর মুওয়াত্তাকে, আবার কতেকে সুনানুদ–দারিমীকে সিহাহ সিত্তার অন্তর্ভূক্ত করেছেন।

সহীহায়ন ঃ সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমকে একত্রে সহীহায়ন (صحيحين) বলে।

সুনানে আরবা'আ ঃ সিহাহ সিত্তার অপর চারটি গ্রন্থ– আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ ও ইবন মাজাকে একত্রে সুনানে আরবাআ (سنن اربعه) বলে।

হাদীছের কিতাবসমূহের স্তরবিভাগ

হাদীছের কিতাবসমূহকে মোটামুটিভাবে পাঁচটি স্তর বা তাবাকায় ভাগ করা হয়েছে। শাহ্ ওয়ালিয়্যুল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহলবী (রহ)–ও তাঁর 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা' নামক কিতাবে এরূপ পাঁচ স্তরে ভাগ করেছেন।

প্রথম স্তর

এ স্তরের কিতাবসমূহে কেবল সহীহ হাদীছই রয়েছে। এ স্তরের কিতাব মাত্র তিনটিঃ মুওয়াত্তা ইমাম মালিক, বুখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফ। সকল হাদীছ বিশেষজ্ঞ এ বিষয়ে একমত যে, এ তিনটি কিতাবের সমস্ত হাদীছই নিশ্চিতরূপে সহীহ।

দ্বিতীয় স্তর

এ স্তরের কিতাবসমূহ প্রথম স্তরের খুব কাছাকাছি। এ স্তরের কিতাবে সাধারণতঃ সহীহ্ ও হাসান হাদীছই রয়েছে। যঈফ হাদীছ এতে খুব কমই আছে। সুনানে নাসাঈ, সুনানে আবু দাউদ ও জামি তিরমিযী এ স্তরেরই কিতাব। সুনানুদ–দারিমী, সুনানে ইব্ন মাজা এবং শাহ্ ওয়ালিয়্যুল্লাহ–এর মতে মুসনাদ ইমাম আহ্মাদকেও এ স্তরে শামিল করা যেতে পারে। এই দুই স্তরের কিতাবের উপরই সকল মাযহাবের ফকীহগণ নির্ভর করে থাকেন।

তৃতীয় স্তর

এ স্তরের কিতাবে সহীহ, হাসান, যঈফ, মারূফ ও মুনকার সকল রকমের হাদীছই রয়েছে। মুসনাদ আবী ইয়া'লা, মুসনাদ আবদুর রায্যাক এবং ইমাম বায়হাকী, ইমাম তাহাবী ও ইমাম তাবারানী (রহ)–এর কিতাবসমূহ এ স্তরেরই অন্তর্ভূক্ত।

চতুর্থ স্তর

বিশেষজ্ঞগণের বাছাই ব্যতীত এ সকল কিতাবের হাদীছ গ্রহণ করা যেতে পারে না। এ স্তরের কিতাবসমূহে সাধারণতঃ যঈফ ও গ্রহণের অযোগ্য হাদীছই রয়েছে। ইব্ন হিব্বানের কিতাবুদ–দু'আফা, ইব্নুল–আছীরের আল–কামিল এবং খাতীব আল–বাগদাদী ও আবু নুআয়ম–এর কিতাবসমূহ এই স্তরের অন্তর্ভূক্ত।

পঞ্চম স্তর

উপরিউক্ত স্তরে যে সকল কিতাবের স্থান নাই সে সকল কিতাবই এ স্তরের কিতাব।

সহীহায়নের বাইরেও সহীহ হাদীছ রয়েছে

বুখারী ও মুসলিম শরীফ সহীহ হাদীছের কিতাব। কিন্তু সমস্ত সহীহ হাদীছই যে বুখারী ও মুসলিমে রয়েছে তা নয়। ইমাম বুখারী (রহ) বলেনঃ আমি আমার এ কিতাবে সহীহ ব্যতীত কোন হাদীছ স্থান দেইনি এবং বহু সহীহ হাদীছ আমি বাদও দিয়েছি।

এইরূপে ইমাম মুসলিম (রহ) বলেন, আমি এ কথা বলি না যে, এর বাইরে যে সকল হাদীছ রয়েছে সেগুলি সবই যঈফ। সুতরাং এই দুই কিতাবের বাইরেও সহীহ হাদীছ ও সহীহ কিতাব

রয়েছে। শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিছ দেহলবীর মতে সিহাহ সিত্তা, মুওয়াত্তা ইমাম মালিক ও সুনানুদ-দারিমী ব্যতীত নিম্নোক্ত কিতাবসমূহ সহীহ (যদিও বুখারী ও মুসলিমের সমপর্যায়ের নয়)।

১. সহীহ ইব্ন খুযায়মা- আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক (৩১১ হিঃ)
২. সহীহ ইব্ন হিব্বান- আবু হাতিম মুহাম্মাদ ইব্ন হিব্বান (৩৫৪ হিঃ)
৩. আল-মুস্তাদরাক- হাকিম আবু আবদুল্লাহ নিশাপুরী (৪০২ হিঃ)
৪. আল-মুখতারা- দিয়াউদ্দীন আল-মাকদিসী (৭০৪ হিঃ)
৫. সহীহ আবু আওয়ানা- ইয়াকুব ইব্ন ইসহাক (৩১১ হিঃ)
৬. আল-মুনতাকা- ইব্নুল জারূদ আবদুল্লাহ ইব্ন আলী।

এতদ্ব্যতীত মুহাম্মাদ ইব্ন মুহাম্মাদ রাজা সিন্ধী (২৮৬ হিঃ) এবং ইব্ন হাযম যাহিরীর (৪৫৬ হিঃ)-ও এক একটি সহীহ কিতাব রয়েছে বলে কোন কোন কিতাবে উল্লেখ দেখা যায়। কিন্তু পরবর্তী মুহাদ্দিছগণ এগুলিকে সহীহ বলে গ্রহণ করেছেন কি না, বা কোথাও এগুলির পান্ডুলিপি বিদ্যমান আছে কি না তা জানা যায় নাই।

হাদীছের সংখ্যা

হাদীছের মূল কিতাবসমূহের মধ্যে ইমাম আহ্মাদ ইব্ন হাম্বলের 'মুসনাদ' একটি সুবৃহৎ কিতাব। এতে ৭ শত সাহাবী কর্তৃক বর্ণিত পুনরুল্লেখ (তাকরার)-সহ মোট ৪০ হাজার এবং 'তাকরার' বাদে ৩০ হাজার হাদীছ রয়েছে। শায়খ আলী মুত্তাকী জৌনপুরীর 'মুনতাখাব কানযিল উম্মাল'-এ ৩০ হাজার এবং মূল কানযুল উম্মাল-এ (তাকরার বাদ) মোট ৩২ হাজার হাদীছ রয়েছে। অথচ এই কিতাব বহু মূল কিতাবের সমষ্টি। একমাত্র হাসান আহ্মাদ সমরকান্দীর 'বাহরুল আসানীদ' কিতাবেই এক লক্ষ হাদীছ রয়েছে বলে বর্ণিত আছে। মোট হাদীছের সংখ্যা সাহাবা ও তাবিঈনের আছারসহ সর্বমোট এক লাখের অধিক নয় বলে মনে হয়। এর মধ্যে সহীহ হাদীছের সংখ্যা আরো কম। হাকিম আবু আবদুল্লাহ নিশাপুরীর মতে প্রথম শ্রেণীর সহীহ হাদীছের সংখ্যা ১০ হাজারেরও কম। সিহাহ সিত্তায় মাত্র পৌনে ছয় হাজার হাদীছ রয়েছে। এর মধ্যে ২৩২৬টি হাদীছ মুত্তাফাক আলাইহি। তবে যে বলা হয়ে থাকে- হাদীছের সুপ্রসিদ্ধ ইমামগণের লক্ষ লক্ষ হাদীছ জানা ছিল, তার অর্থ এই যে, অধিকাংশ হাদীছের একাধিক সনদ সূত্র রয়েছে (এমনকি শুধু নিয়্যাত সম্পর্কীয় اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ হাদীছটিরই ৭ শতের মত সনদ রয়েছে- তাদবীন, পৃ. ৫৪)। আর আমাদের মুহাদ্দিছগণ যে হাদীছের যতটি সনদ রয়েছে সেটিকে তত সংখ্যক হাদীছ বলে গণ্য করেন।

হাদীছের চর্চা ও তার প্রচার

সাহাবায়ে কিরাম (রা) মহানবী (স)-এর প্রতিটি কথা মনোযোগ দিয়ে শুনতেন এবং তাঁর প্রতিটি কাজ ও আচরণ সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে লক্ষ্য করতেন। রাসূলুল্লাহ (স) সাহাবীগণকে ইসলামের

আদর্শ ও এর যাবতীয় নির্দেশ যেমন মেনে চলার হুকুম দিতেন, তেমনি তা স্মরণ রাখতে এবং অনাগত মানব সভ্যতার কাছে পৌছে দেওয়ারও নির্দেশ দিয়েছেন। হাদীছ চর্চাকারীর জন্য তিনি নিম্নোক্ত ভাষায় দুআ করেছেনঃ

"আল্লাহ্ সেই ব্যক্তিকে সজীব ও আলোকোজ্জ্বল করে রাখুন– যে আমার কথা শুনে স্মৃতিতে ধরে রাখল, তার পূর্ণ হিফাজত করল এবং এমন লোকের কাছে পৌছে দিল, যে তা শুনতে পায়নি"– (তিরমিযী, ২য় খন্ড, পৃ. ৯০)।

মহানবী (স) আবদুল কায়েস গোত্রের প্রতিনিধি দলকে প্রয়োজনীয় উপদেশ দান করে বলেনঃ "এই কথাগুলো তোমরা পুরোপুরি স্মরণ রাখবে এবং যারা তোমাদের পেছনে রয়েছে তাদের কাছে পৌছে দেবে"– (বুখারী)। তিনি সাহাবীগণকে সম্বোধন করে বলেছেনঃ "আজ তোমরা (আমার নিকট দীনের কথা) শুনছ, তোমাদের নিকট থেকেও (তা) শুনা হবে"– (মুসতাদরাক হাকিম, ১খ, পৃ. ৯৫)। তিনি আরও বলেন, "আমার পরে লোকেরা তোমাদের নিকট হাদীছ শুনতে চাইবে। তারা এই উদ্দেশ্যে তোমাদের নিকট এলে তাদের প্রতি সদয় হয়ো এবং তাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করো"– (মুসনাদে আহ্মাদ)। তিনি অন্যত্র বলেছেনঃ "আমার নিকট থেকে একটি বাক্য হলেও তা অন্যের কাছে পৌছে দাও"– (বুখারী)।

৮ম হিজরীতে মক্কা বিজয়ের পরের দিন এবং ১০ম হিজরীতে বিদায় হজ্জের ভাষণে মহানবী (স) বলেনঃ "উপস্থিত লোকেরা যেন অনুপস্থিতদের নিকট আমার এ কথাগুলো পৌছে দেয়"– (বুখারী)।

রাসূলুল্লাহ (স)–এর উল্লিখিত বাণীর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে তাঁর সাহাবীগণ হাদীছ সংরক্ষণে উদ্যোগী হন। প্রধানত তিনটি সূত্রের মাধ্যমে মহানবী (স)–এর হাদীছ সংরক্ষিত হয়ঃ (১) উম্মাতের নিয়মিত আমল। (২) রাসূলুল্লাহ (স)–এর লিখিত ফরমান, সাহাবীদের নিকট লিখিত আকারে সংরক্ষিত হাদীছ ও পুস্তিকা এবং (৩) হাদীছ মুখস্থ করে স্মৃতির ভান্ডারে সঞ্চিত রাখা, অতঃপর বর্ণনা ও অধ্যাপনার মাধ্যমে লোক পরম্পরায় তার প্রচার।

তদানীন্তন আরবদের স্মরণশক্তি অসাধারণভাবে প্রখর ছিল। কোন কিছু স্মৃতিতে ধরে রাখার জন্য একবার শ্রবণই তাদের জন্য যথেষ্ট ছিল। স্মরণশক্তির সাহায্যে আরববাসীরা হাজার বছর ধরে তাদের জাতীয় ঐতিহ্য সংরক্ষণ করে আসছিল। হাদীছ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে প্রাথমিক উপায় হিসাবে এই মাধ্যমটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। মহানবী (স) যখনই কোন কথা বলতেন, উপস্থিত সাহাবীগণ পূর্ণ আগ্রহ ও আন্তরিকতা সহকারে তা শুনতেন, অতঃপর মুখস্থ করে নিতেন। তদানীন্তন মুসলিম সমাজে প্রায় এক লক্ষ লোক রাসূলুল্লাহ্ (স)–এর বাণী ও কাজের বিবরণ সংরক্ষণ করেছেন এবং স্মৃতিপটে ধরে রেখেছেন। আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, "আমরা রাসূলুল্লাহ (স)–এর হাদীছ মুখস্থ করতাম। এভাবেই তাঁর নিকট থেকে হাদীছ মুখস্থ করা হত"– (সহীহ মুসলিম, ভূমিকা, পৃ. ১০)।

উম্মাতের নিরবচ্ছিন্ন আমল, পারস্পরিক পর্যালোচনা, শিক্ষাদান ও অধ্যাপনার মাধ্যমেও

হাদীছ সংরক্ষিত হয়। রাসূলুল্লাহ্ (স) যে নির্দেশই দিতেন– সাহাবীগণ সাথে সাথে তা কার্যে পরিণত করতেন। তাঁরা মসজিদ অথবা কোন নির্দিষ্ট স্থানে একত্র হতেন এবং হাদীছ আলোচনা করতেন। আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) বলেন, "আমরা মহানবী (স)–এর নিকট হাদীছ শুনতাম। তিনি যখন মজলিস থেকে উঠে চলে যেতেন– আমরা শ্রুত হাদীছগুলো পরস্পর পুনরাবৃত্তি ও পর্যালোচনা করতাম। আমাদের এক একজন করে সব কয়টি হাদীছ মুখস্থ শুনিয়ে দিত। এ ধরনের প্রায় বৈঠকেই অন্তত ষাট–সত্তরজন লোক উপস্থিত থাকত। বৈঠক থেকে আমরা যখন উঠে যেতাম তখন আমাদের প্রত্যেকেরই সবকিছু মুখস্থ হয়ে যেত"– (আল–মাজমাউয–যাওয়াইদ, ১খ, পৃ.১৬১)।

মসজিদে নববীকে কেন্দ্র করে স্বয়ং মহানবী (স)–এর জীবদ্দশায় যে শিক্ষায়তন গড়ে উঠেছিল সেখানে একদল বিশিষ্ট সাহাবী (আহ্‌লুস সুফ্‌ফা) সার্বক্ষণিকভাবে কুরআন–হাদীছ শিক্ষায় রত থাকতেন।

লেখনীর মাধ্যমে হাদীছ সংরক্ষণ ও গ্রন্থ প্রনয়ন

হাদীছ সংরক্ষণের জন্য যথা সময়ে যথেষ্ট পরিমাণে লেখনী শক্তিরও সাহায্য নেয়া হয়। প্রাথমিক পর্যায়ে কুরআন মজীদ ব্যতীত সাধারণতঃ অন্য কিছু লিখে রাখা হত না। পরবর্তীকালে হাদীছের বিরাট সম্পদ লিপিবদ্ধ হতে থাকে। হাদীছ মহানবী (স)–এর জীবদ্দশায় লিপিবদ্ধ হয়নি, বরং তাঁর ইন্তিকালের শতাব্দী কাল পর লিপিবদ্ধ হয়েছে– বলে যে ভুল ধারণা প্রচলিত আছে তার আদৌ কোন ভিত্তি নাই। অবশ্য একথা ঠিক যে, কুরআনের সংগে হাদীছ মিশ্রিত হয়ে মারাত্মক পরিস্থিতির উদ্ভব হতে পারে– কেবল এই আশংকায় ইসলামী দাওয়াতের প্রাথমিক পর্যায়ে রাসূলুল্লাহ (স) বলেছিলেনঃ "আমার কোন কথাই লিখ না। কুরআন ব্যতীত আমার থেকে কেউ অন্য কিছু লিখে থাকলে তা যেন মুছে ফেলে"– (মুসলিম)। কিন্তু যেখানে এরূপ বিভ্রান্তির আশংকা ছিল না মহানবী (স) সে সকল ক্ষেত্রে হাদীছ লিপিবদ্ধ করে রাখতে বিশেষভাবে উৎসাহিত করেন। আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর (রা) রাসূলুল্লাহ (স)–এর নিকট উপস্থিত হয়ে বলেন, "হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি হাদীছ বর্ণনা করতে চাই। তাই স্মরণশক্তির ব্যবহারের সাথে সাথে লেখনীরও সাহায্য গ্রহণ করতে ইচ্ছুক, যদি আপনি অনুমতি দেন।" তিনি বলেন, "আমার হাদীছ কণ্ঠস্থ করার সাথে সাথে লিখেও রাখতে পার"– (দারিমী)। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর (রা) আরও বলেন, "আমি রাসূলুল্লাহ্ (স)–এর নিকট যা কিছু শুনতাম মনে রাখার জন্য তা লিখে নিতাম। কতিপয় সাহাবী আমাকে তা লিখে রাখতে নিষেধ করলেন এবং বললেন, "রাসূলুল্লাহ (স) একজন মানুষ, কখনও স্বাভাবিক অবস্থায় আবার কখনও রাগান্বিত অবস্থায় কথা বলেন।" একথা বলার পর আমি হাদীছ লেখা ত্যাগ করলাম, অতপর তা রাসূলুল্লাহ্ (স)–কে জানালাম। তিনি নিজ হাতের আংগুলের সাহায্যে স্বীয় মুখের দিকে ইংগিত করে বলেনঃ "তুমি লিখে রাখ। সেই সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ। এই মুখ দিয়ে সত্য ছাড়া অন্য কিছু বের হয় না"– (আবু দাউদ, মুসনাদে আহ্‌মাদ, দারিমী, হাকিম, বায়হাকী)। তাঁর সংকলনের নাম ছিল

'সহীফায়ে সাদিকা'। এ সম্পর্কে তিনি বলেন, "সাদিকা হাদীছের একটি সংকলন– যা আমি নবী (স)–এর নিকট শুনেছি"– (উলূমুল হাদীছ, পৃ.৪৫)। এই সংকলনে এক হাজার হাদীছ লিপিবদ্ধ ছিল।

আবু হুরায়রা (রা) বলেনঃ এক আনসারী সাহাবী রাসূলুল্লাহ (স)–এর কাছে আরজ করলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনি যা কিছু বলেন, আমার কাছে খুবই ভালো লাগে, কিন্তু মনে রাখতে পারি না। মহানবী (স) বলেনঃ "তুমি ডান হাতের সাহায্য নাও।" অতপর তিনি হাতের ইশারায় লিখে রাখার প্রতি ইংগিত করলেন– (তিরমিযী)।

আবু হুরায়রা (রা) আরো বলেনঃ মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ্ (স) ভাষণ দিলেন। আবু শাহ্ ইয়ামানী (রা) আরজ করলেনঃ হে আল্লাহ্র রাসূল! এ ভাষণ আমাকে লিখে দিন। নবী (স) ভাষণটি তাঁকে লিখে দেয়ার নির্দেশ দেন– (বুখারী, তিরমিযী, মুসনাদে আহ্মাদ)। হাসান ইব্ন মুনাব্বিহ্ (রহ) বলেনঃ আবু হুরায়রা (রা) আমাকে বিপুল সংখ্যক কিতাব (পান্ডুলিপি) দেখালেন। তাতে রাসূলুল্লাহ্ (স)–এর হাদীছ লিপিবদ্ধ ছিল– (ফাতহুল বারী)। আবু হুরায়রা (রা)–এর সংকলনের একটি কপি (ইমাম ইব্ন তাইমিয়ার হস্তলিখিত) দামিশ্ক এবং বার্লিনের লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত আছে। আনাস ইব্ন মালিক (রা) তাঁর (স্বহস্তে লিখিত) সংকলন বের করে ছাত্রদের দেখিয়ে বলেনঃ আমি এসব হাদীছ মহানবী (স)–এর নিকট শুনে তা লিখে নিয়েছি। অতপর তাঁকে তা পড়ে শুনিয়েছি (মুসতাদরাক হাকিম, ৩ খ, ৫৭৩)। রাফে ইব্ন খাদীজ (রা)–কে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (স) হাদীছ লিখে রাখার অনুমতি দেন। তিনি প্রচুর হাদীছ লিখে রাখেন (মুসনাদেআহ্মাদ)।

আলী ইব্ন আবু তালিব (রা)–ও হাদীছ লিখে রাখতেন। চামড়ার থলের মধ্যে রক্ষিত সংকলনটি তাঁর সংগেই থাকত। তিনি বলতেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ (স)–এর নিকট থেকে এই সহীফা ও কুরআন মজীদ ব্যতীত আর কিছু লিখিনি। সংকলনটি স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ (স) লিখিয়েছিলেন। এতে যাকাত, রক্তপণ (দিয়াত), বন্দীমুক্তি, মদীনার হেরেম এবং আরও অনেক বিষয় সম্পর্কিত বিধান উল্লেখ ছিল– (বুখারী, ফাতহুল বারী)। আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা)–এর পুত্র আবদুর রহমান একটি পান্ডুলিপি নিয়ে এসে শপথ করে বলেনঃ এটা ইব্ন মাসউদ (রা)–এর স্বহস্তে লিখিত– (জামি বায়ানিল ইল্ম, ১খ, পৃ.১৭)।

স্বয়ং মহানবী (স) হিজরত করে মদীনায় পৌঁছে বিভিন্ন জাতির সমন্বয়ে যে চুক্তিপত্র সম্পাদন করেন (যা মদীনার সনদ নামে প্রসিদ্ধ), হুদায়বিয়ার প্রান্তরে মক্কার মুশরিকদের সাথে যে সন্ধি করেন, বিভিন্ন সময়ে যে ফরমান জারী করেন, বিভিন্ন গোত্র প্রধান ও রাজন্যবর্গকে ইসলামের যে দাওয়াতনামা প্রেরণ করেন এবং বিভিন্ন ব্যক্তি ও গোত্রকে যেসব জমি, খনি ও কূপ দান করেন তা সবই লিপিবদ্ধ আকারে ছিল এবং তা সবই হাদীছরূপে গণ্য।

এসব ঘটনা থেকে পরিষ্কারভাবে প্রমাণিত হয় যে, নবী (স)–এর সময় থেকেই হাদীছ লেখার কাজ শুরু হয়। তাঁর দরবারে বহু সংখ্যক লেখক সাহাবী সব সময় উপস্থিত থাকতেন

এবং তাঁর মুখে যে কথাই শুনতেন তা লিখে নিতেন। রাসূলুল্লাহ (স)–এর জীবদ্দশায়ই অনেক সাহাবীর নিকট স্বহস্তে লিখিত সংকলন বর্তমান ছিল। উদাহরণ স্বরূপ আবদুল্লাহ ইবন আমর (রা)–এর সহীফায়ে সাদিকা, আবূ হুরায়রা (রা)–এর সংকলন সমধিক প্রসিদ্ধ।

সাহাবীগণ যেভাবে রাসূলুল্লাহ (স)–এর নিকট থেকে হাদীছের জ্ঞান লাভ করেন–তেমনিভাবে হাজার হাজার তাবিঈ সাহাবীগণের কাছে হাদীছের শিক্ষা লাভ করেন। একমাত্র আবূ হুরায়রা (রা)–র নিকট আটশত তাবিঈ হাদীছ শিক্ষা করেন। সাঈদ ইব্নুল মুসায়্যাব, উরওয়া ইব্নুয–যুবায়র, ইমাম যুহ্রী, হাসান বসরী, ইবন সীরীন, নাফি, ইমাম যায়নুল আবিদীন, মুজাহিদ, কাযী শুরাইহ্, মাসরূক, মাকহূল, ইকরামা, আতা, কাতাদা, ইমাম শা'বী, আলকামা, ইবরাহীম নাখঈ প্রমুখ প্রবীণ তাবিঈগণের প্রায় সকলে ১০ম হিজরীর পর জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৪৮ হিজরীর মধ্যে ইন্তিকাল করেন। অন্যদিকে সাহাবীগণ ১১০ হিজরীর মধ্যে ইন্তিকাল করেন। এদিক থেকে বিচার করলে দেখা যায়, তাবিঈগণ সাহাবীগণের দীর্ঘ সাহচর্য লাভ করেন। একজন তাবিঈ বহু সংখ্যক সাহাবীর সংগে সাক্ষাত করে মহানবী (স)–এর জীবনের ঘটনাবলী, তাঁর বাণী, কাজ ও সিদ্ধান্তসমূহ সংগ্রহ করেন এবং তা তাঁদের পরবর্তীগণ অর্থাৎ তাব্'ই তাবিঈনের নিকট পৌছে দেন।

হিজরী দ্বিতীয় শতকের শুরু থেকে কনিষ্ঠ তাবিঈ ও তাব্'ই তাবিঈনের এক বিরাট দল সাহাবা ও প্রবীণ তাবিঈদের বর্ণিত ও লিখিত হাদীছগুলো ব্যাপকভাবে একত্র করতে থাতেন। তাঁরা গোটা মুসলিম জাহানে ছড়িয়ে পড়ে সমগ্র উম্মাতের মধ্যে হাদীছের জ্ঞান পরিব্যাপ্ত করে দেন। এ সময় ইসলামী বিশ্বের খলীফা উমার ইব্ন আবদুল আযীয (রহ) দেশের বিভিন্ন এলাকার প্রশাসকদের নিকট হাদীছ সংগ্রহ করার জন্য রাজকীয় ফরমান প্রেরণ করেন। ফলে সরকারী উদ্যোগে সংগৃহীত হাদীছের বিভিন্ন সংকলন রাজধানী দামিশ্‌কে পৌছতে থাকে। খলীফা সেগুলোর একাধিক পান্ডুলিপি তৈরী করে দেশের সর্বত্র পাঠিয়ে দেন। এ কালে ইমাম আবূ হানীফা (রহ)–এর নেতৃত্বে কূফায় এবং ইমাম মালিক (রহ) তাঁর মুওয়াত্তা গ্রন্থ এবং ইমাম আবূ হানীফার দুই সহচর ইমাম মুহাম্মাদ ও আবূ ইউসুফ (রহ) ইমাম আবূ হানীফার রিওয়ায়াতগুলো একত্র করে 'কিতাবুল আছার' সংকলন করেন। এ যুগের আরও কয়েকটি উল্লেখযোগ্য হাদীছ সংকলন হচ্ছেঃ জামে সুফ্য়ান ছাওরী, জামে ইব্নুল মুবারাক, জামে ইমাম আওযাঈ, জামে ইব্ন জুরাইজ ইত্যাদি।

হিজরী দ্বিতীয় শতকের শেষার্ধ থেকে চতুর্থ শতকের শেষ পর্যন্ত হাদীছের চর্চা আরও ব্যাপকতর হয়। এ সময়কালেই হাদীছের প্রসিদ্ধ ইমাম বুখারী, মুসলিম, আবু ঈসা তিরমিযী, আবূ দাউদ সিজিস্তানী, নাসাঈ ও ইবন্ মাজা (রহ)–এর আবির্ভাব হয় এবং তাঁদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও দীর্ঘ অধ্যবসায়ের ফলশ্রুতিতে সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য ছয়খানি হাদীছ গ্রন্থ (সিহাহ সিত্তা) সংকলিত হয়। এ যুগে ইমাম শাফিঈ (রহ) তাঁর কিতাবুল উম্ম ও ইমাম আহ্মাদ (রহ) তাঁর আল–মুসনাদ গ্রন্থ সংকলন করেন। হিজরী চতুর্থ শতকে মুসতাদরাক হাকিম, সুনানু দারি

কুতনী, সহীহ ইব্‌ন হিব্বান, সহীহ ইব্‌ন খুযায়মা, তাবারানীর আল-মু'জাম, মুসান্নাফুত-তাহাবী এবং আরও কতিপয় হাদীছ গ্রন্থ সংকলিত হয়। ইমাম বায়হাকীর সুনানুল কুবরা ৫ম হিজরী শতকে সংকলিত হয়।

চতুর্থ শতকের পর থেকে এই পর্যন্ত সংকলিত হাদীছের মৌলিক গ্রন্থগুলোকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন ধরনের সংকলন ও হাদীছের ভাষ্য এবং এই শাস্ত্রের শাখা-প্রশাখার উপর ব্যাপক গবেষণা ও বিভিন্ন গ্রন্থ রচিত হয়। বর্তমান কাল পর্যন্ত এই কাজ অব্যাহত রয়েছে। এসব সংকলনের মধ্যে তাজরীদুস সিহাহ ওয়াস সুনান, আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব, আল-মুহাল্লা, মাসাবীহুস- সুন্নাহ, নাইলুল- আওতার প্রভৃতি সমধিক প্রসিদ্ধ।

উপমহাদেশে হাদীছ চর্চা

বাংলা-পাক-ভারত উপমহাদেশে মুসলিম বিজয়ের প্রাক্কাল (৭১২ খৃ.) থেকেই হাদীছ চর্চা শুরু হয় এবং এখানে মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে ইসলামী জ্ঞান চর্চাও ব্যাপকতর হয়। ইসলামের প্রচারক ও বাণী বাহকগণ উপমহাদেশের সর্বত্র ইসলামী জ্ঞান চর্চার কেন্দ্র গড়ে তোলেন। খ্যাতনামা মুহাদ্দিছ শায়খ শারাফুদ্দীন আবু তাওয়ামা (মৃ. ৭০০ হি.) ৭ম শতকে ঢাকার সোনারগাঁও আগমন করেন এবং কুরআন ও হাদীছ চর্চার ব্যাপক ব্যবস্থা করেন। বংগদেশের রাজধানী হিসাবে এখানে অসংখ্য হাদীছবেত্তা সমবেত হন এবং ইলমে হাদীছের জ্ঞান এতদঞ্চলে ছড়িয়ে দেন। মুসলিম শাসনের শেষ পর্যায় পর্যন্ত এই ধারা অব্যাহত ছিল। বর্তমান কাল পর্যন্ত এ ধারা অব্যাহত রয়েছে। দারুল উলূম দেওবন্দ, মাযাহিরুল উলম সাহারানপুর; মাদ্রাসা-ই আলিয়া ঢাকা, মঈনুল ইসলাম হাটহাজারী প্রভৃতি অসংখ্য হাদীছ কেন্দ্রসমূহ বর্তমানে ব্যাপকভাবে হাদীছ চর্চা ও গবেষণা করে চলেছে। এভাবে যুগ ও বংশ পরম্পরায় মহানবী (স)-এর হাদীছ ভান্ডার আমাদের কাছে পৌছেছে এবং ইনশাআল্লাহ্ অব্যাহতভাবে তা অনাগত মানব সভ্যতার কাছে পৌছতে থাকবে।

ইমাম আবু দাউদ (রহ) ও তাঁর সুনান গ্রন্থের পরিচয়

ইমাম আবু দাউদ (রহ)

তাঁর নাম সুলায়মান ইব্‌নুল আশ্‌আছ ইব্‌ন ইসহাক ইব্‌ন বাশীর ইব্‌ন শাদ্দাদ ইব্‌ন আম্‌র ইব্‌ন ইমরান, ডাকনাম আবু দাউদ। তাঁর উর্ধতন পুরুষ ইমরান বানু আয্‌দ গোত্রের লোক ছিলেন এবং তিনি হযরত আলী (রা)–এর পক্ষে যুদ্ধরত অবস্থায় সিফ্‌ফীন প্রান্তরে শহীদ হন। 'আয্‌দ' আরবের একটি প্রসিদ্ধ গোত্র। এটি কাহ্‌তানী গোত্রসমূহের মধ্যে অন্যতম।

ইমাম আবু দাউদ (রহ) সিজিস্তানে ২০২/৮১৭ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্মস্থান সম্পর্কে বিশেষজ্ঞগণ বিভিন্ন মত পোষণ করেন। ইব্‌ন খাল্লিকানের মতে এটি বসরার নিকটবর্তী একটি গ্রামের নাম। শাহ্‌ আবদুল আযীয (রহ)–এর মতে সিজিস্তান হচ্ছে হারাত এবং সিন্ধু প্রদেশের মধ্যবর্তী একটি বিখ্যাত শহর। কিন্তু প্রখ্যাত ভূগোলবিদ ইয়াকুত হামাবী, আল্লামা সামআনী এবং আল্লামা সুবকী (রহ)–এর মতে এ স্থানটি খুরাসানে অবস্থিত। এর অপর নাম সানজার। এজন্য ইমাম আবু দাউদ (রহ)–কে সানজারীও বলা হয়।

ইমাম আবু দাউদ (রহ)–এর শৈশবকাল সম্পর্কে কিছু জানা যায় না। সম্ভবতঃ তিনি তাঁর নিজ গ্রামেই প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। তাঁর বয়স যখন দশ বছর, তখন তিনি নীশাপুরের একটি মাদরাসায় ভর্তি হন। এখানেই তিনি প্রখ্যাত মুহাদ্দিছ মুহাম্মাদ ইব্‌ন আসলাম (রহ) (মৃত্যু ২৪২/৮৫৬)–এর সাথে অধ্যয়ন করেন। তিনি বসরায় যাওয়ার পূর্বে খুরাসানে বিভিন্ন মুহাদ্দিছের নিকট হাদীছের শিক্ষা লাভ করেন। তিনি ২২৪/৮৩৯ সালে কূফা সফর করে তথাকার প্রখ্যাত মুহাদ্দিছগণের নিকট থেকে হাদীছ অধ্যয়ন করেন। হাদীছের আরও জ্ঞান লাভের উদ্দেশ্যে তিনি মিসর, সিরিয়া, হিজায, ইরাক ইত্যাদি জনপদ ভ্রমণ করেন। তিনি হাদীছের অন্বেষণে এত অধিক হাদীছবিশারদের সংস্পর্শে আসেন যে, খতীব তাবরীযী বলেনঃ "তাঁর শিক্ষকগণের সংখ্যা অগণিত"। তিনি ইমাম বুখারী (রহ)–এর অনেক শায়খের নিকটও হাদীছ শ্রবণ করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য কয়েকজন শিক্ষক হলেন– আবু আমর আয–যাবীর, মুসলিম ইব্‌ন ইবরাহীম, আল–কানাবী, আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন রাজা, আবুল–ওয়ালীদ আত–তায়ালিসী, আহ্‌মাদ ইব্‌ন ইউনুস, আবু জাফর আন–নুফায়লী, আবু তাওবা আল–হালাবী, সুলায়মান ইব্‌ন হারব, উছমান ইব্‌ন আবু শায়বা, ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন মুঈন প্রমুখ।

ইমাম আহ্‌মাদ ইব্‌ন হাম্বল (রহ) একদিকে ইমাম আবু দাউদ (রহ)–এর উস্তাদ, অপরদিকে ইমাম আহ্‌মাদ (রহ)–এর কোন কোন উস্তাদ ইমাম আবু দাউদ (রহ) থেকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন। ইমাম আহ্‌মাদ (রহ) নিজেও ইমাম আবু দাউদ (রহ) থেকে উতায়রা–এর হাদীছ লিপিবদ্ধ করেছেন।

তাঁর ছাত্রবৃন্দ

হাদীছ শাস্ত্রে ইমাম আবু দাউদ (রহ)–এর যশ–খ্যাতি দেশ–বিদেশের হাদীছ অন্বেষণকারীগণকে তাঁর দিকে আকৃষ্ট করে। তাঁর দরসের মজলিসে হাজার হাজার ছাত্রের সমাগম হতো।

ইমাম তিরমিযী (রহ) এবং ইমাম নাসাঈ (রহ) হাদীছে তাঁর ছাত্র ছিলেন। তাঁর আরও উল্লেখযোগ্য ছাত্রের মধ্যে রয়েছেনঃ তাঁর পুত্র আবু বাক্‌র, আবু আওয়ানা, আবু বিশ্‌র আদ–দুলাভী, আলী ইব্‌নুল হাসান ইব্‌নুল–আব্‌দ, আবু উসামা, মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল মালিক, আবু সাঈদ ইব্‌নুল–আরাবী, আবু আলী আল–লুলুয়ী, আবু বাক্‌র ইব্‌ন দাসাহ্‌, আবু সালিম মুহাম্মাদ ইব্‌ন সাঈদ আল–জানুফী, আবু আমর আহ্‌মাদ ইব্‌ন আলী, মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া আস্‌–সুলী, আবু বাক্‌র আন–নাজ্জাদ, মুহাম্মাদ ইব্‌ন আহ্‌মাদ ইব্‌ন ইয়াকুব (রহ) প্রমুখ। তিনি ছিলেন একজন আবিদ ও যাদিহ। দুনিয়ার শান–শওকতের প্রতি তাঁর কোন মোহ ছিল না। ইব্‌ন দাসাহ্‌ বলেনঃ ইমাম আবু দাউদ (রহ)–এর জামার একটি হাতা প্রশস্ত এবং অপর হাতা সংকীর্ণ ছিল। তাঁকে এর কারণ জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেনঃ "একটি হাতার মধ্যে লিখিত হাদীছগুলো রেখে দেই এবং এজন্যই এটিকে প্রশস্ত করেছি। আর অপর হাতার মধ্যে এরূপ কিছু রাখা হয় না।"

হাফিজ মূসা ইব্‌ন হারূন তাঁর সম্পর্কে বলেনঃ "ইমাম আবু দাউদ (রহ) দুনিয়াতে হাদীছের জন্য এবং আখিরাতে জান্নাতের জন্য সৃষ্টি হয়েছেন। আর আমি তাঁর থেকে অধিক উত্তম কোন ব্যক্তি দেখিনি।"

মোল্লা আলী আল–কারী (রহ) বলেনঃ "তাঁর ব্যক্তিগত গুণাবলী অসংখ্য। তিনি তাকওয়া, আল্লাহভীরুতা, পবিত্রতা ও ইবাদাত– বন্দেগীর দিক থেকে উচ্চ স্থানের অধিকারী ছিলেন।"

ইমাম আবু দাউদ (রহ) হাদীছ এবং ফিক্‌হ শাস্ত্রের অগাধ জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক আল্লামা ইব্‌ন তাগরীবিরদী (রহ) বলেনঃ "তিনি ছিলেন হাদীছের হাফিজ, সমালোচক, এর সুক্ষ্মাতিসুক্ষ্ম ত্রুটি সম্পর্কে অবহিত এবং খোদাভীরু ব্যক্তি।"

প্রখ্যাত মুহাদ্দিছ মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসহাক আস–সাগানী হাদীছ শাস্ত্রে তাঁর পারদর্শিতার প্রতি ইংগিত করে বলেনঃ "হযরত দাউদ (আ)– এর জন্য লোহাকে যেমন নরম ও মোলায়েম করে দেয়া হয়েছিল তেমনি ইমাম আবু দাউদ (রহ)–এর জন্য হাদীছকে সহজ করে দেয়া হয়েছে।"

আল্লামা ইয়াফি'ঈ (রহ) তাঁর সম্পর্কে বলেনঃ "হাদীছ এবং ফিক্‌হ উভয় শাস্ত্রেই আবু দাউদ (রহ) ইমাম ছিলেন।"

বিশিষ্ট হাদীছ বিশারদ আল–হাকিম বলেনঃ "ইমাম আবু দাউদ (রহ) নিঃসন্দেহে তাঁর যুগের মুহাদ্দিছগণের ইমাম ছিলেন।"

ইমাম আবু দাউদ (রহ)–এর অনুসৃত মাযহাব

আলেমগণ তাঁর অনুসৃত মাযহাব সম্পর্কে বিভিন্ন মত পোষণ করেন। প্রখ্যাত মুহাদ্দিছগণের

ক্ষেত্রে প্রায়ই এরূপ ঘটে থাকে। বিভিন্ন মাযহাবের অনুসারীগণ তাদেরকে নিজ নিজ মাযহাবের অনুগামী বলে দাবী করেন। ইমাম আবূ দাউদ (রহ)-এর ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম হয়নি। শাহ আবদুল আযীয (রহ) বলেন, কারো কারো মতে তিনি শাফিঈ মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। নওয়াব সিদ্দীক হাসান খানও এ মত পোষণ করেন। কারো মতে তিনি হানাফী মাতানুসারী ছিলেন। আবু ইসহাক শীরাযী (রহ) তাঁর তাবাকাত গ্রন্থে ইমাম আবূ দাউদ (রহ)-কে হাম্বলী মাযহাবের অনুসারী বলে উল্লেখ করেন। প্রখ্যাত মুহাদ্দিছ আনওয়ার শাহ কাশমীরী (রহ)-ও আল্লামা ইব্‌ন তায়মিয়া (রহ)-এর বরাতে ইমাম আবূ দাউদ (রহ)-কে হাম্বলী বলে উল্লেখ করেন। অবশ্য তাঁর সুনান গ্রন্থখানা (সুনানে আবু দাউদ) সতর্কতার সাথে অধ্যয়ন করলে তাঁকে হাম্বলী বলেই প্রতীয়মান হয়। কেননা তিনি তাঁর এ গ্রন্থের অনেক স্থানেই অন্যান্য বিশুদ্ধ হাদীছের মোকাবিলায় এমন হাদীছের উপর প্রধান্য দান করেছেন- যা থেকে ইমাম আহ্‌মাদ (রহ)-এর মাযহাবের দলীল প্রমাণিত হয়।

ইমাম আবু দাউদ (রহ) ৭৩ বছর বয়সে শাওয়াল মাসের ১৬ তারিখ জুমুআর দিন ২৭৫/৮৮১ সালে বসরায় ইন্তিকাল করেন। তাঁকে সেখানে প্রসিদ্ধ হাদীছ শাস্ত্রবিদ ইমাম সুফিয়ান সাওরী (রহ)-এর পাশে দাফন করা হয়।

তাঁর রচিত গ্রন্থাবলী

ইমাম আবূ দাউদ (রহ) অনেক মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন। নিম্নে তাঁর উল্লেখযোগ্য কয়েকটি গ্রন্থের তালিকা প্রদান করা হলোঃ (১) সুনানে আবু দাউদ, (২) মারাসীল, (৩) আর-রাদ্দু আলাল-কাদারিয়া, (৪) আন-নাসিখ ওয়াল-মানসূখ, (৫) মা তাফাররাদা বিহী আহ্‌লুল-আমসার, (৬) ফাদাইলুল-আনসার, (৭) মুসনাদে মালিক ইব্‌ন আনাস (রহ), (৮) আল-মাসাইল, (৯) মারিফাতুল-আওকাত, (১০) কিতাবু বাদইল-ওয়াহ্‌য়ি ইত্যাদি।

সুনানে আবূ দাউদ (রহ)

ইমাম সাহেব কখন এ গ্রন্থখানার সংকলন সুসম্পন্ন করেন কোথাও তার সুস্পষ্ট তথ্য পাওয়া যায় না। তবে তিনি তাঁর এ গ্রন্থ প্রণয়ন সম্পন্ন করে তা তাঁর শায়খ ও যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিছ ইমাম আহ্‌মাদ ইব্‌ন হাম্বল (রহ)-এর খেদমতে পেশ করেন। তিনি গ্রন্থখানার উচ্ছসিত প্রশংসা করেন। আর ইমাম আহ্‌মাদ (রহ) ২৪১ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, ইমাম আবু দাউদ (রহ) ৩৯ বছর বয়সের পূর্বেই তাঁর সুনান গ্রন্থের সংকলন সম্পন্ন করেন।

'সুনান' গ্রন্থ হাদীছ সাহিত্যের একটি ঐশ্বর্যপূর্ণ শাখা। ইসলামের ইতিহাসের অতি প্রাথমিক কাল থেকেই মুহাদ্দিছগণ মাগাযী-এর তুলনায় আহ্‌কাম এবং উপদেশমূলক হাদীছ সংগ্রহ ও সন্নিবেশের প্রতি অধিক গুরুত্ব আরোপ করেন। তাঁদের মতে মাগাযীর বাস্তব তাৎপর্য ও আবশ্যকতা তুলনামূলকভাবে কম। অপর দিকে নবী করীম (স)-এর জীবনের অপরাপর দিক

যেমন, তাঁর উযূ, গোসল, নামায এবং হজ্জ–এর পদ্ধতি, ব্যবসা–বাণিজ্য, বিবাহ–শাদি ইত্যাদি সম্পর্কিত আদেশ–নিষেধ ঈমানদারগণের বাস্তব জীবনের জন্য একান্ত অপরিহার্য বিষয়। এ কারণে হিজরী তৃতীয় শতাব্দীর শেষার্ধ থেকে মুহাদ্দিছগণ আহ্কাম সম্পর্কিত হাদীছসমূহ সংকলনের প্রতি অধিক গুরুত্বারোপ করেন। আর এ ধরনের হাদীছ গ্রন্থকেই বলা হয় সুনান গ্রন্থ। ইমাম আবু দাউদ (রহ) ছিলেন এরূপ হাদীছ গ্রন্থ সংকলকগণের পথিকৃত।

ইমাম আবু দাউদ (রহ) এমন একটি হাদীছ গ্রন্থ সংকলন করেন যাতে এমন সব হাদীছ সংকলিত হয়েছে যেগুলো ইমামগণ তাঁদের নিজ নিজ মাযহাবের পক্ষে দলীল হিসাবে গ্রহণ করেছেন।

এ প্রসংগে ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেনঃ আমার এই কিতাবের মধ্যে ইমাম মালিক, ইমাম সুফিয়ান সাওরী, ইমাম শাফিঈ (রহ) প্রমুখ ইমামগণের মাযহাবের ভিত্তি বর্তমান রয়েছে। 'সুনান' গ্রন্থসমূহের মধ্যে সুনানে আবু দাউদ সর্বশ্রেষ্ঠ। সকল যুগের আলেম ও ফিক্হ শাস্ত্রবিদগণ এ গ্রন্থের প্রশংসা করে আসছেন। আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি যে, ইমাম আবু দাউদ (রহ) গ্রন্থখানি সংকলন করে ইমাম আহ্মাদ ইব্ন হাম্বল (রহ)–এর নিকট পেশ করলে তিনি তা অনুমোদন করেন এবং একটি উত্তম গ্রন্থ বলে মন্তব্য করেন।

আবু সাঈদ ইবনুল আরাবী বলেন, "যার নিকট আল–কুরআন এবং ইমাম আবু দাউদ–এর কিতাবখানি রয়েছে তার এ দুটির সাথে আর কোন জ্ঞানের প্রয়োজন নেই।"

আল্লামা আস–সাজী (রহ) বলেন, "আল্লাহ্র কিতাব আল–কুরআন ইসলামের মূল ভিত্তি আর ইমাম আবু দাউদ (রহ)–এর হাদীছ সংকলনখানি ইসলামের ফরমান স্বরূপ।"

আল্লামা খাত্তাবী (রহ) বলেন, "দীনী জ্ঞান–বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এর মত আর কোন গ্রন্থ রচিত হয়নি। আর এ গ্রন্থখানা বিন্যাসভংগীর দিক থেকে অতি সুন্দরভাবে সজ্জিত এবং বুখারী ও মুসলিম–এর তুলনায় তাতে ফিক্হ শাস্ত্রের অধিক জ্ঞান সন্নিবেশিত হয়েছে।"

ইমাম আবু দাউদ (রহ)–এর এ গ্রন্থখানা জনগণের মাঝে কি পরিমাণ সমাদৃত হয়েছিল এর প্রতি ইংগিত করে তাঁর ছাত্র হাফিজ মুহাম্মাদ ইব্ন মাখলাদ (মৃ. ৩১১ হি.) বলেন, "ইমাম আবু দাউদ (রহ) তাঁর সুনান গ্রন্থখানা প্রণয়ন সম্পন্ন করে জনগণকে পাঠ করে শুনালে তা তাদের নিকট (কুরআন মজীদের মতই) অনুসরণীয় পবিত্র গ্রন্থ হয়ে গেল।"

এই গ্রন্থের ফিক্হ শাস্ত্রীয় বৈশিষ্ট্যের প্রতি লক্ষ্য করে হাফিজ আবু জাফর ইব্ন জুবাইর আল–গারনাতী (মৃ. ৭০৮/১৩০৮) বলেন, "ফিক্হ সম্পর্কিত হাদীছসমূহ সামগ্রিক ও নিরংকুশভাবে সংকলিত হওয়ায় সুনানে আবু দাউদ–এর যে বিশেষত্ব তা সিহাহ সিত্তার অপর কোন গ্রন্থের নেই।"

ইমাম গাযালী (রহ)–ও এ গ্রন্থের আহ্কাম সম্পর্কিত হাদীছসমূহের প্রতি লক্ষ্য করে বলেন, "আহ্কামের হাদীছসমূহ লাভ করার জন্য একজন মুজতাহিদের পক্ষে এ গ্রন্থখানাই যথেষ্ট।"

ভারতীয় উপমহাদেশের প্রথিতযশা মুহাদ্দিছ শাহ ওয়ালিয়্যুল্লাহ দেহলবী (রহ) বিশুদ্ধতার

দিক থেকে হাদীছ গ্রন্থসমূহকে পাঁচটি স্তরে বিভক্ত করেন। প্রথম স্তরে তিনি মুওয়াত্তা, বুখারী ও মুসলিম শরীফের স্থান দেন। দ্বিতীয় স্তরে তিনি সুনানে আবু দাউদ, জামে আত-তিরমিযী ও মুজতাবা আন-নাসাঈকে স্থান দেন। শাহ্ সাহেবের এ বর্ণনা থেকে বুঝা যায়, দ্বিতীয় স্তরের হাদীছ গ্রন্থগুলোর মধ্যে সুনানে আবু দাউদের স্থান প্রথম।

মিফতাহুস-সাআদার গ্রন্থকার বুখারী ও মুসলিম শরীফের পর বিশুদ্ধতার দিক থেকে সুনানে আবু দাউদের স্থান নির্দেশ করেন।

ইমাম আবু দাউদ (রহ) পাঁচ লক্ষ হাদীছ থেকে যাচাই-বাছাই করে তাঁর সুনান গ্রন্থে ৪,৮০০ হাদীছ লিপিবদ্ধ করেন। এছাড়া এতে ছয় শত মুরসাল হাদীছও রয়েছে। আল্লামা সুয়ূতী (রহ) বলেন, সুনানে আবু দাউদ-এর নয়টি হাদীছকে আল্লামা ইবনুল-জাওযী (রহ) মাওযূ (জাল) বলে যে মন্তব্য করেছেন তা সঠিক নয়।

মক্কাবাসীদের উদ্দেশ্যে ইমাম আবু দাউদ (রহ)-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ পত্র

ইমাম আবু দাউদ (রহ) মক্কাবাসীগণের একটি প্রশ্নের জবাবে তাঁর সুনান গ্রন্থের বিভিন্ন দিকের উল্লেখপূর্বক তাদের নিকট একটি অতি মূল্যবান চিঠি লেখেন। এই পত্রের সাহায্যে তাঁর সুনান গ্রন্থের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো সুস্পষ্ট হয়ে উঠে। আমরা নিম্নে তাঁর এ গুরুত্বপূর্ণ পত্রের বাংলা অনুবাদ পেশ করছিঃ

ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেনঃ আপনাদের প্রতি সালাম। আমি সেই মহান আল্লাহ্র প্রশংসা করছি যিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ্ নেই। আমি তাঁর নিকট প্রার্থনা করছি- তিনি যেন তাঁর বান্দা এবং রাসূল মুহাম্মাদ (স)-এর নামের উল্লেখ হলেই তাঁর প্রতি রহমত ও করুণা বর্ষণ করেন। অতঃপর আল্লাহ্ আমাদেরকে এবং বিশেষভাবে আপনাদেরকে এমন ক্ষমা করুন যাতে কোন অপছন্দনীয় কিছু থাকবে না, আর যার পরে কোন শাস্তির ভয়ও থাকবে না। আপনারা আমাকে জিজ্ঞাসা করেছেন, আমি যেন আপনাদেরকে "আস-সুনান" গ্রন্থে উল্লেখিত হাদীছগুলো সম্পর্কে বর্ণনা করি- এগুলো কি আমার জানা মতে অনুচ্ছেদের সর্বাধিক সহীহ হাদীছ?

দু'টি সহীহ্ হাদীছের মধ্যে যে হাদীছের বর্ণনাকারীদের অধিকাংশই হাফিয তাঁদের হাদীছ গ্রহণ[১]

আমি আপনাদের জিজ্ঞাস্য সকল বিষয়ে অবগত হয়েছি। জেনে রাখুন! এ সবই সহীহ হাদীছ। তবে যদি কোন হাদীছ দু'টি বিশুদ্ধ সনদে বর্ণিত হয়, তার একটি সনদের দিক থেকে শক্তিশালী হয় এবং অপর হাদীছের রাবী হিফ্য-এর দিক থেকে অগ্রগামী হন তবে আমি কখনও দ্বিতীয়

১· পত্রের অনুচ্ছেদগুলো ইমাম আবু দাউদ (রহ)-এর নয়, বরং আল্লামা মুহাম্মাদ আস-সাব্বাগ কর্তৃক সংযোজিত। পত্রের মুদ্রিত কপি ইসলামিক ফাউন্ডেশন পাঠাগারে রক্ষিত আছে।

হাদীছটি অনুচ্ছেদে লিপিবদ্ধ করেছি। তবে আমার গ্রন্থে এরূপ হাদীছের সংখ্যা ১০টির অধিক নেই।

অনুচ্ছেদসমূহে হাদীছের সংখ্যা কম হওয়ার কারণ

আমি প্রতিটি অনুচ্ছেদে একটি অথবা দু'টির বেশী হাদীছ উল্লেখ করিনি, যদিও অনুচ্ছেদে অনেক সহীহ হাদীছ থাকে। কেননা এতে হাদীছের সংখ্যা বেড়ে যাবে।

হাদীছের একাধিক বার উল্লেখ

আমি কোন অনুচ্ছেদে যদি একই হাদীছ দুই অথবা তিনটি সনদে উল্লেখ করে থাকি তবে তাতে কিছু অধিক কথা থাকার কারণেই তা করেছি।

হাদীছ সংক্ষিপ্তকরণ

আমি কখনও কখনও দীর্ঘ হাদীছ সংক্ষিপ্ত করেছি। কারণ পূর্ণ হাদীছ লিপিবদ্ধ করা হলে কোন কোন শ্রোতা তা বুঝবে না এবং হাদীছের মধ্যে উল্লেখিত ফিক্‌হ শাস্ত্রীয় মাসআলা উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে না।

মুরসাল হাদীছ এবং তা থেকে দলীল গ্রহণ

পূর্বসূরী আলেমগণ যেমন সুফিয়ান সাওরী (রহ), ইমাম মালিক ইব্‌ন আনাস (রহ) এবং ইমাম আওযাঈ (রহ) মুরসাল হাদীছ দলীল হিসাবে গ্রহণ করতেন। এরপর ইমাম শাফিঈ (রহ) এরূপ হাদীছ দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যাবে না বলে মত ব্যক্ত করেন। ইমাম আহ্‌মাদ ইব্‌ন হাম্বল (রহ) প্রমুখ আলেমগণও এ বিষয়ে তাঁর অভিমতের অনুসরণ করেন। তবে কোন বিষয়ে মুরসাল হাদীছ ছাড়া মুসনাদ হাদীছ পাওয়া না গেলে মুরসাল হাদীছ দলীল হিসাবে গ্রহণ করা যাবে। অবশ্য শক্তিশালী হওয়ার দিক থেকে তা মুত্তাসিল-এর অনুরূপ হবে না।

পরিত্যক্ত রাবীর হাদীছ

আমার সংকলিত 'আস-সুনান' গ্রন্থে এমন ব্যক্তির বর্ণিত কোন হাদীছ নেই যাকে হাদীছ বিশারদগণ বর্জন (মাতরূক) করেছেন।

মুনকার হাদীছের উল্লেখ

এই গ্রন্থে কোন মুনকার হাদীছ বর্ণিত হলে আমি তাকে 'মুনকার' বলে মন্তব্য করেছি। তবে অনুচ্ছেদের মধ্যে সেটি ছাড়া অনুরূপ হাদীছ আর নেই।

ইবনুল-মুবারক, ওয়াকী, মুসলিম ও হাম্মাদ-এর গ্রন্থসমূহের সাথে তুলনা

এই গ্রন্থে বর্ণিত হাদীছসমূহ ইবনুল-মুবারক (রহ) (মৃ. ১৮১/৭৯৭) এবং ওয়াকী (মৃ. ১৯৭/৮১৩)-এর কিতাবে নেই। তবে অল্প কিছু এর ব্যতিক্রম। তাঁদের গ্রন্থের অধিকাংশ হাদীছই মুরসাল। 'কিতাবুস-সুনান'-এ এমন কিছু হাদীছ রয়েছে যা ইমাম মালিক ইবন আনাস (রহ)-এর মুওয়াত্তা-র মধ্যে উত্তম পর্যায়ের। অনুরূপভাবে হাম্মাদ ইবন সালামা (মৃ ১৬৭/৭৮০) এবং আবদুর-রায্যাক (মৃ. ২১১/৮২৭)-এর মুসান্নাফ গ্রন্থে বর্ণিত কিছু উত্তম হাদীছও আমার সুনান গ্রন্থে অন্তর্ভূক্ত হয়েছে। আর মালিক ইবন আনাস, হাম্মাদ ইবন সালামা এবং আবদুর-রায্যাক-এর মুসান্নাফ গ্রন্থসমূহে যে সকল অধ্যায় রয়েছে আমার ধারণামতে 'আস-সুনান' গ্রন্থে সেগুলো থেকে এক-তৃতীয়াংশ অধিক অধ্যায় রয়েছে।

সকল সুন্নাত সামগ্রিকভাবে সন্নিবেশিত হয়েছে

আমার নিকট সংগৃহীত হাদীছসমূহ থেকে আমি এ সুনান গ্রন্থ সুসজ্জিত করেছি। তোমার নিকট কেউ নবী করীম (স)-এর এমন কোন হাদীছের উল্লেখ করলে যা আমি এ গ্রন্থে সন্নিবেশ করিনি তুমি তা বাতিল বলে জানবে- যদি না এ হাদীছটি আমার এই গ্রন্থের অন্য কোন সনদে থাকে। কেননা আমি এতে সকল সনদের উল্লেখ করিনি। কারণ তাতে পাঠকের উপর চাপ সৃষ্টি হতে পারে।

আমার জানামতে দ্বিতীয় আর এমন কোন ব্যক্তি নেই, যিনি সকল হাদীছ একত্রিত করেছেন। হাসান ইবন খাল্লাল (মৃ ২৪২/ ৮৫৬) নয় শত হাদীছ সংগ্রহ করেছেন। আর তিনি এ প্রসংগে উল্লেখ করেছেন যে, ইবনুল-মুবারকের মতে নবী করীম (স)-এর হাদীছের সংখ্যা নয় শতের মত। তখন তাঁকে বলা হয় যে, এক ইমাম আবু ইউসুফের (মৃ ১৮২/৭৯৮) মতে হাদীছের সংখ্যা এক হাজার একশত। তখন ইবনুল-মুবারক বলেন, ইমাম আবু ইউসুফ (রহ) এখান থেকে ওখান খেনে কিছু কিছু যঈফ হাদীছও গ্রহণ করে থাকেন।

কোন হাদীছে বিশেষ দুর্বলতা থাকলে তার উল্লেখ

আমার এ গ্রন্থের কোন হাদীছে বিশেষ দুর্বলতা থাকলে আমি তার উল্লেখ করেছি। অনুরূপভাবে সনদের দুর্বলতার কথাও বর্ণনা করা হয়েছে।

যে হাদীছ সম্পর্কে মন্তব্য করা হয়নি তা গ্রহণযোগ্য

যে হাদীছ সম্বন্ধে আমি কোন মন্তব্য করিনি তা গ্রহণযোগ্য। আর এরূপ একটি হাদীছ অপর হাদীছ অপেক্ষা অধিকতর বিশুদ্ধ। অবশ্য এ গ্রন্থখানা আমি ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তি সংকলন করলে আমি এর প্রশংসায় অনেক কথা বলতাম।

সুনানের ব্যাপকতা

নবী করীম (স) থেকে বিশুদ্ধ সনদে বর্ণিত এমন কোন হাদীছ নেই যা তুমি এ গ্রন্থে পাবে না। তবে এমন কিছু কথা বা কালাম এর ব্যতিক্রম হতে পারে যা কোন হাদীছ থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে। আর এরূপ কমই হয়ে থাকে।

সুনান–এর মূল্যায়ন ও গুরুত্ব

পবিত্র কুরআনের পর আমি আর এমন কোন কিতাবের কথা জানি না, যার শিক্ষার্জন করা জনগণের জন্য অত্যাবশ্যক। এই কিতাব লিপিবদ্ধ করার পর কোন ব্যক্তি যদি আর কোন জ্ঞান লিপিবদ্ধ না করে তাহলে তা তার জন্য ক্ষতির কারণ হবে না। কোন ব্যক্তি যদি এ গ্রন্থখানা গভীরভাবে অধ্যয়ন করে, তা উপলব্ধি করার জন্য বিশেষভাবে গবেষণায় আত্মনিয়োগ করে তবে তখনই সে এর গুরুত্ব, মহত্ব ও মর্যাদা সম্পর্কে অবহিত হতে পারবে।

এই কিতাবের হাদীছসমূহ ফিক্‌হ শাস্ত্রের মাসআলাসমূহের মূল ভিত্তি

ইমাম সুফয়ান সাওরী (রহ), ইমাম মালিক (রহ) এবং ইমাম শাফিঈ (রহ) কর্তৃক অনুসৃত মাসাআলাসমূহের মূল ভিত্তিই– এই হাদীছসমূহ।

সাহাবীগণের মতামত

আমার নিকট এ বিষয়টি পছন্দনীয় যে, আমার এ গ্রন্থে উল্লেখিত অধ্যায়সমূহের সাথে লোকেরা নবী করীম (স)–এর সাহাবীগণের মতামতও লিপিবদ্ধ করবেন।

সুফিয়ান (রহ)–এর জামে

অনুরূপভাবে লোকেরা সুফিয়ান আস–সাওরী (রহ)–এর জামে গ্রন্থের মত কিতাবও লিপিবদ্ধ করবে। কেননা সংকলিত জামে গ্রন্থগুলোর মধ্যে এটি অতি সুন্দরভাবে সজ্জিত।

সুনান গ্রন্থের হাদীছসমূহ মাশহূর; গারীব হাদীছ দলীলযোগ্য নয়

কিতাবুস–সুনান–এ আমি যেসব হাদীছ সন্নিবেশ করেছি তার অধিকাংশই মাশহূর স্তরের। যে সকল ব্যক্তি হাদীছ লিপিবদ্ধ করেন তাদের সকলেই এভাবে হাদীছের যাচাই–বাছাই করতে সক্ষম হন না। তবে এটা গৌরবজনক বিষয় যে, সুনানের হাদীছগুলো মাশহূর। আর গরীব হাদীছ দলীলযোগ্য নয়– তার বর্ণনাকারী যদিও ইমাম মালিক, ইয়াহ্ইয়া ইবন সাঈদ (মৃ ১৯৮/৮১৩) এবং হাদীছ শাস্ত্রে বিশ্বস্ত (ছিকাহ) আলেমগণও হয়ে থাকেন।

কোন ব্যক্তি যদি গরীব হাদীছকে দলীল হিসেবে গ্রহণ করেন, তবে তুমি এমন ব্যক্তির সন্ধান পাবে যিনি সেই হাদীছের বিরূপ সমালোচনা করে থাকেন। হাদীছ যদি গরীব এবং শায হয় তবে

কেউ তা দলীল হিসাবে গ্রহণ করে থাকলেও তা দলীলযোগ্য নয়। মাশহূর, মুত্তাসিল এবং সহীহ হাদীছ এমন যে, কোন ব্যক্তিই তা প্রত্যাখান করার দুঃসাহস করে না।

ইব্‌রাহীম নাখঈ (মৃ৯৬/৭১৪) বলেছেন, হাদীছ বিশারদগণ গরীব হাদীছ অপছন্দ করে থাকেন।

ইয়যীদ ইব্‌ন হাবীব (মৃ১২৮/৭৪৫/৭৪৬) বলেন, তুমি যখন কোন হাদীছ শুনবে তখন তার ভিত্তি এমনভাবে অনুসন্ধান করবে যেমন তুমি হারানো জিনিসের খোজ করে থাক। আর যদি সন্ধান পেয়ে যাও তবে উত্তম, নচেৎ তা প্রত্যাখান কর।

সহীহ হাদীছ না পাওয়ার প্রেক্ষিতে এ গ্রন্থে মুরসাল এবং মুদাল্লাস হাদীছ স্থান লাভ করেছে

আমার এ সুনান গ্রন্থখানায় এমন কিছু হাদীছ রয়েছে যা মুত্তাসিল নয়, তা মুরসাল এবং মুদাল্লাস। এরূপ হাদীছ সম্পর্কে সাধারণ হাদীছবিদগণের অভিমত এই যে, সহীহ হাদীছ পাওয়া না গেলে এ সকল হাদীছ মুত্তাসিল–এর অর্থবহ। এরূপ সনদের কিছু দৃষ্টান্তঃ

হযরত আল–হাসান (মৃ ১১০/৭২৮) হযরত জাবির (মৃ৭৮/৬৯৭) (র) থেকে। হযরত আল–হাসান হযরত আবু হুরায়রা (রা) (মৃ৫৯/৬৭৯) থেকে। হযরত আল–হাকাম ইব্‌ন উতায়বা (১১৫/৭২৩) হযরত মিকসাম (রহ) (মৃ১০১/৭১৯) থেকে।

হাকাম (রহ) মিকসাম (রহ) থেকে মাত্র চারটি হাদীছ সরাসরি শ্রবণ করেছেন।

আবু ইসহাক (মৃ ১২৬/৭৪৪) বর্ণনা করেন আল–হারিছ (মৃ৬৫/৬৮৪) থেকে এবং তিনি হযরত আলী (রা) (মৃ৪০/৬৬১) থেকে। আবু ইসহাক (রহ) মাত্র চারটি হাদীছ আল–হারিছ (রহ) থেকে শুনেছেন। কিন্তু এগুলোর মধ্যে একটি হাদীছও মুত্তাসিল সনদে বর্ণিত হয়নি। আস–সুনান গ্রন্থে এরূপ হাদীছের সংখ্যা কম। আর সম্ভবতঃ আল–হারিছ আল– আওয়ার থেকে আস–সুনান গ্রন্থে একটির বেশী হাদীছ বর্ণিত নেই। আমি শেষ দিকে হাদীছটি লিপিবদ্ধ করেছিলাম।

কখনও কখনও হাদীছের মধ্যে এমন ইংগিত থাকে যা থেকে হাদীছের বিশুদ্ধতা প্রমাণিত হয়। হাদীছের মধ্যে উপস্থিত বিশুদ্ধতার এই মাপকাঠি যখন আমার নিকট অস্পষ্ট থাকে এবং আমি তা উপলব্ধি করতে অক্ষম হই তখন আমি হাদীছটি স্ব–অবস্থায় ছেড়ে দেই। আর কখনও কখনও আমি তা লিপিবদ্ধ করি, বর্ণনা করি এবং নীরব ভূমিকা পালন করি না। আবার কখনও কখনও এরূপ বর্ণনা থেকে আমি নীরব থাকি। কারণ হাদীছের এসব দোষ–ত্রুটির প্রকাশ সাধারণ লোকদের জন্য ক্ষতিকর হয়ে থাকে। কেননা তাদের জ্ঞান এ ধরনের বিষয় উপলব্ধি করতে অক্ষম।

সুনান–এর জুয–এর সংখ্যা

এই সুনান–এর অধ্যায়ের সংখ্যা মারাসীল সহ আঠারটি। আর এর মধ্যে মারাসীল একটি।

মুরসাল হাদীছসমূহের হুকুম

নবী করীম (স)-এর যে সকল হাদীছ মুরসাল হিসাবে বর্ণিত হয়েছে তন্মধ্যে কিছু সংখ্যক এমন যা সহীহ নয়। আর তা মুত্তাসিল বলে গণ্য এবং সহীহ।

হাদীছের সংখ্যা

আমার এই কিতাবে হাদীছের সংখ্যা প্রায় ৪,৮০০। মুরসাল হাদীছের সংখ্যা প্রায় ৬০০।

সুনান গ্রন্থে হাদীছ গ্রহণের মাপকাঠি

যদি কোন ব্যক্তি এই গ্রন্থের হাদীছসমূহ এবং হাদীছের মূল পাঠের অন্য হাদীছের সাথে তুলনা করে দেখতে চায়, তবে সে দেখতে পাবে যে, কখনও হাদীছ একটি সনদে বর্ণিত যা সাধারণ লোকদের নিকট পরিচিত এবং হাদীছ শাস্ত্রের প্রসিদ্ধ এমন ইমামগণ কর্তৃক বর্ণিত। কিন্ত তা সত্বেও আমি কখনও কখনও এমন সব হাদীছের অনুসন্ধান করতাম যার মূল পাঠ ব্যাপক অর্থবহ। এই হাদীছ বিশুদ্ধ হলে এবং তার বর্ণনাকারীগণ বিশ্বস্ত হলে আমি আমার গ্রন্থে তা সংকলন করেছি।

কোন কোন ক্ষেত্রে হাদীছের একটি সনদ মুত্তাসিল দেখা যায়, কিন্তু অন্য সনদের সাথে তুলনা করলে তা মুত্তাসিল প্রমাণিত হয় না। এ বিষয়টি হাদীছ শ্রবণকারীর নিকট স্পষ্ট হয় না। তবে তিনি হাদীছের জ্ঞানে অভিজ্ঞ হলে এ বিষয়ে অবহিত থাকবেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায়, ইবৃন জুরাইজ (মৃ ১৫০/৭৬৭) থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন–

"أُخبِرتُ عَنِ الزُّهرِيِّ" অর্থাৎ "যুহরী (রহ)-র সূত্রে আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করা হয়েছে।" আর আল্লামা বুবসানী (মৃ ২০৪/৮১৯) এ সনদটি বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন,

عَنِ ابنِ جُرَيجٍ عَنِ الزُّهرِيِّ

অর্থাৎ "ইবৃন জুরাইজ (রহ) যুহরী (রহ)-র সূত্রে বর্ণনা করেন।"

এ সনদ যিনি শুনবেন তাকে তিনি একটি মুত্তাসিল সনদ বলে ধারণা করবেন। আর এ ধারণা অবশ্যই সঠিক নয়। আমি এ কারণেই এই সনদটি বর্জন করেছি। কেননা হাদীছের মূল (সনদ) মুত্তাসিল নয় এবং বিশুদ্ধও নয়। বরং এটি একটি ত্রুটিযুক্ত হাদীছ। এ ধরনের হাদীছের সংখ্যা অনেক।

যে ব্যক্তি হাদীছের এই বিশেষ পদ্ধতি সম্পর্কে ওয়াকিফহাল নয় সে বলবেঃ আমি একটি সহীহ হাদীছ ছেড়ে দিয়েছি। আর সে এর মোকাবিলায় একটি ত্রুটিপূর্ণ হাদীছ পেশ করবে।

এ গ্রন্থ আহ্‌কাম সম্পর্কিত হাদীছের মধ্যেই সীমাবদ্ধ

আমি 'আস-সুনান' গ্রন্থে আহ্‌কাম সম্পর্কিত হাদীছ ছাড়া অন্য বিষয়ের হাদীছ গ্রহণ করিনি।

যুহুদ (কৃচ্ছ সাধনা) এবং আমলের ফযীলাত প্রভৃতি বিষয়ের হাদীছ আমি এতে সন্নিবেশ করিনি। অতএব এই ৪,৩০০ হাদীছের সবগুলোই আহ্কাম সম্পর্কিত। তা ছাড়া যুহদ, ফযীলাত প্রভৃতি বিষয়ের আরও অনেক হাদীছ রয়েছে, আমি সেগুলো এই গ্রন্থে গ্রহণ করিনি।

আপনাদের প্রতি সালাম, আল্লাহ্র রহমত এবং তাঁর বরকত আপনাদের উপর বর্ষিত হোক। আর আমাদের মহান নেতা হযরত মুহাম্মাদ (স) এবং তাঁর পরিবার-পরিজনের উপর রহমত বর্ষিত হোক। আল্লাহ্ তাআলা আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনিই সর্বোত্তম পৃষ্ঠপোষক (চিঠিখানি এখানে সমাপ্ত)

দীনদারীর জন্য চারটি হাদীছই যথেষ্ট

ইমাম আবু দাউদ (রহ) তাঁর এ বিশাল গ্রন্থের হাদীছসমূহ থেকে মাত্র চারটি হাদীছ কোন ব্যক্তির দীনদারীর জন্য যথেষ্ট বলে মন্তব্য করেছেন। তা এই যে-

১। إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ "সকল কাজ নিয়াত অনুযায়ী হয়।"

২। مِنْ حُسْنِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ "ব্যক্তির ইসলামের অন্যতম সৌন্দর্য হচ্ছে- যা কিছু অর্থহীন তা বর্জন করা।"

৩। لَا يَكُونُ الْمُؤْمِنُ مُؤْمِنًا حَتَّى يَرْضَى لِأَخِيهِ مَا يَرْضَى لِنَفْسِهِ "কোন মু'মিন ব্যক্তি প্রকৃত মু'মিন হতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত সে তার ভাইয়ের জন্য এমন বস্তু পছন্দ না করে যা সে তার নিজের জন্য পছন্দ করে।"

(৪) اَلْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَ ذَالِكَ مُشْتَبِهَاتٌ الخ "হালাল এবং হারাম সুস্পষ্ট। কিন্তু এতদুভয়ের মাঝখানে কিছু সন্দেহজনক বস্তু আছে…।"

সুনান গ্রন্থের প্রতিলিপিসমূহ

অনেক হাদীছ বিশারদ ইমাম আবু দাউদ (রহ) থেকে তাঁর সুনান গ্রন্থ বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এগুলোর মধ্যে চার ব্যক্তির বর্ণিত প্রতিলিপি সর্বাধিক প্রসিদ্ধ।

১। আবু আলী মুহাম্মাদ ইব্ন আহ্মাদ ইব্ন আমর আল-লু'লু'ঈ (রহ) (মৃ ৩৪১/৯৫২)। ভারত উপমহাদেশ এবং প্রাচ্যের দেশসমূহে তাঁর পাণ্ডুলিপি বহুল প্রচলিত। এ নুসখাটি অগ্রাধিকার লাভের কারণ এই যে, তিনি ২৭৫ হজরীতে ইমাম আবু দাউদ (রহ)-এর নিকট থেকে সুনান গ্রন্থটি শুনেছেন। আর এ বছরই ইমাম আবু দাউদ (রহ) শেষ বারের মত তাঁর ছাত্রদের দ্বারা সুনান গ্রন্থখানা লিপিবদ্ধ করান। তিনি এই বছরের ১৬ই শাওয়াল ইন্তিকাল করেন।

২। আবু বাক্র মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুর-রাযযাক ইব্ন দাসাহ্ (মৃ ৩৪৫/৯৫৬)। লু'লু'ঈ এবং ইব্ন দাসার পাণ্ডুলিপিদ্বয়ের মধ্যে অনুচ্ছেদের ক্রমবিন্যাসের ক্ষেত্রে কিছু পার্থক্য রয়েছে।

কিন্তু হাদীছের সংখ্যা প্রায় একই সমান। তবে হাদীছ সম্পর্কে ইমাম আবু দাউদ (রহ) যে সকল মন্তব্য করেছেন তা কোন পাণ্ডুলিপিতে বেশী এবং কোনটিতে কম দেখা যায়।

৩। হাফিয আবু ঈসা ইসহাক ইব্‌ন মূসা ইব্‌ন সাঈদ আর-রামলী (মৃ ৩১৭/৯২৯)। এই নুসখাটি প্রায় ইব্‌ন দাসার নুসখার অনুরূপ।

৪। হাফিয আবু সাঈদ আহ্‌মাদ ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন যিয়াদ ইবনুল-আরাবী (মৃ ৩৪০/৯৫২)। এই নুসখার হাদীছের সংখ্যা অন্যান্য নুসখার তুলনায় কিছু কম। এতে কিতাবুল-ফিতান ওয়াল-মালাহিম এবং আরও কিছু অনুচ্ছেদ নেই।

সুনানে আবু দাউদ-এর ভাষ্যগ্রন্থাবলী

এই গ্রন্থের গুরুত্ব, মূল্য ও মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য করে প্রতিথযশা মুহাদ্দিছগণ এর ভাষ্যগ্রন্থ ও টীকা রচনায় মনোনিবেশ করেন। নিম্নে উল্লেখযোগ্য কিছু ভাষা গ্রন্থের এবং ভাষ্যকারগণের একটি তালিকা প্রদান করা হলো ঃ

১। মুআলিমুস-সুনানঃ রচয়িতা আবু সুলায়মান আহ্‌মাদ ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইবরাহীম আল-খাত্তাবী (মৃ. ৩৮৮/৯৯৮)। এই ভাষ্যখানা সর্বাধিক প্রাচীন, নির্ভরযোগ্য এবং উত্তম।

২। উজালাতুল-আলিম মিন কিতাবিল-মুআলিমঃ রচয়িতা আল-হাফিয শিহাবুদ্দীন আবু মাহ্‌মুদ আহ্‌মাদ ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইবরাহীম (মৃ ৭৬৯/১৩৬৭/১৩৬৮)। এটি মু'অলিমুস'-সুনান-এর সংক্ষিপ্ত সংকলন।

৩। মিরকাতুস-সুউদ ঃ রচয়িতা জালালুদ্দীন সুয়ূতী (মৃ. ৯১১/১৫০৫)।

৪। দারাজাতু মিরকাতিস-সুউদঃ আল্লামা দিমনাতী। এটি মিরকাতু'স-সুউদ-এর সংক্ষিপ্ত সংস্করণ।

৫। শারহু সুনানি আবী দাউদঃ রচয়িতা শায়খ সিরাজুদ্দীন উমার ইব্‌ন আলী ইব্‌নুল-মুলাক্কান (মৃ ৮০৪/১৪০১)।

৬। শারহু সুনানি আবী দাউদঃ ওয়ালিয়্যুদ্দীন আল-ইরাকী (মৃ. ৮৪৬/১৪৪৩)।

৭। শারহু সুনানি আবী দাউদঃ শিহাবুদ্দীন আহ্‌মাদ ইব্‌নুল-হুসায়ন আর-রামলী আল-মাকদিসী (মৃ ৮৪৪/১৪৪০)।

৮। শারহু সুনানি আবী দাউদঃ কুতবুদ্দীন আবু বাক্‌র ইব্‌ন আহ্‌মাদ ইব্‌ন দাঈল (মৃ ৭৫২/১৩৫১)।

৯। শারহু সুনানি আবী দাউদঃ আবু যুরআ ওয়ালিয়্যুদ্দীন আহ্‌মাদ ইব্‌ন আবদির রহীম আল-ইরাকী (মৃ ৮২৬/১৪২২)। এতে মূল গ্রন্থের 'সাজুদুস-সাহবি' অনুচ্ছেদ পর্যন্ত ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

১০। শারহু সুনানি আবী দাউদঃ হাফিয আলাউদ্দীন মুগলাতাঈ (মৃ. ৭৬২/১৩৬১)। তিনি তাঁর ভাষ্য সমাপ্ত করে যেতে পারেননি।

১১। তাহযীবুস–সুনানঃ ইবনুল–কাইয়িম আল–জাওযিয়া (মৃ ৭৫১/১৩৫০)। গ্রন্থখানা সংক্ষিপ্ত, কিন্তু দুর্বোধ্য হাদীছসমূহের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে এটি অনবদ্য ও চমৎকার।

১২। শারহু সুনানি আবী দাউদঃ আল্লামা বদরুদ্দীন মাহমুদ ইব্‌ন আহ্‌মাদ আল–আইনী (মৃ ৮৫৫/১৪৫১)।

১৩। আল–মানহালুল–আযবিল–মাওরূদঃ শায়খ মাহমুদ মুহাম্মাদ খাত্তাব আস–সুবকী (মৃ ১৩৫২/১৯৩৩)। এটি দশ খন্ডে বিভক্ত। গ্রন্থখানা সমাপ্ত করার পূর্বেই গ্রন্থকার ইন্তিকাল করেন।

১৪। ফাত্‌হুল–ওয়াদূদঃ আল্লামা আবুল–হাসান আস–সিন্দী (মৃ ১১৩৯/১৭২৬)। ভারতীয় আ'লমগণের মধ্যে তিনিই এ গ্রন্থের সর্বপ্রথম ভাষ্যকার।

১৫। গায়াতুল–মাকসূদ ঃ আল্লামা শামসুল হক আযীমাবাদী (মৃ ১৩২৯/১৯১১)। এটি সুনানে আবু দাউদের বৃহত্তর এবং সারগর্ভ ব্যাখ্যাগ্রন্থ। এটি ৩২ খন্ডে সমাপ্ত, কিন্তু শুধু প্রথম খন্ডটিই প্রকাশিত হয়েছে। অবশিষ্ট খন্ডগুলোর মধ্যে মাত্র দুই খন্ড পাটনা ওরিয়েন্টাল খোদা বখ্‌শ খান পাবলিক লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত আছে এবং অবশিষ্ট খন্ডগুলোর সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না।

১৬। আওনুল–মাবুদঃ আল্লামা শামসুল–হক আযিমাবাদী (রহ)। গায়াতুল–মাকসূদ সুনান আবু দাউদের বিশদ ও বৃহদাকার অথচ আংশিক প্রকাশিত ভাষ্যগ্রন্থ। আর 'আওনুল–মাবূদ' হচ্ছে তাঁর সংক্ষিপ্ত অথচ সম্পূর্ণ প্রকাশিত ভাষ্যগ্রন্থ।

১৭। আল–হাদয়ুল–মাহ্‌মূদঃ শায়খ ওয়াহীদুয–যামান লাখনাবী (১৩৩৮/১৯২০)। গ্রন্থকার প্রথমে 'সুনানের' উর্দূ অনুবাদ করেন। পরে তিনি এতে হাদীছের ব্যাখ্যা সংযোজন করেন।

১৮। আনওয়ারুল–মাহ্‌মূদঃ শায়খ আবুল–আতীক আবদুল–হাদী মুহাম্মাদ সিদ্দীক নাজীব আবাদী।

১৯। আত–তালীকুল–মাহ্‌মূদঃ শায়খ ফাখরুল–হাসান গাংগুহী (মৃ ১৩১৫/১৮৯৭)।

২০। টীকা গ্রন্থঃ কাযী মুহাদ্দিছ হুসাইন ইব্‌ন মুহসিন আল–আনসারী আল–ইয়ামানী।

২১। টীকা গ্রন্থ ঃ আল্লামা সাইয়্যিদ আবদুল–হাই আল–হাসানী।

২২। বাযলুল–মাজহূদ ফী হাল্লি আবী দাউদঃ শায়খ খালীল আহ্‌মাদ সাহারনপূরী (১২৬৯/১৮৬২–১৩৪৬/১৯২৭)। এটি একটি সুবৃহৎ ও অতীব গুরুত্বপূর্ণ ভাষ্যগ্রন্থ। বৈরূত থেকে গ্রন্থখানি ২০ খন্ডে এবং ভারত থেকে ৭ খন্ডে প্রকাশিত হয়েছে।

মহাপরিচালকের কথা

হাদীস ইসলামী শরীয়তের দ্বিতীয় উৎস। কুরআন মজীদের পরই হাদীসের স্থান। হাদীস সংকলনের ইতিহাসে যতগুলো গ্রন্থ সংকলিত হয়েছে তন্মধ্যে সিহাহ্ সিত্তাহ্ভুক্ত হাদীসগ্রন্থগুলোর স্থান শীর্ষে। এগুলোর প্রতিটিরই রয়েছে আলাদা আলাদা বৈশিষ্ট্য। এসব বৈশিষ্ট্যের কারণেই এগুলো মুসলিম উম্মাহ্র কাছে স্ব স্ব মর্যাদায় সমাদৃত। সিহাহ্ সিত্তাহ্ভুক্ত হাদীসগ্রন্থের একটি মশহুর সংকলন হচ্ছে 'সুনানু আবূ দাঊদ'। এটির সংকলক ইমাম আবূ দাঊদ সুলায়মান ইবনুল আশ'আস আস-সিজিস্তানী (র)। তাঁর জন্ম ২০২ হিজরী সনে। তিনি ইন্তিকাল করেন হিজরী ২৭৫ সনে।

সিহাহ্ সিত্তাহ্ হাদীসগ্রন্থসমূহের মধ্যে আবূ দাঊদ শরীফের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এ গ্রন্থে সংকলিত সমস্ত হাদীসই আহ্কাম সম্পর্কিত এবং ফিকাহ্ শাস্ত্রের রীতি অনুযায়ী সন্নিবেশিত। এ গ্রন্থের প্রতিটি অধ্যায় ফিকাহ্র দৃষ্টিতে নির্ধারণ করা হয়েছে। ফলে এ সংকলনটি ফিকাহ্বিদদের নিকট খুবই সমাদৃত। মতনের (Text) দিক থেকেও এটি একটি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ। এতে একই অর্থবোধক বিভিন্ন মতনের হাদীসকে এমনভাবে বিন্যাস করা হয়েছে যাতে মতনের ভাষা সহজেই পাঠকের নিকট পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। এ গ্রন্থে ইমাম আবূ দাঊদ (র) তাঁর সংগৃহীত পাঁচ লাখ হাদীস থেকে যাচাই-বাছাই করে মাত্র চার হাজার আটশ হাদীস অন্তর্ভুক্ত করেছেন। কলেবর বৃদ্ধির আশংকায় গ্রন্থটিতে হাদীসের পুনরুল্লেখ হয়েছে খুবই কম।

তাছাড়া সংকলিত কোন হাদীসে ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে তাও তিনি সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন। হাদীস সংকলনের ইতিহাসে তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি হাদীসের বিস্তারিত টীকা লিখেন। এসব অনন্য বৈশিষ্ট্যের কারণে ইল্মে হাদীসের জগতে সুনানু আবূ দাঊদের গুরুত্ব ও মর্যাদা অপরিসীম।

সারা বিশ্বে ব্যাপকভাবে সমাদৃত ও পাঠকনন্দিত এ হাদীসগ্রন্থটির প্রথম খণ্ড ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে অনূদিত হয়ে ১৯৯০ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। বর্তমানে ব্যাপক পাঠকচাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করতে পেরে আমরা আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের দরবারে অশেষ শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি।

আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের সকল নেক প্রচেষ্টা কবুল করুন। আমীন!

মোঃ ফজলুর রহমান
মহাপরিচালক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রকাশকের কথা

'সুনানু আবূ দাউদ' সিহাহ্ সিত্তাহ্র অন্তর্ভুক্ত একটি সুপ্রসিদ্ধ হাদীসগ্রন্থ। হিজরী তৃতীয় শতাব্দীর প্রথমার্ধে এ হাদীসগ্রন্থটি সংকলন করেন ইমাম আবূ দাঊদ সুলায়মান ইবনুল আশ'আস আস-সিজিস্তানী (র)। তিনি হিজরী ২০২ সনে সিজিস্তান নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। ইনতিকাল করেন হিজরী ২৭৫ সনের শাওয়াল মাসে। তিনি অল্প বয়সেই হাদীস ও ফিকাহ্ শাস্ত্রে জ্ঞান অর্জনের জন্য বিভিন্ন দেশ পরিভ্রমণ করেন ও তৎকালীন মুসলিম বিশ্বের খ্যাতনামা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে অধ্যয়ন করেন। তাঁর শিক্ষকগণের তালিকায় রয়েছেন যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র), উসমান ইব্ন আবূ শায়বা (র), কুতাইবা ইব্ন সাঈদ প্রমুখ। তাঁর অন্যতম শিষ্য হচ্ছেন সিহাহ্ সিত্তাহ্ভুক্ত অন্যতম হাদীসগ্রন্থ তিরমিযীর সংকলক ইমাম আবূ ঈসা আত তিরমিযী (র)।

ইমাম আবূ দাঊদ (র) প্রায় পাঁচ লক্ষ হাদীস সংগ্রহ করেন। এই পাঁচ লক্ষ হাদীস থেকে বাছাই করে মাত্র ৪৮০০ হাদীস তিনি তাঁর সুনানে অন্তর্ভুক্ত করেন। এ গ্রন্থে কেবল ঐ সকল হাদীস স্থান পেয়েছে যা সহীহ্ বলে সংকলকের বিশ্বাস হয়েছে। তাঁকে হাদীস শরীফের হাফিয ও সুলতানুল মুহাদ্দিস বলা হয়ে থাকে।

সুনানু আবূ দাঊদ-এর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ইমাম মুসলিম (র) তাঁর সহীহ্ 'মুসলিম'-এর ভূমিকায় বলেন, আবূ দাঊদ হলেন প্রথম ব্যক্তি যিনি হাদীসের বিস্তারিত টীকা লিখেন। ইমাম আবূ দাঊদ এমন অনেক রাবীর নিকট থেকে হাদীস বর্ণনা করেন যাঁদের উল্লেখ বুখারী ও মুসলিমে নেই। কেননা তাঁর নীতি হলো সেই সকল রাবীকে বিশ্বস্ত বলে গণ্য করা যাঁদের সম্পর্কে অবিশ্বস্ততার কোন যথাযথ প্রমাণ পাওয়া যায় না।

বিশ্বস্ততা ও টীকা-ভাষ্যের কারণে হাদীস বিশারদগণ এ সংকলনটির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। এ প্রসঙ্গে মুহাম্মদ ইব্নে মাখলাদ (র) বলেন, "হাদীস বিশারদগণ বিনা দ্বিধায় এই গ্রন্থটি গ্রহণ করেন যেমন তাঁরা কুরআনকে গ্রহণ করেন।" আবূ সাইদ আল-আরাবী (র) বলেন, "যে ব্যক্তি কুরআন ও এই গ্রন্থ ছাড়া আর কিছু জানেন না, তিনিও একজন বড় আলিম বলে গণ্য হতে পারেন।"

পৃথিবীর শতাধিক ভাষায় এ মশহুর হাদীসগ্রন্থটি অনূদিত হয়েছে। ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে এ গ্রন্থটির প্রথম খণ্ড অনূদিত হয়ে প্রথম ১৯৯০ সালে অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ থেকে প্রকাশিত হয়। বিপুল পাঠকনন্দিত এ গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করতে পেরে আমরা আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের দরবারে অশেষ শুকরিয়া জানাচ্ছি।

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন আমাদের তাঁর প্রিয় রাসূল (সা)-এর সুন্নাহ অনুসরণ করে চলার তৌফিক দিন। আমীন!

মোহাম্মদ আবদুর রব
পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

كِتَابُ الطَّهَارَةِ

পবিত্রতা

١. كِتَابُ الطَّهَارَةِ
১. অধ্যায়ঃ পবিত্রতা

١. بَابُ التَّخَلِّىْ عِنْدَ قَضَاءِ الْحَاجَةِ
১. অনুচ্ছেদঃ পেশাব পায়খানার সময় নির্জনে গমন সম্পর্কে

١- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ الْقَعْنَبِىُّ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ يَعْنِى ابْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدٍ يَعْنِى ابْنَ عَمْرِو بْنِ عَبْدٍ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اِذَا ذَهَبَ الْمَذْهَبَ اَبْعَدَ ـ

১। আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসলামা---- হযরত মুগীরা ইব্‌ন শোবা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম যখন পায়খানায় গমন করতেন, তখন বহুদূর যেতেন -(তিরমিযী, নাসাঈ, ইব্‌ন মাজা)।

٢- حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ نَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ اِنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اِذَا اَرَادَ الْبَرَازَ انْطَلَقَ حَتّٰى لَايَرَاهُ اَحَدٌ ـ

২। মুসাদ্দাদ ইব্‌ন মুসারহাদ---- হযরত জাবের ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম যখন পায়খানার ইরাদা করতেন, তখন তিনি এতদূরে গমন করতেন যে, তাঁকে কেউ দেখতে পেত না-(ইব্‌ন মাজা)।

٢. بَابُ الرَّجُلِ يَتَبَوَّأُ لِبَوْلِهِ

২. অনুচ্ছেদঃ পেশাব করবার স্থান নিরূপণ সম্পর্কে

٣- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ اِسْمَاعِيلَ نَا حَمَّادٌ اَنَا اَبُو التَّيَّاحِ حَدَّثَنِيْ شَيْخٌ قَالَ لَمَّا قَدِمَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبَّاسٍ الْبَصْرَةَ فَكَانَ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِيْ مُوْسَى فَكَتَبَ عَبْدُ اللّٰهِ اِلَى اَبِيْ مُوْسَى يَسْأَلُهُ عَنْ اَشْيَاءَ فَكَتَبَ اِلَيْهِ اَبُوْ مُوْسَى اِنِّى كُنْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ فَاَرَادَ اَنْ يَبُوْلَ فَاَتَى دَمِثًا فِيْ اَصْلِ جِدَارٍ فَبَالَ ثُمَّ قَالَ اِذَا اَرَادَ اَحَدُكُمْ اَنْ يَبُوْلَ فَلْيَرْتَدْ لِبَوْلِهِ مَوْضِعًا -

৩। মূসা ইব্ন ইসমাঈল--- আবু তাইয়াহ্ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একজন শায়েখ আমার নিকট বর্ণনা করেছেন– হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা) যখন বসরায় গমন করেন, তখন তাঁর নিকট আবু মূসা (রা)–র সূত্রে কয়েকটি হাদীছ বর্ণনা করা হয়। হযরত আবদুল্লাহ্ (রা) আবু মূসা (রা)–র নিকট কয়েকটি বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে একখানা পত্র লেখেন। জবাবে হযরত আবু মূসা (রা) লেখেন, একদা আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সাথে ছিলাম। তখন তিনি পেশাব করবার ইরাদা করেন। অতঃপর তিনি একটি প্রাচীরের পাদদেশের নরম ঢালু জায়গায় গমন করে পেশাব করলেন। পরে তিনি (স) বলেনঃ তোমাদের কেউ যখন পেশাব করবার ইরাদা করে, তখন পেশাবের জন্য সে যেন নীচু নরম স্থান নিরূপণ করে। (কারণ নরম মাটিতে বা উঁচু থেকে নীচুতে ঢালু জায়গায় পেশাব করলে তা শরীরে লাগার সম্ভাবনা থাকে না। অনুরূপ ভাবে পেশাবখানা নির্মাণ করতে হয়)।

٣. بَابُ مَا يَقُوْلُ الرَّجُلُ اِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ

৩. অনুচ্ছেদঃ পায়খানায় প্রবেশের পূর্বে যা বলতে হয়

٤-حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ وَعَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ قَالَ عَنْ حَمَّادٍ قَالَ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ وَقَالَ عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ قَالَ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ - قَالَ اَبُوْدَاوُدَ رَوَاهُ شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ وَقَالَ مَرَّةً اَعُوْذُ بِاللّٰهِ وَقَالَ وُهَيْبٌ فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللّٰهِ -

৪। মুসাদ্দাদ ইব্ন মুসারহাদ---- হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ যখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম পায়খানায় প্রবেশ করতেন, হাম্মাদের বর্ণনানুযায়ী তখন তিনি (স) বলতেনঃ "ইয়া আল্লাহ্! আমি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি এবং আবদুল ওয়ারেছের বর্ণনামতে তিনি (স) বলতেনঃ আমি আল্লাহ্র নিকট খবীছ স্ত্রী ও পুরুষ শয়তান হতে আশ্রয় প্রার্থনা করি"–(বুখারী, মুসলিম, ইব্ন মাজা, তিরমিযী, নাসাঈ)।

٥– حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَمْرٍو يَعْنِي السَّدُوسِيَّ قَالَ اَنَا وَكِيْعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ هُوَ ابْنُ صُهَيْبٍ عَنْ اَنَسٍ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ قَالَ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ وَقَالَ شُعْبَةُ وَقَالَ مَرَّةً اَعُوْذُ بِاللّٰهِ وَقَالَ وُهَيْبٌ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللّٰهِ ـ

৫। আল–হাসান ইব্ন আমর---- উক্ত হাদীছ সম্পর্কে হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলতেনঃ ইয়া আল্লাহ্! আমি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। হযরত শোবা হতে বর্ণিতঃ কোন কোন সময় রাসূলুল্লাহ্ (স) 'আউযু বিল্লাহ' বলতেন এবং আবদুল আযীয হতে উহায়ব বর্ণনা করেছেন যে, (পায়খানায় প্রবেশের পূর্বে) আল্লাহ্র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করা উচিত বলে নির্দেশ দিয়েছেন –(ঐ)।

٦– حَدَّثَنَا عَمْرُوبْنُ مَرْزُوْقٍ اَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ اَنَسٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَرْقَمَ عَنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ هٰذِهِ الْحُشُوْشَ مُحْتَضَرَةٌ فَاِذَا اَتٰى اَحَدُكُمُ الْخَلَاءَ فَلْيَقُلْ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ ـ

৬। আমর ইব্ন মারযূক---- হযরত যায়েদ ইব্ন আরকাম (রা) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেনঃ নিশ্চয় এই সকল পায়খানার স্থানে সাধারণতঃ শয়তান উপস্থিত হয়ে থাকে। অতএব তোমাদের কেউ যখন পায়খানায় যাওয়ার ইরাদা করে তখন সে যেন বলেঃ "আমি আল্লাহ্র নিকট স্ত্রী ও পুরুষ উভয় শয়তানের খারাবী হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি"–(ইব্ন মাজা)।

٤. بَابُ كَرَاهِيَةِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ عِنْدَ قَضَاءِ الْحَاجَةِ

৪. অনুচ্ছেদঃ কিব্লার দিকে মুখ করে পেশাব–পায়খানা করা মাকরূহ

٧– حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَبْدِ

الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ سَلْمَانَ قَالَ قِيْلَ لَهُ لَقَدْ عَلَّمَكُمْ نَبِيُّكُمْ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى الْخِرَاءَةَ قَالَ اَجَلْ لَقَدْ نَهَانَا صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ نَّسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ اَوْ بَوْلٍ وَاَنْ لَّا نَسْتَنْجِيَ بِالْيَمِيْنِ وَاَنْ لَّا يَسْتَنْجِيَ اَحَدُنَا بِاَقَلَّ مِنْ ثَلْثَةِ اَحْجَارٍ اَوْ يَسْتَنْجِيَ بِرَجِيْعٍ اَوْ عَظْمٍ -

৭। মুসাদ্দাদ ইব্‌ন মুসারহাদ---- হযরত সালমান (রা) হতে বর্ণিত। রাবী (বর্ণনাকারী) বলেনঃ তাঁকে এরূপ বলা হয়েছে[১] যে, নিশ্চয় তোমাদের নবী (স) তোমাদেরকে সব কিছুই শিক্ষা দিয়ে থাকেন, এমনকি পায়খানার রীতিনীতি সম্পর্কেও। তদুত্তরে তিনি বলেনঃ হাঁ, নিশ্চয় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে কিব্‌লামুখী হয়ে পেশাব–পায়খানা করতে নিষেধ করেছেন। তিনি (স) আরো বলেছেনঃ আমরা যেন ডান হাত দিয়ে ইস্তিন্‌জা না করি এবং আমাদের কেউ যেন তিনটি প্রস্তরের (ঢিলা–কুলুখের) কমে ইস্তিন্‌জা (পবিত্রতা অর্জন) না করে অথবা কেউ যেন গোবর (বা কোন নাপাক বস্তু) বা হাঁড় দিয়ে ইস্তিন্‌জা না করে– (মুসলিম, তিরমিযী, ইব্‌ন মাজা, নাসাঈ)।

٨- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدِنِ النُّفَيْلِيُّ قَالَ ثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيْمٍ عَنْ اَبِيْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّمَا اَنَالَكُمْ بِمَنْزِلَةِ الْوَالِدِ اُعَلِّمُكُمْ فَاِذَا اَتَى اَحَدُكُمْ لْغَائِطَ فَلَا يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَلَا يَسْتَدْبِرْهَا وَلَا يَسْتَطِبْ بِيَمِيْنِهٖ وَكَانَ يَأْمُرُ بِثَلْثَةِ اَحْجَارٍ وَّيَنْهٰى عَنِ الرَّوْثِ وَالرِّمَّةِ -

৮। আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুহাম্মাদ---- হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ আমি তোমাদের জন্য পিতৃতুল্য। আমি দীনের বিষয়সমূহ তোমাদেরকে শিক্ষা দিয়ে থাকি। অতএব তোমাদের কেউ যখন পায়খানায় যাওয়ার ইচ্ছা করে– সে যেন কিব্‌লাকে সম্মুখে বা পিছনে রেখে না বসে এবং ডান হাতের দ্বারা যেন পবিত্রতা অর্জন না করে। তা ছাড়া তিনি (স) আমাদেরকে তিনটি প্রস্তরের (ঢিলার) সাহায্যে (ইস্তিন্‌জা) করার নির্দেশ দিতেন এবং সর্ব প্রকার নাপাক বস্তু ও জরাজীর্ণ হাঁড়ের দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করতে নিষেধ করতেন–(মুসলিম, ইব্‌ন মাজা, নাসাঈ)।

১। মহানবী (স) এবং তাঁর দীনের উপর অপবাদ আরোপের প্রয়াসে মদীনার ইহূদীরা হযরত সালমান (রা)–কে উক্তরূপ প্রশ্ন করেছিল। –(অনুবাদক)

٩ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ ثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ رِوَايَةً قَالَ إِذَا أَتَيْتُمُ الْغَائِطَ فَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ وَّلَا بَوْلٍ وَّلٰكِنْ شَرِّقُوْا أَوْ غَرِّبُوْا - فَقَدِمْنَا الشَّامَ فَوَجَدْنَا مَرَاحِيْضَ قَدْ بُنِيَتْ قِبَلَ الْقِبْلَةِ فَكُنَّا نَنْحَرِفُ عَنْهَا وَنَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ -

৯।মুসাদ্দাদ.... হযরত আবু আইউব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেনঃ যখন তোমরা পায়খানায় আসবে, তখন তোমরা কিবলামুখী হয়ে পেশাব–পায়খানা করবে না। বরং তোমরা পূর্ব বা পশ্চিমমুখী হয়ে পেশাব–পায়খানা করবে। অতঃপর আমরা যখন শামে (সিরিয়া) উপনীত হই তখন আমরা সেখানকার পেশাব–পায়খানার ঘর ও গোসলখানাসমূহ কিবলামুখী করে তৈরী দেখতে পাই। সে কারণে আমরা উক্ত স্থানে পেশাব–পায়খানা করার সময় একটু মোড় দিয়ে বসতাম এবং আল্লাহ্‌র নিকট এজন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করতাম[১]– (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, ইব্‌ন মাজা, নাসাঈ)।

١٠ - حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ قَالَ ثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ ثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى عَنْ أَبِي زَيْدٍ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ أَبِي مَعْقِلٍ الْأَسَدِيِّ قَالَ نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَّسْتَقْبِلَ الْقِبْلَتَيْنِ بِبَوْلٍ أَوْ غَائِطٍ - قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ وَأَبُوْ زَيْدٍ هُوَ مَوْلَى بَنِي ثَعْلَبَةَ -

১০। মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল.... হযরত মাকাল ইব্‌ন আবী মাকাল আল–আসাদী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম উভয় কিবলামুখী হয়ে পেশাব–পায়খানা করতে নিষেধ করেছেন[২] –(ইব্‌ন মাজা)।

১। হযরত আবু আইউব আনসারী (রা) উপরোক্ত হাদীছ মদীনাবাসীদের লক্ষ্য করে বর্ণনা করেন। যেহেতু মদীনাবাসীদের কিবলা হল দক্ষিণ দিকে, সেজন্যে পেশাব–পায়খানার সময় তাদের পূর্ব–পশ্চিমমুখী হয়ে বসতে হবে। অনুরূপভাবে যাদের কিবলা পশ্চিম দিকে, তারা উত্তর–দক্ষিণমুখী হয়ে পেশাব–পায়খানা করবে। –(অনুবাদক)

২। উভয় কিবলা বলতে বায়তুল্লাহ ও বায়তুল মুকাদ্দাসকে বুঝানো হয়েছে। যেহেতু বায়তুল মুকাদ্দাস মুসলমানদের প্রথম অস্থায়ী কিবলা ছিল, তাই এর প্রতিও সম্মান প্রদর্শনার্থে রাসূলুল্লাহ (স) এইরূপ নিষেধাজ্ঞা আরোপকরেছেন। –(অনুবাদক)

١١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ قَالَ ثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ذَكْوَانَ عَنْ مَرْوَانَ الْأَصْفَرِ قَالَ رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ اَنَاخَ رَاحِلَتَهُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ ثُمَّ جَلَسَ يَبُولُ اِلَيْهَا فَقُلْتُ يَا اَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَلَيْسَ قَدْ نُهِيَ عَنْ هٰذَا قَالَ بَلٰى اِنَّمَا نُهِيَ عَنْ ذٰلِكَ فِي الْفَضَاءِ فَاِذَا كَانَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ شَيْءٌ يَسْتُرُكَ فَلَا بَأْسَ -

১১। মুহাম্মাদ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া— মারওয়ান আল-আস্ফার হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেনঃ আমি হযরত ইব্ন উমার (রা)-কে কিব্লার দিকে মুখ করে তাঁর উট বসাতে দেখেছি। অতঃপর তিনি উটের দিকে মুখ করে পেশাব করলেন। তখন আমি তাঁকে বললামঃ হে আবু আবদুর রহমান! কিবলার দিকে মুখ করে পেশাব করার ব্যাপারে নিষেধ করা হয় নি কি? তিনি বলেনঃ হাঁ, তবে এই নিষেধাজ্ঞা খোলা মাঠের ব্যাপারে প্রযোজ্য। অতঃপর যখন তোমার এবং কিব্লার মধ্যে আড় স্বরূপ কিছু থাকে, এমতাবস্থায় কোন অন্যায় হবে না।[২]

٥. بَابُ الرُّخْصَةِ فِيْ ذٰلِكَ

৫. অনুচ্ছেদঃ কিব্লামুখী হয়ে পেশাব-পায়খানার অনুমতি সম্পর্কে

١٢- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ عَمِّهِ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ لَقَدِ ارْتَقَيْتُ عَلٰى ظَهْرِ الْبَيْتِ فَرَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلٰى لَبِنَتَيْنِ مُسْتَقْبِلَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ لِحَاجَتِهِ -

১২। আবদুল্লাহ ইব্ন মাসলামা— হযরত আবদুল্লাহ ইবন উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেনঃ একদা আমি ঘরের ছাদে উঠে দেখলাম যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম দুইটি কাঁচা ইটের উপর বসে বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করে পেশাব-পায়খানা করছেন -(বুখারী, মুসলিম, ইব্ন মাজা, নাসাঈ, তিরমিযী)।

২। ইমাম আবু হানাফা (রহ) ও অধিকাংশ ইমামের মতে কিবলার দিকে মুখ করে অথবা কিব্লা পিছনে রেখে পেশাব-পায়খানা করা নাজায়েয। -(অনুবাদক)

١٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ ثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ قَالَ نَا اَبِىْ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ اِسْحَاقَ يُحَدِّثُ عَنْ اَبَانِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ نَهٰى نَبِىُّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ بِبَوْلٍ فَرَأَيْتُهُ قَبْلَ اَنْ يُقْبَضَ بِعَامٍ يَسْتَقْبِلُهَا -

১৩। মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার— হযরত জাবের ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেনঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম কিব্‌লার দিকে মুখ করে পেশাব করতে নিষেধ করেছেন। অথচ রাসূলুল্লাহ (স)–এর ইন্তিকালের এক বছর পূর্বে আমি তাঁকে কিব্‌লার দিকে মুখ করে পেশাব করতে দেখেছি[১] –(তিরমিযী, ইব্‌ন মাজা)।

٦. بَابُ كَيْفَ التَّكَشُّفُ عِنْدَ الْحَاجَةِ

৬. অনুচ্ছেদঃ পেশাব–পায়খানার সময় কাপড় খোলা সম্পর্কে

١٤- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ نَا وَكِيْعٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ رَّجُلٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اِذَا اَرَادَ حَاجَةً لَّا يَرْفَعُ ثَوْبَهُ حَتّٰى يَدْنُوَ مِنَ الْاَرْضِ - قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَّهُوَ ضَعِيْفٌ -

১৪। যুহাইর ইব্‌ন হারব— হযরত ইব্‌ন উমার (রা) হতে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম যখন পেশাব–পায়খানার ইরাদা করতেন, তখন তিনি জমীনের নিকটবর্তী[১] না হওয়া পর্যন্ত কাপড় উঠাতেন না– (তিরমিযী)।

১। উল্লেখিত হাদীছ দুইটি ইমাম আবু হানীফা (রহ) ও অধিকাংশ ইমামের মতে গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ পূর্বে বর্ণিত হাদীছগুলো কাওলী (বাচনিক) আর এই দুইটি ফেলী বা ব্যবহারিক। দেখার মধ্যে ভ্রম থাকতে পারে, কিন্তু নিষেধ বাণীতে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না। বচন ও ব্যবহারের বৈপরিত্যে বচনের অগ্রাধিকার হয়ে থাকে।–(অনুবাদক)

٧. بَابُ كَرَاهِيَةِ الْكَلَامِ عِنْدَ الْخَلَاءِ
৭. অনুচ্ছেদঃ পেশাব–পায়খানার সময় কথাবার্তা বলা মাকরূহ

١٥- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ ثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ثَنَا عِكْرَمَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ يَّحْيَى بْنِ اَبِيْ كَثِيْرٍ عَنْ هِلَالِ بْنِ عِيَاضٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبُوْ سَعِيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لَايَخْرُجُ الرَّجُلَانِ يَضْرِبَانِ الْغَائِطَ كَاشِفَيْنِ عَنْ عَوْرَتِهِمَا يَتَحَدَّثَانِ فَاِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ يَمْقُتُ عَلٰى ذٰلِكَ - قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ هٰذَا لَمْ يُسْنِدْهُ اِلَّا عِكْرَمَةُ بْنُ عَمَّارٍ -

১৫। উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন উমার---- হিলাল ইব্‌ন ইয়াদ (রহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেনঃ আমার নিকট হযরত আবু সাঈদ (রা) বর্ণনা করেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছিঃ পেশাব–পায়খানার সময়.যেন একই সংগে দুই ব্যক্তি বের না হয়, এবং এক সংগে সতর উম্মোচন করে পরস্পর কথাবার্তা না বলে। কেননা নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ এইরূপ নির্লজ্জ কর্মের উপর বিশেষ ভাবে অসন্তুষ্ট[১] –(ইব্‌ন মাজা)।

٨. بَابُ فِي الرَّجُلِ يَرُدُّ السَّلَامَ وَهُوَ يَبُوْلُ
৮. অনুচ্ছেদঃ পেশাবরত অবস্থায় সালামের জবাব দেওয়া সম্পর্কে

١٦- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ وَاَبُوْ بَكْرٍ ثَنَا اَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ مَرَّ رَجُلٌ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَبُوْلُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ - قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَغَيْرِهِ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَيَمَّمَ ثُمَّ رَدَّ عَلَى الرَّجُلِ السَّلَامَ -

---

১। জমীনের নিকটবর্তী হওয়ার অর্থ হলঃ পেশাব–পায়খানার নিমিত্তে উদ্দিষ্ট স্থানে উপনীত হওয়ার পর সেখানে বসার সময় জমীনের নিকটবর্তী হলে, সে সময় তিনি (স) পরিধেয় উম্মোচন করতেন। কেননা সতর ঢাকা ফরজ এবং বিশেষ প্রয়োজন ব্যতীত তা খোলা সম্পূর্ণরূপে হারাম। –(অনুবাদক)

১৬। উছমান ও আবু বাক্র.... হযরত ইব্‌ন উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেনঃ একদা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম যখন পেশাব করছিলেন, তখন এক ব্যক্তি তাঁর পার্শ্ব দিয়ে গমনকালে তাঁকে সালাম দেয়। কিন্তু নবী করীম (স) ঐ ব্যক্তির সালামের জবাব দেন নাই। ইমাম আব দাউদ (রহ) বলেন হযরত ইবন উমার (রা) ও অন্যান্যদের নিকট হতে বর্ণিত আছে যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম পেশাবান্তে তায়াম্মুম করার পর উক্ত ব্যক্তির সালামের জবাব দেন – (মুসলিম, তিরমিযী, ইব্‌ন মাজা, নাসাঈ)।

١٧ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ثَنَا عَبْدُ الْاَعْلٰى ثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ حُصَيْنِ بْنِ الْمُنْذِرِ اَبِيْ سَاسَانَ عَنِ الْمُهَاجِرِ بْنِ قُنْفُذٍ قَالَ اَنَّهُ اَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَبُوْلُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ حَتّٰى تَوَضَّاَ ثُمَّ اعْتَذَرَ اِلَيْهِ فَقَالَ اِنِّيْ كَرِهْتُ اَنْ اَذْكُرَ اللّٰهَ تَعَالٰى ذِكْرُهُ اِلَّا عَلٰى طُهْرٍ اَوْ قَالَ عَلٰى طَهَارَةٍ ـ

১৭। মুহাম্মাদ ইবনুল মুছান্না...আল–মুহাজির ইব্‌ন কুনফুয (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন যে, একদা তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের খেদমতে এমতাবস্থায় পৌঁছলেন যখন তিনি (স) পেশাবরত ছিলেন। তিনি তাঁকে সালাম দেন। কিন্তু নবী করীম (স) উযু না করা পর্যন্ত তার সালামের জবাব থেকে বিরত থাকেন। অতঃপর তিনি তার নিকট ওজর পেশ করে বলেনঃ আমি পবিত্র হওয়া বা পবিত্রতা অর্জন করা ব্যতীত আল্লাহ তাআলার নাম স্মরণ করা অপছন্দ করি– (নাসাঈ, ইব্‌ন মাজা)।

٩. بَابٌ فِى الرَّجُلِ يَذْكُرُ اللّٰهَ تَعَالٰى عَلٰى غَيْرِ طُهْرٍ

৯. অনুচ্ছেদঃ অপবিত্র অবস্থায় আল্লাহ্‌র যিকির সম্পর্কে

١٨– حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ ثَنَا ابْنُ اَبِيْ زَائِدَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ خَالِدِ بْنِ سَلَمَةَ يَعْنِى الْفَافَاءَ عَنِ الْبَهِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ عَلٰى كُلِّ اَحْيَانِهِ ـ •

১৮। মুহাম্মাদ ইব্‌নুল আলা.... হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেনঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম সর্বাবস্থায় আল্লাহ্ তাআলার যিকিরে মশ্‌গুল থাকতেন– (মুসলিম, তিরমিযী, ইব্‌ন মাজা)।

١٠. بَابُ الْخَاتَمِ يَكُوْنُ فِيْهِ ذِكْرُ اللّٰهِ تَعَالٰى يَدْخُلُ بِهِ الْخَلَاءَ

১০. অনুচ্ছেদঃ মহান আল্লাহর নাম খোদিত আংটিসহ পায়খানায় গমন সম্পর্কে

١٩- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ اَبِىْ عَلِيٍّ الْحَنَفِيِّ عَنْ هَمَّامٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ وَضَعَ خَاتَمَهُ - قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ هٰذَا حَدِيْثٌ مُنْكَرٌ وَاِنَّمَا يُعْرَفُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ اَنَسٍ قَالَ اِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ ثُمَّ اَلْقَاهُ وَالْوَهْمُ فِيْهِ مِنْ هَمَّامٍ وَلَمْ يَرْوِهِ اِلَّا هَمَّامٌ -

১৯। নাসর ইবন আলী.... হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম পায়খানায় গমনকালে তাঁর হাতের আংটি খুলে যেতেন-(তিরমিযী, ইবন মাজা, নাসাঈ)। ইমাম আবু দাউদ (রহ)-এর মতানুযায়ী এ হাদীছ গ্রহণযোগ্য নয়। বরং এ হাদীছের সনদের পর্যায়ক্রম (বর্ণনাধারা) এইরূপঃ হযরত ইবন জুরাইজ, যিয়াদ ইবন সা'দ হতে, তিনি যুহরী হতে, তিনি হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম রূপার একটি আংটি তৈরী করেন, অতঃপর তিনি (স) তা ফেলে দেন (অর্থাৎ ব্যবহার ছেড়ে দেন)। উক্ত হাদীছের বর্ণনাকারী হাম্মামের বর্ণনায় সন্দেহ রয়েছে। কেননা এই হাদীছ তিনি ছাড়া অন্য কেউ বর্ণনা করেন নাই।

١١. بَابُ الْاِسْتِبْرَاءِ مِنَ الْبَوْلِ

১১. অনুচ্ছেদঃ পেশাব হতে পবিত্রতা অর্জন করা সম্পর্কে

٢٠- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَهَنَّادٌ قَالَا ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا الْاَعْمَشُ قَالَ سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يُحَدِّثُ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَرَّ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلٰى قَبْرَيْنِ فَقَالَ اِنَّهُمَا يُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِىْ كَبِيْرٍ اَمَّا هٰذَا فَكَانَ لَا يَسْتَنْزِهُ مِنَ الْبَوْلِ وَاَمَّا هٰذَا فَكَانَ يَمْشِىْ بِالنَّمِيْمَةِ ثُمَّ دَعَا بِعَسِيْبٍ رَطْبٍ فَشَقَّهُ بِاثْنَيْنِ ثُمَّ غَرَسَ عَلَيْهِ هٰذَا وَاحِدًا وَعَلٰى هٰذَا وَاحِدًا وَقَالَ لَعَلَّهُ يُخَفِّفُ عَنْهُمَا مَالَمْ يَيْبَسَا - قَالَ هَنَّادٌ يَسْتَتِرُ مَكَانَ يَسْتَنْزِهُ -

২০। যুহাইর ইবন হারব.... হযরত ইবন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, একদা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম দুইটি কবরের পার্শ্ব দিয়ে গমনকালে বললেনঃ নিশ্চয়ই

এই দুই ব্যক্তিকে শাস্তি দেয়া হচ্ছে। কিন্তু এদের এই শাস্তি কোন বড় ধরনের অন্যায়ের জন্য নয়। অতঃপর তিনি (স) একটি কবরের প্রতি ইশারা করে বলেনঃ এই ব্যক্তিকে পেশাব হতে সঠিকভাবে পবিত্রতা অর্জন না করার কারণে এবং (দ্বিতীয় কবরের প্রতি ইশারা করে বললেন) এই ব্যক্তিকে পরনিন্দা করে বেড়ানো হেতু আযাব দেয়া হচ্ছে। অতঃপর তিনি একটি কাঁচা খেজুরের ডাল সংগ্রহ করে তা দুই ভাগে বিভক্ত করলেন এবং দুইটি কবরের উপর স্থাপন করলেন এবং বললেনঃ যতক্ষণ পর্যন্ত না এই দুইটি ডালের অংশ শুকাবে, ততক্ষণ পর্যন্ত এদের আযাব কম হবে- (বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, তিরমিযী, ইব্‌ন মাজা)।

হযরত হান্নাদের বর্ণনা মতে يستنزه -এর স্থলে يستتر শব্দটি হবে।[১]

٢١- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَاهُ قَالَ كَانَ لَايَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ وَقَالَ اَبُوْ مُعَاوِيَةَ يَسْتَنْزِهُ ـ

২১। উছমান ইব্‌ন আবী শায়বা---- হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হতে পূর্ববর্তী হাদীছের অনুরূপ অর্থবোধক হাদীছ বর্ণনা করেছেন। হযরত জারীরের মতানুযায়ী কবরে শাস্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তি পর্দা করত না এবং হযরত আবু মুআবিয়ার বর্ণনানুযায়ী يستتر শব্দের পরিবর্তে يستنزه শব্দের উল্লেখ রয়েছে।

٢٢- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ ثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ حَسَنَةَ قَالَ انْطَلَقْتُ اَنَا وَعَمْرُوْ بْنُ الْعَاصِ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَرَجَ وَمَعَهُ دَرَقَةٌ ثُمَّ اسْتَتَرَبِهَا ثُمَّ بَالَ فَقُلْنَا انْظُرُوْا اِلَيْهِ يَبُوْلُ كَمَا تَبُوْلُ الْمَرْاَةُ فَسَمِعَ ذٰلِكَ فَقَالَ اَلَمْ تَعْلَمُوْا مَالَقِيَ صَاحِبُ بَنِيْ اِسْرَائِيْلَ كَانُوْا اِذَا اَصَابَهُمُ الْبَوْلُ قَطَعُوْا مَا اَصَابَهُ الْبَوْلُ مِنْهُمْ فَنَهَاهُمْ فَعُذِّبَ فِيْ قَبْرِهِ ـ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ مَنْصُوْرٌ عَنْ اَبِيْ وَائِلٍ عَنْ اَبِيْ مُوْسٰى فِيْ هٰذَا الْحَدِيْثِ قَالَ جِلْدَ اَحَدِهِمْ وَقَالَ عَاصِمٌ عَنْ اَبِيْ وَائِلٍ عَنْ اَبِيْ مُوْسٰى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ جَسَدَ اَحَدِهِمْ ـ

---

১. يستنزه অর্থ পবিত্রতা অর্জন করা এবং يستتر অর্থ পর্দা করা। হাদীছের অর্থ হবে পেশাবের সময় পর্দা না করার কারণে ঐ ব্যক্তিকে শাস্তি দেয়া হচ্ছিল। -(অনুবাদক)

২২। মুসাদ্দাদ---- হযরত আবদুর রহমান ইবনু হাসানা হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেনঃ একদা আমি এবং আমর ইবনুল-আস (রা) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নিকট যাচ্ছিলাম। নবী করীম (স) একটি ঢালসহ বের হলেন, অতঃপর তিনি ঢালটি আড়াল করে (অন্যদের হতে পর্দার উদ্দেশ্যে) পেশাব করলেন। আমরা পরস্পর বললাম, তোমরা তাঁর প্রতি লক্ষ্য কর, তিনি মহিলাদের ন্যায় পেশাব করছেন। নবী করীম (স) তাদের এহেন বক্তব্য শুনতে পেয়ে বলেনঃ তোমরা কি জান না বনী ইসরাঈলের এক ব্যক্তির অবস্থা কি হয়েছিল? তাদের কারো পরিধেয় বস্ত্রে পেশাব লেগে গেলে তারা সে অংশ কেটে ফেলত। অতঃপর এই ব্যক্তি তাদের এরূপ করতে নিষেধ করায় তাকে কবরে শাস্তি প্রদান করা হয়েছে[১]-(নাসাঈ,ইবনুমাজা)।

ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেনঃ মানসূর (রহ) আবু ওয়াইল থেকে,তিনি আবু মূসা (রা) হতে এই হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তাঁর বর্ণনানুযায়ী جلداحدهم অর্থাৎ তাদের কারও চামড়ায় পেশাব লেগেছিল। তা কাটার সময় উক্ত ব্যক্তি নিষেধ করেছিল। হযরত আসিম, আবু ওয়াইল হতে, তিনি আবু মূসা (রা) হতে এবং তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেনঃ جسداحدهم অর্থাৎ কারও শরীরে পেশাব লাগলে।

١٢. بَابُ الْبَوْلِ قَائِمًا

১২. অনুচ্ছেদঃ দাঁড়িয়ে পেশাব করা সম্পর্কে

٢٣- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ وَمُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَا ثَنَا شُعْبَةُ ح وَثَنَا مُسَدَّدٌ ثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ وَهٰذَا لَفْظُ حَفْصٍ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ اَتٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُبَاطَةَ قَوْمٍ فَبَالَ قَائِمًا ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَمَسَحَ عَلٰى خُفَّيْهِ - قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ مُسَدَّدٌ قَالَ فَذَهَبْتُ اَتَبَاعَدُ فَدَعَانِىْ حَتّٰى كُنْتُ عِنْدَ عَقِبِهٖ -

---

১। বনী ইসরাঈলদের শরীআত অনুযায়ী কাপড়ের কোন অংশে পেশাব-পায়খানা লাগলে তা কেটে ফেলার বিধান ছিল। এমনকি শরীরের কোন অংশে পেশাব-পায়খানা লাগলে উক্ত স্থানের চামড়া কেটে ফেলতে হত। উক্ত ব্যক্তি তাদেরকে শরীআতের এইরূপ নির্দেশ মেনে চলতে নিষেধ করায় মৃত্যুর পর তাকে কবরে শাস্তি প্রদান করা হয়। মহানবী (স)-এর উক্ত ঘটনাটি বর্ণনা করার একমাত্র উদ্দেশ্য এই যে, শরীআতের প্রতিটি বিধি-ব্যবস্থা অবশ্যই পালনীয়। এখানে কারও কিছু বলবার অধিকার নেই।

উল্লেখ্য যে, ইসলামের পূর্ব যুগে পুরুষেরা পেশাব-পায়খানা করার সময় কোনরূপ পর্দা করত না। নবী করীম (স)-কে সর্বপ্রথম এরূপ পর্দা করে পেশাব করতে দেখায় তারা বিস্মীত হন এবং বলেনঃ ইনি মহিলাদের মত বসে পেশাব করছেন। কেননা তৎকালীন প্রথা অনুযায়ী পুরুষেরা স্বভাবতই দাঁড়িয়ে বা খোলা জায়গায় অনাবৃত অবস্থায় পেশাব করত। -(অনুবাদক)

২৩। হাফ্‌স ইব্‌ন উমার---- হযরত হুযায়ফা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেনঃ একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ময়লা–আবর্জনা ফেলার স্থানের নিকট দিয়ে যাওয়ার সময় সেখানে দাঁড়িয়ে পেশাব করেন। অতঃপর তিনি পানি চেয়ে নেন এবং মোজার উপর মাসেহ্ করেন –(বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, ইব্‌ন মাজা, নাসাঈ)।

ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেনঃ মুসাদ্দাদ হতে বর্ণিত আছে যে, হুযায়ফা (রা) বলেছেনঃ নবী করীম (স) পেশাব করবেন বুঝতে পেরে আমি দূরে সরে গেলাম। অতঃপর তিনি আমাকে (পানি আনার জন্য) নিকটে আহবান করলেন– এমনকি আমি তাঁর পশ্চাতে এসে দাঁড়ালাম।[১]

١٣. بَابٌ فِى الرَّجُلِ يَبُوْلُ بِاللَّيْلِ فِى الْاِنَاءِ ثُمَّ يَضَعُهٗ عِنْدَهٗ

১৩. অনুচ্ছেদঃ রাতে পাত্রে পেশাব করে তা নিকটবর্তী স্থানে রাখা সম্পর্কে

٢٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسٰى ثَنَا حَجَّاجٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ حُكَيْمَةَ بِنْتِ اُمَيْمَةَ ابْنَةِ رُقَيْقَةَ عَنْ اُمِّهَا اَنَّهَا قَالَتْ كَانَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدَحٌ مِنْ عِيْدَانٍ تَحْتَ سَرِيْرِهٖ يَبُوْلُ فِيْهِ بِاللَّيْلِ۔

২৪। মুহাম্মাদ ইব্‌ন ঈসা---- হাকীমা বিন্‌তে উমায়মাহ্ থেকে তাঁর মাতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের একটি কাঠের পাত্র ছিল, তা তিনি তাঁর খাটের নীচে রাখতেন এবং রাত্রিকালে তাতে পেশাব করতেন–(নাসাঈ)।

١٤. بَابُ الْمَوَاضِعِ الَّتِىْ نُهِىَ عَنِ الْبَوْلِ فِيْهَا

১৪. অনুচ্ছেদঃ যে যে স্থানে পেশাব করা নিষেধ

٢٥- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ اِنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِتَّقُوا اللَّاعِنَيْنِ قَالُوْا وَمَا اللَّاعِنَانِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ الَّذِىْ يَتَخَلّٰى فِىْ طَرِيْقِ النَّاسِ اَوْ ظِلِّهِمْ۔

২৫। কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ.... আবু হুরায়রা (রা) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেনঃ তোমরা এমন দুইটি কাজ হতে বিরত থাক যা অভিশপ্ত।

---

১. উপরোক্ত হাদীছে দেখা যায়, রাসূলুল্লাহ (স) দাঁড়িয়ে পেশাব করেছেন। অথচ দাঁড়িয়ে পেশাব করা মাকরূহ। রাসূলুল্লাহ (স)–এর অভ্যাস ছিল বসে পেশাব করা এবং এটাই সুন্নাত। কিন্তু উক্ত দিনে বিশেষ কারণে (যেমন তাঁর পায়ে ব্যথা থাকার কারণে তিনি বসতে অক্ষম ছিলেন এবং স্থান পূঁতিগন্ধময় থাকায় কাপড় নাপাক হওয়ার আশংকায়) তিনি দাঁড়িয়ে পেশাব করেন। কারণ তা বসার মত উপযুক্ত স্থান ছিল না। এমতাবস্থায় দাঁড়িয়ে পেশাব করা যেতে পারে।

সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেনঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! সেই অভিশপ্ত কাজ দুইটি কি? জবাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেনঃ যে ব্যক্তি মানুষের যাতায়াতের পথে কিংবা ছায়াযুক্ত স্থানে (বৃক্ষের ছায়ায় যেখানে মানুষ বিশ্রাম গ্রহণ করে) পেশাব-পায়খানা করে[১] -(মুসলিম)।

٢٦- حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ سُوَيْدٍ الرَّمْلِيّ وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ اَبُوْ حَفْصٍ وَحَدِيْثُهُ اَتَمُّ اَنَّ سَعِيْدَ بْنَ الْحَكَمِ حَدَّثَهُمْ قَالَ اَنَا نَافِعُ بْنُ يَزِيْدَ حَدَّثَنِىْ حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ اَنَّ اَبَا سَعِيْدٍ الْحِمْيَرِىَّ حَدَّثَهُ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِتَّقُوا الْمَلَاعِنَ الثَّلَاثَةَ الْبَرَازَ فِى الْمَوَارِدِ وَقَارِعَةِ الطَّرِيْقِ وَالظِّلِّ -

২৬। ইসহাক ইব্‌ন সুওয়াইদ— মুআয ইব্‌ন জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ তিনটি অভিসম্পাতযোগ্য কাজ থেকে দূরে থাকঃ পানিতে থুথু ফেলা, যাতায়াতের পথে এবং ছায়াদার স্থানে মলত্যাগ করা-(ইব্‌ন মাজা)।

١٥. بَابٌ فِى الْبَوْلِ فِى الْمُسْتَحَمِّ

১৫. অনুচ্ছেদঃ গোসলখানার মধ্যে পেশাব করা সম্পর্কে

٢٧- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ قَالَا ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَحْمَدُ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ قَالَ اَخْبَرَنِىْ اَشْعَثُ وَقَالَ الْحَسَنُ عَنْ اَشْعَثَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَايَبُوْلَنَّ اَحَدُكُمْ فِىْ مُسْتَحَمِّهِ ثُمَّ تَغْتَسِلُ فِيْهِ قَالَ اَحْمَدُ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ فِيْهِ فَاِنَّ عَامَّةَ الْوَسْوَاسِ مِنْهُ -

২৭। আহমাদ ইব্‌ন মুহাম্মাদ— আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুগাফ্‌ফাল (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ তোমাদের কেউ যেন গোসলখানায় পেশাব না করে, অতঃপর সে স্থানে গোসল করে। ইমাম আহ্‌মাদ (রহ) বলেছেন, অতঃপর সেখানে উযু করে। কেননা অধিকাংশ অস্‌ওয়াসা (সন্দেহ) এটা হতে সৃষ্টি হয়ে থাকে-(নাসাঈ, তিরমিযী, ইবনমাজা)।

১। সাধারণতঃ গাছের নীচে পেশাব-পায়খানা করা নিষেধ নয়। উপরোক্ত হাদীছে যে নিষেধাজ্ঞা পরিলক্ষিত হয় তা কেবল সেই সমস্ত বৃক্ষের ছায়ার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যেখানে মানুষ চলাফেরার সময় বিশ্রাম গ্রহণ করে থাকে। উল্লেখ্য যে, যেসব স্থানে পেশাব-পায়খানা করলে মানুষের কষ্ট হয়- যেমন পথে, ঘাটে ও বিশ্রামের উপযোগী ছায়াযুক্ত স্থানে পেশাব-পায়খানা করা নিষেধ। -(অনুবাদক)

٢٨– حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ ثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ حُمَيْدٍ الْحِمْيَرِيِّ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَانِ قَالَ لَقِيْتُ رَجُلًا صَحِبَ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا صَحِبَهُ اَبُوْ هُرَيْرَةَ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يَّمْتَشِطَ اَحَدُنَا كُلَّ يَوْمٍ اَوْ يَبُوْلَ فِىْ مُغْتَسَلِهِ ـ

২৮। আহমাদ ইবন ইউনুস… হুমায়েদ আল–হিময়ারী হতে বর্ণিত। তিনি হযরত আবদুর রহমানের পুত্র। তিনি বলেছেন, আমি এমন এক ব্যক্তির সাথে সাক্ষাত করেছি, যিনি হযরত আবু হুরায়রা (রা)–এর মত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সাথী ছিলেন। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম প্রত্যহ চুল আঁচড়াতে এবং গোসলখানায় পেশাব করতে নিষেধ করেছেন[১]– (নাসাঈ)।

١٦. بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْبَوْلِ فِى الْجُحْرِ
১৬. অনুচ্ছেদঃ গর্তে পেশাব করা নিষেধ

٢٩– حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ ثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَرْجِسٍ قَالَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى اَنْ يُّبَالَ فِى الْجُحْرِ ـ قَالَ قَالُوْا لِقَتَادَةَ مَا يُكْرَهُ مِنَ الْبَوْلِ فِي الْجُحْرِ قَالَ كَانَ يُقَالُ اِنَّهَا مَسَاكِنُ الْجِنِّ ـ

২৯। উবায়দুল্লাহ ইবন উমার… আবদুল্লাহ ইবন সারজিস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম গর্তের মধ্যে পেশাব করতে নিষেধ করেছেন। রাবী বলেন, লোকেরা হযরত কাতাদা (রা)–কে জিজ্ঞেস করেন, গর্তে পেশাব করা নিষেধ কেন? রাবী বলেনঃ এরূপ প্রবাদ আছে যে– জিনেরা (সাধারণতঃ) গর্তে বসবাস করে থাকে[২]–(নাসাঈ)।

١٧. بَابُ مَا يَقُوْلُ الرَّجُلُ اِذَا خَرَجَ مِنَ الْخَلَاءِ
১৭.অনুচ্ছেদঃ পায়খানা হতে বের হয়ে পড়বার দু'আ

১· উপরোক্ত হাদীছে যে নিষেধাজ্ঞা পরিলক্ষিত হয়, তা হারাম নয় বরং মাকরূহ। এখানে গর্ব ও অহংকার হতে নিবৃত রাখার উদ্দেশ্যে প্রত্যহ চুল আঁচড়ান হতে বিরত থাকার থাকার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। –(অনুবাদক)

২· এতদ্ব্যতীত অনেক সময় গর্তের মধ্যে সাপ, বিচ্ছু, ইঁদুর, বিষাক্ত পোকা–মাকড় ইত্যাদি বসবাস করে থাকে। সেখানে পেশাব করলে কষ্টদায়ক জন্তু মানুষের ক্ষতি করতে পারে; অপর পক্ষে দুর্বল প্রাণী ক্ষতিগ্রস্থ হবে। –(অনুবাদক)

٣٠- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ النَّاقِدُ ثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ ثَنَا اِسْرَائِيْلُ عَنْ يُوْسُفَ بْنِ اَبِىْ بُرْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ حَدَّثَتْنِىْ عَائِشَةُ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اِذَا خَرَجَ مِنَ الْغَائِطِ قَالَ غُفْرَانَكَ ـ

৩০। আমর ইবন মুহাম্মাদ---- আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম পায়খানা হতে বের হয়ে 'গুফরানাকা' বলতেন। (অর্থাৎ ইয়া আল্লাহ্! আমি তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি) –(তিরমিযী, ইবন মাজা, নাসাঈ, আহ্‌মাদ)।

١٨. بَابُ كَرَاهِيَةِ مَسِّ الذَّكَرِ بِالْيَمِيْنِ فِى الْاِسْتِبْرَاءِ

১৮. অনুচ্ছেদঃ ইস্তিন্‌জা করার সময় ডান হাত দিয়ে লজ্জাস্থান স্পর্শ করা মাকরূহ

٣١- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَمُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ قَالَا ثَنَا اَبَانٌ ثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ نَبِىُّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا بَالَ اَحَدُكُمْ فَلَا يَمَسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِيْنِهِ وَاِذَا اَتَى الْخَلَاءَ فَلَا يَتَمَسَّحْ بِيَمِيْنِهِ وَاِذَا شَرِبَ فَلَا يَشْرَبْ نَفَسًا وَّاحِدًا ـ

৩১। মুসলিম ইব্‌ন ইবরাহীম.... ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবু কাতাদা তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ পেশাবের সময় তোমাদের কেউ যেন ডান হাত দিয়ে লজ্জাস্থান স্পর্শ না করে এবং পায়খানার পর ডান হাত দিয়ে কুলুখ ব্যবহার না করে এবং পানি পান করার সময় একদমে যেন পানি পান না করে[১] –(বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, ইব্‌ন মাজা, নাসাঈ)।

٣٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اٰدَمَ بْنِ سُلَيْمَانَ الْمَصِّيْصِىُّ نَا ابْنُ اَبِىْ زَائِدَةَ نَا اَبُوْ اَيُّوْبَ يَعْنِى الْاَفْرِيْقِىَّ عَنْ عَاصِمٍ عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ وَّمَعْبَدٍ عَنْ حَارِثَةَ بْنِ

১। উপরোক্ত হাদীছে যে সমস্ত নিষেধাজ্ঞা বর্ণিত হয়েছে তার কারণ এই যে, যেহেতু ডান হাত দ্বারা মানুষ খাদ্য গ্রহণ করে থাকে, এজন্য পেশাব–পায়খানারূপ ঘৃণার বস্তু হতে ডান হাত পবিত্র রাখার উদ্দেশ্যে এই নির্দেশ। এই নিষেধ অর্থ মাকরূহ্। অপরপক্ষে এক নিঃশ্বাসে পানি পান করলে হঠাৎ দম আটকিয়ে যেতে পারে বা পাকস্থলী ভারী হয়ে অনেক ক্ষতির আশংকা দেখা দিতে পারে। এইজন্য তিনবার তিন শ্বাসে ধীরে ধীরে পানি পান করা যুক্তি সংগত ও সুন্নাত। –(অনুবাদক)

وَهْبِ الْخُزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَتْنِي حَفْصَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ اِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَجْعَلُ يَمِيْنَهُ لِطَعَامِهٖ وَشَرَابِهٖ وَثِيَابِهٖ وَيَجْعَلُ شِمَالَهُ لِمَا سِوٰى ذٰلِكَ -

৩২। মুহাম্মাদ ইব্ন আদম— নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের প্রিয় সহধর্মিনী হযরত হাফ্ছা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেনঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম খাদ্য গ্রহণ, পানি পান ও বস্ত্র পরিধানের সময় স্বীয় ডান হাত ব্যবহার করতেন, এছাড়া অন্যান্য যাবতীয় কাজে বাম হাত ব্যবহার করতেন (অর্থাৎ তিনি ভাল কাজের জন্য ডান হাত এবং নিকৃষ্ট কাজের জন্য বাম হাত ব্যবহার করতেন)।

٣٣- حَدَّثَنَا اَبُوْ تَوْبَةَ الرَّبِيْعُ نَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ عَنِ ابْنِ اَبِىْ عَرُوْبَةَ عَنْ اَبِىْ مَعْشَرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَتْ يَدُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْيُمْنٰى لِطُهُوْرِهٖ وَطَعَامِهٖ وَكَانَتْ يَدُهُ الْيُسْرٰى لِخَلَائِهٖ وَمَا كَانَ مِنْ اَذًى -

৩৩। আবু তাওবা আর-রবী ইব্ন নাফে— আস্ওয়াদ (রহ) হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেনঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের ডান হাত পবিত্রতা অর্জন ও খাদ্যের জন্য ব্যবহৃত হত এবং তাঁর বাম হাত শৌচকর্ম ও এ ধরনের নিকৃষ্ট কাজের জন্য ব্যবহৃত হত।

٣٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ بُزَيْعٍ نَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِىْ مَعْشَرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَاهُ -

৩৪। মুহাম্মাদ ইব্ন হাতিম— আয়েশা (রা) থেকে এই সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীছের অনুরূপ বর্ণিত আছে।

١٩. بَابُ الْاِسْتِتَارِ فِى الْخَلَاءِ

১৯. অনুচ্ছেদঃ পেশাব-পায়খানার সময় পর্দা করা

٣٥- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسَى الرَّازِيُّ اَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ عَنْ ثَوْرٍ عَنِ الْحُصَيْنِ الْحِبْرَانِيِّ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنِ اكْتَحَلَ فَلْيُوْتِرْ مَنْ فَعَلَ فَقَدْ اَحْسَنَ وَمَنْ لَّا فَلَا حَرَجَ وَمَنْ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوْتِرْ مَنْ فَعَلَ فَقَدْ اَحْسَنَ وَمَنْ لَا فَلَا حَرَجَ وَمَنْ اَكَلَ فَمَا تَخَلَّلَ فَلْيَلْفِظْ وَمَا لَاكَ بِلِسَانِهِ فَلْيَبْتَلِعْ مَنْ فَعَلَ فَقَدْ اَحْسَنَ وَمَنْ لَّا فَلَا حَرَجَ وَمَنْ اَتَى الْغَائِطَ فَلْيَسْتَتِرْ فَاِنْ لَّمْ يَجِدْ اِلَّا اَنْ يَّجْمَعَ كَثِيْبًا مِّنْ رَمْلٍ فَلْيَسْتَدْبِرْهُ فَاِنَّ الشَّيْطَانَ يَلْعَبُ بِمَقَاعِدِ بَنِيْ اٰدَمَ مَنْ فَعَلَ فَقَدْ اَحْسَنَ وَمَنْ لَّا فَلَا حَرَجَ - قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ اَبُوْ عَاصِمٍ عَنْ ثَوْرٍ قَالَ حُصَيْنٌ الْحِمْيَرِيُّ قَالَ وَرَوَاهُ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الصَّبَّاحِ عَنْ ثَوْرٍ فَقَالَ اَبُوْ سَعِيْدٍ الْخَيْرُ - قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ اَبُوْ سَعِيْدٍ الْخَيْرَ هُوَ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

৩৫। ইবরাহীম ইব্ন মূসা···· আবু হুরায়রা (রা) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেনঃ যে ব্যক্তি সুরমা ব্যবহার করে সে যেন বেজোড় সংখ্যায় ব্যবহার করে। যে ব্যক্তি এরূপ করে সে উত্তম কাজ করে এবং যে এরূপ করে না, এতে কোন ক্ষতি নেই। যে ব্যক্তি কুলুখ ব্যবহার করে সে যেন বেজোড় সংখ্যায় ব্যবহার করে। যে এরূপ করে, সে উত্তম কাজ করে এবং যে ব্যক্তি এরূপ করে না, এতে কোন ক্ষতি নেই। খাদ্য গ্রহণের পর যে ব্যক্তি খিলাল দ্বারা দাঁত হতে খাদ্যের ভুক্ত অংশ বের করে; সে যেন তা ফেলে দেয় এবং জিহবার স্পর্শে যা বের হয়, তা যেন খেয়ে ফেলে। যে ব্যক্তি এরূপ করে সে উত্তম কাজ করে এবং যে এরূপ করে না তাতে কোন ক্ষতি নেই। যে ব্যক্তি পায়খানায় গমন করে, সে যেন পর্দা করে। যদি পর্দা করার মত কোন বস্তু সে না পায়, তবে সে যেন অন্ততঃ বালুর স্তূপ করে তার দিকে পিঠ ফিরিয়ে বসে। কেননা শয়তান বনী আদমের গুপ্তাঙ্গ (পর্দার স্থান অর্থাৎ পেশাব-পায়খানার স্থান) নিয়ে খেলা করে।[১] যে ব্যক্তি এরূপ করে সে উত্তম কাজ করে এবং যে এরূপ করে না তাতে কোন দোষ নেই- (ইব্ন মাজা)।

১। পেশাব পায়খানার সময় এমন স্থানে বসা একান্ত কর্তব্য; যাতে লজ্জাস্থান অন্য কেউ দেখতে না পারে। হাদীছের মধ্যে 'শয়তান খেলা করে' এই পর্যায়ে যে বক্তব্য এসেছে তার অর্থ এই যেঃ পেশাব-পায়খানার সময় পর্দাহীন অবস্থায় বসলে শয়তান অন্যদেরকে তার লজ্জাস্থানের প্রতি নজর করার জন্য উদ্বুদ্ধ করে এবং বাতাস প্রবাহিত করে তার শরীর ও কাপড়-চোপড়ে ময়লা লাগাবার চেষ্টা করে, এ ছাড়া অন্যান্য ক্ষতি করার জন্যও তৎপর থাকে। তাই পর্দার সাথে পেশাব পায়খানা করা উত্তম। -(অনুবাদক)

٢٠. بَابُ مَا يُنْهٰى اَنْ يُّسْتَنْجٰى بِهٖ

২০. অনুচ্ছেদঃ যে সমস্ত জিনিস দ্বারা ইস্তিনজা করা নিষেধ

٣٦- حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَوْهَبٍ الْهَمْدَانِيُّ اَنَا الْمُفَضَّلُ يَعْنِي ابْنَ فَضَالَةَ الْمِصْرِيَّ عَنْ عَيَّاشِ بْنِ عَبَّاسٍ الْقِتْبَانِيِّ اَنَّ شُيَيْمَ بْنَ بَيْتَانَ اَخْبَرَهٗ عَنْ شَيْبَانَ الْقِتْبَانِيِّ قَالَ اِنَّ مَسْلَمَةَ بْنَ مُخَلَّدٍ اِسْتَعْمَلَ رُوَيْفِعَ بْنَ ثَابِتٍ عَلٰى اَسْفَلِ الْاَرْضِ قَالَ شَيْبَانُ فَسِرْنَا مَعَهٗ مِنْ كُوْمِ شَرِيْكٍ اِلٰى عَلْقَمَاءَ اَوْ مِنْ عَلْقَمَاءَ اِلٰى كُوْمِ شَرِيْكٍ يُرِيْدُ عَلْقَامَ فَقَالَ رُوَيْفِعٌ اِنْ كَانَ اَحَدُنَا فِيْ زَمَنِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيَأْخُذُ نِضْوَ اَخِيْهِ عَلٰى اَنَّ لَهُ النِّصْفَ مِمَّا يَغْنَمُ وَلَنَا النِّصْفُ وَاِنْ كَانَ اَحَدُنَا لَيَطِيْرُ لَهُ النَّصْلُ وَالرِّيْشُ وَلِلْاٰخَرِ الْقِدْحُ ثُمَّ قَالَ قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا رُوَيْفِعُ لَعَلَّ الْحَيٰوةَ سَتَطُوْلُ بِكَ بَعْدِيْ فَاَخْبِرِ النَّاسَ اَنَّهٗ مَنْ عَقَدَ لِحْيَتَهٗ اَوْ تَقَلَّدَ وَتَرًا اَوِ اسْتَنْجٰى بِرَجِيْعِ دَابَّةٍ اَوْ عَظْمٍ فَاِنَّ مُحَمَّدًا مِنْهُ بَرِيْءٌ -

৩৬। ইয়াযীদ ইব্‌ন খালিদ— শাইবান আল–কিতবানী হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নিশ্চয়ই মাসলামা ইবন মুখাল্লাদ (রা) রুয়াইফে ইব্‌ন ছাবিতকে আসফালে আরবের (মিসরে অবস্থিত একটি অঞ্চলের নাম) আমীর নিযুক্ত করেন। শাইবান বলেন, অতঃপর আমরা তাঁর সাথে 'কুমে শুরাইক' (স্থানের নাম) হতে আলকামা (স্থানের নাম) অথবা আলকামা হতে কুমে শুরাইকের দিকে সফর করছিলাম। তাঁর গন্তব্যস্থান ছিল আলকামা।[১] রুয়াইফে (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সময় আমাদের (আর্থিক) অবস্থা এমন (শোচনীয়) ছিল যে, একজন তার ধর্মীয় ভাই হতে দূর্বল উট (যেহেতু মুসলমানদের নিকট বলিষ্ঠ উট সে সময় ছিল না) এই শর্তে গ্রহণ করত যে, জিহাদে যে গনীমতে র মাল পাওয়া যাবে তার অর্ধাংশ উট গ্রহণকারীর (যোদ্ধার) এবং বাকী অর্ধাংশ উটের মালিকের প্রাপ্য। (ইসলামের প্রথম দিকে গনীমতের মালের পরিমাণও এত কম ছিল যে) একজনের ভাগে যদি তরবারির খাপ ও তীরের পালক পড়ত, তবে অপরের অংশে পড়ত পালকবিহীন তীর। অতঃপর তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ

১. আলকামা–মিসরে অবস্থিত একটি বিশেষ স্থানের নাম। আলকাম ও আলকামা এক নয়, বরং বিভিন্ন স্থানের নাম। –(অনুবাদক)

সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম আমাকে বলেনঃ হে রুয়াইফে! সম্ভবতঃ তুমি আমার পরে দীর্ঘ দিন জীবিত থাকবে। অতএব তুমি লোকদেরকে এই খবর দিবেঃ যে ব্যক্তি দাড়িতে গিরা দেয়, গলায় তাবিজ লাগায়,[২] অথবা চতুষ্পদ জন্তুর মল বা হাড় দ্বারা ইস্তিনজা করে নিশ্চয়ই (আমি) মুহাম্মাদ (স) তার উপর অসন্তুষ্ট –(নাসাঈ)।

٣٧- حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ خَالِدٍ نَا مُفَضَّلٌ عَنْ عَيَّاشٍ اَنَّ شُيَيْمَ بْنَ بَيْتَانَ اَخْبَرَهُ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ اَيْضًا عَنْ اَبِىْ سَالِمِ الْجَيْشَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو يَذْكُرُ ذٰلِكَ وَهُوَ مَعَهُ مُرَابِطٌ بِحِصْنِ بَابِ اَلْيُوْنَ - قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ حِصْنُ اَلْيُوْنَ بِالْفُسْطَاطِ عَلٰى جَبَلٍ - قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَهُوَ شَيْبَانُ بْنُ اُمَيَّةَ يُكَنّٰى اَبَا حُذَيْفَةَ -

৩৭। ইয়াযীদ ইব্ন খালিদ---- আবদুল্লাহ ইবন আমর (রা) থেকে এই সূত্রেও পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত আছে।

٣٨- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ اَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ نَا زَكَرِيَّا بْنُ اِسْحَاقَ اَنَا اَبُوْ الزُّبَيْرِ اَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ نَهَانَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ نَّتَمَسَّحَ بِعَظْمٍ اَوْ بَعْرٍ -

৩৮। আহমাদ ইব্ন মুহাম্মাদ---- জাবের ইবন–আবদুল্লাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে হাড় ও গোবরের দ্বারা ইস্তিনজা করতে নিষেধ করেছেন–(মুসলিম)।

٣٩- حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ اَلْحِمْصِيُّ نَا اِبْنُ عَيَّاشٍ عَنْ يَّحْيَى بْنِ اَبِىْ عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الدَّيْلَمِيِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَدِمَ وَفْدُ الْجِنِّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ انْهَ اُمَّتَكَ اَنْ يَّسْتَنْجُوْا بِعَظْمٍ اَوْ رَوْثَةٍ اَوْ حُمَمَةٍ فَاِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ جَعَلَ لَنَا فِيْهَا رِزْقًا قَالَ فَنَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذٰلِكَ -

---

২· এখানে গলায় তাবিজ বাঁধার অর্থঃ তাবিজকেই রক্ষাকর্তা মনে করে। –(অনুবাদক)

৩৯। হায়ওত ইব্ন শুরায়হ--- আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, একদা জিনদের একটি প্রতিনিধি দল নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হয়ে বলল, হে মুহাম্মাদ (স)! আপনি আপনার উম্মাতকে হাড়, গোবর ও কয়লা দ্বারা ইস্তিনজা করতে নিষেধ করুন। কেননা মহান আল্লাহ এগুলোর মধ্যে আমাদের জীবিকা নিহীত রেখেছেন। রাবী বলেন, অতঃপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এ ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন।

٢١. بَابُ الْاِسْتِنْجَاءِ بِالْاَحْجَارِ

২১. অনুচ্ছেদঃ পাথর দ্বারা ইস্তিনজা করা সম্পর্কে

٤٠- حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَا ثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَانِ عَنْ اَبِىْ حَازِمٍ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ قُرْطٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا ذَهَبَ اَحَدُكُمْ اِلَى الْغَائِطِ فَلْيَذْهَبْ مَعَهُ بِثَلَاثَةِ اَحْجَارٍ يَسْتَطِيْبُ بِهِنَّ فَاِنَّهَا تُجْزِئُ عَنْهُ -

৪০। সাঈদ ইবন মানসূর--- হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ তোমাদের কেউ যখন পায়খানায় গমন করে, তখন সে যেন তার সাথে তিনটি পাথর (কুলুখ) নিয়ে যায়, যা দ্বারা সে পবিত্রতা অর্জন করবে এবং এটাই তার জন্য যথেষ্ট–(নাসাঈ, আহ্‌মাদ, দারু কুতনী)।

٤١- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدِنِ النُّفَيْلِىُّ ثَنَا اَبُوْمُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خُزَيْمَةَ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ خُزَيْمَةَ عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ سُئِلَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْاِسْتِطَابَةِ فَقَالَ بِثَلَاثَةِ اَحْجَارٍ لَيْسَ فِيْهَا رَجِيْعٌ - قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ كَذَا رَوَاهُ اَبُوْ اُسَامَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ هِشَامٍ -

৪১। আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মাদ---হযরত খুযায়মা ইব্ন ছাবেত (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেনঃ একদা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হল যে, ইস্তিনজার সময় কয়টি পাথর (কুলুখ) ব্যবহার করা উচিত? জবাবে তিনি (স) বলেনঃ তিনটি প্রস্তর, যার মধ্যে গোবর থাকবে না–(ইব্ন মাজা)।

٢٢. بَابُ الْاِسْتِبْرَاءِ
২২. অনুচ্ছেদঃ পবিত্রতা অর্জন সম্পর্কে

٤٢- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَّخَلَفُ بْنُ هِشَامٍ الْمُقْرِئُ قَالَا نَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يَحْيَى التَّوْاَمُ ح وَثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ اَنَا اَبُوْ يَعْقُوْبَ التَّوْاَمُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِى مُلَيْكَةَ عَنْ اُمِّهٖ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ بَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ عُمَرُ خَلْفَهُ بِكُوْزٍ مِّنْ مَّاءٍ فَقَالَ مَا هٰذَا يَا عُمَرُ فَقَالَ مَاءٌ تَتَوَضَّأُ بِهٖ قَالَ مَا اُمِرْتُ كُلَّمَا بُلْتُ اَنْ اَتَوَضَّأَ وَلَوْ فَعَلْتُ لَكَانَ سُنَّةً -

৪২। কুতায়বা ইবন সাঈদ— আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম পেশাব করলেন। তখন হযরত উমার (রা) পানির লোটা বা বদনা নিয়ে তাঁর পশ্চাতে দন্ডায়মান হলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেনঃ হে উমার! এটা কি? জবাবে হযরত উমার (রা) বলেন, এটা আপনার উযুর পানি। তখন নবী করীম (স) বলেনঃ পেশাব করার পর পরই আমাকে উযু করার নির্দেশ দেওয়া হয়নি। আমি যদি এরূপ করি, তবে এটা আমার উম্মাতের জন্য অবশ্য করণীয় হিসেবে সাব্যস্ত হবে-(ইবনু মাজা)।

٢٣. بَابٌ فِى الْاِسْتِنْجَاءِ بِالْمَاءِ
২৩. পানি দিয়ে শৌচ করা

٤٣- حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ عَنْ خَالِدٍ يَّعْنِى الْوَاسِطِىَّ عَنْ خَالِدٍ يَّعْنِى الْحَذَّاءَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ اَبِىْ مَيْمُوْنَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ حَائِطًا وَّمَعَهُ غُلَامٌ مَّعَهُ مِيْضَاةٌ وَّهُوَ اَصْغَرُنَا فَوَضَعَهَا عِنْدَ السِّدْرَةِ فَقَضٰى حَاجَتَهٗ فَخَرَجَ عَلَيْنَا وَقَدِ اسْتَنْجٰى بِالْمَاءِ -

৪৩। ওয়াহ্‌ব ইব্‌ন বাকিয়্যা— হযরত আনাস ইবন মালিক (রা) হতে বর্ণিত। একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম একটি প্রাচীরের মধ্যে প্রবেশ করলেন এবং তাঁর সাথে একটি গোলাম (ছোট ছেলে) ছিল। গোলামের নিকট একটি উযুর পানির পাত্র ছিল এবং সে আমাদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ ছিল। সে পাত্রটি একটি কুল গাছের নিকটে রাখল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স) পেশাব-পায়খানান্তে পানি দ্বারা ইস্তিনজা করে আমাদের নিকট ফিরে আসলেন।

٤٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ اَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ عَنْ يُوْنُسَ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ اَبِيْ مَيْمُوْنَةَ عَنْ اَبِيْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ فِيْ اَهْلِ قُبَاءَ فِيْهِ رِجَالٌ يُّحِبُّوْنَ اَنْ يَّتَطَهَّرُوْا قَالَ كَانُوْا يَسْتَنْجُوْنَ بِالْمَاءِ فَنَزَلَتْ فِيْهِمْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ -

৪৪। মুহাম্মাদ ইবনুল আলা— হযরত আবু হুরায়রা (রা) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি (স) বলেছেনঃ এই আয়াত কুবাবাসীদের শানে নাযিল হয়েছে– "সেখানে এমন লোক আছে– যারা পাক–পবিত্র থাকতে ভালবাসে।" রাবী বলেনঃ তাঁরা পানি দ্বারা ইস্তিনজা করতেন। সে কারণে তাঁদের শানে এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়– (তিরমিযী, ইবৃন মাজা)।

٢٤. بَابُ الرَّجُلِ يَدْلُكُ يَدَهُ بِالْاَرْضِ اِذَا اسْتَنْجٰى

২৪. অনুচ্ছেদঃ ইস্তিন্‌জার পর মাটিতে হাত ঘষা

٤٥- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ خَالِدٍ نَا اَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ نَا شَرِيْكٌ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ يَعْنِي الْمُخَرَّمِيَّ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ شَرِيْكٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ جَرِيْرٍ عَنِ الْمُغِيْرَةِ عَنْ اَبِيْ زُرْعَةَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اَتَى الْخَلَاءَ اَتَيْتُهُ بِمَاءٍ فِيْ تَوْرٍ اَوْ رَكْوَةٍ فَاسْتَنْجٰى ثُمَّ مَسَحَ يَدَهُ عَلَى الْاَرْضِ ثُمَّ اَتَيْتُهُ بِاِنَاءٍ اٰخَرَ فَتَوَضَّاَ - قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَحَدِيْثُ الْاَسْوَدِ بْنِ عَامِرٍ اَتَمُّ -

৪৫। ইবরাহীম ইবন খালিদ— আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম পায়খানায় গমন করতেন তখন আমি তাঁর জন্য পিতল বা চামড়ার পাত্রে পানি নিয়ে যেতাম। অতঃপর তিনি ইস্তিনজা করে মাটিতে হাত মলতেন। অতঃপর আমি অন্য একটি পাত্রে পানি আনতাম, যদ্বারা তিনি উযু করতেন।

٢٥. بَابُ السِّوَاكِ

২৫. অনুচ্ছেদঃ মেস্‌ওয়াক করা সম্পর্কে

٤٦ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ اَبِيْ الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ يَرْفَعُهُ قَالَ لَوْلَا اَنْ اَشُقَّ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ لَاَمَرْتُهُمْ بِتَاْخِيْرِ الْعِشَاءِ وَبِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلٰوةٍ -

৪৬। কুতায়বা ইবন সাঈদ--- আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ যদি আমি মুমিনদের জন্য কষ্টকর মনে না করতাম, তবে তাদেরকে এশার নামায বিলম্বে (রাত্রির এক-তৃতীয়াংশের পর) পড়তে ও প্রত্যেক নামাযের সময় মেসওয়াক করতে নির্দেশ দিতাম-(নাসাঈ, মুসলিম, ইবন মাজা, বুখারী)।

٤٧- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسٰى نَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحٰقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِيِّ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لَوْلَا اَنْ اَشُقَّ عَلَى اُمَّتِيْ لَاَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلٰوةٍ - قَالَ اَبُوْ سَلَمَةَ فَرَاَيْتُ زَيْدًا يَجْلِسُ فِي الْمَسْجِدِ وَاِنَّ السِّوَاكَ مِنْ اُذُنِهِ مَوْضِعَ الْقَلَمِ مِنْ اُذُنِ الْكَاتِبِ فَكُلَّمَا قَامَ اِلَى الصَّلٰوةِ اِسْتَاكَ -

৪৭। ইবরাহীম ইবন মূসা--- যায়েদ ইবন খালিদ আল-জুহানী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি- যদি আমি আমার উম্মাতের জন্য কষ্টকর মনে না করতাম, তবে তাদেরকে প্রত্যেক নামাযের সময় মেসওয়াক করার নির্দেশ দিতাম। হযরত আবু সালামা (রহ) বলেন, অতঃপর আমি হযরত যায়েদ (রা)-কে মসজিদে এমতাবস্থায় বসতে দেখেছি যে, মেসওয়াক ছিল তাঁর কানের ঐ স্থানে, যেখানে সাধারণতঃ লেখকের কলম থাকে। অতঃপর যখনই তিনি নামাযের জন্য দাঁড়াতেন- মেসওয়াক করে নিতেন-(তিরমিযী, আহমাদ)।

٤٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الطَّائِيُّ ثَنَا اَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حِبَّانَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قُلْتُ اَرَاَيْتَ تَوَضَّاَ ابْنُ عُمَرَ لِكُلِّ صَلٰوةٍ طَاهِرًا وَّغَيْرُ طَاهِرٍ عَمَّ ذَاكَ فَقَالَ حَدَّثَتْنِيْهِ اَسْمَاءُ

بِنْتُ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ حَنْظَلَةَ بْنِ اَبِىْ عَامِرٍ حَدَّثَهَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَرَ بِالْوَضُوْءِ لِكُلِّ صَلٰوةٍ طَاهِرًا اَوْ غَيْرَ طَاهِرٍ فَلَمَّا شَقَّ ذٰلِكَ عَلَيْهِ اَمَرَ بِالسِّوَاكِ لِكُلِّ صَلٰوةٍ فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَرٰى اَنَّ بِهٖ قُوَّةً فَكَانَ لَا يَدَعُ الْوُضُوْءَ لِكُلِّ صَلٰوةٍ ـ قَالَ اَبُوْ دَاوٗدَ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ رَوَاهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحَاقَ قَالَ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ ـ

৪৮। মুহাম্মাদ ইব্ন আওফ---- আবদুল্লাহ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রা) হতে বর্ণিত। মুহাম্মাদ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া বলেন, আমি হযরত উমার (রা)–র নাতিকে জিজ্ঞেস করলাম, হযরত ইব্ন উমার (রা) উযু থাকা বা না থাকা অবস্থায় প্রত্যেক নামাযের সময় কেন উযু করেন? জবাবে তিনি একটি হাদীছের উদ্ধৃতি দেন– হযরত আস্মা বিন্তে যায়েদ ইব্নে খাত্তাব বর্ণনা করেছেন যে, আবদুল্লাহ ইব্ন হানযালা ইব্ন আবু আমির তাঁর (আস্মার) নিকট বলেছেনঃ নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে উযু থাকা বা না থাকা উভয় অবস্থাতেই প্রত্যেক নামাযের সময় উযু করার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল।[১] নবী করীম (স)–এর উপর তা কষ্টদায়ক হলে তাঁকে প্রত্যেক নামাযের সময় উযু থাকা অবস্থায় শুধু মেস্ওয়াক করার নির্দেশ দেয়া হয়।[২] অতঃপর হযরত ইব্ন উমার (রা)–এর প্রত্যেক নামাযের সময় উযু করার ক্ষমতা ছিল বিধায় তিনি কোন নামাযের সময় উযু পরিত্যাগ করতেন না।

٢٦. بَابُ كَيْفَ يَسْتَاكُ

২৬. অনুচ্ছেদঃ মেস্ওয়াক করার নিয়ম সম্পর্কে

٤٩– حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَسُلَيْمَانُ بْنُ دَاوٗدَ الْعَتَكِىُّ قَالَا ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ غَيْلَانَ بْنِ جَرِيْرٍ عَنْ اَبِىْ بُرْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ مُسَدَّدٌ قَالَ اَتَيْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَسْتَحْمِلُهٗ فَرَاَيْتُهٗ يَسْتَاكُ عَلٰى لِسَانِهٖ وَقَالَ سُلَيْمَانُ قَالَ دَخَلْتُ

১। একবার উযু করে তা দ্বারা কয়েক ওয়াক্তের নামায আদায় করা জায়েজ। এমতাবস্থায় উযু থাকা সত্ত্বেও নতুনভাবে উযু করে নামায আদায় করা মুস্তাহাব। অপবিত্রতা বা বিনা উযুতে নামায পড়া জায়েজ নাই–(অনুবাদক)

২। হানাফী মাযহাব অনুসারে উযু করার সময় মেস্ওয়াক করা সুন্নাত। নামাযের পূর্বে যদি কেউ মেস্ওয়াক করে এবং দাঁত হতে রক্ত নির্গত হয়, তবে সরাসরি নতুনভাবে উযু করে নামায আদায় করা একান্ত কর্তব্য। নামাযের পূর্বে মেস্ওয়াক করার বিধান শাফিঈ মাযহাবে রয়েছে। –(অনুবাদক)

عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَسْتَاكُ وَقَدْ وَضَعَ السِّوَاكَ عَلَى طَرَفِ لِسَانِهِ وَهُوَ يَقُوْلُ إِهْ إِهْ يَعْنِىْ يَتَهَوَّعُ - قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ مُسَدَّدٌ كَانَ حَدِيْثًا طَوِيْلًا وَّلٰكِنِّىْ اخْتَصَرْتُهُ -

৪৯। মুসাদ্দাদ ও সুলায়মান— আবু বুরদা থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। একদা আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের খিদমতে উপস্থিত হয়ে (যুদ্ধক্ষেত্রে যাওয়ার জন্য যানবাহন হিসাবে) উট চাইলাম। এ সময় আমি তাঁকে জিহবার উপর মেস্ওয়াক করতে দেখি। সুলায়মানের বর্ণনা মতেঃ আমি (আবু বুরদা) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের খিদমতে এমন সময় হাযির হই, যখন তিনি মেস্ওয়াক করছিলেন। এ সময় তিনি তাঁর মেস্ওয়াক জিহবার এক পার্শ্বে রেখে আহ্! আহ!! বলছিলেন, অর্থাৎ যেন বমির ভাব করছিলেন -(বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ)।

٢٧. بَابٌ فِى الرَّجُلِ يَسْتَاكُ بِسِوَاكِ غَيْرِهِ

২৭. অনুচ্ছেদঃ অন্যের মেস্ওয়াক দিয়ে দাতন করা সম্পর্কে

٥٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسَى نَا عَنْبَسَةُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَنُّ وَعِنْدَهُ رَجُلَانِ اَحَدُهُمَا اَكْبَرُ مِنَ الْاٰخَرِ فَاَوْحَى اللّٰهُ اِلَيْهِ فِىْ فَضْلِ السِّوَاكِ اَنْ كَبِّرْ اَعْطِ السِّوَاكَ اَكْبَرَهُمَا -

৫০। মুহাম্মাদ ইব্ন ঈসা— আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম মেস্ওয়াক করছিলেন। এ সময় তাঁর নিকট এমন দুইজন লোক ছিল– যাদের একজন অন্যজন হতে (বয়সে বা সম্মানে) বড় ছিল। এ সময় তাঁর নিকট মেস্ওয়াকের ফযীলাত সম্পর্কে আল্লাহ্ ওহী নাযিল করেন, বড় জনকে মেস্ওয়াক প্রদান করুন।[১]

٥١- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسَى الرَّازِىُّ نَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ عَنْ مِسْعَرٍ عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ بِاَىِّ شَيْئٍ كَانَ يَبْدَأُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ - قَالَتْ بِالسِّوَاكِ -

---

১। সম্ভবতঃ বড়জনের শ্রেষ্ঠত্বের কারণে বা তিনি নবী করীম (স)–এর ডান পার্শ্বে অবস্থান করায় এই গৌরবের অধিকারী হন। –(অনুবাদক)

৫১। ইবরাহীম ইব্‌ন মুসা— আল–মিকদাদ ইব্‌ন শুরায়হ্‌ থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা)–কে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ্‌ (স) ঘরে প্রবেশ করে সর্ব প্রথম কোন কাজ করতেন? তিনি বলেন, মেসওয়াক দিয়ে দাঁত মাঝা।

২৮. بَابُ غُسْلِ السِّوَاكِ

২৮. অনুচ্ছেদঃ মেস্‌ওয়াক ধৌত করা সম্পর্কে

٥٢– حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْاَنْصَارِيُّ نَا عَنْبَسَةُ بْنُ سَعِيْدٍ الْكُوْفِيُّ الْحَاسِبُ نَا كَثِيْرٌ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا قَالَتْ كَانَ نَبِيُّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَاكُ فَيُعْطِيْنِيْ السِّوَاكَ لِاَغْسِلَهُ فَاَبْدَأُ بِهٖ فَاَسْتَاكُ ثُمَّ اَغْسِلُهُ وَاَدْفَعُهُ اِلَيْهِ ـ

৫২। মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার— আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম মেস্‌ওয়াক করার পর তাঁর মেস্‌ওয়াক আমাকে ধৌত করতে দিতেন। অতঃপর আমি উক্ত মেস্‌ওয়াক দ্বারা (বরকত হাছিলের জন্য) নিজে মেস্‌ওয়াক করতাম। পরে আমি তা ধৌত করে (সংরক্ষণের জন্য) তাঁর নিকট প্রদান করতাম।

২৯. بَابُ السِّوَاكِ مِنَ الْفِطْرَةِ

২৯. অনুচ্ছেদঃ মেস্‌ওয়াক করা স্বভাবসুলভ কাজ

٥٣– حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُعِيْنٍ نَا وَكِيعٌ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ اَبِيْ زَائِدَةَ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ عَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِيْبٍ عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرٌ مِّنَ الْفِطْرَةِ قَصُّ الشَّارِبِ وَاِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ وَالسِّوَاكُ وَالْاِسْتِنْشَاقُ بِالْمَاءِ وَقَصُّ الْاَظْفَارِ وَغَسْلُ الْبَرَاجِمِ وَنَتْفُ الْاِبِطِ وَحَلْقُ الْعَانَةِ وَانْتِقَاصُ الْمَاءِ يَعْنِي الْاِسْتِنْجَاءُ بِالْمَاءِ قَالَ زَكَرِيَّا قَالَ مُصْعَبٌ وَنَسِيْتُ الْعَاشِرَةَ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ الْمَضْمَضَةُ ـ

৫৩। ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন মুঈন— আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহে ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ দশটি কাজ স্বভাবজাত।[১] ১। গোঁফ ছোট করা, ২। দাড়ি লম্বা করা, ৩। মেস্ওয়াক করা, ৪। নাকের ছিদ্রে পানি প্রবেশ করান, ৫। নখ কাটা, ৬। উযূ–গোসলের সময় আংগুলের গিরা ও জোড়সমূহ ধৌত করা, ৭। বগলের পশম পরিষ্কার করা, ৮। নাভির নীচের লোম পরিষ্কার করা, ৯। পানির দ্বারা ইস্তিন্‌জা করা। রাবী যাকারিয়া বলেন, হযরত মুসআব বলেছেন, আমি দশম নম্বরটি ভুলে গিয়েছি; তবে সম্ভবতঃ তা হল– কুলকুচা করা।

٥٤– حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ اسْمَاعِيلَ وَدَاوُدُ بْنُ شَبِيبٍ قَالَا نَا حَمَّادٌ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ قَالَ مُوسَى عَنْ اَبِيْهِ وَقَالَ دَاوُدُ عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ قَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ مِنَ الْفِطْرَةِ الْمَضْمَضَةُ وَالْاِسْتِنْشَاقُ فَذَكَرَ نَحْوَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ اِعْفَاءَ اللِّحْيَةِ زَادَ وَالْخِتَانُ قَالَ وَالْاِنْتِضَاحُ وَلَمْ يَذْكُرْ انْتِقَاصَ الْمَاءِ يَعْنِى الْاِسْتِنْجَاءَ ـ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَرُوِىَ نَحْوَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَقَالَ خَمْسٌ كُلُّهَا فِي الرَّأْسِ وَذَكَرَ فِيْهَا الْفَرْقَ وَلَمْ يَذْكُرْ اِعْفَاءَ اللِّحْيَةِ ـ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَرُوِىَ نَحْوَ حَدِيْثِ حَمَّادٍ عَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِيْبٍ وَمُجَاهِدٍ وَعَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْمُزَنِيِّ قَوْلُهُمْ وَلَمْ يَذْكُرُوْا اِعْفَاءَ اللِّحْيَةِ وَفِى حَدِيْثِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ مَرْيَمَ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ وَعَنْ اِبْرَاهِيْمَ النَّخْعِيِّ نَحْوَهُ وَذَكَرَ اِعْفَاءَ اللِّحْيَةِ وَالْخِتَانَ ـ

৫৪। মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল— আম্মার ইব্‌ন ইয়াসির (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ ফিতরাতের মধ্যে কুলকুচা করা ও নাকে পানি প্রবেশ করানো (শামিল)। অতঃপর রাবী হাদীছটি পূর্বোল্লিখিত হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। ব্যতিক্রম এই যে, 'দাড়ি লম্বা করা' (اعفاءاللحية) শব্দটি এখানে উল্লেখিত হয় নাই এবং 'খাতনা করা' (الختان) শব্দটি এখানে আছে। পানি দ্বারা ইস্তিন্‌জা করার পরিবর্তে

১। ফিতরাত শব্দের আভিধানিক অর্থ– স্বভাবজাত, পূর্ববর্তী আম্বিয়ায়ে কিরামের যে সমস্ত সুন্নাত উম্মাতে মুহাম্মাদীর জন্য শরীআতের অন্যতম বিধান হিসাবে প্রতিষ্ঠিত আছে, এখানে সেগুলির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এটাই ফিতরাত বা মানুষের স্বভাবজাত কাজ বলে পরিচিত। –(অনুবাদক)

الانتضاح অর্থাৎ পেশাব-পায়খানা করার পর লজ্জাস্থানের উপর সামান্য পানি ছিটানো শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে-(ইব্‌ন মাজা)। ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেন, অনুরূপ হাদীছ হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতেও বর্ণিত আছে। তবে উক্ত হাদীছের বর্ণনা মতে পাঁচটি ফিতরাতই মাথার মধ্যে পরিলক্ষিত এবং তার মধ্যে একটি হল- الفرق বা মাথার চুল দুইভাগে বিভক্ত করা বা সিঁথি কাটা এবং হাদীছে اعفاءاللحية (দাড়ি রাখা) শব্দের উল্লেখ নাই। ইমাম আবু দাউদ (রহ) আরো বলেন, হযরত হাম্মাদ-তালূক ইব্‌ন হাবীব, মুজাহিদ ও বাক্‌র ইব্‌ন আবদুল্লাহ আল-মুযানী হতেও অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করেছেন। সেখানেও اعفاءاللحية শব্দের উল্লেখ নাই। মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবু মরিয়ম, আবু সালামা হতে তিনি আবু হুরায়রা (রা) হতে এবং তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হতে যে হাদীছ বর্ণনা করেছেন- উক্ত হাদীছে اعفاءاللحية শব্দের উল্লেখ আছে। হযরত ইব্‌রাহীম নাখ্‌ঈ হতেও অনুরূপ হাদীছ বর্ণিত আছে এবং তাঁর বর্ণনায় اعفاءاللحية ও الختان অর্থাৎ দাড়ি লম্বা করা ও খাত্‌না করার কথা উল্লেখ আছে।

٣٠. بَابُ السِّوَاكِ لِمَنْ قَامَ بِاللَّيْلِ

৩০. অনুচ্ছেদঃ ঘুম হতে জাগ্রত হওয়ার পর মেস্‌ওয়াক করা সম্পর্কে

٥٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ اَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ وَحُصَيْنٍ عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَشُوْصُ فَاهُ بِالسِّوَاكِ -

৫৫। মুহাম্মাদ ইব্‌ন কাছীর---- হুযায়ফা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম রাত্রিতে ঘুম হতে জাগরনের পর মেস্‌ওয়াক দ্বারা নিজের পবিত্র মুখ ও দাঁত পরিস্কার করতেন-(বুখারী, মুসলিম, ইব্‌ন মাজা, নাসাঈ)।

٥٦- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ ثَنَا حَمَّادٌ نَا بَهْزُ بْنُ حَكِيْمٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ اَوْفٰى عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوْضَعُ لَهُ وَضُوْئُهُ وَسِوَاكُهُ فَاِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ تَخَلّٰى ثُمَّ اسْتَاكَ -

৫৬। মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল---- আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের ব্যবহারের জন্য উযুর পানি ও মেস্‌ওয়াক রাখা হত। অতঃপর রাতে ঘুম হতে উঠার পর তিনি প্রথমে পেশাব-পায়খানা করতেন, পরে মেস্‌ওয়াক করতেন।

٥٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ اَنَا هَمَّامٌ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ اُمِّ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَرْقُدُ مِنْ لَيْلٍ وَّلَا نَهَارٍ فَيَسْتَيْقِظُ اِلَّا يَتَسَوَّكُ قَبْلَ اَنْ يَتَوَضَّاَ ـ

৫৭। মুহাম্মাদ ইব্‌ন কাছীর--- আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম দিবা-রাত্রে ঘুম হতে উঠার পর উযু করার পূর্বে মেস্‌ওয়াক করতেন।

٥٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسٰى نَا هُشَيْمٌ اَنَا حُصَيْنٌ عَنْ حَبِيبِ بْنِ اَبِيْ ثَابِتٍ عَنْ مُحَمَّدِبْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بِتُّ لَيْلَةً عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا اِسْتَيْقَظَ مِنْ مَنَامِهٖ اَتٰى طَهُوْرَهُ فَاَخَذَ سِوَاكَهُ فَاسْتَاكَ ثُمَّ تَلَا هٰذِهِ الْاٰيَاتِ "اِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَاٰيٰتٍ لِّاُوْلِى الْاَلْبَابِ" حَتّٰى قَارَبَ اَنْ يَّخْتِمَ السُّوْرَةَ اَوْ خَتَمَهَا ثُمَّ تَوَضَّاَ فَاَتٰى مُصَلَّاهُ فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَجَعَ اِلٰى فِرَاشِهٖ فَنَامَ مَاشَاءَ اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَيْقَظَ فَفَعَلَ مِثْلَ ذٰلِكَ ثُمَّ رَجَعَ اِلٰى فِرَاشِهٖ فَنَامَ ثُمَّ اسْتَيْقَظَ فَفَعَلَ مِثْلَ ذٰلِكَ كُلُّ ذٰلِكَ يَسْتَاكُ وَيُصَلِّيْ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ اَوْتَرَ ـ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ حُصَيْنٍ قَالَ فَتَسَوَّكَ وَتَوَضَّاَ وَهُوَ يَقُوْلُ اِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ..... حَتّٰى خَتَمَ السُّوْرَةَ

৫৮। মুহাম্মাদ ইব্‌ন ঈসা--- আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, কোন এক রজনী আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নিকট অতিবাহিত করি। তিনি ঘুম হতে উঠে পানির নিকট এসে মেস্‌ওয়াক নিয়ে দাতন করলেন। অতঃপর তিনি নিম্নোক্ত আয়াত তিলাওয়াত করেনঃ "নিশ্চয় আকাশ ও জমীনের সৃষ্টি ও দিবা-রাত্রির পরিক্রমা -পরিবর্তনের মধ্যে জ্ঞানী লোকদের জন্য নিদর্শনাবলী রয়েছে।" তিনি উক্ত সুরাটি প্রায় শেষ করেন অথবা সমাপ্তই করেন। অতঃপর তিনি উযু করে জায়নামাযে গিয়ে দুই রাকাত নামায আদায় করেন। পরে তিনি বিছানায় গিয়ে ঘুমিয়ে পড়েন যতক্ষণ আল্লাহ চান। অতঃপর তিনি ঘুম হতে জাগ্রত হয়ে অনুরূপ কাজ করে পুনরায় বিছানায় গিয়ে ঘুমিয়ে পড়েন। তৃতীয়বারও তিনি

ঘুম হতে জাগরিত হয়ে একই কাজ করেন। তিনি প্রত্যেক বারই ঘুম হতে উঠার পর মেসওয়াক করে দুই রাকাত নামায আদায় করেন। অতঃপর (শেষবার) তিনি বেতেরের নামায আদায় করেন। ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেছেন, ইব্ন ফুদায়েল হুসায়েন হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, নবী করীম (স) মেস্ওয়াক এবং উযু করাকালে–......اِنَّ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ উক্ত সূরার শেষ পর্যন্ত পাঠ করেন–(বুখারী, তিরমিযী, ইব্ন মাজা, নাসাঈ)।

٣١. بَابٌ فَرْضِ الْوُضُوْءِ

৩১. অনুচ্ছেদঃ উযু ফরয হওয়া সম্পর্কে

٥٩– حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِى الْمَلِيْحِ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَقْبَلُ اللّٰهُ صَدَقَةً مِّنْ غُلُوْلٍ وَلَا صَلٰوةَ بِغَيْرِ طُهُوْرٍ۔

৫৯। মুসলিম ইব্ন ইবরাহীম— আবুল মালীহ্ থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেনঃ আল্লাহ তাআলা অসদুপায়ে অর্জিত ধন–সম্পদ ছদকাহ্ করলে কবুল করেন না এবং বিনা উযুতে নামায আদায় করলে তাও কবুল করেন না[২]–(নাসাঈ, ইব্ন মাজা, মুসলিম, তিরমিযী)।

٦٠– حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَقْبَلُ اللّٰهُ تَعَالٰى جَلَّ ذِكْرُهُ صَلٰوةَ اَحَدِكُمْ اِذَا اَحْدَثَ حَتّٰى يَتَوَضَّأَ۔

৬০। আহমাদ ইব্ন মুহাম্মাদ— আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তোমাদের এমন কোন ব্যক্তির নামায কবুল করেন না, যার উযু নষ্ট হবার পর যে পর্যন্ত সে পুনরায় উযু না করে–(বুখারী, মুসলিম)।

১। غُلُول -শব্দের অর্থঃ গনীমতের মাল বন্টনের পূর্বে চুরি করাকে গুলূল বলা হয়। তবে এখানে গুলূল শব্দের ব্যবহারিক অর্থ হলঃ অসদুপায়ে অর্জিত যাবতীয় সম্পদ।

২· বিনা উযুতে নামায আদায় করলে কোন লাভ নেই, বরং ইচ্ছাকৃত ভাবে কেউ যদি বিনা উযুতে নামায পড়ে–তবে সে মহাপাপী হবে এবং বিনা তওবায় এরূপ গুনাহ্ হতে পরিত্রাণ পাবে না–(অনুবাদক)।

٦١– حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ ابْنِ عَقِيْلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِفْتَاحُ الصَّلٰوةِ الطُّهُوْرُ وَتَحْرِيْمُهَا التَّكْبِيْرُ وَتَحْلِيْلُهَا التَّسْلِيْمُ ـ

৬১। উছমান ইব্‌ন আবু শায়বা--- আলী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেনঃ নামাযের চাবি হল পবিত্রতা (অর্থাৎ উযু বা গোসল), এর তাক্‌বীর পার্থিব যাবতীয় কাজকে হারাম করে এবং সালাম (অর্থাৎ সালাম ফিরানো) যাবতীয় ক্রিয়া-কর্মকে হালাল করে দেয়-(তিরমিযী, ইব্‌ন মাজা)।

٣٢. بَابُ الرَّجُلِ يُجَدِّدُ الْوُضُوْءَ مِنْ غَيْرِ حَدَثٍ

৩২. অনুচ্ছেদঃ কোন ব্যক্তির উযু থাকা অবস্থায় নতুনভাবে উযু করা সম্পর্কে

٦٢– حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يَزِيْدَ الْمَقْرِئُ ح وَثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ قَالَا ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ زِيَادٍ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَاَنَا لِحَدِيْثِ ابْنِ يَحْيٰى اَتْقَنُ عَنْ غُطَيْفٍ الْهُذَلِيِّ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ فَلَمَّا نُوْدِىَ بِالظُّهْرِ تَوَضَّأَ فَصَلّٰى فَلَمَّا نُوْدِىَ بِالْعَصْرِ تَوَضَّأَ فَقُلْتُ لَهٗ فَقَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ تَوَضَّأَ عَلٰى طُهْرٍ كُتِبَ لَهٗ عَشْرُ حَسَنَاتٍ ـ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَهٰذَا حَدِيْثُ مُسَدَّدٍ وَهُوَ اَتَمُّ ـ

৬২। মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া--- আবু গুতায়ফ্ আল-হুযালী হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, একদা আমি ইব্‌ন উমার (রা)-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। অতঃপর যখন যুহরের নামাযের আযান হল- তিনি উযু করে নামায আদায় করলেন। আসর নামাযের আযানের পরেও তিনি উযু করলেন। এতদ্দর্শনে আমি তাঁকে (ইব্‌ন উমার) এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। জবাবে তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলতেন, যে ব্যক্তি পবিত্র (উযু অবস্থায়) থাকা সত্ত্বেও পুনরায় উযু করে, তার জন্য (আমল নামায়) দশটি নেকী লিপিবদ্ধ করা হয়- (তিরমিযী, ইব্‌ন মাজা)।

٣٣. بَابُ مَا يُنَجِّسُ الْمَاءَ

৩৩. অনুচ্ছেদঃ যা দ্বারা পানি অপবিত্র হয়

٦٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ وَغَيْرُهُمْ قَالُوْا حَدَّثَنَا أَبُوْ أُسَامَةَ عَنِ الْوَلِيْدِ بْنِ كَثِيْرٍ عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمَاءِ وَمَا يَنُوْبُهُ مِنَ الدَّوَابِّ وَالسِّبَاعِ فَقَالَ اِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ - هٰذَا لَفْظُ ابْنِ الْعَلَاءِ وَقَالَ عُثْمَانُ وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ - قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ وَالصَّوَابُ مُحَمَّدُ بْنِ جَعْفَرٍ -

৬৩। মুহাম্মাদ ইবনুল আলা--- উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমার (রা) তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, একদা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হল যে, পানিতে চতুষ্পদ জন্তু ও হিংস্র প্রাণী পানি পান করার জন্য পূণঃ পূণঃ আগমন করে এবং তা যথেচ্ছা ব্যবহার করে। সে পানির হুকুম কি? তিনি বলেনঃ যখন উক্ত পানি দুই কুল্লার (মট্‌কা) পরিমাণ বেশী হবে, তা অপবিত্র হবে না[১]–(তিরমিযী, নাসাঈ, ইব্‌ন মাজা)।

٦٤- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ قَالَ ثَنَا حَمَّادٌ ح وَحَدَّثَنَا أَبُوْ كَامِلٍ ثَنَا يَزِيْدُ يَعْنِي بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ اِسْحَاقَ عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ أَبُوْ كَامِلٍ ابْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الْمَاءِ يَكُوْنُ فِي الْفَلَاةِ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ -

৬৪। মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল--- উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমার (রা) তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেছেন। একদা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে মাঠের পানির (পবিত্রতা) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হল। ---পূর্বোক্ত হাদীছের অনুরূপ।

১। কুল্লা শব্দের অর্থ হল– মট্‌কা। এতে কি পরিমাণ পানি ধরে তা হাদীছে উল্লেখ নাই। মট্‌কা ছোট হলে তাতে কম পানি ধরবে এবং বড় হলে বেশী পানি ধরবে। বেশী পানি অপবিত্র হয় না। অতএব পানি বিত্র হওয়ার জন্য দুই বা এক কুল্লা পরিমাণ হওয়ার বিষয়টি সঠিক নহে। বরং পানি ব্যবহারকারী ব্যক্তি যদি এরূপ মনে করে যে, এই কূপ বা পুকুরের পানির পরিমাণ অধিক এবং ব্যবহারে ঘৃণা হয় না; তবে তা বেশী হিসাবে পরিগণিত হবে। হানাফী মাযহাবের আলেমদের মতানুযায়ী কোন কূপের পরিমাণ দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে সর্বনিম্ন যদি ১০ হাত হয়, তবে তার পানি বেশী পানির হুকুমের মধ্যে পরিগণিত হবে। –(অনুবাদক)

٦٥- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اسْمَاعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ اَنَا عَاصِمُ بْنُ الْمُنْذِرِعَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ فَانَّهُ لَا يَنْجِسُ - قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَحَمَّادُ بْنُ يَزِيْدَ وَقَفَهُ عَنْ عَاصِمٍ -

৬৫। মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল— উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমার পিতা আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ পানি দুই কুল্লা পরিমাণ হলে তা অপবিত্র হয় না, তাকে (কিছুই) অপবিত্র করতে পারে না।

٣٤. بَابُ مَاجَاءَ فِىْ بِيْرِ بُضَاعَةَ

৩৪. অনুচ্ছেদঃ বুদাআ কূপের পানি সম্পর্কে

٦٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ وَمُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْاَنْبَارِىُّ قَالُوْا حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنِ الْوَلِيْدِ بْنِ كَثِيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ اَنَّهُ قِيْلَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَتَوَضَّأُ مِنْ بِيْرِ بُضَاعَةَ وَهِىَ بِيْرٌ يُطْرَحُ فِيْهَا الْحِيَضُ وَلَحْمُ الْكِلَابِ وَالنَّتْنُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْمَاءُ طَهُوْرٌ لَايُنَجِّسُهُ شَيْئٌ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ عَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ رَافِعٍ -

৬৬। মুহাম্মাদ ইব্‌নুল আলা— আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) হতে বর্ণিত। একদা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হয় যে, আমরা কি বুদাআ কূপের পানি দ্বারা উযু করতে পারি? কূপটি এমন ছিল যেখানে স্ত্রীলোকদের হায়েযের নেকড়া, কুকুরের গোশ্‌ত এবং দুর্গন্ধযুক্ত ময়লা আবর্জনা নিক্ষেপ করা হত। জবাবে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেনঃ পানি– তাকে কোন বস্তুই অপবিত্র করতে পারে না[১]–(নাসাঈ, তিরমিযী)।

১। বুদাআ কূপের পানির পরিমাণ অনেক বেশী ছিল এবং সে জন্যে বেশী পানির মধ্যে অল্প পরিমাণ নাপাক বস্তু পতিত হলে পানি দূষিত হয় না। যেমন কোন বড় পুকুরের পানি। অপরপক্ষে সম্ভবতঃ বুদাআ কূপটি এমন স্থানে ছিল, যেখানে বাইরে থেকে পানির গমনাগমন ছিল। যেমন, নদীর পানি। এর তলদেশ পাতালের পানির সাথে সংযুক্ত ছিল বলে যাবতীয় ময়লা অপসারিত হয়ে যেত।–(অনুবাদক)

٦٧- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ اَبِىْ شُعَيْبٍ وَعَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ يَحْيَى الْحَرَّانِيَّانِ قَالَا حَدَّثَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحَاقَ عَنْ سَلِيْطِ بْنِ اَيُّوْبَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ
عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ رَافِعٍ الْاَنْصَارِيِّ ثُمَّ الْعَدَوِيِّ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ
سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُقَالُ لَهُ اِنَّهُ يُسْتَقٰى لَكَ مِنْ بِيْرِ
بُضَاعَةَ وَهِىَ بِيْرٌ يُلْقٰى فِيْهِ لُحُوْمُ الْكِلَابِ وَالْمَحَائِضُ وَعِذَرُ النَّاسِ فَقَالَ رَسُوْلُ
اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ الْمَاءَ طَهُوْرٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَىْءٌ ـ قَالَ اَبُوْدَاوُدَ وَسَمِعْتُ
قُتَيْبَةَ بْنَ سَعِيْدٍ قَالَ سَاَلْتُ قَيِّمَ بِيْرِ بُضَاعَةَ عَنْ عُمْقِهَا قَالَ اَكْثَرُ مَايَكُوْنُ فِيْهَا
الْمَاءَ اِلَى الْعَانَةِ قُلْتُ فَاِذَانَقَصَ قَالَ دُوْنَ الْعَوْرَةِ ـ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَقَدَّرْتُ اَنَا بِيْرِ
بُضَاعَةَ بِرِدَائِىْ مَدَدْتُّهُ عَلَيْهَا ثُمَّ ذَرَعْتُهُ فَاِذَا عَرْضُهَا سِتَّةُ اَذْرُعٍ وَسَاَلْتُ
الَّذِىْ فَتَحَ لِىْ بَابَ الْبُسْتَانِ فَاَدْخَلَنِىْ اِلَيْهِ هَلْ غُيِّرَ بِنَاؤُهَا عَمَّا كَانَتْ عَلَيْهِ قَالَ لَا ـ
وَرَاَيْتُ فِيْهَا مَاءً مُتَغَيِّرَ اللَّوْنِ ـ

৬৭। আহ্‌মাদ ইব্‌ন আবু শুআইব--- আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নিকট শুনেছিঃ একদা তাঁকে এইরূপ বলা হয় যে, আপনার জন্য বুদাআ কূপের পানি আনা হবে। এমন কূপ যেখানে কুকুরের গোশ্‌ত, স্ত্রীলোকদের হায়েযের নেকড়া এবং মানুষের ময়লা আবর্জনা নিক্ষেপ করা হয়। জবাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেনঃ পানির পবিত্রতাকে কোন কিছুই অপবিত্র করতে পারে না-(নাসাঈ,তিরমিযী)।

ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেন, আমি কুতাইবা ইব্‌ন সাঈদকে বলতে শুনেছিঃ আমি বুদাআ কূপের নিকট অবস্থানকারীকে এর গভীরতা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। জবাবে তিনি বলেন, এই কূপের পানি যখন বেশী হয়, তখন তাতে নাভির নিম্ন পরিমাণ পানি থাকে। তখন আমি (কাতাদা) জিজ্ঞাসা করলাম, যখন পানি কম হয়, (তখন এর পরিমাণ কি থাকে)? তিনি জবাবে বলেন, হাঁটু পর্যন্ত।

ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেন, আমি আমার চাদর দ্বারা এর পরিমাণ নির্দ্ধারণ করি। আমি আমার চাদর এর উপর বিছিয়ে দিয়ে অতঃপর তা মেপে দেখি যে, এর প্রস্থ ছয় হাত পরিমাণ। ইমাম আবু দাউদ (রহ) আরো বলেন, বুদাআ কূপটি যে বাগানে অবস্থিত, তাতে প্রবেশের দ্বার

যে ব্যক্তি খুলে দিয়েছিল, আমি তাকে জিজ্ঞেস করি, কূপটির পূর্ব রূপের কোন পরিবর্তন হয়েছে কি? জবাবে সে বলল– না, এবং আমি উক্ত কূপের পানির রং পরিবর্তিত অবস্থায় দেখেছি। (এটা প্রায় আড়াই শত বৎসর পরের ঘটনা। এতদিন কূপটি অব্যবহৃত থাকায় এর অবস্থা খারাপ হওয়া বিচিত্র নয়।)– (অনুবাদক)

٣٥. بَابُ الْمَاءِ لَايَجْنَبُ

৩৫. অনুচ্ছেদঃ পানি অপবিত্র না হওয়া সম্পর্কে

٦٨– حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ قَالَ حَدَّثَنَا سِمَاكٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اِغْتَسَلَ بَعْضُ اَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ جَفْنَةٍ فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَتَوَضَّأَ مِنْهَا اَوْ يَغْتَسِلَ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ كُنْتُ جُنُبًا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ الْمَاءَ لَا يَجْنُبُ ـ

৬৮। মুসাদ্দাদ— ইবনু আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, একদা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের কোন এক স্ত্রী বড় একটি পাত্রের পানি দ্বারা গোসল করছিলেন। এমতাবস্থায় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম সেখানে উযু অথবা গোসল করার জন্য আগমন করলেন। তখন তিনি (পত্নী) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি অপবিত্র ছিলাম। জবাবে রাসূলুল্লাহ (স) বললেনঃ নিশ্চয়ই পানি অপবিত্র হয় না (পাত্রে অবশিষ্ট পানির ব্যাপারে বলা হয়েছে)–(নাসাঈ, তিরমিযী, ইবনু মাজা)।

٣٦. بَابُ الْبَوْلِ فِى الْمَاءِ الرَّاكِدِ

৩৬. অনুচ্ছেদঃ বদ্ধ পানিতে পেশাব করা সম্পর্কে

٦٩– حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ قَالَ ثَنَا زَائِدَةُ فِىْ حَدِيْثِ هِشَامٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَبُوْلَنَّ اَحَدُكُمْ فِى الْمَاءِ الدَّائِمِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ ـ

৬৯। আহমাদ ইবনু ইউনুস— আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি ইরশাদ করেছেনঃ তোমাদের কেউ যেন বদ্ধ পানিতে পেশাব না করে; অতঃপর উক্ত পানি দ্বারা গোসল করে–(বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, ইবনু মাজা, নাসাঈ)।

٧٠- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ قَالَ سَمِعْتُ اَبِيْ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَبُوْلَنَّ اَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ وَلَا يَغْتَسِلُ فِيْهِ مِنَ الْجَنَابَةِ ـ

৭০। মুসাদ্দাদ--- আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ তোমাদের কেউ যেন বদ্ধ পানিতে পেশাব না করে এবং সেখানে যেন অপবিত্রতার (নাপাকীর) গোসলও না করে[১] -(ইবনমাজা)।

٣٧. بَابُ الْوُضُوْءِ بِسُؤْرِ الْكَلْبِ

৩৭. অনুচ্ছেদঃ কুকুরের লেহনকৃত পাত্র ধৌত করা সম্পর্কে

٧١- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ قَالَ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ فِيْ حَدِيْثِ هِشَامٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ طُهُوْرُ اِنَاءِ اَحَدِكُمْ اِذَا وَلَغَ فِيْهِ الْكَلْبُ اَنْ يَغْسِلَ سَبْعَ مَرَّاتٍ اُوْلٰهُنَّ بِالتُّرَابِ ـ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَكَذٰلِكَ قَالَ اَيُّوْبَ وَحَبِيْبُ بْنُ الشَّهِيْدِ عَنْ مُحَمَّدٍ ـ

৭১। আহমাদ ইবন ইউনুস--- আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেন। তিনি ইরশাদ করেছেনঃ কুকুর যদি তোমাদের কারও পাত্রে লেহন করে (খায় বা পান করে), তবে তা পাক করার নিয়ম এই যে, তা সাতবার পানি দ্বারা ধৌত করতে হবে, প্রথমবার মাটি দ্বারা ঘর্ষণ করতে হবে-(বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, ইবনমাজা, নাসাঈ)।

٧٢- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ جَمِيْعًا عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ بِمَعْنَاهُ وَلَمْ يَرْفَعَاهُ وَزَادَ وَاِذَا وَلَغَ الْهِرُّ غُسِلَ مَرَّةً ـ

---

১. বদ্ধ পানির পরিমাণ যদি একান্তই কম হয়, তবে তাতে পেশাব করা ও নাপাকীর গোসল করা যায় না। অপর পক্ষে পানির পরিমাণ যদি বেশী হয়, তবে সেখানে নাপাকীর গোসল বা পেশাব করলে উক্ত পানি নাপাক হবে না। তবুও বদ্ধ পানিতে পেশাব না করাই উত্তম। -(অনুবাদক)

৭২। মুসাদ্দাদ— আবু হুরায়রা (রা) হতে অনুরূপ হাদীছ (আরো) বর্ণিত হয়েছে। তবে তা মারফূ হাদীছ নয় এবং উক্ত হাদীছে আরো আছেঃ যদি বিড়াল কোন পাত্র লেহন করে তবে তা একবার ধৌত করতে হবে–(ঐ)।

٧٣- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبَانٌ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ اَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ سِيْرِيْنَ حَدَّثَهُ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ نَبِيَّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الْاِنَاءِ فَاغْسِلُوْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ السَّابِعَةَ بِالتُّرَابِ ـ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَاَمَّا اَبُوْ صَالِحٍ وَاَبُوْ رَزِيْنٍ وَالْاَعْرَجُ وَثَابِتٌ الْاَحْنَفُ وَهَمَّامُ بْنُ مُنَبِّهٍ وَاَبُو السُّدِّيِّ عَبْدُ الرَّحْمَانِ رَوَوْهُ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ وَلَمْ يَذْكُرُوا التُّرَابَ ـ

৭৩। মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল— আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ কুকুর কোন পাত্র লেহন করলে তা সাতবার ধৌত কর। সপ্তমবার মাটি দ্বারা (ঘর্ষণ করতে হবে) –(ঐ)।

٧٤- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ قَالَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو التَّيَّاحِ عَنْ مُّطَرِّفٍ عَنِ ابْنِ مُغَفَّلٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ ثُمَّ قَالَ مَا لَهُمْ وَلَهَا فَرَخَّصَ فِيْ كَلْبِ الصَّيْدِ وَفِيْ كَلْبِ الْغَنَمِ وَقَالَ اِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الْاِنَاءِ فَاغْسِلُوْهُ سَبْعَ مِرَارٍ وَالثَّامِنَةَ عَفِّرُوْهُ بِالتُّرَابِ ـ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَهٰكَذَا قَالَ ابْنُ مُغَفَّلٍ ـ

৭৪। আহমাদ ইব্‌ন মুহাম্মাদ— ইব্‌ন মুগাফ্‌ফাল (রা) হতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম কুকুর হত্যার নির্দেশ প্রদান করেন। অতঃপর তিনি বলেনঃ মানুষের কি হয়েছে যে, তারা কুকুর হত্যা করতে আগ্রহী নয়। পরে তিনি শিকারী কুকুর এবং মেষ পালের পাহারাদার কুকুর (পালনের) অনুমতি প্রদান করেন। তিনি আরো বলেনঃ যখন কুকুর কোন পাত্র লেহন করে, তখন তা সাতবার ধৌত কর এবং অষ্টমবার মাটি দ্বারা ঘর্ষণ কর–(মুসলিম, ইব্‌ন মাজা, নাসাঈ)।

৩৮. بَابُ سُؤْرِ الْهِرَّةِ

৩৮. অনুচ্ছেদঃ বিড়ালের উচ্ছিষ্ট সম্পর্কে

٧٥- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ اِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ طَلْحَةَ عَنْ حُمَيْدَةَ بِنْتِ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ عَنْ كَبْشَةَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ وَكَانَتْ تَحْتَ ابْنِ اَبِىْ قَتَادَةَ اَنَّ اَبَا قَتَادَةَ دَخَلَ فَسَكَبْتُ لَهُ وَضُوْءً فَجَائَتْ هِرَّةٌ فَشَرِبَ مِنْهُ فَاَصْغٰى لَهَا الْاِنَاءَ حَتّٰى شَرِبَتْ قَالَتْ كَبْشَةُ فَرَاٰنِىْ اَنْظُرُ اِلَيْهِ فَقَالَ اَتَعْجَبِيْنَ يَا بِنْتَ اَخِىْ فَقُلْتُ نَعَمْ ـ فَقَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ اِنَّهَا مِنَ الطَّوَّافِيْنَ عَلَيْكُمْ وَالطَّوَّافَاتِ ـ

৭৫। আবদুল্লাহ্--- কাব্‌শা বিন্‌তে কাব ইব্‌ন মালিক হতে বর্ণিত। তিনি হযরত আবু কাতাদা (রা)--র পুত্রবধূ ছিলেন। একদা হযরত আবু কাতাদা (গৃহে) আগমন করলে আমি (কাব্‌শা) তাঁকে উযুর পানি দিলাম। এমতাবস্থায় একটি বিড়াল এসে উক্ত পানি পান করল। (বিড়ালের পানি পান করার সুবিধার্থে) হযরত আবু কাতাদা (রা) পাত্রটি কাত করে ধরলেন। বিড়ালটি তৃপ্তি সহকারে পানি পান করল। হযরত কাব্‌শা (রা) বলেন, তিনি আমাকে এর প্রতি তাকিয়ে থাকতে দেখে জিজ্ঞেস করলেনঃ হে আমার ভ্রাতুষ্পুত্রী! তুমি কি আশ্চর্য বোধ করছ? জবাবে আমি (কাব্‌শা) বললাম, হাঁ। তখন তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ নিশ্চয়ই বিড়াল অপবিত্র (প্রাণী) নয়। নিশ্চয়ই এরা তোমাদের আশেপাশে ঘুরাফেরাকারী ও তোমাদের সংশ্রবে আশ্রিত প্রাণী--(নাসাঈ, ইব্‌ন মাজা, তিরমিযী)।

٧٦- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحِ بْنِ دِيْنَارٍ التَّمَّارِ عَنْ اُمِّهٖ اَنَّ مَوْلَاتَهَا اَرْسَلَتْهَا بِهَرِيْسَةٍ اِلٰى عَائِشَةَ فَوَجَدَتْهَا تُصَلِّىْ فَاَشَارَتْ اِلَىَّ اَنْ ضَعِيْهَا فَجَائَتْ هِرَّةٌ فَاَكَلَتْ مِنْهَا فَلَمَّا انْصَرَفَتْ اَكَلَتْ مِنْ حَيْثُ اَكَلَتِ الْهِرَّةُ فَقَالَتْ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ اِنَّمَا هِىَ مِنَ الطَّوَّافِيْنَ عَلَيْكُمْ ـ وَقَدْ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ بِفَضْلِهَا ـ

৭৬। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসলামা--- দাউদ ইব্‌ন সালেহ্ ইব্‌ন দীনার আত-তাম্মার হতে তাঁর মাতার সূত্রে বর্ণিত। একদা তাঁর মনিব তাঁকে হযরত আয়েশা (রা)--র নিকট 'হারিসাহ্'[১]সহ

১· হারিসাহ্ঃ গোশত; ফলমূলের বিচি এবং আটার সমন্বয়ে তৈরী একটি উপাদেয় খাদ্য। তৎকালীন আরব সমাজে তা উপাদেয় খাদ্য হিসাবে পরিচিত ছিল। --(অনুবাদক)

প্রেরণ করেন। অতঃপর আমি তাঁর নিকট পৌঁছে দেখতে পাই যে, তিনি নামাযে রত আছেন। তিনি আমাকে (হারিসার পাত্রটি) রাখার জন্য ইশারা করলেন। ইত্যবসরে সেখানে একটি বিড়াল এসে তা হতে কিছু খেয়ে ফেলে। হযরত আয়েশা (রা) নামায শেষে বিড়ালটি যে স্থান হতে খেয়েছিল সেখান হতেই খেলেন এবং বললেন– নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ বিড়াল অপবিত্র নয়, এরা তোমাদের আশেপাশেই ঘুরাফেরা করে। অতঃপর হযরত আয়েশা (রা) আরো বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে বিড়ালের উচ্ছিষ্ট পানি দ্বারা উযু করতে দেখেছি–(দারু কুতনী, তাহাবী)।

٣٩. بَابُ الْوُضُوْءِ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ

৩৯. অনুচ্ছেদঃ স্ত্রীলোকদের ব্যবহারের অতিরিক্ত পানি সম্পর্কে

٧٧– حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِىْ مَنْصُوْرٌ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ اَغْتَسِلُ اَنَا وَرَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ اِنَاءٍ وَاحِدٍ وَنَحْنُ جُنُبَانِ ـ

৭৭। মুসাদ্দাদ— আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম নাপাক অবস্থায় একই পাত্র হতে পানি নিয়ে গোসল করতাম–(নাসাঈ, মুসলিম, বুখারী)।

٧٨– حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ اُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ خَرَّبُوْذَ عَنْ اُمِّ صُبَيَّةَ الْجُهَنِيَّةِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتِ اخْتَلَفَتْ يَدِىْ وَيَدُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْوُضُوْءِ مِنْ اِنَاءٍ وَّاحِدٍ ـ

৭৮। আবদুল্লাহ— উম্মু সুবাইয়্যা (খাওলা বিন্‌তে কায়স) আল–জুহানীয়া (রা) হতে বর্ণিত। আয়েশা (রা) বলেছেন, একই পাত্র হতে উযু করার সময় আমার হাত ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের হাত পরস্পর লেগে যেত–(ইব্‌ন মাজা)।

٧٩– حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ يَتَوَضَّؤُنَ فِىْ زَمَانِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مُسَدَّدٌ مِنَ الْاِنَاءِ الْوَاحِدِ جَمِيْعًا ـ

৭৯। আবদুল্লাহ ইবৃন মাসলামা ও মুসাদ্দাদ— ইবৃন উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সময় পুরুষ ও স্ত্রী লোকেরা (একই পাত্রের পানি দ্বারা) একত্রে উযু করতেন। রাবী মুসাদ্দাদ বলেন, সকলে একই পাত্রের পানি দ্বারা উযু করতেন[১] –(নাসাঈ, ইবৃন মাজা, বুখারী)।

٨٠– حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ ثَنَا يَحْيٰى عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنِيْ نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ كُنَّا نَتَوَضَّأُ نَحْنُ وَالنِّسَاءُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ اِنَاءٍ وَّاحِدٍ نُّدْلِيْ فِيْهِ اَيْدِيَنَا ـ

৮০। মুসাদ্দাদ— হযরত আবদুল্লাহ ইবৃন উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেনঃ আমরা পুরুষ ও মহিলারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সময় একই পাত্রের পানি দ্বারা একত্রে উযু করতাম এবং এই সময় কখনও কখনও আমাদের একের হাত অন্যের হাতের সাথে লেগে যেত[২] –(ঐ)।

٤٠. بَابُ النَّهْيِ عَنْ ذٰلِكَ

৪০. অনুচ্ছেদঃ স্ত্রীলোকদের ব্যবহারের অতিরিক্ত পানি দ্বারা উযু করার নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কে

٨١– حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ قَالَ ثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ دَاوٗدَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ دَاوٗدَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ حُمَيْدِ الْحِمْيَرِيِّ قَالَ لَقِيْتُ رَجُلًا صَحِبَ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَرْبَعَ سِنِيْنَ كَمَا صَحِبَهٗ اَبُوْ هُرَيْرَةَ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ تَغْتَسِلَ الْمَرْأَةُ بِفَضْلِ الرَّجُلِ اَوْ يَغْتَسِلَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ زَادَ مُسَدَّدٌ وَلْيَغْتَرِفَا جَمِيْعًا ـ

১· পর্দার আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার আগে সাধারণতঃ আরবের পুরুষ ও মহিলারা একই পাত্রের পানি দ্বারা একই সময় একত্রে উযু করত। অথবা পুরুষ ও মহিলার অর্থ হলঃ প্রতিটি স্বামী–স্ত্রী একত্রে পাত্রের পানি দ্বারা উযু করত। একই পাত্রের পানি দ্বারা একই সময় এ কত্রে স্বামী–স্ত্রীর উযু–গোসল করা শরীআতে জায়েজ। –(অনুবাদক)·

২· এটা পর্দার আয়াত নাযিল হওয়ার পূর্বের ঘটনা। একই পাত্রের পানি দ্বারা একত্রে উযু করা কেবলমাত্র ঐ সমস্ত স্ত্রী–পুরুষদের জন্য বৈধ– যাদের পরস্পরের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন সম্পূর্ণরূপে হারাম। যেমন ভাই–বোন, ছেলে–মাতা ইত্যাদি। তবে এদের জন্য একই পাত্রের পানি দ্বারা একই াথে গোসল করা শরীআত সম্মত নয়। একের গোসলের পর অন্যে গোসল করলে কোন দোষ নেই। –(অনুবাদক)

৮১। আহমাদ ইব্‌ন ইউনুস--- হুমায়েদ আল-হিময়ারী হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি এমন এক ব্যক্তির সাথে সাক্ষাত করি, যিনি চার বছর যাবত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের খেদমতে ছিলেন- যেভাবে হযরত আবু হুরায়রা (রা) রাসূলের খেদমতে ছিলেন। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম মহিলাদেরকে পুরুষদের ব্যবহারের অতিরিক্ত পানি দ্বারা গোসল করতে নিষেধ করেছেন এবং একই ভাবে পুরুষদেরকে মহিলাদের ব্যবহারের অতিরিক্ত পানি দ্বারা গোসল করতে নিষেধ করেছেন-(নাসাঈ)।
রাবী মুসাদ্দাদ এর সাথে যোগ করেছেনঃ স্ত্রী-পুরুষের একত্রে একই পাত্র হতে হাত দ্বারা পানি উঠাননিষেধ।

٨٢- حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ اَبِىْ حَاجِبٍ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عَمْرٍو وَهُوَ الْاَقْرَعُ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى اَنْ يَّتَوَضَّأَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ طُهُوْرِ الْمَرْأَةِ ـ

৮২। ইব্‌ন বাশ্‌শার--- হাকাম হতে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম মহিলাদের ব্যবহারের অতিরিক্ত পানি দ্বারা পুরুষদের উযূ করতে নিষেধ করেছেন-(ইব্‌ন মাজা)।

٤١. بَابُ الْوُضُوْءِ بِمَاءِ الْبَحْرِ

৪১. অনুচ্ছেদঃ সাগরের পানি দ্বারা উযূ করা সম্পর্কে

٨٣- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَّالِكٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ سَلَمَةَ مِنْ اٰلِ ابْنِ الْاَزْرَقِ قَالَ اِنَّ الْمُغِيْرَةَ بْنَ اَبِىْ بُرْدَةَ وَهُوَ مِنْ بَنِىْ عَبْدِ الدَّارِ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ سَاَلَ رَجُلٌ رَّسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّا نَرْكَبُ الْبَحْرَ وَنَحْمِلُ مَعَنَا الْقَلِيْلَ مِنَ الْمَاءِ فَاِنْ تَوَضَّأْنَا بِهِ عَطِشْنَا اَفَنَتَوَضَّأُ بِمَاءِ الْبَحْرِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ الطَّهُوْرُ مَائُهُ وَالْحِلُّ مَيْتَتُهُ ـ

৮৩। আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসলামা--- আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, একদা এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে প্রশ্ন করেছিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা সাগরে সফর করে থাকি এবং আমাদের সাথে (পানের) সামান্য (মিঠা) পানি রাখি। যদি আমরা

তা দ্বারা উযু করি তবে আমরা পিপাসিত থাকব। এমতাবস্থায় আমরা সাগরের (লবণাক্ত) পানি দ্বারা উযু করতে পারি কি? জবাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেনঃ সাগরের পানি পবিত্র এবং এর মৃত প্রাণী (মাছ ইত্যাদি) খাওয়া হালাল[১]–(নাসাঈ, ইবন মাজা, তিরমিযী)।

٤٢. بَابُ الْوُضُوْءِ بِالنَّبِيْذِ

৪২. অনুচ্ছেদঃ নাবীয দ্বারা উযু করা সম্পর্কে

٨٤– حَدَّثَنَا هَنَّادٌ وَسُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِيُّ قَالَا ثَنَا شَرِيْكٌ عَنْ اَبِىْ فَزَارَةَ عَنْ اَبِىْ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ لَيْلَةَ الْجِنِّ مَا فِىْ اِدَاوَتِكَ قَالَ نَبِيْذٌ قَالَ تَمْرَةٌ طَيِّبَةٌ وَمَاءٌ طَهُوْرٌ ـ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ عَنْ اَبِىْ زَيْدٍ اَوْ زَيْدٍ كَذَا قَالَ شَرِيْكٌ وَلَمْ يَذْكُرْ هَنَّادٌ لَيْلَةَ الْجِنِّ ـ

৮৪। হান্নাদ— আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁকে জিনদের নিকট আগমনের রাতে বলেছিলেনঃ তোমার পাত্রের মধ্যে কি আছে? জবাবে তিনি বলেন, নাবীয। এতদশ্রবণে তিনি বলেনঃ খেজুর পবিত্র এবং পানি পাক[২] –(তিরমিযী, ইবন মাজা)।

٨٥– حَدَّثَنَا مُوْسَى ابْنُ اِسْمَاعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ دَاوُدَ عَنْ عَامِرٍ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ قُلْتُ لِعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ الْجِنِّ فَقَالَ مَا كَانَ مَعَهُ مِنَّا اَحَدٌ ـ

৮৫। মূসা ইবন ইসমাঈল— আলকামা হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা)–কে জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'লাইলাতুল জিন' (জিনদের নিকট রাসূলুল্লাহ (স)–এর

১· ইমাম আবু হানীফা (রহ)–এর মতে, সাগরের মৃত মাছই কেবল ভক্ষণ করা আমাদের জন্য হালাল। ইমাম শাফিঈ, ইমাম মালিক ও ইমাম আহ্‌মাদ ইবন হাম্বল (রহ)–এর মতানুযায়ী সাগরের যাবতীয় প্রাণী ভক্ষণ করা জায়েয। –(অনুবাদক)

২· সাধারণতঃ খেজুর, আংগুর, মধু ইত্যাদি দ্বারা নাবীয তৈরী করা হয়। এটা শরবত সদৃশ। খেজুর ভিজান পানিকে খেজুরের নাবীয বলা হয়। তদ্রূপ আংগুর ভিজান পানিকে আংগুরের নাবীয বলা হয়। এটা তৎকালীন আরবের একটি উপাদেয় পানীয় ছিল। –(অনুবাদক)

গমনের রাত বা রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট জিনদের আগমনের রাত)-এ আপনাদের মধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সাথে কে ছিলেন? জবাবে তিনি বলেনঃ তাঁর সাথে আমাদের কেউই ছিলেন না-(মুসলিম)।

٨٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَانِ قَالَ ثَنَا بِشْرُبْنُ مَنْصُوْرٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ اَنَّهُ كَرِهَ اَلْوُضُوْءَ بِاللَّبَنِ وَالنَّبِيْذِ وَقَالَ اِنَّ التَّيَمُّمَ اَعْجَبُ اِلَىَّ مِنْهُ -

৮৬। মুহাম্মাদ ইবন বাশ্শার--- ইব্ন জুরায়েজ হতে আতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত আতা দুধ ও নাবীয দ্বারা উযু করাকে মাকরূহ্ মনে করতেন। তিনি আরো বলেন, এর চেয়ে তায়াম্মুম করা আমার নিকট অধিক উত্তম।

٨٧- حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ خَلْدَةَ قَالَ سَاَلْتُ اَبَا الْعَالِيَةِ عَنْ رَجُلٍ اَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ وَّلَيْسَ عِنْدَهُ مَاءٌ وَّعِنْدَهُ نَبِيذٌ اَيَغْتَسِلُ بِهٖ قَالَ لَا -

৮৭। ইব্ন বাশ্শার--- আবু খালদাহ্ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবুল আলিয়াকে এক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞসা করলাম, যিনি অপবিত্র এবং যার নিকট পানি নেই; কিন্তু নাবীয আছে। এমতাবস্থায় তিনি কি নাবীয দ্বারা গোসল করতে পারেন? জবাবে তিনি বলেন, না।

٤٣. بَابٌ اَيُصَلِّى الرَّجُلُ وَهُوَ حَاقِنٌ

৪৩. অনুচ্ছেদঃ মলমূত্রের বেগ থাকা অবস্থায় নামায আদায় করা যায় কি?

٨٨- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَرْقَمَ اَنَّهُ خَرَجَ حَاجًّا اَوْ مُعْتَمِرًا وَّمَعَهُ النَّاسُ وَهُوَ يَؤُمُّهُمْ فَلَمَّا كَانَ ذَاتَ يَوْمٍ اَقَامَ الصَّلٰوةَ صَلٰوةَ الصُّبْحِ ثُمَّ قَالَ لِيَتَقَدَّمْ اَحَدُكُمْ وَذَهَبَ الْخَلَاءَ فَاِنِّى سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اِذَا اَرَادَ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّذْهَبَ الْخَلَاءَ وَقَامَ الصَّلٰوةُ فَلْيَبْدَاْ بِالْخَلَاءِ - قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَى وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ

وَشُعَيْبُ بْنُ اِسْحَاقَ وَاَبُوْ ضَمْرَةَ هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ رَجُلٍ حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَرْقَمَ وَالْاَكْثَرُ الَّذِيْنَ رَوَاهُ عَنْ هِشَامٍ قَالُوْا كَمَا قَالَ زُهَيْرٌ -

৮৮। আহমাদ ইব্‌ন ইউনুস---- আবদুল্লাহ ইব্‌ন আরকাম (রা) হতে বর্ণিত। একদা তিনি হজ্জ অথবা উমরার উদ্দেশ্যে বের হলেন এবং তাঁর সাথে আরো লোকজন ছিল। তিনি তাদের নামাযের জামাতে ইমামতি করতেন। এমতাবস্থায় এক দিন ফজরের নামাযের ইকামত দেয়ার পর তিনি বললেন, তোমাদের কেউ সামনে আগমন কর (নামাযের ইমামতির জন্য)। এই বলে তিনি পায়খানায় গমনকালে বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছিঃ নামায শুরুর প্রাককালে তোমাদের কারও যদি পায়খানার বেগ হয়, তবে সে যেন প্রথমে পায়খানার প্রয়োজন সম্পন্ন করে- (তিরমিযী, ইব্‌ন মাজা, নাসাঈ)।

٨٩- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ وَمُسَدَّدٌ وَمُحَمَّدُ بْنُ عِيْسَى الْمَعْنٰى قَالُوْا حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِىْ حَزْرَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ ابْنُ عِيْسٰى فِىْ حَدِيْثِهِ ابْنِ اَبِىْ بَكْرٍ ثُمَّ اتَّفَقُوْا اَخُو الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ كُنَّا عِنْدَ عَائِشَةَ فَجِيْئَ بِطَعَامِهَا فَقَامَ الْقَاسِمُ يُصَلِّىْ - فَقَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لَا يُصَلِّى بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ وَلَا وَهُوَ يُدَافِعُهُ الْاَخْبَثَانِ -

৮৯। আহমাদ ইব্‌ন মুহাম্মাদ---- আবু হাযরাহ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুহাম্মাদ বর্ণনা করেছেন যে, ইব্‌ন ঈসা তাঁর বর্ণনায় মুহাম্মাদের পর আবু বাক্‌র (রা)-র পুত্র শব্দটি অতিরিক্ত যোজন করেছেন। অতঃপর তাঁরা সকলেই "কাসিম ইব্‌ন মুহাম্মাদ-এর ভ্রাতৃদ্বয়" এই বাক্যটির উপর একমত হয়েছেন। তাঁরা বলেনঃ একদা আমরা হযরত আয়েশা (রা)-র নিকট ছিলাম। এমতাবস্থায় সেখানে খানা হাযির করা হল। তখন হযরত কাসিম নামায আদায়ের জন্য দন্ডায়মান হলে আয়েশা (রা) বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া

সাল্লামকে বলতে শুনেছিঃ খানা উপস্থিতির পর তা না খেয়ে এবং মলমূত্রের বেগ চেপে রেখে কেউ যেন নামায আদায় না করে[১]–(মুসলিম)।

٩٠– حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَيَّاشٍ عَنْ حَبِيبِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ شُرَيْحٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ اَبِى حَىٍّ الْمُؤَذِّنِ عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ لَّا يَحِلُّ لِاَحَدٍ اَنْ يَّفْعَلَهُنَّ لَا يَؤُمُّ رَجُلٌ قَوْمًا فَيَخُصُّ نَفْسَهُ بِالدُّعَاءِ دُوْنَهُمْ فَاِنْ فَعَلَ فَقَدْ خَانَهُمْ وَلَا يَنْظُرُ فِىْ قَعْرِ بَيْتٍ قَبْلَ اَنْ يَّسْتَاْذِنَ فَاِنْ فَعَلَ فَقَدْ دَخَلَ وَلَا يُصَلِّىْ وَهُوَ حَقِنٌ حَتّٰى يَتَخَفَّفَ ـ

৯০। মুহাম্মাদ ইব্ন ঈসা— ছাওবান (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেনঃ তিনটি কাজ কারও জন্য বৈধ নয়। (১) যে ব্যক্তি কোন কাওমের ইমামতি করে এবং সে তাদেরকে বাদ দিয়ে কেবল নিজের জন্য দুআ করে। যদি কেউ এরূপ করে তবে সে নিশ্চয়ই তাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করল। (২) কেউ যেন পূর্ব অনুমতি ব্যতিরেকে কোন ঘরের অভ্যন্তরে দৃষ্টি নিক্ষেপ না করে। যদি কেউ এরূপ করে, তবে যেন সে বিনানুমতিতে অন্যের ঘরে প্রবেশ করার মত অপরাধ করল। (৩) মলমূত্রের বেগ চেপে রেখে তা ত্যাগ না করার পূর্ব পর্যন্ত কেউ যেন নামায না পড়ে–(তিরমিযী, ইব্ন মাজা)।

٩١– حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ خَالِدٍ السُّلَمِيُّ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا ثَوْرٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ شُرَيْحٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ اَبِى حَىٍّ الْمُؤَذِّنِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ يُّؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ اَنْ يُّصَلِّىَ وَهُوَ حَقِنٌ حَتّٰى يَتَخَفَّفَ ثُمَّ سَاقَ نَحْوَهُ عَلٰى هٰذَا اللَّفْظِ قَالَ وَلَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ يُّؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ اَنْ يَؤُمَّ قَوْمًا اِلَّا بِاِذْنِهِمْ وَلَا يَخْتَصُّ نَفْسَهُ بِدَعْوَةٍ دُوْنَهُمْ فَاِنْ فَعَلَ فَقَدْ خَانَهُمْ ـ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَهٰذَا مِنْ سُنَنِ اَهْلِ الشَّامِ لَمْ يُشْرِكْهُمْ فِيْهَا اَحَدٌ ـ

১. খানা উপস্থিতির পর তা না খেয়ে নামাযে রত হলে নামাযের মধ্যে একাগ্রতা নষ্ট হওয়ার আশংকা থাকে। অপরপক্ষে পেটে অত্যধিক ক্ষুধা থাকা অবস্থায় খানা সামনে রেখে নামায পড়লে মনের শান্তির চেয়ে অশান্তি অধিক বৃদ্ধি পায়। এমতাবস্থায় আগে খাদ্য গ্রহণ করে শান্তির সাথে নামায আদায় করা উত্তম। অবশ্য আহার করতে গেলে নামাযের ওয়াক্ত শেষ হয়ে যাওয়ার আশংকা হলে অবশ্যই আগে নামাযই আদায় করতে হবে। তদ্রূপ মলমূত্রের বেগ চেপে রেখে নামায আদায় করলে একাগ্রতা নষ্ট হয়। এরূপ বিচলিত অবস্থায় নামায পড়া মাকরূহ। –(অনুবাদক)

৯১। মাহমূদ ইব্‌ন খালিদ--- আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেনঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র প্রতি এবং আখেরাতের প্রতি ঈমান এনেছে– তার জন্য এটা উচিত নয় যে, মলমূত্রের বেগ চেপে রেখে (তা ত্যাগ না করা পর্যন্ত) নামায আদায় করে। অতঃপর তিনি নিম্নরূপ শব্দযোগে বর্ণনা করেছেনঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং শেষ দিবসের প্রতি ঈমান এনেছে– তার জন্য কোন সম্প্রদায়ের অনুমতি ছাড়া তাদের ইমামতি করা হালাল নয় এবং দুআর মধ্যে তাদেরকে বাদ দিয়ে কেবলমাত্র নিজের জন্য দুআ করাও বৈধ নয়। যদি কেউ এরূপ করে– তবে সে তাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করল– (তিরমিযী)।

٤٤. بَابُ مَا يُجْزِئُ مِنَ الْمَاءِ فِي الْوُضُوْءِ
৪৪. অনুচ্ছেদঃ উযুর জন্য যে পরিমাণ পানি যথেষ্ট

٩٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ قَالَ ثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ وَيَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ - قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ اَبَانٌ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ صَفِيَّةَ -

৯২। মুহাম্মাদ ইব্‌ন কাছীর--- আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এক ছা'আ পরিমাণ পানি দ্বারা গোসল করতেন এবং এক মুদ পরিমাণ পানি দ্বারা উযু করতেন[১] –(নাসাঈ, ইব্‌ন মাজা, বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী)।

٩٣- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ قَالَ ثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ اَنَا يَزِيْدُ بْنُ اَبِي زِيَادٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ اَبِي الْجَعْدِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ وَيَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ -

৯৩। আহমাদ ইব্‌ন মুহাম্মাদ--- জাবের (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এক ছা'আ পরিমাণ পানি দ্বারা গোসল করতেন এবং এক মুদ্দ পরিমাণ পানি দ্বারা উযু করতেন– (ইব্‌ন মাজা)।

---

১. কুফাবাসীদের হিসাব অনুযায়ী ২৭০ তোলায় এক ছা'আ (ওজন) হয়ে থাকে এবং ইরাকীদের হিসাব অনুযায়ী এক ছা'আ পরিমাণ হল– ২৫২ তোলা ২ রতি ২ জাও। বাংলাদেশের হিসাব অনুযায়ী সাধারণতঃ এক ছা'আ–এর পরিমাণ হল– ২০০ তোলা। ইমাম আবু হানীফা (রহ)–এর মতে এক ছা'আ–এর এক–চতুর্থাংশে এক মুদ্দ হয়ে থাকে। সুতরাং বাংলাদেশী হিসাব অনুযায়ী ৭০ তোলায় এক মুদ্দ। মোটামুটি হিসাবে প্রায় এক সেরে এক মুদ এবং চার সেরে এক ছা'আ ধরা যেতে পারে। –(অনুবাদক)

٩٤- حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حَبِيْبِ الْاَنْصَارِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عَبَّادَ بْنَ تَمِيْمٍ عَنْ جَدَّتِيْ وَهِيَ اُمُّ عِمَارَةَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ فَاُتِيَ بِاِنَاءٍ فِيْهِ مَاءٌ قَدْرَ ثُلُثَيِ الْمُدِّ -

৯৪। ইব্‌ন বাশ্‌শার--- হাবীব আল-আনসারী হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি হযরত আব্বাস ইব্‌ন তামীমকে আমার দাদী উম্মে আম্মারা (রা)-র সূত্রে বর্ণনা করতে শুনেছি। একদা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম উযু করার ইচ্ছা প্রকাশ করায় তাঁর নিকট একটি পানির পাত্র উপস্থিত করা হয়। এতে পানির পরিমাণ ছিল দুই-তৃতীয়াংশ মুদ্দ। তিনি তা দ্বারা উযু করলেন-(নাসাঈ)।

٩٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّازُ قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيْكٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عِيْسٰى عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ جَبْرٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ بِاِنَاءٍ يَسَعُ رِطْلَيْنِ وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ - قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَرَوَاهُ شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ جَبْرٍ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسًا اِلَّا اَنَّهُ قَالَ يَتَوَضَّأُ بِمَكُّوْكٍ وَلَمْ يَذْكُرْ رِطْلَيْنِ - قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَرَوَاهُ يَحْيَى بْنُ اٰدَمَ عَنْ شَرِيْكٍ قَالَ عَنِ ابْنِ جَبْرِ بْنِ عَتِيْكٍ - قَالَ وَرَوَاهُ سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عِيْسٰى قَالَ حَدَّثَنِيْ جَبْرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ - قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَسَمِعْتُ اَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يَقُوْلُ الصَّاعُ خَمْسَةُ اَرْطَالٍ - قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَهُوَ صَاعُ ابْنِ اَبِيْ ذِئْبٍ وَهُوَ صَاعُ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

৯৫। মুহাম্মাদ ইব্‌নুস সাব্বাহ--- আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম যে পাত্রের (পানি) দ্বারা উযু করতেন- তাতে দুই রতল পরিমাণ পানি ধরত এবং তিনি এক ছা'আ পরিমাণ পানি দ্বারা গোসল করতেন। অন্য বর্ণনায় আছেঃ নবী করীম (স) এক মাকুক (বা এক মগ) পানি দ্বারা উযু করতেন এবং উক্ত বর্ণনায় رطلين (দুই রতল) শব্দের উল্লেখ নেই- (নাসাঈ, বুখারী, মুসলিম)।

ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেন, আমি আহমাদ ইবন হাম্বল (রহ)-কে বলতে শুনেছিঃ পাঁচ রত্‌লে এক ছা'আ হয়। ইমাম আবু দাউদ (রহ) আরো বলেন, এটা প্রখ্যাত ইমাম ইব্‌ন আবু

যেব–এর মতানুযায়ী ছা'আ এবং এটাই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের ছা'আ–এর অনুরূপ।

٤٥. بَابُ الْاِسْرَافِ فِى الْوُضُوْءِ
৪৫. অনুচ্ছেদঃ উযুতে প্রয়োজনাতিরিক্ত পানি ব্যবহার সম্পর্কে

٩٦– حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ قَالَ ثَنَا حَمَّادٌ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ الْجُرَيْرِىُّ عَنْ اَبِىْ نَعَامَةَ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ مُغَفَّلٍ سَمِعَ ابْنَهُ يَقُوْلُ اللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْأَلُكَ الْقَصْرَ الْاَبْيَضَ عَنْ يَمِيْنِ الْجَنَّةِ اِذَا دَخَلْتُهَا ـ قَالَ يَا بُنَىَّ سَلِ اللّٰهَ الْجَنَّةَ وَتَعَوَّذْ بِهِ مِنَ النَّارِ فَاِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اِنَّهُ سَيَكُوْنُ فِىْ هٰذِهِ الْاُمَّةِ قَوْمٌ يَّعْتَدُوْنَ فِى الطُّهُوْرِ وَالدُّعَاءِ ـ

৯৬। মূসা ইব্ন ইসমাঈল— আবু নাআমা হতে বর্ণিত। আবদুল্লাহ ইব্ন মুগাফ্ফাল (রা) তাঁর পুত্র (ইয়াযীদ)–কে বলতে শুনেছেন যে, ইয়া আল্লাহ্! আমি আপনার নিকট জান্নাতের ডান পার্শ্বস্থ শ্বেত–প্রাসাদ প্রার্থনা করি– যখন আমি সেখানে প্রবেশ করব। হযরত আবদুল্লাহ (রা) বলেন, হে আমার প্রিয় পুত্র! তুমি জান্নাত কামনা কর এবং দোজখ হতে মুক্তি প্রার্থনা কর। কেননা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছিঃ "অদূর ভবিষ্যতে এই উম্মাতের মধ্যে এমন এক সম্প্রদায়ের উদ্ভব হবে, যারা পবিত্রতা অর্জন ও দুআর মধ্যে অতিরঞ্জিত করবে–(ইব্ন মাজা)।

٤٦. بَابٌ فِىْ اِسْبَاغِ الْوُضُوْءِ
৪৬. অনুচ্ছেদঃ উযুর পরিপূর্ণতা সম্পর্কে

٩٧– حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ ثَنَا يَحْيٰى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِىْ مَنْصُوْرٌ عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ عَنْ اَبِىْ يَحْيٰى عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاٰى قَوْمًا وَّاَعْقَابُهُمْ تَلُوْحُ فَقَالَ وَيْلٌ لِّلْاَعْقَابِ مِنَ النَّارِ اَسْبِغُوْا الْوُضُوْءَ ـ

৯৭। মুসাদ্দাদ— আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এমন এক সম্প্রদায়কে দেখলেন, যাদের পায়ের গোড়ালি ঝক্‌ঝক্ করছে।[১] তিনি বলেনঃ এরূপ পায়ের গোড়ালি ওয়ালাদের জন্য দোজখের শাস্তি রয়েছে। তোমরা পরিপূর্ণভাবে উযূ কর– (বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, ইব্‌ন মাজা)।

٤٧– بَابُ الْوُضُوْءِ فِيْ اٰنِيَةِ الصُّفْرِ

৪৭. অনুচ্ছেদঃ তামার পাত্রে উযু করা সম্পর্কে

٩٨– حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ قَالَ ثَنَا حَمَّادٌ قَالَ اَخْبَرَنِيْ صَاحِبٌ لِّيْ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ اَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ اَغْتَسِلُ اَنَا وَرَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ تَوْرٍ مِّنْ شَبَهٍ۔

৯৮। মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল— আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম (একত্রে) লৌহ বা তাম্র নির্মিত ছোট ডেকচির পানি দ্বারা গোসল করতাম– (বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, ইব্‌ন মাজা)।

٩٩– حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ اَنَّ اِسْحَاقَ بْنَ مَنْصُوْرٍ حَدَّثَهُمْ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ رَّجُلٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوِهِ۔

৯৯। মুহাম্মাদ ইবনুল আলা— আয়েশা (রা) হতে এই সনদেও নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম –এর পূর্বোক্ত হাদীছের অনুরূপ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে।

١٠٠– حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ ثَنَا اَبُوْ الْوَلِيْدِ وَسَهْلُ بْنُ حَمَّادٍ قَالَا ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيٰى عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ جَاءَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَخْرَجْنَا لَهُ مَاءً فِيْ تَوْرٍ مِّنْ صُفْرٍ فَتَوَضَّاَ۔

---

১. পায়ের গোড়ালী ঝক্‌মক করার কারণ এই ছিল যে, উযুর সময় তাদের পায়ের গোড়ালিতে পানি ঠিকমত পৌছেনি এবং তা সঠিক ভাবে ধৌত করা হয়নি। সাধারণতঃ দেখা যায় যে, উযুর সময় কিছু সংখ্যক লোক তাদের হাত–পায়ের আংগুলের সংযোগস্থলে এবং পায়ের গোড়ালির পশ্চাদাংশ ঠিকমত ধৌত করে না। এমতাবস্থায় উযু ও নামায কোনটাই দুরস্ত হবে না। –(অনুবাদক)

১০০। হাসান ইব্‌ন আলী---- আবদুল্লাহ ইব্‌ন যায়েদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম আমাদের নিকট আগমন করলেন। আমরা তামার একটি ছোট পাত্রে তাঁর জন্য পানি উত্তোলন করি। অতঃপর তিনি উযু করেন-(ইব্‌ন মাজা)।

٤٨. بَابٌ فِى التَّسْمِيَةِ عَلَى الْوُضُوْءِ

৪৮. অনুচ্ছেদঃ উযুর পূর্বে বিসমিল্লাহ পাঠ সম্পর্কে

١٠١- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوْسَى عَنْ يَعْقُوْبَ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا صَلٰوةَ لِمَنْ لَّا وُضُوْءَ لَهُ وَلَا وُضُوْءَ لِمَنْ لَّمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ -

১০১। কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ---- আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেনঃ ঐ ব্যক্তির নামায আদায় হয় না যে সঠিক ভাবে উযু করে না এবং ঐ ব্যক্তির উযু হয় না যে আল্লাহ্‌র নাম স্মরণ করে না (অর্থাৎ বিসমিল্লাহ্ বলে না)-(বুখারী, মুসলিম, ইব্‌ন মাজা, নাসাঈ, তিরমিযী, মুসনাদে আহ্‌মাদ)।

١٠٢- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَمْرِوبْنِ السَّرْحِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنِ الدَّرَاوَرْدِيِّ قَالَ وَذَكَرَ رَبِيْعَةُ اَنَّ تَفْسِيْرَ حَدِيْثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا وُضُوْءَ لِمَنْ لَّمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ اَنَّهُ الَّذِى يَتَوَضَّاُ وَيَغْتَسِلُ وَلَا يَنْوِىْ وُضُوْءًا لِلصَّلٰوةِ وَلَا غُسْلًا لِلْجَنَابَةِ -

১০২। আহমাদ ইব্‌ন উমার---- আদ-দারাওয়ার্দী (রহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, হযরত রবীআ (রহ) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের হাদীছ "ঐ ব্যক্তির উযু হয় না যে বিসমিল্লাহ্ বলে না" -এর ব্যাখ্যায় বলেনঃ যে ব্যক্তি উযু ও গোসলের সময়- নামাযের উযুর বা অপবিত্রতার গোসলের নিয়াত করে না- তার উযু ও গোসল হয় না।[১]

---

১. শাফিঈ মাযহাব অনুযায়ী উযুর সময় বিসমিল্লাহ্ না পড়লে উযুই হয় না। কিন্তু হানাফী মাযহাব অনুসারে উযুর সময় বিসমিল্লাহ্ পড়া সুন্নাত। যদি তা কেউ পরিত্যাগ করে, তবে সুন্নাতের খেলাফ হবে; কিন্তু উযু শুদ্ধ হবে। -(অনুবাদক)

٤٩. بَابٌ فِى الرَّجُلِ يُدْخِلُ يَدَهُ فِى الْاِنَاءِ قَبْلَ اَنْ يَغْسِلَهَا

৪৯. অনুচ্ছেদঃ হাত ধৌত করার পূর্বে তা (পানির) পাত্রে প্রবেশ করান সম্পর্কে

١٠٣- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِى رَزِيْنٍ وَاَبِى صَالِحٍ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا قَامَ اَحَدُكُمْ مِّنَ اللَّيْلِ فَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ فِى الْاِنَاءِ حَتّٰى يَغْسِلَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَاِنَّهُ لَا يَدْرِى اَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ -

১০৩। মুসাদ্দাদ---- আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেনঃ তোমাদের কেউ যখন রাতের ঘুম হতে জাগ্রত হবে, সে যেন স্বীয় হস্ত (পানির) পাত্রের মধ্যে প্রবেশ না করায় যতক্ষণ না সে তা তিনবার ধৌত করে। কেননা সে জানে না যে, (ঘুমন্ত অবস্থায়) তার হাত কোথায় রাত কাটিয়েছে[২] –(আহ্‌মাদ, বুখারী, মুসলিম, ইব্‌ন মাজা, তিরমিযী, নাসাঈ)।

١٠٤- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِى صَالِحٍ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْنِى بِهٰذَا الْحَدِيْثِ - قَالَ مَرَّتَيْنِ اَوْ ثَلَاثًا وَلَمْ يَذْكُرْ اَبَا رَزِيْنٍ -

১০৪। মুসাদ্দাদ---- আবু হুরায়রা (রা) থেকে রাসূলুল্লাহ (স)–এর উপরোক্ত হাদীছের অনুরূপ বর্ণিত আছে। তবে এই বর্ণনায় আরো আছে যে, উপরোক্ত কথা তিনি দুই অথবা তিনবার বলেছেন। এ সূত্রে আবু রযীনের নাম উল্লেখ নাই।

١٠٥- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ وَمُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِىُّ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ اَبِى مَرْيَمَ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اِذَا اسْتَيْقَظَ اَحَدُكُمْ مِّنْ نَّوْمِهِ

---

২. এ স্থানে কেবলমাত্র রাতের ঘুমের কথা উল্লেখিত হয়েছে; তবে কেউ যদি দিনের ঘুম থেকেও জাগ্রত হয়– তবে তারও উচিত উযূ বা খাদ্য গ্রহণের পূর্বে হাত পরিষ্কার করা। –(অনুবাদক)

فَلَا يُدْخِلْ يَدَهُ فِي الْاِنَاءِ حَتّٰى يَغْسِلَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَاِنَّ اَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي اَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ اَوْ اَيْنَ كَانَتْ تَطُوْفُ يَدُهُ ـ

১০৫। আহমাদ ইব্‌ন আমর--- হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছিঃ যখন তোমাদের কেউ ঘুম হতে জাগ্রত হয়, তখন সে যেন স্বীয় হস্ত তিনবার ধৌত করার পূর্বে পাত্রের মধ্যে প্রবেশ না করায়। কেননা তোমাদের কেউ জানে না (ঘুমন্ত অবস্থায়) তার হাত কোথায় ছিল অথবা তার হস্ত কোথায় কোথায় ঘুরছিল-(ঐ)।

٥٠. بَابُ صِفَةِ وُضُوْءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

৫০. অনুচ্ছেদঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের উযুর বর্ণনা

١٠٦ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيْدَ اللَّيْثِيِّ عَنْ حُمْرَانَ بْنِ اَبَانَ مَوْلٰى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ رَأَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ تَوَضَّأَ فَاَفْرَغَ عَلٰى يَدَيْهِ ثَلَاثًا فَغَسَلَهُمَا ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا وَغَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنٰى اِلَى الْمَرَافِقِ ثَلَاثًا ثُمَّ الْيُسْرٰى مِثْلَ ذٰلِكَ ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ ثُمَّ غَسَلَ قَدَمَهُ الْيُمْنٰى ثَلَاثًا ثُمَّ الْيُسْرٰى مِثْلَ ذٰلِكَ ـ ثُمَّ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ مِثْلَ وُضُوْئِي هٰذَا ثُمَّ قَالَ مَنْ تَوَضَّأَ مِثْلَ وُضُوْئِي هٰذَا ثُمَّ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ لَا يُحَدِّثُ فِيْهِمَا نَفْسَهُ غَفَرَ اللّٰهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ـ

১০৬। আল-হাসান ইব্‌ন আলী--- হুমরান হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেনঃ আমি হযরত উছমান ইব্‌ন আফ্‌ফান (রা)-কে উযু করতে দেখেছি। তিনি প্রথমে তাঁর দুই হাতের উপর তিনবার করে পানি ঢেলে তা ধৌত করেন। অতঃপর তিনি কুলকুচা করেন ও নাক পরিষ্কার করেন। তারপর তিনবার (সমস্ত) মুখমন্ডল ধৌত করেন। পরে তিনি তাঁর ডান হাত কনুই সমেত তিনবার ধৌত করেন এবং বাম হাতও অনুরূপভাবে ধৌত করেন। অতঃপর তিনি মাথা মাসেহ্ করেন। পরে তিনি স্বীয় ডান পা তিনবার ধৌত করেন এবং একইরূপে বাম পাও ধৌত করেন। অবশেষে তিনি বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে আমার এই উযুর ন্যায় উযু

করতে দেখেছি। অতপর তিনি বলেনঃ যে ব্যক্তি আমার অনুরূপ উযু করে দুই রাকাত নামায আদায় করবে, যাতে তার নফ্সের মধ্যে কোনরূপ অসঅসা সৃষ্টি না হয়– আল্লাহ্ তাআলা তার পূর্ববর্তী জীবনের সমস্ত গুনাহ্ মার্জনা করবেন– (বুখারী, মুসলিম, ইব্ন মাজা, নাসাঈ)।

١٠٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ وَرْدَانَ قَالَ حَدَّثَنِي اَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَانِ قَالَ حَدَّثَنِيْ حُمْرَانُ قَالَ رَأَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ تَوَضَّأَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ وَلَمْ يَذْكُرِ الْمَضْمَضَةَ وَالْاِسْتِنْشَاقَ وَقَالَ فِيْهِ وَمَسَحَ رَأْسَهُ ثَلَاثًا ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ هٰكَذَا وَقَالَ مَنْ تَوَضَّأَ دُوْنَ هٰكَذَا كَفَاهُ وَلَمْ يَذْكُرْ اَمْرَ الصَّلٰوةِ -

১০৭। মুহাম্মাদ ইব্নুল মুছান্না---- হুমরান হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হযরত উছমান ইব্ন আফ্ফান (রা)–কে উযু করতে দেখেছি। অতঃপর তিনি পূর্ববর্তী হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করেন। তবে এই হাদীছের মধ্যে কুল্লি ও নাক পরিষ্কারের কথা উল্লেখ নেই এবং এই হাদীছে আরও উল্লেখিত হয়েছেঃ তিনি তিনবার মাথা মাসেহ্ করেন এবং উভয় পা তিনবার ধৌত করেন। অতঃপর তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে এইরূপ উযু করতে দেখেছি। তিনি (উছমান) আরো বলেন, যে ব্যক্তি উযুর সময় অংগ–প্রত্যংগ তিনবারের কম ধৌত করবে– তা তার জন্য যথেষ্ট হবে। এই হাদীছে নামায সম্পর্কে কিছুই উল্লেখ নেই– (ঐ)।

١٠٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ الْاِسْكَنْدَرَانِيُّ قَالَ ثَنَا زِيَادُ بْنُ يُوْنُسَ قَالَ حَدَّثَنِيْ سَعِيْدُ بْنُ زِيَادٍ الْمُؤَذِّنُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ التَّيْمِيِّ قَالَ سُئِلَ ابْنُ اَبِيْ مُلَيْكَةَ عَنِ الْوُضُوْءِ - فَقَالَ رَأَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ سُئِلَ عَنِ الْوُضُوْءِ فَدَعَا بِمَاءٍ فَأُتِيَ بِمِيْضَاةٍ فَاَصْغَاهَا عَلٰى يَدِهِ الْيُمْنٰى ثُمَّ اَدْخَلَهَا فِى الْمَاءِ فَتَمَضْمَضَ ثَلَاثًا وَاسْتَنْثَرَ ثَلَاثًا وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنٰى ثَلَاثًا وَغَسَلَ يَدَهُ الْيُسْرٰى ثَلَاثًا ثُمَّ اَدْخَلَ يَدَهُ فَاَخَذَ مَاءً فَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَاُذُنَيْهِ فَغَسَلَ بُطُوْنَهُمَا وَظُهُوْرَهُمَا مَرَّةً وَاحِدَةً ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ثُمَّ قَالَ اَيْنَ السَّائِلُوْنَ عَنِ الْوُضُوْءِ هٰكَذَا

رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ - قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ اَحَادِيْثُ عُثْمَانَ الصِّحَاحُ كُلُّهَا تَدُلُّ عَلٰى مَسْحِ الرَّأْسِ اَنَّهُ مَرَّةً فَاِنَّهُمْ ذَكَرُوْا الْوُضُوْءَ ثَلَاثًا وَقَالُوْا فِيْهَا وَمَسَحَ رَأْسَهُ وَلَمْ يَذْكُرُوْا عَدَدًا كَمَا ذَكَرُوْا فِىْ غَيْرِهِ -

১০৮। মুহাম্মাদ ইব্ন দাউদ— ইব্ন আবু মুলায়কাকে উযু সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, আমি হযরত উছমান ইব্ন আফ্ফান (রা)–কে উযু সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হতে দেখেছি। তখন তিনি (উছমান) (এক পাত্র) পানি চাইলেন। অতঃপর পানি আনা হলে তিনি তা হতে সামান্য পানি ডান হাতের উপর ঢেলে (তা ধৌত করলেন)। পরে তিনি উক্ত হাত পানির মধ্যে প্রবেশ করিয়ে তিনবার কুল্লি ও তিনবার নাক পরিষ্কার করলেন; অতঃপর স্বীয় মুখমন্ডল তিনবার ধৌত করেন এবং তিনবার করে ডান হাত ও বাম হাত ধৌত করেন। পরে তিনি পাত্রের মধ্যে হাত দিয়ে পানি তুলে মাথা ও কান মাসেহ্ করেন এবং কানের ভিতর ও বহিরাংশ একবার করে মাসেহ্ করেন। অতঃপর তিনি স্বীয় পদযুগল ধৌত করে বলেনঃ উযু সম্পর্কে প্রশ্নকারীরা কোথায়? আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে এইরূপ উযু করতে দেখেছি–(ঐ)।

ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেন, হযরত উছমান (রা) হতে বর্ণিত সহীহ্ হাদীছগুলি থেকে প্রমাণিত হয় যে, উযুর মধ্যে মাথা মাসেহ্ মাত্র একবার করতে হবে। প্রত্যেক বর্ণনাকারী উযুর অংগ–প্রত্যংগগুলি তিনবার করে ধৌত করার কথা উল্লেখ করেছেন এবং প্রত্যেকের বর্ণনায় কেবলমাত্র ومسح رأسه (মাথা মাসেহ্ করেছেন) উল্লেখিত আছে, কিন্তু সংখ্যার কোন উল্লেখ নেই। অথচ অন্যান্য অংগ–প্রত্যংগ ধৌত করার ব্যাপারে তিন–তিনবারের কথা স্পষ্টভাবে উল্লেখিত হয়েছে (অতএব মাথা মাত্র একবারই মাসেহ্ করতে হবে)।

١٠٩– حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسٰى قَالَ اَنَا عِيْسٰى قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ يَعْنِى بْنَ اَبِىْ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ اَبِىْ عَلْقَمَةَ اَنَّ عُثْمَانَ دَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ فَاَفْرَغَ بِيَدِهِ الْيُمْنٰى عَلَى الْيُسْرٰى ثُمَّ غَسَلَهُمَا اِلَى الْكُوْعَيْنِ قَالَ ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا وَذَكَرَ الْوُضُوْءَ ثَلَاثًا قَالَ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ وَقَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ مِثْلَ مَا رَأَيْتُمُوْنِىْ تَوَضَّأْتُ ثُمَّ سَاقَ نَحْوَ حَدِيْثِ الزُّهْرِىِّ وَاَتَمَّ -

১০৯। ইব্‌রাহীম--- আবু আলকামা হতে বর্ণিত। একদা হযরত উছমান (রা) উযুর জন্য পানি চাইলেন– অতঃপর তিনি উযু করলেন। তিনি ডান হাত দ্বারা বাম হাতের উপর পানি ঢেলে উভয় হাতের কজি পর্যন্ত ধৌত করলেন। অতঃপর তিনি কুলি করলেন এবং তিনবার নাক পরিষ্কার করলেন। তিনি উযুর প্রত্যেক অংগ–প্রত্যংগ তিনবার ধৌত করার কথা উল্লেখ করেন। পরে তিনি মাথা মাসেহ্ করলেন ও উভয় পা ধৌত করলেন এবং বললেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে এরূপভাবে উযু করতে দেখেছি– যেরূপে তোমরা আমাকে উযু করতে দেখলে–(ঐ)।

١١٠- حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اٰدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْرَائِيْلُ عَنْ عَامِرِ بْنِ شَقِيْقِ بْنِ جَمْرَةَ عَنْ شَقِيْقِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ رَأَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا وَمَسَحَ رَاْسَهٗ ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ هٰذَا ـ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ وَكِيْعٌ عَنْ اِسْرَائِيْلَ قَالَ تَوَضَّأَ ثَلَاثًا فَقَطْ ـ

১১০। হারূন ইব্‌ন আবদুল্লাহ্--- শাকীক ইব্‌ন সালামা (রহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হযরত উছমান ইব্‌ন আফ্‌ফান (রা)–কে উযুর মধ্যে দুই হাতের কনুই সমেত তিনবার করে ধৌত করতে এবং তিনবার মাথা মাসেহ্ করতে দেখেছি।[১] অতঃপর তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে এরূপ করতে দেখেছি– (ঐ)।

١١١- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ خَالِدِ بْنِ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ قَالَ اَتَانَا عَلِيٌّ وَقَدْ صَلّٰى فَدَعَا بِطَهُوْرٍ فَقُلْنَا مَا يَصْنَعُ بِالطَّهُوْرِ وَقَدْ صَلّٰى مَا يُرِيْدُ اِلَّا لِيُعَلِّمَنَا فَاُتِيَ بِاِنَاءٍ فِيْهِ مَاءٌ وَطَسْتٍ فَاَفْرَغَ مِنَ الْاِنَاءِ عَلٰى يَمِيْنِهٖ فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثَلَاثًا ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ ثَلَاثًا فَمَضْمَضَ وَنَثَرَ مِنَ الْكَفِّ الَّذِىْ يَاْخُذُ فِيْهِ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهٗ ثَلَاثًا ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنٰى ثَلَاثًا وَّغَسَلَ يَدَهُ الشِّمَالَ ثَلَاثًا ثُمَّ جَعَلَ يَدَهٗ فِى الْاِنَاءِ فَمَسَحَ بِرَأْسِهٖ مَرَّةً وَّاحِدَةً ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنٰى

১· ইমাম শাফিঈ, ইব্‌ন যুবাইর ও আতার মতানুযায়ী তিনবার মাথা মাসেহ্ করা মুস্তাহাব। হানাফী মাযহাবের রীতি অনুযায়ী একবারই মাথা মাসেহ্ করতে হয়। –(অনুবাদক)

ثَلَاثًا وَرِجْلَهُ الْيُسْرٰى ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ مَنْ سَرَّهُ اَنْ يَعْلَمَ وُضُوْءَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُوَ هٰذَا ـ

১১১। মুসাদ্দাদ— আবদে খায়ের হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, একদা হযরত আলী (রা) নামায শেষে আমাদের নিকট আগমন করে উযুর পানি চাইলেন। আমরা (তাঁকে) জিজ্ঞাসা করলাম, নামায আদায়ের পর উযুর পানির প্রয়োজনীয়তা কি? আসলে তাঁর ইচ্ছা ছিল আমাদেরকে উযু সম্পর্কে শিক্ষা দেয়া। অতঃপর তাঁর নিকট এক পাত্র পানি এবং একটি খালি পেয়ালা হাযির করা হল। তিনি তা হতে ডান হাতের উপর পানি ঢেলে উভয় হাত তিনবার ধৌত করলেন, অতঃপর তিনবার কুল্লি করলেন এবং তিনবার নাক পরিষ্কার করে পুনরায় কুল্লি করলেন এবং ডান হাত দ্বারা নাক পরিষ্কার করেন।[১] পরে তিনবার মুখমন্ডল ধৌত করেন এবং পর্যায়ক্রমে ডান ও বাম হাত তিনবার করে ধৌত করেন। অতঃপর তিনি পাত্র হতে পানি নিয়ে একবার মাথা মাসেহ্ করেন। পরে তিনি উভয় পা তিনবার করে ধৌত করেন। অতঃপর তিনি বলেন, যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের উযু সম্পর্কে জানতে উৎসুক (সে যেন মনে রাখে) তা এরূপই ছিল– (নাসাঈ, তিরমিযী)।

١١٢– حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْجُعْفِيُّ عَنْ زَائِدَةَ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَلْقَمَةَ الْهَمْدَانِيُّ عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ قَالَ صَلّٰى عَلِيٌّ الْغَدَاةَ ثُمَّ دَخَلَ الرَّحْبَةَ فَدَعَا بِمَاءٍ فَاَتَاهُ الْغُلَامُ بِاِنَاءٍ فِيْهِ مَاءٌ وَطَسْتٍ قَالَ فَاَخَذَ الْاِنَاءَ بِيَدِهِ الْيُمْنٰى فَاَفْرَغَ عَلٰى يَدِهِ الْيُسْرٰى وَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثًا ثُمَّ اَدْخَلَ يَدَهُ الْيُمْنٰى فِى الْاِنَاءِ فَمَضْمَضَ ثَلَاثًا وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا ثُمَّ سَاقَ قَرِيْبًا مِنْ حَدِيْثِ اَبِىْ عَوَانَةَ قَالَ ثُمَّ مَسَحَ رَاْسَهُ مُقَدَّمَهُ وَمُؤَخَّرَهُ مَرَّةً ثُمَّ سَاقَ الْحَدِيْثَ نَحْوَهُ ـ

১১২। আল–হাসান— আবৃদে খায়ের হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, একদা হযরত আলী (রা) ফজরের নামায আদায়ের পর আর–রাহ্বা নামক স্থানে গমন করলেন। সেখানে তিনি উযুর পানি চাইলেন; তখন কাজের ছেলেটি এক পাত্র পানি ও একটি খালি পেয়ালা আনয়ন করল। রাবী

১· নাক পরিষ্কারের পদ্ধতি হলঃ ডান হাত দ্বারা নাকে তিনবার পানি দেয়া এবং বাম হাত দ্বারা তা সাফ করা– এটাই সুন্নাত। নাকে পানি প্রবেশ করানোর পূর্বেই তিনবার কুল্লি করা সুন্নাত। রোযা না থাকলে উযুর মধ্যে গড়গড়াসহ কুল্লি করা সুন্নাত। –(অনুবাদক)

বলেন, তখন হযরত আলী (রা) ডান হাতে পানির পাত্র নিয়ে বাম হাতে পানি ঢেলে উভয় হাত কব্জি পর্যন্ত তিনবার ধৌত করলেন। অতঃপর তিনি পানি নিয়ে তিনবার কুল্লি করলেন এবং তিনবার নাকে পানি দিলেন। অবশেষে তিনি পূর্বোক্ত হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করেন। অতঃপর তিনি তাঁর মাথার সামনের ও পিছনের অংশ একবার মাসেহ্ করলেন। পরে পূর্ববর্তী হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করেন–(ঐ)।

١١٣– حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُبْنُ جَعْفَرٍ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ مَالِكَ بْنَ عُرْفُطَةَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ خَيْرٍ قَالَ رَأَيْتُ عَلِيًّا أُتِىَ بِكُرْسِىٍّ فَقَعَدَ عَلَيْهِ ثُمَّ أُتِىَ بِكُوْزٍ مِنْ مَاءٍ فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثَلَاثًا ثُمَّ تَمَضْمَضَ مَعَ الْاِسْتِنْشَاقِ بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَذَكَرَ الْحَدِيْثَ ـ

১১৩। মুহাম্মাদ ইব্নুল মুছান্না— আব্দে খায়ের হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি দেখলাম একদা হযরত আলী (রা)–এর জন্য একটি চেয়ার আনা হলে তিনি তাতে উপবেশন করেন। অতঃপর তাঁর নিকট এক পাত্র পানি আনা হলে তিনি তা দ্বারা তিনবার হাত ধৌত করেন। পরে তিনি একই পানি দ্বারা কুল্লি করেন এবং নাকে পানি দেন— পূর্বোক্তভাবে হাদীছের অবশিষ্ট অংশ বর্ণিত হয়েছে–(ঐ)।

١١٤– حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا رَبِيْعَةُ الْكِنَانِىُّ عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ اَنَّهُ سَمِعَ عَلِيًّا وَسُئِلَ عَنْ وُضُوْءِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ وَقَالَ مَسَحَ رَأْسَهُ حَتّٰى لَمَّا يَقْطُرُ وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ هٰكَذَا كَانَ وُضُوْءُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ

১১৪। উছমান ইব্ন আবু শায়বা— যির ইব্ন হুবায়েশ হতে বর্ণিত। তিনি হযরত আলী (রা) –কে বলতে শুনেছেন– যখন তাঁকে উযু সমাপ্তির পর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের উযু সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়েছিল। অতপর যির (রাবী) উযুর হাদীছটি বর্ণনা করেন এবং আরো বলেন, হযরত আলী (রা) এমনভাবে মাথা মাসেহ্ করেন যেন মাথা হতে পানির ফোটা ঝরছিল এবং তিনি তিনবার পা ধৌত করে বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (স) এইরূপে উযু করতেন– (ঐ)।

١١٥- حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ اَيُّوْبَ الطُّوْسِيُّ قَالَ ثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوْسٰى قَالَ حَدَّثَنَا فِطْرٌ عَنْ اَبِىْ فَرْوَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ اَبِىْ لَيْلٰى قَالَ رَأَيْتُ عَلِيًّا تَوَضَّأَ فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا وَّغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا وَّمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَاحِدَةً ثُمَّ قَالَ هٰكَذَا تَوَضَّأَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ

১১৫। যিয়াদ— আবদুর রহমান ইব্ন আবু লায়লা হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, একদা আমি হযরত আলী (রা)–কে উযূ করতে দেখি। তিনি তাঁর মুখমন্ডল তিনবার ধৌত করেন এবং দুই হাতের কনুই পর্যন্ত তিনবার ধৌত করেন। অতপর তিনি একবার মাথা মাসেহ্ করেন। অবশেষে তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়া সাল্লাম এইরূপে উযূ করতেন– (ঐ)।

١١٦- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَّاَبُوْ تَوْبَةَ قَالَا ثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ ح وَاَخْبَرَنَا عَمْرُوبْنُ عَوْنٍ قَالَ اَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنْ اَبِىْ حَيَّةَ قَالَ رَأَيْتُ عَلِيًّا تَوَضَّأَ فَذَكَرَ وُضُوْءَهُ كُلَّهُ ثَلَاثًا ثَلَاثًا قَالَ ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ اِلَى الْكَعْبَيْنِ ثُمَّ قَالَ اِنَّمَا اَحْبَبْتُ اَنْ اُرِيَكُمْ طُهُوْرَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ ـ

১১৬। মুসাদ্দাদ— আবু হাইয়া হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি হযরত আলী (রা)–কে উযূ করতে দেখলাম। অতঃপর তিনি আলী (রা)–এর উযূর বর্ণনায় বলেন, তিনি প্রত্যেক অংগ তিনবার করে ধৌত করেন। রাবী বলেন, অতঃপর তিনি তাঁর মাথা মাসেহ্ করেন এবং উভয় পা গোড়ালি সমেত ধৌত করেন। পরে হযরত আলী (রা) বলেন, আমি তোমাদেরকে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়া সাল্লামের উযূর নিয়ম পদ্ধতি সম্পর্কে দেখাতে আগ্রহী– (ঐ)।

١١٧- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ يَحْيٰى الْحَرَّانِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَّعْنِى بْنَ سَلَمَةَ عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ اِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ بْنِ يَزِيْدَ بْنِ رُكَانَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ الْخَوْلَانِىِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ دَخَلَ عَلَىَّ عَلِىٌّ يَّعْنِى ابْنَ اَبِىْ طَالِبٍ وَقَدْ اَهْرَاقَ الْمَاءَ فَدَعَا بِوَضُوْءٍ فَاَتَيْنَاهُ بِتَوْرٍ فِيْهِ مَاءٌ حَتّٰى وَضَعْنَاهُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ لِىْ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ اَلَا اُرِيَكَ كَيْفَ كَانَ يَتَوَضَّأُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ

بَلٰى فَاَصْغٰى الْاِنَاءَ عَلٰى يَدِهٖ فَغَسَلَهَا ثُمَّ اَدْخَلَ يَدَهُ الْيُمْنٰى فَاَفْرَغَ بِهَا عَلٰى الْاُخْرٰى ثُمَّ غَسَلَ كَفَّيْهِ ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ ثُمَّ اَدْخَلَ يَدَيْهِ فِى الْاِنَاءِ جَمِيْعًا فَاَخَذَبِهِمَا حَفْنَةً مِّنْ مَّاءٍ فَضَرَبَ بِهَا عَلٰى وَجْهِهٖ ثُمَّ اَلْقَمَ اِبْهَامَيْهِ مَااَقْبَلَ مِنْ اُذُنَيْهِ ثُمَّ الثَّانِيَةَ ثُمَّ الثَّالِثَةَ مِثْلَ ذٰلِكَ ثُمَّ اَخَذَ بِكَفِّهِ الْيُمْنٰى قَبْضَةً مِّنْ مَّاءٍ فَصَبَّهَاعَلٰى نَاصِيَتِهٖ فَتَرَكَهَا تَسْتَنُّ عَلٰى وَجْهِهٖ ثُمَّ غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ اِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ وَظُهُوْرَ اُذُنَيْهِ ثُمَّ اَدْخَلَ يَدَيْهِ جَمِيْعًا فَاَخَذَ حَفْنَةً مِّنْ مَّاءٍ فَضَرَبَ بِهَا عَلٰى رِجْلِهٖ وَفِيْهَا النَّعْلُ فَفَتَلَهَا بِهَا ثُمَّ الْاُخْرٰى مِثْلَ ذٰلِكَ قَالَ قُلْتُ وَفِى النَّعْلَيْنِ قَالَ وَفِى النَّعْلَيْنِ قَالَ قُلْتُ وَفِى النَّعْلَيْنِ قَالَ وَفِى النَّعْلَيْنِ قَالَ قُلْتُ وَفِى النَّعْلَيْنِ قَالَ وَفِى النَّعْلَيْنِ ـ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَحَدِيْثُ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ شَيْبَةَ يُشْبِهُ حَدِيْثَ عَلِىٍّ لِاَنَّهُ قَالَ فِيْهِ حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَمَسَحَ بِرَأْسِهٖ مَرَّةً وَّاحِدَةً وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ فِيْهِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَمَسَحَ بِرَأْسِهٖ ثَلَاثًا ـ

১১৭। আবদুল আযীয— ইবন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, একদা হযরত আলী ইবন আবু তালিব (রা) আমার ঘরে প্রবেশ করেন। অতঃপর পেশাব করার পর তিনি উযুর পানি চাইলেন। আমরা একটি পাত্রে পানি নিয়ে তাঁর সম্মুখে রাখি। তিনি (আলী) আমাকে বলেন, হে ইবন আব্বাস। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম কিরূপে উযূ করতেন— তা কি আমি তোমাকে দেখাব না? আমি বললাম, হাঁ, দেখান। রাবী বলেন, অতঃপর হযরত আলী (রা) পাত্রটি কাত করে হাতের উপর পানি ঢালেন এবং তা ধৌত করেন। পরে তিনি পাত্রের মধ্যে ডান হাত ঢুকিয়ে পানি তুলে তা বাম হাতের উপর দিলেন এবং দুই হাতের কব্জি পর্যন্ত ধৌত করলেন। অতঃপর তিনি কুল্লি ও নাক পরিষ্কার করেন। পরে তিনি উভয় হাত পাত্রে প্রবেশ করিয়ে দুই হাতে পানি ভরে মুখমন্ডল ধৌত করলেন। অতঃপর তিনি তাঁর উভয় বৃদ্ধাংগুলি উভয় কানের সামনের দিকের ভিতরের অংশে প্রবেশ করিয়ে তা লোক্মার্ মত করলেন, অর্থাৎ কানের সামনের অংশের ভিতরের দিক ধৌত করলেন। তিনি এইরূপ দ্বিতীয় এবং তৃতীয়বারও করলেন। অতঃপর তিনি ডান হাতে এক কোশ পানি নিয়ে কপালের উপর ঢাললেন— যা গড়িয়ে মুখমন্ডলে পড়ছিল। অতঃপর তিনি উভয় হাত কনুই পর্যন্ত তিনবার ধৌত করেন। পরে তিনি

মাথা এবং কানের পিছনের দিক মাসেহ্ করেন। অতঃপর তিনি উভয় হাত পাত্রে প্রবেশ করিয়ে পুরা কোশ পানি নিয়ে তা পায়ের উপর ঢালেন; তখন তাঁর পায়ে জুতা ছিল। তিনি তার উপর পানি ছিটিয়ে দিয়ে তা ঘর্ষণ করলেন। অতঃপর তিনি দ্বিতীয় পায়েও অনুরূপ করলেন। রাবী ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, আমি বললাম, পায়ে জুতা থাকা অবস্থায় এরূপ করা হয়েছিল কি? জবাবে তিনি বলেন– হাঁ, জুতা পরিহিত অবস্থায় উভয় পা ধৌত করেছিলেন। এরূপভাবে তিনবার প্রশ্নোত্তর করেন।[১]

١١٨– حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَيْدٍ وَهُوَ جَدُّ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ هَلْ تَسْتَطِيْعُ أَنْ تُرِيَنِيْ كَيْفَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ زَيْدٍ نَعَمْ فَدَعَا بِوَضُوْءٍ فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ ثَلَاثًا ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا ثُمَّ غَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ ثُمَّ ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ ثُمَّ رَدَّهُمَا حَتَّى رَجَعَ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِيْ بَدَأَ مِنْهُ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ـ

১১৮। আবদুল্লাহ্— আমর ইব্ন ইয়াহ্ইয়া আল–মাযেনী হতে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি আবদুল্লাহ্ ইব্ন যায়েদ (রা)–কে বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম কিরূপে উযু করতেন তা কি আমাকে দেখাতে পারেন? জবাবে আবদুল্লাহ্ ইব্ন যায়েদ (রা) বলেন, হাঁ। অতঃপর তিনি উযুর পানি চেয়ে নিয়ে তা নিজের দুই হাতে ঢালেন এবং তা ধৌত করলেন, অতঃপর তিনবার কুল্লি করেন ও নাক পরিষ্কার করেন। অতঃপর তিনি তাঁর মুখমন্ডল তিনবার ধৌত করেন, অতঃপর উভয় হাত কনুই পর্যন্ত দুইবার ধৌত করেন, অতঃপর উভয় হাত দ্বারা মাথার সামনের ও পিছনের দিক মাসেহ্ করলেন। এই মাসেহ্ তিনি মস্তকের সম্মুখ ভাগ হতে আরম্ভ করে– উভয় হাত মাথার পশ্চাদভাগ পর্যন্ত নিলেন। পরে যে স্থান হতে মাসেহ্ শুরু করেন, উভয় হস্ত সেখানে ফিরিয়ে আনেন। অতঃপর তিনি দুই পা ধৌত করেন–(বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ, ইব্ন মাজা)।

١١٩– حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ ثَنَا خَالِدٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ قَالَ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ كَفٍّ وَاحِدَةٍ يَفْعَلُ ذٰلِكَ ثَلَاثًا ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَهُ ـ

---

১. ইমাম বুখারী (রহ)–এর মতে উক্ত হাদীছটি যয়ীফ বা দুর্বল। তা আমলযোগ্য নয়। –(অনুবাদক)

১১৯। মুসাদ্দাদ— আবদুল্লাহ্ ইব্ন যায়েদ ইব্ন আছেম হতেও উপরোক্ত হাদীছ বর্ণিত আছে। তিনি বলেছেন, অতঃপর তিনি কুলি করেন এবং নাকে পানি দেন– একই হাতের দ্বারা (অর্থাৎ এক কোষ পানি দ্বারা একই সাথে কুলিও করেন এবং নাকেও পানি দেন)। তিনি এইরূপ তিনবার করেন। হাদীছের বাকী অংশ পূর্বোক্ত হাদীছের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

١٢٠- حَدَّثَنَا اَحْمَدُبْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ اَنَّ حِبَّانَ بْنَ وَاسِعٍ حَدَّثَهُ اَنَّ اَبَاهُ حَدَّثَهُ اَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ الْمَازِنِيَّ يَذْكُرُ اَنَّهُ رَاٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ فَذَكَرَ وَضُوْءَهُ قَالَ وَمَسَحَ رَاْسَهُ بِمَاءٍ غَيْرِ فَضْلِ يَدَيْهِ وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ حَتّٰى اَنْقَاهُمَا۔

১২০। আহ্মাদ ইব্ন আমর— আবদুল্লাহ্ ইব্ন যায়েদ ইব্ন আছেম আল–মাযিনীর সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, তিনি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে উযূ করতে দেখেছেন। অতঃপর তিনি উযূর বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন, তিনি নতুন পানি দ্বারা মাথা মাসেহ্ করেন এবং পদযুগল পরিষ্কার করে ধৌত করেন–(মুসলিম, তিরমিযী)।

١٢١- حَدَّثَنَا اَحْمَدُبْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ الْمُغِيْرَةِ قَالَ ثَنَا حَرِيْزٌ قَالَ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ مَيْسَرَةَ الْحَضْرَمِيُّ قَالَ سَمِعْتُ الْمِقْدَامَ بْنَ مَعْدِيْكَرِبَ الْكِنْدِيَّ قَالَ اُتِيَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوَضُوْءٍ فَتَوَضَّاَ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثًا وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا ثُمَّ غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا ثُمَّ مَسَحَ بِرَاْسِهِ وَاُذُنَيْهِ ظَاهِرِهِمَا وَبَاطِنِهِمَا ـ

১২১। আহ্মাদ ইব্ন মুহাম্মাদ— মিকদাদ ইব্ন মাদীকারাব আল–কিন্দী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের খিদমতে উযূর পানি পেশ করা হলে তিনি উযূ করেন। অতঃপর তিনি উভয় হাতের কব্জি পর্যন্ত তিনবার এবং মুখমন্ডলও তিনবার ধৌত করেন। পরে তিনি দুই হাতের কনুই সমেত তিনবার করে ধৌত করেন। অতঃপর তিনি তিনবার কুলি করেন এবং তিনবার নাকে পানি দেন। পরে তিনি তাঁর মাথা এবং উভয় কানের আভ্যন্তরীণ ও বহির্ভাগ মাসেহ্ করেন–(ইব্ন মাজা)।

١٢٢- حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ خَالِدٍ وَيَعْقُوْبُ بْنُ كَعْبٍ الْاَنْطَاكِيُّ لَفْظُهُ قَالَا ثَنَا الْوَلِيْدُ

بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ حَرِيْزِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيْكَرِبَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ فَلَمَّا بَلَغَ مَسْحَ رَأْسِهِ وَضَعَ كَفَّيْهِ عَلٰى مُقَدَّمِ رَأْسِهِ فَأَمَرَّهُمَا حَتّٰى بَلَغَ الْقَفَا ثُمَّ رَدَّهُمَا اِلَى الْمَكَانِ الَّذِيْ مِنْهُ بَدَأَ قَالَ مَحْمُوْدٌ قَالَ اَخْبَرَنِىْ حَرِيْزٌ ـ

১২২। মাহ্মুদ— মিক্দাদ ইব্ন মাদীকারাব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে উযু করতে দেখেছি। উযু করতে করতে যখন তিনি মাথা মাসেহ্ পর্যন্ত পৌঁছান, তখন তিনি এভাবে মাথা মাসেহ্ করেন যে, উভয় হাতের তালু মাথার সামনের অংশে স্থাপন করে তা ক্রমান্বয়ে মাথায় পশ্চাদভাগ পর্যন্ত নেন। অতপর তিনি পেছনের দিক হতে সামনের দিকে তা শুরুর স্থানে ফিরিয়ে আনেন—(ঐ)।

١٢٣- حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ خَالِدٍ وَهِشَامُ بْنُ خَالِدٍ الْمَعْنٰى قَالاَ ثَنَا الْوَلِيْدُ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ قَالَ وَمَسَحَ بِأُذُنَيْهِ ظَاهِرَهُمَا وَبَاطِنَهُمَا زَادَ هِشَامٌ وَاَدْخَلَ اَصَابِعَهُ فِىْ صِمَاخِ اُذُنَيْهِ ـ

১২৩। মাহ্মুদ ইব্ন খালিদ— আল–ওয়ালীদ থেকে এই সূত্রে উপরোক্ত হাদীছের অনুরূপ বর্ণিত আছে। মিকদাদ (রা) বলেন, তিনি কানের বহির্ভাগ ও ভেতরাংশ মাসেহ্ করেন। হিশামের বর্ণনায় আরো আছেঃ তিনি কানের ফুটায় নিজের আংগুলসমূহ প্রবেশ করান।

١٢٤- حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ الْفَضْلِ الْحَرَّانِىُّ قَالَ ثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ ثَنَا اَبُوالْاَزْهَرِ الْمُغِيْرَةُ بْنُ فَرْوَةَ وَيَزِيْدُ بْنُ اَبِىْ مَالِكٍ اَنَّ مُعَاوِيَةَ تَوَضَّأَ لِلنَّاسِ كَمَا رَاٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ فَلَمَّا بَلَغَ رَأْسَهُ غَرَفَ غُرْفَةً مِنْ مَاءٍ فَتَلَقَّاهَا بِشِمَالِهِ حَتّٰى وَضَعَهَا عَلٰى وَسَطِ رَأْسِهِ حَتّٰى قَطَرَ الْمَاءُ اَوْ كَادَ يَقْطُرُ ثُمَّ مَسَحَ مِنْ مُقَدَّمِهِ اِلٰى مُؤَخَّرِهِ وَمِنْ مُؤَخَّرِهِ اِلٰى مُقَدَّمِهِ ـ

১২৪। মুআম্মাল ইব্নুল ফাদল— ইয়াযীদ ইব্ন আবু মালেক হতে বর্ণিত। একদা হযরত মুআবিয়া (রা) লোকদের দেখাবার জন্য ঐরূপে উযু করলেন— যেরূপ তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে উযু করতে দেখেছিলেন। তিনি যখন মাথা মাসেহ্ করা পর্যন্ত পৌঁছান,

তখন তিনি ডান হাতে এক কোষ পানি নিয়ে তার বাম হাতের সাথে মিলালেন এবং উক্ত পানি মাথার মধ্যভাগে রাখলেন, যার ফলে সেখান হতে পানির ফোটা পড়ছিল অথবা পড়ার উপক্রম হয়েছিল। অতঃপর তিনি তাঁর মস্তকের সামনের দিক হতে পিছনের দিকে এবং পিছন হতে সামনের দিকে মাসেহ্ করেন।

١٢٥- حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ ثَنَا الْوَلِيْدُ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ قَالَ فَتَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ بِغَيْرِ عَدَدٍ -

১২৫। মাহ্মূদ ইব্ন খালিদ— উপরোক্ত হাদীছের অনুরূপ। তবে এতে আছেঃ মুআবিয়া (রা) উযুতে প্রতিটি অংগ তিনবার করে ধৌত করেন এবং উভয় পা কয়েকবার ধৌত করেন।

١٢٦- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيْلٍ عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ بْنِ عَفْرَاءَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِيْنَا فَحَدَّثَتْنَا اَنَّهُ قَالَ اسْكُبِىْ لِىْ وَضُوْءً فَذَكَرَتْ وُضُوْءَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ فِيْهِ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثًا وَوَضَّأَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا وَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مَرَّةً وَوَضَّأَ يَدَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ مَرَّتَيْنِ يَبْدَأُ بِمُؤَخَّرِ رَأْسِهِ ثُمَّ بِمُقَدَّمِهِ وَبِأُذُنَيْهِ كِلْتَيْهِمَا ظُهُوْرَهُمَا وَبُطُوْنَهُمَا وَوَضَّأَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا - قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَهٰذَا مَعْنٰى حَدِيْثِ مُسَدَّدٍ -

১২৬। মুসাদ্দাদ— রুবাই বিন্তে মুআব্বিয ইব্ন আফরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম আমাদের নিকট আগমন করলেন। রাবী বলেন, একদা মহানবী (স) আমাদের নিকট উযুর পানি চাইলেন। অতঃপর তিনি তাঁর উযুর বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন, তিনি তাঁর দুই হাতের কব্জি পর্যন্ত তিনবার ধৌত করেন এবং মুখমন্ডল তিনবার ধৌত করেন। পরে তিনি একবার কুল্লি করেন এবং নাকে পানি দেন। অতঃপর তিনি উভয় হাতের কনুই পর্যন্ত তিনবার ধৌত করেন এবং দুইবার মাথা মাসেহ্ করেন, যেখানে তিনি প্রথমে মাথার পিছনের অংশ এবং পরে সামনের অংশ মাসেহ্ করেন এবং উভয় বারই দুই কানের আভ্যন্তরীণ ও বহিরাংশ মাসেহ্ করেন এবং তিনবার উভয় পা ধৌত করেন—(ইব্ন মাজা, তিরমিযী)।

১২৭- حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ عَقِيلٍ بِهٰذَا الْحَدِيثِ يُغَيِّرُ بَعْضَ مَعَانِيْ بِشْرٍ قَالَ فِيْهِ وَتَمَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ ثَلَاثًا ـ

১২৭। ইসহাক ইব্ন ইসমাঈল— উপরোক্ত হাদীছের অনুরূপ। তবে এই বর্ণনায় বিশ্র–এর বর্ণনার সাথে কিছুটা পার্থক্য আছে। এই বর্ণনায় আছেঃ মহানবী (স) তিনবার কুল্লি করেন এবং তিনবার নাকে পানি দেন।

১২৮- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَيَزِيدُ بْنُ خَالِدِ الْهَمْدَانِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ بْنِ عَفْرَاءَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ عِنْدَهَا فَمَسَحَ الرَّأْسَ كُلَّهُ مِنْ قَرْنِ الشَّعْرِ كُلِّ نَاحِيَةٍ لِمُنْصَبِّ الشَّعْرِ لَا يُحَرِّكُ الشَّعْرَ عَنْ هَيْئَتِهِ ـ

১২৮। কুতায়বা— রুবাই বিন্তে মুআব্বিয ইব্ন আফরা (রা) হতে বর্ণিত। একদা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁর সম্মুখে উযু করেন। তখন তিনি (স) চুলের উপরিভাগ হতে সমস্ত মাথা মাসেহ্ করেন– কপালের অগ্রভাগ হতে শুরু করে সমস্ত মস্তক– যেখানে চুল আছে– তা স্থিতাবস্থায় রেখে মাসেহ্ করেন।

১২৯- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ ثَنَا بَكْرٌ يَعْنِي بْنَ مُضَرَ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ اَنَّ رُبَيِّعَ بِنْتَ مُعَوِّذِ بْنِ عَفْرَاءَ اَخْبَرَتْهُ قَالَتْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ قَالَتْ فَمَسَحَ رَأْسَهُ وَمَسَحَ مَا اَقْبَلَ مِنْهُ وَمَا اَدْبَرَ وَصُدْغَيْهِ وَاُذُنَيْهِ مَرَّةً وَّاحِدَةً ـ

১২৯। কুতায়বা ইব্ন সাঈদ— রুবাই বিন্তে মুআব্বিয ইব্ন আফরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি (হযরত আবদুল্লাহ্কে) জানাতে গিয়ে বলেছেন, একদা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে উযু করতে দেখেছি। রাবী বলেন, তিনি তাঁর মাথা মাসেহ্ করার সময় মাথার সম্মুখ ও পশ্চাদ ভাগসহ কপালের পার্শ্বদেশ এবং উভয় কান একবার মাসেহ্ করেন।

১৩০- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ دَاوُدَ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ

ابْنِ عَقِيْلٍ عَنِ الرُّبَيِّعِ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ بِرَأْسِهٖ مِنْ فَضْلِ مَاءٍ كَانَ فِيْ يَدِهٖ ۔

১৩০। মুসাদ্দাদ— রুবাই (রা) হতে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁর হাতের অতিরিক্ত পানি দ্বারা মাথা মাসেহ্ করেন।

١٣١– حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيْلٍ عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ فَاَدْخَلَ اِصْبَعَيْهِ فِيْ جُحْرَيْ اُذُنَيْهِ ۔

১৩১। ইবরাহীম— রুবাই বিন্তে মুআব্বিয (রা) হতে বর্ণিত। একদা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম উযু করেন এবং তিনি তাঁর দুইটি অংগুলি দুই কানের ছিদ্রে প্রবেশ করান –(ইব্‌নমাজা)।

١٣٢– حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسٰى وَمُسَدَّدٌ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ لَيْثٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ رَأْسَهٗ مَرَّةً وَّاحِدَةً حَتّٰى بَلَغَ الْقَذَالَ وَهُوَ اَوَّلُ الْقَفَا وَقَالَ مُسَدَّدٌ مَسَحَ رَأْسَهٗ مِنْ مُقَدَّمِهٖ اِلٰى مُؤَخَّرِهٖ حَتّٰى اَخْرَجَ يَدَيْهِ مِنْ تَحْتِ اُذُنَيْهِ ۔ قَالَ مُسَدَّدٌ فَحَدَّثْتُ بِهٖ يَحْيٰى فَاَنْكَرَهٗ ۔ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَسَمِعْتُ اَحْمَدَ يَقُوْلُ اِنَّ ابْنَ عُيَيْنَةَ زَعَمُوْا اَنَّهٗ كَانَ يُنْكِرُهٗ وَيَقُوْلُ اِيْشَ هٰذَا طَلْحَةُ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ ۔

১৩২। মুহাম্মাদ ইব্‌ন ঈসা— তালহা ইব্‌ন মুতাররিফ থেকে পর্যায়ক্রমে তাঁর পিতা ও পিতামহের সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে স্বীয় মাথা একবার মাসেহ্ করতে দেখেছি। এ সময় তিনি 'কাজাল' (মাথার পশ্চাদভাগে ঘাড়ের সংযোগ স্থান) পর্যন্ত পৌছান। মুসাদ্দাদ বলেন, তিনি (স) মাথার সামনের দিক থেকে পিছনের অংশ পর্যন্ত মাসেহ্ করেন এবং সর্বশেষ তিনি তাঁর উভয় হাত উভয় কানের নিম্নভাগ হতে বের করেন।

١٣٣- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ قَالَ اَنَا عَبَّادُ بْنُ مَنْصُوْرٍ عَنْ عِكْرَمَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَأَى رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ كُلَّهُ ثَلَاثًا ثَلَاثًا قَالَ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ مَسْحَةً وَاحِدَةً ـ

১৩৩। হাসান ইবূন আলী--- ইবূন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে উযু করতে দেখেন। এই হাদীছের সর্বশেষ রাবী হাসান ইবূন আলী সম্পূর্ণ হাদীছটি বর্ণনা প্রসংগে উল্লেখ করেছেন যে, নবী করীম (স) উযুর সময় প্রতিটি অংগ তিনবার করে ধৌত করেন এবং মাথা ও কর্ণদ্বয় একবার মাসেহ্ করেন-(নাসাঈ, তিরমিযী, ইবূনমাজা)।

١٣٤- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَقُتَيْبَةُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ سِنَانِ بْنِ رَبِيْعَةَ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ اَبِىْ أُمَامَةَ وَذَكَرَ وُضُوْءَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ الْمَاقَيْنِ قَالَ وَقَالَ الْأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ ـ قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ يَقُوْلُهَا اَبُوْ اُمَامَةَ قَالَ قُتَيْبَةُ قَالَ حَمَّادُ لَا اَدْرِىْ هُوَ مِنْ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَوْ اَبِىْ اُمَامَةَ يَعْنِىْ قِصَّةَ الْأُذُنَيْنِ ـ قَالَ قُتَيْبَةُ عَنْ سِنَانٍ اَبِىْ رَبِيْعَةَ ـ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَهُوَ ابْنُ رَبِيْعَةَ كُنْيَتُهُ اَبُوْ رَبِيْعَةَ ـ

১৩৪। সুলাইমান--- আবু উমামা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের উযু সম্পর্কে বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম উযুর সময় দুই চক্ষুর পার্শ্বস্থ স্থান মাসেহ্ করতেন। রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (স) আরো বলেছেনঃ কর্ণদ্বয় মস্তকের অংশ (কাজেই কান ধৌত করার পরিবর্তে মাসেহ্ করাই উত্তম)-(তিরমিযী, ইবূনমাজা)।

সুলায়মান ইবূন হারব বলেন, আবু উমামা (রা) এটা বলতেন। কুতায়বা বলেন, হাম্মাদ বলেছেনঃ আমি জানি না যে, "উভয় কান মাথার অন্তর্ভুক্ত" এটা মহানবী (স)-এর কথা, না আবু উমামা (রা)-এর কথা। কুতায়বা বলেছেন- সিনান আবু রবীআর সূত্রে। আবু দাউদ (রহ) বলেন, সিনান হচ্ছেন রবীআর পুত্র এবং তাঁর উপনাম আবু রবীআ।

٥١. بَابُ الْوُضُوْءِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا
৫১. অনুচ্ছেদঃ উযুর অংগগুলো তিনবার করে ধৌত করার বর্ণনা

١٣٥ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ مُوْسَى بْنِ اَبِىْ عَائِشَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ اِنَّ رَجُلًا اَتَى النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ الطُّهُوْرُ فَدَعَا بِمَاءٍ فِىْ اِنَاءٍ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثًا ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا ثُمَّ غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ وَاَدْخَلَ اِصْبَعَيْهِ السَّبَّاحَتَيْنِ فِىْ اُذُنَيْهِ وَمَسَحَ بِاِبْهَامَيْهِ عَلٰى ظَاهِرِ اُذُنَيْهِ وَبِالسَّبَّاحَتَيْنِ بَاطِنَ اُذُنَيْهِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ هٰكَذَا الْوُضُوْءُ فَمَنْ زَادَ عَلٰى هٰذَا اَوْ نَقَصَ فَقَدْ اَسَاءَ وَظَلَمَ اَوْ ظَلَمَ وَاَسَاءَ -

১৩৫। মুসাদ্দাদ— আমর ইব্ন শুআয়ব (রহ) হতে পর্যায়ক্রমে তাঁর পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত।[১] তিনি বলেছেন, এক ব্যক্তি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের খিদমতে উপস্থিত হয়ে বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)। পবিত্রতা কিরূপ? তখন তিনি (স) এক পাত্র পানি চাইলেন এবং দুই হাতের কব্জি পর্যন্ত তিনবার ধৌত করলেন। অতঃপর তিনি তাঁর মুখমন্ডল তিনবার ধৌত করেন, অতঃপর দুই হাতের কনুই পর্যন্ত তিনবার ধৌত করেন, অতঃপর মাথা মাসেহ্ করেন এবং উভয় হাতের তর্জনীদ্বয়কে উভয় কানে প্রবেশ করান, অতপর উভয় বৃদ্ধাংগুলি দ্বারা কানের বহিরাংশ মাসেহ্ করেন, অতঃপর পদযুগল তিনবার করে ধৌত করেন এবং বলেনঃ এটাই পরিপূর্ণ ভাবে উযু করার নমুনা। অতঃপর যে ব্যক্তি এর অধিক বা কম করে– সে অবশ্যই জুলুম ও অন্যায় করে। এস্থলে রাবী হাদীছের বর্ণনায় اساء وظلم অথবা ظلم اساء শব্দদ্বয়ের কোনটি প্রথমে ও কোনটি পরে বলেছেন এ ব্যাপারে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন–(নাসাঈ, ইব্ন মাজা)।

٥٢. بَابُ الْوُضُوْءِ مَرَّتَيْنِ
৫২. অনুচ্ছেদঃ উযুর অংগ–প্রত্যঙ্গ দুইবার করে ধৌত করা সম্পর্কে

---

১. অর্থাৎ আমর তাঁর পিতা শুআইবের সূত্রে এবং শুআইব সরাসরি নিজের দাদা আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর (রা)–র সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেন। এই একটি মাত্র সনদের (عن عمر بن شعيب عن ابيه عن جده) ক্ষেত্রে এই ব্যতিক্রম।

١٣٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا زَيْدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحُبَابِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ ثَوْبَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيُّ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ -

১৩৬। মুহাম্মাদ ইব্‌নুল আলা— আবূ হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম উযুর অংগ–প্রত্যঙ্গগুলি দুইবার করে ধৌত করেন–(তিরমিযী)।

١٣٧- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ قَالَ ثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا زَيْدٌ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ قَالَ لَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ اَتُحِبُّوْنَ اَنْ اُرِيَكُمْ كَيْفَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ فَدَعَا بِاِنَاءٍ فِيْهِ مَاءٌ فَاغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ الْيُمْنٰى فَتَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثُمَّ اَخَذَ اُخْرٰى فَجَمَعَ بِهَا يَدَيْهِ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثُمَّ اَخَذَ اُخْرٰى فَغَسَلَ بِهَا يَدَهُ الْيُمْنٰى ثُمَّ اَخَذَ اُخْرٰى فَغَسَلَ بِهَا يَدَهُ الْيُسْرٰى ثُمَّ قَبَضَ قَبْضَةً مِّنَ الْمَاءِ ثُمَّ نَفَضَ يَدَهُ ثُمَّ مَسَحَ بِهَا رَأْسَهُ وَاُذُنَيْهِ ثُمَّ قَبَضَ قَبْضَةً اُخْرٰى مِنَ الْمَاءِ فَرَشَّ عَلٰى رِجْلِهِ الْيُمْنٰى وَفِيْهَا النَّعْلُ ثُمَّ مَسَحَهَا بِيَدَيْهِ يَدٌ فَوْقَ الْقَدَمِ وَيَدٌ تَحْتَ النَّعْلِ ثُمَّ صَنَعَ بِالْيُسْرٰى مِثْلَ ذٰلِكَ -

১৩৭। উছমান ইব্‌ন আবী শায়বা— হযরত আতা ইব্‌ন ইয়াসার (রহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমাদেরকে ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন– তোমরা কি এটা পছন্দ কর যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম কিরূপে উযু করতেন তা আমি তোমাদের দেখাই? অতঃপর তিনি এক পাত্র পানি চাইলেন এবং ডান হাত দিয়ে এক কোশ পানি তুলে কুল্লি করলেন ও নাকে পানি দিলেন, অতঃপর আর এক কোশ পানি তুলে দুই হাত একত্রিত করে মুখমন্ডল ধৌত করলেন। অতঃপর আর এক কোশ পানি নিয়ে ডান হাত ধৌত করলেন এবং আরো এক কোশ পানি নিয়ে হাতে ঢাললেন এবং মাথা ও কান মাসেহ্ করলেন। অতঃপর আরো এক কোশ পানি তুলে ডান পায়ের উপর ছিটালেন– তখন তাঁর পায়ে সেন্ডেল ছিল। তিনি তাঁর এক হাত পায়ের উপরে এবং এক হাত পায়ের নিম্নাংশে রেখে ডলিয়ে ধুইলেন। অতঃপর তিনি বাম পাও অনুরূপভাবে ধৌত করেন–(বুখারী, তিরমিযী, নাসাঈ, ইব্‌ন মাজা)।

٥٣. بَابُ الْوُضُوْءِ مَرَّةً مَرَّةً

৫৩. অনুচ্ছেদঃ উযুর অংগ-প্রত্যঙ্গ একবার করে ধৌত করা

١٣٨- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ اَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اَلَا اُخْبِرُكُمْ بِوُضُوْءِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً ـ

১৩৮। মুসাদ্দাদ— ইবনু আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি কি তোমাদেরকে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের উযু সম্পর্কে খবর দিব না? অতঃপর তিনি উযুর প্রত্যেক অংগ একবার করে ধৌত করলেন[১]-(ঐ)।

٥٤. بَابٌ فِي الْفَرْقِ بَيْنَ الْمَضْمَضَةِ وَالْاِسْتِنْشَاقِ

৫৪. গড়গড়া করা ও নাক পরিষ্কার করার মধ্যে পার্থক্য

١٣٩- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ سَمِعْتُ لَيْثًا يُذْكُرُ عَنْ طَلْحَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ دَخَلْتُ يَعْنِيْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ وَالْمَاءُ يَسِيْلُ مِنْ وَجْهِهِ وَلِحْيَتِهِ عَلٰى صَدْرِهِ فَرَاَيْتُهُ يَفْصِلُ بَيْنَ الْمَضْمَضَةِ وَالْاِسْتِنْشَاقِ ـ

১৩৯। হুমায়েদ ইবনু মাসআদা— তালহা (রহ) থেকে পর্যায়ক্রমে তাঁর পিতা এবং পিতামহের সূত্রে বর্ণিত। তিনি (দাদা) বলেন, আমি একদা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের খেদমতে এমন সময় উপস্থিত হই- যখন তিনি উযু করছিলেন এবং উযুর পানি তাঁর চেহারা ও দাড়ি দিয়ে গড়িয়ে সিনার (বুকের) উপর পড়ছিল। আমি প্রত্যক্ষ করলাম যে, তিনি পৃথক পৃথক ভাবে কুলি করলেন এবং নাকে পানি দিলেন (যাতে মনে হয় যে, তিনি গোসল করছেন)।

٥٥. بَابٌ فِي الْاِسْتِنْثَارِ

৫৫. অনুচ্ছেদঃ নাক পরিষ্কার করা সম্পর্কে

---

১. উযুর অংগ-প্রত্যঙ্গ একবার করে ধৌত করলেও উযু আদায় হবে। কিন্তু তিনবার করে ধৌত করা মুস্তাহাব। -(অনুবাদক)

١٤٠- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا تَوَضَّأَ اَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ فِىْ اَنْفِهٖ مَاءً ثُمَّ لِيَنْثُرْ ـ

১৪০। আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসলামা— আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ যখন তোমাদের কেউ উযু করে– তখন সে যেন তার নাকের মধ্যে পানি প্রবেশ করিয়ে তা পরিষ্কার করে–(বুখারী, মুসলিম, ইব্ন মাজা, নাসাঈ)।

١٤١- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسٰى قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ ذِئْبٍ عَنْ قَارِظٍ عَنْ اَبِىْ غِطْفَانَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِسْتَنْثِرُوْا مَرَّتَيْنِ بَالِغَتَيْنِ اَوْ ثَلَاثًا ـ

১৪১। ইবরাহীম ইব্ন মূসা— ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ তোমরা পরিপূর্ণ ভাবে দুইবার নাক পরিষ্কার কর অথবা তিনবার –(ইব্নমাজা)।

١٤٢- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ فِىْ اٰخَرِيْنَ قَالُوْا حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ كَثِيْرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ لَقِيْطِ بْنِ صَبْرَةَ عَنْ اَبِيْهِ لَقِيْطِ بْنِ صَبْرَةَ قَالَ كُنْتُ وَافِدَ بَنِى الْمُنْتَفِقِ اَوْ فِىْ وَفْدِ بَنِى الْمُنْتَفِقِ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ نُصَادِفْهُ فِىْ مَنْزِلِهٖ وَصَادَفْنَا عَائِشَةَ اُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ قَالَ فَاَمَرَتْ لَنَا بِخَزِيْرَةٍ فَصُنِعَتْ لَنَا قَالَ وَاُتِيْنَا بِقِنَاعٍ وَلَمْ يَقُلْ قُتَيْبَةُ الْقِنَاعَ وَالْقِنَاعُ الطَّبَقُ فِيْهِ تَمْرٌ ثُمَّ جَاءَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اَصَبْتُمْ شَيْئًا اَوْ اُمِرَ لَكُمْ بِشَىْءٍ قَالَ فَقُلْنَا نَعَمْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ فَبَيْنَا نَحْنُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جُلُوْسٌ اِذْ دَفَعَ الرَّاعِىْ غَنَمَهُ اِلَى الْمُرَاحِ وَمَعَهُ سَخْلَةٌ تَيْعَرُ فَقَالَ مَا وَلَّدْتَ يَا فُلَانُ قَالَ بَهْمَةً

قَالَ فَاذْبَحْ لَنَا مَكَانَهَا شَاةً ثُمَّ قَالَ لَا تَحْسِبَنَّ وَلَمْ يَقُلْ لَا تَحْسَبَنَّ اَنَّا مِنْ اَجْلِكَ ذَبَحْنَاهَا لَنَا غَنَمٌ مِائَةٌ لَّا نُرِيْدُ اَنْ تَزِيْدَ فَاِذَا وَلَّدَ الرَّاعِيْ بَهْمَةً ذَبَحْنَا مَكَانَهَا شَاةً قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ لِيَ امْرَأَةً وَاِنَّ فِيْ لِسَانِهَا شَيْئًا يَعْنِي الْبَذَاءَ قَالَ فَطَلِّقْهَا اِذًا قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ لَهَا صُحْبَةً وَلِيْ مِنْهَا وَلَدٌ قَالَ فَمُرْهَا يَقُوْلُ عِظْهَا فَاِنْ يَكُ فِيْهَا خَيْرٌ فَسَتَفْعَلُ وَلَا تَضْرِبْ ظَعِيْنَتَكَ كَضَرْبِكَ اُمَيَّتَكَ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَخْبِرْنِيْ عَنِ الْوُضُوْءِ قَالَ اَسْبِغِ الْوُضُوْءَ وَخَلِّلْ بَيْنَ الْاَصَابِعِ وَبَالِغْ فِي الْاِسْتِنْشَاقِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ صَائِمًا ـ

১৪২। কুতায়াতা ইব্ন সাঈদ— আসিম ইব্ন লাকীত ইব্ন সাবুরা থেকে তাঁর পিতা লাকীত ইব্ন সাবুরার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বানূ মুনতাফিকের (গোত্রের) একক প্রতিনিধি হিসেবে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের দরবারে গমন করি। তিনি বলেন, যখন আমরা তাঁর দরবারে উপনীত হলাম– তখন তাঁকে স্বগৃহে (উপস্থিত) পেলাম না এবং উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রা)–কে উপস্থিত পেলাম। তখন তিনি আমাদের জন্য 'খাযীরাহ্' (এক ধরনের উপাদেয় খাদ্য) তৈরীর নির্দেশ দিলেন। অতঃপর তা আমাদের জন্য প্রস্তুত করা হলে খাদ্যের পাত্রে তা আমাদের সম্মুখে পেশ করা হয়। হাদীছের অন্য রাবী কুতায়বা "القناع" শব্দটি স্পষ্ট ভাবে উল্লেখ করেননি। القناع হল এমন একটি পাত্র যার মধ্যে খেজুর রাখা হয়। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ঘরে ফিরে এসে আমাদের জিজ্ঞেস করলেনঃ তোমরা কি কিছু খেয়েছ? অথবা তোমাদের (খাওয়ার জন্য) কোন কিছুর নির্দেশ দেয়া হয়েছে কি? আমরা বললাম, হাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এমতাবস্থায় যখন আমরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সাথে মজলিসে ছিলাম– তখন এক মেষ–পালক তাঁর (স) বকরীর পাল নিয়ে চারণভূমিতে যাচ্ছিল এবং বকরীর সাথে চীৎকাররত একটি বাচ্চাও ছিল। তখন তিনি (স) জিজ্ঞেস করেনঃ কি বাচ্চা জন্ম নিয়েছে? সে বলল, ছাগল অথবা ভেড়ার একটি মাদি বাচ্চা। তখন তিনি বলেনঃ এর পরিবর্তে তুমি আমাদের জন্য একটি বকরী যবেহ্ কর। অতঃপর নবী করীম (স) প্রতিনিধি দলের নেতাকে সম্বোধন করে বলেনঃ তোমরা মনে কর না যে, তা কেবলমাত্র তোমাদের উদ্দেশ্যে যবেহ্ করা হয়েছে। বরং অবস্থা এই যে, আমাদের একশত বকরী আছে, আমি এর অতিরিক্ত সংখ্যা বাড়াতে চাই না। কাজেই যখন একটি নতুন শাবক জন্ম নিয়েছে, তার পরিবর্তে একটি ছাগল যবেহ্ করেছি। তখন আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার একজন স্ত্রী আছে– যে কথাবার্তা বলার সময় গালিগালাজ করে। এতদ্শ্রবণে তিনি বলেনঃ

তাকে তালাক দাও। তখন আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তার সাথে আমার দীর্ঘ দিনের সম্পর্ক এবং তার গর্ভজাত আমার একটি সন্তানও আছে। তখন তিনি বলেনঃ তুমি তাকে উপদেশ দাও। যদি সে তোমার উপদেশে ভাল হয়ে যায়– তবেই উত্তম। জেনে রেখ, তুমি তোমার স্ত্রীকে দাসীর মত মারপিট কর না। তখন আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! উযু সম্পর্কে আমাকে অবহিত করুন। তিনি বলেনঃ পরিপূর্ণভাবে উযু করবে এবং অংগুলিসমূহ খেলাল করবে এবং নাকের মধ্যে পরিপূর্ণভাবে পানি পৌঁছাবে। অবশ্য রোযাদার হলে এরূপ করবে না[১] –(তিরমিযী, ইব্ন মাজা, নাসাঈ)।

١٤٣– حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ قَالَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ حَدَّثَنِي اِسْمَاعِيلُ بْنُ كَثِيرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ لَقِيطِ بْنِ صَبْرَةَ عَنْ اَبِيهِ وَافِدِ بَنِي الْمُنْتَفِقِ اَنَّهُ اَتَى عَائِشَةَ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ قَالَ فَلَمْ نَنْشَبْ اَنْ جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَقَلَّعُ يَتَكَفَّأُ وَقَالَ عَصِيدَةٍ مَكَانَ خَزِيرَةٍ-

১৪৩। উকবা ইব্ন মুকাররাম— আসিম ইব্ন লাকীত ইব্ন সাবুরা হতে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। একদা বনী মুনতাফিকের প্রতিনিধি দল হযরত আয়েশা (রা)–এর খিদমতে উপস্থিত হয়। অতঃপর রাবী পূর্ববর্তী হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করেন। রাবী আরো বলেন, আমরা কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম মন্থর গতিতে সেখানে এসে উপস্থিত হন। এস্থলে বর্ণনাকারী خزيره শব্দের পরিবর্তে عصيده শব্দ উল্লেখ করেছেন।[২]

١٤٤– حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا بْنُ جُرَيْجٍ بِهٰذَا الْحَدِيثِ قَالَ فِيهِ اِذَا تَوَضَّأْتَ فَمَضْمِضْ-

১৪৪। মুহাম্মাদ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া— হযরত ইব্ন জুরায়েজ হতে উপরোক্ত হাদীছটি বর্ণিত হয়েছে। তাঁর উক্ত হাদীছে আরো আছে, মহানবী (স) বলেনঃ যখন তুমি উযু কর তখন কুল্লি করবে।

১· উযুর সময় গড়গড়া করা ও নাকের মধ্যে পরিপূর্ণভাবে পানি দিয়ে নাক পরিষ্কার করা সুন্নাত এবং নাপাকীর গোসলের সময় তা ফরয। কিন্তু রোযা থাকাবস্থায় গড়গড়া করা এবং নাকের মধ্যে এমন ভাবে পানি প্রবেশ করান নিষেধ– যাতে রোযার ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। –(অনুবাদক)

২· خزيره (খাযীরাহ্) হলঃ যব, আটা, গোশ্ত ইত্যাদি একত্রিত করে যে উপাদেয় খাদ্য তৈরী করা হয়। عصيده (আসীদাহ্) হলঃ যব, আটা, ঘি ও মধু সমন্বয়ে প্রস্তুত অপর একটি উপাদেয় খাদ্য। –(অনুবাদক)

٥٦. بَابُ تَخْلِيلِ اللِّحْيَةِ

৫৬. অনুচ্ছেদঃ দাড়ি খেলাল করা

١٤٥- حَدَّثَنَا اَبُوْ تَوْبَةَ يَعْنِى الرَّبِيْعَ بْنَ نَافِعٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ الْمَلِيْحِ عَنِ الْوَلِيْدِ بْنِ زَوْرَانَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اِذَا تَوَضَّأَ اَخَذَ كَفًّا مِنْ مَّاءٍ فَاَدْخَلَهُ تَحْتَ حَنَكِهِ فَخَلَّلَ بِهِ لِحْيَتَهُ وَقَالَ هٰكَذَا اَمَرَنِىْ رَبِّىْ عَزَّ وَجَلَّ ـ

১৪৫। আবু তাওবা রুবাই ইব্‌ন নাফে— আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম যখন উযু করতেন, তখন তিনি এক কোশ পানি হাতে নিয়ে থুতনির নীচে দিয়ে তা দ্বারা দাড়ি খেলাল করতেন। তিনি আরো বলেনঃ আমার প্রতিপালক আমাকে এরূপ করার নির্দেশ দিয়েছেন।

٥٧. بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْعِمَامَةِ

৫৭. অনুচ্ছেদঃ পাগড়ীর উপর মাসেহ্ করা

١٤٦- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ ثَوْرٍ عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ بَعَثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِيَّةً فَاَصَابَهُمُ الْبَرْدُ فَلَمَّا قَدِمُوْا عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَرَهُمْ اَنْ يَّمْسَحُوْا عَلَى الْعَصَائِبِ وَالتَّسَاخِيْنِ ـ

১৪৬। আহমাদ ইব্‌ন মুহাম্মাদ— ছাওবান (রা) হতে বর্ণিত। একদা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম শত্রুদের সাথে মুকাবিলার জন্য একদল সৈন্য পাঠান। তারা ঠান্ডায় আক্রান্ত হয়। অতঃপর তারা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নিকট ফিরে এলে তিনি (স) তাদেরকে পাগড়ী ও মোজার উপর মাসেহ্ করার অনুমতি প্রদান করেন।

١٤٧- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ اَبِىْ مَعْقِلٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ رَأَيْتُ

رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ قُطْرِيَّةٌ فَادْخَلَ يَدَهُ مِنْ تَحْتِ الْعِمَامَةِ فَمَسَحَ مُقَدَّمَ رَأْسِهِ وَلَمْ يَنْقُضِ الْعِمَامَةَ ـ

১৪৭। আহমাদ ইব্ন সালেহ্— আনাস ইব্ন মালিক (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে কিতরিয়াহ্ নামীয় পাগড়ী পরিহিত অবস্থায় উযু করতে দেখেছি। এ সময় তিনি তাঁর হাত পাগড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়ে মাথার সম্মুখভাগ মাসেহ্ করেন, কিন্তু পাগড়ী খুলেননি।

৫৮. بَابُ غُسْلِ الرِّجْلِ

৫৮. অনুচ্ছেদঃ উযুর সময় পা ধৌত করা সম্পর্কে

١٤٨- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ ثَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ عَمْرٍو عَنْ اَبِى عَبْدِ الرَّحْمَانِ الْحُبُلِىِّ عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ شَدَّادٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا تَوَضَّأَ يَدْلُكُ اَصَابِعَ رِجْلَيْهِ بِخِنْصَرِهِ ـ

১৪৮। কুতায়বা ইব্ন সাঈদ— মুসতাওরিদ ইব্ন শাদ্দাদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে উযুর সময় স্বীয় পদদ্বয়ের অংগুলিসমূহ হাতের কনিষ্ঠ অংগুলি দ্বারা খেলাল করতে দেখেছি–(তিরমিযী, ইব্ন মাজা)।

৫৯. بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ

৫৯. অনুচ্ছেদঃ মোজার উপর মাসেহ্ করা সম্পর্কে

١٤٩- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِى يُوْنُسُ بْنُ يَزِيْدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِى عَبَّادُ بْنُ زِيَادٍ اَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَاهُ الْمُغِيْرَةَ يَقُوْلُ عَدَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَنَا مَعَهُ فِىْ غَزْوَةِ تَبُوْكَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَعَدَلْتُ مَعَهُ فَاَنَاخَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَبَرَّزَ ثُمَّ جَاءَ فَسَكَبْتُ عَلَى يَدِهِ مِنَ الْاِدَاوَةِ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثُمَّ غَسَلَ

وَجْهَهُ ثُمَّ حَسَرَعَنْ ذِرَاعَيْهِ فَضَاقَ كُمَّا جُبَّتِهِ فَاَدْخَلَ يَدَيْهِ فَاَخْرَجَهُمَا مِنْ تَحْتِ الْجُبَّةِ فَغَسَلَهُمَا اِلَى الْمِرْفَقِ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ تَوَضَّاَ عَلٰى خُفَّيْهِ ثُمَّ رَكِبَ فَاَقْبَلْنَا نَسِيْرُ حَتّٰى نَجِدَ النَّاسَ فِى الصَّلٰوةِ قَدْ قَدَّمُوا عَبْدَ الرَّحْمَانِ بْنَ عَوْفٍ فَصَلّٰى بِهِمْ حِيْنَ كَانَ وَقْتُ الصَّلٰوةِ وَوَجَدْنَا عَبْدَ الرَّحْمَانِ وَقَدْ رَكَعَ بِهِمْ رَكْعَةً مِّنْ صَلٰوةِ الْفَجْرِ فَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَفَّ مَعَ الْمُسْلِمِيْنَ فَصَلّٰى وَرَاءَ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ عَوْفٍ الرَّكْعَةَ الثَّانِيَةَ ثُمَّ سَلَّمَ عَبْدُ الرَّحْمَانِ فَقَامَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى صَلٰوتِهِ فَفَزِعَ الْمُسْلِمُوْنَ فَاَكْثَرُوْا التَّسْبِيْحَ لِاَنَّهُمْ سَبَقُوا النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالصَّلٰوةِ فَلَمَّا سَلَّمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُمْ اَصَبْتُمْ اَوْ قَدْ اَحْسَنْتُمْ ـ

১৪৯। আহ্‌মাদ ইব্‌ন সালেহ্— মুগীরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তাবূকের যুদ্ধের সময় একদিন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফজরের নামাযের পূর্বে স্থানান্তরে গমন করলেন এবং এ সময় আমিও তাঁর সাথে ছিলাম। অতঃপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁর উষ্ট্রী বসালেন এবং মলমূত্র ত্যাগ করলেন। তা সমাপনান্তে ফিরে এলে আমি পাত্র হতে তাঁর হাতে পানি ঢেলে দেই। তিনি উভয় হাতের কজি পর্যন্ত এবং মুখমন্ডল ধৌত করেন। অতপর তিনি তার জুব্বার আস্তিন উপরের দিকে উঠাতে চেষ্টা করেন, কিন্তু তা সংকীর্ণ হওয়ায় তিনি তাঁর হাত জুব্বার আস্তিনের ভিতর হতে বের করে উভয় হাতের কনুই পর্যন্ত ধৌত করলেন। অতঃপর মাথা মাসেহ্ করলেন, অতঃপর মোজার উপর মাসেহ্ করলেন এবং উটের উপর আরোহণ করলেন। অতঃপর আমরা সেখান থেকে প্রত্যাবর্তন করে সকলকে নামাযে রত পেলাম। তারা হযরত আবদুর রহমান ইব্‌ন আওফ (রা)–কে ইমাম নিযুক্ত করেছে। আবদুর রহমান ইব্‌ন আওফ (র) নামাযের সময় হওয়ায় তাদেরকে নিয়ে নামায আরম্ভ করেন এবং আমরা তাঁকে এমন অবস্থায় পাই যে, তিনি ফজরের নামাযের এক রাকাত (তখন) শেষ করেছেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম মুসলমানদের সাথে কাতারে দাঁড়িয়ে আবদুর রহমান (রা)–এর পিছনে নামাযের দ্বিতীয় রাকাত আদায় করলেন। আবদুর রহমান (রা) নামাযের সালাম ফিরালে রাসূলুল্লাহ্ (স) তাঁর বাকী নামায আদায়ের জন্য দন্ডায়মান হন। এতদ্দর্শনে সমবেত মুসলমানরা ভীত–সন্ত্রস্ত হয়ে অধিক পরিমাণে 'সুব্‌হানাল্লাহ্' পাঠ করতে থাকে। কেননা তারা নবী করীম (স)–এর জন্য অপেক্ষা না করে নামায আরম্ভ করে দিয়েছিল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্

সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম নামায সমাপনান্তে সাহাবীদের লক্ষ্য করে বলেনঃ তোমরা যথা সময়ে নামায আদায় করে ঠিকই করেছ অথবা উত্তম কাজই করেছ[১]–(বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, ইব্ন মাজা, তিরমিযী)।

١٥٠– حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى يَعْنِى ابْنَ سَعِيْدٍ ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنِ التَّيْمِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا بَكْرٌ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ ابْنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ نَاصِيَتَهُ وَذَكَرَ فَوْقَ الْعِمَامَةِ قَالَ عَنِ الْمُعْتَمِرِ سَمِعْتُ اَبِىْ يُحَدِّثُ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ ابْنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنِ الْمُغِيْرَةِ اَنَّ نَبِىَّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَعَلٰى نَاصِيَتِهِ وَعَلٰى عِمَامَتِهِ قَالَ بَكْرٌ قَدْ سَمِعْتُهُ مِنِ ابْنِ الْمُغِيْرَةِ ـ

১৫০। মুসাদ্দাদ— মুগীরা ইব্ন শোবা (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম উযুর সময় তাঁর কপাল মাসেহ্ করেন। তিনি আরো বলেন, এই মাসেহ্ ছিল পাগড়ীর উপর। মুগীরা (রা) হতে অন্য বর্ণনায় আছেঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম মোজা, কপাল ও পাগড়ীর উপর মাসেহ্ করেন–(ঐ)।

١٥١– حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ عَنِ الشَّعْبِىِّ قَالَ سَمِعْتُ عُرْوَةَ بْنَ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ يَذْكُرُ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ رَكْبِهِ وَمَعِىَ اِدَاوَةٌ فَخَرَجَ لِحَاجَتِهِ ثُمَّ اَقْبَلَ فَتَلَقَّيْتُهُ بِالْاِدَاوَةِ فَاَفْرَغْتُ عَلَيْهِ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ وَوَجْهَهُ ثُمَّ اَرَادَ اَنْ يُّخْرِجَ ذِرَاعَيْهِ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ مِّنْ صُوْفٍ مِّنْ جِبَابِ الرُّوْمِ ضَيِّقَةُ الْكُمَّيْنِ فَضَاقَتْ فَادَّرَعَهُمَا اِدِّرَاعًا ثُمَّ اَهْوَيْتُ اِلَى الْخُفَّيْنِ لِاَنْزِعَهُمَا فَقَالَ لِىْ دَعِ الْخُفَّيْنِ فَاِنِّىْ اَدْخَلْتُ الْقَدَمَيْنِ

১· নির্ধারিত সময়ে ইমাম অনুপস্থিত থাকলে তার জন্য বিলম্ব না করে উপস্থিত মুসল্লীদের মধ্য হতে একজনকে ইমাম নিযুক্ত করে তার নেতৃত্বে যথা সময়ে নামায আদায় করা মুস্তাহাব। নামাযের সঠিক সময় অবশিষ্ট থাকলে ইমামের জন্য অপেক্ষা করা যেতে পারে। –(অনুবাদক)

فِى الْخُفَّيْنِ وَهُمَا طَاهِرَتَانِ فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا ـ قَالَ اَبِىْ قَالَ الشَّعْبِىُّ شَهِدَلِىْ عُرْوَةُ عَلٰى اَبِيْهِ وَشَهِدَ اَبُوْهُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ

১৫১। মুসাদ্দাদ— উরওয়া ইব্‌নুল মুগীরা ইব্‌ন শোবা থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, একদা আমরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সাথে উষ্ট্রে সফর করছিলাম। এ সময় আমার নিকট (পানির) পাত্র ছিল। তিনি (স) পায়খানায় গেলেন এবং তথা হতে ফিরে এলে আমি তাঁর সামনে (পানির) পাত্র নিয়ে উপস্থিত হই। অতঃপর আমি পানি ঢাললে তিনি (স) তাঁর উভয় হাতের কব্জি পর্যন্ত এবং মুখমন্ডল ধৌত করেন, অতঃপর হাত বের করতে ইচ্ছা করলেন, এ সময় তাঁর (স) পরিধানে রূমের তৈরী সংকীর্ণ আস্তিন বিশিষ্ট পশমী জোব্বা ছিল। আস্তিন অধিক সংকীর্ণ হওয়ায় তিনি অতি কষ্টে দুই হাতের আস্তিন গুটাতে না পেরে তা খুলে ফেলেন। অতঃপর আমি তাঁর পায়ের মোজাদ্বয় খুলবার চেষ্টা করি। তখন তিনি বলেনঃ মোজা খুল না। কেননা আমি যখন মোজা পরিধান করি, তখন আমার উভয় পা পবিত্র ছিল। অতঃপর তিনি মোজাদ্বয়ের উপর মাসেহ্ করেন—(ঐ)।

١٥٢ـ حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ ثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ وَعَنْ زُرَارَةَ بْنِ اَوْفٰى اَنَّ الْمُغِيْرَةَ بْنَ شُعْبَةَ قَالَ تَخَلَّفَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ هٰذِهِ الْقِصَّةَ قَالَ فَاَتَيْنَا النَّاسَ وَعَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ عَوْفٍ يُّصَلِّىْ بِهِمُ الصُّبْحَ فَلَمَّا رَاٰى النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَرَادَ اَن يَّتَاَخَّرَ فَاَوْمَاَ اِلَيْهِ اَنْ يَّمْضِىَ قَالَ فَصَلَّيْتُ اَنَا وَالنَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلْفَهٗ رَكْعَةً فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى الرَّكْعَةَ الَّتِىْ سُبِقَ بِهَا وَلَمْ يَزِدْ عَلَيْهَا شَيْئًا ـ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ اَبُوْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ وَابْنُ الزُّبَيْرِ وَابْنُ عُمَرَ يَقُوْلُوْنَ مَنْ اَدْرَكَ الْفَرْدَ مِنَ الصَّلٰوةِ عَلَيْهِ سَجْدَتَا السَّهْوِ ـ

১৫২। হুদবা ইব্‌ন খালিদ— মুগীরা ইব্‌ন শোবা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, একদা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম মলমূত্র ত্যাগের জন্য দূরে যাওয়ায় নামাযের জামাতে উপস্থিত হতে বিলম্ব হয়। অতঃপর তিনি এই ঘটনাটি বর্ণনা করেন। আমরা লোকদের নিকট এসে দেখি আবদুর রহমান ইব্‌ন আওফ (রা) সকলকে নিয়ে ফজরের নামায আদায় করছেন। তিনি রাসূলুল্লাহ্ (স)–কে দেখতে পেয়ে পিছনের দিকে সরে আসতে চাইলে তিনি (স) তাঁকে

ইশারায় নামায পড়াতে বলেন। রাবী বলেন, অতঃপর আমি (মুগীরা) এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁর পিছনে এক রাকাত নামায আদায় করি। তিনি সালাম ফিরালে নবী করীম (স) দাঁড়িয়ে নামাযের যে রাকাতটি ইমামের সাথে পাননি তা আদায় করেন এবং এর অতিরিক্ত কিছুই করেননি-(ঐ)।

ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেন, আবু সাঈদ আল-খুদরী, ইবনুয-যুবায়র ও ইবন উমার (রা) বলেছেন-কোন ব্যক্তি ঈমামের সাথে আংশিক নামায পেলে তাকে দু'টি সহু সিজদা করতে হবে।

١٥٣- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ ثَنَا اَبِىْ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِىْ بَكْرٍ يَعْنِى ابْنَ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ بْنِ سَعْدٍ سَمِعَ اَبَا عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِىْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ السُّلَمِىِّ اَنَّهُ شَهِدَ عَبْدَ الرَّحْمَانِ بْنَ عَوْفٍ يَسْاَلُ بِلَالًا عَنْ وُّضُوْءِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كَانَ يَخْرُجُ يَقْضِىْ حَاجَتَهُ فَاٰتِيْهِ بِالْمَاءِ فَيَتَوَضَّأُ وَيَمْسَحُ عَلٰى عِمَامَتِهِ وَمُوْقَيْهِ ـ قَالَ اَبُوْ دَاوٗدَ وَهُوَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ مَوْلٰى بَنِىْ تَيْمِ بْنِ مُرَّةَ ـ

১৫৩। উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন মুআয---- আবু আবদুর রহমান আস্‌-সুলামী (রহ) হতে বর্ণিত। যখন হযরত আবদুর রহমান ইব্‌ন আওফ (রা) হযরত বিলাল (রা)-কে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের উযু সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন, তখন তিনি সেখানে উপস্থিত ছিলেন। জবাবে তিনি (বিলাল) বলেন, নবী করীম (স) যখনই মলমূত্র ত্যাগের জন্য বের হতেন, তখন আমি তাঁর পানি নিয়ে যেতাম। এ সময় তিনি উযু করে পাগড়ী ও মোজার উপর মাসেহ্ করতেন।

١٥٤- حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ الْحُسَيْنِ الدِّرْهَمِىُّ قَالَ ثَنَا ابْنُ دَاوٗدَ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ اَبِىْ زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيْرٍ اَنَّ جَرِيْرًا بَالَ ثُمَّ تَوَضَّأَ فَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَقَالَ مَا يَمْنَعُنِىْ اَنْ اَمْسَحَ وَقَدْ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ قَالُوْا اِنَّمَا كَانَ ذٰلِكَ قَبْلَ نُزُوْلِ الْمَائِدَةِ ـ قَالَ مَا اَسْلَمْتُ اِلَّا بَعْدَ نُزُوْلِ الْمَائِدَةِ ـ

১৫৪। আলী ইব্‌নুল হুসায়ন---- আবু যুরআ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন জারীর (রা) হতে বর্ণিত। একদা হযরত জারীর (রা) পেশাবের পর উযু করার সময় মোজা মাসেহ্ করেন এবং বলেন, (মোজার উপর) আমাকে মাসেহ্ করতে নিষেধ করা হয়নি। কেননা আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে স্বচক্ষে এভাবে মাসেহ্ করতে দেখেছি। উপস্থিত লোকেরা বলেন, এটা সূরা মাইদা নাযিল হওয়ার পূর্বের ঘটনা। জবাবে তিনি বলেন, আমি সূরা মাইদা নাযিল হওয়ার পরই ইসলামে দীক্ষিত হই- (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ, ইব্‌ন মাজা)।

١٥٥- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَأَحْمَدُ بْنُ اَبِيْ شُعَيْبٍ الْحَرَّانِيُّ قَالَا ثَنَا وَكِيْعٌ قَالَ ثَنَا دُلْهَمُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ حُجَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ النَّجَاشِيَّ اَهْدٰى اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُفَّيْنِ اَسْوَدَيْنِ سَاذَجَيْنِ فَلَبِسَهُمَا ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَيْهِمَا - قَالَ مُسَدَّدٌ عَنْ دُلْهَمِ بْنِ صَالِحٍ - قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ هٰذَا مِمَّا تَفَرَّدَ بِهٖ اَهْلُ الْبَصْرَةِ -

১৫৫। মুসাদ্দাদ— ইব্ন বুরায়দা (রহ) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। হাবশার বাদশাহ্ নাজ্জাশী রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের খিদমতে এক জোড়া নিকশ কালো রং-এর মোজা উপঢৌকন পাঠান। অতঃপর তিনি তা পরিধান করেন এবং উযুর সময় তার উপর মাসেহ্ করেন- (তিরমিযী, ইব্ন মাজা)।

١٥٦- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ قَالَ ثَنَا ابْنُ حَيٍّ هُوَ الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ عَامِرٍ الْبَجَلِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ اَبِيْ نُعْمٍ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَنَسِيْتَ قَالَ بَلْ اَنْتَ نَسِيْتَ بِهٰذَا اَمَرَنِيْ رَبِّيْ عَزَّ وَجَلَّ -

১৫৬। আহ্মাদ ইব্ন ইউনুস— মুগীরা ইব্ন শোবা (রা) হতে বর্ণিত। একদা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম মোজার উপর মাসেহ্ করেন। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি কি ভুলে গিয়েছেন? তিনি বলেনঃ বরং তুমিই ভুলে গিয়েছ। আমাকে আমার মহান প্রতিপালক এরূপ করার নির্দেশ দিয়েছেন।

٦٠. بَابُ التَّوْقِيْتِ فِي الْمَسْحِ

৬০. অনুচ্ছেদঃ মোজার উপর মাসেহ্ করার সময়সীমা

١٥٧- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ اَبِيْ عَبْدِ اللّٰهِ الْجَدَلِيِّ عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ لِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةُ اَيَّامٍ وَّلِلْمُقِيْمِ يَوْمًا وَّلَيْلَةً - قَالَ اَبُوْ

دَاوُدَ رَوَاهُ مَنْصُوْرُ بْنُ الْمُعْتَمِرِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِيِّ بِاِسْنَادِهٖ قَالَ فِيْهِ وَلَوِ اسْتَزَدْنَاهُ لَزَادَنَا ـ

১৫৭। হাফ্স ইব্ন উমার--- খুযাইমা ইব্ন ছাবিত (রা) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নিকট থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি (স) বলেনঃ মুসাফিরের জন্য মোজার উপর মাসেহ্ করার নির্দ্ধারিত সময়সীমা হল তিন দিন এবং মুকীমের (নিজ বাড়ীতে অবস্থানকারী) জন্য একদিন একরাত। অপর বর্ণনায় আছেঃ আমরা যদি তাঁর নিকট অধিক সময়সীমা প্রার্থনা করতাম, তবে তিনি আমাদের জন্য অধিক সময় অনুমোদন করতেন–(তিরমিযী, ইব্ন মাজা)।

١٥٨– حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُعِيْنٍ ثَنَا عَمْرُو بْنُ الرَّبِيْعِ بْنِ طَارِقٍ قَالَ اَنَا يَحْيَى بْنُ اَيُّوْبَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ رَزِيْنٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ اَيُّوْبَ بْنِ قَطَنٍ عَنْ اُبَيِّ بْنِ عِمَارَةَ قَالَ يَحْيَى بْنُ اَيُّوْبَ وَكَانَ قَدْ صَلّٰى مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقِبْلَتَيْنِ اَنَّهُ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَاَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ قَالَ نَعَمْ قَالَ يَوْمًا قَالَ يَوْمًا قَالَ وَيَوْمَيْنِ قَالَ وَيَوْمَيْنِ قَالَ وَثَلَاثَةً قَالَ نَعَمْ وَمَا شِئْتَ ـ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ ابْنُ اَبِيْ مَرْيَمَ الْمِصْرِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَيُّوْبَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ رَزِيْنٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيْدَ بْنِ اَبِيْ زِيَادٍ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيٍّ عَنْ اُبَيِّ بْنِ عِمَارَةَ قَالَ فِيْهِ حَتّٰى بَلَغَ سَبْعًا ـ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمْ مَا بَدَالَكَ ـ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَقَدِ اخْتُلِفَ فِيْ اِسْنَادِهٖ وَلَيْسَ هُوَ بِالْقَوِيِّ وَرَوَاهُ ابْنُ اَبِيْ مَرْيَمَ وَيَحْيَى بْنُ اِسْحَاقَ السَّيْلَحِيْنِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَيُّوْبَ وَقَدِ اخْتُلِفَ فِيْ اِسْنَادِهٖ ـ

১৫৮। ইয়াহ্ইয়া ইব্ন মুঈন--- উবাই ইব্ন ইমারা (রা) হতে বর্ণিত। ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আইউব বলেন, তিনি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সাথে উভয় কিবলার দিকে মুখ করে নামায পড়েছিলেন। তিনি বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি কি মোজার উপর মাসেহ্ করব? তিনি বলেনঃ হাঁ। রাবী তাঁকে এক, দুই ও তিন সম্পর্কে প্রশ্ন করলে– তিনি বলেনঃ তুমি যত দিনের জন্য ইচ্ছা কর। অপর এক বর্ণনায় আছেঃ তিনি প্রশ্ন করতে করতে সাত দিন পর্যন্ত

পৌছান। জবাবে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেনঃ হাঁ; যতদিন তুমি প্রয়োজন বোধ কর[১]–(ইব্‌নমাজা)।

٦١. بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ

৬১. অনুচ্ছেদঃ জাওরাবায়েনের উপর মাসেহ্ করা

١٥٩– حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ عَنْ وَكِيْعٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ اَبِيْ قَيْسٍ الْاَوْدِيِّ هُوَ عَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ ثَرْوَانَ عَنْ هُزَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيْلٍ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّاَ وَمَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ ـ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ كَانَ عَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ مَهْدِيٍّ لَا يُحَدِّثُ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ لِاَنَّ الْمَعْرُوْفَ عَنِ الْمُغِيْرَةِ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ ـ وَرُوِيَ هٰذَا اَيْضًا عَنْ اَبِيْ مُوْسَى الْاَشْعَرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ مَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَلَيْسَ بِالْمُتَّصِلِ وَلَا بِالْقَوِيِّ ـ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَمَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ عَلِيُّ بْنُ اَبِيْ طَالِبٍ وَابْنُ مَسْعُوْدٍ وَالْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ وَاَنَسُ بْنُ مَالِكٍ وَاَبُوْ اُمَامَةَ وَسَهْلُ بْنُ سَعْدٍ وَعَمْرُو بْنُ حُرَيْثٍ وَرُوِيَ ذٰلِكَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمْ ـ

১৫৯। উছমান ইব্ আবু শায়বা— মুগীরা ইব্‌ন শোবা (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম উযুর সময় জাওরাবায়েন ও উভয় জুতার উপর মাসেহ্ করেন–(তিরমিযী, ইব্‌নমাজা)।

ইমাম আবূ দাউদ (রহ) বলেন, আবদুর রহমান ইব্‌ন মাহ্‌দী এই হাদীছ বর্ণনা করতেন না। কেননা হযরত মুগীরা ইব্‌ন শোবা (রা) হতে বর্ণিত হাদীছেঃ "নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম মোজার উপর মাসেহ করতেন" সমধিক প্রসিদ্ধ। অনুরূপভাবে আবু মূসা আল–আশআরী (রা) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম জাওরাবায়নের উপর মাসেহ্ করেছেন। কিন্তু এর পরম্পপর সংযুক্ত নয় এবং এর বুনিয়াদও সুদৃঢ় নয়। হযরত আলী ইব্‌ন আবু তালিব (রা), ইব্‌ন মাসউদ (রা), আল–বারাআ ইব্‌ন আযিব (রা), আনাস ইব্‌ন

১· মুহাদ্দিছগণের নিকট উক্ত হাদীছ গ্রহণীয় নয়। এর সনদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। কাজেই তা আমলযোগ্য নয়।–(অনুবাদক)

মালিক (রা), আবু উমামা (রা), সাহ্‌ল ইব্‌ন সাদ (রা) এবং আমর ইব্‌ন হুরায়ছ (রা) প্রমুখ সাহাবীগণ জাওরাবায়নের উপর মাসেহ্ করেছেন। হযরত উমার ইব্‌নুল খাত্তাব (রা) ও ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতেও এরূপ বর্ণিত আছে।

٦٢. بَابٌ
৬২. অধ্যায়ঃ

١٦٠– حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَعَبَّادُ بْنُ مُوسٰى قَالَا ثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ عَبَّادٌ قَالَ أَخْبَرَنِىْ أَوْسُ بْنُ أَبِىْ أَوْسٍ الثَّقَفِىُّ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلٰى نَعْلَيْهِ وَقَدَمَيْهِ وَقَالَ عَبَّادٌ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتٰى عَلٰى كِظَامَةِ قَوْمٍ يَعْنِى الْمِيْضَاةَ وَلَمْ يَذْكُرْ مُسَدَّدٌ الْمِيْضَاةَ وَالْكِظَامَةَ ثُمَّ اتَّفَقَا فَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلٰى نَعْلَيْهِ وَقَدَمَيْهِ ـ

১৬০। মুসাদ্দাদ---- আওস ইব্‌ন আবু আওস আছ-ছাকাফী (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম একদা উযুর সময় তাঁর জূতা ও কদমদ্বয় মাসেহ্ করেন। হযরত আব্বাদ (রা) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এক কওমের কূপের নিকট আসেন। কিন্তু রাবী মুসাদ্দাদের বর্ণনার মধ্যে الميضاء ও الكظامة শব্দের উল্লেখ নেই। অতঃপর উভয় রাবী মতৈক্যে পৌঁছে বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম উযুর সময় জূতা ও কদমদ্বয়ের উপর মাসেহ্ করেছেন।

٦٣. بَابٌ كَيْفَ الْمَسْحُ
৬৩. অনুচ্ছেদঃ মাসেহ্ করার পদ্ধতি সম্পর্কে

١٦١– حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّازُ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ أَبِى الزِّنَادِ قَالَ ذَكَرَهُ أَبِىْ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَقَالَ غَيْرُ مُحَمَّدٍ عَلٰى ظَهْرِ الْخُفَّيْنِ ـ

১৬১। মুহাম্মাদ ইব্‌নুস সাব্বাহ---- মুগীরা ইব্‌ন শোবা (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম মোজার উপর মাসেহ্ করতেন। এই হাদীছের রাবী মুহাম্মাদ ছাড়া

অন্যদের বর্ণনায় ঃ علىظهرالخفين বা 'মোজার উপরের অংশে' মাসেহ্ করার কথা উল্লেখ আছে -(তিরমিযী)।

١٦٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ ثَنَا حَفْصٌ يَّعْنِيْ اِبْنَ غِيَاثٍ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِيْ اِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ لَوْ كَانَ الدِّيْنُ بِالرَّأْيِ لَكَانَ اَسْفَلُ الْخُفِّ اَوْلٰى بِالْمَسْحِ مِنْ اَعْلَاهُ وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ عَلٰى ظَاهِرِ خُفَّيْهِ -

১৬২। মুহাম্মাদ ইব্নুল আলা--- আলী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ধর্মের মাপকাঠি যদি রায়ের (বিবেক-বিবেচনা) উপর নির্ভরশীল হত, তবে মোজার উপরের অংশে মাসেহ্ না করে নিম্নাংশে মাসেহ্ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হত। রাবী হযরত আলী (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে তাঁর মোজার উপরের অংশে মাসেহ্ করতে দেখেছি।

١٦٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ اٰدَمَ قَالَ نَا يَزِيْدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ عَنِ الْاَعْمَشِ بِاِسْنَادِهِ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ قَالَ مَا كُنْتُ اَرٰى بَاطِنَ الْقَدَمَيْنِ اِلَّا حَقَّ بِالْغَسْلِ حَتّٰى رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ عَلٰى ظَهْرِ خُفَّيْهِ -

১৬৩। মুহাম্মাদ ইব্ন রাফে--- আমাশ (রহ) হতে বর্ণিত। তিনি (আলী) বলেন, আমার ধারণা আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে মোজার উপরি অংশে মাসেহ্ করতে দেখেছি।

١٦٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ ثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنِ الْاَعْمَشِ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ قَالَ لَوْ كَانَ الدِّيْنُ بِالرَّأْيِ لَكَانَ بَاطِنُ الْقَدَمَيْنِ اَحَقَّ بِالْمَسْحِ مِنْ ظَاهِرِهِمَا وَقَدْ مَسَحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلٰى ظَهْرِ خُفَّيْهِ - وَرَوَاهُ وَكِيْعٌ عَنِ الْاَعْمَشِ بِاِسْنَادِهِ قَالَ كُنْتُ اَرٰى اَنَّ بَاطِنَ الْقَدَمَيْنِ اَحَقُّ بِالْمَسْحِ مِنْ ظَاهِرِهِمَا حَتّٰى رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ ظَاهِرَهُمَا قَالَ وَكِيْعٌ يَعْنِى الْخُفَّيْنِ وَرَوَاهُ عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ عَنِ الْاَعْمَشِ كَمَا رَوَاهُ وَكِيْعٌ وَرَوَاهُ اَبُو السَّوْدَاءِ

عَنِ ابْنِ عَبْدِ خَيْرٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ رَأَيْتُ عَلِيًّا تَوَضَّأَ فَغَسَلَ ظَاهِرَ قَدَمَيْهِ وَقَالَ لَوْ لَا اَنِّيْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُهُ وَسَاقَ الْحَدِيْثَ ـ

১৬৪। মুহাম্মাদ ইব্নুল-আলা---- আমাশ (রহ) হতে উপরোক্ত হাদীছের অনুরূপ বর্ণিত। রাবী (আলী রা) বলেন, ধর্মের ভিত্তি যদি রায়ের উপর নির্ভরশীল হত- তবে পায়ের উপরের অংশ মাসেহ্ না করে নিম্নাংশ মাসেহ্ করাই উচিত ছিল। বস্তুতঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁর পায়ের মোজার উপরের অংশ মাসেহ্ করেছেন।

হযরত ওয়াকী (রহ) আমাশ হতে উপরোল্লিখিত সনদে হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। তিনি (আলী) বলেন, আমার মতে পায়ের উপরের অংশ মাসেহ্ না করে- নিম্নাংশ মাসেহ্ করাই উচিত। তবে আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে পায়ের উপরের অংশ মাসেহ্ করতে দেখেছি।

হযরত ইব্ন আব্দে খায়ের তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি হযরত আলী (রা)- কে উযূ করার সময় পায়ের উপরের অংশ মাসেহ্ করতে দেখেছি। তিনি আরো বলেন, যদি আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে এরূপ করতে না দেখতাম------ অতঃপর তিনি পূর্ণ হাদীছটি বর্ণনা করেন।

١٦٥- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ مَرْوَانَ وَمَحْمُوْدُ بْنُ خَالِدِنِ الدِّمَشْقِيُّ الْمَعْنَى قَالَا ثَنَا الْوَلِيْدُ قَالَ مَحْمُوْدٌ قَالَ اَنَا ثَوْرُ بْنُ يَزِيْدَ عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ عَنْ كَاتِبِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ وَضَّأْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ غَزْوَةِ تَبُوْكَ فَمَسَحَ اَعْلَى الْخُفَّيْنِ وَاَسْفَلَهُمَا ـ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَبَلَغَنِيْ اَنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ ثَوْرٌ هٰذَا الْحَدِيْثَ مِنْ رَجَاءٍ ـ

১৬৫। মূসা ইব্ন মারওয়ান---- হযরত মুগীরা ইব্ন শোবা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি তাবূকের যুদ্ধে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে উযূ করিয়েছি। তখন তিনি মোজার উপরের ও নীচের অংশ (উভয়ই) মাসেহ্ করেন।[১]

---

১. পানি দ্বারা ইস্তিনজা করাকে الانتضاح বলা হয়। তবে এস্থলে 'ইন্তেদাহ্' শব্দের অর্থ- ইস্তেনজার জন্য কুলুখ ব্যবহারের পর পানি ব্যবহারের দরকার হয় না, তবুও লজ্জাস্থান পানি দ্বারা হালকাভাবে ধৌত করা। এর উদ্দেশ্য হল- শয়তানের ধোঁকা হতে আত্মরক্ষা করা। কেননা পেশাবের পর অনেক সময় অনেকের মনে এরূপ সন্দেহের উদ্রেক হতে পারে যে, পেশাবের ফোঁটা লেগে উযূ ও কাপড় নষ্ট হচ্ছে। -(অনুবাদক)

٦٤. بَابٌ فِى الْاِنْتِضَاحِ
৬৪. অনুচ্ছেদঃ উযুর পরে পানি ছিটানো সম্পর্কে

١٦٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ قَالَ اَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ سُفْيَانَ بْنَ الْحَكَمِ الثَّقَفِيِّ اَوِ الْحَكَمِ بْنِ سُفْيَانَ الثَّقَفِيِّ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا بَالَ يَتَوَضَّأُ وَيَنْتَضِحُ - قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَافَقَ سُفْيَانَ جَمَاعَةٌ عَلٰى هٰذَا الْاِسْنَادِ وَقَالَ بَعْضُهُمُ الْحَكَمُ اَوِ بْنُ الْحَكَمِ -

১৬৬। মুহাম্মাদ ইব্‌ন কাছীর---- সুফিয়ান ইব্‌নুল হাকাম আছ্‌-ছাকাফী অথবা হাকাম ইব্‌ন সুফিয়ান আছ্‌-ছাকাফী হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়া সাল্লাম যখনই পেশাব করতেন, তখন উযু করতেন এবং উযুর পানি ছিটাতেন।

١٦٧- حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِسْمَاعِيلَ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ اَبِىْ نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ ثَقِيفٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَالَ ثُمَّ نَضَحَ فَرْجَهُ -

১৬৭। ইসহাক ইব্‌ন ইসমাঈল---- মুজাহিদ (রহ) বানূ ছাকীফের এক ব্যক্তি হতে এবং তিনি তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়া সাল্লামকে পেশাব করার পর তাঁর লজ্জাস্থানে পানি ছিটাতে দেখেছি (অর্থাৎ হালকাভাবে ধৌত করতেন)।

١٦٨- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ الْمُهَاجِرِ ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو ثَنَا زَائِدَةُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ الْحَكَمِ اَوِ ابْنِ الْحَكَمِ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَالَ ثُمَّ تَوَضَّأَ وَنَضَحَ فَرْجَهُ -

১৬৮। নাসর ইব্‌নুল মুহাজির---- হযরত হাকাম বা ইব্‌ন হাকাম তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়া সাল্লাম পেশাবান্তে উযু করেন এবং তাঁর লজ্জাস্থানে পানি ছিটান (অর্থাৎ লজ্জাস্থান হালকাভাবে ধৌত করার পর উযু করেন)।

٦٥. بَابٌ مَا يَقُولُ اِذَا تَوَضَّأَ
৬৫. অনুচ্ছেদঃ উযুর পরে পঠিত দোয়া সম্পর্কে

١٦٩– حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ يَعْنِي بْنَ صَالِحٍ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِي عُثْمَانَ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُدَّامَ اَنْفُسِنَا نَتَنَاوَبُ الرِّعَايَةَ رِعَايَةَ اِبِلِنَا فَكَانَتْ عَلَيَّ رِعَايَةُ الْاِبِلِ فَرَوَّحْتُهَا بِالْعَشِيِّ فَاَدْرَكْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ النَّاسَ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ مَا مِنْكُمْ مِنْ اَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ الْوُضُوْءَ ثُمَّ يَقُوْمُ فَيَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ يُقْبِلُ عَلَيْهِمَا بِقَلْبِهِ وَوَجْهِهِ اِلَّا فَقَدْ اَوْجَبَ فَقُلْتُ بَخٍ بَخٍ مَا اَجْوَدَ هٰذِهِ فَقَالَ رَجُلٌ بَيْنَ يَدَيَّ الَّتِي قَبْلَهَا يَا عُقْبَةُ اَجْوَدُ مِنْهَا فَنَظَرْتُ فَاِذَا هُوَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قُلْتُ مَا هِيَ يَا اَبَا حَفْصٍ قَالَ اِنَّهُ قَالَ اٰنِفًا قَبْلَ اَنْ تَجِيْئَ مَا مِنْكُمْ مِنْ اَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ الْوُضُوْءَ ثُمَّ يَقُوْلُ حِيْنَ يَفْرُغُ مِنْ وُضُوْئِهِ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ اِلَّا فُتِحَتْ لَهُ اَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةُ يَدْخُلُ مِنْ اَيِّهَا شَاءَ ـ قَالَ مُعَاوِيَةُ وَحَدَّثَنِيْ رَبِيْعَةُ بْنُ يَزِيْدَ عَنْ اَبِيْ اِدْرِيْسَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ـ

১৬৯। আহ্‌মাদ ইব্‌ন সাঈদ---- উকবা ইব্‌ন আমের (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সাথে অবস্থান করার সময়ে আত্মনির্ভরশীল হয়ে নিজেদের যাবতীয় কাজ এমনকি উট চরানোর দায়িত্বও আমাদের নিজেদের মধ্যে পালাক্রমে ভাগ করে নিতাম। রাবী বলেন, একদা আমার উপর উট চরানোর দায়িত্ব থাকাকালে আমি যখন সন্ধ্যায় উটসহ প্রত্যাবর্তন করি, তখন আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে ভাষণরত পাই। আমি তাঁকে (স) তখন বলতে শুনিঃ তোমাদের যে কেউ উত্তমরূপে উযু করে অতি বিনয়ের সাথে ও একাগ্র চিত্তে দুই রাকাত নামায আদায় করে– তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যায়। এতদ্‌শ্রবণে আমি খুশীতে বাগ্ বাগ্ হয়ে বলে উঠিঃ বাহ্ বাহ্। এটা কতই না উত্তম প্রাপ্তি। অতঃপর সেখানে পূর্ব হতে উপস্থিত– আমার সম্মুখের এক ব্যক্তি বলে উঠলঃ হে উক্‌বা! এর চেয়ে উত্তম বস্তু আছে। অতঃপর আমি তাকিয়ে দেখি তিনি ছিলেন হযরত উমার ইব্‌নুল

খাত্তাব (রা)। তখন আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করি, হে আবু হাফ্স! তা কি? জবাবে তিনি বলেন, তুমি এখানে আগমনের একটু পূর্বে রাসূলুল্লাহ্ (স) ইরশাদ করেনঃ তোমাদের যে কেউ উত্তমরূপে উযু করার পর এরূপ বলেঃ

اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ۔ ("আশহাদু আল্-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লা-শারীকা লাহু; ওয়া-আশ্হাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু") তার জন্যে আটটি বেহেশ্তের সমস্ত দরজা খোলা হবে বা খুলে যাবে। সে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় যে কোন বেহেশ্তে বেশ করতে পারবে।

١٧٠- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عِيسٰى قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يَزِيْدَ الْمُقْرِئُ عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ اَبِيْ عَقِيْلٍ عَنِ ابْنِ عَمِّهٖ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهٗ وَلَمْ يَذْكُرْ اَمْرَ الرِّعَايَةِ قَالَ عِنْدَ قَوْلِهٖ فَاَحْسَنَ الْوُضُوْءَ ثُمَّ رَفَعَ نَظَرَهٗ اِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ وَسَاقَ الْحَدِيْثَ بِمَعْنٰى حَدِيْثِ مُعَاوِيَةَ ۔

১৭০। হুসাইন ইব্ন ঈসা--- উকবা ইব্ন আমের আল-জুহানী (রা) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হতে পূর্বোক্ত হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। কিন্তু সেখানে উটের রাখালী সম্পর্কে যা উক্ত হয়েছে- তা এই হাদীছে উল্লেখ নেই। অতঃপর তাঁর বর্ণনা পরম্পরায় তিনি বলেছেনঃ কোন ব্যক্তি যদি উত্তমরূপে উযু করার পর আকাশের দিকে তাকিয়ে (উপরোক্ত দুআ পাঠ করে) তবে তার জন্য আটটি বেহেশ্তের সমস্ত দরজা খুলে যাবে। অতঃপর রাবী মুআবিয়ার বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করেন।

٦٦. بَابُ الرَّجُلِ يُصَلِّى الصَّلَوٰتِ بِوُضُوْءٍ وَّاحِدٍ

৬৬. অনুচ্ছেদঃ একই উযুতে কয়েক ওয়াক্তের নামায আদায় সম্পর্কে

١٧١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسٰى قَالَ ثَنَا شَرِيْكٌ عَنْ عَمْرِوبْنِ عَامِرٍ الْبَجَلِيِّ قَالَ مُحَمَّدٌ هُوَ اَبُوْ اَسَدِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ سَاَلْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنِ الْوُضُوْءِ فَقَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّاُ لِكُلِّ صَلٰوةٍ وَكُنَّا نُصَلِّى الصَّلَوَاتِ بِوُضُوْءٍ وَّاحِدٍ ۔

১৭১। মুহাম্মাদ ইব্ন ঈসা--- মুহাম্মাদ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি আনাস ইব্ন মালেক (রা)-কে উযু সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া

সাল্লাম প্রত্যেক নামাযের জন্যই উযু করতেন এবং আমরা একই উযুতে কয়েক ওয়াক্তের নামায আদায় করতাম।

١٧٢- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ ثَنَا يَحْيٰى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِىْ عَلْقَمَةُ بْنُ مَرْثَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ صَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفَتْحِ خَمْسَ صَلَوَاتٍ بِوُضُوْءٍ وَّاحِدٍ وَّمَسَحَ عَلٰى خُفَّيْهِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ اِنِّىْ رَأَيْتُكَ صَنَعْتَ الْيَوْمَ شَيْئًا لَّمْ تَكُنْ تَصْنَعُهُ قَالَ عَمْدًا صَنَعْتُهُ ـ

১৭২। মুসাদ্দাদ... সুলায়মান ইব্ন বুরাইদা থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম মক্কা বিজয়ের দিন একই উযুতে পাঁচ ওয়াক্তের নামায আদায় করেন এবং মোজার উপর মাসেহ্ করেন। এতদ্দর্শনে হযরত উমার (রা) তাঁকে বলেন, আমি আপনাকে আজ এমন একটি কাজ করতে দেখেছি– যা ইতিপূর্বে কখনও দেখিনি। জবাবে তিনি (আল্লাহ্র রাসূল) বলেন, আমি ইচ্ছা করেই এরূপ করেছি।[১]

٦٧. بَابُ تَفْرِيْقِ الْوُضُوْءِ

৬৭. অনুচ্ছেদঃ উযুর মধ্যে কোন অংগ ধৌত করা থেকে বাদ পড়লে

١٧٣- حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ مَعْرُوْفٍ قَالَ ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ جَرِيْرِبْنِ حَازِمٍ اَنَّهُ سَمِعَ قَتَادَةَ بْنَ دِعَامَةَ قَالَ ثَنَا اَنَسٌ اَنَّ رَجُلًا جَاءَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ تَوَضَّأَ وَتَرَكَ عَلٰى قَدَمِهِ مِثْلَ مَوْضِعِ الظُّفُرِ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارْجِعْ فَاَحْسِنْ وُضُوْءَكَ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ هٰذَا الْحَدِيْثُ لَيْسَ بِمَعْرُوْفٍ عَنْ جَرِيْرِ بْنِ حَازِمٍ وَّلَمْ يَرْوِهِ اِلَّا ابْنُ وَهْبٍ وَّحْدَهُ وَقَدْ رُوِىَ عَنْ مَّعْقِلِ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ الْجَزَرِىِّ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ قَالَ ارْجِعْ فَاَحْسِنْ وُضُوْءَكَ ـ

১. মক্কা বিজয়ের পূর্ব পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ্ (স)–এর উপর প্রতি ওয়াক্তের নামায আদায়ের জন্য উযু করা ওয়াজিব ছিল এবং সাহাবায়ে কেরামদের জন্য একই উযুতে এক বা একাধিক ওয়াক্তের নামায আদায় করা জায়েয ছিল। মক্কা বিজয়ের দিন হতে নবী করীম (স)–এর উপর হতে উক্ত ওয়াজিব (প্রত্যেক নামাযের জন্য উযু করা) বাতিল হয়। –(অনুবাদক)

১৭৩। হারুন ইব্‌ন মারুফ--- আনাস (রা) হতে বর্ণিত। এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের উযুর পর উপস্থিত হল। কিন্তু উযুর সময় সে তার পায়ের এক নখ পরিমাণ স্থান (সামান্য স্থান) ছেড়ে দিয়েছিল। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাকে বলেন, তুমি ফিরে যাও এবং উত্তমরূপে উযু কর।
হযরত উমার (রা)–ও নবী করীম (স) হতে অনুরূপ একটি হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তাতে বর্ণিত আছে– তুমি ফিরে যাও এবং উত্তমরূপে উযু কর।

١٧٤- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ اسْمَاعِيلَ قَالَ ثَنَا حَمَّادٌ قَالَ اَخْبَرَنَا يُونُسُ وَحُمَيْدٌ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَى قَتَادَةَ ـ

১৭৪। মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল--- ইউনুস ও হুমায়েদ হযরত হাসান (রা) হতে এবং তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হতে--- হযরত কাতাদা (রহ) বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ হাদীছবর্ণনাকরেছেন।

١٧٥- حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ قَالَ ثَنَا بَقِيَّةُ عَنْ بُحَيْرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ خَالِدٍ عَنْ بَعْضِ اَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاٰى رَجُلًا يُّصَلِّيْ وَفِيْ ظَهْرِ قَدَمِهِ لَمْعَةٌ قَدْرُ الدِّرْهَمِ لَمْ يُصِبْهَا الْمَاءُ فَاَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يُّعِيْدَ الْوُضُوْءَ وَالصَّلٰوةَ ـ

১৭৫। হায়ওয়াত ইব্‌ন শুরায়হ্--- খালিদ থেকে নবী করীম (স)–এর কোন এক সাহাবীর সূত্রে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এক ব্যক্তিকে নামায পড়তে দেখলেন– যার পায়ের পাতার উপরের অংশে এক দিরহাম পরিমাণ স্থান ঝকঝকে শুক্‌না ছিল, যাতে উযুর সময় পানি পৌঁছেনি। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাকে পুনরায় উযু করে নামায পড়ার নির্দেশ দেন।[১]

٦٨. بَابٌ اِذَا شَكَّ فِى الْحَدَثِ

৬৮. অনুচ্ছেদঃ উযু নষ্টের সন্দেহ সম্পর্কে

١٧٦- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَّمُحَمَّدُ بْنُ اَحْمَدَ بْنِ اَبِىْ خَلَفٍ قَالَا ثَنَا سُفْيَانُ

১· উযুর মধ্যে যে অংগগুলি ধৌত করা ফরজ, তার মধ্যে এক চুল পরিমাণ স্থান যদি উযুর সময় শুক্‌না থাকে তবে উযু ও নামায কিছুই দুরস্ত হবে না। –(অনুবাদক)

عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَعَبَّادِ بْنِ تَمِيْمٍ عَنْ عَمِّهِ شَكَى اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلُ يَجِدُ الشَّيْءَ فِى الصَّلٰوةِ حَتّٰى يُخَيَّلَ اِلَيْهِ فَقَالَ يَنْفَتِلُ حَتّٰى يَسْمَعَ صَوْتًا اَوْ يَجِدَ رِيْحًا ـ

১৭৬। কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ---- সাঈদ ইব্‌নুল মুসাইয়্যাব ও আব্বাদ ইব্‌ন তামীম উভয়েই তাঁদের চাচা হতে বর্ণনা করেছেন যে, এক ব্যক্তি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের খিদমতে উপস্থিত হয়ে অভিযোগ করেন যে, সে নামাযের মধ্যে অনুভব করে যে– তার পিছনের রাস্তা হতে বায়ু নির্গত হয়েছে। জবাবে তিনি বলেনঃ যে পর্যন্ত কেউ বায়ু নির্গমনের শব্দ বা দুর্গন্ধ না পাবে ততক্ষণ নামায পরিত্যাগ করবে না।[১]

١٧٧– حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ قَالَ ثَنَا حَمَّادٌ قَالَ اَخْبَرَنَا سُهَيْلُ بْنُ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا كَانَ اَحَدُكُمْ فِى الصَّلٰوةِ فَوَجَدَ حَرَكَةً فِىْ دُبُرِهِ اَحْدَثَ اَوْلَمْ يُحْدِثْ فَاُشْكِلَ عَلَيْهِ فَلَا يَنْصَرِفْ حَتّٰى يَسْمَعَ صَوْتًا اَوْ يَجِدَ رِيْحًا ـ

১৭৭। মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল---- আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেনঃ তোমাদের কেউ নামাযের মধ্যে থাকাকালীন যদি অনুভব করে যে, তার পশ্চাৎ–দ্বার দিয়ে কিছু নির্গত হয়েছে বা হয়নি এবং তা তার মনে সন্দেহের উদ্রেক করে– তবে তার নামায ত্যাগ করা উচিৎ নয়; যতক্ষণ না সে বায়ু নির্গমনের শব্দ শোনে অথবা দুর্গন্ধ অনুভবকরে।

٦٩. بَابُ الْوُضُوْءِ مِنَ الْقُبْلَةِ

৬৯. অনুচ্ছেদঃ (স্ত্রীকে) চুম্বনের পর উযু করা সম্পর্কে

١٧٨– حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ ثَنَا يَحْيٰى وَعَبْدُ الرَّحْمَانِ قَالَا ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِىْ رَوْقٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِيِّ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

---

১. নামাযের মধ্যে অনেক সময় শয়তান মানুষের মনে এরূপ সন্দেহ সৃষ্টির চেষ্টা করে; কাজেই বায়ু নির্গমনের স্পষ্ট ধারণা না হওয়া পর্যন্ত উযু নষ্ট হবে না এবং নামায পরিত্যাগ করারও প্রয়োজন নেই। –(অনুবাদক)

قَبَّلَهَا وَلَمْ يَتَوَضَّأْ ـ قَالَ اَبُوْ دَاوٗدَ وَهُوَ مُرْسَلٌ وَّاِبْرَاهِيْمُ بْنُ التَّيْمِيُّ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عَائِشَةَ شَيْئًا ـ قَالَ اَبُوْ دَاوٗدَ وَكَذَا رَوَاهُ الْفِرْيَابِيُّ وَغَيْرُهٗ ـ

১৭৮। মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার--- আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁকে চুম্বন করে উযু করেননি। আবু দাউদ (রহ) বলেন, এটি মুরসাল হাদীছ। কারণ ইবরাহীম আত-তাইমী আয়েশা (রা)-র নিকট কিছুই শুনেননি। আবু দাউদ আরও বলেন, আল-ফিরায়াবী প্রমুখও তা অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

١٧٩ ـ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ حَبِيْبٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبَّلَ امْرَأَةً مِّنْ نِّسَائِهٖ ثُمَّ خَرَجَ اِلَى الصَّلٰوةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ قَالَ عُرْوَةُ فَقُلْتُ لَهَا مَنْ هِيَ اِلَّا اَنْتِ فَضَحِكَتْ ـ قَالَ اَبُوْ دَاوٗدَ هٰكَذَا رَوَاهُ زَائِدَةُ وَعَبْدُ الْحَمِيْدِ الْحِمَّانِيُّ عَنْ سُلَيْمَانَ الْاَعْمَشِ ـ

১৭৯। উছমান ইব্‌ন আবু শায়বা--- আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁর কোন এক স্ত্রীকে চুম্বন করে উযু করা ব্যতিরেকে নামায আদায় করতে যান। হযরত উরওয়া (রহ) বলেন, আমি তাঁকে (আয়েশাকে) জিজ্ঞাসা করলাম- তিনিই কি আপনি নন? এতদ্‌শ্রবণে তিনি মুচকি হাসি দেন।

١٨٠ ـ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مَخْلَدٍ الطَّالَقَانِيُّ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ مَغْرَاءَ قَالَ ثَنَا الْاَعْمَشُ قَالَ ثَنَا اَصْحَابٌ لَّنَا عَنْ عُرْوَةَ الْمُزَنِيِّ عَنْ عَائِشَةَ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ ـ قَالَ اَبُوْ دَاوٗدَ يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ الْقَطَّانُ لِرَجُلٍ احْكِ عَنِّيْ اَنَّ هٰذَيْنِ الْحَدِيْثَيْنِ يَعْنِيْ حَدِيْثَ الْاَعْمَشِ هٰذَا عَنْ حَبِيْبٍ وَحَدِيْثَهٗ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ اَنَّهَا تَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلٰوةٍ قَالَ يَحْيٰى احْكِ عَنِّيْ اَنَّهُمَا شِبْهُ لَا شَيْءَ ـ قَالَ اَبُوْ دَاوٗدَ وَرُوِيَ عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ مَا حَدَّثَنَا حَبِيْبٌ اِلَّا عَنْ عُرْوَةَ الْمُزَنِيِّ يَعْنِيْ لَمْ يُحَدِّثْهُمْ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ بِشَيْءٍ ـ قَالَ اَبُوْ دَاوٗدَ وَقَدْ رَوٰى حَمْزَةُ الزَّيَّاتُ عَنْ حَبِيْبٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ حَدِيْثًا صَحِيْحًا ـ

১৮০। ইবরাহীম ইব্‌ন মাখলাদ আত-তালিকানী.... হাবীব হতে এই হাদীছটি অনুরূপ সনদে বর্ণিত আছে যে, রক্ত প্রদরের রোগিণীদের প্রত্যেক নামাযের সময় উযু করতে হবে।[১]

٧٠. بَابُ الْوُضُوْءِ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ

৭০. অনুচ্ছেদঃ পুরুষাংগ স্পর্শ করার পর উযু সম্পর্কে

١٨١- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ بَكْرٍ اَنَّهُ سَمِعَ عُرْوَةَ يَقُوْلُ دَخَلْتُ عَلٰى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ فَذَكَرْنَا مَا يَكُوْنُ مِنْهُ الْوُضُوْءُ فَقَالَ مَرْوَانُ وَمِنْ مَسِّ الذَّكَرِ فَقَالَ عُرْوَةُ مَا عَلِمْتُ ذٰلِكَ فَقَالَ مَرْوَانُ اَخْبَرَتْنِيْ بُسْرَةُ بِنْتُ صَفْوَانَ اَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ ـ

১৮১। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসলামা.... উরওয়া (রহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি মারওয়ান ইব্‌নুল হাকামের নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম- কি কারণে উযু করার প্রয়োজন হয়? জবাবে মারওয়ান বলেন, পুরুষাংগ স্পর্শ করলে। তখন উরওয়া জিজ্ঞাসা করেন, আপনি তা কিরূপে জানলেন? মারওয়ান বলেন- বুস্‌রা বিন্‌তে সাফ্‌ওয়ান (রা) আমাকে জানিয়েছেন- তিনি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেনঃ যে ব্যক্তি নিজের পুরুষাংগ স্পর্শ করবে তাকে উযু করতে হবে।

٧١. بَابُ الرُّخْصَةِ فِيْ ذٰلِكَ

৭১. অনুচ্ছেদঃ এ ব্যাপারে রোখছত (অব্যাহতি) সম্পর্কে

١٨٢- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ ثَنَا مُلَازِمُ بْنُ عَمْرٍو الْحَنَفِيُّ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ بَدْرٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَدِمْنَا عَلٰى نَبِيِّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ رَجُلٌ كَاَنَّهُ بَدَوِيٌّ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللّٰهِ مَا تَرٰى فِيْ مَسِّ الرَّجُلِ ذَكَرَهُ بَعْدَ مَا يَتَوَضَّأُ فَقَالَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ هُوَ اِلَّا مُضْغَةٌ مِنْهُ اَوْ بَضْعَةٌ مِنْهُ ـ قَالَ

---

১. স্ত্রীলোকদের হায়েয অথবা নিফাসের নির্দ্ধারিত সময় অতিবাহিত হওয়ার পরও যাদের রোগবশতঃ রক্তস্রাব হয় তাদেরকে 'মুস্তাহাযা' বলা হয়। মাসিক ঋতুকে হায়েয এবং সন্তান প্রশবান্তে রক্তস্রাবকে নিফাস বলা হয়। -(অনুবাদক)

اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَشُعْبَةُ وَابْنُ عُيَيْنَةَ وَجَرِيْرٌ الرَّازِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَابِرٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ ـ

১৮২। মুসাদ্দাদ---- কায়েস ইব্ন তলক থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। একদা আমরা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নিকট গমন করি। এমন সময় সেখানে একজন গ্রাম্য লোক আগমন করে মহানবী (স)–কে জিজ্ঞাসা করে– হে আল্লাহ্‌র নবী। উযু করার পর যদি কোন ব্যক্তি নিজের পুরুষাংগ স্পর্শ করে– তবে এ ব্যাপারে আপনার মতামত কি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেনঃ পুরুষাংগ তো একটি গোশ্‌তের টুকরা অথবা গোশ্‌তের খন্ড মাত্র।

١٨٣– حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَابِرٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ وَقَالَ فِي الصَّلٰوةِ ـ

১৮৩। মুসাদ্দাদ---- কায়েস ইব্ন তলক উপরোক্ত হাদীছের সনদ ও অর্থের অনুরূপ বর্ণনা করে বলেছেনঃ পুরুষাংগ যদি নামাযের মধ্যে স্পর্শ করা হয়।[১]

٧٢. بَابُ الْوُضُوْءِ مِنْ لُحُوْمِ الْاِبِلِ

৭২. অনুচ্ছেদঃ উটের গোশ্‌ত খাওয়ার পর উযু করা সম্পর্কে

١٨٤– حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ قَالَ ثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الرَّازِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ اَبِيْ لَيْلٰى عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْوُضُوْءِ مِنْ لُحُوْمِ الْاِبِلِ فَقَالَ تَوَضَّؤُوْا مِنْهَا وَسُئِلَ عَنْ لُحُوْمِ الْغَنَمِ فَقَالَ لَا تَوَضَّؤُوْا مِنْهَا وَسُئِلَ عَنِ الصَّلٰوةِ فِيْ مَبَارِكِ الْاِبِلِ فَقَالَ لَا تُصَلُّوْا فِيْ مَبَارِكِ الْاِبِلِ فَاِنَّهَا مِنَ الشَّيَاطِيْنِ وَسُئِلَ عَنِ الصَّلٰوةِ فِيْ مَرَابِضِ الْغَنَمِ فَقَالَ صَلُّوْا فِيْهَا فَاِنَّهَا بَرَكَةٌ ـ

১৮৪। উছমান---- বারাআ ইব্ন আযিব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়া সাল্লামকে উটের গোশ্‌ত খাওয়ার পর উযু করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়। তিনি

---

১. হানাফী মাযহাবের মতানুসারে পুরুষাংগ স্পর্শ করলে উযু নষ্ট হবে না। –(অনুবাদক)

জবাবে বলেনঃ তোমরা উযু করবে। অতঃপর তাঁকে বক্রীর গোশ্‌ত খাওয়ার পর উযু করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, তোমরা উযু করবে না। অতঃপর তাঁকে উটের আস্তাবলে নামায পড়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি সেখানে নামায পড়তে নিষেধ করেন। কেননা তা শয়তানের আড্ডাস্থান। অতঃপর তাঁকে বক্রীর খোঁয়াড়ে নামায পড়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়। তিনি বলেনঃ তোমরা সেখানে নামায পড়তে পার– কেননা তা বরকতের স্থান।[২]

৭৩. بَابُ الْوُضُوْءِ مِنْ مَسِّ اللَّحْمِ النِّيِّ وَغَسْلِه

৭৩. অনুচ্ছেদঃ কাঁচা গোশ্‌ত স্পর্শ করার পর হাত ধোয়া ও উযু করা সম্পর্কে

১৮৫– حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَاَيُّوْبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّقِّيُّ وَعَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ الْحِمْصِيُّ الْمَعْنَى قَالُوْا ثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ اَخْبَرَنَا هِلَالُ بْنُ مَيْمُوْنٍ الْجُهَنِيُّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيْدَ اللَّيْثِيِّ قَالَ هِلَالٌ لَا اَعْلَمُهُ اِلَّا عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ وَقَالَ اَيُّوْبُ وَعَمْرٌو اُرَاهُ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِغُلَامٍ يَسْلَخُ شَاةً فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَنَحَّ حَتّٰى اُرِيَكَ فَاَدْخَلَ يَدَهُ بَيْنَ الْجِلْدِ وَاللَّحْمِ فَدَحَسَ بِهَا حَتّٰى تَوَارَتْ اِلَى الْاِبِطِ ثُمَّ مَضٰى فَصَلّٰى لِلنَّاسِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ زَادَ عَمْرٌو فِيْ حَدِيْثِهِ يَعْنِيْ لَمْ يَمَسَّ مَاءً وَقَالَ عَنْ هِلَالِ بْنِ مَيْمُوْنٍ الرَّمْلِيِّ ـ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَرَوَاهُ عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ وَاَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنْ هِلَالٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلًا لَمْ يَذْكُرْ اَبَا سَعِيْدٍ ـ

১৮৫। মুহাম্মাদ ইব্‌নুল–আলা--- আবু সাঈদ (রা) হতে বর্ণিত। একদা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এক গোলামের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, যখন সে বকরীর চামড়া ছাড়াচ্ছিল, তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাকে বলেনঃ তুমি একটু সরে দাঁড়াও, আমি তোমাকে শিখিয়ে দেই। অতঃপর তিনি নিজের হাত বকরীর চামড়া ও গোশ্‌তের মাঝখানে ঢুকিয়ে দেন; এমনকি তাঁর হাত বগল পর্যন্ত ঢুকে গেল। অতঃপর তিনি উঠে গিয়ে লোকদের সাথে উযু না করেই নামায আদায় করলেন।

২· উপরোক্ত হাদীছে উট ও ছাগল যেখানে রাখা হয়– তার নিকটবর্তী স্থানে নামায আদায় সম্পর্কে বলা হয়েছে। উট যেহেতু বৃহদকায় এবং এর মলমূত্রও অধিক; তাছাড়া এর নিকটবর্তী স্থানে নামাযে রত হলে অধিক দুর্গন্ধের জন্য শয়তানের প্রভাবে হয়ত কোন সময় নামাযীর ক্ষতি হতে পারে। এজন্য সেখানে নামায পড়া নিষেধ। অপরপক্ষে বক্‌রী নিরীহ প্রাণী। এর মলমূত্রের পরিমাণ ও দুর্গন্ধ কম। কাজেই এখানে নামায পড়া বৈধ।

আমর ইব্‌ন উছমান তাঁর বর্ণিত হাদীছে আরো উল্লেখ করেছেন যে, তিনি (স) পানিও স্পর্শ করেননি (এতে বুঝা গেল যে, কাঁচা গোশত স্পর্শ করলে উযু ভঙ্গ হয় না)।

٧٤. بَابُ تَرْكِ الْوُضُوْءِ مِنْ مَسِّ الْمَيْتَةِ

৭৪. অনুচ্ছেদঃ মৃত প্রাণী স্পর্শ করে উযু না করা সম্পর্কে

١٨٦– حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ ثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِى ابْنَ بِلَالٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَابِرٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِالسُّوْقِ دَاخِلًا مِنْ بَعْضِ الْعَالِيَةِ وَالنَّاسُ كَنَفَتَيْهِ فَمَرَّ بِجَدْيٍ اَسَكَّ مَيِّتٍ فَتَنَاوَلَهُ فَاَخَذَ بِاُذُنَيْهِ ثُمَّ قَالَ اَيُّكُمْ يُحِبُّ اَنَّ هٰذَا لَهُ وَسَاقَ الْحَدِيْثَ ـ

১৮৬। আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসলামা---- জাবের (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বাজারে যাচ্ছিলেন যা মদীনার নিকটবর্তী একটি উচ্চ স্থানে অবস্থিত ছিল। তাঁর দুই পাশে তাঁর সাথে আরো লোক ছিল। পথিমধ্যে তিনি একটি মৃত ভেড়ার বাচ্চার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, যার কান কাটা ছিল। তখন তিনি তার কান ধরে তুলে বলেনঃ তোমাদের কেউ এটাকে পেতে পছন্দ কর? অতঃপর পূরা হাদীছ বর্ণিত হয়েছে।

پاره ٢

২য় পারা

٧٥. بَابُ فِىْ تَرْكِ الْوُضُوْءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ

৭৫. অনুচ্ছেদঃ আগুনে পাকানো জিনিস খাওয়ার পর উযু না করা সম্পর্কে

١٨٧– حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ ثَنَا مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَكَلَ كَتِفَ شَاةٍ ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ ـ

১৮৭। আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসলামা---- ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। একদা রাসূলে করীম (স) বকরীর রান খাবার পর উযু না করেই নামায আদায় করেন।

١٨٨- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْاَنْبَارِىُّ الْمَعْنٰى قَالَا ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ اَبِىْ صَخْرَةَ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ ضِفْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَاَمَرَ بِجَنْبٍ فَشُوِىَ وَاَخَذَ الشَّفْرَةَ فَيَجْعَلُ يَجُزُّ لِىْ بِهَا مِنْهُ قَالَ فَجَاءَ بِلَالٌ فَاٰذَنَهُ بِالصَّلٰوةِ قَالَ فَاَلْقَى الشَّفْرَةَ وَقَالَ مَا لَهُ تَرِبَتْ يَدَاهُ وَقَامَ يُصَلِّىْ وَزَادَ الْاَنْبَارِىُّ وَكَانَ شَارِبِىْ وَفٰى فَقَصَّهُ لِىْ عَلٰى سِوَاكٍ اَوْ قَالَ اَقُصُّهُ لَكَ عَلٰى سِوَاكٍ -

১৮৮। উছমান ইব্ন আবু শায়বা--- মুগীরা ইব্ন শোবা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোন এক রাতে আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের ঘরে মেহমান হই। তখন তিনি একটি বকরীর রান আনার নির্দেশ দেন, অতঃপর তা আগুনে ভাজি করা হয়। তিনি একটি বড় ছুরি নিয়ে তা দিয়ে গোশ্তের টুকরা কেটে কেটে আমাকে দেন। রাবী বলেন, ইত্যবসরে হযরত বিলাল (রা) আগমন করেন এবং নামায সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করেন। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি ছুরি ফেলে দেন এবং বলেনঃ তার কি হয়েছে? তার হাত ধূলায় ধূসরিত হোক। অতঃপর তিনি নামাযের জন্য উঠে গেলেন।

রাবী আনবারীর বর্ণনায় আরো আছে– আমার (মুগীরার) গোঁফ লম্বা হওয়ায় তিনি (স) তার নীচে মেস্ওয়াক রেখে ছোট করে কেটে দেন। অথবা তিনি বলেন, মেস্ওয়াকের উপর রেখে আমি (স) তোমার গোঁফ খাট করে কেটে দেব।

١٨٩- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ ثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ قَالَ ثَنَا سِمَاكٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اَكَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتِفًا ثُمَّ مَسَحَ يَدَهُ بِمِسْحٍ كَانَ تَحْتَهُ ثُمَّ قَامَ فَصَلّٰى -

১৮৯। মুসাদ্দাদ--- ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বকরীর সিনার গোশ্ত আহার করেন। অতঃপর তিনি তাঁর বসার স্থানের নীচে অবস্থিত রুমাল দ্বারা নিজের হাত মুছে নেন। অতঃপর তিনি দাঁড়িয়ে নামায আদায় করেন।

١٩٠- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ النَّمَرِىُّ قَالَ ثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمُرَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْتَهَسَ مِنْ كَتِفٍ ثُمَّ صَلّٰى وَلَمْ يَتَوَضَّاْ -

১৯০। হাফ্স ইব্ন উমার---- ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁর সামনের দাঁত দিয়ে (বকরীর) ঘাড়ের গোশত কেটে খান। অতঃপর তিনি উযু না করেই নামায পড়েন।

١٩١- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ الْخَثْعَمِيُّ قَالَ ثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ قَرَّبْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُبْزًا وَّلَحْمًا فَاَكَلَ ثُمَّ دَعَا بِوَضُوْءٍ فَتَوَضَّأَ بِهٖ ثُمَّ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ دَعَا بِفَضْلِ طَعَامِهٖ فَاَكَلَ ثُمَّ قَامَ اِلَى الصَّلٰوةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ -

১৯১। ইব্রাহীম---- জাবের ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের খেদমতে গোশ্ত ও রুটি হাযির করি। তিনি তা আহার করে পানি চেয়ে উযু করলেন (অর্থাৎ হাত-মুখ ধুইলেন)। অতঃপর তিনি যুহরের নামায আদায় করেন। পরে তিনি তাঁর রেখে দেয়া খাবার চেয়ে নিয়ে আহার করেন এবং উযু না করে নামায আদায়করেন।

١٩٢- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ سَهْلٍ اَبُوْ عِمْرَانَ الرَّمْلِيُّ قَالَ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ قَالَ ثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اَبِيْ حَمْزَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَ اٰخِرُ الْاَمْرَيْنِ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرْكَ الْوُضُوْءِ مِمَّا غَيَّرَتِ النَّارُ - قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ هٰذَا اخْتِصَارٌ مِنَ الْحَدِيْثِ الْاَوَّلِ -

১৯২। মূসা ইব্ন সাহ্ল---- জাবের (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের দুইটি কাজের সর্বশেষ কাজ এই ছিল যে, তিনি রান্না করা খাদ্য আহারের পর উযু করা পরিত্যাগ করেন।[১]

١٩٣- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ اَبِيْ كَرِيْمَةَ قَالَ ابْنُ السَّرْحِ مِنْ خِيَارِ الْمُسْلِمِيْنَ قَالَ حَدَّثَنِيْ عُبَيْدُ بْنُ ثُمَامَةَ الْمُرَادِيُّ قَالَ قَدِمَ عَلَيْنَا مِصْرَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ جَزْءٍ مِّنْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ

১. রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর উপর প্রথমে আগুনে পাকানো আহারের পর উযু করার নির্দেশ ছিল। উক্ত হাদীছে এই নির্দেশ রহিত হয়ে যায়। -(অনুবাদক)

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ فِي مَسْجِدِ مِصْرَ قَالَ لَقَدْ رَأَيْتُنِي سَابِعَ سَبْعَةٍ اَوْ سَادِسَ سِتَّةٍ مَّعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ دَارِ رَجُلٍ فَمَرَّ بِلَالٌ فَنَادَاهُ بِالصَّلٰوةِ فَخَرَجْنَا فَمَرَرْنَا بِرَجُلٍ وَبُرْمَتُهُ عَلَى النَّارِ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَطَابَتْ بُرْمَتُكَ قَالَ نَعَمْ بِاَبِيْ اَنْتَ وَاُمِّيْ فَتَنَاوَلَ مِنْهَا بَضْعَةً فَلَمْ يَزَلْ يَعْلُكُهَا حَتّٰى اَحْرَمَ بِالصَّلٰوةِ وَاَنَا اَنْظُرُ اِلَيْهِ ـ

১৯৩। আহ্মাদ ইব্ন আমর---- উবায়েদ ইব্ন ছুমামা আল-মুরাদী (রহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্নুল হারিছ ইব্ন জাযই (রা) আমাদের নিকট মিসরে আগমন করেন। তিনি রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর সাহাবী ছিলেন। রাবী বলেন, আমি মিসরের মসজিদে তাঁকে বলতে শুনেছি- আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সাথে এক ব্যক্তির ঘরে ষষ্ঠ অথবা সপ্তম ব্যক্তি হিসেবে উপস্থিত ছিলাম। এমতাবস্থায় সেখানে হযরত বিলাল (রা) উপস্থিত হয়ে নামাযের খবর দেন। তখন আমরা সেখান হতে বের হয়ে এমন এক ব্যক্তির নিকট দিয়ে যাচ্ছিলাম যার ডেক্চী আগুনের উপর ছিল (অর্থাৎ রান্না হচ্ছিল)। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করেনঃ তোমার ডেক্চীর খাদ্য খাওয়ার উপযোগী হয়েছে কি? জবাবে সে বলে, হাঁ, আমার পিতামাতা আপনার জন্য উৎসর্গীত হোক। অতঃপর তিনি (স) তা হতে এক টুকরা গোশ্ত তুলে 'তাক্বীরে তাহ্রীমা' বলার পূর্ব পর্যন্ত চিবাতে থাকেন এবং আমি তা স্বচক্ষে অবলোকন করি।

٧٦. بَابُ التَّشْدِيْدِ فِيْ ذٰلِكَ

৭৬. অনুচ্ছেদঃ এ ব্যাপারে (রান্না করা খাবার গ্রহণের পর উযু বিষয়ে) কঠোরত সম্পর্কে

١٩٤- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ ثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبُوْ بَكْرِ بْنُ حَفْصٍ عَنِ الْاَغَرِّ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْوُضُوْءُ مِمَّا اَنْضَجَتِ النَّارُ ـ

১৯৪। মুসাদ্দাদ---- আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেনঃ রন্ধনকৃত দ্রব্যাদি আহার করলে উযু করতে হবে।[১]

১· উক্ত হাদীছে বর্ণিত উযু শব্দের অর্থঃ খাদ্যদ্রব্য খাওয়ার পর ভালরূপে হাত মুখ ধৌত করা, নামাযের জন্য যেরূপ উযু করতে হয়, সেই উযু নয়। মোটকথা রন্ধনকৃত খাদ্যদ্রব্য আহার করলে উযু নষ্ট হয় না। -(অনুবাদক)

١٩٥- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ قَالَ ثَنَا اَبَانٌ عَنْ يَحْيَى يَعْنِى ابْنَ اَبِى كَثِيْرٍ عَنْ اَبِى سَلَمَةَ اَنَّ اَبَا سُفْيَانَ بْنَ سَعِيْدِ بْنِ الْمُغِيْرَةِ حَدَّثَهُ اَنَّهُ دَخَلَ عَلَى اُمِّ حَبِيْبَةَ فَسَقَتْهُ قَدَحًا مِّنْ سَوِيْقٍ فَدَعَا بِمَاءٍ فَمَضْمَضَ قَالَتْ يَا ابْنَ اُخْتِىْ اَلَا تَوَضَّأُ اِنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَوَضَّؤُوْا مِمَّا غَيَّرَتِ النَّارُ اَوْ قَالَ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ - قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ فِىْ حَدِيْثِ الزُّهْرِىِّ يَا ابْنَ اَخِىْ -

১৯৫। মুসলিম ইব্ন ইব্রাহীম--- আবু সালামা (রহ) হতে বর্ণিত। আবু সুফিয়ান ইব্ন সাঈদ ইব্ন মুগীরা তাঁর নিকট বর্ণনা করেন যে, তিনি (মুগীরা) উম্মে হাবীবা (রা)–এর ঘরে যান। তখন তিনি তাঁকে এক পেয়ালা ছাতু পান করান। অতঃপর তিনি (মুগীরা) পানি চেয়ে কুলি করেন। তখন হযরত উম্মে হাবীবা (রা) বলেন, হে আমার বোনের পুত্র! কি ব্যাপার– তুমি তো উযু করলে না? অথচ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ আগুনে রান্না করা খাদ্য আহারের পর তোমরা উযু করবে। অথবা তিনি বলেছেনঃ আগুনে যা স্পর্শ করে (তা খাওয়ার পর উযু করবে)।

٧٧. بَابُ الْوُضُوْءِ مِنَ اللَّبَنِ

৭৭. অনুচ্ছেদঃ দুধ পানের পর উযু করা সম্পর্কে

١٩٦- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ ثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرِبَ لَبَنًا فَدَعَا بِمَاءٍ فَتَمَضْمَضَ ثُمَّ قَالَ اِنَّ لَهُ دَسَمًا -

১৯৬। কুতায়বা--- ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম দুধ পানের পর পানি দিয়ে কুলি করেন, অতঃপর বলেনঃ এতে চর্বি জাতীয় পদার্থ রয়েছে (অতএব দুধ পানের পর কুলি করা উচিত)।

٧٨. بَابُ الرُّخْصَةِ فِىْ ذٰلِكَ

৭৮. অনুচ্ছেদঃ দুধ পানের পর কুল্লি না করা সম্পর্কে

١٩٧- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِي شَيْبَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ الْحُبَابِ عَنْ مُطِيعِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ تَوْبَةَ الْعَنْبَرِيِّ اَنَّهُ سَمِعَ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرِبَ لَبَنًا فَلَمْ يُمَضْمِضْ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ وَصَلَّى - قَالَ زَيْدٌ دَلَّنِي شُعْبَةُ عَلَى هٰذَا الشَّيْخِ -

১৯৭। উছমান····· আনাস ইব্‌ন মালেক (রা) হতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম দুধ পানের পর কুল্লি এবং উযু না করে নামায পড়েছেন।

٧٩. بَابُ الْوُضُوْءِ مِنَ الدَّمِ
৭৯. অনুচ্ছেদঃ রক্ত বের হলে উযু করা সম্পর্কে

١٩٨- حَدَّثَنَا اَبُوْ تَوْبَةَ الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ قَالَ ثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِي صَدَقَةُ بْنُ يَسَارٍ عَنْ عَقِيلِ بْنِ جَابِرٍ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْنِي فِي غَزْوَةِ ذَاتِ الرِّقَاعِ فَاَصَابَ رَجُلٌ امْرَأَةَ رَجُلٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ فَحَلَفَ اَنْ لَا اَنْتَهِيَ حَتّٰى اُهْرِيقَ دَمًا فِي اَصْحَابِ مُحَمَّدٍ فَخَرَجَ يَتْبَعُ اَثَرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْزِلًا - فَقَالَ مَنْ رَجُلٌ يَكْلَؤُنَا فَانْتَدَبَ رَجُلٌ مِّنَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَرَجُلٌ مِّنَ الْاَنْصَارِ فَقَالَ كُوْنَا بِفَمِ الشِّعْبِ قَالَ فَلَمَّا خَرَجَ الرَّجُلَانِ اِلَى فَمِ الشِّعْبِ اضْطَجَعَ الْمُهَاجِرِيُّ وَقَامَ الْاَنْصَارِيُّ يُصَلِّيْ وَاَتَى الرَّجُلُ فَلَمَّا رَاٰى شَخْصَهُ عَرَفَ اَنَّهُ رَبِيئَةٌ لِلْقَوْمِ فَرَمَاهُ بِسَهْمٍ فَوَضَعَهُ فِيْهِ فَنَزَعَهُ حَتّٰى رَمَاهُ بِثَلَاثَةِ اَسْهُمٍ ثُمَّ رَكَعَ وَسَجَدَ ثُمَّ اَنْبَهَ صَاحِبَهُ فَلَمَّا عَرَفَ اَنَّهُمْ قَدْ نَذِرُوْا بِهٖ هَرَبَ فَلَمَّا رَاٰى الْمُهَاجِرِيُّ مَا بِالْاَنْصَارِيِّ مِنَ الدِّمَاءِ قَالَ سُبْحَانَ اللّٰهِ اَلَّا اَنْبَهْتَنِيْ اَوَّلَ مَا رَمٰى قَالَ اِنْ كُنْتُ فِيْ سُوْرَةٍ اَقْرَؤُهَا فَلَمْ اُحِبَّ اَنْ اَقْطَعَهَا -

১৯৮। আবু তাওবা····· জাবের (রা) হতে বর্ণিত। আমরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সাথে যাতুর–রিকা নামক যুদ্ধে গমন করি। মুসলিম বাহিনীর এক ব্যক্তি মুশরিকদের

এক ব্যক্তির স্ত্রীকে বন্দী অথবা হত্যা করে। তখন সে ব্যক্তি এরূপ শপথ করে যে, আমি ততক্ষণ ক্ষান্ত হব না, যতক্ষণ না মুহাম্মাদ (স)-এর কোন একজন সাহাবীর রক্ত প্রবাহিত করি। তখন সে নবী করীম (স)-এর অনুসরণ করতে লাগল। অতঃপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম রাতে বিশ্রামের জন্য এক স্থানে অবতরণ করেন এবং বলেনঃ কে আছ যে আমাদের পাহারা দিবে? তখন মুহাজিরদের মধ্য হতে একজন এবং আনসারদের মধ্য হতে একজন সাড়া দেন। রাসূলুল্লাহ্ (স) বলেনঃ তোমরা দুইজন গিরিপথের চূড়ায় বসে পাহারা দিবে। অতঃপর উক্ত ব্যক্তিদ্বয় সেখানে উপস্থিত হওয়ার পর মুহাজির সাহাবী বিশ্রামের জন্য শুইয়ে পড়েন এবং আনসার সাহাবী নামাযে রত হন। তখন শত্রু পক্ষের ঐ ব্যক্তি (স্ত্রীলোকটির স্বামী) সেখানে আগমন করে এবং মুসলিম বাহিনীর একজন গোয়েন্দা মনে করে তাঁর প্রতি তীর নিক্ষেপ করে এবং তা আনসার সাহাবীর শরীরে বিদ্ধ হয়। তিনি তা দেহ থেকে বের করে ফেলেন। মুশরিক ব্যক্তি এভাবে পরপর তিনটি তীর নিক্ষেপ করে। অতঃপর তিনি রুকু সিজদা করে (নামায শেষ করার পর) তাঁর সাথীকে জাগ্রত করেন। অতঃপর সে ব্যক্তি সেখানে অনেক লোক আছে এবং তারা সতর্ক হয়ে গেছে মনে করে পালিয়ে যায়। পরে মুহাজির সাহাবী আনসার সাহাবীর রক্তাক্ত অবস্থা দেখে আশ্চর্যান্বিত হয়ে বলেন, সুবহানাল্লাহ! শত্রু পক্ষের প্রথম তীর নিক্ষেপের সময় কেন আপনি আমাকে সতর্ক করেননি? জবাবে তিনি বলেন, আমি নামাযের মধ্যে (তন্ময়তার সাথে) এমন একটি সূরা পাঠ করছিলাম যা শেষ না করে পরিত্যাগ করা পছন্দ করিনি।

٨٠. بَابُ فِي الْوُضُوءِ مِنَ النَّوْمِ

৮০. অনুচ্ছেদঃ ঘুমানোর পর উযু করা সম্পর্কে

١٩٩- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شُغِلَ عَنْهَا لَيْلَةً فَأَخَّرَهَا حَتّٰى رَقَدْنَا فِي الْمَسْجِدِ ثُمَّ اسْتَيْقَظْنَا ثُمَّ رَقَدْنَا ثُمَّ اسْتَيْقَظْنَا ثُمَّ رَقَدْنَا ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْنَا فَقَالَ لَيْسَ أَحَدٌ يَنْتَظِرُ الصَّلٰوةَ غَيْرُكُمْ -

১৯৯। আহ্মাদ ইব্ন মুহাম্মাদ--- আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমার (রা) হতে বর্ণিত। এক রাতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এশার নামায আদায়ে বিলম্ব করেন এবং তিনি এত দেরী করেন যে, আমরা সকলে মসজিদে ঘুমিয়ে পড়ি। অতঃপর আমরা জাগ্রত হই এবং আবার সকলে ঘুমিয়ে যাই। পুনরায় আমরা জাগ্রত হই এবং আবার ঘুমিয়ে পড়ি। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (স) বের হয়ে এসে বলেনঃ তোমরা ছাড়া আর কেউই এশার নামায আদায়ের জন্য অপেক্ষা করেনি।

٢٠٠- حَدَّثَنَا شَاذُّ بْنُ فَيَّاضٍ قَالَ ثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِيُّ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ اَصْحَابُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْتَظِرُوْنَ الْعِشَاءَ الْاٰخِرَةَ حَتّٰى تَخْفِقَ رُؤُسُهُمْ ثُمَّ يُصَلُّوْنَ وَلَا يَتَوَضَّؤُنَ - قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَزَادَ فِيْهِ شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ كُنَّا نَخْفِقُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَرَوَاهُ ابْنُ اَبِىْ عَرُوْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ بِلَفْظٍ اٰخَرَ -

২০০। শায ইব্‌ন ফাইয়্যাদ— আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সাহাবীগণ এশার নামায আদায়ের জন্য এত সময় অপেক্ষা করতেন যে, তন্দ্রাচ্ছন্ন হওয়ার কারণে তাদের ঘাড়সমূহ নীচের দিকে ঝুলে পড়ত। এমতাবস্থায়ও তাঁরা পুনরায় উযূ না করে নামায পড়তেন।

٢٠١- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ وَدَاوُدُ بْنُ شَبِيْبٍ قَالَا ثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ اَنَّ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ اُقِيْمَتْ صَلٰوةُ الْعِشَاءِ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ لِىْ حَاجَةً فَقَامَ يُنَاجِيْهِ حَتّٰى نَعِسَ الْقَوْمُ اَوْ بَعْضُ الْقَوْمِ ثُمَّ صَلّٰى بِهِمْ وَلَمْ يَذْكُرْ وُضُوْءً -

২০১। মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল— ছাবেত আল–বানানী হতে বর্ণিত। আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) বলেছেন, একদা এশার নামাযের ইকামত দেওয়া হয়। এমন সময় এক ব্যক্তি দন্ডায়মান হয়ে বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্‌! আপনার নিকট আমার একটি প্রয়োজন আছে। অতঃপর তিনি দাঁড়িয়ে তার সাথে গোপনে (আস্তে আস্তে) কথা বলতে থাকেন। এ সময় উপস্থিত সকলে বা কিছু লোক ঘুমের কারণে ঝিমাতে থাকে। অতঃপর তিনি তাদের নিয়ে নামায আদায় করেন এবং রাবী উযুর কথা উল্লেখ করেননি।

٢٠٢- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِيْنٍ وَهَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ وَعُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ حَرْبٍ وَهٰذَا لَفْظُ حَدِيْثِ يَحْيٰى عَنْ اَبِىْ خَالِدٍ الدَّالَانِيِّ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِى الْعَالِيَةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَسْجُدُ وَيَنَامُ وَيَنْفُخُ ثُمَّ يَقُوْمُ فَيُصَلِّىْ وَلَا يَتَوَضَّأُ فَقُلْتُ لَهُ صَلَّيْتَ وَلَمْ تَتَوَضَّأْ وَقَدْ نِمْتَ

فَقَالَ اِنَّمَا الْوُضُوْءُ عَلٰى مَنْ نَامَ مُضْطَجِعًا ـ زَادَ عُثْمَانُ وَهَنَّادٌ فَاِنَّهُ اِذَا اضْطَجَعَ اسْتَرْخَتْ مَفَاصِلُهُ ـ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ قَوْلُهُ الْوُضُوْءُ عَلٰى مَنْ نَامَ مُضْطَجِعًا هُوَ حَدِيْثٌ مُنْكَرٌ لَمْ يَرْوِهِ اِلَّا يَزِيْدُ الدَّالَانِيُّ عَنْ قَتَادَةَ وَرَوٰى اَوَّلَهُ جَمَاعَةٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ لَمْ يَذْكُرُوْا شَيْئًا مِنْ هٰذَا وَقَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَحْفُوْظًا وَقَالَتْ عَائِشَةُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَنَامُ عَيْنَاىَ وَلَا يَنَامُ قَلْبِىْ وَقَالَ شُعْبَةُ اِنَّمَا سَمِعَ قَتَادَةُ عَنْ اَبِى الْعَالِيَةِ اَرْبَعَةَ اَحَادِيْثَ حَدِيْثَ يُوْنُسَ بْنِ مَتّٰى وَحَدِيْثَ ابْنِ عُمَرَ فِى الصَّلٰوةِ وَحَدِيْثَ الْقُضَاةِ ثَلَاثَةٌ وَحَدِيْثَ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدَّثَنِىْ رِجَالٌ مَرْضِيُّوْنَ مِنْهُمْ عُمَرُ وَاَرْضَاهُمْ عِنْدِىْ عُمَرُ ـ

২০২। ইয়াহ্ইয়া ইব্ন মুঈন---- ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম সিজদা করতেন (অর্থাৎ নামায পড়তেন) এবং ঘুম যেতেন এবং নাক ডাকতেন, অতঃপর দাঁড়িয়ে পুনরায় উযু করা ব্যতিরেকে নামায আদায় করতেন। রাবী বলেন, আমি তাঁকে বলি, আপনি ঘুমানোর পর উযু না করে নামায পড়লেন? তিনি বলেন, উযু করা ঐ ব্যক্তির জন্য প্রয়োজন, যে আরামের সাথে হেলান দিয়ে ঘুমায়।[১]

উছমান ও হান্নাদের বর্ণনায় আরো আছে যে, "কেননা কেউ পার্শদেশে ভর দিয়ে শয়ন করলে তার দেহের বাধন ঢিলা হয়ে যায়।" আবু দাউদ (রহ) বলেন, "যে ব্যক্তি পার্শদেশে ভর দিয়ে ঘুমায় তাকে উযু করতে হবে"– হাদীছের এই অংশটুকু মুনকার (প্রত্যাখ্যাত)। কাতাদার সূত্রে ইয়াযীদ আদ–দালানী ব্যতীত অপর কেউ তা বর্ণনা করেনি। কিন্তু হাদীছের প্রথমাংশ একদল রাবী ইব্ন আব্বাস (রা)–র সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন এবং তাঁরা উপরোক্ত কথার কিছুই উল্লেখ করেননি। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, মহানবী (স) (অসতর্কতা থেকে) নিরাপদ ছিলেন। আয়েশা (রা) বলেন, মহানবী (স) বলেছেনঃ "আমার দুই চোখ ঘুমালেও আমার অন্তর ঘুমায় না।" শোবা বলেন, কাতাদা (রহ) আবুল আলিয়ার নিকট চারটি হাদীছ শুনেনঃ ইউনুস ইব্ন মাত্তার হাদীছ, নামায সম্পর্কে ইব্ন উমার (রা)–র হাদীছ, তৃতীয় হাদীছ বিচারক তিন শ্রেণীর এবং চতুর্থ ইব্ন আব্বাস (রা)–র হাদীছ।

---

১. দাঁড়ানো বা বসা অবস্থায় ঘুম এলে উযু নষ্ট হবে না। তবে কোন কিছুতে হেলান দিয়ে ঘুমালে উযু নষ্ট হবে। কেননা হেলান দিয়ে ঘুমালে শরীরের বাধন ঢিলা হয়ে যায় এবং এমতাবস্থায় বায়ু নির্গত হলেও অনুভব করা যায় না। –(অনুবাদক)

٢٠٣- حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ الْحِمْصِيُّ فِىْ اٰخَرِيْنَ قَالُوْا ثَنَا بَقِيَّةُ عَنِ الْوَضِيْنِ بْنِ عَطَاءٍ عَنْ مَحْفُوْظِ بْنِ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَائِذٍ عَنْ عَلِيِّ ابْنِ اَبِىْ طَالِبٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وِكَاءُ السَّهِ الْعَيْنَانِ فَمَنْ نَامَ فَلْيَتَوَضَّأْ ـ

২০৩। হায়ওয়াত ইব্‌ন শুরায়হ্--- হযরত আলী ইব্‌ন আবু তালিব (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ চক্ষু হল পশ্চাদ্বারের সংরক্ষণকারী। অতএব যে ব্যক্তি চোখ মুদে নিদ্রা যায় সে যেন উযু করে।

٨١. بَابٌ فِى الرَّجُلِ يَطَأُ الْاَذٰى بِرِجْلِهٖ

৮১. অনুচ্ছেদঃ ময়লা (নাপাক) দ্রব্যাদি পদদলিত করা সম্পর্কে

٢٠٤- حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ وَاِبْرَاهِيْمُ بْنُ اَبِىْ مُعَاوِيَةَ عَنْ اَبِىْ مُعَاوِيَةَ ح وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ اَخْبَرَنَا شَرِيْكٌ وَّجَرِيْرٌ وَّابْنُ اِدْرِيْسَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ شَقِيْقٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ كُنَّا لَا نَتَوَضَّأُ مِنْ مَّوْطِئٍ وَّلَا نَكُفُّ شَعْرًا وَّثَوْبًا قَالَ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ اَبِىْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ شَقِيْقٍ عَنْ مَّسْرُوْقٍ اَوْ حَدَّثَهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ وَقَالَ هَنَّادٌ عَنْ شَقِيْقٍ اَوْ حَدَّثَهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ ـ

২০৪। হান্নাদ--- শাকীক থেকে বর্ণিত। আবদুল্লাহ্ (রা) বলেছেনঃ খালি পায়ে রাস্তা পদদলিত করা সত্ত্বেও আমরা উযু করতাম না এবং আমাদের চুল ও কাপড় নামাযের মধ্যে গুটিয়ে রাখতাম না।

٨٢. بَابٌ فِيْمَنْ يُحْدِثُ فِى الصَّلٰوةِ

৮২. অনুচ্ছেদঃ নামাযের মধ্যে উযু ছুটে গেলে

٢٠٥- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا جَرِيْرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيْدِ عَنْ عَاصِمٍ الْاَحْوَلِ عَنْ عِيْسَى بْنِ حِطَّانَ عَنْ مُّسْلِمِ بْنِ سَلَّامٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ طَلْقٍ قَالَ قَالَ

رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا فَسَا اَحَدُكُمْ فِى الصَّلٰوةِ فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ وَلْيُعِدِ الصَّلٰوةَ ـ

২০৫। উছমান— আলী ইব্ন তলক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেনঃ যখন কোন ব্যক্তি নামাযের মধ্যে নিঃসাড়ে পশ্চাৎ–দ্বার দিয়ে বায়ু নির্গত করে, তখন তার উচিত পুনরায় উযু করে নামায আদায় করা।

৮٣. بَابٌ فِى الْمَذِىِّ

৮৩. অনুচ্ছেদঃ মযী (বীর্যরস) সম্পর্কে

٢٠٦– حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ ثَنَا عُبَيْدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ الْحَذَّاءُ عَنِ الرُّكَيْنِ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ حُصَيْنِ بْنِ قَبِيْصَةَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً فَجَعَلْتُ اَغْتَسِلُ حَتّٰى تَشَقَّقَ ظَهْرِىْ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِلنَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَوْ ذُكِرَلَهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَفْعَلْ اِذَا رَأَيْتَ الْمَذِىَّ فَاغْسِلْ ذَكَرَكَ وَتَوَضَّأْ وُضُوْءَكَ لِلصَّلٰوةِ وَاِذَا فَضَخْتَ الْمَاءَ فَاغْتَسِلْ ـ

২০৬। কুতায়বা ইব্ন সাঈদ— আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমার প্রায়ই মযী[1] নির্গত হত এবং আমি গোসল করতাম– এমনকি এ কারণে (অধিক গোসলের ফলে ঠান্ডাবশতঃ) আমি আমার পৃষ্ঠদেশে ব্যথা অনুভব করতাম। অতঃপর আমি বিষয়টি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের খেদমতে উল্লেখ করি অথবা (রাবী বলেন) অন্য কারো দ্বারা পেশ করি। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেন, তুমি এরূপ করবে না। বরং যখনই তুমি তোমার লিংগাগ্রে মযী দেখবে, তখনই তা ধৌত করবে এবং নামায আদায়ের জন্য উযু করবে। অবশ্য যদি কোন সময় উত্তেজনা বশতঃ বীর্য নির্গত হয় তবে গোসল করবে।

٢٠٧– حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ اَبِى النَّضْرِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ الْاَسْوَدِ قَالَ اِنَّ عَلِىَّ بْنَ اَبِى طَالِبٍ اَمَرَهُ اَنْ يَسْاَلَ رَسُوْلَ

---

১. পেশাবের আগে অথবা পরে এবং সামান্য কামোত্তেজনার ফলে যে পাতলা আঠাল পানি পুরুষাংগ হতে নির্গত হয় তাকে মযী বলে। তা বের হলে উযু ভংগ হয়।

اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرَّجُلِ اِذَا دَنَا مِنْ اَهْلِهِ فَخَرَجَ مِنْهُ الْمَذِىُّ مَاذَا عَلَيْهِ فَاِنَّ عِنْدِى اِبْنَتَهُ وَاَنَا اَسْتَحْيِىْ اَنْ اَسْاَلَهُ قَالَ الْمِقْدَادُ فَسَاَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَالِكَ فَقَالَ اِذَا وَجَدَ اَحَدُكُمْ ذَالِكَ فَلْيَنْتَضِحْ فَرْجَهُ وَلْيَتَوَضَّأْ وُضُوْئَهُ لِلصَّلٰوةِ ـ

২০৭। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসলামা--- মিকদাদ ইব্‌নুল আস্‌ওয়াদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আলী ইব্‌ন আবু তালিব (রা) আমাকে নির্দেশ দেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করি যে, কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীর নিকটবর্তী হলে (উত্তেজনাবশত) মযী নির্গত হয়। এমতাবস্থায় করণীয় কি? আলী (রা) বলেন, যেহেতু তাঁর কন্যা আমার পত্নী, সে কারণে আমি নিজে তাঁকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে লজ্জাবোধ করি। মিক্‌দাদ (রা) বলেন, অতঃপর আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করি। তিনি বলেন, তোমাদের কারো যখন এরূপ অবস্থা হবে তখন তার উচিত স্বীয় লিংগ ধৌত করা; অতঃপর নামাযের উযুর ন্যায় উযু করা।

٢٠٨- حَدَّثَنَا اَحْمَدُبْنُ يُوْنُسَ قَالَ ثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ اَنَّ عَلِىَّ بْنَ اَبِىْ طَالِبٍ قَالَ لِلْمِقْدَادِ وَذَكَرَ نَحْوَ هٰذَا قَالَ فَسَاَلَهُ الْمِقْدَادُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَغْسِلْ ذَكَرَهُ وَاُنْثَيَيْهِ ـ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَرَوَاهُ الثَّوْرِىُّ وَجَمَاعَةٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ الْمِقْدَادِ عَنْ عَلِىٍّ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ

২০৮। আহ্‌মাদ ইব্‌ন ইউনুস--- উরওয়া (রহ) হতে বর্ণিত। হযরত আলী ইব্‌ন আবু তালিব (রা) হযরত মিকদাদ (রা)-কে বলেন--- অতঃপর পূর্বোক্ত হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা দেন। রাবী বলেন, মিকদাদ (রা) তাঁকে (স) এতদসম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে- রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেনঃ ঐ ব্যক্তির স্বীয় লিংগ ও অন্ডকোষ ধৌত করা উচিত- (নাসাঈ, ইব্‌ন মাজা)।

٢٠٩- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِىُّ قَالَ ثَنَا اَبِىْ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ حَدِيْثٍ حَدَّثَهُ عَنْ عَلِىِّ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ قَالَ قُلْتُ لِلْمِقْدَادِ فَذَكَرَ بِمَعْنَاهُ ـ

قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَرَوَاهُ الْمُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ وَالثَّوْرِىُّ وَابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَلِيٍّ ـ وَرَوَاهُ ابْنُ اِسْحَاقَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ الْمِقْدَادِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَذْكُرْ اُنْثَيَيْهِ ـ

২০৯। আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসলামা— আলী ইব্ন আবু তালিব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মিকদাদকে বললাম, —এরপর যুহায়েরের সূত্রে বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ অর্থের হাদীছ বর্ণনা করেন। ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেন, এই হাদীছ আল–মুফাদ্দাল ইব্ন ফুদালা, ছাওরী ও ইব্ন উয়ায়না– হিশামের সূত্রে, তিনি তাঁর পিতার সূত্রে এবং তিনি হযরত আলী (রা)–র সূত্রে বর্ণনা করেন। অনুরূপভাবে এই হাদীছ ইব্ন ইস্হাক– হিশাম ইব্ন উরওয়ার সূত্রে, তিনি তাঁর পিতার সূত্রে, তিনি মিকদাদ (রা)–র সূত্রে এবং তিনি নবী করীম (স)–এর নিকট থেকে বর্ণনা করেন– (নাসাঈ, ইব্ন মাজা)। এই বর্ণনা ধারায় انثيه বা "অন্ডকোষদ্বয়" শব্দটির উল্লেখ নাই।

٢١٠ـ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ يَعْنِىْ ابْنَ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِىْ سَعِيْدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ السَّبَّاقِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ قَالَ كُنْتُ اَلْقَى مِنَ الْمَذْىِ شِدَّةً وَكُنْتُ اُكْثِرُ مِنْهُ الْاِغْتِسَالَ فَسَاَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَ اِنَّمَا يُجْزِيْكَ عَنْ ذٰلِكَ الْوُضُوْءُ ـ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَكَيْفَ بِمَا يُصِيْبُ ثَوْبِىْ مِنْهُ قَالَ يَكْفِيْكَ بِاَنْ تَاْخُذَ كَفًّا مِّنْ مَّاءٍ فَتَنْضَحَ بِهَا مِنْ ثَوْبِكَ حَيْثُ تَرٰى اَنَّهُ اَصَابَهُ ـ

২১০। মুসাদ্দাদ— সাহ্ল ইব্ন হুনাইফ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমার অত্যধিক মযী নির্গত হত। তাই আমি অধিক গোসল করতাম। অতঃপর আমি এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করি। তিনি বলেন, মযী বের হওয়ার পর উযু করাই যথেষ্ট। তখন আমি বলি, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার কাপড়ে মযী লাগলে কি করব? তিনি বলেনঃ কাপড়ের যে যে স্থানে মযীর নিদর্শন দেখবে, এক আজলা পানি নিয়ে উক্ত স্থান হালকাভাবে ধুয়ে নিবে, যাতে তা দূরীভূত হয়–(ইব্ন মাজা, তিরমিযী)।[১]

---

১ ইমাম আহ্মাদ ইব্ন হাম্বল (রহ)–এর মতে কাপড়ে মযী লাগলে কাপড় ধৌত করার প্রয়োজন নেই। কেবলমাত্র সংশ্লিষ্ট স্থানে পানি ছিটিয়ে দিলে হবে। অপরপক্ষে ইমাম আবু হানীফা (রহ), ইমাম শাফিঈ (রহ) ও অপরাপর ইমামদের মতে– কাপর ধৌত করতে হবে। –(অনুবাদক)

٢١١- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوْسٰى قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ ثَنَا مُعَاوِيَةُ يَعْنِى ابْنَ صَالِحٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ حَرَامِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ عَمِّهٖ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَعْدٍ الْاَنْصَارِىِّ قَالَ سَاَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَّا يُوْجِبُ الْغُسْلَ وَعَنِ الْمَاءِ يَكُوْنُ بَعْدَ الْمَاءِ فَقَالَ ذَاكَ الْمَذِىُّ وَكُلُّ فَحْلٍ يَمْذِىْ فَتَغْسِلُ مِنْ ذَالِكَ فَرْجَكَ وَاُنْثَيَيْكَ وَتَوَضَّاْ وُضُوْءَكَ لِلصَّلٰوةِ -

২১১। ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মূসা— আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সাদ আল-আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে গোসল ফরজ হওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করি এবং পেশাবের পর মযী নির্গত হওয়ার ব্যাপারেও জিজ্ঞাসা করি। তিনি বলেন, এটা হল মযী এবং যখন পুরুষাঙ্গ থেকে মযী নির্গত হয়, তখন তুমি তোমার লজ্জাস্থান ও অন্ডকোষদ্বয় ধৌত করবে, অতঃপর নামায আদায়ের জন্য উযু করবে।

৮২. بَابٌ فِىْ مُبَاشَرَةِ الْحَائِضِ وَمُؤَاكَلَتِهَا

৮৩. অনুচ্ছেদঃ ঋতুবতী স্ত্রীলোকের সাথে মেলামেশা ও খাওয়া-দাওয়া সম্পর্কে

٢١٢- حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بَكَّارٍ قَالَ ثَنَا مَرْوَانُ يَعْنِى ابْنَ مُحَمَّدٍ قَالَ ثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ ثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ حَرَامِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ عَمِّهٖ اَنَّهٗ سَاَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَحِلُّ لِىْ مِنِ امْرَاَتِىْ وَهِىَ حَائِضٌ قَالَ لَكَ مَا فَوْقَ الْاِزَارِ وَذَكَرَ مُؤَاكَلَةَ الْحَائِضِ اَيْضًا وَسَاقَ الْحَدِيْثَ -

২১২। হারূন ইব্‌ন মুহাম্মাদ— হারাম ইব্‌ন হাকীম থেকে তাঁর চাচার সূত্রে বর্ণিত। তিনি (চাচা) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করেন- আমার স্ত্রী যখন ঋতুবতী হয়, তখন সে আমার জন্য কতটুকু হালাল? তিনি (স) বলেনঃ তুমি কাপড়ের উপর দিয়ে যা কিছু করতে পার[১] এবং ঋতুবতী স্ত্রীলোকের সাথে খানা-পিনার বৈধতা সম্পর্কেও আলোচনা করলেন -(তিরমিযী)।

---

১. ঋতুবতী স্ত্রীলোকের সাথে সহবাস করা হারাম। তবে তাদের সাথে একত্রে উঠাবসা, খাওয়া-দাওয়া ও ঘুমানো বৈধ। ঋতুবতী স্ত্রীর সাথে সংগম ব্যতীত তার সাথে অন্যান্য যাবতীয় আচার-আচরণ বৈধ। -(অনুবাদক)

٢١٣- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْيَزَنِيُّ قَالَ ثَنَا بَقِيَّةُ عَنْ سَعْدِ الْاَغْطَشِ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ عَائِذٍ الْاَزْدِيِّ قَالَ هِشَامٌ هُوَ ابْنُ قُرْطٍ اَمِيْرُ حِمْصَ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَّا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ فَقَالَ مَا فَوْقَ الْاِزَارِ وَالتَّعَفُّفُ عَنْ ذٰلِكَ اَفْضَلُ ۔ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَلَيْسَ هُوَ يَعْنِي الْحَدِيْثَ بِالْقَوِيِّ ۔

২১৩। হিশাম ইব্ন আবদুল মালিক--- মুআয ইব্ন জাবাল (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করি যে, ঋতুবতী অবস্থায় স্ত্রীলোক পুরুষের জন্য কতটুকু হালাল? তিনি বলেন, কাপড়ের উপর যতটুকু সম্ভব। তবে এটা থেকেও বেঁচে থাকা উত্তম।
আবু দাউদ (রহ) বলেন, সনদের দিক থেকে হাদীছটি খুব শক্তিশালী নয়।

٨٤. بَابٌ فِي الْاِكْسَالِ
৮৪. স্ত্রী-সহবাসে বীর্যপাত না হলে

٢١٤- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عَمْرٌو يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ بَعْضُ مَنْ اَرْضٰى اَنَّ سَهْلَ ابْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ اَخْبَرَهُ اَنَّ اُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ اَخْبَرَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّمَا جَعَلَ ذٰلِكَ رُخْصَةً لِلنَّاسِ فِيْ اَوَّلِ الْاِسْلَامِ لِقِلَّةِ الثِّيَابِ ثُمَّ اَمَرَ بِالْغُسْلِ وَنَهٰى عَنْ ذَالِكَ ۔ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ يَعْنِي الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ ۔

২১৪। আহ্মাদ ইব্ন সালেহ্--- উবাই ইব্ন কাব (রা) থেকে বর্ণিত। ইসলামের প্রাথমিক যুগে মুসলমানদের কাপড়-চোপড়ের স্বল্পতা হেতু রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম লোকদের স্ত্রী-সহবাসে বীর্যপাত না ঘটলে গোসল করার ব্যাপারে স্বাধীনতা প্রদান করেন। অতপর তিনি গোসলের নির্দেশ দেন এবং পূর্বোক্ত অনুমতি রহিত করেন। ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেন, বীর্যপাত হলে গোসল করতে হবে-(বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ, ইব্ন মাজা)।

٢١٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الرَّازِيُّ قَالَ ثَنَا مُبَشِّرٌ الْحَلَبِيُّ عَنْ مُحَمَّدٍ اَبِيْ غَسَّانَ عَنْ اَبِيْ حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ اُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ اَنَّ الْفُتْيَا الَّتِيْ كَانُوْا يُفْتُوْنَ اَنَّ الْمَاءَ مِنَ الْمَاءِ كَانَتْ رُخْصَةً رَخَّصَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ بَدْءِ الْاِسْلَامِ ثُمَّ اَمَرَ بِالْاِغْتِسَالِ بَعْدُ ـ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ اَبُوْ غَسَّانَ مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ ـ

২১৫। মুহাম্মাদ ইব্‌ন মিহরান--- সাহ্‌ল ইব্‌ন সাদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উবাই ইন্‌ন কাব (রা) আমাকে বলেছেন যে, মুফতীগণ এরূপ ফাতওয়া দিতেন যে, বীর্যপাত হলেই গোসল করতে হবে (অন্যথায় নয়)। ইসলামের প্রাথমিক যুগে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম গোসলের ব্যাপারে স্বাধীনতা প্রদান করেন। তিনি (স) পরবর্তী কালে স্ত্রী সহবাস করলেই (বীর্যপাত হোক বা না হোক)গোসলের নির্দেশ দেন-(বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, ইব্‌ন মাজা)।

٢١٦- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الْفَرَاهِيْدِيُّ قَالَ ثَنَا هِشَامٌ وَّشُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ اَبِيْ رَافِعٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا قَعَدَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْاَرْبَعِ وَاَلْزَقَ الْخِتَانَ بِالْخِتَانِ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ ـ

২১৬। মুসলিম ইব্‌ন ইব্‌রাহীম--- আবু হুরায়রা (রা) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নিকট থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, যখন কোন ব্যক্তি তার কামস্পৃহা চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে স্ত্রীর উপর সমাগম হবে এবং পুরুষের গুপ্তস্থান স্ত্রী-অংগে প্রবেশ করাবে (সহবাস করবে)- তার উপর গোসল ওয়াজিব হবে-(বুখারী, মুসলিম, ইব্‌ন মাজা, নাসাঈ)।

٢١٧- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عَمْرٌو عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَلْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ ـ وَكَانَ اَبُوْ سَلَمَةَ يَفْعَلُ ذٰلِكَ ـ

২১৭। আহ্‌মাদ ইব্‌ন সালেহ্--- আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ পানির (বীর্যপাতের) কারণেই পানি (গোসল) অপরিহার্য হয়। আবু সালামা (রহ) এরূপ ফাতওয়া দিতেন (অর্থাৎ বীর্যপাত হলেই গোসল ফরজ হয়। স্ত্রী সহবাসের দরুন হোক বা স্বপ্নদোষ বা অন্য কোন উপায়েই হোক)-(মুসলিম)।

٨٥. بَابُ فِي الْجُنُبِ يَعُوْدُ

৮৫. অনুচ্ছেদঃ স্ত্রী সংগমের পর গোসলের পূর্বে পুনরায় সংগম করা সম্পর্কে

٢١٨- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ قَالَ ثَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيْلُ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَافَ ذَاتَ يَوْمٍ عَلٰى نِسَائِهِ فِيْ غُسْلٍ وَّاحِدٍ - قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَهٰكَذَا رَوَاهُ هِشَامُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ اَنَسٍ وَّمَعْمَرٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ وَّصَالِحُ بْنُ اَبِى الْاَخْضَرِ عَنِ الزُّهْرِيِّ كُلُّهُمْ عَنْ اَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

২১৮। মুসাদ্দাদ---- আনাস (রা) হতে বর্ণিত। একদিন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁর স্ত্রীদের সাথে সহবাসের পর একবার গোসল করেন-(বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ)।

٨٦. بَابُ الْوُضُوْءِ لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يَّعُوْدَ

৮৬. অনুচ্ছেদঃ একবার স্ত্রী সংগমের পর পুনরায় স্ত্রী সহবাসের পূর্বে উযূ করা

٢١٩- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ قَالَ ثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ اَبِىْ رَافِعٍ عَنْ عَمَّتِهٖ سَلْمٰى عَنْ اَبِىْ رَافِعٍ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَافَ ذَاتَ يَوْمٍ عَلٰى نِسَائِهٖ يَغْتَسِلُ عِنْدَ هٰذِهٖ وَعِنْدَ هٰذِهٖ قَالَ فَقُلْتُ لَهٗ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَلَا تَجْعَلُهٗ غُسْلًا وَّاحِدًا فَقَالَ هٰذَا اَزْكٰى وَاَطْيَبُ وَاَطْهَرُ - قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَحَدِيْثُ اَنَسٍ اَصَحُّ مِنْ هٰذَا-

২১৯। মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল---- আবু রাফে (রা) হতে বর্ণিত। একদা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁর স্ত্রীদের সাথে সহবাস করেন। এক স্ত্রীর সাথে সহবাসের পর অপর স্ত্রীর সাথে সহবাসের পূর্বে তিনি গোসল করেন। রাবী বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলাম- আপনি কেন একবার গোসল করলেন না (সবশেষে একবার গোসল করলেই তো হত- কেন আপনি বারবার গোসল করলেন)? তিনি (স) বলেন, এরূপ করা অধিকতর পবিত্র, উত্তম ও উৎকৃষ্ট-(ইব্‌ন মাজা)। আবু দাউদ (রহ) বলেন, এ হাদীছের তুলনায় আনাস (রা)-র হাদীছ অধিকতর সহীহ্।

٢٢٠- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ اَخْبَرَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ عَاصِمٍ الْاَحْوَلِ عَنْ اَبِى الْمُتَوَكِّلِ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اَتَى اَحَدُكُمْ اَهْلَهُ ثُمَّ بَدَا لَهُ اَنْ يُّعَاوِدَ فَلْيَتَوَضَّأْ بَيْنَهُمَا وُضُوْئًا -

২২০। আমর ইব্‌ন আওন---- আবু সাঈদ আল–খুদরী (রা) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি (স) বলেনঃ কোন ব্যক্তি নিজ স্ত্রীর সাথে একবার সহবাসের পর পুনরায় সংগম করতে চাইলে– সে যেন মাঝখানে একবার উযু করে নেয়–(মুসলিম, তিরমিযী, ইব্‌ন মাজা, নাসাঈ)।

٨٧. بَابُ فِى الْجُنُبِ يَنَامُ

৮৭.অনুচ্ছেদঃ স্ত্রী সহবাসের পর অপবিত্র অবস্থায় ঘুমানো সম্পর্কে

٢٢١- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَّالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّهُ قَالَ ذَكَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ تُصِيْبُهُ الْجَنَابَةُ مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأْ وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ ثُمَّ نَمْ -

২২১। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসলামা---- আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত উমার ইব্‌নুল খাত্তাব (রা) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের খিদমতে আরজ করেন যে, তিনি রাতে স্ত্রী সঙ্গমে অপবিত্র হন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেনঃ তোমার গুপ্তাংগ ধৌত কর, উযু কর, অতঃপর ঘুমাও–(বুখারী, মুসলিম, ইব্‌ন মাজা, নাসাঈ)।

٨٨. بَابُ الْجُنُبِ يَاْكُلُ

৮৮. অনুচ্ছেদঃ সঙ্গমের পর অপবিত্র অবস্থায় খাদ্য গ্রহণ সম্পর্কে

٢٢٢- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَّقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَا ثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اِنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اِذَا اَرَادَ اَنْ يَّنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ تَوَضَّأَ وُضُوْئَهُ لِلصَّلٰوةِ -

২২২। মুসাদ্দাদ--- আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম অপবিত্র অবস্থায় ঘুমাতে চাইলে- নামাযের উযুর ন্যায় উযু করে নিতেন-(মুসলিম, ইবনু মাজা, বুখারী, নাসাঈ)।

٢٢٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّارُ قَالَ ثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِاِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ وَزَادَ وَاِذَا اَرَادَ اَنْ يَأْكُلَ وَهُوَ جُنُبٌ غَسَلَ يَدَيْهِ - قَالَ اَبُو دَاوُدَ وَرَوَاهُ ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ فَجَعَلَ قِصَّةَ الْاَكْلِ قَوْلَ عَائِشَةَ مَقْصُورًا - وَرَوَاهُ صَالِحُ بْنُ اَبِي الْاَخْضَرِ عَنِ الزُّهْرِيِّ كَمَا قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ اِلَّا اَنَّهُ قَالَ عَنْ عُرْوَةَ اَوْ اَبِي سَلَمَةَ - وَرَوَاهُ الْاَوْزَاعِيُّ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ -

২২৩। মুহাম্মাদ ইব্‌নুস্ সাব্বাহ্--- ইউনুস থেকে যুহরীর সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা ধারায় ও অর্থে বর্ণনা করেছেন। এই সনদসূত্রে উল্লেখ আছে যে, নবী করীম (স) যখন অপবিত্র অবস্থায় খাদ্য গ্রহণের ইচ্ছা করতেন, তখন উভয় হাত ধৌত করতেন-(বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, ইব্‌নমাজা)।

٨٩. بَابُ مَنْ قَالَ الْجُنُبُ يَتَوَضَّأُ

৮৯. অনুচ্ছেদঃ সহবাসের ফলে অপবিত্র হওয়ার পর উযু করা সম্পর্কে

٢٢٤- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ثَنَا يَحْيَى ثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ اِبْرَاهِيمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اِذَا اَرَادَ اَنْ يَأْكُلَ اَوْ يَنَامَ تَوَضَّأَ تَعْنِي وَهُوَ جُنُبٌ -

২২৪। মুসাদ্দাদ--- আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম অপবিত্র অবস্থায় খাদ্য গ্রহণ অথবা ঘুমানোর পূর্বে উযু করতেন-(বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, ইব্‌নমাজা)।

٢٢٥- حَدَّثَنَا مُوسَى يَعْنِي بْنَ اِسْمَاعِيلَ قَالَ ثَنَا حَمَّادٌ قَالَ اَنَا عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ لِلْجُنُبِ اِذَا اَكَلَ اَوْ شَرِبَ اَوْ نَامَ اَنْ يَتَوَضَّأَ - قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ بَيْنَ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ وَعَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ فِىْ هٰذَا الْحَدِيْثِ رَجُلٌ - وَقَالَ عَلِىُّ بْنُ اَبِىْ طَالِبٍ وَّابْنُ عُمَرَ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرٍو اَلْجُنُبُ اِذَا اَرَادَ اَنْ يَّاْكُلَ تَوَضَّأَ -

২২৫। মূসা ইব্ন ইসমাঈল---- আম্মার ইবন ইয়াসির (রা) হতে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম অপবিত্র অবস্থায় পানাহার ও ঘুমানোর পূর্বে উযু করা বা না করার স্বাধীনতা প্রদান করেছেন−(তিরমিযী, আহ্‌মাদ, তাইয়ালিসী)।

আলী ইব্ন আবু তালিব, আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর ও আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমার (রা) বলেছেন, অপবিত্র অবস্থায় কেউ কিছু আহার করতে চাইলে উযু করে নিবে।

٩٠. بَابٌ فِى الْجُنُبِ يُؤَخِّرُ الْغُسْلَ

৯০. অনুচ্ছেদঃ সহবাসজনিত অপবিত্রতার পর বিলম্বে গোসল করা সম্পর্কে

٢٢٦- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ ثَنَا مُعْتَمِرٌ ح وَثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ ثَنَا بُرْدُ بْنُ سِنَانٍ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَىٍّ عَنْ غُضَيْفِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ اَرَأَيْتِ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَغْتَسِلُ فِىْ اَوَّلِ اللَّيْلِ اَوْ فِىْ اٰخِرِهِ قَالَتْ رُبَّمَا اغْتَسَلَ فِىْ اَوَّلِ اللَّيْلِ وَرُبَّمَا اغْتَسَلَ فِىْ اٰخِرِهِ قُلْتُ اللّٰهُ اَكْبَرُ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ جَعَلَ فِى الْاَمْرِ سَعَةً قُلْتُ اَرَأَيْتِ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوْتِرُ اَوَّلَ اللَّيْلِ اَمْ فِىْ اٰخِرِهِ قَالَتْ رُبَّمَا اَوْتَرَ فِىْ اَوَّلِ اللَّيْلِ وَرُبَّمَا اَوْتَرَ فِىْ اٰخِرِهِ قُلْتُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ جَعَلَ فِى الْاَمْرِ سَعَةً - قُلْتُ اَرَأَيْتِ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَجْهَرُ بِالْقُرْاٰنِ اَوْ يُخَافِتُ بِهِ قَالَتْ رُبَّمَا جَهَرَ بِهِ وَرُبَّمَا خَافَتَ قُلْتُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ جَعَلَ فِى الْاَمْرِ سَعَةً -

২২৬। মুসাদ্দাদ---- গুদাইফ ইব্নুল হারিছ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা)−কে জিজ্ঞাসা করি যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম অপবিত্র হওয়ার পর রাতের

প্রথমাংশে গোসল করতেন না শেষাংশে? তিনি বলেন, তিনি (স) কখনও রাতের প্রথমাংশে এবং কখনও শেষাংশে গোসল করতেন। তখন আমি খুশীতে "আল্লাহু আকবার আলহাম্দু লিল্লাহিল্লাযী জাআলা ফিল-আমরে সাআতান" বলি (আল্লাহ মহান, সমস্ত প্রশংসা তাঁরই- যিনি এ কাজের জন্য প্রচুর সুযোগ রেখেছেন)।

আমি পুনরায় জিজ্ঞাসা করি, আপনি কি দেখেছেন যে- রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম রাতের প্রথমাংশে বেতেরের নামায আদায় করতেন না শেষাংশে? তিনি (আয়েশা) বলেন, কখনও রাতের প্রথমাংশে এবং কখনও কখনও শেষাংশে পড়তেন। আমি বললাম, আল্লাহু আকবার আল্হাম্দু লিল্লাহিল্লাযী জাআলা ফিল-আমরে সাআতান। অতঃপর আমি তাঁকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করি, বলুন তো- রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম কুরআন তিলাওয়াত উচ্চস্বরে করতেন না চুপে চুপে? তিনি বলেন, কখনও উচ্চস্বরে এবং কখনও নিঃশব্দে। তখন আমি বলি, "আল্লাহু আকবার আলহামদু লিল্লাহিল্লাযী জাআলা ফিল-আমরে সাআতান"- (নাসাঈ, ইব্ন মাজা)।

٢٢٧- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُدْرِكٍ عَنْ اَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُجَيٍّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَدْخُلُ الْمَلٰئِكَةُ بَيْتًا فِيْهِ صُوْرَةٌ وَّلَا كَلْبٌ وَّلَا جُنُبٌ -

২২৭। হাফ্স ইব্ন উমার--- হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেনঃ যে ঘরে ছবি, কুকুর ও অপবিত্র লোক থাকে- সেখানে রহমতের ফেরেশ্তাগণ (নতুন রহমতসহ) প্রবেশ করেন না-(নাসাঈ, ইব্ন মাজা)।

٢٢٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ قَالَ اَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِي اِسْحَاقَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنَامُ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ غَيْرِ اَنْ يَمَسَّ مَاءً - قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْوَاسِطِيُّ قَالَ سَمِعْتُ يَزِيْدَ بْنَ هَارُوْنَ يَقُوْلُ هٰذَا الْحَدِيْثُ وَهْمٌ يَعْنِي حَدِيْثَ اَبِي اِسْحَاقَ .

২২৮। মুহাম্মাদ ইব্ন কাছীর--- আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু

আলাইহে ওয়া সাল্লাম (কখনও) অপবিত্র হওয়ার পর পানি স্পর্শ না করেই ঘুমিয়ে যেতেন [১] –(তিরমিযী, ইব্‌ন মাজা, নাসাঈ)।

৯১. بَابٌ فِى الْجُنُبِ يَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ

৯১. অনুচ্ছেদঃ অপবিত্র অবস্থায় কুরআন তিলাওয়াত সম্পর্কে

২২৯– حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ دَخَلْتُ عَلٰى عَلِىٍّ اَنَا وَرَجُلَانِ رَجُلٌ مِّنَّا وَرَجُلٌ مِنْ بَنِى اَسَدٍ اَحْسِبُ فَبَعَثَهُمَا عَلِىٌّ وَجْهًا وَقَالَ اِنَّكُمَا عِلْجَانِ فَعَالِجَا عَنْ دِيْنِكُمَا ثُمَّ قَامَ فَدَخَلَ الْمَخْرَجَ ثُمَّ خَرَجَ فَدَعَا بِمَاءٍ فَاَخَذَ مِنْهُ حَفْنَةً فَتَمَسَّحَ بِهَا ثُمَّ جَعَلَ يَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ فَاَنْكَرُوْا ذٰلِكَ فَقَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَخْرُجُ مِنَ الْخَلَاءِ فَيُقْرِئُنَا الْقُرْاٰنَ وَيَاْكُلُ مَعَنَا اللَّحْمَ وَلَمْ يَكُنْ يَحْجُبُهُ اَوْ قَالَ يَحْجُزُهُ عَنِ الْقُرْاٰنِ شَىْءٌ لَيْسَ الْجَنَابَةُ .

২২৯। হাফ্‌স ইব্‌ন উমার--- আব্‌দুল্লাহ্ ইব্‌ন সালামা (রহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এবং অপর দুই ব্যক্তি একজন আমার স্বগোত্রীয় এবং অপরজন সম্ভবতঃ বানূ আসাদ গোত্রের– হযরত আলী (রা)–র নিকট যাই। আলী (রা) উক্ত ব্যক্তিদ্বয়কে কোন কাজে পাঠিয়ে দেয়ার সময় বলেন, তোমরা উভয়েই সক্ষম ব্যক্তি। কাজেই তোমরা তোমাদের দীনকে নিরোগ করে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য সচেষ্ট হও। অতঃপর তিনি (আলী) পায়খানায় যান এবং সেখান থেকে প্রত্যাবর্তন করে পানি চেয়ে নিয়ে (হাত) ধৌত করেন। অতঃপর তিনি কুরআন তিলাওয়াত শুরু করেন। সমবেত লোকেরা তা অপছন্দ করলে তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম পায়খানা হতে বের হয়ে আমাদেরকে কুরআন শিক্ষা দিতেন এবং আমাদের সাথে গোশতও খেতেন। স্ত্রী–সহবাস জনিত অপবিত্রতা ছাড়া অন্য কোন অপবিত্রতা তাঁকে কুরআন তিলাওয়াত থেকে বিরত রাখতে পারত না–(তিরমিযী, ইব্‌ন মাজা, নাসাঈ)।

১· যে সব লোক অলসতা হেতু প্রায়ই অপবিত্র অবস্থায় ঘুমায় এবং নামাযের সময় ঠিকভাবে নামায আদায় করে না– তাদের ঘরে রহমতের ফেরেশতা প্রবেশ করে না। উপরোক্ত হাদীছের আলোকে জানা যায় যে, রাসূলে করীম (স) অপবিত্র অবস্থায় ঘুমিয়েছেন– এটা উম্মাতের কষ্ট লাঘবের উদ্দেশ্যে করেন, এটা অলসতা হেতু নয়। –(অনুবাদক)

٩٢. بَابُ فِي الْجُنُبِ يُصَافِحُ

৯২. অনুচ্ছেদঃ সঙ্গমের কারণে অপবিত্র অবস্থায় মোসাফাহা করা সম্পর্কে

٢٣٠- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ ثَنَا يَحْيَى عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ وَاصِلٍ عَنْ اَبِي وَائِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقِيَهُ فَاَهْوَى اِلَيْهِ فَقَالَ اِنِّي جُنُبٌ فَقَالَ اِنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَنْجُسُ ـ

২৩০। মুসাদ্দাদ---- হুযায়ফা (রা) হতে বর্ণিত। একদা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সাথে তাঁর সাক্ষাত হয়। তখন তিনি (স) তাঁর সাথে মুসাফাহা করার উদ্দেশ্যে হাত বাড়িয়ে দেন। তখন হুযায়ফা (রা) বলেন, আমি অপবিত্র। নবী করীম (স) বলেন, মুসলিম ব্যক্তি কখনও অপবিত্র হয় না (অর্থাৎ মুসলমান কখনও এমন অপবিত্র হয় না- যার ফলে তার সাথে মুসাফাহা (করমর্দন) করা যায় না)-(মুসলিম, নাসাঈ, ইবনু মাজা)।

٢٣١- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ ثَنَا يَحْيَى وَبِشْرٌ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ بَكْرٍ عَنْ اَبِي رَافِعٍ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَقِيَنِي رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي طَرِيْقٍ مِنْ طُرُقِ الْمَدِيْنَةِ وَاَنَا جُنُبٌ فَاخْتَنَسْتُ فَذَهَبْتُ فَاغْتَسَلْتُ ثُمَّ جِئْتُ فَقَالَ اَيْنَ كُنْتَ يَا اَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قُلْتُ اِنِّي كُنْتُ جُنُبًا فَكَرِهْتُ اَنْ اُجَالِسَكَ عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ فَقَالَ سُبْحَانَ اللّٰهِ اِنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَنْجُسُ ـ قَالَ وَفِي حَدِيْثِ بِشْرٍ قَالَ ثَنَا حُمَيْدٌ قَالَ ثَنِي بَكْرٌ ـ

২৩১। মুসাদ্দাদ---- আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, মদীনার কোন এক রাস্তায় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সাথে অপবিত্র অবস্থায় আমার সাক্ষাত হয়। আমি একটু পিছনে হটে যাই। অতঃপর গোসল করে তাঁর খেদমতে আসি। তখন তিনি বলেনঃ হে আবু হুরায়রা! তুমি এতক্ষণ কোথায় ছিলে? আমি বলি, আমি অপবিত্র ছিলাম- এমতাবস্থায় আপনার নিকট উপবেশন করা ভাল মনে করিনি। তিনি বলেনঃ সুব্হানাল্লাহ্! মুসলমান কখনও অপবিত্র হয় না-(বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, ইবনু মাজা)।

٩٣. بَابُ فِي الْجُنُبِ يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ

৯৩. অনুচ্ছেদঃ সহবাস জনিত অপবিত্র অবস্থায় মসজিদে প্রবেশ নিষিদ্ধ

٢٣٢- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ قَالَ ثَنَا الْأَفْلَتُ بْنُ خَلِيفَةَ قَالَ حَدَّثَتْنِي جَسْرَةُ بِنْتُ دِجَاجَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ جَاءَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوُجُوهُ بُيُوتِ أَصْحَابِهِ شَارِعَةٌ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ وَجِّهُوا هٰذِهِ الْبُيُوتَ عَنِ الْمَسْجِدِ ثُمَّ دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَصْنَعِ الْقَوْمُ شَيْئًا رَجَاءَ أَنْ تَنْزِلَ فِيهِمْ رُخْصَةٌ فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ بَعْدُ فَقَالَ وَجِّهُوا هٰذِهِ الْبُيُوتَ عَنِ الْمَسْجِدِ فَإِنِّي لَا أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَّلَا جُنُبٍ - قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهُوَ فُلَيْتٌ الْعَامِرِيُّ -

২৩২। মুসাদ্দাদ--- আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম মসজিদে নববীতে এসে দেখতে পান যে, তাঁর সাহাবীদের ঘরের দরজা মসজিদমুখী (অর্থাৎ তাদের ঘরে যাতায়াতের পথ ছিল মসজিদের ভেতর দিয়ে)। তখন তিনি বলেন, তোমাদের ঘরের দরজা মসজিদের দিক থেকে ফিরিয়ে নাও। অতঃপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম মসজিদে নববীতে প্রবেশ করেন। সাহাবীরা এই আশায় ঘরের দরজা পরিবর্তন করেন নাই, হয়ত এ ব্যাপারে আল্লাহ্র পক্ষ হতে রোখছত (অব্যাহতি) সূচক কোন নির্দেশ নাযিল হতে পারে। অতঃপর নবী করীম (স) বের হয়ে পুনরায় নির্দেশ দেনঃ তোমাদের গৃহের দরজা মসজিদের দিক হতে অন্যদিকে ফিরাও। কেননা ঋতুবতী স্ত্রীলোক ও অপবিত্র ব্যক্তিদের জন্য মসজিদে প্রবেশ করা আমি হালাল (বৈধ) মনে করি না-(ইব্ন মাজা)।

٩٤. بَابُ فِي الْجُنُبِ يُصَلِّي بِالْقَوْمِ وَهُوَ نَاسٍ

৯৪. অনুচ্ছেদঃ ভুলবশতঃ অপবিত্র অবস্থায় নামাযে ইমামতি করলে

٢٣٣- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ثَنَا حَمَّادٌ عَنْ زِيَادٍ الْأَعْلَمِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ فِي صَلٰوةِ الْفَجْرِ فَأَوْمَأَ بِيَدِهِ أَنْ مَكَانَكُمْ ثُمَّ جَاءَ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ فَصَلَّى بِهِمْ -

২৩৩। মূসা ইব্ন ইসমাঈল--- আবু বাক্রাহ্ (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফজরের নামায আরম্ভ করে (হঠাৎ তা ছেড়ে দিয়ে) লোকদের হাতের ইশারায়

স্ব-স্ব স্থানে বসতে নির্দেশ দেন। অতঃপর তিনি এমন অবস্থায় ফিরে আসেন যে, তাঁর মাথা থেকে পানি টপকে পড়ছিল। অতঃপর তিনি তাদের (সাহাবীদের) নিয়ে নামায আদায় করেন।

٢٣٤- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِیْ شَیْبَةَ قَالَ ثَنَا یَزِیْدُ بْنُ هَارُوْنَ قَالَ اَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ بِاِسْنَادِهٖ وَمَعْنَاهُ قَالَ فِیْ اَوَّلِهٖ فَکَبَّرَ وَقَالَ فِیْ اٰخِرِهٖ فَلَمَّا قَضَی الصَّلٰوةَ قَالَ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ وَاِنِّیْ کُنْتُ جُنُبًا ـ قَالَ اَبُوْ دَاوٗدَ وَرَوَاهُ الزُّهْرِیُّ عَنْ اَبِیْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ عَنْ اَبِیْ هُرَیْرَةَ قَالَ فَلَمَّا قَامَ فِیْ مُصَلَّاهُ وَاَنْتَظَرْنَا اَنْ یُّکَبِّرَ اِنْصَرَفَ ثُمَّ قَالَ کَمَاۤ اَنْتُمْ ـ وَرَوَاهُ اَیُّوْبُ وَاِبْنُ عَوْفٍ وَّهِشَامٌ عَنْ مُّحَمَّدٍ (مُرْسَلًا) عَنِ النَّبِیِّ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَکَبَّرَ ثُمَّ اَوْمَأَ اِلَی الْقَوْمِ اَنِ اجْلِسُوْا فَذَهَبَ فَاَغْتَسَلَ وَکَذٰلِكَ رَوَاهُ مَالِكٌ عَنْ اِسْمَاعِیْلَ بْنِ اَبِیْ حُکَیْمٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ کَبَّرَ فِیْ صَلٰوةٍ ـ قَالَ اَبُوْ دَاوٗدَ وَکَذٰلِكَ حَدَّثَنَاهُ مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِیْمَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبَانٌ عَنْ یَّحْیَی عَنِ الرَّبِیْعِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ النَّبِیِّ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهٗ کَبَّرَ ـ

২৩৪। উছমান— হাম্মাদ ইব্‌ন সালামা হতে এই সূত্রে উপরোক্ত সনদ ও অর্থের মর্মানুযায়ী বর্ণিত। এই হাদীছের প্রথমাংশে তিনি বলেছেন— "নবী করীম (স) 'তাকবীরে তাহ্‌রীমা' বাঁধেন" এবং হাদীছের শেষাংশে উল্লেখ আছে যে, নবী করীম (স) নামায শেষে বলেনঃ "আমি তোমাদের মতই একজন মানুষ এবং আমি (সহবাস জনিত কারণে) অপবিত্র ছিলাম।" আর হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (স) যখন নামাযের জন্য দণ্ডায়মান হন, তখন আমরা তাঁর তাক্‌বীর ধ্বনি শোনার অপেক্ষায় ছিলাম। এমতাবস্থায় হঠাৎ তিনি (আমাদের দিকে) ফিরে বলেনঃ তোমরা স্ব-স্ব স্থানে অবস্থান কর। আর মুহাম্মাদ (ইব্‌ন সীরীন)-এর বর্ণনায় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণিত আছে- রাবী বলেন, নবী করীম (স) 'তাক্‌বীরে তাহ্‌রীমা' বাঁধার পর পরই মুসল্লীদের ইশারায় বলেন, তোমরা বসে থাক। অতঃপর তিনি বাইরে গিয়ে গোসল করেন।[১]

১. উপরোক্ত হাদীছসমূহ রাসূলুল্লাহ্ (স) কর্তৃক ভুলবশতঃ অপবিত্র অবস্থায় থাকাকালে নামায আদায়ের যে সমস্ত বর্ণনা এসেছে তার মুখ্য উদ্দেশ্য এই যে- মানুষ হিসাবে এরূপ ভুল হওয়া অস্বাভাবিক নয়। এমতাবস্থায় তাঁর উম্মাতেরা ভুলবশতঃ যদি এরূপ করে ফেলে, তবে কি করবে? তাই তিনি নিজেই এর সমাধান বাস্তব জীবনে পেশ করেছেন। -(অনুবাদক)

٢٣٥- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ الْحِمْصِيُّ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ ثَنَا الزُّبَيْدِيُّ ح وَحَدَّثَنَا عَيَّاشُ بْنُ الْاَزْرَقِ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُوْنُسَ ح وَحَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ ثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ خَالِدٍ اِمَامُ مَسْجِدِ صَنْعَاءَ قَالَ ثَنَا رَبَاحٌ عَنْ مَعْمَرٍ ح وَثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ الْفَضْلِ قَالَ ثَنَا الْوَلِيْدُ عَنِ الْاَوْزَاعِيِّ كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ اُقِيْمَتِ الصَّلٰوةُ وَصَفَّ النَّاسُ صُفُوْفَهُمْ فَخَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتّٰى اِذَا قَامَ فِيْ مَقَامِهِ ذَكَرَ اَنَّهُ لَمْ يَغْتَسِلْ فَقَالَ لِلنَّاسِ مَكَانَكُمْ ثُمَّ رَجَعَ اِلٰى بَيْتِهِ فَخَرَجَ عَلَيْنَا يَنْطِفُ رَأْسُهُ وَقَدِ اغْتَسَلَ وَنَحْنُ صُفُوْفٌ وَهٰذَا لَفْظُ ابْنِ حَرْبٍ وَقَالَ عَيَّاشٌ فِيْ حَدِيْثِهِ فَلَمْ نَزَلْ قِيَامًا نَّنْتَظِرُهُ حَتّٰى خَرَجَ عَلَيْنَا وَقَدِ اغْتَسَلَ ـ

২৩৫। আমর ইব্ন উছমান---- আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নামাযের ইকামত হওয়ার পর লোকেরা যখন কাতারবদ্ধ হয়ে দন্ডায়মান হয়, তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম উপস্থিত হয়ে নিজ স্থানে দাঁড়ান। এমতাবস্থায় তিনি বলেন যে, তিনি অপবিত্রতার গোসল করেন নি। তিনি লোকদের স্ব-স্ব স্থানে অবস্থানের নির্দেশ দান করে ঘরে প্রবেশ করেন। অতঃপর তিনি গোসলের পর আমাদের নিকট প্রত্যাবর্তন করেন, তখন তাঁর মাথা হতে পানির ফোঁটা ঝরে পড়ছিল। আমরা সকলে তখনও কাতারবদ্ধ অবস্থায় ছিলাম। উপরোক্ত বর্ণনা হযরত ইব্ন হারবের।

হযরত আইয়্যাশ তাঁর বর্ণিত হাদীছে উল্লেখ করেছেন যে, "তিনি গোসল করে প্রত্যাবর্তন না করা পর্যন্ত আমরা তাঁর জন্য কাতারবদ্ধ অবস্থায় অপেক্ষা করতে থাকি"-(বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ)।

٩٥. بَابُ فِي الرَّجُلِ يَجِدُ الْبِلَّةَ فِيْ مَنَامِهِ

৯৫. অনুচ্ছেদঃ স্বপ্নদোষ হলে তার বিধান

٢٣٦- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ الْخَيَّاطُ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ الْعُمَرِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرَّجُلِ يَجِدُ الْبَلَلَ وَلَا يَذْكُرُ احْتِلَامًا قَالَ يَغْتَسِلُ وَعَنِ الرَّجُلِ يَرٰى اَنْ

قَد احتَلَمَ وَلَا يَجِدُ الْبَلَلَ قَالَ لَا غُسلَ عَلَيهِ فَقَالَتْ اُمُّ سُلَيمٍ الْمَرْأَةُ تَرٰى ذٰلِكَ اَعَلَيهَا غُسلٌ قَالَ نَعَم اِنَّمَا النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ ـ

২৩৬। কুতায়বা---- আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে এক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, সে স্বপ্নদোষের কথা স্মরণ করতে পারছে না– অথচ তার কাপড় (বীর্যপাতের কারণে) ভেজা মনে হয়। জবাবে তিনি বলেন, তাকে গোসল করতে হবে। অতঃপর তাঁকে এক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, তার স্বপ্নদোষ হয়েছে বলে মনে হয়, কিন্তু সে তার কাপড়ে কোন চিহ্ন দেখতে পায় না। জবাবে তিনি বলেন, ঐ ব্যক্তির গোসল করার প্রয়োজন নাই।* অতঃপর উম্মে সুলাইম (রা) জিজ্ঞাসা করেন, মহিলাদের যদি স্বপ্নদোষ হয়– তবে তাদের গোসল করতে হবে কি? জবাবে তিনি (স) বলেনঃ হাঁ, (গোসল করতে হবে)। কেননা মহিলারাও পুরুষদের অর্ধাংগিনী বিশেষ–(তিরমিযী, ইবন মাজা)।

৯৬. بَابُ الْمَرْأَةِ تَرٰى مَا يَرَى الرَّجُلُ

৯৬. অনুচ্ছেদঃ মহিলাদের যদি পুরুষদের মত স্বপ্নদোষ হয়

٢٣٧– حَدَّثَنَا اَحمَدُ بنُ صَالِحٍ قَالَ ثَنَا عَنبَسَةُ ثَنَا يُونُسُ عَنِ ابنِ شِهَابٍ قَالَ قَالَ عُروَةُ عَن عَائِشَةَ اَنَّ اُمَّ سُلَيمٍ الْاَنصَارِيَّةَ وَهِيَ اُمُّ اَنَسِ بنِ مَالِكٍ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَستَحِيْ مِنَ الْحَقِّ اَرَاَيتَ الْمَرْأَةَ اِذَا رَأَتْ فِي الْمَنَامِ مَا يَرَى الرَّجُلُ اَتَغتَسِلُ اَم لَا ـ قَالَتْ عَائِشَةَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ نَعَم فَلْتَغتَسِلْ اِذَا وَجَدَتِ الْمَاءَ ـ قَالَتْ عَائِشَةُ فَاَقبَلْتُ عَلَيهَا فَقُلْتُ اُفٍّ لَّكِ وَهَلْ تَرٰى ذٰلِكَ الْمَرْأَةُ فَاَقبَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ تَرِبَتْ يَمِينُكِ يَا عَائِشَةُ وَمِنْ اَيْنَ يَكُونُ الشَّبَهُ ـ قَالَ اَبُو دَاوُدَ وَكَذٰلِكَ رَوَى عُقَيلٌ وَّالزُّبَيدِيُّ وَيُونُسُ وَابنُ اَخِي الزُّهرِيِّ عَنِ الزُّهرِيِّ وَابنُ اَبِي الْوَزِيرِ عَن مَّالِكٍ عَنِ الزُّهرِيِّ وَوَافَقَ الزُّهرِيَّ مُسَافِعٌ الْحَجَبِيُّ قَالَ عَن عُروَةَ عَن عَائِشَةَ وَاَمَّا هِشَامُ بنُ عُروَةَ فَقَالَ عَن عُروَةَ عَن زَينَبَ بِنتِ اَبِي سَلَمَةَ عَن اُمِّ سَلَمَةَ اَنَّ اُمَّ سُلَيمٍ جَائَتْ اِلٰى رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ ـ

২৩৭। আহ্মাদ---- আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা হযরত আনাস ইবনু মালেক (রা)-এর মাতা উম্মে সুলাইম (রা) যিনি আনসারী মহিলা ছিলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আল্লাহ তাআলা সত্য প্রকাশে লজ্জাবোধ করেন না। এ ব্যাপারে আপনার অভিমত কি- কোন মহিলার পুরুষের ন্যায় স্বপ্নদোষ হলে সে গোসল করবে কি না? আয়েশা (রা) বলেন, জবাবে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেনঃ হাঁ, তাকে গোসল করতে হবে, যদি সে বীর্যের চিহ্ন দেখতে পায়। হযরত আয়েশা (রা) বলেন, আমি উম্মে সুলাইম (রা)-কে লক্ষ্য করে বলি, আপনার জন্য দুঃখ হয়, মহিলারা কি এরূপ দেখে থাকে (অর্থাৎ তাদের কি স্বপ্নদোষ হয়)? তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম আমার নিকট এসে বলেনঃ হে আয়েশা! তোমার ডান হাত ধূলায় ধূসরিত হোক। স্ত্রীলোকদের বীর্য না থাকলে সন্তান কিরূপে মাতার আকৃতি প্রাপ্ত হয়? -(মুসলিম, তিরমিযী)।

٩٧. بَابُ فِى مِقْدَارِ الْمَاءِ الَّذِى يُجْزِئُ بِهِ الْغُسْلُ
৯৭. অনুচ্ছেদঃ যে পরিমাণ পানি দ্বারা গোসল করা সম্ভব

٢٣٨- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَّالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَغْتَسِلُ مِنْ اِنَاءٍ هُوَ الْفَرَقُ مِنَ الْجَنَابَةِ ـ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ فِىْ هٰذَا الْحَدِيْثِ قَالَتْ كُنْتُ اَغْتَسِلُ اَنَا وَرَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ اِنَاءٍ وَّاحِدٍ فِيْهِ قَدْرُ الْفَرَقِ ـ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوٰى ابْنُ عُيَيْنَةَ نَحْوَ حَدِيْثِ مَالِكٍ ـ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ سَمِعْتُ اَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يَقُوْلُ الْفَرَقُ سِتَّةَ عَشَرَ رَطْلًا وَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ صَاعُ ابْنِ اَبِىْ ذِئْبٍ خَمْسَةُ اَرْطَالٍ وَثُلُثٌ قَالَ فَمَنْ قَالَ ثَمَانِيَةُ اَرْطَالٍ قَالَ لَيْسَ ذٰلِكَ بِمَحْفُوْظٍ ـ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَسَمِعْتُ اَحْمَدَ يَقُوْلُ مَنْ اَعْطٰى فِىْ صَدَقَةِ الْفِطْرِ بِرِطْلِنَا هٰذَا خَمْسَةَ اَرْطَالٍ وَثُلُثًا فَقَدْ اَوْفٰى قِيْلَ لَهُ الصَّيْحَانِىُّ ثَقِيْلٌ قَالَ الصَّيْحَانِىُّ اَطْيَبُ قَالَ لَا اَدْرِىْ ـ

২৩৮। আবদুল্লাহ্---- আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম একটি পাত্রের- যাতে ফারাক পরিমাণ পানির সংকুলান হত- দ্বারা অপবিত্রতার গোসল করতেন। অপর বর্ণনায় হযরত আয়েশা (রা) হতে উল্লেখ আছে যে, আমি ও রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু

আলাইহে ওয়া সাল্লাম একই পাত্রের পানি দিয়ে গোসল করতাম। ঐ পাত্রে এক ফারাক পরিমাণ পানি ধরতো–(বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ)।

হযরত আহ্‌মাদ ইবন হাম্বল (রহ)–এর মতানুযায়ী এক ফারাক হল ষোল রতলের সম–পরিমাণ ওজনের এবং ইবন আবু যিবের মতে ফারাকের পরিমাণ হল– ১৫½ রতল। ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেন, যারা এক ফারাককে আট রতলের সম–পরিমাণ ধার্য করেন– তাদের কথা সংরক্ষিত নয় বলে গ্রহণযোগ্য নয়।

٩٨. بَابُ فِى الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ

৯৮. অনুচ্ছেদঃ অপবিত্রতার গোসল সম্পর্কে

٢٣٩– حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ قَالَ ثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ ثَنَا اَبُوْ اِسْحَاقَ قَالَ ثَنِيْ سُلَيْمَانُ بْنُ صُرَدٍ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ اَنَّهُمْ ذَكَرُوْا عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْغُسْلَ مِنَ الْجَنَابَةِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَّا اَنَا فَاُفِيْضُ عَلٰى رَأْسِىْ ثَلَاثًا وَاَشَارَ بِيَدَيْهِ كِلْتَيْهِمَا ـ

২৩৯। আবদুল্লাহ্ ইবন মুহাম্মাদ আন–নুফায়লী.... জুবায়ের ইবন মুতইম (রা) হতে বর্ণিত। একদা তাঁরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নিকট অপবিত্রতার গোসল সম্পর্কে উল্লেখ করেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেন, আমি আমার মাথার উপর তিনবার পানি ঢেলে থাকি। এই বলে তিনি নিজের দুই হাতের দিকে ইশারা করেন–(বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, ইবন মাজা)।

٢٤٠– حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ عَنْ حَنْظَلَةَ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ دَعَا بِشَيْءٍ نَحْوَ الْحِلَابِ فَاَخَذَ بِكَفِّهِ فَبَدَاَ بِشِقِّ رَأْسِهِ الْاَيْمَنِ ثُمَّ الْاَيْسَرِ ثُمَّ اَخَذَ بِكَفَّيْهِ فَقَالَ بِهِمَا عَلٰى رَأْسِهِ ـ

২৪০। মুহাম্মাদ ইবনুল মুছান্না.... আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম অপবিত্রতার গোসল করবার জন্য "হিলাব–পাত্রে"[১] যে পরিমাণ পানি ধরে ততটুকু পানি চাইতেন। অতঃপর তিনি হাতে পানি নিয়ে মাথার ডানদিকে ঢালতেন, পরে বাম দিকে পুনরায় উভয় হাতে পানি নিতেন। রাবী বলেন, তিনি উভয় হাতে পানি নিয়ে মাথায় ঢালতেন–(বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ)।

১. 'হিলাব' একটি পাত্র, যাতে উষ্ট্রীর দুধ দোহন করা হত। –(অনুবাদক)

٢٤١- حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَانِ يَعْنِيْ ابْنَ مَهْدِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ بْنِ قُدَامَةَ عَنْ صَدَقَةَ قَالَ ثَنَا جُمَيْعُ بْنُ عُمَيْرٍ اَحَدُ بَنِيْ تَيْمِ اللّٰهِ بْنِ ثَعْلَبَةَ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ اُمِّيْ وَخَالَتِيْ عَلٰى عَائِشَةَ فَسَأَلَتْهَا اَحَدُهُمَا كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُوْنَ عِنْدَ الْغُسْلِ فَقَالَتْ عَائِشَةُ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ وُضُوْئَهُ لِلصَّلٰوةِ ثُمَّ يُفِيْضُ عَلٰى رَأْسِهِ ثَلَاثَ مِرَارٍ وَنَحْنُ نُفِيْضُ عَلٰى رُؤُسِنَا خَمْسًا مِنْ اَجْلِ الضَّفْرِ -

২৪১ ইয়াকূব ইবন ইবরাহীম---- জুমাই ইবন উমায়ের (রহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার মাতা ও খালা সমভিব্যাহারে হযরত আয়েশা (রা)-র খিদমতে উপস্থিত হলাম। তাঁদের কোন একজন আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করেন, আপনারা কিভাবে গোসল করতেন? আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম গোসলের পূর্বে নামাযের উযুর ন্যায় উযু করতেন, অতপর মাথায় তিনবার পানি ঢালতেন এবং আমাদের চুল বাঁধা থাকার কারণে আমরা নিজেদের মাথায় পাঁচবার করে পানি ঢালতাম-(নাসাঈ, ইবন মাজা)।

٢٤٢- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ الْوَاشِحِيُّ وَمُسَدَّدٌ قَالَا نَا حَمَّادٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ قَالَ سُلَيْمَانُ يَبْدَأُ فَيُفْرِغُ بِيَمِيْنِهِ وَقَالَ مُسَدَّدٌ غَسَلَ يَدَيْهِ يَصُبُّ الْاِنَاءَ عَلٰى يَدِهِ الْيُمْنٰى ثُمَّ اتَّفَقَا فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ وَقَالَ مُسَدَّدٌ يُفْرِغُ عَلٰى شِمَالِهِ وَرُبَمَا كَنَتْ عَنِ الْفَرْجِ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوْئَهُ لِلصَّلٰوةِ ثُمَّ يُدْخِلُ يَدَيْهِ فِي الْاِنَاءِ فَيُخَلِّلُ شَعْرَهُ حَتّٰى اِذَا رَاٰى اَنَّهُ قَدْ اَصَابَ الْبَشَرَةَ اَوْ اَنْقَى الْبَشَرَةَ اَفْرَغَ عَلٰى رَأْسِهِ ثَلَاثًا فَاِذَا فَضَلَ فَضْلَةٌ صَبَّهَا عَلَيْهِ -

২৪২। সুলায়মান---- আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম অপবিত্রতার গোসলের সময়- সুলায়মানের বর্ণনানুযায়ী- ডান হাত দিয়ে পানি ঢালা শুরু করতেন এবং রাবী মুসাদ্দাদের বর্ণনা মতে- তিনি (স) উভয় হাত ধৌত করার পর ডান হাতে পানি ঢালতেন। অতঃপর উভয় রাবী এই পর্যায়ে ঐক্যমত পোষণ করেন যে, অতঃপর তিনি (স) স্বীয় লজ্জাস্থান ধৌত করতেন।

রাবী মুসাদ্দাদ বলেন, (ডান হাতের পর) বাম হাতে পানি ঢালতেন, কখনও কখনও হযরত আয়েশা (রা) সরাসরি فرج (পুরুষাঙ্গ) শব্দ ব্যবহার না করে তদস্থলে অন্য শব্দ ব্যবহার করতেন। অতঃপর তিনি নামাযের উযুর ন্যায় উযু করতেন। তিনি উভয় হাত পাত্রের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে পানি নিতেন এবং শরীরের লোমকূপ (চুল) মর্দন করতেন। এভাবে যখন তিনি দেখতেন যে, সর্বাংগে পানি পৌঁছেছে অথবা সমস্ত শরীর পবিত্র হয়েছে– তখন তিনি মাথায় তিনবার পানি ঢালতেন। অতপর পানি অবশিষ্ট থাকলে তা মাথায় ঢালতেন– (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, ইবৃন মাজা)।

٢٤٣– حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيِّ الْبَاهِلِيُّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اَبِيْ عَدِيٍّ ثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ اَبِيْ مَعْشَرٍ عَنِ النَّخْعِيِّ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اَرَادَ اَنْ يَّغْتَسِلَ مِنَ الْجَنَابَةِ بَدَأَ بِكَفَّيْهِ فَغَسَلَهُمَا ثُمَّ غَسَلَ مَرَافِغَهُ وَاَفَاضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ فَاِذَا اَنْقَاهُمَا اَهْوٰى بِهِمَا اِلٰى حَائِطٍ ثُمَّ يَسْتَقْبِلُ الْوُضُوْءَ وَيُفِيْضُ الْمَاءَ عَلٰى رَأْسِهِ۔

২৪৩। আমর ইবৃন আলী.... আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম যখন অপবিত্রতার গোসল করবার ইচ্ছা করতেন, প্রথমে তিনি উভয় হাতের কব্জি পর্যন্ত ধৌত করতেন, অতঃপর শরীরের সংযোগ স্থানসমূহ পানি দিয়ে ধৌত করতেন, অতঃপর উভয় হাত পবিত্র হওয়ার পর দেওয়ালের দিকে বিস্তৃত করতেন[২], অতঃপর উযু করতেন এবং মাথায় পানি ঢালতেন–(বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, ইবৃন মাজা)।

٢٤٤– حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ شَوْكَرٍ ثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ عُرْوَةَ الْهَمْدَانِيِّ ثَنَا الشَّعْبِيُّ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ لَئِنْ شِئْتُمْ لَاُرِيَنَّكُمْ اَثَرَ يَدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَائِطِ حَيْثُ كَانَ يَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ۔

২৪৪। আল–হাসান ইবৃন শাওকার.... শাবী (রহ) বলেন, আয়েশা (রা) বলেছেন, যদি তোমরা চাও, তবে আমি তোমাদেরকে দেয়ালের মধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের হাতের চিহ্ন দেখাতে পারি– যেখানে তিনি অপিবত্রতার গোসল করতেন।

২. নবী করীম (স) পানি দ্বারা হাত ধোয়ার পরও দেয়ালের দিকে হাত প্রসারিত করার উদ্দেশ্য এই ছিল যে, দুর্গন্ধযুক্ত বস্তু দেয়ালে হাত ঘসিয়ে সঠিকভাবে পরিষ্কার করা। কেননা মনী বা অন্য জাতীয় নাপাক জিনিসের দুর্গন্ধ কেবলমাত্র পানি দ্বারা ধৌত করলেও অনেক সময় দূরীভূত হয় না। –(অনুবাদক)

٢٤٥- حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ نَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ دَاوُدَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ سَالِمٍ عَنْ كُرَيْبٍ قَالَ نَا ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ خَالَتِهِ مَيْمُوْنَةَ قَالَتْ وَضَعْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُسْلًا يَغْتَسِلُ بِهِ مِنَ الْجَنَابَةِ فَاَكْفَأَ لْاِنَاءَ عَلٰى يَدِهِ الْيُمْنٰى فَغَسَلَهَا مَرَّتَيْنِ اَوْ ثَلَاثًا ثُمَّ صَبَّ عَلٰى فَرْجِهِ فَغَسَلَ فَرْجَهُ بِشِمَالِهِ ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدِهِ الْاَرْضَ فَغَسَلَهَا ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ ثُمَّ صَبَّ عَلٰى رَأْسِهِ وَجَسَدِهِ ثُمَّ تَنَحَّى نَاحِيَةً فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ فَنَاوَلْتُهُ الْمِنْدِيْلَ فَلَمْ يَاْخُذْهُ وَجَعَلَ يَنْفُضُ الْمَاءَ عَنْ جَسَدِهِ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِاِبْرَاهِيْمَ فَقَالَ كَانُوْا لَا يَرَوْنَ بِالْمِنْدِيْلِ بَاْسًا وَلٰكِنْ كَانُوْا يَكْرَهُوْنَ الْعَادَةَ ـ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ مُسَدَّدٌ قُلْتُ لِعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دَاوُدَ كَانُوْا يَكْرَهُوْنَهُ لِلْعَادَةِ فَقَالَ هٰكَذَا هُوَ وَلٰكِنْ وَجَدْتُهُ فِيْ كِتَابِيْ هٰذَا ـ

২৪৫। মুসাদ্দাদ---- কুরায়েব হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, ইব্ন আব্বাস (রা) তাঁর খালা হযরত মায়মুনা (রা) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের জন্য গোসলের পানি রাখলাম। তা দিয়ে তিনি অপবিত্রতার গোসল করেন। নবী করীম (স) বদনা নিজের ডান হাতের উপর কাৎ করে তা দুই বা তিনবার ধৌত করেন। অতঃপর তিনি তাঁর লজ্জাস্থানের উপর পানি ঢেলে বাম হাত দিয়ে ধৌত করেন। পরে তিনি মাটির উপর হাত ঘষে (দুর্গন্ধমুক্ত হওয়ার জন্য) তা পানি দিয়ে ধৌত করেন। অতঃপর তিনি কুল্লি করেন এবং নাক পরিষ্কার করেন। অতঃপর মুখমন্ডল ও দুই হাত ধৌত করেন। অতঃপর তিনি স্বীয় মাথা ও সর্বাংগে পানি ঢালেন। পরে তিনি উক্ত স্থান হতে অল্প দূরে সরে গিয়ে উভয় পা ধৌত করেন। তখন আমি তাঁর দিকে রুমাল এগিয়ে দেই। কিন্তু তিনি তা গ্রহণ করেননি, বরং নিজের হাত দিয়ে শরীর হতে পানি ঝারতে থাকেন। রাবী বলেন, অতঃপর আমি এ সম্পর্কে ইব্রাহীমকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, সাহাবায়ে কিরামগণ রুমাল ব্যবহার করা অপছন্দ করতেন না, বরং তাঁরা এটাকে (রুমাল ব্যবহার) অভ্যাসে পরিণত করা খারাপ মনে করতেন– (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ, ইব্ন মাজা)।

٢٤٦- حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عِيْسَى الْخُرَاسَانِيُّ ثَنَا ابْنُ اَبِيْ فُدَيْكٍ عَنِ ابْنِ اَبِيْ ذِئْبٍ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ اِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ اِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ يُفْرِغُ بِيَدِهِ الْيُمْنٰى عَلٰى يَدِهِ الْيُسْرٰى سَبْعَ مِرَارٍ ثُمَّ يَغْسِلُ فَرْجَهُ فَنَسِيَ مَرَّةً كَمْ اَفْرَغَ

فَسَأَلَنِى كَمْ أَفْرَغْتُ فَقُلْتُ لَا أَدْرِى فَقَالَ لَا أُمَّ لَكَ وَمَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَدْرِى ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلٰوةِ ثُمَّ يُفِيضُ عَلٰى جِلْدِهِ الْمَاءَ ثُمَّ يَقُولُ هٰكَذَا كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَطَهَّرُ -

২৪৬। হুসায়ন---- শোবা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইব্ন আব্বাস (রা) অপবিত্রতার গোসল করাকালে ডান হাত দিয়ে বাম হাতের উপর সাতবার পানি ঢালতেন। অতঃপর তিনি স্বীয় লজ্জাস্থান ধৌত করতেন। একদা তিনি গোসলের সময় কতবার পানি ঢেলেছেন তার সংখ্যা ভুলে গিয়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করেন– কতবার পানি ঢেলেছি? আমি বললাম, আমার জানা নেই। তিনি বলেন, তোমার ক্ষতি হোক! তুমি কেন হিসাব রাখলে না? অতঃপর তিনি নামাযের উযুর ন্যায় উযু করেন, অতঃপর সর্বাঙ্গে পানি ঢেলে দিয়ে বলেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এরূপেই পবিত্রতা অর্জন করতেন।

٢٤٧- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ أَنَا أَيُّوبُ بْنُ جَابِرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُصْمٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَتِ الصَّلٰوةُ خَمْسِينَ وَالْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ سَبْعَ مِرَارٍ وَغَسْلُ الْبَوْلِ مِنَ الثَّوْبِ سَبْعَ مِرَارٍ فَلَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُ حَتّٰى جُعِلَتِ الصَّلٰوةُ خَمْسًا وَالْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ مَرَّةً وَغَسْلُ الْبَوْلِ مِنَ الثَّوْبِ مَرَّةً -

২৪৭। কুতায়বা---- আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, প্রথমাবস্থায় নামায পঞ্চাশ ওয়াক্ত ফরজ ছিল এবং অপবিত্রতার গোসল সাতবার ও পেশাবযুক্ত কাপড়াদি সাতবার ধৌত করতে হত। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এই সংখ্যা কমানোর জন্য আল্লাহ্‌র নিকট দুআ করতে থাকেন। অবশেষে পাঁচ ওয়াক্তের নামায ফরজ করা হয় এবং অপবিত্রতার গোসল একবার ও পেশাবযুক্ত কাপড়[১] একবার ধৌক করার নির্দেশ দেয়া হয়।

٢٤٨- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ نَا الْحَارِثُ بْنُ وَجِيهٍ نَا مَالِكُ بْنُ دِينَارٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ تَحْتَ كُلِّ

---

১. ইমাম শাফিঈ (রহ)–এর মতে পেশাবযুক্ত কাপড় একবার ধৌত করলেই চলবে। কিন্তু ইমাম আবু হানীফ (রহ)–এর মতানুসারে তা তিনবার ধৌত করতে হবে। এই বক্তব্যের স্বপক্ষে হাদীছও বর্ণিত আছে। –(অনুবাদক

شَعْرَةٍ جَنَابَةً فَاغْسِلُوا الشَّعْرَ وَانْقُوا الْبَشَرَ - قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ الْحَارِثُ بْنُ وَجِيْهٍ حَدِيْثُهُ مُنْكَرٌ وَّهُوَ ضَعِيْفٌ -

২৪৮। নাসর ইব্ন আলী--- আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ শরীরের প্রতিটি লোমকূপের নীচে অপবিত্রতা রয়েছে। অতএব তোমরা প্রতিটি পশম ধৌত কর[২] এবং শরীরের চামড়া পরিষ্কার কর-(তিরমিযী, ইব্ন মাজা)।

আবু দাউদ (রহ) বলেন, আল-হারিছ ইব্ন ওয়াহীহ কর্তৃক বর্ণিত হাদীছটি মুনকার এবং তিনি হাদীছ শাস্ত্রে দুর্বল।

٢٤٩- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ نَا حَمَّادٌ اَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ عَنْ زَاذَانَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تَرَكَ مَوْضِعَ شَعْرَةٍ مِّنْ جَنَابَةٍ لَّمْ يَغْسِلْهَا فُعِلَ بِهَا كَذَا وَكَذَا مِنَ النَّارِ قَالَ عَلِيٌّ فَمِنْ ثَمَّ عَادَيْتُ رَأْسِيْ فَمِنْ ثَمَّ عَادَيْتُ رَأْسِيْ فَمِنْ ثَمَّ عَادَيْتُ رَأْسِيْ وَكَانَ يَجُزُّ شَعْرَهُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ -

২৪৯। মূসা--- আলী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি অপবিত্রতার গোসলের সময় একটি পশম পরিমাণ স্থান ধৌত করা পরিত্যাগ করে- তার উক্ত স্থান জাহান্নামের আগুনে দগ্ধ হবে। আলী (রা) বলেন, এটা শুনার পর হতে আমি আমার মাথার সাথে শত্রুতামূলক ব্যবহার আরম্ভ করে দেই। আমি তখন হতে আমার মাথার সাথে শত্রুতামূলক ব্যবহার আরম্ভ করে দেই। এরূপ উক্তি তিনি তিনবার উচ্চারণ করেন। রাবী বলেন, (এ কারণেই) আলী (রা) নিজ মাথার চুল কামিয়ে ফেলতেন (কথিত আছে যে, হযরত আলী (রা) প্রতি সপ্তাহে একবার মাথার চুল মুন্ডন করতেন)- (ইব্নমাজা)।

٩٩. بَابٌ فِي الْوُضُوْءِ بَعْدَ الْغُسْلِ

৯৯. অনুচ্ছেদঃ গোসলের পর উযু করা সম্পর্কে

২· অপবিত্রতার গোসলের সময় যদি শরীরের একটি পশম পরিমাণও শুকনা থাকে তবে গোসল হবে না। -(অনুবাদক)

٢٥٠- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ نَا زُهَيْرٌ نَا اَبُوْ اِسْحَاقَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْتَسِلُ وَيُصَلِّيْ الرَّكْعَتَيْنِ وَصَلٰوةَ الْغَدَاةِ وَلَا اُرَاهُ يُحْدِثُ وُضُوْأً بَعْدَ الْغُسْلِ -

২৫০। আবদুল্লাহ--- আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম গোসল করে দুই রাকাত নামায আদায় করতেন। অতঃপর তিনি ফজরের নামায পড়তেন। তাঁকে আমি গোসলের পর আর নতুনভাবে উযু করতে দেখি নাই- (তিরমিযী, নাসাঈ, ইব্‌নমাজা)।

١٠٠. بَابٌ فِي الْمَرْأَةِ هَلْ تَنْقُضُ شَعْرَهَا عِنْدَ الْغُسْلِ

১০০. অনুচ্ছেদঃ স্ত্রীলোকের গোসলের সময় চুল ছাড়া সম্পর্কে

٢٥١- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ السَّرْحِ قَالَا نَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ اَيُّوْبَ بْنِ مُوْسٰى عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِيْ سَعِيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ رَافِعٍ مَوْلٰى اُمِّ سَلَمَةَ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ اِنَّ امْرَأَةً مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَقَالَ زُهَيْرٌ اِنَّهَا قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّيْ امْرَأَةٌ اَشُدُّ ضَفْرَ رَاْسِيْ اَفَاَنْقُضُهُ لِلْجَنَابَةِ قَالَ اِنَّمَا يَكْفِيْكِ اَنْ تَحْفِنِيْ عَلَيْهِ ثَلَاثًا وَقَالَ زُهَيْرٌ تَحْثِيْ عَلَيْهِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ مِّنْ مَّاءٍ ثُمَّ تُفِيْضِيْ عَلٰى سَائِرِ جَسَدِكِ فَاِذَا اَنْتِ قَدْ طَهُرْتِ -

২৫১। যুহায়ের--- উম্মে সালামা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, একজন মুসলিম মহিলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার মাথার চুল অতি ঘন[১]। কাজেই অপবিত্রতার গোসলের সময় আমি কি বেনী বা খোপা খুলে দেব? রাসূলুল্লাহ (স) বলেনঃ তোমার জন্য তার উপর তিনবার তিনকোশ পানি ঢালাই যথেষ্ট। রাবী যুহায়েরের বর্ণনায় আছে- তুমি তোমার চুলের উপর তিনবার পানি ঢালবে। অতঃপর তোমার সর্বাঙ্গে পানি ঢালবে; তবেই তুমি পবিত্র হবে- (মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ, ইব্‌ন মাজা)।

---

১. যে সমস্ত স্ত্রীলোকের চুল লম্বা এবং ঘন, তাদের জন্য অপবিত্রতার গোসলের সময় গোড়া ভিজলেই যথেষ্ট। বেনী অথবা খোপা খুলেও তা করা যায়। -(অনুবাদক)

٢٥٢- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ ثَنَا ابْنُ نَافِعٍ يَعْنِى السَّائِغَ عَنْ أُسَامَةَ عَنِ الْمَقْبُرِىِّ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ اِنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ اِلَى أُمِّ سَلَمَةَ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ قَالَتْ فَسَأَلَتْ لَهَا النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَاهُ قَالَ فِيْهِ وَاغْمِزِى قُرُوْنَكِ عِنْدَ كُلِّ حَفْنَةٍ -

২৫২। আহ্‌মাদ— উম্মে সালামা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একজন মহিলা উম্মে সালামা (রা)–র নিকট এই হাদীছ জানার জন্য আগমন করেন। উম্মে সালামা (রা) বলেন, অতঃপর তাঁর ব্যাপারে আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করি –পূর্ববর্তী হাদীছের অনুরূপ। এ সম্পর্কে তিনি বলেন, প্রত্যেকবার পানি ঢালার সময় তুমি তোমার খোপার নীচে আংগুল প্রবেশ করিয়ে চুলের গোড়ায় ঘষিয়ে পানি পৌছাবে–(মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ, ইব্‌নমাজা)।[2]

٢٥٣- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ نَا يَحْيَى بْنُ اَبِى بُكَيْرٍ نَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ نَافِعٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَتْ اِحْدَانَا اِذَا اَصَابَتْهَا جَنَابَةٌ اَخَذَتْ ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ هٰكَذَا تَعْنِى بِكَفَّيْهَا جَمِيْعًا فَتَصُبُّ عَلٰى رَأْسِهَا وَاَخَذَتْ بِيَدٍ وَّاحِدَةٍ فَصَبَّتْهَا عَلٰى هٰذَا الشِّقِّ وَالْاُخْرٰى عَلَى الشِّقِّ الْاٰخَرِ -

২৫৩। উছমান— আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের কেউ অপবিত্র হলে সে তিন কোষ পানি নিয়ে এইরূপে অর্থাৎ দুই হাতের কোশ দ্বারা মাথার উপর পানি ঢালতেন। অতঃপর তিনি হাত দ্বারা পানির পাত্র থেকে পানি নিয়ে শরীরের একাংশে একবার এবং অপরাংশে একবার পানি ঢালতেন–(বুখারী)।

٢٥٤- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِىٍّ نَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ دَاوُدَ عَنْ عُمَرَ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنَّا نَغْتَسِلُ وَعَلَيْنَا الضِّمَادُ وَنَحْنُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحَلِّلَاتٍ وَّمُحْرِمَاتٍ -

---

২· উক্ত হাদীছে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, অপবিত্রতার গোসলের সময় মাথার প্রতিটি চুলের গোড়ায় পানি পৌছান অবশ্য কর্তব্য; –(অনুবাদক)

২৫৪। নাসর ইব্ন আলী---- আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা মাথার চুল কাপড়ে বাঁধা অবস্থায় গোসল করতাম। তখন আমাদের কেউ কেউ ইহরাম বাঁধা অবস্থায় এবং কেউ কেউ ইহরাম বিহীন অবস্থায়- রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সাথী ছিলাম।

٢٥٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ قَالَ قَرَأْتُ فِيْ اَصْلِ اِسْمَاعِيْلَ قَالَ ابْنُ عَوْفٍ وَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ عَنْ اَبِيْهِ ثَنِيْ ضَمْضَمُ بْنُ زُرْعَةَ عَنْ شُرَيْحِ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ اَفْتَانِيْ جُبَيْرُ بْنُ نُفَيْرٍ عَنِ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ اَنَّ ثَوْبَانَ حَدَّثَهُمْ اَنَّهُمْ اسْتَفْتَوْا النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَ اَمَّا الرَّجُلُ فَلْيَنْشُرْ رَأْسَهُ فَلْيَغْسِلْهُ حَتّٰى يَبْلُغَ اُصُوْلَ الشَّعْرِ وَاَمَّا الْمَرْأَةُ فَلَا عَلَيْهَا اَنْ لَا تَنْقُضَهُ لِتَغْرِفْ عَلٰى رَأْسِهَا ثَلَاثَ غَرَفَاتٍ بِكَفَّيْهَا -

২৫৫। মুহাম্মাদ ইব্ন আওফ---- শুরায়হ ইব্ন উবায়েদ (রহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, জুবায়ের ইব্ন নুফায়ের (রহ) আমার নিকট অপবিত্রতার গোসল সম্পর্কে বলেছেন যে, হযরত ছাওবান (রা) তাদের নিকট বর্ণনা করেছেন- একদা তাঁরা এ সম্পর্কে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করেন। তিনি (স) বলেনঃ পুরুষ লোক অপবিত্রতার গোসলের সময় এমনভাবে চুল ছেড়ে দিয়ে গোসল করবে- যেন তার প্রতিটি চুলের গোড়ায় পানি পৌঁছে। অপরপক্ষে মহিলাদের জন্য গোসলের সময় চুল ছেড়ে দেয়ার প্রয়োজন নেই। তারা অপিবত্রতার গোসলের সময় উভয় হাতে তিনবার তিন কোষ পানি নিয়ে মাথার উপর ঢালবে।

١٠١. بَابُ فِي الْجُنُبِ يَغْسِلُ رَأْسَهُ بِالْخِطْمِيِّ

১০১. অনুচ্ছেদঃ খেতমী মিশ্রিত পানি দ্বারা অপবিত্রাবস্থায় মাথা ধৌত করা

٢٥٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ زِيَادٍ نَا شَرِيْكٌ عَنْ قَيْسِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ رَجُلٍ مِّنْ بَنِيْ سَوَاءَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ كَانَ يَغْسِلُ رَأْسَهُ بِالْخِطْمِيِّ وَهُوَ جُنُبٌ يَجْتَزِئُ بِذٰلِكَ وَلَا يَصُبُّ عَلَيْهِ الْمَاءَ -

২৫৬। মুহাম্মাদ ইব্ন জাফর---- আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া

সাল্লামখেত্‌মী[১] মিশ্রিত পানি দ্বারা অপবিত্রতার গোসলে মাথা ধৌত করতেন এবং এটাকেই যথেষ্ট মনে করতন। অতঃপর তিনি মাথায় আর পানি ঢালতেন না।

١٠٢. بَابُ فِيمَا يَفِيضُ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ مِنَ الْمَاءِ

১০২. অনুচ্ছেদঃ স্ত্রী ও পুরুষের বীর্য স্খলিত হওয়ার পর তা ধৌত করা

٢٥٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ نَا يَحْيَى بْنُ اٰدَمَ نَا شَرِيكٌ عَنْ قَيْسِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي سَوَاءَةَ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَائِشَةَ فِيمَا يَفِيضُ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ مِنَ الْمَاءِ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَاْخُذُ كَفًّا مِنْ مَاءٍ يَصُبُّ عَلَى الْمَاءِ ثُمَّ يَاخُذُ كَفًّا مِنْ مَاءٍ ثُمَّ يَصُبُّهُ عَلَيْهِ ـ

২৫৭। মুহাম্মাদ ইব্‌ন রাফে---- আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তাঁকে স্ত্রী–পুরুষের বীর্য স্খলিত হওয়ার পর তা ধৌত করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হল। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এক কোষ পানি নিয়ে স্খলিত বীর্যের উপর ঢালতেন। অতঃপর আরো এক কোশ পানি নিয়ে এর উপর ঢেলে পরিষ্কার করতেন।

١٠٣. بَابُ مُؤَاكَلَةِ الْحَائِضِ وَمُجَامَعَتِهَا

১০৩. অনুচ্ছেদঃ ঋতুবতী স্ত্রীর সাথে একত্রে খাদ্য গ্রহণ ও বসবাস সম্পর্কে

٢٥٨- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ اِسْمَاعِيلَ نَا حَمَّادٌ اَنَا ثَابِتُ الْبُنَانِيُّ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ اِنَّ الْيَهُودَ كَانَتْ اِذَا حَاضَتْ مِنْهُمُ الْمَرْأَةُ اَخْرَجُوهَا مِنَ الْبَيْتِ وَلَمْ يُؤَاكِلُوهَا وَلَمْ يُشَارِبُوهَا وَلَمْ يُجَامِعُوهَا فِي الْبَيْتِ فَسُئِلَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذٰلِكَ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى ذِكْرُهُ وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ اَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ اِلٰى اٰخِرِ الْاٰيَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ

১· খেতমী হলঃ আরবদেশে প্রাপ্য সুগন্ধিযুক্ত এক প্রকার ঘাস। এটা সাবানের কাজ দেয় ও শরীর পরিষ্কার করে। মাঝে মাঝে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এই সুগন্ধিযুক্ত ঘাস মিশ্রিত পানি দিয়ে গোসল করতেন। এতে জানা যায় যে, যে কোন সুগন্ধি মিশ্রিত পানি যথা– গোলাপজল বা সাবান দ্বারা গোসল করলে পুনরায় বিশুদ্ধ পানি দ্বারা গোসলের প্রয়োজন নেই। –(অনুবাদক)

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَامِعُوهُنَّ فِي الْبُيُوْتِ وَاصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ غَيْرَ النِّكَاحِ فَقَالَتِ الْيَهُوْدُ مَا يُرِيْدُ هٰذَا الرَّجُلُ اَنْ يَدَعَ شَيْئًا مِنْ اَمْرِنَا اِلَّا خَالَفَنَا فِيْهِ فَجَاءَ اُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ وَعَبَّادُ بْنُ بِشْرٍ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ الْيَهُوْدَ تَقُوْلُ كَذَا وَكَذَا اَفَلَا نَنْكِحُهُنَّ فِي الْمَحِيْضِ فَتَمَعَّرَ وَجْهُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتّٰى ظَنَنَّا اَنْ قَدْ وَجَدَ عَلَيْهِمَا فَخَرَجَا فَاسْتَقْبَلَتْهُمَا هَدِيَّةٌ مِنْ لَبَنٍ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَعَثَ فِيْ اٰثَارِهِمَا فَسَقَاهُمَا فَظَنَنَّا اَنَّهُ لَمْ يَجِدْ عَلَيْهِمَا -

২৫৮। মূসা ইব্ন ইসমাঈল---- আনাস ইব্ন মালেক (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইহূদীদের অবস্থা এই যে, তারা ঋতুবতী স্ত্রীদের ঋতুর সময় ঘর হতে বের করে দেয় এবং তাদের সাথে একত্রে পানাহার ও এক ঘরে বসবাস করে না। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে আল্লাহ্ তাআলা এ ব্যাপারে আয়াত অবতীর্ণ করেন– "লোকেরা তোমাকে ঋতুস্রাব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। তুমি বল, তা অশুচি। অতএব তোমরা ঋতুস্রাব চলাকালে স্ত্রীসংগম বর্জন করবে----- " –(সূরাঃ বাকারাঃ ২২২)।
অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেন, তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের সাথে সংগম ছাড়া ঋতু চলাকালীন একত্রে এক ঘরে বসবাস এবং সব কিছুই করতে পার। এটা শুনে ইহূদীরা বলাবলি করতে লাগল যে, এই ব্যক্তি (রাসূলুল্লাহ) আমাদের প্রতিটি কাজেরই বিরুদ্ধাচরণ করে থাকে। এ সময় উসায়েদ ইব্ন হুদায়ের (রা) এবং আব্বাদ ইব্ন বিশ্র (রা) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের খিদমতে উপস্থিত হয়ে বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ইহূদীরা এইরূপ সমালোচনা করছে। আমরা কি আমাদের স্ত্রীদের সাথে সংগম করতে পারি? এতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের চেহারা পরিবর্তন হয়ে যায়। উপস্থিত সাহাবীগণ বলেন, আমরা ধারণা করলাম যে, নবী করীম (স) তাদের দুইজনের উপর অসন্তুষ্ট হয়েছেন। তখন তাঁরা সেখান থেকে বের হয়ে গিয়ে এক সাহাবীর মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের খেদমতে কিছু দুধ হাদিয়া প্রেরণ করলেন। অতঃপর নবী করীম (স) উক্ত ব্যক্তিদ্বয়কে ডেকে এনে দুধ পান করালেন। উপস্থিত সাহাবীগণ বলেন, তখন আমরা বুঝতে পারলাম যে, রাসূলুল্লাহ (স) তাঁদের উপর অসন্তুষ্ট নন–(মুসলিম, তিরমিযী, ইব্ন মাজা, নাসাঈ)।

٢٥٩- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ دَاوُدَ عَنْ مِسْعَرٍ عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ

اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ اَتَعَرَّقُ الْعَظْمَ وَاَنَا حَائِضٌ فَاُعْطِيْهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَضَعُ فَمَهُ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِيْ فِيْهِ وَضَعْتُهُ وَاَشْرَبُ الشَّرَابَ فَاُنَاوِلُهُ فَيَضَعُ فَمَهُ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِيْ كُنْتُ اَشْرَبُ مِنْهُ ـ

২৫৯। মুসাদ্দাদ---- আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ঋতুবতী অবস্থায় হাড়ের গোশতের কিছু অংশ আহার করে বাকী অংশ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে দিতাম। তিনি ঐ স্থানেই মুখ লাগিয়ে খেতেন, যেখান থেকে আমি খেয়েছি। আমি পানীয় পান করে ঐ পাত্র তাঁকে দিতাম। তিনি ঐ স্থানে মুখ লাগিয়ে পানীয় পান করতেন– যেখানে মুখ দিয়ে আমি পান করেছি–(মুসলিম, ইবন মাজা, নাসাঈ)।

٢٦٠– حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ نَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُوْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ عَنْ صَفِيَّةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضَعُ رَأْسَهُ فِي حَجْرِيْ فَيَقْرَأُ وَاَنَا حَائِضٌ ـ

২৬০। মুহাম্মাদ ইব্‌ন কাছীর---- আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম আমার ঋতু চলাকালীন আমার কোলে মাথা রেখে কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করতেন–(বুখারী, মুসলিম, ইব্‌ন মাজা, নাসাঈ)।

١٠٤. بَابُ الْحَائِضِ تَنَاوَلُ مِنَ الْمَسْجِدِ

১০৪. অনুচ্ছেদঃ ঋতুবতী অবস্থায় মসজিদ থেকে কিছু গ্রহণ সম্পর্কে

٢٦١– حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ نَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاوِلِيْنِي الْخُمْرَةَ مِنَ الْمَسْجِدِ قُلْتُ اِنِّيْ حَائِضٌ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِيْ يَدِكِ ـ

২৬১। মুসাদ্দাদ---- আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম আমাকে মসজিদ থেকে চাটাই এনে দেয়ার নির্দেশ দেন। জবাবে আমি বলি– আমি তো

ঋতুবতী। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেনঃ তোমার ঋতু তো তোমার হাতে নয় (অর্থাৎ ঋতুবতী হওয়ার কারণে তোমার দুই হাত তো নাপাক হয়নি)– (মুসলিম, নাসাঈ, ইবনমাজা)।[১]

١٠٥. بَابُ فِى الْحَائِضِ لَا تَقْضِى الصَّلٰوةَ

১০৫. অনুচ্ছেদঃ ঋতুকালীন নামাযের কাযা করার প্রয়োজন নেই

٢٦٢– حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيلَ نَا وُهَيْبٌ نَا اَيُّوْبُ عَنْ اَبِى قِلَابَةَ عَنْ مُعَاذَةَ قَالَتْ اِنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ عَائِشَةَ اَتَقْضِى الْحَائِضُ الصَّلٰوةَ فَقَالَتْ اَحَرُوْرِيَّةٌ اَنْتِ لَقَدْ كُنَّا نَحِيْضُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا نَقْضِى وَلَا نُؤْمَرُ بِالْقَضَاءِ ـ

২৬২। মূসা---- মুআযা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈকা মহিলা আয়েশা (রা)–কে জিজ্ঞাসা করে যে, ঋতুবতী স্ত্রীলোকেরা ঋতুকালীন সময়ে পরিত্যক্ত নামাযের কাযা আদায় করবে কি? তিনি বলেন, তুমি কি হারুরা[২] গ্রামের অধিবাসিনী? (জেনে রেখ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সময়ে আমরা ঋতুগ্রস্ত হলে– ঐ সময়ের কাযা নামায আদায় করতাম না এবং উক্ত সময়ের কাযা নামায আদায়ের জন্য আমরা আদিষ্টও হইনি– (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, ইবনমাজা, নাসাঈ)।

٢٦٣– حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَمْرٍو اَنَا سُفْيَانُ يَعْنِى ابْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ مَّعْمَرٍ عَنْ اَيُّوبَ عَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ عَنْ عَائِشَةَ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ ـ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَزَادَ فِيْهِ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلٰوةِ ـ

১· মসজিদে নববীর সাথেই হযরত আয়েশা (রা)–এর হুজরা ছিল এবং তার দরজাও মসজিদের দিকে ছিল। তাই মসজিদে প্রবেশ না করেই চাটাই আনা সম্ভব ছিল বিধায় এরূপ নির্দেশ দেয়া হয়েছিল।

২· কূফা নগরী থেকে দুই মাইল দূরে হারুরা নামক পল্লী অবস্থিত। সেখানকার খারিজী অধিবাসীবৃন্দ যারা হযরত আলী (রা)–কে শহীদ করে– তাদের ঋতুবর্তী স্ত্রীদেরকে ঋতুকালীন সময়ের কাযা নামায আদায়ের জন্য কঠোরভাবে নির্দেশ দিত। এজন্য এই হাদীছে হযরত আয়েশা (রা) উক্ত স্ত্রীলোকটিকে সেখানকার অধিবাসিনী কিনা– তা জানতে চেয়েছেন। –(অনুবাদক)

২৬৩। আল–হাসান ইব্‌ন আমর— আয়েশা (রা)–র সূত্রে উপরোক্ত হাদীছের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে এবং এই সূত্রে আরো আছে– আমাদেরকে আমাদের ঋতুকালীন সময়ের কাযা রোযা আদায়ের জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং ঐ সময়ের কাযা নামায আদায়ের জন্য বলা হয়নি।

١٠٦. بَابُ فِيْ اِتْيَانِ الْحَائِضِ

১০৬. অনুচ্ছেদঃ ঋতুবতী স্ত্রীলোকের সাথে সংগম করা সম্পর্কে

٢٦٤– حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَحْيٰى عَنْ شُعْبَةَ قَالَ حَدَّثَنِي الْحَكَمُ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ عَنْ مِّقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الَّذِيْ يَأْتِي امْرَأَتَهٗ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ يَتَصَدَّقُ بِدِيْنَارٍ اَوْ نِصْفِ دِيْنَارٍ ـ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ هٰكَذَا الرِّوَايَةُ الصَّحِيْحَةُ قَالَ دِيْنَارٍ اَوْ نِصْفِ دِيْنَارٍ وَرُبَمَا لَمْ يَرْفَعْهُ شُعْبَةُ ـ

২৬৪। মুসাদ্দাদ— ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এমন ব্যক্তি সম্পর্কে বলেন– যে নিজের হায়েযগ্রস্ত স্ত্রীর সাথে সংগম করে "সে যেন এক বা অর্ধ দীনার দান খয়রাত করে"–(তিরমিযী, নাসাঈ, ইব্‌ন মাজা)।

٢٦٥– حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ مُطَهَّرٍ نَا جَعْفَرٌ يَعْنِي ابْنَ سُلَيْمَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ الْبُنَانِيِّ عَنْ اَبِي الْحَسَنِ الْجَزَرِيِّ عَنْ مِّقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اِذَا اَصَابَهَا فِيْ اَوَّلِ الدَّمِ فَدِيْنَارٌ وَاِذَا اَصَابَهَا فِي انْقِطَاعِ الدَّمِ فَنِصْفُ دِيْنَارٍ ـ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَكَذَالِكَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيْمِ عَنِ الْمِقْسَمِ ـ

২৬৫। আবদুস সালাম— ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোন ব্যক্তি স্ত্রীর ঋতু শুরু হওয়াকালীন তার সাথে সংগম করলে এক দীনার সদকা করতে হবে এবং ঋতুর শেষের দিকে সংগম করলে অর্ধ দীনার সদকা করতে হবে।

٢٦٦– حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّازُ نَا شَرِيْكٌ عَنْ خُصَيْفٍ عَنْ مِّقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا وَقَعَ الرَّجُلُ بِاَهْلِهٖ وَهِيَ

حَائِضٌ فَلْيَتَصَدَّقْ بِنِصْفِ دِيْنَارٍ - قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَكَذَا قَالَ عَلِيُّ بْنُ بَذِيمَةَ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلًا - وَرَوَى الْاَوْزَاعِيُّ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِيْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اٰمُرُهُ اَنْ يَّتَصَدَّقَ بِخُمُسَيْ دِيْنَارٍ -

২৬৬। মুহাম্মাদ ইব্‌নুস সাব্বাহ---- ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেন, কোন ব্যক্তি তার ঋতুবতী স্ত্রীর সাথে সংগম করলে সে যেন অবশ্যই অর্ধ দীনার সদকা করে। ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেন, মিকসামের সূত্রে (মুরসাল হাদীছ হিসাবে) মহানবী (স)-এর নিকট থেকে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। আর আবদুল হামীদ ইব্‌ন আবদুর রহমানের সূত্রে বর্ণিত আছে যে, মহানবী (স) বলেনঃ আমি একটি দীনারের পাঁচ ভাগের দুই ভাগ সদকা করার নির্দেশ দেই।[১]

١٠٧. بَابُ فِي الرَّجُلِ يُصِيْبُ مِنْهَا مَا دُوْنَ بِالْجِمَاعِ

১০৭. অনুচ্ছেদঃ কোন ব্যক্তির ঋতুবতী স্ত্রীর সাথে সংগম ব্যতীত অন্যভাবে মিলন

٢٦٧ - حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَوْهَبٍ الرَّمْلِيُّ ثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حَبِيْبٍ مَّوْلَى عُرْوَةَ عَنْ نُدْبَةَ مَوْلَاةِ مَيْمُوْنَةَ عَنْ مَّيْمُوْنَةَ قَالَتْ اِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُبَاشِرُ الْمَرْأَةَ مِنْ نِّسَائِهِ وَهِيَ حَائِضٌ اِذَا كَانَ عَلَيْهَا اِزَارٌ اِلَى اَنْصَافِ الْفَخِذَيْنِ اَوِ الرُّكْبَتَيْنِ تَحْتَجِزُ بِهِ -

২৬৭। ইয়াযীদ---- মায়মূনা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁর ঋতুবতী স্ত্রীরদের কারো সাথে একত্রে মেলামেশা করতেন এমতাবস্থায়- যখন তাঁদের (স্ত্রীদের) উভয় রান বা হাঁটুর অর্ধভাগ পর্যন্ত আবৃত থাকত-(বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ)।

٢٦٨ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ نَا شُعْبَةُ عَنْ مَّنْصُوْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَاْمُرُ اِحْدٰنَا اِذَا كَانَتْ

---

১. সম্ভবতঃ এই হাদীছের প্রকৃত সনদের শেষাংশের দুইজন রাবীর নামোল্লেখ নাই এবং এই হাদীছের প্রকৃত বর্ণনাকারী হলেন- হযরত উমার (রা)। -(অনুবাদক)

حَائِضًا اَنْ تَتَّزِرَ ثُمَّ يُضَاجِعُهَا زَوْجُهَا وَقَالَتْ مَرَّةً يُبَاشِرُهَا ـ

২৬৮। মুসলিম ইব্ন ইবরাহীম---- আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম আমাদের কেউ ঋতুবতী হলে তাকে পাজামা পরিধানের নির্দেশ দিতেন। অতঃপর তিনি তাঁর সাথে একত্রে শয়ন করতেন। অন্য এক বর্ণনায় হযরত আয়েশা (রা) বলেন, তিনি (স) কখনও তাঁর সাথে একত্রে রাত যাপন করতেন-(বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, ইব্ন মাজা, নাসাঈ)।

٢٦٩- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَحْيٰى عَنْ جَابِرِ بْنِ صُبْحٍ قَالَ سَمِعْتُ خَلَّاسًا الْهَجَرِيَّ قَالَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُوْلُ كُنْتُ اَنَا وَرَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيْتُ فِى الشِّعَارِ الْوَاحِدِ وَاَنَا حَائِضٌ طَامِثٌ فَاِنْ اَصَابَهٗ مِنِّىْ شَيْئٌ غَسَلَ مَكَانَهٗ وَلَمْ يَعْدُهٗ ثُمَّ يُصَلِّىْ فِيْهِ وَاِنْ اَصَابَ تَعْنِىْ ثَوْبَهٗ مِنْهُ شَيْئٌ غَسَلَ مَكَانَهٗ وَلَمْ يَعْدُهٗ ثُمَّ صَلّٰى ـ

২৬৯। মুসাদ্দাদ---- আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার হায়েয অবস্থায় আমি এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম রাতে একই চাদরের নীচে ঘুমাতাম। আমার শরীর হতে নির্গত কোন কিছু অর্থাৎ হায়েযের রক্ত যদি তাঁর কাপড়ে লেগে যেত তবে তিনি শুধু ঐ স্থানটুকু ধুয়ে ফেলতেন। অতঃপর তা পরিবর্তন না করে সেই কাপড়েই নামায পড়তেন। আর যদি কিছু তাঁর দেহ হতে (অর্থাৎ মযী) তাঁর কাপড়ে লাগত- তবে ঐ স্থানটুকু শুধু ধৌত করতেন এবং উক্ত কাপড়ে নামায আদায় করতেন।

٢٧٠- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ نَا عَبْدُ اللّٰهِ يَعْنِىْ ابْنَ عُمَرَ بْنِ غَانِمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ يَعْنِىْ ابْنَ زِيَادٍ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غُرَابٍ قَالَ اِنَّ عَمَّةً لَّهٗ حَدَّثَتْهُ اَنَّهَا سَأَلَتْ عَائِشَةَ قَالَتْ اِحْدَانَا تَحِيْضُ وَلَيْسَ لَهَا وَلِزَوْجِهَا اِلَّا فِرَاشٌ وَّاحِدٌ قَالَتْ اُخْبِرُكِ بِمَا صَنَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ فَمَضٰى اِلٰى مَسْجِدِهٖ تَعْنِىْ مَسْجِدَ بَيْتِهٖ فَلَمْ يَنْصَرِفْ حَتّٰى غَلَبَتْنِىْ عَيْنِىْ وَاَوْجَعَهُ الْبَرْدُ فَقَالَ اُدْنِىْ مِنِّىْ فَقُلْتُ اِنِّىْ حَائِضٌ فَقَالَ وَاِنِ اكْشِفِىْ عَنْ فَخِذَيْكِ فَكَشَفْتُ فَخِذَىَّ فَوَضَعَ خَدَّهٗ وَصَدْرَهٗ عَلٰى فَخِذَىَّ وَحَنَيْتُ عَلَيْهِ حَتّٰى دَفِئَ وَنَامَ ـ

২৭০। আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসলামা---- উমারা ইব্‌ন গুরাব হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তাঁর ফুফু তাঁর নিকট বর্ণনা করেন যে, এক সময় তিনি হযরত আয়েশা (রা)–কে জিজ্ঞাসা করেনঃ আমাদের কারও কারও যখন হায়েয হয় তখন তার ও তার স্বামী পৃথকভাবে থাকার জন্য কোন আলাদা বিছানা নাই, বরং একই বিছানায় থাকতে হয়, এমতাবস্থায় করণীয় কি? জবাবে আয়েশা (রা) বলেন, এ সম্পর্কে আমি তোমার নিকট রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের একটি ঘটনা বর্ণনা করব।[১] একদা রাতে তিনি আমার ঘরে প্রবেশ করেন, তখন আমি ঋতুবতী ছিলাম। তিনি মসজিদে নববীতে যান। অতঃপর আমি ঘুমিয়ে যাওয়ার পর তিনি শীতে কাতর অবস্থায় ফিরে আসেন। তিনি আমাকে বলেন, আমার নিকটে এসো (আমার শরীরের সাথে মিশে যাও)। আমি বললাম-- আমি তো ঋতুবতী। নবী করীম (স) বলেন, তুমি তোমার উরুদেশ উন্মুক্ত কর। তখন আমি আমার উরুদেশ উন্মুক্ত করি। তিনি তাঁর মুখমন্ডল ও বক্ষস্থল (গরম হওয়ার জন্য) আমার উরুদেশে স্থাপন করেন এবং আমিও তাঁর প্রতি ঝুঁকে পড়ি। অতঃপর তিনি শীতের তীব্রতা হতে মুক্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েন।

٢٧١– حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْيَمَانِ عَنْ أُمِّ ذَرَّةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ كُنْتُ إِذَا حِضْتُ نَزَلْتُ عَنِ الْمِثَالِ عَلَى الْحَصِيرِ فَلَمْ نَقْرُبْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ نَدْنُ مِنْهُ حَتَّى نَطْهُرَ -

২৭১। সাঈদ---- আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ঋতুবতী হয়ে পড়লে আমি আমাদের একত্রে থাকার বিছানা পরিত্যাগ করে চাটাইয়ের উপর অবস্থান করতাম এবং পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নিকটবর্তী হতাম না।[১]

٢٧٢– حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ نَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَرَادَ مِنَ الْحَائِضِ شَيْئًا أَلْقَى عَلَى فَرْجِهَا ثَوْبًا -

---

১. উপরোক্ত হাদীছে হযরত আয়েশা (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নিকটবর্তী হতেন না বলে যে কথার উল্লেখ করেছেন তার অর্থ এই যে-- হায়েয হতে পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত সহবাসের উদ্দেশ্যে তাঁরা মহানবী (স)–এর নিকটবর্তী হতেন না। উম্মুহাতুল মুমিনীন (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের প্রতি সম্মান প্রদর্শন পূর্বক ঋতুকালীন সময়ে আলাদা বিছনায় থাকা শ্রেয় মনে করতেন। কিন্তু নবী করীম (স) যখন কাউকে তাঁর সাথে শোয়ার জন্য ডাকতেন, তখন তাঁরা যেতেন। --(অনুবাদক)

২৭২। মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল---- ইক্‌রামা (রহ) থেকে উম্মুহাতুল মুমিনীদের কোন একজনের (সম্ভবতঃ মায়মূনা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম যখন তাঁর ঋতুবতী স্ত্রীদের সাথে একত্রে থাকার ইচ্ছা করতেন, তখন তাঁর লজ্জাস্থান অতিরিক্ত কাপড় দিয়ে আবৃত করে রাখতেন।

٢٧٣- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ نَا جَرِيْرٌ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ الْاَسْوَدِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَامُرُنَا فِىْ فَوْحِ حَيْضَتِنَا اَنْ نَتَّزِرَ ثُمَّ يُبَاشِرُنَا وَاَيُّكُمْ يَمْلِكُ اَرَبَهٗ كَمَا كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْلِكُ اَرَبَهٗ -

২৭৩। উছমান---- আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে আমাদের হায়েযের প্রারম্ভিক অবস্থায় পাজামা পরিধানের নির্দেশ দিতেন। অতঃপর তিনি আমাদের সাথে একত্রে অবস্থান করতেন। (আয়েশা রা আরো বলেন), তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তির কামোন্মাদনা নিয়ন্ত্রণ করার এমন ক্ষমতা আছে কি– যেরূপ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের ছিল?

١٠٨. بَابُ فِى الْمَرْاَةِ تُسْتَحَاضُ وَمَنْ قَالَ تَدَعُ الصَّلٰوةَ فِىْ عِدَّةِ الْاَيَّامِ الَّتِىْ كَانَتْ تَحِيْضُ

১০৮. রক্ত প্রদরের রোগিণীর বর্ণনা এবং যে ব্যক্তি বলে– এমন স্ত্রীলোক হায়েযের সমপরিমাণ সময় নামায ত্যাগ করবে– তার দলীল

٢٧٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ اِنَّ امْرَاَةً كَانَتْ تُهَرَاقُ الدِّمَاءَ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَفْتَتْ لَهَا اُمُّ سَلَمَةَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِتَنْظُرْ عِدَّةَ اللَّيَالِىْ وَالْاَيَّامِ الَّتِىْ كَانَتْ تَحِيْضُهُنَّ مِنَ الشَّهْرِ قَبْلَ اَنْ يُّصِيْبَهَا الَّذِىْ اَصَابَهَا فَلْتَتْرُكِ الصَّلٰوةَ قَدْرَ ذٰلِكَ مِنَ الشَّهْرِ فَاِذَا خَلَّفَتْ ذٰلِكَ فَلْتَغْتَسِلْ ثُمَّ لِتَسْتَثْفِرْ ثُمَّ لِتُصَلِّ -

২৭৪। আবদুল্লাহ ইব্ন মাসলামা---- উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে সালামা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের যুগে এক মহিলার (হায়েয–নিফাসের জন্য নির্ধারিত সময়ের পরেও) রক্ত প্রবাহিত হত। উম্মে সালামা (রা) ঐ স্ত্রীলোকের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নিকট বিধান জিজ্ঞাসা করেন। তিনি বলেন, ঐ স্ত্রীলোকটির কর্তব্য হল– ইতিপূর্বে প্রতি মাসের নির্দ্ধারিত যে কয়দিন সে ঋতুবতী থাকত– তা নির্দ্ধারণ করা। অতঃপর সে ততদিন নামায আদায় করা থেকে বিরত থাকবে। পূর্ব নির্দ্ধারিত পরিমাণ সময় উত্তীর্ণ হওয়ার পর সে গোসল করে লজ্জাস্থানে মজবুত ভাবে কাপড়ের পট্টি বেঁধে নামায আদায় করবে।[১]

٢٧٥– حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَيَزِيْدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَوْهَبٍ قَالَا ثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ اَنَّ رَجُلًا اَخْبَرَهٗ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ اَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تُهَرَاقُ الدَّمَ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ قَالَ فَاِذَا خَلَّفَتْ ذَالِكَ وَحَضَرَتِ الصَّلٰوةُ فَلْتَغْتَسِلْ بِمَعْنَاهُ ـ

২৭৫।কুতায়বা---- উম্মে সালামা (রা) হতে বর্ণিত। এক মহিলার সর্বক্ষণ রক্তস্রাব হত---- পূর্বোক্ত হাদীছের অনুরূপ। তিনি বলেন, যখন কোন মহিলার হায়েয–নিফাসকালীন পূর্ব নির্দ্ধারিত সময় অতিবাহিত হবে– তখন সে গোসল করে নামায আদায় করবে।

٢٧٦– حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ ثَنَا اَنَسٌ يَعْنِى ابْنَ عِيَاضٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ رَجُلٍ مِّنَ الْاَنْصَارِ اَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تُهَرَاقُ الدَّمَ فَذَكَرَ مَعْنٰى حَدِيْثِ اللَّيْثِ قَالَ فَاِذَا خَلَّفَتْهُنَّ وَحَضَرَتِ الصَّلٰوةُ فَلْتَغْتَسِلْ وَسَاقَ الْحَدِيْثَ بِمَعْنَاهُ ـ

---

১. হায়েয অথবা নিফাসের জন্য নির্দ্ধারিত সময়ের পরেও যে সব স্ত্রীলোকের রক্তস্রাব হয়ে থাকে তাকে ইস্তেহাজা (রক্তপ্রদর) বলে। এরূপ স্ত্রীলোকের জন্য শরীআতের হুকুম এই যে, তারা তাদের হায়েয–নিফাসকালীন পূর্ব নির্দ্ধারিত স্বাভাবিক সময়সীমা উত্তীর্ণ হওয়ার পর গোসল করে নিয়মিতভাবে নামায আদায় করবে এবং প্রত্যেক নামাযের জন্য তাদেরকে উযু করতে হবে। অপরপক্ষে যে সমস্ত মহিলার ঋতুবতী হওয়ার প্রথম হতে "ইস্তেহাযা" দেখা দিবে তারা শরীআতের নির্দ্ধারিত সময় (হায়েযের জন্য ১০ দিন এবং নিফাসের জন্য ৪০ দিন সর্বোচ্চ) অতিবাহিত হওয়ার পর গোসল করে নামায আদায় করবে। ইস্তেহাযার সময় স্ত্রীসহবাস বৈধ। –(অনুবাদক)

২৭৬। আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসলামা---- সুলায়মান ইব্‌ন ইয়াসার (রহ) থেকে আনসারদের মধ্য হতে এক সাহাবীর সূত্রে বর্ণিত। এক মহিলার সর্বক্ষণ রক্তস্রাব হত------ অতঃপর রাবী লাইছের হাদীছের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

٢٧٧- حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ نَا عَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ مَهْدِيٍّ نَا صَخْرُ بْنُ جُوَيْرِيَّةَ عَنْ نَافِعٍ بِاِسْنَادِ اللَّيْثِ وَبِمَعْنَاهُ قَالَ فَلْتَتْرُكِ الصَّلٰوةَ قَدْرَ ذٰلِكَ ثُمَّ اِذَا حَضَرَتِ الصَّلٰوةُ فَلْتَغْتَسِلْ وَلْتَسْتَذْفِرْ ثُمَّ تُصَلِّى -

২৭৭। ইয়াকূব ইব্‌ন ইবরাহীম---- নাফে (রহ) থেকে বর্ণিত---- লাইছের সনদে বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ। মহানবী (স) বলেনঃ "সে (হায়েযের) সমপরিমাণ সময় নামায ত্যাগ করবে। তারপর থেকে নামাযের ওয়াক্ত উপস্থিত হলে সে গোসল করবে, অতপর একটি কাপড়ের সাহায্যে পট্টি বাঁধবে, অতপর নামায পড়বে।"

٢٧٨- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ اِسْمَاعِيلَ نَا وُهَيْبٌ نَا اَيُّوبُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ بِهٰذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ فِيهِ تَدَعُ الصَّلٰوةَ وَتَغْتَسِلُ فِيمَا سِوٰى ذٰلِكَ وَتَسْتَذْفِرُ بِثَوْبٍ وَتُصَلِّى - قَالَ اَبُو دَاوُدَ سَمَّى الْمَرْأَةَ الَّتِى كَانَتِ اسْتُحِيضَتْ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ اَيُّوبَ فِى هٰذَا الْحَدِيثِ قَالَ فَاطِمَةُ بِنْتُ اَبِى حُبَيْشٍ -

২৭৮। মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল---- উম্মে সালামা (রা)-র সনদে পূর্বোক্ত ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। এই বর্ণনায় আছে- মহানবী (স) বলেনঃ সে (হায়েযের পরিমাণ সময়) নামায ছেড়ে দেবে, এরপর থেকে গোসল করে কাপড়ের সাহায্যে (লজ্জাস্থানে) পট্টি বেঁধে নামায পড়বে।
ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেন, এই হাদীছে উল্লেখিত রক্তপ্রদর রোগিণীর নাম- হাম্মাদ (রহ) আইউবের সূত্রে- ফাতিমা বিন্‌তে আবু হুবায়েশ বলে উল্লেখ করেছেন।

٢٧٩- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ نَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ اَبِى حَبِيبٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ عِرَاكٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا قَالَتْ اِنَّ اُمَّ حَبِيبَةَ سَأَلَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الدَّمِ فَقَالَتْ عَائِشَةُ فَرَأَيْتُ مِرْكَنَهَا مَلْاٰنَ دَمًا فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اُمْكُثِى قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحْبِسُكِ حَيْضَتُكِ ثُمَّ اغْتَسِلِى - قَالَ

اَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ قُتَيْبَةُ بَيْنَ اَضْعَافِ حَدِيْثِ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيْعَةَ فِي اٰخِرِهَا وَرَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ وَيُوْنُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اللَّيْثِ فَقَالَا جَعْفَرُ بْنُ رَبِيْعَةَ ـ

২৭৯। কুতায়বা--- আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, উম্মে হাবীবা (রা) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে হায়েযের রক্ত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। হযরত আয়েশা (রা) বলেন, আমি তাঁর গোসলের পাত্র রক্তে পূর্ণ দেখেছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁকে বলেন, তুমি তোমার হায়েযের নির্দ্ধারিত সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করে গোসল করবে।

٢٨٠- حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ حَمَّادٍ اَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِيْ حَبِيْبٍ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ الْمُغِيْرَةِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ اَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ اَبِيْ حُبَيْشٍ حَدَّثَتْهُ اَنَّهَا سَاَلَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشَكَتْ اِلَيْهِ الدَّمَ فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّمَا ذٰلِكَ عِرْقٌ فَانْظُرِيْ اِذَا اَتٰى قَرْؤُكِ فَلَا تُصَلِّيْ فَاِذَا مَرَّ قَرْؤُكِ فَتَطَهَّرِيْ ثُمَّ صَلِّيْ مَا بَيْنَ الْقَرْءِ اِلَى الْقَرْءِ ـ

২৮০। ঈসা ইব্‌ন হাম্মাদ--- উরওয়া ইব্‌নুয-যুবায়ের (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ফাতিমা বিন্‌তে আবু হুবায়েশ (রা) তাঁর নিকট বর্ণনা করেছেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নিকট রক্তস্রাবের অভিযোগ করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁকে বলেন, তা ইরকের রক্ত (অর্থাৎ তা বিশেষ একটি শিরা হতে প্রবাহিত রক্ত– হায়েযের রক্ত নয়)। অতএব তুমি তোমার হায়েযের জন্য নির্দ্ধারিত দিনগুলির অপেক্ষা কর এবং ঐ সময় তুমি নামায ছেড়ে দেবে। অতঃপর যখন তোমার হায়েযের নির্দ্ধারিত দিনগুলি অতিবাহিত হবে– তখন তুমি গোসল করে পবিত্রতা অর্জন করবে। অতএব তুমি তোমার এক হায়েযের সময় হতে পরবর্তী হায়েয আগমনের মধ্যবর্তী সময়ে যথারীতি নামায আদায় করবে।

٢٨١- حَدَّثَنَا يُوْسُفُ بْنُ مُوْسٰى نَا جَرِيْرٌ عَنْ سُهَيْلٍ يَعْنِيْ اِبْنَ اَبِيْ صَالِحٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ حَدَّثَتْنِيْ فَاطِمَةُ بِنْتُ اَبِيْ حُبَيْشٍ اَنَّهَا اَمَرَتْ اَسْمَاءَ اَوْ اَسْمَاءُ حَدَّثَتْنِيْ اَنَّهَا اَمَرَتْهَا فَاطِمَةُ بِنْتُ اَبِيْ حُبَيْشٍ اَنْ تَسْاَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَمَرَهَا اَنْ تَقْعُدَ الْاَيَّامَ الَّتِيْ كَانَتْ تَقْعُدُ ثُمَّ تَغْتَسِلُ ـ

قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ قَتَادَةُ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ اَنَّ أُمَّ حَبِيْبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ اسْتُحِيضَتْ فَاَمَرَهَا النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ تَدَعَ الصَّلٰوةَ اَيَّامَ اَقْرَائِهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّىْ ـ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَزَادَ ابْنُ عُيَيْنَةَ فِىْ حَدِيْثِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اِنَّ أُمَّ حَبِيْبَةَ كَانَتْ تُسْتَحَاضُ فَسَأَلَتِ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَمَرَهَا اَنْ تَدَعَ الصَّلٰوةَ اَيَّامَ اَقْرَائِهَا ـ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَهٰذَا وَهْمٌ مِنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ لَيْسَ هٰذَا فِىْ حَدِيْثِ الْحُفَّاظِ عَنِ الزُّهْرِىِّ اِلَّا مَا ذَكَرَ سُهَيْلُ بْنُ اَبِىْ صَالِحٍ ـ وَقَدْ رَوَى الْحُمَيْدِىُّ هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ لَمْ يَذْكُرْ فِيْهِ تَدَعُ الصَّلٰوةَ اَيَّامَ اَقْرَائِهَا ـ وَرَوَتْ قُمَيْرُ بِنْتُ عَمْرٍو زَوْجُ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ الْمُسْتَحَاضَةُ تَتْرُكُ الصَّلٰوةَ اَيَّامَ اَقْرَائِهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ ـ وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَرَهَا اَنْ تَتْرُكَ الصَّلٰوةَ قَدْرَ اَقْرَائِهَا ـ وَرَوٰى اَبُوْ بِشْرٍ جَعْفَرُ بْنُ اَبِىْ وَحْشِيَّةَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ أُمَّ حَبِيْبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ اسْتُحِيضَتْ فَذَكَرَ مِثْلَهُ ـ وَرَوٰى شَرِيْكٌ عَنْ اَبِى الْيَقْظَانِ عَنْ عَدِىِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْتَحَاضَةُ تَدَعُ الصَّلٰوةَ اَيَّامَ اَقْرَائِهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّىْ ـ وَرَوَى الْعَلَاءُ بْنُ الْمُسَيَّبِ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ اَبِىْ جَعْفَرٍ قَالَ اِنَّ سَوْدَةَ اسْتُحِيْضَتْ فَاَمَرَهَا النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا مَضَتْ اَيَّامُهَا اغْتَسَلَتْ وَصَلَّتْ ـ وَرَوٰى سَعِيْدُ بْنُ جُبَيْرٍ عَنْ عَلِىٍّ وَّابْنِ عَبَّاسٍ الْمُسْتَحَاضَةُ تَجْلِسُ اَيَّامَ قَرْئِهَا ـ وَكَذٰلِكَ رَوَاهُ عَمَّارٌ مَّوْلٰى بَنِىْ هَاشِمٍ وَّطَلْقُ بْنُ حَبِيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ـ وَكَذٰلِكَ رَوَاهُ مَعْقِلٌ الْخَثْعَمِىُّ عَنْ عَلِىٍّ ـ وَكَذَالِكَ رَوَى الشَّعْبِىُّ عَنْ قُمَيْرٍ امْرَأَةِ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ ـ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَهُوَ قَوْلُ الْحَسَنِ وَسَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَعَطَاءٍ وَّمَكْحُوْلٍ وَّاِبْرَاهِيْمَ وَسَالِمٍ وَّالْقَاسِمِ اِنَّ الْمُسْتَحَاضَةَ تَدَعُ الصَّلٰوةَ اَيَّامَ

اَقْرَائِهَا - قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ لَمْ يَسْمَعْ قَتَادَةُ مِنْ عُرْوَةَ شَيْئًا -

২৮১। ইউসূফ ইব্‌ন মূসা.... উরওয়া ইব্‌নুয-যুবায়ের (রহ) হতে বর্ণিত। ফাতিমা বিন্‌তে আবু হুবায়েশ (রা) নিজের সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করার জন্য হযরত আস্‌মা (রা)-কে অনুরোধ করেন। নবী করীম (স) বলেন, সে হায়েযকালীন সময়ে নামায ত্যাগ করবে, অতঃপর হায়েযের সীমা শেষে গোসল করবে।

হযরত যয়নব বিন্‌তে উম্মে সালামা (রা) হতে বর্ণিত। উম্মে হাবীবা (রা) ইস্তেহাযাগ্রস্ত হওয়ার পর মহানবী (স) তাঁর হায়েযের জন্য নির্দ্ধারিত সময়ে নামায ত্যাগ করার নির্দেশ দেন এবং হায়েযের সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পর গোসল করে নামায আদায় করতে বলেন।

আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। উম্মে হাবীবা (রা) ইস্তেহাযাগ্রস্ত হওয়ার পর এ সম্পর্কে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করেন। নবী করীম (স) তাঁকে হায়েযের নির্দ্ধারিত সময় সীমার মধ্যে নামায আদায় না করার নির্দেশ দেন।

ইব্‌ন উয়ায়নার সনদে বর্ণিত হাদীছে "সে হায়েযের সমপরিমাণ সময় নামায ত্যাগ করবে" কথাটার উল্লেখ নাই।

হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত আছে যে, ইস্তেহাযাগ্রস্ত মহিলাগণ তাদের হায়েযের জন্য নির্দ্ধারিত সময়ে নামায পরিহার করবে এবং উক্ত সময় অতিবাহিত হওয়ার পর গোসল করবে।

আবদুর রহমান ইব্‌নুল কাসিম থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত হাদীছে উল্লেখ আছে যে, মহানবী (স) ঐ মহিলাকে হায়েযের কয়দিন নামায ত্যাগ করার নির্দেশ দেন।

আদী ইব্‌ন ছাবেত (রহ) থেকে পর্যায়ক্রমে তাঁর পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেন, ইস্তেহাযাগ্রস্ত মহিলাগণ তাদের জন্য নির্দ্ধারিত হায়েযের দিনগুলিতে নামায ত্যাগ করবে; অতঃপর গোসল করে নামায আদায় করবে।

হযরত জাফর (রহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত সাওদা (রা) ইস্তেহাযাগ্রস্ত হওয়ায় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁকে নির্দেশ দেন যে, তাঁর জন্য হায়েযের নির্দ্ধারিত দিনগুলি সমাপ্ত হলে- গোসল করে তাঁকে নামায আদায় করতে হবে।

আলী (রা) ও ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। ইস্তেহাযাগ্রস্ত মহিলাগণ হায়েযের জন্য নির্দ্ধারিত সময়ে নামায আদায় করা হতে বিরত থাকবে।

হযরত হাসান, আতা ও অন্যান্যদের মতানুসারে- ইস্তেহাযাগ্রস্ত মহিলাগণ তাদের জন্য নির্দ্ধারিত হায়েযের সময়ে নামায পরিহার করবে।

আবু দাউদ (রহ) বলেন, কাতাদা (রহ) উরওয়া (রহ)-এর নিকট কিছুই শুনেননি।

١٠٩. بَابُ اِذَا اَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ تَدَعُ الصَّلٰوةَ

১০৯. অনুচ্ছেদঃ রক্ত প্রদরের রোগিণীর হায়েযের সময় শুরু হলে নামায ত্যাগ করবে

٢٨٢- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ قَالَا ثَنَا زُهَيْرٌ نَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اِنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ اَبِيْ حُبَيْشٍ جَائَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ اِنِّيْ امْرَأَةٌ اُسْتَحَاضُ فَلَا اَطْهُرُ اَفَاَدَعُ الصَّلٰوةَ قَالَ اِنَّمَا ذَالِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ فَاِذَا اَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلٰوةَ فَاِذَا اَدْبَرَتْ فَاغْسِلِيْ عَنْكِ الدَّمَ ثُمَّ صَلِّيْ -

২৮২। আহ্‌মাদ ইব্‌ন ইউনূস---- আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ফাতেমা বিন্‌তে আবু হুবায়েশ (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের খিদমতে উপস্থিত হয়ে বলেন, আমি একজন ইস্তেহাযাগ্রস্ত মহিলা। দীর্ঘদিন যাবত আমার রক্তস্রাব বন্ধ হচ্ছে না। এ সময় কি আমি নামায ত্যাগ করব? তিনি বলেনঃ এটা বিশেষ শিরা হতে নির্গত রক্ত, হায়েযের রক্ত নয়। অতএব তোমার যখন হায়েযের নির্দ্ধারিত সময় উপস্থিত হবে তখন নামায ত্যাগ করবে এবং ঐ সময় অতিক্রান্ত হলে প্রত্যেক নামাযের পূর্বে রক্ত ধৌত করে (উযু করে) নামায আদায় করবে।

٢٨٣- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامٍ بِاِسْنَادِ زُهَيْرٍ وَمَعْنَاهُ قَالَ فَاِذَا اَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَاتْرُكِي الصَّلٰوةَ فَاِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا فَاغْسِلِي الدَّمَ عَنْكِ وَصَلِّيْ -

২৮৩। আল-কানাবী---- হিশাম (রহ) যুহায়েরের সনদ ও অর্থে একই হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তিনি (স) বলেন, যখন তোমার হায়েযের নির্দ্ধারিত সময় উপস্থিত হবে- তখন নামায ত্যাগ করবে। অতঃপর উক্ত সময় অতিবাহিত হলে প্রত্যেক নামাযের পূর্বে রক্ত ধৌত করে (উযু করে) নামায আদায় করবে।

٢٨٤- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ ثَنَا اَبُوْ عَقِيْلٍ عَنْ بُهَيَّةَ قَالَتْ سَمِعْتُ امْرَأَةً تَسْاَلُ عَائِشَةَ عَنِ امْرَأَةٍ فَسَدَ حَيْضُهَا وَاُهْرِيْقَتْ دَمًا فَاَمَرَنِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ اٰمُرَهَا فَلْتَنْظُرْ قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحِيْضُ فِيْ كُلِّ شَهْرٍ وَحَيْضُهَا مُسْتَقِيْمٌ فَلْتَعْتَدَّ بِقَدْرِ ذٰلِكَ مِنَ الْاَيَّامِ ثُمَّ لْتَدَعِ الصَّلٰوةَ فِيْهِنَّ اَوْ بِقَدْرِهِنَّ ثُمَّ لْتَغْتَسِلْ ثُمَّ لْتَسْتَثْفِرْ بِثَوْبٍ ثُمَّ تُصَلِّيْ -

২৮৪। মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল---- বুহাইয়্যা (রহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এক মহিলাকে অপর এক মহিলা সম্পর্কে হযরত আয়েশা (রা)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করতে শুনেছি- যার হায়েযের গন্ডগোল তাকে বিভ্রান্তিতে ফেলেছে যে, রক্তস্রাব বন্ধ হচ্ছে না। আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম আমাকে নির্দেশ দেনঃ তুমি উক্ত মহিলাকে বল যে, ইতিপূর্বে প্রতি মাসের নির্দ্ধারিত যে দিনগুলিতে তার হায়েযের রক্ত প্রবাহিত হত- উক্ত দিনগুলিতে সে নামায আদায় করা হতে বিরত থাকবে। অতঃপর গোসল করে লজ্জাস্থানে কাপড় বেঁধে নামায আদায় করবে।

٢٨٥- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِى عَقِيلٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمِصْرِيَّانِ قَالاَ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ وَعَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اِنَّ اُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ خَتَنَةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ عَوْفٍ اسْتُحِيضَتْ سَبْعَ سِنِيْنَ فَاسْتَفْتَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ هٰذِهِ لَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ وَلٰكِنْ هٰذَا عِرْقٌ فَاغْتَسِلِى وَصَلِّى - قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ زَادَ الْاَوْزَاعِىُّ فِىْ هٰذَا الْحَدِيْثِ عَنِ الزُّهْرِى عَنْ عُرْوَةَ وَعَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَ اسْتُحِيضَتْ اُمُّ حَبِيبَةَ بِنْتُ جَحْشٍ وَهِىَ تَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ عَوْفٍ سَبْعَ سِنِيْنَ فَاَمَرَهَا النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا اَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِى الصَّلٰوةَ فَاِذَا اَدْبَرَتْ فَاغْتَسِلِى وَصَلِّى - قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَلَمْ يَذْكُرْ هٰذَا الْكَلَامَ اَحَدٌ مِّنْ اَصْحَابِ الزُّهْرِىِّ غَيْرَ الْاَوْزَاعِىِّ وَرَوَاهُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ وَاللَّيْثُ وَيُوْنُسُ وَابْنُ اَبِى ذِئْبٍ وَمَعْمَرٌ وَاِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ وَسُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيْرٍ وَابْنُ اِسْحَاقَ وَسُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ وَلَمْ يَذْكُرُوْا هٰذَا الْكَلَامَ - قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ اِنَّمَا هٰذَا لَفْظُ حَدِيْثِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ - قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَزَادَ ابْنُ عُيَيْنَةَ فِيْهِ اَيْضًا اَمَرَهَا اَنْ تَدَعَ الصَّلٰوةَ اَيَّامَ اَقْرَائِهَا وَهُوَ وَهْمٌ مِّنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ وَحَدِيْثُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ الزُّهْرِىِّ فِيْهِ شَيْئٌ يَقْرُبُ مِنَ الَّذِى زَادَ الْاَوْزَاعِىُّ فِىْ حَدِيْثِهٖ -

২৮৫। ইব্‌ন আবু আকীল---- আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, উম্মে হাবীবা বিন্‌তে জাহ্‌শ (রা) যিনি উম্মুহাতুল মুমিনীন যয়নব (রা)–র বোন ছিলেন এবং হযরত আবদুর রহমান ইব্‌ন আওফ (রা)–র স্ত্রী ছিলেন– তিনি একাধারে সাত বছর ইস্তেহাযাগ্রস্ত ছিলেন। এ ব্যাপারে তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করেন। নবী করীম (স) বলেনঃ এটা হায়েযের রক্ত নয়, বরং বিশেষ একটি শিরা হতে নির্গত রক্ত। অতএব তুমি গোসল করে নামায আদায় করবে।

হযরত আয়েশা (রা) হতে অন্য এক বর্ণনায় উল্লেখ আছে– "যখন তোমার হায়েযের জন্য নির্দ্ধারিত সময় উপস্থিত হবে– তখন নামায হতে বিরত থাকবে এবং উক্ত সময় অতিবাহিত হলে গোসল করে নামায আদায় করবে।"

আবু দাউদ (রহ) বলেন, উপরোক্ত কথা আ–আওযাঈ (রহ) ব্যতীত ইমাম যুহ্‌রী (রহ)–এর আর কোন শাগরিদ বর্ণনা করেননি। এই হাদীছ যুহরীর সূত্রে আমর ইব্‌নুল হারিছ, লাইছ, ইউনুছ, ইব্‌ন আবী যেব, মামার, ইবরাহীম ইব্‌ন সাদ, সুলায়মান ইব্‌ন কাছীর, ইব্‌ন ইসহাক এবং সুফ্‌য়ান ইব্‌ন উয়ায়না প্রমুখ রাবী বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তাঁরাও উপরোক্ত কথাটুকুর উল্লেখ করেননি।

অপর এক বর্ণনায় উল্লেখ আছে যে, রাসূলুল্লাহ (স) উম্মে হাবীবা (রা)–কে নির্দেশ দেনঃ "তুমি তোমার হায়েযের জন্য নির্দ্ধারিত দিনগুলিতে নামায ত্যাগ করবে।"

٢٨٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى نَا مُحَمَّدُ بْنُ اَبِىْ عَدِىٍّ عَنْ مُحَمَّدٍ يَعْنِى بْنَ عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنِى ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ اَبِىْ حُبَيْشٍ قَالَ اِنَّهَا كَانَتْ تُسْتَحَاضُ فَقَالَ لَهَا النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا كَانَ دَمُ الْحَيْضَةِ فَاِنَّهُ دَمٌ اَسْوَدُ يُعْرَفُ فَاِذَا كَانَ ذٰلِكَ فَاَمْسِكِىْ عَنِ الصَّلٰوةِ فَاِذَا كَانَ الْاٰخَرُ فَتَوَضَّئِىْ وَصَلِّىْ فَاِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ - قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ ابْنُ الْمُثَنّٰى ثَنَا بِهِ ابْنُ اَبِىْ عَدِىٍّ مِنْ كِتَابِهِ هٰكَذَا ثُمَّ ثَنَا بِهِ بَعْدُ حِفْظًا قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اِنَّ فَاطِمَةَ كَانَتْ تُسْتَحَاضُ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ - قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَقَدْ رَوٰى اَنَسُ بْنُ سِيْرِيْنَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِى الْمُسْتَحَاضَةِ قَالَ اِذَا رَاَتِ الدَّمَ الْبَحْرَانِىَّ فَلَا تُصَلِّىْ وَاِذَا رَاَتِ الطُّهْرَ وَلَوْ سَاعَةً فَلْتَغْتَسِلْ وَتُصَلِّىْ وَقَالَ مَكْحُوْلٌ اِنَّ النِّسَاءَ لَا تَخْفٰى عَلَيْهِنَّ الْحَيْضَةُ اِنَّ دَمَهَا اَسْوَدُ

غَلِيظٌ فَاذَا ذَهَبَ ذَالِكَ وَصَارَتْ صُفْرَةً رَقِيقَةً فَانَّهَا مُسْتَحَاضَةٌ فَلْتَغْتَسِلْ وَلْتُصَلِّى - قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَرَوٰى حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيْمٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ فِى الْمُسْتَحَاضَةِ اذَا اَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ تَرَكَتِ الصَّلٰوةَ وَاذَا اَدْبَرَتِ اغْتَسَلَتْ وَصَلَّتْ - وَرَوٰى سُمَىٌّ وَغَيْرُهُ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ تَجْلِسُ اَيَّامَ اَقْرَائِهَا وَكَذٰلِكَ رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ - قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَرَوٰى يُوْنُسُ عَنِ الْحَسَنِ الْحَائِضُ اذَا مَدَّبِهَا الدَّمُ تَمْسِكُ بَعْدَ حَيْضَتِهَا يَوْمًا اَوْ يَوْمَيْنِ فَهِىَ مُسْتَحَاضَةٌ - وَقَالَ التَّيْمِىُّ عَنْ قَتَادَةَ اذَا زَادَ عَلٰى اَيَّامِ حَيْضِهَا خَمْسَةَ اَيَّامٍ فَلْتُصَلِّى - قَالَ التَّيْمِىُّ فَجَعَلْتُ اَنْقُصُ حَتّٰى بَلَغْتُ يَوْمَيْنِ فَقَالَ اذَا كَانَ يَوْمَيْنِ فَهُوَ مِنْ حَيْضِهَا - وَسُئِلَ ابْنُ سِيْرِيْنَ عَنْهُ فَقَالَ النِّسَاءُ اَعْلَمُ بِذٰلِكَ -

২৮৬। মুহাম্মাদ ইবনুল মুছান্না---- ফাতিমা বিন্‌তে আবু হুবায়েশ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তিনি ইস্তেহাযাগ্রস্ত হওয়ায় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁকে বলেন, হায়েযের রক্ত হল কালো রংয়ের। কাজেই যখন রক্তপ্রবাহের সময় কালো রং দেখা দিবে– তখন নামায ত্যাগ করবে এবং যখন কালো ছাড়া অন্য রং দেখা দিবে, তখন থেকে উযু করে নামায আদায় করবে। কেননা এটা বিশেষ শিরা হতে নির্গত রক্ত।

আবু দাউদ (রহ) বলেন, ইব্‌নুল মুছান্না বলেছেন– ইব্‌ন আবু আদী প্রথমে তাঁর কিতাব থেকে আমাদের নিকট অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। পরে তিনি তাঁর স্মৃতি থেকেও আমাদের নিকট একইরূপ বর্ণনা করেছেন যে, মুহাম্মাদ ইব্‌ন আমর---- আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। ফাতিমা বিন্‌তে কায়েস (রা) ইস্তেহাযাগ্রস্ত হন---- অবশিষ্ট বর্ণনা পূর্ববৎ।

আনাস ইব্‌ন সীরীন---- হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে ইস্তেহাযাগ্রস্ত মহিলা সম্পর্কে এরূপ উল্লেখ আছে যে, তিনি বলেন, যখন মহিলাদের ঋতুস্রাবের পরিমাণ খুবই বেশী ও গাঢ় হবে, তখন নামায ত্যাগ করবে এবং যখন পবিত্র অবস্থা দেখা যাবে, যদিও তা অল্প সময়ের জন্যও হয়, তখন গোসল করে নামায পড়তে হবে।

হযরত মাক্‌হূল (রহ) বলেন, হায়েয সম্পর্কে স্ত্রীলোকদের কিছুই অজানা নেই। হায়েযের রক্ত গাঢ় (কৃষ্ণ বর্ণের) হয়ে থাকে। অতঃপর উক্ত রং পরিবর্তিত হয়ে যখন পাতলা হলুদ বর্ণ ধারণ করে– তখন বুঝতে হবে যে, সে ইস্তেহাযাগ্রস্ত। কাজেই তাকে গোসল করে নামায আদায় করতে হবে।

হাম্মাদ ইব্‌ন যায়েদ--- সাঈদ ইব্‌নুল মাসাইয়্যাব (রহ) হতে ইস্তেহাযাগ্রস্ত মহিলাদের সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, যখন তাদের নির্দ্ধারিত দিনে হায়েযের রক্ত দেখা দিবে; তখন তারা নামায পরিহার করবে। অতঃপর তা যখন বিদূরিত হবে তখন গোসল করে নামায আদায় করবে। সুমাই প্রমুখ সাঈদ ইব্‌নুল মুসাইয়্যাব থেকে বর্ণনা করেছেন যে– সে হায়েযের কয়েকদিন নামায থেকে বিরত থাকবে। হাম্মাদ ইব্‌ন সালামা (রহ) ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন সাঈদের সূত্রে সাঈদ ইব্‌নুল মুসাইয়্যাবের অনুরূপ মত বর্ণনা করেছেন।

আবু দাউদ বলেন, ইউনুস (রহ) আল–হাসানের সূত্রে বর্ণনা করেন যে, হায়েযগ্রস্ত মহিলার রক্তস্রাব অধিক দিন অব্যাহত থাকলে সে হায়েযের জন্য নির্ধারিত সময়সীমার পর এক বা দুই দিন নামায থেকে বিরত থাকবে। এরপর সে রক্তপ্রদরের রোগিণী গণ্য হবে।

আত–তায়মী (রহ) কাতাদার সূত্রে বলেন, হায়েযের সময়কালের পরে পাঁচ দিন অতিবাহিত হওয়ার পর সে নিয়মিত নামায পড়তে থাকবে।

আত–তায়মী আরও বলেন, আমি তা কমাতে কমাতে দুই দিনে এনেছি। অর্থাৎ (হায়েযের সীমার অতিরিক্ত) দুই দিনও হায়েযের মধ্যে গণ্য হবে।

ইব্‌ন সীরীন (রহ)–কে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, এ ব্যাপারে মহিলারাই অধিক অভিজ্ঞ।

٢٨٧– حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَّغَيْرُهُ قَالَا نَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو نَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيْلٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ عَمِّهِ عِمْرَانَ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ اُمِّهِ حَمْنَةَ بِنْتِ جَحْشٍ قَالَتْ كُنْتُ اُسْتَحَاضُ حَيْضَةً كَثِيْرَةً شَدِيْدَةً فَاَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَسْتَفْتِيْهِ وَاُخْبِرُهُ فَوَجَدْتُهُ فِيْ بَيْتِ اُخْتِيْ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّيْ امْرَأَةٌ اُسْتَحَاضُ حَيْضَةً كَثِيْرَةً شَدِيْدَةً فَمَا تَرٰى فِيْهَا قَدْ مَنَعَتْنِيْ الصَّلٰوةَ وَالصَّوْمَ فَقَالَ اَنْعَتُ لَكِ الْكُرْسُفَ فَاِنَّهُ يُذْهِبُ الدَّمَ قَالَتْ هُوَ اَكْثَرُ مِنْ ذٰلِكَ قَالَ فَتَلَجَّمِيْ قَالَتْ هُوَ اَكْثَرُ مِنْ ذٰلِكَ قَالَ فَاتَّخِذِيْ ثَوْبًا فَقَالَتْ هُوَ اَكْثَرُ مِنْ ذٰلِكَ اِنَّمَا اَثُجُّ ثَجًّا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاٰمُرُكِ بِاَمْرَيْنِ اَيُّهُمَا فَعَلْتِ اَجْزَأَ عَنْكِ مِنَ الْاٰخَرِ فَاِنْ قَوِيْتِ [illegible]هُمَا فَاَنْتِ اَعْلَمُ قَالَ لَهَا اِنَّمَا هٰذِهٖ رَكْضَةٌ مِّنْ رَّكَضَاتِ الشَّيْطَانِ فَتَحَيَّضِيْ سِتَّةَ اَيَّامٍ اَوْ سَبْعَةَ اَيَّامٍ فِيْ عِلْمِ اللّٰهِ تَعَالٰى ذِكْرُهُ ثُمَّ اغْتَسِلِيْ حَتّٰى اِذَا

رَأَيْتِ اَنَّكِ قَدْ طَهُرْتِ وَسْتَنْقَاتِ فَصَلِّى ثَلَاثًا وَّعِشْرِيْنَ لَيْلَةً اَوْ اَرْبَعًا وَّعِشْرِيْنَ لَيْلَةً وَّاَيَّامَهَا وَصُوْمِى فَاِنَّ ذٰلِكَ يُجْزِئُكِ وَكَذٰلِكَ فَافْعَلِى كُلَّ شَهْرٍ كَمَا تَحِيْضُ النِّسَآءُ وَكَمَا يَطْهُرْنَ مِيْقَاتَ حَيْضِهِنَّ وَطُهْرِهِنَّ وَاِنْ قَوِيْتِ عَلٰى اَنْ تُؤَخِّرِى الظُّهْرَ وَتُعَجِّلِى الْعَصْرَ فَتَغْتَسِلِيْنَ وَتَجْمَعِيْنَ الصَّلَاتَيْنِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَتُؤَخِّرِيْنَ الْمَغْرِبَ وَتُعَجِّلِيْنَ الْعِشَآءَ ثُمَّ تَغْتَسِلِيْنَ وَتَجْمَعِيْنَ بَيْنَ الصَّلٰوتَيْنِ فَافْعَلِى وَتَغْتَسِلِيْنَ مَعَ الْفَجْرِ فَافْعَلِى وَصُوْمِى اِنْ قَدَرْتِ عَلٰى ذٰلِكَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهٰذَا اَعْجَبُ الْاَمْرَيْنِ اِلَىَّ ـ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ عَمْرُو بْنُ ثَابِتٍ عَنِ ابْنِ عَقِيْلٍ فَقَالَ قَالَتْ حَمْنَةُ هٰذَا اَعْجَبُ الْاَمْرَيْنِ اِلَىَّ لَمْ يَجْعَلْهُ قَوْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَهُ كَلَامَ حَمْنَةَ ـ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ سَمِعْتُ اَحْمَدَ يَقُوْلُ فِىْ حَدِيْثِ ابْنِ ثَابِتٍ عَنِ ابْنِ عَقِيْلٍ فِىْ نَفْسِى مِنْهُ شَيْئٌ ـ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ كَانَ عَمْرُو بْنُ ثَابِتٍ رَافِضِيٌّ رَجُلٌ سُوْءٌ وَلٰكِنَّهُ كَانَ صَدُوْقًا فِى الْحَدِيْثِ وَثَابِتُ بْنُ الْمِقْدَامِ رَجُلٌ ثِقَةٌ ـ وَذَكَرَهُ عَنْ يَحْيَى بْنِ مُعِيْنٍ ـ

২৮৭। যুহায়ের ইব্ন হারব--- ইব্রাহীম থেকে তাঁর চাচা ইমরানের সূত্রে এবং তিনি তাঁর মাতা হুম্না বিন্তে জাহ্শ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমার খুব বেশী রক্তস্রাব হত। তখন আমি এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে অবগত করাতে এবং তাঁর নিকট হতে সমাধান জানতে আসি। আমি তাঁকে আমার বোন যয়নব বিন্তে জাহ্শের ঘরে পেয়ে জিজ্ঞাসা করি– ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম! আমার খুব অধিক পরিমাণে ঋতুস্রাব হয়ে থাকে; এ ব্যাপারে আপনার অভিমত কি? এই ঋতুস্রাব আমাকে নামায ও রোযা হতে বিরত রাখে। তিনি (স) বলেন, আমি তোমাকে কুরসুফ্ (তুলা) ব্যবহারের পরামর্শ দেই। কেননা তা রক্ত শোষণ করবে। তখন তিনি (মহিলা) বলেন, এর পরিমাণ তা হতেও বেশী (কাজেই তুলা দ্বারা তা বন্ধ করা সম্ভব নয়)। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, তবে তুমি এর উপর নেকড়া বাঁধবে। মহিলাটি বলেন, এর পরিমাণ তা থেকেও অধিক। তখন নবী করীম (স) বলেন, তা হলে এর উপর একটা কাপড় বেঁধে নিবে। মহিলাটি বলেন, এর পরিমাণ তার চাইতেও অধিক; বরং আমার রক্তস্রাব অত্যধিক পরিমাণে হয়ে থাকে। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেন, আমি তোমাকে দুইটি কাজ সম্পাদনের জন্য পরামর্শ দিচ্ছি। এর

যে কোন একটি সম্পন্ন করলেই চলবে। কাজ দু'টি সম্পাদন করতে তুমি সক্ষম কিনা তা তুমিই জান। তিনি (স) বলেন, এটা শয়তানের চক্রান্ত। কাজেই (১ম কাজ) তুমি প্রতি মাসে ছয় বা সাত দিনের জন্য তোমার হায়েযের নির্ধারিত দিন গণনা করবে, অতপর গোসল করবে এবং তুমি যখন বুঝতে পারবে যে, তুমি উল্লেখিত দিনগুলি অতিক্রম করে পবিত্রতা অর্জন করেছ– তখন তুমি প্রত্যেক মাসের ২৩/২৪ দিন নিয়মিতভাবে নামায আদায় করবে এবং রোযা রাখবে। এটাই তোমার জন্য যথেষ্ট। তুমি প্রত্যেক মাসে এরূপই করবে– যেরূপ অন্যান্য মহিলারা হায়েয হতে পবিত্রতা অর্জনের পর করে থাকে।

(২য় কাজ) যদি তোমার সামর্থ থাকে, তবে তুমি একই গোসলে যুহর ও আসরের নামায একত্রে আদায় করবে– এইরূপে যে, যুহরের শেষ সময়ে উক্ত নামায এবং আসরের প্রারম্ভিক সময়ে আসরের নামায পড়ে উভয় নামায একত্রে আদায় করবে। অতঃপর মাগ্‌রিবের নামায এর শেষ সময়ে এবং এশার নামায এর প্রথম সময়ে একই গোসলে পর্যায়ক্রমে আদায় করবে এবং একবার গোসল করে ফজরের নামায আদায় করবে।[১] বর্ণিত উপায়ে সম্ভব হলে– তুমি নিয়মিতভাবে নামায আদায় করবে এবং রোযা রাখবে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেন, এই দুইটি কাজের মধ্যে আমার নিকট শেষোক্তটি পছন্দনীয়।

ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেন, আমর ইব্‌ন ছাবিত থেকে ইব্‌ন আকীলের সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুমনা (রা) বলেন, আমি বললাম, "এই দুটি বিকল্প ব্যবস্থার মধ্যে শেষোক্তটি আমার নিকট অধিক পছন্দনীয়।" তিনি (ইব্‌ন আকীল) এটাকে মহানবী (স)–এর বক্তব্য হিসাবে বর্ণনা করেননি, বরং হুমনা (রা)–র কথা হিসাবে উল্লেখ করেছেন।

আবু দাউদ (রহ) বলেন, আমি ইমাম আহ্‌মাদ (রহ)–কে বলতে শুনেছি– হায়েয সম্পর্কিত বিষয়ে বর্ণিত ইব্‌ন আকীলের হাদীছের উপর আমার মন আশ্বস্ত হতে পারছে না।

আবু দাউদ (রহ) আরও বলেন, আমর ইব্‌ন ছাবিত একজন রাফিযী, নিকৃষ্ট ব্যক্তি, কিন্তু হাদীছ বর্ণনার ক্ষেত্রে বিশ্বস্ত। তবে ছাবিত ইব্‌নুল মিকদাম বিশ্বস্ত রাবী। ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন মুঈন থেকে এরূপ বর্ণিত আছে।

١١٠. بَابُ مَا رُوِيَ اَنَّ الْمُسْتَحَاضَةَ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلٰوةٍ

১১০. অনুচ্ছেদঃ ইস্তেহাযাগ্রস্ত মহিলাদের প্রত্যেক নামাযের সময় গোসল করা সম্পর্কে বর্ণিত হাদীছসমূহ

---

১. এখানে পুনঃ পুনঃ গোসলেন কথা এজন্যই উল্লেখিত হয়েছে যে, বারবার গোসলে উক্ত মহিলার অধিক রক্তস্রাব বন্ধ হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। অন্যথায় এই হায়েযান্তে একবার গোসল করাই যথেষ্ট। উপরোক্ত হাদীছে এই মহিলার জন্য নবী করীম (স) ছয় বা সাত দিন "হায়েযের দিন" হিসাবে ধার্য করার কারণ এই যে, পূর্বে তার হায়েযের জন্য এরূপ দিন নির্দ্ধারিত ছিল। –(অনুবাদক)

٢٨٨- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عَقِيلٍ وَّمُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِىُّ قَالَا ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ وَعَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ اِنَّ اُمَّ حَبِيْبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ خَتَنَةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ عَوْفٍ اسْتُحِيْضَتْ سَبْعَ سِنِيْنَ فَاسْتَفْتَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ ذٰلِكَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ هٰذِهِ لَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ وَلٰكِنْ هٰذَا عِرْقٌ فَاغْتَسِلِىْ وَصَلِّىْ قَالَتْ عَائِشَةَ فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ فِىْ مِرْكَنٍ فِىْ حُجْرَةِ اُخْتِهَا زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ حَتّٰى تَعْلُوَ حُمْرَةُ الدَّمِ الْمَاءَ۔

২৮৮। ইব্‌ন আবু আকীল--- নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের স্ত্রী হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, উম্মে হাবীবা বিন্‌তে জাহ্‌শ (রা) যিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের শ্যালিকা ছিলেন এবং আবদুর রহমান ইব্‌ন আওফ (রা)-এর স্ত্রী ছিলেন- একাধারে সাত বছর ইস্তেহাযাগ্রস্ত ছিলেন। তিনি এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করেন। তিনি বলেন, এটা হায়েযের রক্ত নয়, বরং একটি বিশেষ শিরা হতে প্রবাহিত রক্ত। অতএব তুমি গোসলান্তে নামায আদায় করবে। আয়েশা (রা) বলেন, অতঃপর তিনি (উম্মে হাবীবা) তাঁর বোন যয়নব বিন্‌তে জাহ্‌শের হুজরাতে একটি বড় পাত্রে গোসল করতেন এবং পাত্রের পানিতে রক্তের রং-এর প্রাধান্য হত।

٢٨٩- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ نَا عَنْبَسَةُ نَا يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَتْنِىْ عَمْرَةُ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمَانِ عَنْ اُمِّ حَبِيْبَةَ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ قَالَتْ عَائِشَةُ فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلٰوةٍ۔

২৮৯। আহ্‌মাদ ইব্‌ন সালেহ্--- উম্মে হাবীবা (রা) হতে এই হাদীছটি বর্ণিত। আয়েশা (রা) বলেন, উম্মে হাবীবা (রা) প্রত্যেক নামাযের জন্য গোসল করতেন।

٢٩٠- حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَوْهَبٍ الْهَمْدَانِىْ ثَنِى اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ قَالَ فِيْهِ فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ

لِكُلِّ صَلٰوةٍ - قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مَبْرُوْرٍ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ اُمِّ حَبِيْبَةَ بِنْتِ جَحْشٍ وَكَذٰلِكَ رَوَاهُ مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ وَرُبَّمَا قَالَ مَعْمَرٌ عَنْ اُمِّ حَبِيْبَةَ بِمَعْنَاهُ وَكَذٰلِكَ رَوَاهُ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ وَابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ وَقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ فِيْ حَدِيْثِهِ وَلَمْ يَقُلْ اِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَرَهَا اَنْ تَغْتَسِلَ -

২৯০। ইয়াযীদ ইব্ন খালিদ---আয়েশা (রা) হতে এই হাদীছ বর্ণিত। এখানে রাবী বলেন, উম্মে হাবীবা (রা) প্রত্যেক নামাযের জন্য গোসল করতেন। ইব্ন উয়ায়নার বর্ণিত হাদীছে এ কথার উল্লেখ নাইঃ "মহানবী (স) তাঁকে গোসলের নির্দেশ দিয়েছেন।"

٢٩١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحَاقَ الْمُسَيَّبِيُّ ثَنِيْ اَبِيْ عَنِ ابْنِ اَبِيْ ذِئْبٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ وَعَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اِنَّ اُمَّ حَبِيْبَةَ اسْتُحِيْضَتْ سَبْعَ سِنِيْنَ فَاَمَرَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ تَغْتَسِلَ فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلٰوةٍ وَكَذٰلِكَ رَوَاهُ الْاَوْزَاعِيُّ اَيْضًا قَالَ فِيْهِ قَالَتْ عَائِشَةُ فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلٰوةٍ -

২৯১। মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক---- আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, উম্মে হাবীবা (রা) ক্রমাগতভাবে সাত বছর ইস্তেহাযাগ্রস্ত ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁকে গোসলের নির্দেশ দেন। তিনি প্রত্যেক নামাযের পূর্বে গোসল করতেন। ইমাম আওযাঈ (রহ)-ও অনুরূপ একটি হাদীছ বর্ণনা করেছেন এবং তিনি তাঁর হাদীছে হযরত আয়েশা (রা)-র সূত্রে বলেন, তিনি (উম্মে হাবীবা) প্রত্যেক নামাযের পূর্বে গোসল করতেন।

٢٩٢- حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ عَبْدَةَ عَنِ ابْنِ اِسْحَاقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اِنَّ اُمَّ حَبِيْبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ اسْتُحِيْضَتْ فِيْ عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَمَرَهَا بِالْغُسْلِ لِكُلِّ صَلٰوةٍ وَسَاقَ الْحَدِيْثَ - قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ اَبُو الْوَلِيْدِ الطَّيَالِسِيُّ وَلَمْ اَسْمَعْهُ مِنْهُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ كَثِيْرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ

عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتِ اسْتُحِيضَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اغْتَسِلِي لِكُلِّ صَلوٰةٍ وَّسَاقَ الْحَدِيْثَ - قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ عَبْدُ الصَّمَدِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ كَثِيْرٍ قَالَ تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلوٰةٍ - قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَهٰذَا وَهْمٌ مِّنْ عَبْدِ الصَّمَدِ وَالْقَوْلُ فِيْهِ قَوْلُ اَبِى الْوَلِيْدِ -

২৯২। হান্নাদ····· আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, উম্মে হাবীবা বিন্‌তে জাহ্‌শ (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সময় ইস্তেহাযাগ্রস্ত হওয়ায় রাসূলুল্লাহ (স) তাঁকে প্রত্যেক নামাযের সময় গোসলের নির্দেশ দেন।[১]

আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, উম্মুল মুমিনীন যয়নব বিন্‌তে জাহ্‌শ (রা) ইস্তেহাযাগ্রস্ত হওয়ায় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁকে প্রত্যেক নামাযের সময় গোসলের নির্দেশদেন।

ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেন, বিশিষ্ট মুহাদ্দিছ আবদুস সামাদ (রহ) সুলায়মান ইব্‌ন কাছীর হতে বর্ণনা করেন। তাতে আছেঃ "তোমাকে প্রত্যেক নামাযের জন্য উযু করতে হবে।"

আবু দাউদ (রহ) বলেন, কিন্তু এটা আবদুস সামাদের অনুমান মাত্র এবং আবুল ওয়ালীদের রিওয়ায়াতই যথার্থ (অর্থাৎ প্রত্যেক নামাযের জন্য গোসল করতে হবে)।

٢٩٣- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ اَبِى الْحَجَّاجِ اَبُوْ مَعْمَرٍ نَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَتْنِىْ زَيْنَبُ بِنْتُ اَبِىْ سَلَمَةَ اَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تُهْرَاقُ الدَّمَ وَكَانَتْ تَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَرَهَا اَنْ تَغْتَسِلَ عِنْدَ كُلِّ صَلوٰةٍ وَّتُصَلِّي - وَاَخْبَرَنِىْ اَنَّ اُمَّ بَكْرٍ اَخْبَرَتْهُ اَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِى الْمَرْأَةِ تَرٰى مَا يُرِيْبُهَا بَعْدَ الطُّهْرِ اِنَّمَا هِىَ اَوْ قَالَ اِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ اَوْ قَالَ عُرُوْقٌ - قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ فِىْ حَدِيْثِ ابْنِ عَقِيْلٍ الْاَمْرَانِ جَمِيْعًا قَالَ اِنْ قَوِيْتِ

১· ইমাম আবু হানীফা ও শাফিঈ (রহ)–এর মতে ইস্তেহাযাগ্রস্ত মহিলাদের প্রত্যেক নামাযের পূর্বে গোসলের প্রয়োজন নেই, উযু করলেই যথেষ্ট হবে। অন্যান্য সহীহ হাদীছে এর দলীল আছে। –(অনুবাদক)

فَاغْتَسِلِىْ لِكُلِّ صَلوٰةٍ وَّاِلَّا فَاجْمَعِىْ كَمَا قَالَ الْقَاسِمُ فِىْ حَدِيْثِهٖ وَقَدْ رُوِىَ هٰذَا الْقَوْلُ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ عَلِىٍّ وَّابْنِ عَبَّاسٍ -

২৯৩। আবদুল্লাহ ইব্ন আমর--- আবু সালামা (রহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যয়নব বিন্‌তে আবু সালামা আমাকে বলেন যে, জনৈক মহিলা ইস্তেহাযাগ্রস্ত ছিলেন এবং তিনি হযরত আবদুর রহমান ইব্ন আওফ (রা)-এর স্ত্রী ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁকে প্রত্যেক নামাযের পূর্বে গোসল করে নামায পড়ার নির্দেশ দেন।

হযরত আবু সালামা আরো বলেন, উম্মে বাক্‌র তাঁকে আরো বলেছেন- আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেন, মহিলাগণ (হায়েয হতে) পবিত্রতার পর এমন জিনিস (রক্ত) দেখে থাকে- যা তাকে সন্দেহযুক্ত করে (প্রকৃতপক্ষে তা হায়েযের রক্ত নয়), বরং তা বিশেষ একটি শিরা হতে নির্গত রক্ত; অথবা বিশেষ শিরাসমূহ হতে প্রবাহিত রক্ত।

ইমাম আবু দাউদ (রহ) ইব্ন আকীলের বর্ণনাসূত্রে বলেন, নবী করীম (স) দুইটি কাজের জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। (১) যদি তোমার সামর্থ থাকে তবে প্রত্যেক নামাযের জন্য গোসল করবে, (২) অথবা একত্র করবে- অর্থাৎ যুহর ও আসরের জন্য একবার, মাগরিব ও এশার জন্য একবার এবং ফজরের জন্য একবার গোসল করবে।

١١٢. بَابُ مَنْ قَالَ تُجْمَعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ وَتَغْتَسِلُ لَهُمَا غُسْلًا

১১২. অনুচ্ছেদঃ দুই ওয়াক্তের নামায একত্রে আদায় ও তার জন্য একবার গোসল করা সম্পর্কে

٢٩٤- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ ثَنِىْ اَبِىْ نَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتِ اسْتُحِيْضَتِ امْرَأَةٌ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأُمِرَتْ اَنْ تُعَجِّلَ الْعَصْرَ وَتُؤَخِّرَ الظُّهْرَ وَتَغْتَسِلَ لَهُمَا غُسْلًا وَاَنْ تُؤَخِّرَ الْمَغْرِبَ وَتُعَجِّلَ الْعِشَاءَ وَتَغْتَسِلَ لَهُمَا غُسْلًا وَتَغْتَسِلَ لِصَلوٰةِ الصُّبْحِ غُسْلًا فَقُلْتُ لِعَبْدِ الرَّحْمَانِ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا اُحَدِّثُكَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَىْءٍ -

২৯৪। উবায়দুল্লাহ--- আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সময় জনৈক মহিলা এস্তেহাযাগ্রস্ত হলে তাকে নির্দেশ দেয়া হয় যে– সে যেন আসরের নামায তার প্রারম্ভিক সময়ে এবং যুহরের নামায তার শেষ সময়ে একই গোসলে আদায় করে। একই ভাবে সে যেন মাগরিবের নামায বিলম্বিত করে এবং এশার নামায তার প্রারম্ভিক সময়ে একই গোসলে আদায় করে এবং ফজরের নামায আদায়ের জন্য একবার গোসল করে।

٢٩٥- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ يَحْيَى نَا مُحَمَّدٌ يَعْنِى ابْنَ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اِنَّ سَهْلَةَ بِنْتَ سُهَيْلٍ اسْتُحِيْضَتْ فَاَتَتِ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَمَرَهَا اَنْ تَغْتَسِلَ عِنْدَ كُلِّ صَلٰوةٍ فَلَمَّا جَهَدَهَا ذٰلِكَ اَمَرَهَا اَنْ تَجْمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِغُسْلٍ وَّالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِغُسْلٍ وَّتَغْتَسِلَ لِلصُّبْحِ - قَالَ اَبُوْ دَاوٗدَ وَرَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ اِنَّ امْرَأَةً اُسْتُحِيْضَتْ فَسَأَلَتِ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَمَرَهَا بِمَعْنَاهُ -

২৯৫। আবদুল আযীয--- আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাহ্‌লা বিন্‌তে সুহায়েল (রা) ইস্তেহাযাগ্রস্ত হয়ে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের খিদমতে আগমন করলে তিনি তাঁকে প্রত্যেক নামাযের জন্য গোস্‌লের নির্দেশ দেন। তার জন্য এটা কষ্টদায়ক হওয়ায় নবী করীম (স) তাঁকে যুহর ও আসরের জন্য একবার, মাগরিব ও এশার জন্য একবার এবং ফজরের নামাযের জন্য একবার গোসলের নির্দেশ দেন।

٢٩٦- حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ اَنَا خَالِدٌ عَنْ سُهَيْلٍ يَّعْنِى ابْنَ اَبِىْ صَالِحٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ اَبِىْ حُبَيْشٍ اسْتُحِيْضَتْ مُنْذُ كَذَا وَكَذَا فَلَمْ تُصَلِّ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُبْحَانَ اللّٰهِ اِنَّ هٰذَا مِنَ الشَّيْطَانِ لِتَجْلِسْ فِىْ مِرْكَنٍ فَاِذَا رَأَتْ صُفْرَةً فَوْقَ الْمَاءِ فَلْتَغْتَسِلْ لِلظُّهْرِ وَالْعَصْرِ غُسْلاً وَّاحِدًا وَّتَغْتَسِلْ لِلْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ غُسْلاً وَّاحِدًا وَّتَغْتَسِلْ لِلْفَجْرِ غُسْلاً وَّاحِدًا وَّتَوَضَّأُ فِيْمَا بَيْنَ ذٰلِكَ - قَالَ

اَبُوْ دَاوُدَ وَرَوَاهُ مُجَاهِدٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ لَمَّا اشْتَدَّ عَلَيْهَا الْغُسْلُ اَمَرَهَا اَنْ تَجْمَعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ - قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَرَوَاهُ اِبْرَاهِيْمُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَهُوَ قَوْلُ اِبْرَاهِيْمَ النَّخْعِيِّ وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَدَّادٍ -

২৯৬। ওয়াহব ইব্‌ন বাকিয়্যা--- আস্‌মা বিন্‌তে উমায়েস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! ফাতিমা বিন্‌তে আবু হুবায়েশ (রা) এত এত দিন অর্থাৎ সাত বছর যাবত ইস্তেহাযাগ্রস্ত। এজন্য তিনি নামায আদায় করতে পারেন না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেন, সুব্‌হানাল্লাহ্! এতো শয়তানের ধোঁকামাত্র। সে যেন একটি পানিপূর্ণ বড় পাত্রের মধ্যে বসে এবং যখন সে পানির উপর হলুদ বর্ণ দেখতে পাবে– তখন যেন যুহর ও আসর, মাগরিব ও এশা এবং ফজরের নামাযের জন্য একবার করে গোসল করে এবং এর মধ্যবর্তী সময়সমূহের জন্য উযু করে।
ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেন, মুজাহিদ (রহ) ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে– প্রত্যেক নামাযের জন্য আলাদা আলাদাভাবে গোসল করা যখন তাঁর জন্য কষ্টদায়ক হল, তখন নবী করীম (স) তাঁকে দুই ওয়াক্তের নামায একত্রে আদায় করার নির্দেশ দেন।

١١٣. بَابُ مَنْ قَالَ تَغْتَسِلُ مِنْ طُهْرٍ اِلٰى طُهْرٍ

১১৩. অনুচ্ছেদঃ ইস্তেহাযাগ্রস্ত মহিলাদের হায়েযান্তে পবিত্রতা (গোসল) অর্জন সম্পর্কে

٢٩٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ اَنَا ح وَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ نَا شَرِيْكٌ عَنْ اَبِى الْيَقْظَانِ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْمُسْتَحَاضَةِ تَدَعُ الصَّلٰوةَ اَيَّامَ اَقْرَائِهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّىْ وَالْوُضُوْءُ عِنْدَ كُلِّ صَلٰوةٍ - قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ زَادَ عُثْمَانُ وَتَصُوْمُ وَتُصَلِّىْ -

২৯৭। মুহাম্মাদ ইব্‌ন জাফর--- আদী ইব্‌ন ছাবেত (রহ) তাঁর পিতা ও দাদার সূত্রে এবং তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নিকট থেকে ইস্তেহাযাগ্রস্ত মহিলাদের ব্যাপারে বর্ণনা করেছেন যে– তারা হায়েযের জন্য নির্দ্ধারিত দিনসমূহে নামায ত্যাগ করবে, অতঃপর পবিত্রতার জন্য গোসল করে নামায আদায় করবে। এরপর প্রত্যেক নামাযের জন্য কেবলমাত্র উযু করতে হবে।

ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেন, উছমান তাঁর বর্ণনায় রোযা ও নামায সম্পর্কেও উল্লেখ করেছেন।

٢٩٨- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ نَا وَكِيْعٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ اَبِىْ ثَابِتٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ اَبِىْ حُبَيْشٍ اِلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ خَبَرَهَا قَالَ ثُمَّ اغْتَسِلِىْ ثُمَّ تَوَضَّئِىْ لِكُلِّ صَلٰوةٍ وَّصَلِّىْ -

২৯৮। উছমান ইবন আবু শায়বা---- আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ফাতিমা বিনতে আবু হুবায়েশ (রা) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের খিদমতে আগমন করেন। অতঃপর রাবী তাঁর পূর্ণ ঘটনা বিবৃত করেন। নবী করীম (স) বলেনঃ পবিত্রতার জন্য একবার গোসল কর, পরে প্রত্যেক নামাযের পূর্বে উযু করে নামায আদায় কর।

٢٩٩- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ الْقَطَّانُ الْوَاسِطِىُّ نَا يَزِيْدُ عَنْ اَيُّوْبَ بْنِ اَبِىْ مِسْكِيْنٍ عَنِ الْحَجَّاجِ عَنْ اُمِّ كُلْثُوْمٍ عَنْ عَائِشَةَ فِى الْمُسْتَحَاضَةِ تَغْتَسِلُ تَعْنِىْ مَرَّةً وَاحِدَةً ثُمَّ تَوَضَّأُ اِلَى اَيَّامِ اَقْرَائِهَا -

২৯৯। আহমাদ ইবন সিনান---- আয়েশা (রা) হতে ইস্তেহাযাগ্রস্ত মহিলাদের গোসল সম্পর্কে বর্ণিত আছে। অর্থাৎ হায়েযের পর পবিত্রতা অর্জনের জন্য একবার মাত্র গোসল করা ওয়াজিব। অতঃপর পুনঃ হায়েযকালীন নির্দ্ধারিত সময় আগমনের পূর্ব পর্যন্ত প্রত্যেক নামাযের পূর্বে উযু করবে।

٣٠٠- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ نَا يَزِيْدُ عَنْ اَيُّوْبَ اَبِى الْعَلَاءِ عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ عَنِ امْرَاَةِ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ - قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَحَدِيْثُ عَدِىِّ بْنِ ثَابِتٍ وَّالْاَعْمَشِ عَنْ حَبِيْبٍ وَّاَيُّوْبَ اَبِى الْعَلَاءِ كُلُّهَا ضَعِيْفَةٌ لَّا تَصِحُّ وَدَلَّ عَلٰى ضُعْفِ حَدِيْثِ الْاَعْمَشِ عَنْ حَبِيْبٍ هٰذَا الْحَدِيْثُ اَوْقَفَهُ حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنِ الْاَعْمَشِ وَاَنْكَرَ حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ اَنْ يَّكُوْنَ حَدِيْثُ حَبِيْبٍ مَرْفُوْعًا وَّاَوْقَفَهُ اَيْضًا اَسْبَاطٌ عَنِ الْاَعْمَشِ مَوْقُوْفًا عَلٰى عَائِشَةَ - قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ ابْنُ دَاوُدَ عَنِ الْاَعْمَشِ مَرْفُوْعًا اَوَّلَهُ وَاَنْكَرَ اَنْ يَّكُوْنَ فِيْهِ الْوُضُوْءُ عِنْدَ كُلِّ صَلٰوةٍ وَّدَلَّ

عَلٰى ضُعْفِ حَدِيْثِ حَبِيْبٍ هٰذَا اَنَّ رِوَايَةَ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلٰوةٍ فِىْ حَدِيْثِ الْمُسْتَحَاضَةِ وَرَوٰى اَبُو الْيَقْظَانِ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَلِيٍّ وَعَمَّارٍ مَوْلٰى بَنِىْ هَاشِمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَرَوٰى عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَيْسَرَةَ وَبَيَانٌ وَمُغِيْرَةُ وَفِرَاسٌ وَمُجَالِدٌ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ حَدِيْثِ قَمِيْرَ عَنْ عَائِشَةَ تَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلٰوةٍ وَرِوَايَةُ دَاوُدَ وَعَاصِمٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ قَمِيْرَ عَنْ عَائِشَةَ تَغْتَسِلُ كُلَّ يَوْمٍ مَرَّةً وَرَوٰى هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ الْمُسْتَحَاضَةُ تَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلٰوةٍ وَهٰذِهِ الْاَحَادِيْثُ كُلُّهَا ضَعِيْفَةٌ اِلَّا حَدِيْثَ قَمِيْرَ وَحَدِيْثَ عَمَّارٍ مَوْلٰى بَنِىْ هَاشِمٍ وَحَدِيْثَ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ وَالْمَعْرُوْفُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ الْغُسْلُ ـ

৩০০। আহ্‌মাদ ইব্‌ন সিনান---- আয়েশা (রা) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হতে পূর্ববর্তী হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।
ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেন, আদী ইব্‌ন ছাবেত, আমাশ ও আইউবের হাদীছটি দূর্বল। আয়েশা (রা) হতে অন্য একটি বর্ণনায় উল্লেখ আছে যে, ইস্তেহাযাগ্রস্ত মহিলাদের প্রত্যেক নামাযের পূর্বে গোসল করতে হবে। অপর এক বর্ণনায় আছেঃ প্রত্যেক নামাযের সময় উযু করতে হবে। অপর এক বর্ণনায় আছেঃ ইস্তেহাযাগ্রস্ত মহিলাদের প্রত্যহ একবার গোসল করতে হবে। হিশাম ইব্‌ন উরওয়া (রহ) তাঁর পিতার সূত্রে ইস্তেহাযাগ্রস্ত মহিলাদের ব্যাপারে বর্ণনা করেছেন যে– তাদের প্রত্যেক নামাযের পূর্বে উযু করতে হবে।
ইমাম আবু দাউদ (রহ)– এর বর্ণনামতে এই হাদীছের সনদ দূর্বল।

١١٤. بَابُ مَنْ قَالَ الْمُسْتَحَاضَةُ تَغْتَسِلُ مِنْ ظُهْرٍ اِلٰى ظُهْرٍ

১১৪. অনুচ্ছেদঃ ইস্তেহাযাগ্রস্ত মহিলা এক যুহর থেকে পরবর্তী যুহর পর্যন্ত একবার গোসল করবে

٣٠١– حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ سُمَيٍّ مَوْلٰى اَبِىْ بَكْرٍ اَنَّ الْقَعْقَاعَ وَزَيْدَ بْنَ اَسْلَمَ اَرْسَلَاهُ اِلٰى سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ يَسْاَلُهُ كَيْفَ تَغْتَسِلُ الْمُسْتَحَاضَةُ فَقَالَ

تَغْتَسِلُ مِنْ ظُهْرٍ اِلٰى ظُهْرٍ وَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلٰوةٍ فَاِنْ غَلَبَهَا الدَّمُ اسْتَثْفَرَتْ بِثَوْبٍ -
قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَرُوِىَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَاَنَسِ بْنِ مَالِكٍ تَغْتَسِلُ مِنْ ظُهْرٍ اِلٰى ظُهْرٍ
وَكَذٰلِكَ رَوٰى اَبُوْ دَاوُدَ وَعَاصِمٌ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ امْرَأَةٍ عَنْ قَمِيْرَ عَنْ عَائِشَةَ اِلَّا
اَنَّ دَاوُدَ قَالَ كُلَّ يَوْمٍ وَفِىْ حَدِيْثِ عَاصِمٍ عِنْدَ الظُّهْرِ وَهُوَ قَوْلُ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ
وَالْحَسَنِ وَعَطَاءٍ وَقَالَ مَالِكٌ اِنِّىْ لَاَظُنُّ حَدِيْثَ ابْنِ الْمُسَيَّبِ مِنْ ظُهْرٍ اِلٰى ظُهْرٍ
اِنَّمَا هُوَ مِنْ طُهْرٍ اِلٰى طُهْرٍ وَلٰكِنَّ الْوَهْمَ دَخَلَ فِيْهِ وَرَوَاهُ مِسْوَرُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ
بْنِ سَعِيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَرْبُوْعٍ قَالَ فِيْهِ مِنْ طُهْرٍ اِلٰى طُهْرٍ فَقَلَبَهَا
النَّاسُ مِنْ ظُهْرٍ اِلٰى ظُهْرٍ -

৩০১। আল-কানাবী --- আল-কাকা এবং যায়েদ ইব্ন আসলাম (রহ) উভয়ই সুমায়্যিকে হযরত সাঈদ ইব্নুল মুসায়্যাবের নিকট ইস্তেহাযাগ্রস্ত মহিলাদের গোসলের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করতে প্রেরণ করেন। জবাবে তিনি বলেন, তাকে দৈনিক এক যুহর থেকে পরবর্তী যুহর পর্যন্ত একবার গোসল করতে হবে (অর্থাৎ প্রত্যহ দুপুরের সময়)। তাকে প্রত্যেক নামাযের জন্য উযু করতে হবে। ইস্তেহাযার সময় অধিক রক্তস্রাব হলে স্ত্রীঅংগ নেকড়া দ্বারা মজবুত করে বেঁধে নিতেহবে।

ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেন, ইব্ন উমার (রা) এবং আনাস ইব্ন মালিক (রা) হতে বর্ণিত আছে যে, ইস্তেহাযাগ্রস্ত মহিলাদের প্রত্যহ দুপুরের সময় এক যুহর থেকে পরবর্তী যুহর পর্যন্ত একবার গোসল করতে হবে।

হযরত আয়েশা (রা) হতেও অন্য সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত আছে। তবে সেই বর্ণনায় "প্রত্যহ" শব্দটির উল্লেখ দেখা যায়।

রাবী মালিক (রহ) বলেন, ইবনুল মুসায়্যাবের হাদীছে আমার ধারণামতে "ظهر الى ظهر" -এর পরিবর্তে "طهر الى طهر" বাক্যটি হবে। আবদুর রহমান ইব্ন ইয়ারবূ-এর বর্ণনায় "طهر الى طهر" বর্ণিত হয়েছে। অতঃপর লোকেরা তাতে পরিবর্তন করে "ظهر الى ظهر" করেছে।

١١٥. بَابُ مَنْ قَالَ تَغْتَسِلُ كُلَّ يَوْمٍ وَلَمْ يَقُلْ عِنْدَ الظُّهْرِ

১১৫. অনুচ্ছেদঃ দুপুরের কথা উল্লেখ না করে প্রত্যহ গোসল করা সম্পর্কে

٣٠٢- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَبِي اِسْمَاعِيلَ عَنْ مَعْقِلٍ الْخَثْعَمِيِّ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ الْمُسْتَحَاضَةُ اِذَا انْقَضٰى حَيْضُهَا اِغْتَسَلَتْ كُلَّ يَوْمٍ وَّاتَّخَذَتْ صُوْفَةً فِيْهَا سَمْنٌ اَوْ زَيْتٌ -

৩০২। আহ্‌মাদ ইব্‌ন হাম্বল (রহ)--- হযরত আলী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইস্তেহাযাগ্রস্ত মহিলাগণ তাদের হায়েযের জন্য নির্দ্ধারিত সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পর প্রত্যহ একবার গোসল করবে এবং তৈল ও ঘি মিশ্রিত বিশেষভাবে তৈরী নেকড়া লজ্জাস্থানে কুরসুপের পরিবর্তে ব্যবহারকরবে।[১]

١١٦. بَابُ مَنْ قَالَ تَغْتَسِلُ بَيْنَ الْاَيَّامِ

১১৬. অনুচ্ছেদঃ ইস্তেহাযাগ্রস্ত মহিলাদের কয়েকদিন পরপর গোসল করা সম্পর্কে

٣٠٣- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ نَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ اَنَّهُ سَأَلَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمُسْتَحَاضَةِ قَالَ تَدَعُ الصَّلٰوةَ اَيَّامَ اَقْرَائِهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ فَتُصَلِّيْ ثُمَّ تَغْتَسِلُ فِي الْاَيَّامِ -

৩০৩। আল-কানাবী--- মুহাম্মাদ ইব্‌ন উছমান (রহ) আল-কাসিম ইব্‌ন মুহাম্মাদ (রহ)-কে ইস্তেহাযাগ্রস্ত মহিলাদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। তিনি বলেন, তারা হায়েযকালীন সময়ে নামায ত্যাগ করবে। এরপর গোসল করে নামায পড়বে এবং কয়েকদিন পরপর গোসল করবে।

١١٧. بَابُ مَنْ قَالَ تَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلٰوةٍ

১১৭.অনুচ্ছেদঃ প্রত্যেক নামাযের সময় গোসল করা সম্পর্কে

٣٠٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى نَا ابْنُ اَبِيْ عَدِيٍّ عَنْ مُحَمَّدٍ يَعْنِي ابْنَ عَمْرٍو وَقَالَ ثَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ اَبِيْ حُبَيْشٍ اَنَّهَا كَانَتْ تُسْتَحَاضُ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا كَانَ دَمُ الْحَيْضِ فَاِنَّهُ

---

[১] ইস্তেহাযার রক্ত কম প্রবাহের জন্য সে যুগে আরবী মহিলাদের মধ্যে এ ধরনের বিশেষ নেকড়া ব্যবহারের প্রচলন ছিল এবং দৈনিক একবার গোসলের উদ্দেশ্যও একই। -(অনুবাদক)

دَمٌ اَسْوَدُ يُعْرَفُ فَاِذَا كَانَ ذٰلِكَ فَاَمْسِكِيْ عَنِ الصَّلٰوةِ فَاِذَا كَانَ الْاٰخَرُ فَتَوَضَّئِيْ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ ابْنُ الْمُثَنّٰى وَثَنَا بِهِ ابْنُ عَدِيٍّ حِفْظًا فَقَالَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ - قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رُوِىَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَشُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ اَبِيْ جَعْفَرٍ قَالَ الْعَلَاءُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَوْقَفَهُ شُعْبَةُ عَلٰى اَبِيْ جَعْفَرٍ تَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلٰوةٍ -

৩০৪। মুহাম্মাদ ইবনুল মুছান্না— ফাতিমা বিন্‌তে আবু হুবায়েশ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি ইস্তেহাযাগ্রস্ত মহিলা ছিলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁকে বলেন, হায়েযের রক্তের পরিচিতি এই যে, তা কাল রং–এর হবে। যখন এই ধরনের রক্ত প্রবাহিত হবে তখন নামায ত্যাগ করবে এবং যখন অন্যরূপ রং দেখবে তখন উযু করে (গোসলান্তে) নামায আদায় করবে। শোবা (রহ) হতে বর্ণিত আছে যে– তাকে প্রত্যেক নামাযের জন্য উযু করতে হবে।

١١٨. بَابُ مَنْ لَمْ يَذْكُرِ الْوُضُوْءَ اِلَّا عِنْدَ الْحَدَثِ

১১৮. অনুচ্ছেদঃ ইস্তেহাযাগ্রস্ত মহিলাদের উযু নষ্টের পর উযু করা সম্পর্কে

٣٠٥- حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ اَيُّوْبَ نَا هُشَيْمٌ نَا اَبُوْ بِشْرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ اَنَّ اُمَّ حَبِيْبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ اسْتُحِيْضَتْ فَاَمَرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ تَنْتَظِرَ اَيَّامَ اَقْرَائِهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّيْ فَاِنْ رَاَتْ شَيْئًا مِنْ ذٰلِكَ تَوَضَّأَتْ وَصَلَّتْ -

৩০৫। যিয়াদ ইবন আইউব— ইকরামা (রহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, উম্মে হাবীবা বিন্‌তে জাহ্‌শ (রা) ইস্তেহাযাগ্রস্ত হওয়ায় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁকে নির্দেশ দেন যে, তিনি যেন তাঁর হায়েযের জন্য নির্দ্ধারিত সময়ে নামায আদায় করা হতে বিরত থাকেন। অতঃপর ঐ সময় অতিবাহিত হলে গোসল করে নিয়মিত নামায আদায় করতে থাকবে। একবার উযু করে এক ওয়াক্ত নামায আদায়ের পর যদি রক্ত প্রবাহিত হতে দেখা যায়– তবে পরের ওয়াক্তের নামায আদায়ের পূর্বে পুনরায় উযু করবে।

٣٠٦- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبٍ ثَنِيْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ ثَنِيْ اللَّيْثُ عَنْ رَبِيْعَةَ اَنَّهُ كَانَ لَا يَرٰى عَلَى الْمُسْتَحَاضَةِ وُضُوْءً عِنْدَ كُلِّ صَلٰوةٍ اِلَّا اَنْ

يُصِيبُهَا حَدَثٌ غَيْرُ الدَّمِ فَتَوَضَّأُ ـ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ هٰذَا قَوْلُ مَالِكٍ يَعْنِى ابْنَ اَنَسٍ

৩০৬। আবদুল মালেক ইব্‌ন শুআয়ব---- লাইছ (রহ) রবীআর সূত্রে বর্ণনা করেন যে, ইস্তেহাযাগ্রস্ত মহিলাদের প্রত্যেক নামাযের পূর্বে উযু করার প্রয়োজন নাই। তবে রক্ত প্রবাহিত হওয়া ব্যতিরেকে যে সমস্ত কারণে উযু নষ্ট হয়– এরূপ কিছু হলে পুনরায় উযু করতে হবে। ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেন, এটা মালিক ইব্‌ন আনাসেরও অভিমত।

١١٩. بَابٌ فِى الْمَرْأَةِ تَرَى الصُّفْرَةَ وَالْكُدْرَةَ بَعْدَ الطُّهْرِ

১১৯. অনুচ্ছেদঃ রক্তস্রাব হতে পবিত্রতার পর মহিলাদের হলুদ ও মেটে রং–এর রক্ত দেখা

٣٠٧– حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ نَا حَمَّادٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اُمِّ الْهُذَيْلِ عَنْ اُمِّ عَطِيَّةَ وَكَانَتْ بَايَعَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ كُنَّا لَا نَعُدُّ الْكُدْرَةَ وَالصُّفْرَةَ بَعْدَ الطُّهْرِ شَيْئًا ـ

৩০৭। মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল---- উম্মুল হুযায়েল উম্মে আতিয়্যা (রা) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নিকট বাইআত হয়েছিলেন। তিনি বলেন, রক্তস্রাব হতে পবিত্রতা অর্জনের পর আমরা হলুদ ও মেটে রং–এর স্রাব দেখলে তাকে হায়েয হিসাবে গণনা করতাম না।

٣٠٨– حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا اِسْمَاعِيْلُ نَا اَيُّوبُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ اُمِّ عَطِيَّةَ بِمِثْلِهِ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ اُمُّ الْهُذَيْلِ هِىَ حَفْصَةُ بِنْتُ سِيْرِيْنَ كَانَ ابْنُهَا اسْمُهُ هُذَيْلٌ وَاسْمُ زَوْجِهَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ ـ

৩০৮। মুসাদ্দাদ---- মুহাম্মাদ ইব্‌ন সীরীন (রহ) উম্মে আতিয়্যা (রা) হতে পূর্বোক্ত হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেন, উম্মে হুযায়েল হলেন হাফসা বিনতে সীরীন। তাঁর পুত্রের নাম হুযায়েল এবং স্বামীর নাম আবদুর রহমান।

١٢٠. بَابُ الْمُسْتَحَاضَةِ يَغْشَاهَا زَوْجُهَا

১২০. অনুচ্ছেদঃ ইস্তেহাযাগ্রস্ত মহিলার সাথে সংগম সম্পর্কে

٣٠٩- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ بْنُ خَالِدٍ نَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ كَانَتْ اُمُّ حَبِيبَةَ تُسْتَحَاضُ فَكَانَ زَوْجُهَا يَغْشَاهَا ـ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ مُعَلَّى ثِقَةٌ وَكَانَ اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ لَّا يَرْوِى عَنْهُ لِاَنَّهُ كَانَ يَنْظُرُ فِى الرَّأْيِ ـ

৩০৯। ইব্‌রাহীম ইব্‌ন খালিদ---- আশ-শায়বানী ইকরামা হতে বর্ণনা করেন। উম্মে হাবীবা (রা) ইস্তেহাযাগ্রস্ত থাকা অবস্থায় তাঁর স্বামী তাঁর সাথে সংগম করতেন।
ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেন, রাবী ইব্‌ন মুঈনের মতানুযায়ী এই হাদীছের অন্যতম রাবী মুআল্লা ছিকা অর্থাৎ নির্ভরযোগ্য। অবশ্য আহ্‌মাদ ইব্‌ন হাম্বল (রহ) তাঁর নিকট হতে কোন হাদীছ বর্ণনা করেননি। কেননা তিনি নিজস্ব প্রজ্ঞা বা বিবেকের উপর আস্থাশীল ছিলেন।

٣١٠- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ اَبِى سُرَيْجٍ الرَّازِىُّ نَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْجَهْمِ نَا عَمْرُو بْنُ اَبِى قَيْسٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ حَمْنَةَ بِنْتِ جَحْشٍ اَنَّهَا كَانَتْ مُسْتَحَاضَةً وَكَانَ زَوْجُهَا يُجَامِعُهَا ـ

৩১০। আহমাদ ইব্‌ন আবু সুরায়জ---- ইক্‌রামা (রহ) হামনা বিন্‌তে জাহাশ হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি ইস্তেহাযাগ্রস্ত থাকাবস্থায় তাঁর স্বামী তাঁর সাথে সংগম করতেন।

١٢١. بَابُ مَا جَاءَ فِى وَقْتِ النُّفَسَاءِ

১২১. অনুচ্ছেদঃ নিফাসের সময় সম্পর্কে

٣١١- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ نَا زُهَيْرٌ نَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى عَنْ اَبِى سَهْلٍ عَنْ مُسَّةَ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ كَانَتِ النُّفَسَاءُ عَلٰى عَهْدِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقْعُدُ بَعْدَ نِفَاسِهَا اَرْبَعِينَ يَوْمًا اَوْ اَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَكُنَّا نَطْلِى عَلٰى

وُجُوهِنَا الْوَرْسَ تَعْنِي مِنَ الْكَلَفِ ـ

৩১১। আহ্মাদ ইব্ন ইউনুস---- হযরত মুস্সাহ্ (রহ) উম্মে সালামা (রা) হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সময় নিফাসগ্রস্ত হওয়ার (অর্থাৎ সন্তান ভূমিষ্টের) পর মহিলারা চল্লিশ দিন রাত অপেক্ষা করতেন।[১] রাবী বলেন, আমরা আমাদের চেহারার কাল দাগ উঠাবার জন্য এক ধরনের 'ওয়ারস' নামীয় সুগন্ধ ঘাস ব্যবহার করতাম।

٣١٢- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ يَعْنِي حِبِّي نَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يُونُسَ بْنِ نَافِعٍ عَنْ كَثِيرِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ ثَنِي الْأَزْدِيَّةُ يَعْنِي مُسَّةَ قَالَتْ حَجَجْتُ فَدَخَلْتُ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَقُلْتُ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ اِنَّ سَمُرَةَ بْنَ جُنْدُبٍ يَأْمُرُ النِّسَاءَ يَقْضِينَ صَلٰوةَ الْمَحِيضِ فَقَالَتْ لَا يَقْضِينَ كَانَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ نِسَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقْعُدُ فِي النِّفَاسِ اَرْبَعِينَ لَيْلَةً لَا يَأْمُرُهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَضَاءِ صَلٰوةِ النِّفَاسِ ـ قَالَ مُحَمَّدٌ يَعْنِي بْنَ حَاتِمٍ وَاسْمُهَا مُسَّةُ تُكْنٰى أُمَّ بُسَّةَ ـ قَالَ اَبُو دَاوُدَ وَكَثِيرُ بْنُ زِيَادٍ كُنْيَتُهُ اَبُو سَهْلٍ ـ

৩১২। হাসান ইব্ন ইয়াহ্ইয়া---- কাছীর ইব্ন যিয়াদ মুস্সাহ্ হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি একদা হজ্জব্রত পালন করবার উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে হযরত উম্মে সালামা (রা)–র নিকট উপস্থিত হই এবং তাঁকে জিজ্ঞাসা করি– হে উম্মুল মুমিনীন! সামুরা ইব্ন জুন্দুব (রা) মহিলাদেরকে হায়েযকালীন সময়ের কাযা নামায আদায়ের নির্দেশ দেন। তিনি বলেন, উক্ত নামায কাযা করার প্রয়োজন নাই। কেননা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের বিবিগণের কেউ সন্তান ভূমিষ্টের পর নিফাসকালীন সময়ের চল্লিশ দিন নামায আদায় করা হতে বিরত থাকতেন এবং নবী করীম (স) তাঁদেরকে এ সময়ের কাযা নামায আদায় করার নির্দেশ দিতেননা।

١٢٢. بَابُ الْاِغْتِسَالِ مِنَ الْمَحِيضِ

১২২. অনুচ্ছেদঃ হায়েযের রক্ত ধৌত করা সম্পর্কে

১· সন্তান ভূমিষ্ট হওয়ার পর মহিলাদের জন্য নিফাসের অবস্থা হতে পবিত্রতা অর্জনের সর্বোচ্চ সময়সীমা হল– চল্লিশ দিন। নিফাসের সর্বনিম্ন কোন সময়সীমা নির্দ্ধারিত নাই। কাজেই চল্লিশ দিনের পূর্বে যাদের পবিত্রতা অর্জিত হবে, তাদের গোসলান্তে নিয়মিতভাবে নামায আদায় করতে হবে এবং স্বামী–স্ত্রী সুলভ ব্যবহারও করতে পারবে। –(অনুবাদক)

٣١٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الرَّازِيُّ ثَنَا سَلَمَةُ يَعْنِي ابْنَ الْفَضْلِ اَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ اِسْحَاقَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سُحَيْمٍ عَنْ اُمَيَّةَ بِنْتِ اَبِي الصَّلْتِ عَنِ امْرَأَةٍ مِّنْ بَنِي غِفَارٍ قَدْ سَمَّاهَا لِي قَالَتْ اَرْدَفَنِي رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلٰى حَقِيْبَةِ رَحْلِهِ قَالَتْ فَوَاللّٰهِ لَنَزَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلَى الصُّبْحِ فَاَنَاخَ وَنَزَلْتُ عَنْ حَقِيْبَةِ رَحْلِهِ فَاِذَا بِهَا دَمٌ مِّنِّيْ وَكَانَتْ اَوَّلَ حَيْضَةٍ حِضْتُهَا قَالَتْ فَتَقَبَّضْتُ اِلَى النَّاقَةِ وَاسْتَحْيَيْتُ فَلَمَّا رَأَى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بِيْ وَرَأَى الدَّمَ قَالَ مَالَكِ لَعَلَّكِ نَفِسْتِ قُلْتُ نَعَمْ - قَالَ فَاَصْلِحِيْ مِنْ نَّفْسِكِ ثُمَّ خُذِيْ اِنَاءً مِّنْ مَّاءٍ فَاطْرَحِيْ فِيْهِ مِلْحًا ثُمَّ اغْسِلِيْ مَا اَصَابَ الْحَقِيْبَةَ مِنَ الدَّمِ ثُمَّ عُوْدِيْ لِمَرْكَبِكِ قَالَتْ فَلَمَّا فَتَحَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ رَضَخَ لَنَا مِنَ الْفَيْءِ قَالَتْ وَكَانَتْ لَا تَطْهُرُ مِنْ حَيْضَةٍ اِلَّا جَعَلَتْ فِيْ طُهُوْرِهَا مِلْحًا وَّاَوْصَتْ بِهٖ اَنْ يُّجْعَلَ فِيْ غُسْلِهَا حِيْنَ مَاتَتْ -

৩১৩। মুহাম্মাদ ইব্ন আমর--- উমাইয়্যা বিন্তে আবুস সাল্‌ত (রহ) থেকে গিফার গোত্রের লায়লা নামীয় এক মহিলার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম সফরের সময় আমাকে তাঁর উটের পিছনের দিকে বসান। রাবী বলেন, আল্লাহ্‌র শপথ! রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম সারা রাত সফরের পর সাবাহ নামক স্থানে তাঁর উট বিশ্রামের জন্য বসান এবং এ সময় আমি আসন হতে অবতরণ করি এবং আসনের উপর আমার রক্ত দেখি। এটাই আমার জীবনের সর্ব প্রথম হায়েয। রাবী বলেন, তখন আমি লজ্জিত অবস্থায় উটের আড়ালে গিয়ে অবস্থান করি। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম আমাকে লজ্জিত অবস্থায় এবং উটের পিঠের আসনে রক্ত দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার কি হয়েছে? সম্ভবতঃ তোমার হায়েয হয়েছে। আমি বলি- হাঁ। তিনি আমাকে বলেন, তোমার লজ্জাস্থানে শক্তভাবে কাপড় বাঁধ এবং এক বদনা পানিতে কিছু পরিমাণ লবণ মিশ্রিত করে উটের পিঠের রক্ত--রঞ্জিত আসনটি ধুয়ে ফেল। অতঃপর তোমার আসনে সমাসীন হও।

রাবী বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম খয়বর জয় করেন, তখন তিনি আমাদেরকে গণীমতের মালের কিছু অংশ দেন। রাবী (উমাইয়্যা) বলেন, উক্ত গিফার বংশীয় মহিলাটি যখনই হায়েযের রক্ত পরিষ্কার করতেন তখনই সেই পানির সংগে লবণ মিশ্রিত

করতেন এবং তিনি তার মৃত্যুকালে অন্যদেরকেও হায়েযের রক্ত পরিষ্কার করার সময় পানির সাথে লবণ মিশ্রিত করে ব্যবহারের উপদেশ দিয়ে যান।

٣١٤- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ نَا سَلَّامُ بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ مُهَاجِرٍ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَتْ اَسْمَاءُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ تَغْتَسِلُ اِحْدٰنَا اِذَا طَهُرَتْ مِنَ الْمَحِيْضِ قَالَ تَاْخُذُ سِدْرَهَا وَمَائَهَا فَتَوَضَّاُ ثُمَّ تَغْسِلُ رَاْسَهَا وَتَدْلُكُهُ حَتّٰى تَبْلُغَ الْمَاءُ اُصُوْلَ شَعْرِهَا ثُمَّ تُفِيْضُ عَلٰى جَسَدِهَا ثُمَّ تَاْخُذُ فِرْصَتَهَا فَتَطَهَّرُ بِهَا قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ اَتَطَهَّرُ بِهَا قَالَتْ عَائِشَةُ فَعَرَفْتُ الَّذِيْ يَكْنِىْ عَنْهُ فَقُلْتُ لَهَا تَتَبَّعِيْنَ بِهَا اٰثَارَ الدَّمِ ـ

৩১৪। উছমান ইব্‌ন আবু শায়বা— সাফিয়্যা বিন্‌তে শায়বা থেকে আয়েশা (রা)-র সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত আসমা (রা) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের খিদমতে উপস্থিত হয়ে বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাদের কেউ হায়েয থেকে পবিত্র হতে চাইলে তা কিরূপে হবে। তিনি বলেন, পানির সাথে কুলপাতা মিশ্রিত করে প্রথমে উযূ করবে অতপর মাথায় পানি দিয়ে তা এমনভাবে ঘর্ষণ করবে যেন পানি প্রতিটি চুলের গোড়ায় গিয়ে পৌঁছায়। অতঃপর সমস্ত অংগে পানি দিবে। অতঃপর তুমি তোমার (রক্ত মিশ্রিত) কাপড়ের টুকরাটি পরিষ্কার করবে। তিনি জিজ্ঞাসা করেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তা দিয়ে কিভাবে পরিষ্কার করব? হযরত আয়েশা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর উদ্দেশ্য বুঝেছি। তখন (আয়েশা) তাঁকে (আসমা-কে) বলি, লজ্জাস্থানের যে জায়গায় রক্ত লাগবে- তা ধৌত করে পরিষ্কার করবে।

٣١٥- حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ نَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ مُهَاجِرٍ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا ذَكَرَتْ نِسَاءَ الْاَنْصَارِ فَاَثْنَتْ عَلَيْهِنَّ وَقَالَتْ لَهُنَّ مَعْرُوْفًا قَالَتْ دَخَلَتْ امْرَاَةٌ مِنْهُنَّ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ اِلَّا اَنَّهُ قَالَ فِرْصَةً مُمَسَّكَةً قَالَ مُسَدَّدٌ وَكَانَ اَبُوْ عَوَانَةَ يَقُوْلُ فِرْصَةً وَكَانَ اَبُو الْاَحْوَصِ يَقُوْلُ قَرْصَةً ـ

৩১৫। মুসাদ্দাদ ইব্‌ন মুসারহাদ---- সাফিয়্যা বিন্‌তে শায়বা হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি আনসার মহিলাদের প্রশংসা করে বলেন যে, তাঁরা দীনের ব্যাপারে কোনকিছু জিজ্ঞাসা করতে লজ্জাবোধ করেন না। তাঁদের মধ্যেকার এক মহিলা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের খিদমতে আগমন করেন। অতঃপর রাবী পূর্বোক্ত হাদীছের অনুরূপ অর্থের হাদীছ বর্ণনা করেন। তবে এই হাদীছের মধ্যে "فِرصَة" শব্দের স্থলে "بِرصَفَّسَكَةً" (সুগন্ধযুক্ত নেকড়া বা রুমাল) ব্যবহৃত হয়েছে। রাবী মুসাদ্দাদ বলেন, আবু আওয়ানা "فِرصَة" এবং আবুল আহ্ওয়াস "قَرصَة" শব্দ উল্লেখ করেছেন। শব্দদয়ের অর্থ পূর্বোক্ত শব্দের অনুরূপ।

٣١٦- حَدَّثَنَا عُبَيدُ اللهِ بنُ مُعَاذٍ نَا اَبِيْ نَا شُعْبَةُ عَنْ اِبْرَاهِيمَ يَعْنِي ابْنَ مُهَاجِرٍ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ اَسْمَاءَ سَأَلَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِمَعْنَاهُ قَالَ فِرْصَةً مُمَسَّكَةً فَقَالَتْ كَيْفَ اَتَطَهَّرُ بِهَا قَالَ سُبْحَانَ اللهِ تَطَهَّرِيْ بِهَا وَاسْتَتِرْ بِثَوْبٍ وَزَادَ وَسَأَلَتْهُ عَنِ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ قَالَ تَاْخُذِيْنَ مَائَكِ فَتَطَهَّرِيْنَ اَحْسَنَ الطُّهُوْرِ وَاَبْلَغَهُ ثُمَّ تَصُبِّيْنَ عَلَى رَأْسِكِ الْمَاءَ ثُمَّ تَدْلُكِيْنَهُ حَتَّى يَبْلُغَ شُؤُنَ رَأْسِكِ ثُمَّ تُفِيْضِيْنَ عَلَيْكِ الْمَاءَ وَقَالَتْ عَائِشَةُ نِعْمَ النِّسَاءُ نِسَاءُ الْاَنْصَارِ لَمْ يَكُنْ يَمْنَعُهُنَّ الْحَيَاءُ اَنْ يَسْأَلْنَ عَنِ الدِّيْنِ وَاَنْ يَتَفَقَّهْنَ فِيْهِ -

৩১৬। উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন মুআয---- সাফিয়্যা বিন্‌তে শায়বা হযরত আয়েশা (রা)-র সূত্রে বর্ণনা করেন যে, হযরত আসমা (রা) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে পূর্বোক্ত হাদীছের অনুরূপ অর্থবোধক শব্দ দ্বারা জিজ্ঞাসা করেন। রাবী এই হাদীছের মধ্যে فِرصَةً مُمَسَّكَةً (সুগন্ধযুক্ত নেকড়া বা রুমাল) উল্লেখ করেছেন। অতঃপর হযরত আস্‌মা (রা) জিজ্ঞাসা করেন, তা দিয়ে আমি কিরূপে পবিত্রতা অর্জন করব? নবী করীম (স) বলেন, সুবহানাল্লাহ্! তা দিয়ে পবিত্রতা অর্জন করবে এবং এরূপ বলে তিনি (স) লজ্জায় একটি কাপড় দ্বারা নিজেকে আড়াল করেনেন।

রাবী শোবা (রহ) আরো উল্লেখ করেছেন যে, হযরত আস্‌মা তখন নবী করীম (স)-কে অপবিত্রতার গোসল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। তিনি (স) বলেন, তুমি পানি নিয়ে লজ্জাস্থানসহ শরীরের অন্যান্য অংশ ভালভাবে পরিষ্কার করে ধৌত করবে। অতঃপর মাথায় পানি ঢেলে তা এরূপভাবে ঘর্ষণ করবে যেন প্রতিটি চুলের গোড়ায় পানি পৌছে। অতঃপর সমস্ত শরীরে পানি ঢালবে। আয়েশা (রা) বলেন, আনসার মহিলারাই উত্তম। কেননা তাঁরা শরীআতের হুকুম আহ্‌কাম বুঝতে এবং দীনের কথা জিজ্ঞাসা করতে আদৌ লজ্জাবোধ করেন না।

١٢٣. بَابُ التَّيَمُّمِ

১২৩. অনুচ্ছেদঃ তায়াম্মুম সম্পর্কে

٣١٧- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ نَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ ح وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ نَا عَبْدَةُ الْمَعْنٰى وَاحِدٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَآئِشَةَ قَالَتْ بَعَثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اُسَيْدَ بْنَ حُضَيْرٍ وَّاُنَاسًا مَّعَهُ فِيْ طَلَبِ قِلَادَةٍ اَضَلَّتْهَا عَآئِشَةُ فَحَضَرَتِ الصَّلٰوةُ فَصَلَّوْا بِغَيْرِ وُضُوْءٍ فَاَتَوُا النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرُوْا ذَالِكَ لَهُ فَاُنْزِلَتْ اٰيَةُ التَّيَمُّمِ زَادَ ابْنُ نُفَيْلٍ فَقَالَ لَهَا اُسَيْدٌ يَّرْحَمُكِ اللّٰهُ مَا نَزَلَ بِكِ اَمْرٌ تَكْرَهِيْنَهُ اِلَّا جَعَلَهُ اللّٰهُ لِلْمُسْلِمِيْنَ وَلَكِ فِيْهِ فَرَجًا -

৩১৭। আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মাদ--- হিশাম ইব্ন উরওয়া থেকে তাঁর পিতার সূত্রে এবং তিনি হযরত আয়েশা (রা)-র সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম উসায়েদ ইব্ন হুদায়েরের সাথে আরো কয়েকজনকে আয়েশা (রা)-র হারানো হার অনুসন্ধানের জন্য পাঠান। এমন সময় নামাযের ওয়াক্ত হওয়ায় তাঁরা বিনা উযুতে নামায আদায় করেন। অতঃপর তাঁরা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের খিদমতে হাযির হয়ে এ বিষয়ে তাঁকে অবহিত করেন। তখন তায়াম্মুমের আয়াত নাযিল হয়। এ সময় হযরত উসায়েদ (রা) হযরত আয়েশা (রা)-কে লক্ষ্য করে বলেন, আপনি মনঃক্ষুন্ন হয়েছেন, তার ফলশ্রুতিতে আল্লাহ্ তাআলা আপনার এবং গোটা মুসলিম মিল্লাতের জন্য পথ সুপ্রশস্ত করে দিয়েছেন।[১]

٣١٨- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ نَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِيْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اِنَّ عُبَيْدَ اللّٰهِ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ حَدَّثَهُ عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ اَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُ اَنَّهُمْ تَمَسَّحُوْا وَهُمْ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالصَّعِيْدِ

---

১. হযরত আয়েশা (রা)-এর হার হারানোর ঘটনাকে কেন্দ্র করে কিছু সংখ্যক লোক তাঁর উপর অপবাদ দিয়েছিল, যার প্রেক্ষিতে আল্লাহ রব্বুল আলামীন হযরত আয়েশা (রা)-এর পবিত্রতা ও গুণাবলী সম্বন্ধে আয়াত নাযিল করেন এবং এই ঘটনার ফলশ্রুতিতেই তায়াম্মুমের আয়াতও নাযিল করে মুসলমানদেরকে বিশেষ অবস্থায় পানির পরিবর্তে তায়াম্মুম করার নির্দেশ দান করে তাদের কষ্ট লাঘবের ব্যবস্থা করেছেন। -(অনুবাদক)

لِصَلٰوةِ الْفَجْرِ فَضَرَبُوْا بِاَكُفِّهِمُ الصَّعِيْدَ ثُمَّ مَسَحُوْا وُجُوْهَهُمْ مَسْحَةً وَّاحِدَةً ثُمَّ عَادُوْا فَضَرَبُوْا بِاَكُفِّهِمُ الصَّعِيْدَ مَرَّةً اُخْرٰى فَمَسَحُوْا بِاَيْدِيْهِمْ كُلِّهَا اِلَى الْمَنَاكِبِ وَالْاٰبَاطِ مِنْ بُطُوْنِ اَيْدِيْهِمْ ـ

৩১৮। আহমাদ ইব্ন সালেহ্— উবায়দুল্লাহ (রহ) থেকে আম্মার (রা)–র সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা তাঁরা ফজরের নামায আদায়ের উদ্দেশ্যে পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করেন এবং এ সময় তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সাথে ছিলেন। প্রথমে তাঁরা তাদের দুই হাতের তালু পাক মাটির উপর মেরে মুখমন্ডল একবার মাসেহ্ করেন। অতঃপর পুনরায় দুই হাত মাটির উপর মেরে তাদের উভয় হাতের বগল পর্যন্ত মাসেহ্ করেন।

٣١٩– حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِىَّ وَعَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبٍ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ نَحْوَ هٰذَا الْحَدِيْثِ قَالَ قَامَ الْمُسْلِمُوْنَ فَضَرَبُوْا بِاَكُفِّهِمُ التُّرَابَ وَلَمْ يَقْبِضُوْا مِنَ التُّرَابِ شَيْئًا فَذَكَرَ نَحْوَهُ وَلَمْ يَذْكُرِ الْمَنَاكِبَ وَالْاٰبَاطَ قَالَ ابْنُ اللَّيْثِ اِلٰى مَا فَوْقَ الْمِرْفَقَيْنِ ـ

৩১৯। সুলায়মান ইব্ন দাউদ এবং আবদুল মালিক ইব্ন শুআইব থেকে ইব্ন ওয়াহ্ব–এর সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীছের অনুরূপ বর্ণিত আছে। তিনি (আম্মার) বলেন, একদা মুসলমানগণ তায়াম্মুমের উদ্দেশ্যে তাদের হাত মাটির উপর মারেন, তারা মাটি আকড়ে ধরেন নাই। অতঃপর তিনি পূর্বোক্ত হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করেন এবং এই হাদীছে বগল পর্যন্ত হাত মাসেহ্ করা সম্পর্কে উল্লেখ নাই। ইব্নুল লায়ছ বলেন, তাঁরা দুই হাতের কনুইয়ের উপরিভাগ পর্যন্ত মাসেহ্ করেন।

٣٢٠– حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اَحْمَدَ بْنِ اَبِىْ خَلَفٍ وَّمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى النَّيْسَابُوْرِىُّ فِىْ اٰخَرِيْنَ قَالُوْا نَا يَعْقُوْبُ نَا اَبِىْ عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِىْ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَّسَ بِاُوْلَاتِ الْجَيْشِ وَمَعَهُ عَائِشَةُ فَانْقَطَعَ عِقْدٌ لَّهَا مِنْ جَزْعِ ظَفَارٍ فَحَبَسَ النَّاسَ ابْتِغَاءُ عِقْدِهَا ذَالِكَ حَتّٰى اَضَاءَ الْفَجْرُ وَلَيْسَ مَعَ النَّاسِ مَاءٌ فَتَغَيَّظَ عَلَيْهَا اَبُوْ بَكْرٍ وَّقَالَ حَبَسْتِ النَّاسَ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَّاءٌ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى

ذَكَرَهُ عَلَى رَسُوْلِهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخْصَةَ التَّطَهُّرِ بِالصَّعِيْدِ الطَّيِّبِ فَقَامَ الْمُسْلِمُوْنَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَرَبُوْا بِاَيْدِيْهِمُ الْاَرْضَ ثُمَّ رَفَعُوْا اَيْدِيْهِمْ وَلَمْ يَقْبِضُوْا مِنَ التُّرَابِ شَيْئًا فَمَسَحُوْا بِهَا وُجُوْهَهُمْ وَاَيْدِيَهُمْ اِلَى الْمَنَاكِبِ وَمِنْ بُطُوْنِ اَيْدِيْهِمْ اِلَى الْمَنَاكِبِ وَمِنْ بُطُوْنِ اَيْدِيْهِمْ اِلَى الْاٰبَاطِ زَادَ اِبْنُ يَحْيٰى فِيْ حَدِيْثِهِ قَالَ اِبْنُ شِهَابٍ فِيْ حَدِيْثِهِ وَلَا يَعْتَبِرُ بِهٰذَا النَّاسُ ـ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَكَذَالِكَ رَوَاهُ اِبْنُ اِسْحَاقَ قَالَ فِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَذَكَرَ ضَرْبَتَيْنِ كَمَا ذَكَرَ يُوْنُسُ وَرَوَاهُ مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ ضَرْبَتَيْنِ وَقَالَ مَالِكٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَمَّارٍ وَكَذَالِكَ قَالَ اَبُوْ اُوَيْسٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَشَكَّ فِيْهِ اِبْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ مَرَّةً عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِيْهِ اَوْ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اِضْطَرَبَ فِيْهِ وَمَرَّةً قَالَ عَنْ اَبِيْهِ وَمَرَّةً قَالَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اِضْطَرَبَ فِيْهِ وَفِيْ سَمَاعِهِ عَنِ الزُّهْرِيِّ شَكٌّ وَلَمْ يَذْكُرْ اَحَدٌ مِّنْهُمُ الضَّرْبَتَيْنِ اِلَّا مَنْ سَمَّيْتُ ـ

৩২০। মুহাম্মাদ ইব্ন আহ্মাদ— ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে আম্মার ইব্ন ইয়াসির (রা)–এর সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বনী মুস্তালিকের অভিযান হতে প্রত্যাবর্তনের সময় "উলাতে জায়েশ" (যাতে জায়েশ অথবা বায়দা) নামক স্থানে রাতের শেষ প্রহরে বিশ্রামের জন্য অবতরণ করেন এবং এই সময় হযরত আয়েশা (রা) তাঁর (স) সাথে ছিলেন। এই স্থানে তাঁর হারটি যা ইয়ামনের তৈরী ছিল– হারানো যায়। সকলে তাঁর হারের অন্বেষণে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েন– এমন কি ফজরের নামাযের সময় উপনীত হয়। তাদের সাথে তখন উযু করার মত পানি ছিল না। এমতাবস্থায় হযরত আবু বাকর সিদ্দীক (রা) তাঁর প্রাণপ্রিয় কন্যা হযরত আয়েশা (রা)–এর উপর রাগান্বিত হয়ে বলেন, তোমার কারণে সকলে এখানে আটকা পড়েছে, অথচ কারও সাথে উযু করার মত পানিও নাই। এ সময় আল্লাহ্ রব্বুল আলামীন তার রাসূলের উপর পবিত্রতা অর্জনের ব্যাপারে "রোখসতের" আয়াত যা ছিল উযুর পরিবর্তে বিশেষ অবস্থায় তায়াম্মুম করার নির্দেশ নাযিল করেন। এ সময় মুসলমানরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সাথে পবিত্র মাটির উপর হাত মেরে তা তুলে তাদের মুখমন্ডল ও দুই হাতের বগল পর্যন্ত মাসেহ্ করেন; তবে তারা হাত দিয়ে মাটি আকড়ে ধরেননি।

ইব্ন শিহাবের বর্ণনামতে এই হাদীছ ফিকাহ্বিদ আলেমদের নিকট গ্রহণযোগ্য নয়। ইমাম আবু

দাউদ (রহ) বলেন– ইব্ন ইস্হাক এই হাদীছটি সূত্র পরম্পরায় হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেন এবং উক্ত বর্ণনায় তাঁরা দুইবার মাটির উপর হাত মারেন বলে উল্লেখ আছে।[১]

٣٢١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْاَنْبَارِيُّ نَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ الضَّرِيْرُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ شَقِيْقٍ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا بَيْنَ عَبْدِ اللّٰهِ وَاَبِىْ مُوْسٰى فَقَالَ اَبُوْ مُوْسٰى يَا اَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَرَأَيْتَ لَوْ اَنَّ رَجُلًا اُجْنِبَ فَلَمْ يَجِدِ الْمَاءَ شَهْرًا اَمَا كَانَ يَتَيَمَّمُ قَالَ لَا وَاِنْ لَّمْ يَجِدِ الْمَاءَ شَهْرًا فَقَالَ اَبُوْ مُوْسٰى فَكَيْفَ تَصْنَعُوْنَ بِهٰذِهِ الْاٰيَةِ فِىْ سُوْرَةِ الْمَائِدَةِ فَلَمْ تَجِدُوْا مَاءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ لَوْ رُخِّصَ لَهُمْ فِىْ هٰذَا لَاَوْشَكُوْا اِذَا بَرَدَ عَلَيْهِمُ الْمَاءُ اَنْ يَّتَيَمَّمُوْا بِالصَّعِيْدِ فَقَالَ لَهٗ اَبُوْ مُوْسٰى وَاِنَّمَا كَرِهْتُمْ هٰذَا لِهٰذَا قَالَ نَعَمْ فَقَالَ لَهٗ اَبُوْ مُوْسٰى اَلَمْ تَسْمَعْ قَوْلَ عَمَّارٍ لِّعُمَرَ بَعَثَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ ضَرُوْرَةٍ فَاَجْنَبْتُ فَلَمْ اَجِدِ الْمَاءَ فَتَمَرَّغْتُ فِى الصَّعِيْدِ كَمَا تَتَمَرَّغُ الدَّابَّةُ ثُمَّ اَتَيْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ ذَالِكَ لَهٗ فَقَالَ اِنَّمَا كَانَ يَكْفِيْكَ اَنْ تَصْنَعَ هٰكَذَا فَضَرَبَ بِيَدِهٖ عَلَى الْاَرْضِ فَنَفَضَهَا ثُمَّ ضَرَبَ بِشِمَالِهٖ عَلٰى يَمِيْنِهٖ وَبِيَمِيْنِهٖ عَلٰى شِمَالِهٖ عَلَى الْكَفَّيْنِ ثُمَّ مَسَحَ وَجْهَهٗ فَقَالَ لَهٗ عَبْدُ اللّٰهِ اَفَلَمْ تَرَ عُمَرَ لَمْ يَقْنَعْ بِقَوْلِ عَمَّارٍ ـ

৩২১। মুহাম্মাদ ইব্ন সুলায়মান.... আমাশ থেকে শাকীকের সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ্ (রা) ও আবু মুসা (রা)–এর সাথে একই স্থানে উপস্থিত ছিলাম। তখন হযরত আবু মূসা (রা) বলেন, হে আবু আবদুর রহমান (আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ)! যদি কোন ব্যক্তি অপবিত্র হয় (গোসল ফরয হয়) এবং একমাস পর্যন্ত পানি না পায়– তবে সে কি তায়াম্মুম করতে পারবে? তিনি বলেন, না, যদিও সে একমাস পানি না পায়। তখন আবু মূসা (রা) তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন– তাহলে সূরা মাইদার এই আয়াত– "পানি দুষ্প্রাপ্য হলে তোমরা পবিত্র মাটি দ্বারা

---

১. ইমাম আবু হানীফা, ইমাম মালিক, ইমাম শাফিঈ এবং ইমাম মুহাম্মাদ (রহ)–এর মতে তায়াম্মুমের জন্য পবিত্র মাটিতে দুইবার হাত মারতে হবে। প্রথমাবস্থায় হাত মেরে তা দিয়ে মুখমন্ডল মাসেহ্ করবে এবং দ্বিতীয়বার হাত মেরে উভয় হাত মাসেহ্ করবে। অবশ্য ইমাম আবু হানীফা (রহ) এর মতে– দুই হাতের কনুই পর্যন্ত মাসেহ্ করতে হবে। ইমাম আহ্মাদ, ইসহাক ও আবু ইউসুফ (রহ)–এর মতে তায়াম্মুমের জন্য পবিত্র মাটিতে মাত্র একবার হাত মেরে মুখমন্ডল ও হাত মাসেহ্ করবে। –(অনুবাদক)

তায়াম্মুম করবে” –এর অর্থ কি? আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন, জুনুব (নাপাক) ব্যক্তিকে যদি তায়াম্মুমের অনুমতি দেয়া হয়, তবে তারা অত্যধিক শীতের সময় ঠান্ডা পানি ব্যবহারের পরিবর্তে তায়াম্মুম করবে। তখন আবু মূসা আল–আশআরী (রা) বলেন, আপনি কি এই কারণে তা অপছন্দ করেন? উত্তরে তিনি বলেন, হাঁ। তখন আবু মূসা (রা) বলেন, আম্মার (রা) উমার (রা)–কে যা বলেছিলেন– তা কি আপনি অবগত আছেন? তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম আমাকে একটি কাজে প্রেরণ করেন। সে সময় আমি অপবিত্র হই, কিন্তু পবিত্রতা অর্জনের জন্য সেখানে পানি না পাওয়ায় আমি চতুষ্পদ জন্তুর মত মাটিতে গড়াগড়ি দেই। অতঃপর আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের খিদমতে উপস্থিত হয়ে উক্ত ঘটনা বিস্তারিত বর্ণনা করি। তিনি (স) বলেনঃ যদি তুমি এইরূপ করতে তবে তাই যথেষ্ট হত। অতঃপর তিনি (স) তাঁর দুই হাত মাটিতে মেরে তা ঝেড়ে ফেলেন, অতঃপর বাম হাত দিয়ে ডান হাত এবং ডান হাত দিয়ে বাম হাতের কনুই পর্যন্ত মাসেহ্ করেন। অতঃপর তিনি তার মুখমন্ডল মাসেহ্ করেন। তখন তাঁকে আবদুল্লাহ (রা) বলেন, আপনি কি এ ব্যাপারে অবহিত নন যে, উমার (রা) হযরত আম্মার (রা)–এর এই বক্তব্য গ্রহণ করেননি?

٣٢٢– حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِيُّ نَا سُفْيَانُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ اَبِى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ ابْنِ اَبْزٰى قَالَ كُنْتُ عِنْدَ عُمَرَ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ اِنَّا نَكُونُ اُصَلِّىَ حَتّٰى اَجِدَ الْمَاءَ قَالَ فَقَالَ عَمَّارٌ يَا اَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ اَمَا تَذْكُرُ اِذْ كُنْتُ اَنَا وَاَنْتَ فِى الْاِبِلِ فَاَصَابَتْنَا جَنَابَةٌ فَاَمَّا اَنَا فَتَمَعَّكْتُ فَاَتَيْنَا النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ ذَالِكَ لَهُ فَقَالَ اِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ اَنْ تَقُولَ هٰكَذَا وَضَرَبَ بِيَدَيْهِ اِلَى الْاَرْضِ ثُمَّ نَفَخَهُمَا ثُمَّ مَسَّ بِهِمَا وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ اِلٰى نِصْفِ الذِّرَاعِ فَقَالَ عُمَرُ يَا عَمَّارُ اِتَّقِ اللّٰهَ فَقَالَ يَا اَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ اِنْ شِئْتَ وَاللّٰهِ لَمْ اَذْكُرْهُ اَبَدًا فَقَالَ عُمَرُ كَلَّا وَاللّٰهِ لَنُوَلِّيَنَّكَ مِنْ ذَالِكَ مَا تَوَلَّيْتَ –

৩২২। মুহাম্মাদ ইব্ন কাছীর ···· আবদুল মালিক থেকে আবদুর রহমান ইব্ন আবযার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি হযরত উমার (রা)–এর নিকট উপস্থিত ছিলাম, তখন সেখানে এক ব্যক্তি হাযির হয় এবং বলে– আমরা কোন কোন সময় এক–দুই মাস পর্যন্ত পানিবিহীন স্থানে (নাপাক অবস্থায়) অবস্থান করি (এমতাবস্থায় করণীয় কি)। হযরত উমার (রা) বলেন, পানি না পাওয়া পর্যন্ত আমি নামায হতে বিরত থাকি। রাবী বর্ণনা করেন, তখন হযরত আম্মার (রা) বলেন, হে আমীরুল মুমিনীন! আপনার কি ঐ ঘটনার কথা স্মরণ নাই, যখন আমি এবং আপনি

উটের চারণভূমিতে ছিলাম, তখন আমরা উভয়েই 'জুনুব' (অপবিত্র) হই। এ সময় আমি পবিত্রতা হাসিলের উদ্দেশ্যে মাটির মধ্যে গড়াগড়ি দেই। অতঃপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের খিদমতে হাযির হয়ে এ সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করি। তিনি (স) বলেন, এরূপ করলেই তোমার জন্য যথেষ্ট হত এবং একথা বলে তিনি তাঁর দুই হাত মাটিতে মারেন। অতঃপর তাতে ফুঁ দিয়ে উভয় হাত দিয়ে মুখমন্ডল এবং দুই হাতের কনুই পর্যন্ত মাসেহ্ করেন। তখন উমার (রা) বলেন, আল্লাহ্‌কে ভয় কর। আম্মার (রা) বলেন, হে আমীরুল মুমিনীন! আপনি যদি চান– তবে তা আর কোন দিন উল্লেখ করব না। উমার (রা) বলেন, এরূপ কখনই নয়; বরং তুমি চাইলে আমি তা প্রচারের জন্য তোমাকে সুযোগ করে দেব।

٣٢٣– حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ نَا حَفْصٌ نَا الْاَعْمَشُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنِ ابْنِ اَبْزٰى عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ فِيْ هٰذَا الْحَدِيْثِ فَقَالَ يَا عَمَّارُ اِنَّمَا كَانَ يَكْفِيْكَ هٰكَذَا ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدَيْهِ الْاَرْضَ ثُمَّ ضَرَبَ اِحْدٰهُمَا عَلَى الْاُخْرٰى ثُمَّ مَسَحَ وَجْهَهٗ وَالذِّرَاعَيْنِ اِلٰى نِصْفِ السَّاعِدِ وَلَمْ يَبْلُغِ الْمِرْفَقَيْنِ ضَرْبَةً وَّاحِدَةً - قَالَ اَبُوْ دَاوٗدَ وَرَوَاهُ وَكِيْعٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبْزٰى وَرَوَاهُ جَرِيْرٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ سَلَمَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبْزٰى عَنْ اَبِيْهِ -

৩২৩। মুহাম্মাদ ইবনুল আলা— ইব্ন আব্‌যা (রহ) আম্মার ইব্ন ইয়াসির (রা) হতে এই হাদীছের মধ্যে বলেন, তখন তিনি (স) বলেনঃ হে আম্মার! এরূপ করাই তোমার জন্য যথেষ্ট ছিল। এই বলে তিনি তাঁর উভয় হাত মাটিতে মারেন। অতঃপর তিনি এক হাত অন্য হাতের উপর মারেন, অতপর স্বীয় চেহারা মোবারক ও উভয় হাতের অর্ধেক অর্থাৎ কব্জি পর্যন্ত মাসেহ্ করেন এবং একবার মাটিতে হাত স্পর্শ করায় কনুই পর্যন্ত মাসেহ্ করা যায়নি।

٣٢٤– حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ نَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ نَا شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةَ عَنْ ذَرٍّ عَنِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبْزٰى عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَمَّارٍ بِهٰذِهِ الْقِصَّةِ فَقَالَ اِنَّمَا كَانَ يَكْفِيْكَ وَضَرَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهٖ اِلَى الْاَرْضِ ثُمَّ نَفَخَ فِيْهَا وَمَسَحَ بِهَا وَجْهَهٗ وَكَفَّيْهِ شَكَّ سَلَمَةُ قَالَ لَا اَدْرِيْ فِيْهِ اِلَى الْمِرْفَقَيْنِ يَعْنِيْ اَوْ اِلَى الْكَفَّيْنِ -

৩২৪। মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার---- আবদুর রহমান ইব্‌ন আবযা থেকে তাঁর পিতার সূত্রে এবং তিনি আম্মার (রা)-এর সুত্রে এই ঘটনা বর্ণনা করেন। নবী করীম (স) বলেনঃ তোমার জন্য এটাই যথেষ্ট ছিল। এই বলে তিনি নিজের হাত মাটিতে মারেন, অতঃপর তাতে ফুঁ দিয়ে মুখমন্ডল এবং দুই হাতের কব্জি পর্যন্ত মাসেহ্ করেন।
এই বর্ণনায় রাবী সালামা (রহ) সন্দেহে পতিত হয়ে বলেন- নবী করীম (স) উভয় হাতের কব্জি না কনুই পর্যন্ত মাসেহ্ করেছিলেন তা আমার স্মরণ নাই।

٣٢٥- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَهْلٍ الرَّمْلِيُّ نَا حَجَّاجٌ يَعْنِي الْاَعْوَرَ حَدَّثَنِي شُعْبَةُ بِاِسْنَادِهِ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ قَالَ ثُمَّ نَفَخَ فِيْهَا وَمَسَحَ بِهَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْنِ اِلَى الْمِرْفَقَيْنِ اَوِ الذِّرَاعَيْنِ قَالَ شُعْبَةُ كَانَ سَلَمَةُ يَقُوْلُ الْكَفَّيْنِ وَالْوَجْهِ وَالذِّرَاعَيْنِ فَقَالَ لَهُ مَنْصُوْرٌ ذَاتَ يَوْمٍ اُنْظُرْ مَا تَقُوْلُ فَاِنَّهُ لَا يَذْكُرُ الذِّرَاعَيْنِ غَيْرُكَ -

৩২৫। আলী ইব্‌ন সাহ্‌ল---- শোবা (রহ) এই সনদে পূর্বোক্ত হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তিনি (আম্মার) বলেন, অতঃপর তিনি (স) তাতে ফুঁ দিয়ে তাঁর উভয় হাত দ্বারা মুখমন্ডল এবং দুই হাতের কনুই পর্যন্ত অথবা বাহু পর্যন্ত মাসেহ্ করেন। শোবা বলেন, সালামা বলতেন, কব্জিদ্বয়, মুখমন্ডল ও বাহুদ্বয়ে হাত ফিরান। অতএব মানসূর তাঁকে একদিন বলেন, তুমি কি বলছ তা বুঝেশুনে বল। কারণ তুমি ছাড়া আর কেউ বাহুদ্বয়ের কথা উল্লেখ করেননি।

٣٢٦- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَحْيٰى عَنْ شُعْبَةَ حَدَّثَنِي الْحَكَمُ عَنْ ذَرٍّ عَنِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبْزٰى عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَمَّارٍ فِي هٰذَا الْحَدِيْثِ قَالَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّمَا يَكْفِيْكَ اَنْ تَضْرِبَ بِيَدَيْكَ اِلَى الْاَرْضِ وَتَمْسَحَ بِهِمَا وَجْهَكَ وَكَفَّيْكَ وَسَاقَ الْحَدِيْثَ - قَالَ اَبُوْ دَاوُد وَرَوَاهُ شُعْبَةُ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ اَبِي مَالِكٍ فَقَالَ سَمِعْتُ عَمَّارًا يَخْطُبُ بِمِثْلِهِ اِلَّا اَنَّهُ قَالَ لَمْ يَنْفُخْ - وَذَكَرَ حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ فِيْ هٰذَا الْحَدِيْثِ قَالَ فَضَرَبَ بِكَفَّيْهِ الْاَرْضَ وَنَفَخَ -

৩২৬। মুসাদ্দাদ---- আবদুর রহমান ইব্‌ন আব্‌যা থেকে তাঁর পিতার সূত্রে এবং তিনি হযরত আম্মার (রা)-এর সূত্রে এই হাদীছ বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, অতঃপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেনঃ তোমার জন্য এটাই যথেষ্ট ছিল যে, তুমি তোমার দুই হাত মাটিতে মারতে, অতঃপর তার সাহায্যে তোমার মুখমন্ডল ও দুই হাতের কব্জি পর্যন্ত মাসেহ্

করতে। হাদীছের অবশিষ্ট বর্ণনা পূর্ববৎ।
ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেন, এই হাদীছ শোবা (রহ) হুসায়েনের সূত্রে বর্ণনা করেছেন। এই বর্ণনামতে নবী করীম (স) নিজের হাতে ফুঁ দিয়েছেন বলে উল্লেখ নাই এবং হাকামের সূত্রে যে বর্ণিত আছে তাতে উল্লেখ আছে যে, তিনি (স) উভয় হাত মাটিতে মারার পর তাতে ফুঁ দিয়েছেন।

٣٢٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ نَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَزْرَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ اَبْزٰى عَنْ اَبِيهِ عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ التَّيَمُّمِ فَاَمَرَنِى بِضَرْبَةٍ وَّاحِدَةٍ لِلْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ -

৩২৭। মুহাম্মাদ ইব্নুল মিনহাল---- আবদুর রহমান ইব্ন আবযা থেকে তাঁর পিতার সূত্রে এবং তিনি আম্মার ইব্ন ইয়াসির (রা)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নিকট তায়াম্মুমের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করি। তিনি আমাকে নির্দেশ দেন যে, মাটিতে একবার হাত মেরে হাত ও মুখমন্ডল মাসেহ্ করবে।

٣٢٨- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ اِسْمَاعِيلَ نَا اَبَانٌ قَالَ سُئِلَ قَتَادَةُ عَنِ التَّيَمُّمِ فِى السَّفَرِ فَقَالَ حَدَّثَنِى مُحَدِّثٌ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ اَبْزٰى عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِلَى الْمِرْفَقَيْنِ -

৩২৮। মূসা ইব্ন ইসমাঈল---- আবদুর রহমান ইব্ন আবযা থেকে আম্মার ইব্ন ইয়াসির (রা) -র সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ দুই হাতের কনুই পর্যন্ত মাসেহ্ করতে হবে।

١٢٤. بَابُ التَّيَمُّمِ فِى الْحَضَرِ

১২৪. অনুচ্ছেদঃ মুকীম অবস্থায় তায়াম্মুম করা

٣٢٩- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ قَالَ ثَنِى اَبِى عَنْ جَدِّى عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ هُرْمُزَ عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ اَقْبَلْتُ اَنَا وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يَسَارٍ مَوْلَى مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتّٰى دَخَلْنَا عَلٰى اَبِى الْجُهَيْمِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الصِّمَّةِ الْاَنْصَارِىِّ فَقَالَ اَبُو الْجُهَيْمِ اَقْبَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نَحْوِ بِيْرِ جَمَلٍ فَلَقِيَهُ رَجُلٌ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتّٰى اَتٰى عَلٰى جِدَارٍ فَمَسَحَ بِوَجْهِهٖ وَيَدَيْهِ ثُمَّ رَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ ـ

৩২৯। আবদুল মালিক ইব্ন শুআইব— আবদুর রহমান ইব্ন হুরমুয (রহ) উমায়েরকে বলতে শুনেছেন। তিনি বলেন– আমি এবং হযরত মায়মূনা (রা)–এর আযাদকৃত গোলাম আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইয়াসারসহ আলী ইব্নুল জুহায়েম--এর বাড়িতে যাই। তখন আবু জুহায়েম (রা) বলেন, একদা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম মদীনায় অবস্থিত জামাল নামীয় কূপের দিক হতে আগমন করেন। তখন তাঁর (স) সাথে এক ব্যক্তির সাক্ষাত হওয়ায় সে তাঁকে (স) সালাম দেয়। নবী করীম (স) তার সালামের জবাব না দিয়ে একটি দেয়ালের নিকট যান এবং স্বীয় হস্তদ্বয় ও মুখমন্ডল মাসেহ্ করেন। অতঃপর তিনি ঐ ব্যক্তির সালামের জবাব দেন। (অর্থাৎ অপবিত্রাবস্থায় সালামের জবাব দান হতে বিরত রয়েছেন এবং তায়াম্মুমের পর পবিত্র হয়ে সালামের জবাব দিয়েছেন)।

٣٣٠– حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الْمَوْصِلِىُّ اَبُوْ عَلِىٍّ اَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ثَابِتٍ الْعَبْدِىُّ نَا نَافِعٌ قَالَ انْطَلَقْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ فِىْ حَاجَةٍ اِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَضٰى ابْنُ عُمَرَ حَاجَتَهٗ وَكَانَ مِنْ حَدِيْثِهٖ يَوْمَئِذٍ اَنْ قَالَ مَرَّ رَجُلٌ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ سِكَّةٍ مِّنَ السِّكَكِ وَقَدْ خَرَجَ مِنْ غَائِطٍ اَوْ بَوْلٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ حَتّٰى اِذَا كَادَ الرَّجُلُ اَنْ يَّتَوَارٰى فِى السِّكَّةِ فَضَرَبَ بِيَدَيْهِ عَلَى الْحَائِطِ وَمَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهٗ ثُمَّ ضَرَبَ ضَرْبَةً اُخْرٰى فَمَسَحَ ذِرَاعَيْهِ ثُمَّ رَدَّ عَلَى الرَّجُلِ السَّلَامَ وَقَالَ اِنَّهٗ لَمْ يَمْنَعْنِىْ اَنْ اَرُدَّ عَلَيْكَ السَّلَامَ اِلَّا اَنِّىْ لَمْ اَكُنْ عَلٰى طُهْرٍ ـ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ سَمِعْتُ اَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يَقُوْلُ رَوٰى مُحَمَّدُ بْنُ ثَابِتٍ حَدِيْثًا مُنْكَرًا فِى التَّيَمُّمِ قَالَ ابْنُ دَاسَةَ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَلَمْ يُتَابَعْ مُحَمَّدُ بْنُ ثَابِتٍ فِىْ هٰذِهِ الْقِصَّةِ عَلٰى ضَرْبَتَيْنِ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَوَوْهُ فِعْلَ ابْنِ عُمَرَ ـ

৩৩০। আহ্‌মাদ ইব্‌ন ইবরাহীম--- মুহাম্মাদ ইব্‌ন ছাবেত থেকে নাফে-এর সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইব্‌ন উমার (রা)-এর সাথে বিশেষ কোন প্রয়োজনে ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর নিকট যাই। অতঃপর তিনি (ইব্‌ন উমার) তাঁর কাজ সম্পন্ন করে প্রত্যাবর্তন করেন। সেদিন ইব্‌ন উমার (রা) যা বর্ণনা করেন- তা নিম্নরূপঃ

এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের পাশ দিয়ে মদীনার কোন এক রাস্তায় যাচ্ছিল। তখন তিনি (স) পেশাব অথবা পায়খানা সেরে বের হয়েছিলেন। ঐ ব্যক্তি তাঁকে সালাম করলে তিনি তার জবাব দেননি। অতঃপর ঐ ব্যক্তি যখন রাস্তার অন্তরালে চলে যায়, তখন তিনি (স) তাঁর দুই হাত দেয়ালের উপর মেরে তার সাহায্যে নিজের চেহারা মাসেহ্ করেন। অতঃপর তিনি দ্বিতীয়বার দেয়ালে হাত মেরে তাঁর দুই হাত মাসেহ্ করেন। অতঃপর তিনি লোকটির সালামের জবাব দেন এবং বলেনঃ আমি অপবিত্র থাকার কারণে তোমার সালামের জবাব দেই নাই।

ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেন, আমি আহ্‌মাদ ইব্‌ন হাম্বল (রহ)-কে বলতে শুনেছি- মুহাম্মাদ ইব্‌ন ছাবেত তায়াম্মুম সম্পর্কে একটি মুন্‌কার (অগ্রহণযোগ্য) হাদীছ বর্ণনা করেন। ইব্‌ন দাসাহ্ বলেন, আবু দাউদ বলেছেন, কেউই মুহাম্মাদ ইব্‌ন ছাবিতের অনুসরণ করে রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর দু'বার হাত মারা নকল করেনি, বরং তা ইব্‌ন উমার (রা)-র আমল হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

৩৩১- حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ نَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يَحْيَى الْبُرُوسِيُّ أَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ عَنِ ابْنِ الْهَادِ قَالَ اَنَّ نَافِعًا حَدَّثَهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ اَقْبَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْغَائِطِ فَلَقِيَهُ رَجُلٌ عِنْدَ بِئْرِ جَمَلٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتّٰى اَقْبَلَ عَلَى الْحَائِطِ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى الْحَائِطِ ثُمَّ مَسَحَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ ثُمَّ رَدَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الرَّجُلِ السَّلَامَ -

৩৩১। জাফর ইব্‌ন মুসাফির--- হযরত নাফে (রহ) থেকে ইব্‌ন উমার (রা)-এর সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম পায়খানা হতে বের হওয়ার পর 'জামাল কূপের' নিকট এক ব্যক্তির সাক্ষাত হয়। সে তাঁকে সালাম করলে তিনি সালামের জবাব দেন নি। অতঃপর তিনি একটি প্রাচীরের নিকট গিয়ে তার উপর হাত রাখেন এবং স্বীয় মুখমন্ডল ও হাত মাসেহ্ করেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ঐ ব্যক্তির সালামের জবাব দেন।

١٢٥. بَابُ الْجُنُبِ يَتَيَمَّمُ

১২৫. অনুচ্ছেদঃ নাপাকী অবস্থায় তায়াম্মুম সম্পর্কে

٣٣٢- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ نَا خَالِدٌ ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ نَا خَالِدٌ يَعْنِي بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ الْوَاسِطِيَّ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ اَبِيْ قِلَابَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ بُجْدَانَ عَنْ اَبِيْ ذَرٍّ قَالَ اجْتَمَعَتْ غُنَيْمَةٌ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا اَبَا ذَرٍّ اُبْدُ فِيْهَا فَبَدَتُ اِلَى الرَّبَذَةِ فَكَانَتْ تُصِيْبُنِي الْجَنَابَةُ فَاَمْكُثُ الْخَمْسَ وَالسِّتَّ فَاَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اَبُوْ ذَرٍّ فَسَكَتُّ فَقَالَ ثَكِلَتْكَ اُمُّكَ اَبَا ذَرٍّ لِاُمِّكَ الْوَيْلُ فَدَعَالِيْ بِجَارِيَةٍ سَوْدَاءَ فَجَاءَتْ بِعُسٍّ فِيْهِ مَاءٌ فَسَتَرَتْنِي بِثَوْبٍ وَاسْتَتَرْتُ بِالرَّاحِلَةِ وَاغْتَسَلْتُ فَكَاَنِّيْ اَلْقَيْتُ عَنِّيْ جَبَلًا فَقَالَ الصَّعِيْدُ الطَّيِّبُ وَضُوْءُ الْمُسْلِمِ وَلَوْ اِلٰى عَشْرِ سِنِيْنَ فَاِذَا وَجَدْتَّ الْمَاءَ فَاَمِسَّهٗ جِلْدَكَ فَاِنَّ ذَالِكَ خَيْرٌ وَقَالَ مُسَدَّدٌ غُنَيْمَةٌ مِّنَ الصَّدَقَةِ وَحَدِيْثُ عَمْرٍو اَتَمُّ ـ

৩৩২। আমর ইব্ন আওন— আমর ইব্ন বুজ্দান থেকে আবু যার (রা)–এর সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নিকট গনীমতের মাল (বকরীর পাল) জমায়েত হয়। তিনি (স) বলেন, হে আবু যার! তুমি এগুলো মাঠে নিয়ে যাও। তখন আমি সেগুলিকে রাবাযা নামক স্থানে নিয়ে যাই। সেখানে আমি অপবিত্র হয়ে পড়ি। এমতাবস্থায় সেখানে আমি ৫/৬ দিন (গোসল ব্যতীত) অবস্থান করি। অতঃপর আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের খিদমতে প্রত্যাবর্তন করি। তখন তিনি (স) আমাকে বলেনঃ হে আবু যার! এ সময় আমি (লজ্জায়) নিশ্চুপ থাকি। তিনি পুনরায় বলেনঃ তোমার মাতা তোমার জন্য ক্রন্দন করুক এবং তোমার মাতার জন্য আফসোস! তিনি (স) সাওদা নাম্নী দাসীকে ডেকে পানি আনার নির্দেশ দেন। সে পানি ভর্তি একটি বড় পাত্র আমার সম্মুখে হাযির করে এবং সে একটি কাপড়ের পর্দার দ্বারা একদিকে আমাকে আঁড়াল করে এবং অপর দিকে আমি উটের পিঠের আসন রেখে পর্দা করি। অতঃপর আমি গোসল করি। এ সময় আমার মনে হয় যেন আমার কাঁধ হতে একটি পর্বত পরিমাণ বোঝা অপসারণ করলাম। নবী করীম (স) বলেনঃ পবিত্র মাটি মুসলমানদের জন্য (পানির দুষ্প্রাপ্যতার সময়) পানির সমতুল্য (পবিত্রতা অর্জনের জন্যে)। যদি দশ

বৎসরকালও পানি দুষ্প্রাপ্য হয় তবে এ সময় পবিত্রতা অর্জনে পাক মাটিই যথেষ্ট। অতঃপর যখন পানি পাবে, তখন গোসল করবে। কেননা এটাই উত্তম ব্যবস্থা।

٣٣٣- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ نَا حَمَّادٌ عَنْ اَيُّوبَ عَنْ اَبِى قِلَابَةَ عَنْ رَجُلٍ مِّنْ بَنِىْ عَامِرٍ قَالَ دَخَلْتُ فِى الْاِسْلَامِ فَاَهَمَّنِى دِيْنِىْ فَاَتَيْتُ اَبَا ذَرٍّ فَقَالَ اَبُوْ ذَرٍّ اِنِّى اجْتَوَيْتُ الْمَدِيْنَةَ فَاَمَرَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَوْدٍ وَّبِغَنَمٍ فَقَالَ لِىْ اشْرَبْ مِنْ اَلْبَانِهَا وَاَشُكُّ فِىْ اَبْوَالِهَا فَقَالَ اَبُوْ ذَرٍّ فَكُنْتُ اَعْزُبُ عَنِ الْمَاۤءِ وَمَعِىَ اَهْلِىْ فَتُصِيْبُنِى الْجَنَابَةُ فَاُصَلِّىْ بِغَيْرِ طُهُوْرٍ فَاَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنِصْفِ النَّهَارِ وَهُوَ فِىْ رَهْطٍ مِّنْ اَصْحَابِهِ وَهُوَ فِىْ ظِلِّ الْمَسْجِدِ فَقَالَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَبُوْ ذَرٍّ فَقُلْتُ نَعَمْ هَلَكْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ وَمَا اَهْلَكَكَ قُلْتُ اِنِّىْ كُنْتُ اَعْزُبُ مِنَ الْمَاۤءِ وَمَعِىَ اَهْلِىْ فَتُصِيْبُنِى الْجَنَابَةُ فَاُصَلِّىْ بِغَيْرِ طُهُوْرٍ فَاَمَرَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَاۤءٍ فَجَاۤئَتْ جَارِيَةٌ سَوْدَاۤءُ بِعُسٍّ يَّتَخَضْخَضُ مَا هُوَ بِمَلْاٰنَ فَتَسَتَّرْتُ اِلٰى بَعِيْرٍ فَاغْتَسَلْتُ ثُمَّ جِئْتُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا اَبَا ذَرٍّ اِنَّ الصَّعِيْدَ الطَّيِّبَ طُهُوْرٌ وَّاِنْ لَّمْ تَجِدِ الْمَاۤءَ اِلٰى عَشْرِ سِنِيْنَ فَاِذَا وَجَدْتَّ الْمَاۤءَ فَاَمِسَّهُ جِلْدَكَ - قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ اَيُّوبَ لَمْ يَذْكُرْ اَبْوَالَهَا هٰذَا لَيْسَ بِصَحِيْحٍ وَّلَيْسَ فِىْ اَبْوَالِهَا اِلَّا حَدِيْثُ اَنَسٍ تَفَرَّدَ بِهِ اَهْلُ الْبَصْرَةِ -

৩৩৩। মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল..... আবু কিলাবা থেকে বনী আমরের এক ব্যক্তির সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইসলাম কবুল করার পর তা আমার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হয়। আমি হযরত আবু যার (রা)-এর নিকট যাই। তিনি বলেন- মদীনায় যাওয়ার পর আমি সেখানে খুবই অসুস্থ হয়ে পড়ি। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম আমাকে উট ও বকরীর পাল চরানোর নির্দেশ দেন এবং বলেন, তুমি এর দুধ পান করবে। পেশাব পানের ব্যাপারে নবী করীম (স) নির্দেশ দিয়েছিলেন কিনা তা জানা নাই। আবু যার (রা) বলেন, আমি পানি থেকে অনেক দূরে অবস্থান করতাম এবং এ সময় আমার স্ত্রীও আমার সাথে ছিল। এমতাবস্থায় আমি অপবিত্র হই এবং পবিত্রতা অর্জন করা ছাড়াই নামায আদায় করি।

অতঃপর আমি দুপুরের সময় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের খিদমতে হাযির হই, যখন তিনি একদল সাহাবীর সাথে মসজিদের পাশে আলাপে রত ছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (স) বলেনঃ হে আবু যার! আমি বলি– ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি হাযির এবং আমি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছি। নবী করীম (স) জিজ্ঞাসা করেনঃ কিসে তোমাকে ধ্বংস করেছে? আমি বলি– আমি পানি হতে অনেক দূরে ছিলাম এবং আমার স্ত্রীও আমার সাথে ছিল। এমতাবস্থায় আমি অপবিত্র হই এবং পবিত্রতা অর্জন ব্যতিরেকেই নামায আদায় করি। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম আমার জন্য পানি আনার নির্দেশ দেন। সাওদা নাম্নী দাসী আমার জন্য পানি ভর্তি একটি পাত্র আনে। আমি উটকে আঁড়াল করে গোসল করি। অতঃপর তাঁর নিকট আসি।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেনঃ হে আবু যার! নিশ্চয়ই পাক মাটি পবিত্রতা অর্জনের জন্য যথেষ্ট, যদি তুমি দশ বৎসর পর্যন্তও পানি না পাও। অতঃপর যখন তুমি পানি পাবে, তখন তোমার শরীর পরিষ্কার করবে।

ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেন, হাম্মাদ ইবন যায়েদ (রহ) আইউবের সূত্রে এ হাদীছ বর্ণনা করেছেন। কিন্তু সেখানে পেশাব পানের কথা উল্লেখ নাই এবং তা সহীহ্ নয়। আনাস (রা) হতেই কেবলমাত্র পেশাব সম্পর্কিত হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। এই হাদীছ কেবলমাত্র বসরার অধিবাসীরাই বর্ণনা করে থাকেন।

١٢٦. بَابُ اِذَا خَافَ الْجُنُبُ الْبَرْدَ اَيَتَيَمَّمُ

১২৬. অনুচ্ছেদঃ নাপাক অবস্থায় ঠান্ডার আশংকায় তায়াম্মুম করা

٣٣٤– حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى نَا وَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ نَا اَبِىْ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ اَيُّوْبَ يُحَدِّثُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ حَبِيْبٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ اَبِىْ اَنَسٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ اِحْتَلَمْتُ فِىْ لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ فِىْ غَزْوَةِ ذَاتِ السَّلَاسِلِ فَاَشْفَقْتُ اِنِ اغْتَسَلْتُ اَنْ اَهْلِكَ فَتَيَمَّمْتُ ثُمَّ صَلَّيْتُ بِاَصْحَابِى الصُّبْحَ فَذَكَرُوْا ذَالِكَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا عَمْرُو صَلَّيْتَ بِاَصْحَابِكَ وَاَنْتَ جُنُبٌ فَاَخْبَرْتُهُ بِالَّذِىْ مَنَعَنِىْ مِنَ الْاِغْتِسَالِ وَقُلْتُ اِنِّىْ سَمِعْتُ اللّٰهَ يَقُوْلُ "وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا" فَضَحِكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا ـ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ عَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ جُبَيْرٍ مِصْرِىٌّ مَوْلَى خَارِجَةَ بْنِ حُذَافَةَ وَلَيْسَ هُوَ ابْنُ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ ـ

৩৩৪। ইবনুল মুছান্না--- আবদুর রহমান ইব্‌নুজ-জুবায়ের থেকে আমর ইব্‌নুল আস্ (রা)-র সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, যাতু সালাসিলের যুদ্ধের সময় একদা শীতের রাতে আমার স্বপ্নদোষ হয়। আমার আশংকা হল যে, যদি এই সময় আমি গোসল করি তবে ক্ষতিগ্রস্ত হব। আমি তায়াম্মুম করে আমার সাথীদের সাথে ফজরের নামায আদায় করি। প্রত্যাবর্তনের পর আমার সংগী সাথীরা এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে অবহিত করেন। নবী করীম (স) বলেনঃ হে আমর! তুমি নাপাক অবস্থায় তোমার সাথীদের সংগে নামায আদায় করলে? আমি তাঁকে আমার গোসল করার অসমর্থতার কথা জ্ঞাপন করলাম এবং আরো বললাম, আমি আল্লাহ্ তাআলাকে বলতে শুনেছিঃ "তোমরা নিজেদের হত্যা কর না। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি অত্যন্ত মেহেরবান"-(সূরা নিসাঃ ২৯)। এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম কিছু না বলে মুচকি হাসি দেন।

٣٣٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ نَا ابْنُ وَهْبٍ عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ وَعَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ اَبِي حَبِيبٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ اَبِي اَنَسٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ اَبِي قَيْسٍ مَوْلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ اَنَّ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ كَانَ عَلَى سَرِيَّةٍ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ نَحْوَهُ قَالَ فَغَسَلَ مَغَابِنَهُ وَتَوَضَّاَ وُضُوْئَهُ لِلصَّلٰوةِ ثُمَّ صَلَّى بِهِمْ فَذَكَرَ نَحْوَهُ وَلَمْ يَذْكُرِ التَّيَمُّمَ - قَالَ اَبُو دَاوُدَ رَوَى هٰذِهِ الْقِصَّةَ عَنِ الْاَوْزَاعِيِّ عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةَ قَالَ فِيهِ فَتَيَمَّمَ -

৩৩৫। মুহাম্মাদ ইব্‌ন সালামা--- আবদুর রহমান ইব্‌ন জুবায়ের থেকে আবু কায়েসের সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমর ইব্‌নুল আস (রা) কোন এক যুদ্ধে প্রধান সেনাপতি ছিলেন। তিনি (ইব্‌ন লাহীআ) উপরোক্ত হাদীছের অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করেছেন। রাবী বলেন, আমর ইব্‌নুল আস (রা) স্বপ্নদোষ হওয়ার পর প্রথমতঃ তাঁর রানের দুই পার্শ্ব ধুয়ে ফেলেন। অতঃপর তিনি নামাযের জন্য উযু করে নামায আদায় করেন। বর্ণনায় এইরূপ উক্ত আছে এবং এখানে তায়াম্মুমের কথা উল্লেখ নাই।

ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেন, উক্ত ঘটনা ইমাম আওযাঈ (রহ) হতেও বর্ণিত আছে এবং তাতে তায়াম্মুমের কথা উল্লেখ আছে।

١٢٧. بَابُ الْمَجْدُورِ يَتَيَمَّمُ

১২৭. অনুচ্ছেদঃ বসন্তের রোগী (বা আহত ব্যক্তি) তায়াম্মুম করতে পারে

٣٣٦- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَانِ الْاَنْطَاكِيُّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ خُرَيْقٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ خَرَجْنَا فِى سَفَرٍ فَاَصَابَ رَجُلًا مِنَّا حَجَرٌ فَشَجَّهُ فِى رَأْسِهِ ثُمَّ احْتَلَمَ فَسَأَلَ اَصْحَابَهُ فَقَالَ هَلْ تَجِدُوْنَ لِى رُخْصَةً فِى التَّيَمُّمِ قَالُوْا مَا نَجِدُ لَكَ رُخْصَةً وَّاَنْتَ تَقْدِرُ عَلَى الْمَاءِ فَاغْتَسَلَ فَمَاتَ فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اُخْبِرَ بِذَالِكَ فَقَالَ قَتَلُوْهُ قَتَلَهُمُ اللّٰهُ اَلَا سَأَلُوْا اِذْ لَمْ يَعْلَمُوْا فَاِنَّمَا شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالُ اِنَّمَا كَانَ يَكْفِيْهِ اَنْ يَّتَيَمَّمَ وَيَعْصِرَ اَوْ يَعْصِبَ شَكَّ مُوْسَى عَلَى جُرْحِهِ خِرْقَةً ثُمَّ يَمْسَحُ عَلَيْهَا وَيَغْسِلُ سَائِرَ جَسَدِهِ -

৩৩৬। মূসা ইব্‌ন আবদুর রহমান--- আতা (রহ) থেকে জাবের (রা)-র সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোন এক সফরে যাওয়ার সময় আমাদের এক ব্যক্তির মাথা প্রস্তরাঘাতে জখম হয়। এ অবস্থায় তার স্বপ্নদোষ হয়। সে তার সাথীদের জিজ্ঞাসা করে, এ অবস্থায় আমি কি তায়াম্মুম করতে পারি? তাঁরা বলেন, যেহেতু তুমি পানি ব্যবহারে সক্ষম তাই তোমাকে তায়াম্মুমের অনুমতি দেয়া যায় না। অতঃপর সে ব্যক্তি গোসল করার ফলে মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

এই সফর হতে প্রত্যাবর্তনের পর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে এই সংবাদ দেয়া হলে তিনি বলেনঃ তার সাথীরা তাকে হত্যা করেছে, আল্লাহ্ তাদের ধ্বংস করুন (তিনি রাগান্বিতভাবে এরূপ উক্তি করেন)। যখন তারা অবগত ছিল না-তখন জিজ্ঞাসা করল না কেন? কেননা অজ্ঞতার ঔষধ হল জিজ্ঞাসা করা। সে ব্যক্তি তায়াম্মুম করলেই যথেষ্ট হত। তার আহত স্থানে ব্যান্ডেজ করে তার উপর মাসেহ করলেই চলত এবং শরীরের অন্যান্য স্থান ধুয়ে ফেললেই হত।

٣٣٧- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَاصِمٍ الْاَنْطَاكِيُّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ اَخْبَرَنِى الْاَوْزَاعِيُّ اَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ اَبِى رَبَاحٍ اَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَبَّاسٍ قَالَ اَصَابَ رَجُلًا جُرْحٌ فِى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ احْتَلَمَ فَاُمِرَ بِالْاِغْتِسَالِ فَاغْتَسَلَ فَمَاتَ فَبَلَغَ ذَالِكَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ قَتَلُوْهُ قَتَلَهُمُ اللّٰهُ اَلَمْ يَكُنْ شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالُ -

৩৩৭। নাস্‌র ইব্‌ন আসিম— আতা (রহ) থেকে ইব্‌ন আব্বাস (রা)–র সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সময় এক ব্যক্তি আহত হয়। অতঃপর তার স্বপ্নদোষ হলে তাকে গোসল করতে বলা হয়। ফলে সে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এই খবর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নিকট পৌঁছলে তিনি বলেনঃ তারা তাকে হত্যা করেছে। আল্লাহ তাদের ধ্বংস করুন। অজ্ঞতার প্রতিষেধক জিজ্ঞাসা করা নয় কি?

١٢٨. بَابُ الْمُتَيَمِّمِ يَجِدُ الْمَاءَ بَعْدَ مَا يُصَلِّيْ فِى الْوَقْتِ

১২৮. অনুচ্ছেদঃ তায়াম্মুম করে নামায আদায়ের পর ওয়াক্ত থাকতেই পানি পাওয়া গেলে

٣٣٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحَاقَ الْمُسَيَّبِيُّ نَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نَافِعٍ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ قَالَ خَرَجَ رَجُلَانِ فِىْ سَفَرٍ وَحَضَرَتِ الصَّلٰوةُ وَلَيْسَ مَعَهُمَا مَاءٌ فَتَيَمَّمَا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَصَلَّيَا ثُمَّ وَجَدَا الْمَاءَ فِى الْوَقْتِ فَاَعَادَ اَحَدُهُمَا الصَّلٰوةَ وَالْوُضُوْءَ وَلَمْ يُعِدِ الْاٰخَرُ ثُمَّ اَتَيَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَا ذَالِكَ فَقَالَ لِلَّذِيْ لَمْ يَعِدْ اَصَبْتَ السُّنَّةَ وَاَجْزَأَتْكَ صَلٰوتُكَ وَقَالَ لِلَّذِى تَوَضَّأَ وَاَعَادَ لَكَ الْاَجْرُ مَرَّتَيْنِ - قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَغَيْرُ ابْنُ نَافِعٍ يَرْوِيْهِ عَنِ اللَّيْثِ عَنْ عَمِيْرَةَ بْنِ اَبِىْ نَاجِيَةَ عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ ذِكْرُ اَبِىْ سَعِيْدٍ فِىْ هٰذَا الْحَدِيْثِ لَيْسَ بِمَحْفُوْظٍ وَهُوَ مُرْسَلٌ -

৩৩৮। মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইস্‌হাক— আতা (রহ) থেকে আবু সাঈদ আল–খুদরী (রা)–র সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা দুই ব্যক্তি সফরে বের হয়। পথিমধ্যে নামাযের সময় উপনীত হওয়ায় তারা পানি না পাওয়ায় তায়াম্মুম করে নামায আদায় করে। অতঃপর উক্ত নামাযের সময়ের মধ্যে পানি প্রাপ্ত হওয়ায় তাদের একজন উযু করে পুনরায় নামায আদায় করল এবং অপর ব্যক্তি নামায আদায় করা হতে বিরত থাকে। অতঃপর উভয়েই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের খিদমতে হাযির হয়ে এই ঘটনা বর্ণনা করল। তিনি (স) বলেনঃ তোমাদের যে ব্যক্তি নামায পুনরায় আদায় করেনি সে সুন্নাত মোতাবেক কাজ করেছে এবং এটাই তার জন্য যথেষ্ট। আর যে

ব্যক্তি উযু করে পুনরায় নামায আদায় করেছে তার সম্পর্কে বলেনঃ তুমি দ্বিগুণ ছওয়াবের অধিকারী হয়েছ।
ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেন, এই হাদীছটি আতা ইব্ন ইয়াসার (রা)-র সূত্রেও নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নিকট থেকে বর্ণিত আছে। আবু দাউদ আরও বলেন, এ হাদীছে আবু সাঈদ (রা)-র উল্লেখ সংরক্ষিত নয়, বরং এটা মুরসাল হাদীছ।

٣٣٩- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ ثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ عَنْ اَبِى عَبْدِ اللّٰهِ مَوْلٰى اِسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ اِنَّ رَجُلَيْنِ مِنْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَاهُ -

৩৩৯। আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাস্লামা---- আবু আবদুল্লাহ (রহ) থেকে আতা ইব্ন ইয়াসার (রা)-র সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সাহাবীদের মধ্যে দুইজন সফরে যান। অতঃপর হাদীছের বাকী অংশ পূর্বোক্ত হাদীছের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

١٢٩. بَابٌ فِى الْغُسْلِ لِلْجُمُعَةِ

১২৯. অনুচ্ছেদঃ জুমুআর দিনের গোসল সম্পর্কে

٣٤٠- حَدَّثَنَا اَبُوْ تَوْبَةَ الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ نَا مُعَاوِيَةُ عَنْ يَحْيٰى اَخْبَرَنِىْ اَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَانِ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ اَخْبَرَهُ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بَيْنَا هُوَ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ اِذْ دَخَلَ رَجُلٌ فَقَالَ عُمَرُ اَتَحْتَبِسُوْنَ عَنِ الصَّلٰوةِ فَقَالَ الرَّجُلُ مَا هُوَ اِلَّا اَنْ سَمِعْتُ النِّدَاءَ فَتَوَضَّأْتُ قَالَ عُمَرُ الْوُضُوْءُ اَيْضًا اَوَلَمْ تَسْمَعُوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اِذَا اَتٰى اَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ -

৩৪০। আবু তাওবা আর-রবী ইব্ন নাফে---- আবদুর রহমান (রহ) থেকে আবু হুরায়রা (রা)-র সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু হুরায়রা (রা) আবু সালামাকে অবহিত করেন যে, একদিন হযরত উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) জুমুআর খুত্বা দিচ্ছিলেন। এমন সময় সেখানে এক ব্যক্তি প্রবেশ করে। উমার (রা) তাকে জিজ্ঞাসা করেন, জুমুআর নামাযের জন্য সঠিক সময়ে উপস্থিত হওয়ায় কিসে তোমাকে বাধা দিল? আগন্তুক (হযরত উছমান) বিনয়ের সাথে বলেন, নামাযের জন্য সঠিক সময়ে আগমনে আমাকে কিছু বাধা দেয়নি। আমি আযান শুনার পর উযু করে আসতে যতটুকু

বিলম্ব হয়েছে। হযরত উমার (রা) বলেন, তুমি কি কেবল উযুই করেছ? তুমি কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে বলতে শুননিঃ "যখন তোমাদের কেউ জুমুআর নামায আদায়ের ইরাদা করবে সে যেন গোসল করে।[১]

٣٤١- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَّالِكٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ اَبِى سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلٰى كُلِّ مُحْتَلِمٍ -

৩৪১। আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাস্লামা--- হযরত আতা (রহ) থেকে আবু সাঈদ আল্-খুদরী (রা)-র সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ প্রত্যেক বয়স্ক ব্যক্তির জন্য জুমুআর দিন গোসল করা প্রয়োজন অর্থাৎ সুন্নাত।

٣٤٢- حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ خَالِدِ الرَّمْلِيُّ نَا الْمُفَضَّلُ يَعْنِى ابْنَ فَضَالَةَ عَنْ عَيَّاشِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ نَّافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ حَفْصَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَلٰى كُلِّ مُحْتَلِمٍ رَوَاحُ الْجُمُعَةِ وَعَلٰى كُلِّ مَنْ رَاحَ الْجُمُعَةَ الْغُسْلُ - قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ اِذَا اغْتَسَلَ الرَّجُلُ بَعْدَطُلُوْعِ الْفَجْرِ اَجْزَأَهُ مِنْ غُسْلِ الْجُمُعَةِ وَاِنْ اَجْنَبَ -

৩৪২। ইয়াযীদ ইব্ন খালিদ--- হযরত হাফ্সা (রা) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেন। তিনি (স) বলেনঃ প্রত্যেক বয়ঃপ্রাপ্ত ব্যক্তির জন্য জুমুআর নামায আদায় করা একান্ত কর্তব্য এবং যে ব্যক্তি জুমুআর নামাযের জন্য গমন করবে তার জন্য গোসল করা প্রয়োজন।

ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেন, কোন নাপাক ব্যক্তি যদি জুমুআর দিনের সুবহে সাদেকের পর গোসল করে তবে ঐ গোসলই তার জন্য যথেষ্ট হবে।

٣٤٣- حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَوْهَبٍ الرَّمْلِيُّ الْهَمْدَانِيُّ وَعَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ يَحْيَى الْحَرَّانِيُّ قَالَا نَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ ح وَحَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ نَا حَمَّادٌ وَهٰذَا حَدِيْثُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ

১। জুমুআর দিন জুমুআর নামাযের পূর্বে গোসল করা সুন্নাত -(অনুবাদক)

بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحمَانِ قَالَ يَزِيْدُ وَعَبْدُ الْعَزِيْزِ فِىْ حَدِيْثِهِمَا عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ وَاَبِىْ اُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ وَاَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلَبِسَ مِنْ اَحْسَنِ ثِيَابِهِ وَمَسَّ مِنْ طِيْبٍ اِنْ كَانَ عِنْدَهُ ثُمَّ اَتَى الْجُمُعَةَ فَلَمْ يَتَخَطَّ اَعْنَاقَ النَّاسِ ثُمَّ صَلَّى مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَهُ ثُمَّ اَنْصَتَ اِذَا خَرَجَ اِمَامُهُ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ صَلَاتِهِ كَانَتْ كَفَّارَةً لِّمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ جُمُعَةِ الَّتِىْ قَبْلَهَا ـ قَالَ وَيَقُوْلُ اَبُوْ هُرَيْرَةَ زِيَادَةُ ثَلَاثَةِ اَيَّامٍ وَيَقُوْلُ اِنَّ الْحَسَنَةَ بِعَشْرِ اَمْثَالِهَا ـ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَحَدِيْثُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَمَةَ اَتَمُّ وَلَمْ يَذْكُرْ حَمَّادٌ كَلَامَ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ـ

৩৪৩। ইয়াযীদ ইব্‌ন খালিদ ও মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল--- আবু সালামা ও আবু উমামা থেকে আবু সাঈদ (রা) ও আবু হুরায়রা (রা)-র সূত্রে বর্ণিত। তাঁরা উভয়ে বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি জুমুআর দিন গোসল করে উত্তম পোশাক পরিধান করবে এবং সুগন্ধি ব্যবহার করবে যদি তার নিকট থাকে- অতঃপর জুমুআর নামাযে আসে এবং অন্য মুসল্লীদের গায়ের উপর দিয়ে টপ্‌কে সামনের দিকে না যায়, নির্ধারিত নামায আদায় করে, অতঃপর ইমাম খুত্‌বার জন্য বের হওয়ার পর হতে নামায সমাপ্তি পর্যন্ত চুপ করে থাকে- তবে তার এই আমল পূর্ববর্তী জুমুআর দিন হতে পরের জুমুআর দিন পর্যন্ত সমস্ত সগীরা গুনাহ্‌র জন্য কাফ্‌ফারা হবে।

আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আরো অতিরিক্ত তিন দিনের সগীরা গুনাহের কাফ্‌ফারা হবে। তিনি আরো বলেন, একটি ভাল কাজের পরিবর্তে কমপক্ষে দশগুণ ছওয়াব দান করা হবে।

٣٤٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِىُّ نَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ اَنَّ سَعِيْدَ بْنَ اَبِىْ هِلَالٍ وَبُكَيْرَ بْنَ الْاَشَجِّ حَدَّثَاهُ عَنْ اَبِىْ بَكْرِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ سُلَيْمٍ الزُّرَقِىِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ وَّالسِّوَاكُ وَيَمَسُّ مِنَ الطِّيْبِ مَا قُدِرَ لَهُ اِلَّا اَنَّ بُكَيْرًا لَمْ يَذْكُرْ عَبْدَ الرَّحْمَانِ وَقَالَ فِى الطِّيْبِ وَلَوْ مِنْ طِيْبِ الْمَرْأَةِ ـ

৩৪৪। মুহাম্মাদ ইব্ন সালামা--- আবদুর রহমান ইব্ন আবু সাঈদ আল্‌-খুদরী (রা) তাঁর পিতার নিকট হতে বর্ণনা করেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ প্রত্যেক বয়স্ক ব্যক্তির জন্য জুমুআর দিন গোসল করা প্রয়োজন। তাছাড়া মিস্ওয়াক করা এবং সাধ্যানুযায়ী সুগন্ধি ব্যবহার করাও কর্তব্য। কিন্তু রাবী বুকায়ের সনদের মধ্যে আবদুর রহমানের নাম উল্লেখ করেন নি; এবং রাবী সুগন্ধি দ্রব্য সম্পর্কে উল্লেখ করতে গিয়ে 'যদিও মহিলাদের জন্য ব্যবহৃত সুগন্ধি দ্রব্য হয়' শব্দটি উল্লেখ করেছেন।[১]

٣٤٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ الْجَرْجَرَائِيُّ ثَنَا حِبِّيْ نَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنِ الْاَوْزَاعِيِّ حَدَّثَنِيْ حَسَّانُ بْنُ عَطِيَّةَ حَدَّثَنِيْ اَبُو الْاَشْعَثِ الصَّنْعَانِيُّ حَدَّثَنِيْ اَوْسُ بْنُ اَوْسٍ الثَّقَفِيُّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ غَسَّلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاغْتَسَلَ ثُمَّ بَكَّرَ وَابْتَكَرَ وَمَشٰى وَلَمْ يَرْكَبْ وَدَنَا مِنَ الْاِمَامِ فَاسْتَمَعَ وَلَمْ يَلْغُ كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ عَمَلُ سَنَةٍ اَجْرُ صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا -

৩৪৫। মুহাম্মাদ ইব্ন হাতেম--- আওস ইব্ন আওস আছ-ছাকাফী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছিঃ যে ব্যক্তি জুমুআর দিন গোসল করাবে (জুমুআর নামাযের পূর্বে স্ত্রী সহবাস করে তাকেও গোসল করাবে) এবং নিজেও গোসল করবে অথবা সুগন্ধিযুক্ত দ্রব্যাদি দ্বারা ভালরূপে গোসল করবে, অতঃপর সকাল-সকাল মসজিদে গিয়ে ইমামের নিকটবর্তী স্থানে বসে খুত্‌বা শুনবে এবং যাবতীয় অপ্রয়োজনীয় ক্রিয়াকর্ম হতে বিরত থাকবে তার মসজিদে যাওয়ার প্রতিটি পদক্ষেপ সুন্নাত হিসাবে পরিগণিত হবে। তার প্রতিটি পদক্ষেপ এক বছরের দিনের রোযা এবং রাতে দাঁড়িয়ে তাহাজ্জুদের নামায আদায়ের ছওয়াবের সমতুল্য হবে।

٣٤٦- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ نَا اللَّيْثُ عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِيْ هِلَالٍ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيٍّ عَنْ اَوْسٍ الثَّقَفِيِّ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ قَالَ مَنْ غَسَلَ رَاْسَهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاغْتَسَلَ وَسَاقَ نَحْوَهُ -

---

১। মহিলাদের জন্য বিশেষভাবে তৈরী সুগন্ধি দ্রব্য পুরুষদের জন্য ব্যবহার করা মাকরুহ। এর বৈশিষ্ট্য এই যে, তার রং উজ্জ্বল কিন্তু সুঘ্রাণ কম। বেশী সুগন্ধিযুক্ত দ্রব্য ব্যবহার করে মহিলাদের বাইরে যাওয়া, অথবা অন্য পুরুষের সামনে যাওয়া মাকরুহ্। -(অনুবাদক)

৩৪৬। কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ---- আওস আছ–ছাকাফী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেনঃ যে ব্যক্তি জুমুআর দিন মাথা ধৌত করে এবং গোসল করে ----পূর্বোক্ত হাদীছের অনুরূপ।

٣٤٧- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِى عَقِيلٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمِصْرِيَّانِ قَالَا نَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ ابْنُ اَبِى عَقِيلٍ قَالَ اَخْبَرَنِى أُسَامَةُ يَعْنِى بْنَ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ قَالَ مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَمَسَّ مِنْ طِيْبِ امْرَأَتِهِ اِنْ كَانَ لَهَا وَلَبِسَ مِنْ صَالِحِ ثِيَابِهِ ثُمَّ لَمْ يَتَخَطَّ رِقَابَ النَّاسِ وَلَمْ يَلْغُ عِنْدَ الْمَوْعِظَةِ كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا بَيْنَهُمَا وَمَنْ لَغَا وَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ كَانَتْ لَهُ ظُهْرًا ـ

৩৪৭। ইব্‌ন আবু আকীল---- আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর ইব্‌নুল আস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেনঃ যে ব্যক্তি জুমুআর দিন গোসল করবে এবং স্ত্রীর সুগন্ধি দ্রব্য ব্যবহার করবে (যদি নিজের না থাকে), অতঃপর উত্তম বস্ত্র পরিধান করে মসজিদে এসে অন্যের ঘাড় টপকিয়ে সামনে না যাবে এবং ইমামের খুত্‌বা পাঠের সময় নিশ্চুপ থাকবে–তার এক জুমুআ হতে অন্য জুমুআ পর্যন্ত সমস্ত ছগীরা গুনাহ মাফ হয়ে যাবে।
অপর পক্ষে যে ব্যক্তি জুমুআর নামাযের জন্য মস্‌জিদে উপনীত হয়ে অপ্রয়োজনীয় ক্রিয়াকর্মে লিপ্ত হবে এবং মানুষের ঘাড় টপ্‌কে সামনে যাবে সে (জুমুআর নামাযের ছওয়াব হতে বঞ্চিত হবে এবং) কেবলমাত্র যুহরের নামায আদায়ের সম–পরিমাণ ছওয়াব প্রাপ্ত হবে।

٣٤٨- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ نَا زَكَرِيَّا نَا مُصْعَبُ بْنُ شَيْبَةَ عَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِيْبٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا حَدَّثَتْهُ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَغْتَسِلُ مِنْ اَرْبَعٍ مِّنَ الْجَنَابَةِ وَيَوْمَ الْجُمُعَةِ وَمِنَ الْحَجَامَةِ وَمِنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ ـ

৩৪৮। উছমান ইব্‌ন আবু শায়বা---- আবদুল্লাহ্ ইব্‌নুয–যুবায়ের (রা) থেকে আয়েশা (রা)–র সূত্রে বর্ণিত। তিনি (আয়েশা) তাঁকে (ইব্‌ন যুবায়ের) বলেনঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম চারটি কাজের জন্য গোসল করতেন– স্ত্রী সহবাসের পর, জুমুআর দিন, শিংগা লাগানোর

পর এবং মৃত ব্যক্তির গোসল দেওয়ার পর (তা ছাড়াও তিনি ইহ্‌রাম, কা'বায় প্রবেশের পূর্বে ও অন্যান্য কাজের জন্যও গোসল করতেন।)।

٣٤٩- حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ خَالِدٍ الدِّمَشْقِيُّ نَا مَرْوَانُ نَا عَلِيُّ بْنُ حَوْشَبٍ قَالَ سَأَلْتُ مَكْحُولًا عَنْ هٰذَا الْقَوْلِ غَسَّلَ وَاغْتَسَلَ قَالَ غَسَلَ رَأْسَهُ وَجَسَدَهُ ـ

৩৪৯। মুহাম্মাদ ইব্‌ন খালিদ--- আলী ইব্‌ন হাওসাব (রহ) বলেন, আমি মাকহূলকে 'গাস্‌সালা ও ইগতাসালা' শব্দ দুটির অর্থ জিজ্ঞাসা করি। তিনি বলেন, 'গাস্‌সালা' শব্দের দ্বারা মাথা ধৌত করা এবং 'ইগতাসালা' শব্দের দ্বারা সর্বাংগ উত্তমরূপে ধৌত করা বুঝানো হয়েছে।

٣٥٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيْدِ الدِّمَشْقِيُّ نَا اَبُوْ مُسْهِرٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ فِيْ قَوْلِهِ غَسَّلَ وَاغْتَسَلَ قَالَ قَالَ سَعِيْدٌ غَسَّلَ رَأْسَهُ وَغَسَلَ جَسَدَهُ ـ

৩৫০। মুহাম্মাদ ইব্‌নুল ওয়ালীদ--- আবু মুস্‌হির-সাঈদ হতে গাস্‌সালা ও ইগতাসালা শব্দদ্বয়ের অর্থ বর্ণনা করেছেন। সাঈদ বলেন, গাস্‌সালা শব্দের অর্থ মাথা ধৌত করা এবং ইগতাসালা শব্দের অর্থ সমস্ত শরীর ধৌত করা।

٣٥١- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ سُمَيٍّ عَنْ اَبِيْ صَالِحٍ السَّمَّانِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ ثُمَّ رَاحَ فَكَاَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فَكَاَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ فَكَاَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا اَقْرَنَ وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَاَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ فَكَاَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً فَاِذَا خَرَجَ الْاِمَامُ حَضَرَتِ الْمَلٰئِكَةُ يَسْتَمِعُوْنَ الذِّكْرَ ـ

৩৫১। আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাস্‌লামা--- আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি জুমুআর দিন নাপাকীর গোসলের অনুরূপ গোসল করে সর্বপ্রথমে নামাযের জন্য মসজিদে আসবে সে একটি উট্ সদ্‌কা করার সমান ছওয়াব পাবে। পরে যে ব্যক্তি আসবে সে একটি গাভী সদ্‌কা করার সমান ছওয়াব পাবে। তারপরে আগমনকারী ব্যক্তি একটি উত্তম দুম্বা সদ্‌কা করার সমান ছওয়াব পাবে এবং অবশেষে যে ব্যক্তি আসবে সে একটি মুরগী সদ্‌কা করার সমান ছওয়াব পাবে। অতঃপর পঞ্চম নম্বরে আগমনকারী ব্যক্তি একটি ডিম

সদ্‌কা করার সমান ছওয়াব পাবে। অতঃপর ইমাম খুত্‌বার জন্য বের হলে ফেরেশতারা দফতর বন্ধ করে মিম্বরের নিকটবর্তী হয়ে খুত্‌বা শুনে থাকে।[১]

١٣٠. بَابُ الرُّخْصَةِ فِي تَرْكِ الْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

১৩০. অনুচ্ছেদঃ জুমু'আর দিন গোসল না করা সম্পর্কে

٣٥٢- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ يَّحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّاسُ مُهَّانَ اَنْفُسِهِمْ فَيَرُوْحُوْنَ اِلَى الْجُمُعَةِ بِهَيْئَاتِهِمْ فَقِيْلَ لَهُمْ لَوِ اغْتَسَلْتُمْ -

৩৫২। মুসাদ্দাদ---- আমরা (রহ) থেকে আয়শা (রা)-র সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোকেরা নিজেদের কাজ নিজেরা করত এবং ঐ সমস্ত পরিধেয় বস্ত্র পরিধান করেই মসজিদে যেত। তাদেরকে বলা হল (নবী করীম সঃ বললেন), যদি তোমরা গোসল করে মসজিদে আসতে (তবে উত্তম হত)।

٣٥٣- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ نَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ اَبِي عَمْرٍو عَنْ عِكْرِمَةَ اَنَّ نَاسًا مِّنْ اَهْلِ الْعِرَاقِ جَاؤُا فَقَالُوْا يَا اِبْنَ عَبَّاسٍ اَتَرَى الْغُسْلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبًا قَالَ لَا وَلٰكِنَّهُ اَطْهَرُ وَخَيْرٌ لِّمَنِ اغْتَسَلَ وَمَنْ لَّمْ يَغْتَسِلْ فَلَيْسَ عَلَيْهِ بِوَاجِبٍ وَسَاُخْبِرُكُمْ كَيْفَ بَدْءُ الْغُسْلِ كَانَ النَّاسُ مَجْهُوْدِيْنَ يَلْبَسُوْنَ الصُّوْفَ وَيَعْمَلُوْنَ عَلٰى ظُهُوْرِهِمْ وَكَانَ مَسْجِدُهُمْ ضَيِّقًا مُقَارِبَ السَّقْفِ اِنَّمَا هُوَ عَرِيْشٌ فَخَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي يَوْمٍ حَارٍّ وَّعَرِقَ النَّاسُ فِي ذَالِكَ الصُّوْفِ حَتّٰى ثَارَتْ مِنْهُمْ رِيَاحٌ اٰذٰى بِذَالِكَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا فَلَمَّا وَجَدَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِلْكَ الرِّيْحَ قَالَ اَيُّهَا النَّاسُ اِذَا كَانَ هٰذَا الْيَوْمُ فَاغْتَسِلُوْا وَلْيَمَسَّ اَحَدُكُمْ اَفْضَلَ مَا يَجِدُ مِنْ دُهْنِهِ وَطِيْبِهِ - قَالَ ابْنُ

১। ইমাম সাহেব খুত্‌বার জন্য দন্ডায়মান হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত যারা মসজিদে আগমন করে, তাদের নাম ফেরেশতারা দফতরে লিপিবদ্ধ করে থাকেন এবং তাদের জন্য বেশী ছওয়াবের ব্যবস্থা আছে। -(অনুবাদক)

عَبَّاسٍ ثُمَّ جَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى ذِكْرُهُ بِالْخَيْرِ وَلَبِسُوْا غَيْرَ الصُّوْفِ وَكُفُوا الْعَمَلَ وَوُسِّعَ مَسْجِدُهُمْ وَذَهَبَ بَعْضُ الَّذِي كَانَ يُؤْذِي بَعْضُهُمْ بَعْضًا مِنَ الْعَرَقِ ـ

৩৫৩। আব্দুল্লাহ্ ইব্ন মাসলামাঃ--- আমর থেকে ইকরামা (রহ)-এর সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইরাকের একটি প্রতিনিধি দল এসে ইব্ন আব্বাস (রা)-কে বললেন, হে ইব্ন আব্বাস! আপনার মতে কি জুমুআর দিন গোসল করা ওয়াজিব? তিনি বলেন- না, কিন্তু গোসল করা খুবই উত্তম ও পবিত্রতম কাজ- যে ব্যক্তি তা করে। এবং যে ব্যক্তি তা করে না- তার জন্য এটা ওয়াজিব নয়। আমি তোমাদেরকে গোসলের ইতিবৃত্ত বলব। অতঃপর তিনি বলেন- ইসলামের প্রথম যুগে মুসলমানরা মোটা কাপড় পরিধান করে দৈহিক পরিশ্রম- এমন কি বোঝা বহনের কাজও করত। তাদের মসজিদ ছিল অত্যন্ত সংকীর্ণ এবং নীচু ছাদ বিশিষ্ট। একদা গরমের সময় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম মসজিদে গিয়ে দেখতে পান যে, অত্যধিক গরমের ফলে মুসল্লীদের শরীরের ঘাম কাপড়ে লেগে তা হতে দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে এবং এ কারণে সকলেই কষ্ট অনুভব করছে। নবী করীম (স) নিজেও এই দুর্গন্ধ অনুভব করে বললেনঃ "হে লোকসকল! যখন এই (জুমুআর) দিন আসবে তোমরা গোসল করে সাধ্যানুযায়ী তৈল ও সুগন্ধি দ্রব্য ব্যবহার করবে"।

অতঃপর ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, পরবর্তীকালে আল্লাহ রব্বুল আলামীন যখন মুসলমানদের ভাগ্য পরিবর্তন করে দেন, তখন তারা মোটা কাপড় পরিধান ত্যাগ করে উত্তম পোশাক পরিধান করতে থাকে, নিজেদের কাজ অন্যদের দ্বারা করাতে থাকে এবং তাদের মসজিদও প্রশস্ত হয়। এর ফলশ্রুতিতে ইতিপূর্বে তারা ঘর্মাক্ত হওয়ায় যে দুর্গন্ধ সৃষ্টি হত তা দূরীভূত হয়।

٣٥٤- حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ الطَّيَالِسِيُّ نَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَوَضَّأَ فَبِهَا وَنِعْمَتْ وَمَنِ اغْتَسَلَ فَهُوَ اَفْضَلُ ـ

৩৫৪। আবুল ওয়ালীদ আত্-তায়ালিসী--- হযরত সামুরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি জুমুআর দিন উযু করবে, সে যেন সুন্নাতের উপর আমল এবং উত্তম কাজ করল। কাজেই যে ব্যক্তি গোসল করবে- তা তার জন্য সর্বোত্তমহবে।

پارہ ٣

৩য় পারা

١٣١. بَابُ الرَّجُلِ يُسْلِمُ فَيُؤْمَرُ بِالْغُسْلِ

১৩১. অনুচ্ছেদঃ ইসলাম গ্রহণের সময় গোসল করা

٣٥٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِيُّ اَنَا سُفْيَانُ نَا الاَغَرُّ عَنْ خَلِيفَةَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنْ جَدِّهِ قَيْسِ بْنِ عَاصِمٍ قَالَ اَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اُرِيدُ الْاِسْلَامَ فَامَرَنِى اَنْ اَغْتَسِلَ بِمَاۤءٍ وَّسِدْرٍ -

৩৫৫। মুহাম্মাদ ইব্ন কাছীর---- খলীফা ইব্ন হুসায়েন থেকে তাঁর দাদা কায়েস (রা)-র সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইসলাম কবুল করার আগ্রহে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের খিদ্মতে হাযির হলে তিনি আমাকে কুলের পাতা মিশ্রিত পানি দ্বারা গোসল করার নির্দেশদেন।

٣٥٦- حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ اُخْبِرْتُ عَنْ عُثَيْمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ اَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ اَنَّهُ جَاۤءَ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ قَدْ اَسْلَمْتُ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْقِ عَنْكَ شَعْرَ الْكُفْرِ يَقُولُ اِحْلِقْ قَالَ وَاَخْبَرَنِى اٰخَرُ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِاٰخَرَ مَعَهُ اَلْقِ عَنْكَ شَعْرَ الْكُفْرِ وَاخْتَتِنْ -

৩৫৬। মাখ্লাদ ইব্ন খালিদ---- উছায়েম থেকে তাঁর পিতার সূত্রে, তিনি তাঁর দাদার সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের খিদ্মতে উপস্থিত হয়ে বলেন, আমি ইস্লাম গ্রহণ করেছি। নবী করীম (স) তাঁকে বলেনঃ তুমি তোমার দেহ হতে কুফরী যুগের চিহ্ন ফেলেদাও।

রাবী বলেন, অপর একজন বর্ণনাকারী আমাকে জ্ঞাত করেছেন যে, ইসলাম গ্রহণের সময় অপর সাথীকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম নির্দেশ দেনঃ তুমি তোমার শরীর হতে কুফরী যুগের নিদর্শন ফেলে দাও এবং খাত্না কর।

١٣٢. بَابُ الْمَرْأَةِ تَغْسِلُ ثَوْبَهَا الَّذِى تَلْبَسُهُ فِى حَيْضِهَا

১৩২. অনুচ্ছেদঃ মহিলাদের হায়েযকালীন সময়ে পরিধেয় বস্ত্রাদি ধৌত করবে

٣٥٧ - حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ نَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ حَدَّثَنِى اَبِى حَدَّثَتْنِى اُمُّ الْحَسَنِ يَعْنِى جَدَّةَ اَبِى بَكْرِ الْعَدَوِيِّ عَنْ مُعَاذَةَ قَالَتْ سُئِلَتْ عَائِشَةُ عَنِ الْحَائِضِ يُصِيْبُ ثَوْبَهَا الدَّمُ قَالَتْ تَغْسِلُهُ فَاِنْ لَّمْ يَذْهَبْ اَثَرُهُ فَلْتُغَيِّرْهُ بِشَيْئٍ مِّنْ صُفْرَةٍ قَالَتْ وَلَقَدْ كُنْتُ اَحِيْضُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَ حِيَضٍ جَمِيْعًا لَا اَغْسِلُ لِى ثَوْبًا ـ

৩৫৭। আহ্মাদ ইব্ন ইব্রাহীম---- মুআযাহ (রহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত আয়েশা (রা)-কে হায়েযের রক্তমাখা কাপড় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, তা ধৌত করা একান্ত প্রয়োজন। যদি বস্ত্র হতে রক্তের চিহ্ন সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত না হয় তবে ধৌত করার ফলে তা হাল্কা রং হলেই চলবে।

আয়েশা (রা) আরো বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নিকট পরপর তিনটি হায়েযের কাল অতিক্রান্ত করি, কিন্তু এতদসত্ত্বেও আমি আমার হায়েযকালীন পরিধেয় বস্ত্রাদি ধৌত করিনি।[১]

٣٥٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ اَنَا اِبْرَاهِيْمَ بْنُ نَافِعٍ قَالَ سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَعْنِى بْنَ مُسْلِمٍ يَذْكُرُ عَنْ مُّجَاهِدٍ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ مَا كَانَ لِاَحَدِنَا اِلَّا ثَوْبٌ وَّاحِدٌ تَحِيْضُ فِيْهِ فَاِذَا اَصَابَهُ شَيْئٌ مِّنْ دَمٍ بَلَّتْهُ بِرِيْقِهَا ثُمَّ قَصَعَتْهُ بِرِيْقِهَا ـ

৩৫৮। মুহাম্মাদ ইব্ন কাছীর---- মুজাহিদ (রহ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন– আয়েশা (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (স)–এর বিবিদের মাত্র একখানি করে পরিধেয় বস্ত্র ছিল। হায়েযের সময়

১। স্ত্রীলোকদের হায়েযকালীন সময়ে পরিহিত বস্ত্রে যদি রক্ত লাগে তবে তা ধৌত করা ওয়াজিব। অপরপক্ষে সতর্কতার সাথে থাকার ফলে পরিধেয় বস্ত্রে যদি আদৌ রক্ত না লাগে তবে তা ধৌত করা ওয়াজিব নয়। –(অনুবাদক)

তা–ই (আমাদের) পরিধানে থাকত। অতঃপর তাতে যদি রক্তের দাগ দেখা যেত, তখন আমরা মুখের একটু থুথু দিয়ে তা ঘষে রক্তের দাগ উঠিয়ে ফেলতাম।

٣٥٩– حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ نَا عَبْدُ الرَّحْمَانِ يَعْنِى ابْنَ مَهْدِيٍّ نَا بَكَّارُ بْنُ يَحْيٰى حَدَّثَتْنِى جَدَّتِى قَالَتْ دَخَلْتُ عَلٰى أُمِّ سَلَمَةَ فَسَأَلَتْهَا امْرَأَةٌ مِنْ قُرَيْشٍ عَنِ الصَّلٰوةِ فِى ثَوْبِ الْحَائِضِ فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ قَدْ كَانَ يُصِيبُنَا الْحَيْضُ عَلٰى عَهْدِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَلْبَثُ اِحْدَانَا اَيَّامَ حَيْضِهَا ثُمَّ تَطْهُرُ فَتَنْظُرُ الثَّوْبَ الَّذِى كَانَتْ تَقَلَّبُ فِيهِ فَاِنْ اَصَابَهُ دَمٌ غَسَلْنَاهُ وَصَلَّيْنَاهُ فِيهِ وَاِنْ لَّمْ يَكُنْ اَصَابَهُ شَيْءٌ تَرَكْنَاهُ وَلَمْ يَمْنَعْنَا ذَالِكَ اَنْ نُّصَلِّىَ فِيهِ اَمَّا الْمُتَمَشِّطَةُ فَكَانَتْ اِحْدَانَا تَكُونُ مُمْتَشِطَةً فَاِذَا اغْتَسَلَتْ لَمْ تَنْقُضْ ذَالِكَ وَلٰكِنَّهَا تَحْفِنُ عَلٰى رَأْسِهَا ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ فَاِذَا رَأَتِ الْبَلَلَ فِىْ اُصُولِ الشَّعْرِ دَلَكَتْهُ ثُمَّ اَفَاضَتْ عَلٰى سَائِرِ جَسَدِهَا ـ

৩৫৯। ইয়াকূব ইব্‌ন ইবরাহীম.... বাক্‌র ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া থেকে তাঁর দাদীর সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উম্মে সালামা (রা)–র নিকট যাই। তখন তাঁকে এক কুরাইশ মহিলা হায়েযকালীন সময়ের পরিধেয় বস্ত্র পরিধান করে নামায পড়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সময় আমরা যখন হায়েযগ্রস্ত হতাম– তখন আমরা যে বস্ত্র পরিধান করতাম, পবিত্রতা অর্জনের পর তার প্রতি লক্ষ্য করে দেখতাম যে, তাতে কোন রক্ত লেগেছে কিনা। যদি তাতে রক্ত লাগত–তবে তা ধৌত করার পর ঐ কাপড়েই নামায আদায় করতাম। আর কাপড়ে যদি রক্তের চিহ্ন না থাকত তবে তা ধৌত করার প্রয়োজন মনে করতাম না। এরূপ কাপড় পরিধান করে নামায পড়তে রাসূলুল্লাহ (স) আমাদের কোন সময় নিষেধ করেননি।

উম্মে সালামা (রা) আরো বলেন, হায়েযকালীন আমাদের কারো কারো চুল খোপা বাঁধা অবস্থায় থাকত। হায়েয হতে পবিত্রতা অর্জনের পরেও তারা গোসলের সময় তা খুলত না, বরং মাথার উপর তিনবার পানি ঢেলে যখন দেখত যে, প্রতিটি চুলের গোড়ায় ভালভাবে পানি পৌঁছেছে– তখন তা ঘর্ষণ করত, অতঃপর সমস্ত শরীরে পানি ঢেলে উত্তমরূপে গোসল করত।

٣٦٠– حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ نَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

اِسْحَاقَ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ اَبِىْ بَكْرٍ قَالَتْ سَمِعْتُ اِمْرَأَةً تَسْأَلُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ تَصْنَعُ اَحَدُنَا بِثَوْبِهَا اِذَا رَأَتِ الطُّهْرَ اَتُصَلِّىْ فِيْهِ قَالَ تَنْظُرُ فَاِنْ رَأَتْ فِيْهِ دَمًا فَلْتَقْرُصْهُ بِشَيْءٍ مِّنْ مَّاءٍ وَلْتَنْضَحْ مَالَمْ تَرَ وَلْتُصَلِّ فِيْهِ ـ

৩৬০। আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মাদ---- আস্মা বিন্তে আবু বাক্র (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এক মহিলাকে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নিকট জিজ্ঞাসা করতে শুনেছি যে, হায়েয হতে পবিত্র হওয়ার পর উক্ত সময়ের পরিহিত বস্ত্র পরিধান করে নামায আদায় করতে পারবে কি? তিনি (স) বলেনঃ তাতে রক্তের চিহ্ন পরিলক্ষিত হলে তাতে সামান্য পানি দিয়ে ঘর্ষণ করে রক্তের দাগ মুছে ফেলতে হবে। অতঃপর তা পরিধান করে নামায আদায় করবে।

٣٦١- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَّالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ اَبِىْ بَكْرٍ اَنَّهَا قَالَتْ سَأَلَتِ امْرَأَةٌ رَّسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَرَأَيْتَ اِحْدَانَا اِذَا اَصَابَ ثَوْبَهَا الدَّمُ مِنَ الْحَيْضَةِ كَيْفَ تَصْنَعُ قَالَ اِذَا اَصَابَ اِحْدَاكُنَّ الدَّمُ مِنَ الْحَيْضِ فَلْتَقْرُصْهُ ثُمَّ لْتَنْضَحْهُ بِالْمَاءِ ثُمَّ لْتُصَلِّ ـ

৩৬১। আব্দুল্লাহ ইব্ন মাস্লামা---- আস্মা বিন্তে আবু বাক্র (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক মহিলা জিজ্ঞাসা করেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের কারো কাপড় ও পরিধেয় বস্ত্রে যদি হায়েযের রক্ত লাগে-তবে সে কি করবে? তিনি (স) বলেনঃ তোমাদের কারো পরিধেয় বস্ত্রে রক্ত লাগলে প্রথমে তা খুঁচে তুলে ফেলবে অতঃপর পানি দিয়ে ধৌত করার পর তা পরিধান করেই নামায আদায় করবে।

٣٦٢- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ثَنَا حَمَّادٌ ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنِىْ عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ ح وَحَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ نَا حَمَّادٌ يَّعْنِىْ بْنَ سَلَمَةَ عَنْ هِشَامٍ بِهٰذَا الْمَعْنٰى قَالَا حُتِّيْهِ ثُمَّ اقْرُصِيْهِ بِالْمَاءِ ثُمَّ انْضَحِيْهِ ـ

৩৬২। মুসাদ্দাদ--- হাম্মাদ ইব্ন সালামা–হিশাম হতে পূর্বোক্ত হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। রাবী বলেন, প্রথমে তা (রক্ত) খুঁচিয়ে তুলে ফেলবে, অতঃপর তা পানি দিয়ে ঘর্ষণ করে ধৌত করবে।

٣٦٣- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ثَنَا يَحْيَى يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ الْقَطَّانَ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ ثَنِي ثَابِتٌ الْحَدَّادُ ثَنِي عَدِيُّ بْنُ دِينَارٍ قَالَ سَمِعْتُ أُمَّ قَيْسٍ بِنْتَ مِحْصَنٍ تَقُولُ سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ دَمِ الْحَيْضِ يَكُونُ فِي الثَّوْبِ قَالَ حُكِّيهِ بِضِلَعٍ وَّاغْسِلِيهِ بِمَآءٍ وَّسِدْرٍ -

৩৬৩। মুসাদ্দাদ--- আদী ইব্ন দীনার (রহ) থেকে বর্ণিত। উম্মে কায়েস (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে হায়েযের রক্ত কাপড় লাগলে কি করতে হবে তা জিজ্ঞাসা করি। তিনি (স) বলেনঃ প্রথমে একখন্ড কাঠ দিয়ে তা খুঁচবে অতঃপর কুলপাতা মিশ্রিত পানি দিয়ে ধৌত করবে।

٣٦٤- حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ ثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ اَبِي نَجِيحٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَدْ كَانَ يَكُونُ لِاَحَدِنَا الدِّرْعُ فِيهِ تَحِيضُ وَفِيهِ تُصِيبُهَا الْجَنَابَةُ ثُمَّ تَرٰى فِيهِ قَطْرَةً مِّنْ دَمٍ فَتَقْصَعُهُ بِرِيقِهَا -

৩৬৪। আন–নুফায়লী--- আতা (রহ) থেকে বর্ণিত। আয়েশা (রা) বলেন, আমাদের প্রত্যেকের গায়ে দেওয়ার জন্য মাত্র একটি করে জামা ছিল। তা পরিধান করা অবস্থায় আমরা হায়েযগ্রস্ত এবং অপবিত্র হতাম। অতঃপর তাতে রক্তের চিহ্ন দেখতে পেলে তাতে থুথু দিয়ে ঘষে পরিষ্কার করতাম।

٣٦٥- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ اَبِي حَبِيبٍ عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ اَنَّ خَوْلَةَ بِنْتَ يَسَارٍ اَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللّٰهِ اِنَّهُ لَيْسَ لِيَ اِلَّا ثَوْبٌ وَّاحِدٌ وَّاَنَا اَحِيضُ فِيهِ فَكَيْفَ اَصْنَعُ - قَالَ اِذَا طَهُرْتِ فَاغْتَسِلِيهِ ثُمَّ صَلِّي فِيهِ - فَقَالَتْ فَاِنْ لَّمْ يَخْرُجِ الدَّمُ - قَالَ يَكْفِيكِ غَسْلُ الدَّمِ وَلَا يَضُرُّكِ اَثَرُهُ -

৩৬৫। কুতায়বা ইব্ন সাঈদ··· আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। খাওলা বিনতে ইয়াসার (রা) মহানবী (স)–এর নিকট এসে বলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমার একটি মাত্র কাপড় আছে এবং তা পরিহিত অবস্থায় আমি হায়েযগ্রস্ত হই। তখন আমি কি করব? তিনি বলেনঃ তুমি পবিত্র হলে কাপড়টি ধুয়ে নাও, অতঃপর তা পরিধান করে নামায পড়। তিনি বলেন, যদি রক্তের দাগ দূরীভূত না হয়? তিনি বলেনঃ রক্ত ধৌত করাই তোমার জন্য যথেষ্ট, এর চিহ্ন তোমার কোন ক্ষতি করবে না (হাদীছটি ভারতীয় সংস্করণে নেই, মিসরীয় সংস্করণে আছে)।

١٣٣. بَابُ الصَّلٰوةِ فِى الثَّوْبِ الَّذِى يُصِيبُ اَهْلَهُ فِيهِ

১৩৩. অনুচ্ছেদঃ সংগমকালীন সময়ের পরিধেয় বস্ত্র সহ নামায আদায় করা

٣٦٦- حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادِ بْنِ خَمَّادِ الْمِصْرِىُّ اَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ اَبِى حَبِيبٍ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُدَيْجٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ اَبِى سُفْيَانَ اَنَّهُ سَأَلَ اُخْتَهُ اُمَّ حَبِيبَةَ زَوْجَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى فِى الثَّوْبِ الَّذِى يُجَامِعُهَا فِيهِ فَقَالَتْ نَعَمْ اِذَا لَمْ يَرَفِيهِ اَذًى

৩৬৬। ঈসা ইব্ন হাম্মাদ আল–মিসরী··· হযরত মুআবিয়া ইব্ন আবু সুফিয়ান (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, তিনি তাঁর বোন এবং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের পত্নী হযরত উম্মে হাবীবা (রা)–কে জিজ্ঞাসা করেন– স্ত্রী সংগমকালে পরিহিত বস্ত্রে নবী করীম (স) কি নামায পড়তেন? তিনি বলেন, হাঁ পড়তেন– যদি তাতে নাপাক কিছু না দেখতেন।

١٣٤. بَابُ الصَّلٰوةِ فِى شُعُرِ النِّسَاءِ

১৩৪. অনুচ্ছেদঃ মহিলাদের শরীরের সংগে সম্পৃক্ত কাপড়ে নামায আদায় না করা

٣٦٧- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ نَا اَبِى نَا اَشْعَثُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَقِيقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُصَلِّى فِى شُعُرِنَا اَوْ لُحُفِنَا - قَالَ عُبَيْدُ اللّٰهِ شَكَّ اَبِى -

৩৬৭। উবায়দুল্লাহ ইব্ন মুআয---- আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম আমাদের শরীরের সাথে সম্পৃক্ত কাপড়ে বা লেপে নামায আদায় করতেননা।

٣٦٨- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ نَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ نَا حَمَّادٌ عَنْ هِشَامٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يُصَلِّي فِيْ مَلَاحِفِنَا قَالَ حَمَّادٌ وَسَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ اَبِي صَدَقَةَ قَالَ سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْهُ فَلَمْ يُحَدِّثْنِي وَقَالَ سَمِعْتُهُ مُنْذُ زَمَانٍ وَلَا اَدْرِى مِمَّنْ سَمِعْتُهُ وَلَا اَدْرِى اَسَمِعْتُهُ مِنْ ثَبْتٍ اَوْ لَا فَسَلُوا عَنْهُ ـ

৩৬৮। হাসান ইব্ন আলী---- আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম আমাদের লেপে নামায আদায় করতেন।
হাম্মাদ (রহ) বলেন, আমি সাঈদকে বলতে শুনেছিঃ আমি মুহাম্মাদ ইব্ন সীরীনকে এই হাদীছের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করি। তিনি অক্ষমতা প্রকাশ করে বলেন, আমি বহুদিন হতে এই হাদীছটি শ্রবণ করছি, কিন্তু প্রকৃত বর্ণনাকারীর কোন অনুসন্ধান পাইনি। অতএব এ ব্যাপারে অন্য কাউকে জিজ্ঞাসা করুন।

١٣٥. بَابُ الرُّخْصَةِ فِيْ ذٰلِكَ

১৩৫. মহিলাদের দেহের সাথে সংযুক্ত কাপড়ে নামায আদায়ের অনুমতি প্রসংগে

٣٦٩-حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ بْنِ سُفْيٰنَ نَاسُفْيَانُ عَنْ اَبِيْ اِسْحٰقَ الشَّيْبَانِيِّ سَمِعَهُ مِنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَدَّادٍ يُحَدِّثُهُ عَنْ مَيْمُونَةَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى وَعَلَيْهِ مِرْطٌ وَعَلَى بَعْضِ اَزْوَاجِهِ مِنْهُ وَهِىَ حَائِضٌ يُصَلِّيْ وَهُوَ عَلَيْهِ ـ

৩৬৯। মুহাম্মাদ ইব্নুস সাব্বাহ---- আবদুল্লাহ্ ইব্ন শাদ্দাদ (রহ) হতে বর্ণিত। মায়মূনা (রা) বলেন, একদা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম মোটা পশ্মী চাদর গায় দিয়ে নামায আদায় করেছেন। তখন উক্ত চাদরের একাংশ তাঁর (স) হায়েযগ্রস্ত কোন এক স্ত্রীর গায়ে ছিল।

٣٧٠- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ نَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ نَا طَلْحَةُ بْنُ يَحْيٰى عَنْ

عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِاللَّيْلِ وَاَنَا اِلٰى جَنْبِهٖ وَاَنَا حَائِضٌ وَعَلَىَّ مِرْطٌ وَعَلَيْهِ بَعْضُهُ ـ

৩৭০। উছমান ইব্‌ন আবু শায়বা.... উবায়দুল্লাহ (রহ) থেকে বর্ণিত। আয়েশা (রা) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম রাতে নামায আদায় করছিলেন। তখন আমি হায়েযগ্রস্ত অবস্থায় তাঁর পাশেই ছিলাম। আমার চাদরের একাংশ আমার গায়ে এবং বাকী অংশ রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর গায়ে ছিল।

١٣٦. بَابُ الْمَنِيِّ يُصِيبُ الثَّوْبَ

১৩৬. অনুচ্ছেদঃ কাপড়ে বীর্য লেগে গেলে

٣٧١- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ اَنَّهٗ كَانَ عِنْدَ عَائِشَةَ فَاحْتَلَمَ فَاَبْصَرَتْهُ جَارِيَةٌ لِعَائِشَةَ وَهُوَ يَغْسِلُ اَثَرَ الْجَنَابَةِ مِنْ ثَوْبِهٖ اَوْ يَغْسِلُ ثَوْبَهٗ فَاَخْبَرَتْ عَائِشَةَ فَقَالَتْ لَقَدْ رَأَيْتُنِي وَاَنَا اَفْرُكُهٗ مِنْ ثَوْبِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ

৩৭১। হাফ্‌স ইব্‌ন উমার.... ইব্‌রাহীম থেকে হাম্মামের সূত্রে বর্ণিত। তিনি আয়েশা (রা)-র মেহমান ছিলেন। তাঁর স্বপ্নদোষ হওয়ার পর তিনি কাপড় হতে বীর্য ধৌত করছিলেন। তা আয়েশা (রা)-এর বাদী দেখে তাঁকে (আয়শাকে) অবহিত করেন। তখন আয়েশা (রা) বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয় সাল্লামের কাপড় হতে এটা খুঁচে তুলে ফেলে দিতাম।

٣٧٢. حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ نَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ اَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ اَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ اَفْرُكُ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُصَلِّي فِيْهِ ـ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَافَقَهٗ مُغِيْرَةُ وَاَبُوْ مَعْشَرٍ وَاصِلٌ وَرَوَاهُ الْاَعْمَشُ كَمَا رَوَاهُ الْحَكَمُ ـ

৩৭২। মুসা ইব্‌ন ইসমাঈল.... ইব্‌রাহীম (রহ) থেকে আসওয়াদ (রহ)-এর সূত্রে বর্ণিত। আয়েশা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের কাপড় হতে মনী ঘষে উঠিয়ে ফেলতাম! অতঃপর তিনি ঐ কাপড় পরিধান করে নামায আদায় করতেন।

ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেন, হযরত মুগীরা ও আবু মাশার উপরোক্ত হাদীছের বর্ণনায় ঐক্যমত পোষণ করেছেন। আমাশ–হাকামের অনুরূপই বর্ণনা করেছেন।

٣٧٣- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ نَا زُهَيْرٌ ح وَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ حِسَابٍ الْبَصْرِيُّ نَا سُلَيْمٌ يَعْنِي ابْنَ اَخْضَرَ الْمَعْنٰى وَالْاَخْبَارُ فِيْ حَدِيْثِ سُلَيْمٍ قَالَا نَا عَمْرُو بْنُ مَيْمُوْنِ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ يَقُوْلُ سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُوْلُ اَنَّهَا كَانَتْ تَغْتَسِلُ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اُرَاهُ فِيْهِ بُقْعَةً اَوْ بُقَعًا -

৩৭৩। আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মাদ এবং মুহাম্মাদ ইব্ন উবায়েদ.... আমর থেকে সুলায়মানের সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা)–কে বলতে শুনেছি যে, তিনি (আয়েশা) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের কাপড় হতে মনী ধৌত করতেন। তারপরও বস্ত্রের উপর তার ভিজা দাগ পরিলক্ষিত হত।

١٣٧. بَابُ بَوْلِ الصَّبِيِّ يُصِيْبُ الثَّوْبَ

১৩৭. অনুচ্ছেদঃ শিশুদের পেশাব কাপড়ে লাগলে

٣٧٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ اِبْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُوْدٍ عَنْ اُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ اَنَّهَا اَتَتْ بِابْنٍ لَهَا صَغِيْرٍ لَمْ يَاكُلِ الطَّعَامَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَجْلَسَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ حِجْرِهِ فَبَالَ عَلٰى ثَوْبِهِ فَدَعَا بِمَاءٍ فَنَضَحَهُ وَلَمْ يَغْسِلْهُ -

৩৭৪। আবদুল্লাহ ইব্ন মাসলামা.... উবায়দুল্লাহ (রহ) থেকে উম্মে কায়েস (রা)–র সূত্রে বর্ণিত। তিনি তাঁর দুগ্ধপোষ্য শিশুকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের খিদ্মতে আগমন করেন। রাসূলুল্লাহ (স) শিশুটিকে কোলে নেয়ার পর সে তাঁর কাপড়ে পেশাব করে দেয়। অতঃপর তিনি পানি নিয়ে কাপড়ের উক্ত স্থানে ঢেলে দেন কিন্তু তা ধৌত করেন নি।[১]

১। দুগ্ধপোষ্য শিশু কাপড়ে পেশাব করে দিলে তা ধৌত করতে হবে। ঐ কাপড় ধৌত করা ব্যতীত তা পরিধান করে নামায আদায় করা জায়েজ নয়। তবে কারো অতিরিক্ত কোন কাপড়ের সংস্থান না থাকলে, তারা পেশাবের স্থানটুকু ধৌত করে উক্ত কাপড়ে নামায আদায় করতে পারবে। –(অনুবাদক)

٣٧٥- حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ وَّالرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ اَبُوْ تَوْبَةَ الْمَعْنٰى قَالَا نَا اَبُو الْاَحْوَصِ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ قَابُوْسٍ عَنْ لُبَابَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ قَالَتْ كَانَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ رَّضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فِيْ حِجْرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَالَ عَلَيْهِ فَقُلْتُ اَلْبَسْ ثَوْبًا وَّاَعْطِنِيْ اِزَارَكَ حَتّٰى اَغْسِلَهٗ قَالَ اِنَّمَا يُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الْاُنْثٰى وَيُنْضَحُ مِنْ بَوْلِ الذَّكَرِ -

৩৭৫। মুসাদ্দাদ ইব্‌ন মুসারহাদ···· কাবূস (রহ) থেকে লুবাবা (রহ)–এর সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুসায়েন ইব্‌ন আলী (রা) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের কোলে ছিলেন। এমতাবস্থায় তিনি তাঁর কোলে পেশাব করেন। তখন আমি তাঁকে বলি, আপনি অন্য একটি কাপড় পরিধান করুন এবং এই কাপড়টি আমাকে ধৌত করতে দিন। রাসূলুল্লাহ্ (স) বলেনঃ মেয়ে শিশুর পেশাব কাপড়ে লাগলে তা ধৌত করতে হয় এবং ছেলে শিশুর পেশাব কাপড়ে লাগলে তাতে পানি ছিটালেই চলে।[১]

٣٧٦- حَدَّثَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوْسٰي وَعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيْمِ الْمَعْنٰى قَالَ نَا عَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنِيْ يَحْيَى بْنُ الْوَلِيْدِ حَدَّثَنِيْ مُحِلُّ بْنُ خَلِيْفَةَ حَدَّثَنِيْ اَبُو السَّمْحِ قَالَ كُنْتُ اَخْدُمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ اِذَا اَرَادَ اَنْ يَّغْتَسِلَ قَالَ وَلِّنِيْ قَفَاكَ فَاُوَلِّيْهِ قَفَايَ فَاَسْتُرُهٗ بِهٖ فَاُتِيَ بِحَسَنٍ اَوْ حُسَيْنٍ رَّضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا فَبَالَ عَلٰى صَدْرِهٖ فَجِئْتُ اَغْسِلُهٗ فَقَالَ يُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الْجَارِيَةِ وَيُرَشُّ مِنْ بَوْلِ الْغُلَامِ - قَالَ عَبَّاسٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الْوَلِيْدِ - قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَهُوَ اَبُو الزَّعْرَاءِ وَقَالَ هَارُوْنُ بْنُ تَمِيْمٍ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ الْاَبْوَالُ كُلُّهَا سَوَاءٌ -

৩৭৬। মুজাহিদ ইব্‌ন মূসা···· মুহিল্ল ইব্‌ন খলীফা (রহ) থেকে আবু সাম্‌হ (রা)–র সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের খাদেম ছিলাম। তিনি যখন

১। শিশু–ছেলে বা মেয়ে যাই হোক না কেন –কাপড়ে পেশাব করলে ঐ কাপড় ধৌত করতে হবে। তবে সাধারণতঃ মেয়েরা পেশাব করলে তা অধিক স্থানে ছড়িয়ে পড়ে এইজন্য তাদের পেশাবের কাপড় ভালভাবে ধৌত করা প্রয়োজন। তাছাড়া প্রকৃতিগত কারণে মেয়েদের পেশাবে দুর্গন্ধের পরিমাণও অধিক। –(অনুবাদক)

গোসলের ইচ্ছা করতেন, তখন আমাকে বলতেনঃ তুমি অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে দাঁড়াও। তখন আমি অপরদিকে পর্দা স্বরূপ মুখ ফিরিয়ে দাঁড়াতাম।

একদা হযরত হাসান অথবা হুসাইন (রা)-কে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নিকট আনা হলে তাদের একজন তাঁর বুকের উপর পেশাব করেন। আমি তা ধৌত করতে যাই। তখন তিনি বলেনঃ মেয়ে শিশুদের পেশাব ধৌত করতে হয় এবং ছেলে শিশুদের পেশাবে পানি ছিটিয়ে দিলেই চলে।

ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেন, ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ওয়ালীদ (রহ) আবুল যা'রা নামে পরিচিত। হারূন ইব্ন তামীম (রহ) হাসান (রহ) হতে বর্ণনা করেন যে, ছেলে শিশু ও মেয়ে শিশুর পেশাবের হুকুম শরীআতের দৃষ্টিতে একই।

٣٧٧- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَحْيَي عَنِ ابْنِ اَبِى عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِيْ حَرْبِ بْنِ اَبِي الاَسْوَدِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ يُغْسَلُ بَوْلُ الْجَارِيَةِ وَيُنْضَحُ بَوْلُ الْغُلَامِ مَالَمْ يَطْعَمْ ـ

৩৭৭। মুসাদ্দাদ---- আবু হারব্ থেকে তাঁর পিতার সূত্রে এবং তিনি হযরত আলী (রা)-র সূত্রে বর্ণনা করেন। আলী (রা) বলেন, খাদ্য গ্রহণে সক্ষম না হওয়া পর্যন্ত মেয়ে শিশুর পেশাব ধৌত করতে হবে এবং ছেলে শিশুর পেশাবে পানি ছিটালেই (ঢাললে) যথেষ্ট।

٣٧٨- حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى نَامُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِيْ اَبِيْ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِيْ حَرْبِ بْنِ اَبِي الاَسْوَدِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَبِيْ طَالِبٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ نَبِيَّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ وَلَمْ يَذْكُرْمَالَمْ يَطْعَمْ زَادَ قَالَ قَتَادَةُ هٰذَا مَا لَمْ يَطْعَمَا الطَّعَامَ فَاِذَا طَعِمَا غُسِلَا جَمِيْعًا ـ

৩৭৮। ইব্নুল মুছান্না---- আবুল হারব্ থেকে তাঁর পিতার সূত্রে এবং তিনি হযরত আলী (রা)-র সূত্রে বর্ণনা করেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেন---- পূর্বোক্ত হাদীছের অনুরূপ। এই সনদে 'মালাম ইয়াতআম' (যতক্ষণ খাদ্য গ্রহণ না করে) এ শব্দটির উল্লেখ নাই।

হিশাম আরো বর্ণনা করেছেন যে, আবু কাতাদার মতে শিশু কন্যা ও পুত্রদের ব্যাপারে যে মতানৈক্য আছে- তা কেবলমাত্র এ খাদ্যাভাসের পূর্ব পর্যন্ত। খাদ্য গ্রহণের পর- উভয়ের পেশাব ভালভাবে ধৌত করতে হবে।

٣٧٩- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ اَبِى الْحَجَّاجِ نَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ

الْحَسَنِ عَنْ أُمِّهِ قَالَتْ أَنَّهَا أَبْصَرَتْ أُمَّ سَلَمَةَ تَصُبُّ الْمَاءَ عَلَى بَوْلِ الْغُلَامِ مَا لَمْ يَطْعَمْ فَإِذَا طَعِمَ غَسَلَتْهُ وَكَانَتْ تَغْسِلُ بَوْلَ الْجَارِيَةِ ـ

৩৭৯। আব্দুল্লাহ ইব্ন আমর---- হাসান থেকে তাঁর মাতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি উম্মে সালামা (রা)-কে দেখেছেন যে, তিনি ছেলে শিশুদের শক্ত খাবার গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত তাদের পেশাব করা কাপড়ের উপর (পেশাবের স্থানে) পানি ঢালতেন। অতঃপর তারা (শিশুরা) শক্ত খাদ্য গ্রহণে অভ্যস্ত হলে তাদের পেশাবকৃত কাপড় ধৌত করতেন এবং তিনি মেয়ে শিশুদের পেশাবের কাপড়ও ধুয়ে ফেলতেন।

١٣٨. بَابُ الْأَرْضِ يُصِيبُهَا الْبَوْلُ

১৩৮. অনুচ্ছেদঃ মাটিতে পেশাব লাগলে

٣٨٠- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ وَابْنُ عَبْدَةَ فِي آخَرِينَ وَهٰذَا لَفْظُ ابْنِ عَبْدَةَ قَالَ أَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ أَعْرَابِيًّا دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَرَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ فَصَلَّى قَالَ ابْنُ عَبْدَةَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ اللّٰهُمَّ ارْحَمْنِي وَمُحَمَّدًا وَلَا تَرْحَمْ مَعَنَا أَحَدًا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ تَحَجَّرْتَ وَاسِعًا ثُمَّ لَمْ يَلْبَثْ أَنْ بَالَ فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ فَأَسْرَعَ النَّاسُ إِلَيْهِ فَنَهَاهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ إِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ صُبُّوا عَلَيْهِ سَجْلًا مِنْ مَاءٍ أَوْ قَالَ ذَنُوبًا مِنْ مَاءٍ ـ

৩৮০। আহ্‌মদ ইব্‌ন আমর---- সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব (রহ) থেকে আবু হুরায়রা (রা)-র সূত্রে বর্ণিত। একদা এক বেদুইন মসজিদে প্রবেশ করে নামায আদায় করে। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম মসজিদে বসা ছিলেন। ইব্‌ন আব্‌দার বর্ণনায় আছে- এই বেদুইন দুই রাকাত নামায আদায় করেছিল। অতঃপর সে এভাবে দুআ করল- "ইয়া আল্লাহ! তুমি আমার ও মুহাম্মাদ (স)-এর উপর রহমত নাযিল কর এবং আমরা ব্যতীত অন্য কারও উপর রহমত বর্ষণ কর না।" একথা শুনে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেনঃ তুমি প্রশস্তকে সংকীর্ণ

করেছ (অর্থাৎ ব্যাপক রহমতকে তুমি সীমিত করে ফেলেছ)। কিছুক্ষণ পর ঐ ব্যক্তি মসজিদের এক কোণায় পেশাব করল। মসজিদে উপস্থিত মুসল্লীগণ তাকে বাধা দিতে উদ্ধত হল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাদের নিবৃত্ত হতে বলেন। অতঃপর তিনি ইরশাদ করেনঃ তোমাদেরকে সহজভাবে সমস্ত কাজ সম্পন্ন করার জন্য প্রেরণ করা হয়েছে– কঠিনভাবে নয়। তোমরা তার উপর (পেশাবের উপর) এক বাল্‌তি পানি ঢেলে দাও– (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ, ইব্‌ন মাজা)।

٣٨١– حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ اِسْمٰعِيلَ نَا جَرِيرٌ يَعْنِى ابْنَ حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الْمَلِكِ يَعْنِى ابْنَ عُمَيْرٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَعْقِلِ بْنِ مُقَرِّنٍ قَالَ صَلّٰى اَعْرَابِىٌّ مَعَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهٰذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ فِيهِ وَقَالَ يَعْنِى النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذُوا مَا بَالَ عَلَيْهِ مِنَ التُّرَابِ فَاَلْقُوهُ وَاَهْرِيقُوا عَلٰى مَكَانِهِ مَاءً ـ قَالَ اَبُو دَاوُدَ وَهُوَ مُرْسَلٌ ابْنُ مَعْقِلٍ لَمْ يُدْرِكِ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ

৩৮১। মুসা ইব্‌ন ইসমাঈল---- আবদুল মালেক (রহ) থেকে আব্‌দুল্লাহ্ ইব্‌ন মাকিল (রহ)–এর সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক বেদুইন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সাথে নামায আদায় করে। অতঃপর রাবী পেশাবের এই ঘটনা বর্ণনা করেন। তিনি (রাবী) এতদ্‌–সম্পর্কে বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ ঐ ব্যক্তি মাটির যে স্থানে পেশাব করেছে তা তুলে বাইরে নিক্ষেপ কর, অতঃপর সেখানে পানি ঢেলে দাও।

ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেন, এই হাদীছ মুরসাল। কারণ ইব্‌ন মাকিলের নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সাথে সাক্ষাত হয়নি, কেননা তিনি তাবিঈ ছিলেন।

١٣٩. بَابٌ فِي طُهُورِ الْاَرْضِ اِذَا يَبِسَتْ

১৩৯. অনুচ্ছেদঃ শুষ্ক জমীনের পবিত্রতা

٣٨٢– حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ نَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِى يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِى حَمْزَةُ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ قَالَ قَالَ ابْنُ عُمَرَ كُنْتُ اَبِيتُ فِي الْمَسْجِدِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكُنْتُ فَتًى شَابًّا عَزَبًا وَكَانَتِ الْكِلَابُ

تَبُولُ وَتُقْبِلُ وَتُدْبِرُ فِى الْمَسْجِدِ فَلَمْ يَكُونُوا يَرُشُّونَ شَيْئًا مِّنْ ذَالِكَ ـ

৩৮২। আহ্‌মাদ ইবন সালেহ···· হামযা ইবন আবদুল্লাহ ইবন উমার (রহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সময় মসজিদে ঘুমাতাম । ঐ সময় আমি অবিবাহিত যুবক ছিলাম। তখন কুকুর প্রায়ই মসজিদের অংগনে যাতায়াত করত এবং পেশাব করে দিত। সাহাবায়ে কিরামগণ এই পেশাবের উপর পানি ঢালতেন ন।[১]–(বুখারী)।

١٤. بَابُ الْاَذٰى يُصِيبُ الذَّيْلَ

১৪০. অনুচ্ছেদঃ শুষ্ক নাপাক জিনিস কাপড়ের আঁচলে লাগলে

٣٨٣– حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَّالِكٍ عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيمَ عَنْ اُمِّ وَلَدٍ لِّاِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ عَوْفٍ اَنَّهَا سَاَلَتْ اُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ اِنِّي امْرَأَةٌ اُطِيلُ ذَيْلِي وَاَمْشِي فِى مَكَانِ الْقَذِرِ فَقَالَتْ اُمُّ سَلَمَةَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُطَهِّرُهُ مَا بَعْدَهُ ـ

৩৮৩। আবদুল্লাহ ইবন মাসলামা···· মুহাম্মাদ ইবন ইবরাহীম থেকে ইবরাহীম ইবন আবদুর রহমানের উম্মে ওয়ালাদের সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের স্ত্রী হযরত উম্মে সালামা (রা)–কে জিজ্ঞাসা করেনঃ আমি এমন এক ব্যক্তি– যে তার কাপড়ের আঁচল ঝুলিয়ে রাখে। তিনি আরো বলেন, আমি নাপাক স্থানেও চলাফেরা করি। উম্মে সালামা (রা) বলেন, পরবর্তী (পবিত্র) স্থান তা পবিত্র করে দেয়– (তিরমিযী, ইবন মাজা, আল–মুওয়াত্তা, দারিমী)।[২]

১। ঐ সময় মসজিদে নববীর চতুর্দিকে কোন প্রাচীর ছিল না, এর অংগন ছিল খোলা। সেজন্য কুকুর এর মধ্যে বিনা প্রতিবন্ধকতায় যাতায়াত করত। যেহেতু কুকুর এর বালু মন্ডিত অংগনে পেশাব করাব পর প্রখর রৌদ্র তাপে তা শুকিয়ে যেত–তাই সেখানে কোন দাগ বা দুর্গন্ধ সৃষ্টি হত না। এ কারণে সেখানে কোন পানি ঢালার প্রয়োজন হত না। এভাবে মাটি পবিত্র হয়ে থাকে –(অনুবাদক)

২। সাধারণতঃ কাপড়ে বা আঁচলে ভজা নাপাক জিনিস লাগলে তা ধৌত করা ব্যতীত পবিত্র হয় না। অবশ্য শুষ্ক নাপাক জিনিস কাপড়ে লাগলে তাতে কাপড় অপবিত্র হয় না।

٣٨٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ وَاَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ قَالَا نَا زُهَيْرٌ نَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عِيْسٰى عَنْ مُوْسٰى بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَزِيْدَ عَنِ امْرَأَةٍ مِّنْ بَنِيْ عَبْدِ الْاَشْهَلِ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ لَنَا طَرِيْقًا اِلَى الْمَسْجِدِ مُنْتِنَةً فَكَيْفَ نَفْعَلُ اِذَا مُطِرْنَا قَالَ اَلَيْسَ بَعْدَهَا طَرِيْقٌ هِيَ اَطْيَبُ مِنْهَا قَالَتْ قُلْتُ بَلٰى قَالَ فَهٰذِهِ بِهٰذِهِ -

৩৮৪। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুহাম্মাদ---- মুসা ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন ইয়াযীদ (রহ) থেকে বনী আবদুল আশহালের এক মহিলার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করি, আমাদের মসজিদে যাতায়াতের রাস্তাটির কিছু অংশ ময়লা-আবর্জনাপূর্ণ। বৃষ্টিপাতের সময় আমরা কি করব? তিনি (স) বলেনঃ পরবর্তী রাস্তাটুকু কি পবিত্র নয়? আমি বলি-হাঁ। তিনি (স) বলেনঃ পূর্বের (দুর্গন্ধযুক্ত) রাস্তাটির নাপাকী পরবর্তী (পবিত্র) রাস্তা বিদূরিত করবে- (ইব্‌ন মাজা)।[২]

١٤١. بَابُ الْاَذٰى يُصِيْبُ النَّعْلَ

১৪১. অনুচ্ছেদঃ জুতা বা মোজায় নাপাক লেগে গেলে

٣٨٥- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا اَبُو الْمُغِيْرَةِ ح وَحَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيْدِ بْنِ مَزْيَدٍ اَخْبَرَنِيْ اَبِيْ ح وَحَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ خَالِدٍ نَا عُمَرُ يَعْنِيْ عَبْدَ الْوَاحِدِ عَنِ الْاَوْزَاعِيِّ الْمَعْنٰى اَنَّ سَعِيْدَ ابْنَ اَبِيْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيَّ حَدَّثَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا وَطِئَ اَحَدُكُمْ بِنَعْلِهِ الْاَذٰى فَاِنَّ التُّرَابَ لَهُ طَهُوْرٌ -

৩৮৫। আহমাদ ইব্‌ন হাম্বল---- সাঈদ ইব্‌ন আবু সাঈদ থেকে তাঁর পিতার সূত্রে এবং তিনি হযরত আবু হুরায়রা (রা)-র সূত্রে বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ্ (স) বলেনঃ যদি তোমাদের কারও জুতার তলায় নাপাক দ্রব্য লাগে তবে পরবর্তী (পবিত্র) মাটি তা পাক করার জন্য যথেষ্ট।

২। কোন নাপাক স্থানের উপর দিয়ে যাওয়ার পর পরবর্তী পর্যায়ে পবিত্র স্থানের উপর দিয়ে যাওয়ার ফলে এর আছর নষ্ট হয়ে যায়। তবুও অবস্থা ভেদে ব্যবস্থা গ্রহণ শ্রেয়ঃ -(অনুবাদক)।

٣٨٦- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ يَعْنِي صَنْعَانِيَّ عَنِ الْاَوْزَاعِيِّ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ اَبِيْ سَعِيدٍ عَنْ اَبِيهِ عَنْ اَبِيْ هُرَيرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَاهُ قَالَ اِذَا وَطِئَ الْاَذٰى بِخُفَّيْهِ فَطَهُوْرُهُمَا التُّرَابُ -

৩৮৬। আহ্‌মাদ ইব্‌ন ইবরাহীম.... সাঈদ ইব্‌ন আবু সাঈদ আল-মাকবূরী থেকে তাঁর পিতার সূত্রে এবং তিনি হযরত আবু হুরায়রা (রা)-র সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি (আবু হুরায়রা) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হতে পূর্বোক্ত হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তিনি (স) বলেনঃ কারও মোজায় নাপাক লাগলে তা পবিত্র করার জন্য মাটিই যথেষ্ট।

٣٨٧- حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ نَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ عَائِذٍ حَدَّثَنِي يَحْيٰى يَعْنِي ابْنَ حَمْزَةَ عَنِ الْاَوْزَاعِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ اَخْبَرَنِي اَيْضًا سَعِيدُ بْنُ اَبِيْ سَعِيدٍ عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَاهُ -

৩৮৭। মাহ্‌মুদ ইব্‌ন খালিদ.... হযরত আয়েশা (রা) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হতে পূর্বোক্ত হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

١٤٢. بَابُ الْاِعَادَةِ مِنَ النَّجَاسَةِ تَكُونُ فِي الثَّوْبِ

১৪২. অনুচ্ছেদঃ নাপাক বস্ত্র পরিহিত অবস্থায় আদায়কৃত নামায পুণঃ আদায় করা

٣٨٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ نَا اَبُو مَعْمَرٍ نَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَتْنَا اُمُّ يُونُسَ بِنْتُ شَدَّادٍ قَالَتْ حَدَّثَتْنِي حَمَاتِي اُمُّ جَحْدَرٍ الْعَامِرِيَّةُ اَنَّهَا سَاَلَتْ عَائِشَةَ عَنْ دَمِ الْحَيْضِ يُصِيبُ الثَّوْبَ فَقَالَتْ كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْنَا شِعَارُنَا وَقَدْ اَلْقَيْنَا فَوْقَهُ كِسَاءً فَلَمَّا اَصْبَحَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَخَذَ الْكِسَاءَ فَلَبِسَهُ ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الْغَدَاةَ ثُمَّ جَلَسَ فَقَالَ رَجُلٌ

يَا رَسُوْلَ اللهِ هٰذِهِ لُمْعَةٌ مِنْ دَمٍ فَقَبَضَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلٰى مَا يَلِيْهَا فَبَعَثَ بِهَا اِلَيَّ مَصْرُوْرَةً فِيْ يَدِ الْغُلَامِ فَقَالَ اغْسِلِيْ هٰذَا وَاَجِفِّيْهَا وَاَرْسِلِي بِهَا اِلَيَّ فَدَعَوْتُ بِقَصْعَتِيْ فَغَسَلْتُهَا ثُمَّ اَجْفَفْتُهَا فَاَحَرْتُهَا اِلَيْهِ فَجَاءَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنِصْفِ النَّهَارِ وَهِيَ عَلَيْهِ ـ

৩৮৮। মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইয়াহইয়া— উম্মে ইউনুস বিনতে শাদ্দাদ (রহঃ) বলেন, আমার ননদ উম্মে জাহাদার আল-আমিরিয়্যা আমাকে বলেছেন যে, তিনি হযরত আয়েশাকে হায়েযের রক্ত কাপড়ে লাগা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। তিনি বলেন, কোন এক রাতে আমি হায়েয অবস্থায় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়া সাল্লামের সাথে ছিলাম । এ সময় আমাদের গায়ে নিজ নিজ বস্ত্র ছিল এবং শীতের কারণে উভয়েই একটি চাদরও গায়ে দেই। অতঃপর প্রত্যুষে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম চাদরটি পরিধান করে মসজিদে গিয়ে ফজরের নামায আদায় করার পর বসেন। এমতাবস্থায় এক ব্যক্তি বলেন– ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার চাদরে সামান্য রক্তের চিহ্ন দেখা যাচ্ছে। তিনি (স) চাদরের রক্ত-রঞ্জিত স্থানের পার্শ্ব ধরে তা মুচড়িয়ে গোলামের হাতে অর্পণ করে আমার নিকট পাঠান এবং বলেনঃ এটা ধৌত করবার পর শুকিয়ে আমার নিকট পাঠাবে। হযরত আয়েশা (রা) বলেন, অতঃপর আমি এক পাত্র পানি চেয়ে নিয়ে তা ধৌত করে শুকাবার পর তাঁর (স) নিকট প্রেরণ করি। দুপুরের সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম চাদরটি পরিধান করে প্রত্যাবর্তন করেন।

١٤٣. بَابُ الْبُزَاقِ يُصِيْبُ الثَّوْبَ

১৪৩. অনুচ্ছেদঃ থুথু বা শ্লেষ্মা কাপড়ে লাগলে

٣٨٩- حَدَّثَنَا مُوْسَي بْنُ اِسْمٰعِيْلَ نَا حَمَّادٌ اَنَا ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ عَنْ اَبِيْ نَضْرَةَ قَالَ بَزَقَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ ثَوْبِهِ وَحَكَّ بَعْضَهُ بِبَعْضٍ ـ

৩৮৯। মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল— হাম্মাদ থেকে ছাবিত আল্-বানানীর সূত্রে, তিনি আবু নাদ্‌রা (রা)-র সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের কাপড়ে থুথু বা শ্লেষ্মা লাগলে তিনি তার একাংশ অপর অংশের সাথে ঘর্ষণ করেন।

٣٩٠- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ نَا حَمَّادٌ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ اَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ -

৩৯০। মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল--- হাম্মাদ হতে, তিনি হুমায়েদ হতে, তিনি হযরত আনাস (রা) হতে এবং তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হতে পূর্বোক্ত হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করেন– (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ)।

كِتَابُ الصَّلٰوةِ

নামায

٢. كِتَابُ الصَّلٰوةِ

২. অধ্যায়ঃ নামায

١. بَابُ فَرْضِ الصَّلٰوةِ

১. অনুচ্ছেদঃ নামায ফরয হওয়ার বর্ণনা

٣٩١- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَّالِكٍ عَنْ عَمِّهٖ عَنْ اَبِىْ سُهَيْلِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهٗ سَمِعَ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ جَآءَ رَجُلٌ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ اَهْلِ نَجْدٍ ثَائِرُ الرَّاْسِ يُسْمَعُ دَوِيُّ صَوْتِهٖ وَلَايُفْقَهُ مَايَقُوْلُ حَتّٰى دَنَا فَاِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الْاِسْلَامِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِى الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ قَالَ هَلْ عَلَىَّ غَيْرُهُنَّ قَالَ لَا اِلَّا اَنْ تَطَوَّعَ قَالَ وَذَكَرَ لَهٗ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صِيَامَ شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ هَلْ عَلَىَّ غَيْرُهٗ قَالَ لَا اِلَّا اَنْ تَطَوَّعَ قَالَ وَذَكَرَ لَهٗ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّدَقَةَ قَالَ فَهَلْ عَلَىَّ غَيْرُهَا قَالَ لَا اِلَّا اَنْ تَطَوَّعَ فَاَدْبَرَ الرَّجُلُ وَهُوَ يَقُوْلُ وَاللّٰهِ لَا اَزِيْدُ عَلٰى هٰذَا وَلَا اَنْقُصُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَفْلَحَ اِنْ صَدَقَ -

৩৯১। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাস্‌লামা---- তাল্‌হা ইব্‌ন উবায়দুল্লাহ (রা) বলেন, একদা নজ্‌দের জনৈক অধিবাসী রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের খেদমতে এমতাবস্থায় আগমন করে যে, তার মাথার চুলগুলো ছিল উস্কখুস্ক, তার মুখে বিড়বিড় শব্দ শোনা যাচ্ছিল এবং তার কথাগুলি

ছিল অস্পষ্ট। এমতাবস্থায় সে নবী করীম (স)-এর নিকটবর্তী হয়ে ইসলাম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। জবাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেনঃ দিবারাত্রির মধ্যে পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করা ফরয। তখন সে ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করে, তা ছাড়া আর কিছু করণীয় আছে কি? জবাবে নবী করীম (স) বলেনঃ না, যদি তুমি অতিরিক্ত (নফল) কিছু আদায় কর। রাবী বলেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তার নিকট রমযানের রোযার কথা উল্লেখ করেন। তখন সে ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করে, এ ছাড়া অধিক কিছু করণীয় আছে কি? জবাবে নবী করীম (স) বলেনঃ না, কিন্তু যদি তুমি অতিরিক্ত কিছু কর। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তার জন্য ছদ্কার (যাকাত) কথা উল্লেখ করেন। তখন সে ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করে- এ ছাড়া অতিরিক্ত কিছু দিতে হবে কি? জবাবে তিনি বলেন, না- তবে যদি তুমি অতিরিক্ত কিছু দান কর। অতঃপর লোকটি প্রত্যাবর্তনের সময় বললঃ আল্লাহ্র শপথ। আমি এর চেয়ে বেশী বা কম করব না। এতদ্শ্রবণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেনঃ লোকটি যদি তার কথায় সত্য হয়- তবে সে অবশ্যই কামিয়াব (কৃতকার্য) হল।

٣٩٢- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ نَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ جَعْفَرٍ الْمَدَنِيُّ عَنْ اَبِيْ سُهَيْلٍ نَافِعِ بْنِ مَالِكِ بْنِ اَبِىْ عَامِرٍ بِاِسْنَادِهِ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ قَالَ اَفْلَحَ وَاَبِيْهِ اِنْ صَدَقَ دَخَلَ الْجَنَّةَ وَاَبِيْهِ اِنْ صَدَقَ -

৩৯২। সুলায়মান ইব্ন দাউদ---- আবু সুহায়েল নাফে ইব্ন মালিক থেকে পূর্বোক্ত হাদীছের সনদ পরম্পরায় অনুরূপ বর্ণিত আছে। মহানবী (স) বলেন-তার পিতার শপথ! সে যদি সত্যবাদী হয় তবে অবশ্যই সফলকাম হবে। তার পিতার শপথ! সে যদি সত্যবাদী হয় তবে জান্নাতে প্রবেশ করবে- (বুখারী, মুসলিম, মালেক, নাসাঈ)।

٢. بَابُ الْمَوَاقِيْتِ

২. অনুচ্ছেদঃ নামাযের ওয়াক্তসমূহ সম্পর্কে

٣٩٣- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَحْيٰى عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ فُلَانِ بْنِ اَبِىْ رَبِيْعَةَ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ هُوَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَيَّاشِ بْنِ اَبِىْ رَبِيْعَةَ عَنْ حَكِيْمِ بْنِ حَكِيْمٍ عَنْ نَّافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَّنِىْ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عِنْدَ الْبَيْتِ مَرَّتَيْنِ فَصَلّٰى بِىَ

الظُّهْرَ حِيْنَ زَالَتِ الشَّمْسُ فَكَانَتْ قَدْرَ الشِّرَاكِ وَصَلَّى بِىَ الْعَصْرَ حِيْنَ كَانَ ظِلُّهُ مِثْلَهُ وَصَلَّى بِىْ يَعْنِى الْمَغْرِبَ حِيْنَ اَفْطَرَ الصَّائِمُ وَصَلَّى بِى الْعِشَاءَ حِيْنَ غَابَ الشَّفَقُ وَصَلَّى بِىَ الْفَجْرَحِيْنَ حَرُمَ الطَّعَامُ وَ الشَّرَابُ عَلَى الصَّائِمِ فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ صَلَّى بِىَ الظُّهْرَ حِيْنَ كَانَ ظِلُّهُ مِثْلَهُ وَصَلَّى بِىَ الْعَصْرَ حِيْنَ كَانَ ظِلُّهُ مِثْلَيْهِ وَصَلَّى بِىَ الْمَغْرِبَ حِيْنَ اَفْطَرَ الصَّائِمُ وَصَلَّى بِىَ الْعِشَاءَ اِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ وَصَلَّى بِىَ الْفَجْرَ فَاَسْفَرَ ثُمَّ الْتَفَتَ اِلَىَّ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ هٰذَا وَقْتُ الْاَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِكَ وَالْوَقْتُ مَا بَيْنَ هٰذَيْنِ -

৩৯৩। মুসাদ্দাদ ইব্ন মুসারহাদ..... ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ জিবরাঈল (আ) বায়তুল্লাহ্ শরীফের নিকটে দুইবার আমার নামাযে ইমামতি করেছেন। প্রথমবার তিনি আমাকে নিয়ে যুহরের নামায আদায় করেন– যখন সূর্য পশ্চিম আকাশে সামান্য ঢলে পড়েছিল এবং সেন্ডেলের এক ফিতা পরিমাণ সামান্য ছায়া বায়তুল্লাহ্র পুর্ব দিকে দেখা দিয়েছিল। অতঃপর তিনি আমাকে নিয়ে আসরের নামায আদায় করেন যখন প্রত্যেক বস্তুর ছায়া তার সমপরিমাণ হয়। পরে তিনি আমাকে নিয়ে মাগ্রিবের নামায আদায় করেন– যখন রোযাদার ইফ্তার করে। অতঃপর তিনি আমাকে নিয়ে ঐ সময় এশার নামায আদায় করেন– যখন পশ্চিমাকাশের লাল শুভ্র রং লোপ পায়। পরে তিনি আমাকে নিয়ে ঐ সময় ফজরের নামায আদায় করেন– যখন রোযাদার ব্যক্তির জন্য পানাহার হারাম হয়। পরের দিন তিনি আমাকে নিয়ে যুহরের নামায ঐ সময় আদায় করেন যখন প্রত্যেক বস্তুর ছায়া তার সম–পরিমাণ হয়। অতঃপর তিনি আমাকে নিয়ে ঐ সময় আসরের নামায আদায় করেন যখন প্রত্যেক বস্তুর ছায়া তার দ্বিগুণ হয়। পরে তিনি আমাকে নিয়ে ঐ সময় মাগ্রিবের নামায আদায় করেন যখন রোযাদার ইফ্তার করে। অতঃপর তিনি আমাকে নিয়ে রাতের এক–তৃতীয়াংশে এশার নামায আদায় করেন। পরে তিনি আমাকে নিয়ে ফজরের নামায ঐ সময় আদায় করেন–যখন দিগন্ত উজ্জ্বল হয়ে যায়। অতঃপর তিনি (হযরত জিব্রাঈল আ) আমাকে লক্ষ্য করে বলেনঃ ইয়া মুহাম্মাদ (স)! আপনার পূর্ববর্তী আম্বীয়াদের জন্য এটাই নামাযের নির্ধারিত সময় এবং এই দুই সময়ের মাঝখানেই নামাযের সময়[১]– (তিরমিযী, আহ্মাদ, দারু কুতনী)।

১. এতে বুঝা যায় যে, নামায আদায়ের নিয়ম পদ্ধতি এবং প্রত্যেক নামাযের জন্য নির্ধারিত সময় ইত্যাদি আল্লাহ পাকের নির্দেশে হযরত জিবরাঈল (আ) কর্তৃক মহনবী (স)–কে জামাআতের সাথে ব্যবহারিকভাবে শিক্ষা দান করা হয়েছিল। এ হতে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের প্রথম ও শেষ সময় নির্ধারিত হয়েছে যা সারা দুনিয়ায় মুসলমানগণ অনুসরণ করে থাকে। জামাআতের সাথে নামায আদায়ের গুরুত্বও এ দ্বারা প্রমাণিত হয়। –(অনুবাদক)

٣٩٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ نَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ اللَّيْثِيِّ اَنَّ ابْنَ شِهَابٍ اَخْبَرَهُ اَنَّ عُمَرَبْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَانَ قَاعِدًا عَلَى الْمِنْبَرِ فَاَخَّرَ الْعَصْرَ شَيْئًا فَقَالَ لَهُ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ اَمَا اِنَّ جِبْرِيْلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَدْ اَخْبَرَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوَقْتِ الصَّلٰوةِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ اِعْلَمْ مَا تَقُوْلُ فَقَالَ عُرْوَةُ سَمِعْتُ بَشِيْرَ بْنَ اَبِيْ مَسْعُوْدٍ يَقُوْلُ سَمِعْتُ اَبَا مَسْعُوْدٍ الْاَنْصَارِيَّ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ نَزَلَ جِبْرِيْلُ فَاَخْبَرَنِيْ بِوَقْتِ الصَّلٰوةِ فَصَلَّيْتُ مَعَهُ ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ يَحْسُبُ بِاَصَابِعِهِ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فَرَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهْرَحِيْنَ تَزُوْلُ الشَّمْسُ وَرُبَمَا اَخَّرَهَا حِيْنَ يَشْتَدُّ الْحَرُّ وَ رَأَيْتُهُ يُصَلِّي الْعَصْرَ الشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ بَيْضَاءُ قَبْلَ اَنْ تَدْخُلَهَا الصُّفْرَةُ فَيَنْصَرِفُ الرَّجُلُ مِنَ الصَّلٰوةِ فَيَاتِيْ ذَاالْحُلَيْفَةِ قَبْلَ غُرُوْبِ الشَّمْسِ وَيُصَلِّي الْمَغْرِبَ حِيْنَ تَسْقُطُ الشَّمْسُ وَيُصَلِّي الْعِشَاءَ حِيْنَ يَسْوَدُّ الْاُفُقُ وَرُبَمَا اَخَّرَهَا حَتّٰى يَجْتَمِعَ النَّاسُ وَصَلَّى الصُّبْحَ مَرَّةً بِغَلَسٍ ثُمَّ صَلَّى مَرَّةً اُخْرٰى فَاَسْفَرَ بِهَا ثُمَّ كَانَتْ صَلَاتُهُ بَعْدَ ذٰلِكَ التَّغْلِيْسُ حَتّٰى مَاتَ وَلَمْ يَعُدْ اِلٰى اَنْ يُسْفِرَ ـ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَرَوٰى هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنِ الزُّهْرِيِّ مَعْمَرٌ وَمَالِكٌ وَابْنُ عُيَيْنَةَ وَشُعَيْبُ بْنُ اَبِيْ حَمْزَةَ وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ وَغَيْرُهُمْ لَمْ يَذْكُرُوْا الْوَقْتَ الَّذِيْ صَلّٰى فِيْهِ وَلَمْ يُفَسِّرُوْهُ ـ وَكَذٰلِكَ اَيْضًا رَوٰى هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ وَحَبِيْبُ بْنُ اَبِيْ مَرْزُوْقٍ عَنْ عُرْوَةَ نَحْوَ رِوَايَةِ مَعْمَرٍ وَاَصْحَابِهِ اِلَّا اَنَّ حَبِيْبًا لَمْ يَذْكُرْ بَشِيْرًا وَرَوٰى وَهْبُ بْنُ كَيْسَانَ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقْتَ الْمَغْرِبِ قَالَ ثُمَّ جَاءَهُ الْمَغْرِبَ حِيْنَ غَابَتِ الشَّمْسُ يَعْنِيْ مِنَ الْغَدِ وَقْتًا وَاحِدًا ـ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَكَذٰلِكَ رُوِيَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثُمَّ صَلَّى بِيَ الْمَغْرِبَ يَعْنِيْ مِنَ الْغَدِ وَقْتًا وَاحِدًا ـ وَكَذٰلِكَ رُوِيَ عَنْ

عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ مِنْ حَدِيْثِ حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

৩৯৪। মুহাম্মাদ ইব্‌ন সালামা.... উসামা ইব্‌ন যায়েদ আল-লায়ছী হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইব্‌ন শিহাব তাঁকে জানিয়েছেন যে, একদা হযরত উমার ইব্‌ন আবদুল আযীয (রহ) মিম্বরে বসে (রাষ্ট্রীয় কাজে ব্যস্ত থাকায়) আসরের নামাযে (নামায আদায়ে) কিছু বিলম্ব করেন। তখন হযরত উরওয়া ইব্‌নুয যুবায়ের (রহ) তাঁকে বলেন, হযরত জিব্‌রাঈল (আ) হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে নামাযের সময় সম্পর্কে অবহিত করেছেন। তখন হযরত উমার ইব্‌ন আবদুল আযীয (রহ) বলেন, তুমি যা বলছ তা আমি জানি। তখন হযরত উরওয়া বলেন, আমি বশীর ইব্‌ন আবু মাস্‌উদকে বলতে শুনেছি, আমি আবু মাসউদ আনসারী (রা)-কে বলতে শুনেছি। তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছিঃ হযরত জিব্‌রাঈল (আ) এসে আমাকে নামাযের ওয়াক্ত সম্পর্কে অবগত করেছেন। তিনি তাঁর অংগুলী গণনা করে বলেন, আমি তাঁর (জিব্‌রাঈল আ) সাথে একে একে পাঁচ ওয়াক্তের নামায আদায় করেছি। রাবী বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে যুহরের নামায সূর্য একটু পশ্চিম দিকে হেলে যাওয়ার পর পড়তে দেখেছি এবং প্রখর গরমের দিনে তিনি কখনও একটু বিলম্ব করেও পড়েছেন। আমি তাঁকে আসরের নামায সূর্য উপরে উজ্জল বর্ণ থাকা অবস্থায় আদায় করতে দেখেছি- সূর্যের কিরণে হলুদ রং প্রকাশিত হওয়ার পূর্বে। কোন ব্যক্তি আসরের নামায আদায় করে সূর্যাস্তের পূর্বেই 'যুল-হুলায়ফা' নামক স্থানে পৌঁছে যেত[১]। অতঃপর তিনি সূর্যাস্তের পরপরই মাগ্‌রিবের নামায আদায় করতেন। পরে তিনি এশার নামায ঐ সময় আদায় করতেন যখন পশ্চিমাকাশ কৃষ্ণবর্ণে আচ্ছাদিত হত এবং কখনও কখনও মানুষের একত্রিত হওয়ার জন্য বিলম্ব করতেন। তিনি একবার ফজরের নামায অন্ধকার থাকতেই আদায় করেন এবং পরের বার দিগন্ত উজ্জল হওয়ার পর সূর্যোদয়ের পূর্বক্ষণে আদায় করেন। তিনি তাঁর ইন্‌তিকালের পূর্ব পর্যন্ত ফজরের নামায অন্ধকার থাকতেই আদায় করতেন, সূর্যোদয়ের পূর্বে পূর্বাকাশে লাল রং প্রকাশ পাওয়া পর্যন্ত পুনরায় আর কখনও অপেক্ষা করেন নাই- (বুখারী, ইব্‌ন মাজা, নাসাঈ)।

ইমাম আবু দাউদ বলেন, এই হাদীছটি ইমাম যুহ্‌রী (রহ) হতে মুআম্মার, মালিক, ইব্‌ন উয়ায়না, শুআয়েব, লায়েছ ও অন্যান্য মুহাদ্দিছগণ কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু তাঁরা নামায আদায়ের সময় উল্লেখ করেন নাই এবং বিস্তারিত বর্ণনাও দেন নাই। অনুরূপভাবে এই হাদীছটি হিশাম ও হাবীব - উরওয়া হতে মুআম্মারের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

ওয়াহ্‌ব ইব্‌ন কায়সান -হযরত জাবের (রা) হতে এবং তিনি নবী করীম (স) হতে মাগ্‌রিবের

১। মদীনা হতে 'যুল্‌- হুলায়ফা' নামক স্থানের দূরত্ব ৬ মাইল। -(অনুবাদক)

নামাযের সময় সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, পরের দিন তিনি সূর্যাস্তের পরপরই মাগ্‌রিবের নামায পূর্ববর্তী দিনের মত একই সময়ে আদায় করেন।

ইমাম আবু দাউদ বলেন, হযরত আবু হুরায়রা (রা) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হতে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। রাবী বলেন, অতঃপর নবী করীম (স) বলেন, তিনি (জিব্‌রাঈল) আমাকে নিয়ে পরের দিন মাগ্‌রিবের নামায একই সময়ে আদায় করেন।

অনুরূপভাবে আমর ইব্‌ন শুআয়েব তাঁর পিতা হতে, তিনি তাঁর দাদা হতে এবং তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হতে এই হাদীছ বর্ণনা করেছেন।

٣٩٥- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ دَاوُدَ نَا بَدْرُبْنُ عُثْمَانَ نَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِىْ مُوْسٰى عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى اَنَّهُ سَاَلَ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ شَيْئًا حَتّٰى اَمَرَ بِلَالًا فَاَقَامَ لِلْفَجْرِ حِيْنَ انْشَقَّ الْفَجْرُ فَصَلّٰى حِيْنَ كَانَ الرَّجُلُ لَايَعْرِفُ وَجْهَ صَاحِبِهِ اَوْ اِنَّ الرَّجُلَ لَايَعْرِفُ مَنْ اِلٰى جَنْبِهِ ثُمَّ اَمَرَ بِلَالًا فَاَقَامَ الظُّهْرَ حِيْنَ زَالَتِ الشَّمْسُ حَتّٰى قَالَ الْقَائِلُ انْتَصَفَ النَّهَارُ وَهُوَ اَعْلَمُ ثُمَّ اَمَرَ بِلَالًا فَاَقَامَ الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ مُرْتَفِعَةٌ وَّاَمَرَ بِلَالًا فَاَقَامَ الْمَغْرِبَ حِيْنَ غَابَتِ الشَّمْسُ وَاَمَرَ بِلَالًا فَاَقَامَ الْعِشَاءَ حِيْنَ غَابَ الشَّفَقُ ـ فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ صَلَّى الْفَجْرَ وَانْصَرَفَ فَقُلْنَا اَطَلَعَتِ الشَّمْسُ فَاَقَامَ الظُّهْرَ فِىْ وَقْتِ الْعَصْرِ الَّذِىْ كَانَ قَبْلَهُ وَصَلَّى الْعَصْرَ وَقَدْ اصْفَرَّتِ الشَّمْسُ اَوْ قَالَ اَمْسٰى وَصَلَّى الْمَغْرِبَ قَبْلَ اَنْ يَّغِيْبَ الشَّفَقُ وَصَلَّى الْعِشَاءَ اِلٰى ثُلُثِ اللَّيْلِ ثُمَّ قَالَ اَيْنَ السَّائِلُ عَنْ وَقْتِ الصَّلٰوةِ الْوَقْتُ فِيْمَا بَيْنَ هٰذَيْنِ ـ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوٰى سُلَيْمَانُ بْنُ مُوْسٰى عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْمَغْرِبِ نَحْوَ هٰذَا قَالَ ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ قَالَ بَعْضُهُمْ اِلٰى ثُلُثِ اللَّيْلِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ اِلٰى شَطْرِهِ وَكَذٰلِكَ رَوٰى ابْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ

৩৯৫। মুসাদ্দাদ---- আবু মুসা (রা) হতে বর্ণিত। এক প্রশ্নকারী নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে নামাযের ওয়াক্ত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। তিনি তাকে কোন জবাব না দিয়ে বিলাল (রা)–কে সুবৃহে–সাদেকের সময় ফজরের নামাযের জন্য ইকামত দেওয়ার নির্দেশ দেন

এবং ফজরের নামায এমন সময় আদায় করেন যখন কোন মুসল্লী তার পার্শ্ববর্তী ব্যক্তিকে (অন্ধকার থাকার ফলে) ভালভাবে চিনতে পারত না। অতঃপর তিনি সূর্য পশ্চিম দিকে সামান্য হেলার পরপরই অর্থাৎ দ্বিপ্রহরের সময় হযরত বিলাল (রা)-কে যুহরের নামাযের জন্য ইকামত প্রদানের নির্দেশ দেন যখন কেবল দিনের অর্ধেক হয়েছে। অতঃপর সূর্য যখন উর্ধ্বাকাশে উজ্জ্বল দেখা যাচ্ছিল সে সময় তিনি হযরত বিলালকে আসরের নামাযের ইকামত দেয়ার নির্দেশ দিলে তিনি ইকামত দেন। অতঃপর সূর্যাস্তের পরপরই তিনি বেলাল (রা)-কে মাগ্‌রিবের নামাযের জন্য ইকামত দিতে বললে-তিনি ইকামত দেন। অতঃপর পশ্চিমাকাশের শাফাক[১] স্তিমিত হওয়ার পর তিনি বিলাল (রা)-কে এশার নামাযের ইকামত দিতে বললে- তিনি ইকামত দেন। পরের দিন সকালে ফজরের নামায আদায় করে যখন আমরা প্রত্যাবর্তন করছিলাম, তখন আমরা বলি-সূর্য উদয় হয়েছে না কি, অর্থাৎ ফজরের নামায সূর্যোদয়ের কিছু পূর্বে সমাপ্ত হয়েছে। পূর্ববর্তী দিন তিনি যে সময় আসরের নামায আদায় করেছিলেন- এদিন সেই সময় যুহরের নামায আদায় করেন (অর্থাৎ যুহরের সর্বশেষ ও আসরের প্রারম্ভিক সময়ে)। অতঃপর পশ্চিমাকাশের সূর্য যখন হলুদ বর্ণ ধারণ করে তখন তিনি আসরের নামায আদায় করেন, এবং সূর্যাস্তের পর পশ্চিম আকাশের শাফাক স্তিমিত হওয়ার কিছু পূর্বে তিনি মাগ্‌রিবের নামায আদায় করেন; এবং এশার নামায রাতের এক-তৃতীয়াংশ অংশ অতিবাহিত হওয়ার পর আদায় করেন।

অতঃপর তিনি বলেনঃ নামাযের ওয়াক্ত সম্পর্কে প্রশ্নকারী ব্যক্তি কোথায়? পূর্ববর্তী দিন ও পরের দিনে যে যে সময়ে নামায আদায় করা হয়েছে- তার মাঝেই রয়েছে (প্রারম্ভিক ও শেষ সময়) নামাযের ওয়াক্ত- (মুসলিম, তিরমিযী, ইব্‌ন মাজা, নাসাঈ)।

ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেন, হযরত জাবের (রা) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হতে মাগ্‌রিবের নামাযের ওয়াক্ত সম্পর্কে উপরোক্ত হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। অতঃপর রাবী বলেন, নবী করীম (স) এশার নামায কারও মতে রাতের এক-তৃতীয়াংশ অতিবাহিত হওয়ার পর এবং অন্যদের মতে রাতের অর্ধাংশ অতিক্রান্ত হওয়ার পর আদায় করেন।

ইব্‌ন বুরায়দা-তাঁর পিতা হতে এবং তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হতে পূর্বোক্ত হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

১। পূর্ব দিগন্তে সুবহে সাদেক উদয় হওয়ার সাথে সাথে ফজরের নামাযের ওয়াক্ত শুরু হয় এবং সূর্য উদিত হওয়া শুরু হওয়ার সাথে সাথে তা শেষ হয়ে যায়। সূর্য পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়ার সাথে সাথে যুহরের নামাযের ওয়াক্ত শুরু হয় এবং কোন বস্তুর ছায়া দ্বিগুণ (মূল ছায়া বাদে) হওয়ার সাথে সাথে তা শেষ হয়ে যায় এবং আসরের ওয়াক্ত শুরু হয়ে যায়। কিন্তু অন্যান্য মাযহাব মতে কোন বস্তুর ছায়া তার সম পরিমাণ হয়ে যাওয়ার সাথে সাথে যুহরের ওয়াক্ত শেষ হয়ে যায় এবং আসরের ওয়াক্ত শুরু হয়ে যায়। সূর্যাস্তের পূর্ব পর্যন্ত আসরের নামাযের ওয়াক্ত অবশিষ্ট থাকে। সূর্যাস্তের সাথে সাথে মাগরিবের ওয়াক্ত শুরু হয় এবং শাফাক (شفق) অদৃশ্য হওয়া পর্যন্ত তা অবশিষ্ট থাকে। ইমাম শাফিঈ এবং অধিকাংশ আলেমের মতে, সূর্যাস্তের পর পশ্চিম দিগন্তে যে লাল আভা দেখা দেয় তাকে শাফাক বলে। ইমাম আবু হানীফার প্রসিদ্ধ মতে লাল আভা দূরীভূত হওয়ার পর

٣٩٦- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ نَا اَبِىْ نَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا اَيُّوْبَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ قَالَ وَقْتُ الظُّهْرِ

যে শুভ্রতা উদিত হয় তাকে শাফাক বলে। এশার নামাযের ওয়াক্ত শাফাক অন্তর্হিত হওয়ার পর থেকে সঠিক মত অনুযায়ী সুবহে সাদেকের পূর্ব পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকে।

মুস্তাহাব ওয়াক্ত

শাফিঈ মাযহাব মতে প্রত্যেক ওয়াক্তের নামাযে জলদি করা, অর্থাৎ ওয়াক্তের প্রথম ভাগে নামায আদায় করা মুস্তাহাব। কিন্তু হানাফী মাযহাবে ঋতুর পরিবর্তনের সাথে সাথে কোন কোন নামায ওয়াক্তের প্রথম ভাগে পড়া মুস্তাহাব এবং কোন কোন নামায একটু বিলম্বে পড়া মুস্তাহাব। যেমন, গ্রীষ্মকালে যুহরের নামায বিলম্বে পড়ার নির্দেশ রয়েছে। রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেনঃ "যুহরের নামায ঠান্ডা করে আদায় কর। কেননা গরমের তীব্রতা দোযখের নিঃশ্বাস বিশেষ"। কিন্তু শীতকালে এই নামায প্রথম ওয়াক্তে আদায় করা মুস্তাহাব। আসরের নামায সূর্যালোক ঝলসে যাওয়ার পূর্বে আদায় করা মুস্তাহাব। সূর্যালোক ঝলসে যাওয়ার সাথে সাথে আসরের মাকরূহ (অপছন্দনীয়) ওয়াক্ত শুরু হয়ে যায়। সমস্ত ইমামদের মতে যে কোন ঋতুতে মাগরিবের নামায প্রথম ওয়াক্তে আদায় করা মুস্তাহাব। অতএব সূর্য ডুবে যাওয়ার সাথে সাথেই মাগরিবের নামায আদায় করা উচিৎ। কেননা এই নামাযের ওয়াক্ত খুবই সংকীর্ণ।

রাতের এক-তৃতীয়াংশ সময় পর্যন্ত এশার নামায বিলম্ব করা মুস্তাহাব। অর্ধেক রাত অতিবাহিত হওয়ার পর থেকে সুবহে সাদেক পর্যন্ত এশার নামায বিলম্ব করা মাকরূহ। বেতের নামাযের ওয়াক্ত এশার নামাযের পরপরই শুরু হয় এবং সুবহে সাদেকের পূর্ব পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকে। কিন্তু শেষ রাতে বেতের পড়া মুস্তাহাব। তবে যে ব্যক্তি শেষ রাতে জাগতে পারবে না বলে আশংকা করছে সে শোয়ার পূর্বেই বেতের পড়ে নেবে।

ইমাম আবু হানীফা ও সাহেবাইনের মতে রাতের অন্ধকার দূরীভূত করে ফজরের নামায পড়া মুস্তাহাব। কেননা রসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ "ফজরের নামায আলোকিত করে পড়, কেননা এর মধ্যেই তোমাদের জন্য অধিক পুরুস্কার রয়েছে।" (ইমাম আবু হানীফার দুই সাথী ইমাম মুহাম্মাদ ও ইমাম আবু ইউসুফকে ফিকাহবিদদের পরিভাষায় 'সাহেবাইন' বলা হয়)। কিন্তু ইমাম শাফিঈ ও অপরাপর ইমামদের মতে অন্ধকার বাকী থাকতেই ফজরের নামায পড়া মুস্তাহাব। তাঁরা নিজেদের মতের সমর্থনে হযরত আয়েশা (রা) বর্ণিত হাদীছ গ্রহণ করেছেন। তাতে বলা হয়েছে, রসূলুল্লাহ (স) অন্ধকার থাকতেই ফজরের নামায পড়তেন।

হানাফী এবং শাফিঈ মাযহাবের মত অনুযায়ী যুহরের নামাযের ওয়াক্তই জুমুআর নামাযের ওয়াক্ত। মালেকী মাযহাব মতে, যুহরের ওয়াক্ত শুরু হওয়ার পর থেকে মাগরিবের নামাযের এতটা পূর্ব পর্যন্ত জুমুআর ওয়াক্ত থাকে যাতে সূর্যাস্তের পূর্বেই খোতবা এবং নামায শেষ করা যেতে পারে। হাম্বলী মাযহাব মতে, সকালের সূর্য কিছুটা উপরে উঠার পর থেকে আসরের পূর্ব পর্যন্ত জুমুআর ওয়াক্ত বাকী থাকে। তবে পশ্চিমাকাশে সূর্য ঢলে যাওয়ার পূর্বে তাঁদের মতে জুমুআর নামায পড়া কেবল জায়েয, কিন্তু পশ্চিম আকাশে সূর্য ঢলে পড়ার পর জুমুআর নামায পড়া ওয়াজিব এবং মুস্তাহাব।

মাকরূহ ও নিষিদ্ধ ওয়াক্ত

ফজরের ফরজ নামাযের পর থেকে সূর্য উঠার পূর্ব পর্যন্ত এবং আসরের ফরজ নামাযের পর থেকে সূর্যাস্তের পূর্ব পর্যন্ত নামায পড়া মাকরূহ। তবে কারো ফরজ নামাযের কাযা থাকলে সে তা এ সময়ে পড়ে নিতে পারে, বরং পড়ে নিবে। সূর্য উঠার ঠিক দিপ্রহরে এবং সূর্য অস্ত যাওয়ার সময় যে কোন নামায পড়া নিষিদ্ধ- (ইমাম মুহাম্মাদ (রহ)-এর আল-মুওয়াত্তা গ্রন্থের বাংলা সংস্করণ থেকে)।

مَالَمْ تَحْضُرِ الْعَصْرُ وَ وَقْتُ الْعَصْرِ مَالَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ وَ وَقْتُ الْمَغْرِبِ مَالَمْ يَسْقُطْ فَوْرُ الشَّفَقِ وَ وَقْتُ الْعِشَاءِ اِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ وَ وَقْتُ صَلَوةِ الْفَجْرِ مَالَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ -

৩৯৬। উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন মুআয---- আব্‌দুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেনঃ আসরের নামাযের সময় আরম্ভের পূর্ব পর্যন্ত যুহরের নামাযের সময় অবশিষ্ট থাকে এবং সূর্য হলুদ বর্ণ ধারণ করার পূর্ব পর্যন্ত আসরের নামাযের সময় থাকে। মাগ্‌রিবের নামাযের সময়সীমা হল পশ্চিম আকাশের শাফাক স্তিমিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত। এশার নামাযের ওয়াক্ত রাতের অর্ধেক সময় পর্যন্ত, এবং সূর্য উঠার পূর্ব পর্যন্ত হল ফজরের নামাযের সময়– (মুসলিম, নাসাঈ, আহ্‌মাদ)।

٣. بَابُ وَقْتِ صَلَوةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ كَيْفَ كَانَ يُصَلِّيْهَا

৩. অনুচ্ছেদঃ নবী করীম (স) কর্তৃক নামায আদায়ের সময় এবং তিনি কিভাবে তা আদায় করতেন?

٣٩٧- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ نَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو وَهُوَ ابْنُ الْحَسَنِ قَالَ سَأَلْنَا جَابِرًا عَنْ وَقْتِ صَلَوةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كَانَ يُصَلِّي الظُّهْرَ بِالْهَاجِرَةِ وَالْعَصْرَ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ وَالْمَغْرِبَ اِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَ الْعِشَاءَ اِذَا كَثُرَ النَّاسُ عَجَّلَ وَاِذَا قَلُّوا اَخَّرَ وَالصُّبْحَ بِغَلَسٍ -

৩৯৭। মুসলিম ইব্‌ন ইব্‌রাহীম---- মুহাম্মাদ ইব্‌ন আমর বলেন, আমরা জাবের (রা)-কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নামায আদায়ের ওয়াক্ত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি। জবাবে তিনি (জাবের) বলেন, নবী করীম (স) যুহরের নামায দ্বিপ্রহরের পরপরই, আসরের নামায সূর্য উপরে থাকতেই এবং মাগ্‌রিবের নামায সূর্যাস্তের পরপরই আদায় করতেন। তিনি এশার নামায জনসমাগম অধিক হলে (অর্থাৎ সকলে জামাআতে উপস্থিত হলে) তাড়াতাড়ি আদায় করতেন এবং জনগণের উপস্থিতি কম হলে বিলম্ব করতেন, এবং অন্ধকার থাকতেই ফজরের নামায আদায় করতেন– (বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ)।

٣٩٨- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ نَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِى الْمِنْهَالِ عَنْ اَبِى بَرْزَةَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى الظُّهْرَ اِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَيُصَلِّى الْعَصْرَ وَاِنَّ اَحَدَنَا لَيَذْهَبُ اِلٰى اَقْصَى الْمَدِيْنَةِ وَيَرْجِعُ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ وَنَسِيْتُ الْمَغْرِبَ وَكَانَ لَايُبَالِى تَاخِيْرَ الْعِشَاءِ اِلٰى ثُلُثِ اللَّيْلِ قَالَ ثُمَّ قَالَ اِلٰى شَطْرِ اللَّيْلِ قَالَ وَكَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَالْحَدِيْثَ بَعْدَهَا وَكَانَ يُصَلِّى الصُّبْحَ وَمَا يَعْرِفُ اَحَدُنَا جَلِيْسَهُ الَّذِىْ كَانَ يَعْرِفُهُ وَكَانَ يَقْرَأُفِيْهَا السِّتِّيْنَ اِلَى الْمِائَةِ -

৩৯৮। হাফ্স ইব্ন উমার---- আবু বারযা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সূর্য পশ্চিমাকাশে হেলে পড়লে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম যুহরের নামায আদায় করতেন এবং আসরের নামায এমন সময় আদায় করতেন যে, আমাদের কেউ উক্ত নামায আদায়ের পর মদীনার শেষ প্রান্তে যাওয়ার পর ফিরে আসা পর্যন্ত সূর্য অবশিষ্ট থাকত। রাবী বলেন, আমি মাগ্‌রিবের নামাযের সময়ের কথা ভুলে গিয়েছি এবং নবী করীম (স) এশার নামায আদায়ের জন্য রাতের এক–তৃতীয়াংশ পর্যন্ত অপেক্ষা করতেন। রাবী অন্য এক বর্ণনায় বলেন– রাতের অর্ধেক সময় পর্যন্ত। নবী করীম (স) এশার নামায আদায়ের পূর্বে ঘুমানো এবং পরে বাক্যালাপ অপছন্দ করতেন। অতঃপর তিনি ফজরের নামায এমন সময় আদায় করতেন যে, পরিচিত ব্যক্তি পার্শ্বে উপবিষ্ট থাকিলে তাকে চেনা যেত না। তিনি ফজরের নামাযে ৬০ হতে ১০০ আয়াত পর্যন্ত তিলাওয়াত করতেন– (বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, ইব্ন মাজা, তিরমিযী)।

٤. بَابُ وَقْتِ صَلٰوةِ الظُّهْرِ

৪. অনুচ্ছেদঃ যুহরের নামাযের ওয়াক্ত

٣٩٩- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَمُسَدَّدٌ قَالَا نَا عَبَّادُ ابْنُ عَبَّادٍ نَا مُحَمَّدُبْنُ عَمْرٍو عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْحَارِثِ الْاَنْصَارِىِّ عَنْ جَابِرِبْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كُنْتُ اُصَلِّى الظُّهْرَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاٰخُذُ قَبْضَةً مِنَ الْحَصٰى لِتَبْرُدَ فِىْ كَفِّىْ اَضَعُهَا لِجَبْهَتِىْ اَسْجُدُ عَلَيْهَا لِشِدَّةِ الْحَرِّ -

৩৯৯। আহ্মাদ ইব্ন হাম্বল---- জাবের ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সাথে যুহরের নামায আদায় করতাম। তিনি এক

মুষ্টি পাথরের নুড়ি আমার হাতে দেন ঠান্ডা হওয়ার জন্য যেন আমি অত্যধিক গরমের কারণে তা আমার সিজ্‌দার স্থানে রেখে তার উপর সিজ্‌দা করতে পারি[১]–(নাসাঈ)।

٤٠٠- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ نَا عُبَيْدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ اَبِىْ مَالِكٍ الْاَشْجَعِىِّ سَعْدِ بْنِ طَارِقٍ عَنْ كَثِيْرِ بْنِ مُدْرِكٍ عَنِ الْاَسْوَدِ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ مَسْعُوْدٍ قَالَ كَانَتْ قَدْرُ صَلٰوةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الصَّيْفِ ثَلٰثَةَ اَقْدَامٍ اِلٰى خَمْسَةِ اَقْدَامٍ وَفِى الشِّتَاءِ خَمْسَةَ اَقْدَامٍ اِلٰى سَبْعَةِ اَقْدَامٍ-

৪০০। উছমান ইব্‌ন আবু শায়বা····· আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ্ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, গরমের সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম যুহরের নামায– তিন হতে পাঁচ কদমের মধ্যের সময়ে এবং শীতকালে পাঁচ হতে সাত কদমের মধ্যবর্তী সময়ে আদায় করতেন[২] –(নাসাঈ)।

٤٠١- حَدَّثَنَا اَبُوْ الْوَلِيْدِ الطَّيَالِسِىُّ نَا شُعْبَةُ اَخْبَرَنِىْ اَبُوْ الْحَسَنِ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ اَبُوْ الْحَسَنِ هُوَ مُهَاجِرٌ قَالَ سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ وَهْبٍ يَقُوْلُ سَمِعْتُ اَبَا ذَرٍّ يَقُوْلُ كُنَّا مَعَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَرَادَ الْمُؤَذِّنُ اَنْ يُّؤَذِّنَ الظُّهْرَ فَقَالَ اَبْرِدْ ثُمَّ اَرَادَ اَنْ يُّؤَذِّنَ فَقَالَ اَبْرِدْ مَرَّتَيْنِ اَوْ ثَلَاثًا حَتّٰى رَاَيْنَا فَىْءَ التُّلُوْلِ ثُمَّ قَالَ اِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَاِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَاَبْرِدُوْا بِالصَّلٰوةِ-

৪০১। আবুল ওয়ালীদ আত–তায়ালিসী····· আবু যার (রা) বলেন, আমরা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সাথে ছিলাম। মুআয্‌যিন যুহরের নামাযের আযান দিতে প্রস্তুত হলে তিনি বলেনঃ ঠান্ডা হতে দাও (অর্থাৎ রোদের প্রখরতা একটু নিস্তেজ হোক)। কিছুক্ষণ পর মুআয্‌যিন পুনরায় আযান দিতে চাইলে তিনি আবার বলেন, ঠান্ডা হতে দাও। রাবী বলেন, নবী করীম (স) একথা দুই অথবা তিনবার বলেন। এমতাবস্থায় যুহরের নামাযের সময় প্রায় শেষ বলে

১। নামায আদায়ের স্থান যদি অধিক গরম বা ঠান্ডা হয়, তবে তা হতে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে কাপড় অথবা অন্য কোন বস্তু সেখানে রেখে তার উপর দাঁড়ানো বা সিজ্‌দা করা জায়েয। –(অনুবাদক)।

২। "ছায়ায়ে–আসলী" বা 'আসল ছায়া' বলা হয়– ঠিক দ্বিপ্রহরে প্রত্যেক ব্যক্তি বা বস্তুর ছায়া যতটুকু দীর্ঘায়িত হয়– তাকে। স্থান–কাল ও ঋতুচক্রের পরিবর্তনের ফলে 'ছায়ায়ে–আসলীর' পরিবর্তন হয়ে থাকে। হানাফী মায্‌হাব অনুযায়ী যুহরের নামাযের সর্বশেষ সময় প্রত্যেক বস্তুর আসল ছায়া বাদে যখন তার ছায়া দ্বিগুণ হবে– সে সময় পর্যন্ত। –(অনুবাদক)

প্রতিয়মান হল। তখন নবী করীম (স) বলেনঃ 'নিশ্চয়ই প্রচন্ড গরম জাহান্নামের প্রচন্ড তাপের অংশবিশেষ।' অতএব যখন অত্যধিক গরম পড়বে তখন যুহরের নামায বিলম্বে আদায় করবে- (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী)।

٤٠٢- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ مَوْهَبٍ الْهَمْدَانِيِّ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ الثَّقَفِيُّ اَنَّ اللَّيْثَ حَدَّثَهُمْ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَاَبِى سَلَمَةَ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَ اشْتَدَّ الْحَرُّ فَاَبْرِدُوْا عَنِ الصَّلٰوةِ قَالَ ابْنُ مَوْهَبٍ بِالصَّلٰوةِ فَاِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ -

৪০২। য়াযীদ ইব্ন খালিদ--- আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ যখন অত্যধিক গরম পড়বে তখন যুহরের নামায বিলম্বে আদায় করবে। কেননা নিশ্চয়ই অত্যধিক গরম জাহান্নামের প্রচন্ড তাপের অংশ বিশেষ- (বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, ইব্ন মাজা, মালেক, তিরমিযী)।

٤٠٣- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ اِسْمٰعِيلَ نَا حَمَّادٌ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ اَنَّ بِلَالًا كَانَ يُؤَذِّنُ الظُّهْرَ اِذَا دَحَضَتِ الشَّمْسُ -

৪০৩। মুসা ইব্ন ইসমাঈল--- জাবের ইব্ন সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। সূর্য যখন পশ্চিমাকাশে হেলে পড়ত তখন বিলাল (রা) যুহরের নামাযের আযান দিতেন- (মুসলিম, ইব্ন মাজা)।

٥. بَابُ وَقْتِ الْعَصْرِ

৫. অনুচ্ছেদঃ আসরের নামাযের ওয়াক্ত

٤٠٤- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ نَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّهُ اَخْبَرَهُ اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ مُرْتَفِعَةٌ حَيَّةٌ وَيَذْهَبُ الذَّاهِبُ اِلَى الْعَوَالِي وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ -

৪০৪। কুতায়বা ইব্ন সাঈদ--- আনাস্ ইব্ন মালিক (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম আসরের নামায এমন সময় আদায় করতেন যখন সূর্য উপরে

উজ্জ্বল অবস্থায় থাকত এবং কোন ব্যক্তি নামায শেষে 'আওয়ালীয়ে মদীনা'[১] বা মদীনার উচ্চ শহরতলীতে যাওয়ার পরেও সূর্য উপরে দেখতে পেত– (বুখারী, মুসলিম, ইব্‌ন মাজা, নাসাঈ)।

٤٠٥– حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ انَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ وَالْعَوَالِي عَلٰى مِيْلَيْنِ اَوْ ثَلٰثَةٍ قَالَ وَاَحْسِبُهُ قَالَ اَوْ اَرْبَعَةٍ ـ

৪০৫। আল–হাসান ইব্‌ন আলী---- ইমাম যুহরী (রহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আওয়ালী নামক শহরতলীর দূরত্ব মদীনা হতে ২ অথবা ৩ মাইল। রাবী বলেন, সম্ভবতঃ ইমাম যুহরী ঐ স্থানের দূরত্ব চার মাইলও বলেছেন।

٤٠٦ – حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوْسٰى نَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ خَيْثَمَةَ قَالَ حَيَاتُهَا اَنْ تَجِدَ حَرَّهَا ـ

৪০৬। ইউসুফ্ ইব্‌ন মুসা---- খায়সামা (রহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সূর্য জীবিত থাকার অর্থ তার উষ্ণতা অবশিষ্ট থাকা বা অনুভব করা।

٤٠٧– حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ قَالَ قَرَأْتُ عَلٰى مَالِكِ بْنِ اَنَسٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ عُرْوَةُ وَلَقَدْ حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ فِيْ حُجْرَتِهَا قَبْلَ اَنْ تَظْهَرَ ـ

৪০৭। আল–কানাবী---- উরওয়া (রহ) বলেন, আয়েশা (রা) আমাকে বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এমন সময় আসরের নামায আদায় করতেন যখন সূর্যের রশ্মি তাঁর ঘরের মধ্যে থাকত এবং তা দেয়ালে উঠার পূর্বে– (বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, ইব্‌ন মাজা, মালেক, তিরমিযী)।

٤٠٨– حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْعَنْبَرِيُّ نَا اِبْرَاهِيمُ بْنُ اَبِي الْوَزِيرِ نَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الْيَمَامِيُّ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ شَيْبَانَ عَنْ اَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ شَيْبَانَ قَالَ قَدِمْنَا عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِيْنَةَ فَكَانَ يُؤَخِّرُ الْعَصْرَ مَا دَامَتِ الشَّمْسُ بَيْضَاءَ نَقِيَّةً ـ

১। আওয়ালী হল মদীনার পার্শ্ববর্তী শহরতলীতে অবস্থিত একটি গ্রামের নাম। মদীনা হতে এর নিকটতম দূরত্ব হল দুই মাইল এবং শেষ প্রান্তের দূরত্ব হল ৮ মাইল। –(অনুবাদক)

৪০৮। মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুর রহমান---- ইয়যীদ থেকে পর্যায়ক্রমে তাঁর পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নিকট মদীনাতে আগমন করি। এ সময় তিনি আসরের নামায– সূর্যের রং উজ্জ্বল থাকাবস্থায় (সূর্যের রং পরিবর্তিত হওয়ার পূর্বে) আদায় করতেন।[১]

٦. بَابٌ فِى الصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى

৬. অনুচ্ছেদঃ মধ্যবর্তী নামায (সালাতুল উসতা)

٤٠٩– حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ نَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ اَبِىْ زَائِدَةَ وَيَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبِيْدَةَ عَنْ عَلِىٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ حَبَسُوْنَا عَنْ صَلٰوةِ الْوُسْطٰى صَلٰوةِ الْعَصْرِ مَلَأَ اللّٰهُ بُيُوْتَهُمْ وَقُبُوْرَهُمْ نَارًا -

৪০৯। উছমান ইব্‌ন আবু শায়বা---- হযরত আলী (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম খন্দকের যুদ্ধের সময় বলেনঃ তারা (ইহূদী কাফেররা) আমাদেরকে মধ্যবর্তী নামায অর্থাৎ আসরের নামায হতে বিরত রেখেছে। আল্লাহ্ তাআলা তাদের ঘরবাড়ী ও কবরসমূহ আগুনে পরিপূর্ণ করুন–(বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, ইব্‌ন মাজা, নাসাঈ)।

٤١٠– حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيْمٍ عَنْ اَبِىْ يُوْنُسَ مَوْلٰى عَائِشَةَ اَنَّهُ قَالَ اَمَرَتْنِىْ عَائِشَةُ اَنْ اَكْتُبَ لَهَا مُصْحَفًا وَقَالَتْ اِذَا بَلَغْتَ هٰذِهِ الْاٰيَةَ فَاٰذِنِّىْ حَافِظُوْا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى فَلَمَّا بَلَغْتُهَا اٰذَنْتُهَا فَاَمْلَتْ عَلَىَّ حَافِظُوْا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى وَصَلٰوةِ الْعَصْرِ وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ قَانِتِيْنَ ثُمَّ قَالَتْ عَائِشَةُ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

১। হানাফী মায্‌হাবের মতানুযায়ী প্রত্যেক বস্তুর 'আসল ছায়া' বাদে–যখন তার ছায়া দ্বিগুণ হয় তখন আসরের নামাযের ওয়াক্ত শুরু হয় এবং সূর্যাস্তের পূর্ব পর্যন্ত এই নামায আদায় করা যায়। তবে সূর্যের রং যদি পরিবর্তিত হয়ে যায়, তখন মাকরূহ সময় এসে যায়। কোন কারণবশতঃ কেউ যদি আসরের নামায যথাসময়ে আদায় করতে অপারগ হয়, তবে ঐ ব্যক্তির জন্য ঐ দিনের আসরের নামায (কাযা না করে) সূর্যাস্তের সময়েও আদায় করা জায়েয।–(অনুবাদক)

৪১০। আল–কানাবী---- আবু ইউনুস হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আয়েশা (রা) আমাকে নির্দেশ দেন যে, আমি যেন তাঁর জন্য কুরআন শরীফ লিপিবদ্ধ করি। আয়েশা (রা) আরো বলেন, যখন তুমি এই আয়াতে পৌঁছবে তখন আমাকে অবহিত করবে এবং আমার অনুমতি চাইবে। আয়াত হলঃ "তোমরা নামাযসমূহের সংরক্ষণ কর, বিশেষতঃ মধ্যবর্তী নামাযের"–(সূরা বাকারাঃ ২৩৮)। রাবী বলেন, অতঃপর আমি উক্ত আয়াত লিপিবদ্ধ করার সময় তাঁকে অবহিত করে অনুমতি প্রার্থনা করি। আয়েশা (রা) আমাকে তা এইরূপে লেখার নির্দেশ দেনঃ "তোমরা নামাযসমূহের হেফাজত কর, বিশেষভাবে মধ্যবর্তী– নামাযের এবং আসরের নামাযের এবং আল্লাহ্র অনুগত হয়ে দাঁড়াও।" অতঃপর হযরত আয়েশা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নিকট তা শুনেছি– (মুসলিম, নাসাঈ, তিরমিযী)।

٤١١– حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنِى عَمْرُو بْنُ اَبِى حَكِيمٍ قَالَ سَمِعْتُ الزِّبْرِقَانَ يُحَدِّثُ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى الظُّهْرَ بِالْهَاجِرَةِ وَلَمْ يَكُنْ يُصَلِّى صَلٰوةً اَشَدَّ عَلٰى اَصْحَابِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا فَنَزَلَتْ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى وَقَالَ اِنَّ قَبْلَهَا صَلٰوتَيْنِ وَبَعْدَهَا صَلٰوتَيْنِ ـ

৪১১। মুহাম্মাদ ইব্নুল মুছান্না---- যায়েদ ইব্ন ছাবেত (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম সূর্য পশ্চিমাকাশে হেলে যাওয়ার পর যুহরের নামায প্রচন্ড গরম থাকাবস্থায় আদায় করতেন। সাহাবীদের জন্য এই নামাযের চাইতে কষ্টদায়ক (প্রচন্ড গরমের কারণে) অন্য কোন নামায ছিল না। অতঃপর এই আয়াত নাযিল হয়ঃ "তোমরা নামাযসমূহের হেফাযত কর, বিশেষভাবে মধ্যবর্তী নামাযের"। তিনি বলেন, এর পূর্বে দুই ওয়াক্ত ও পরে দুই ওয়াক্তের নামায আছে– (বুখারীর তারীখ, আহ্মাদ)।

٧. بَابُ مَنْ اَدْرَكَ رَكْعَةً مِّنَ الصَّلٰوةِ فَقَدْ اَدْرَكَهَا

৭. অনুচ্ছেদঃ যে ব্যক্তি (সূর্যাস্তের পূর্বে) এক রাকাত নামায পড়তে পারবে, সে যেন পুরা নামায পেয়ে গেল

٤١٢– حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ حَدَّثَنِى ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مَّعْمَرٍ عَنِ ابْنِ طَاؤُسٍ

عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اَدْرَكَ الْعَصْرَ رَكْعَةً قَبْلَ اَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ اَدْرَكَ وَمَنْ اَدْرَكَ مِنَ الْفَجْرِ رَكْعَةً قَبْلَ اَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ اَدْرَكَ ـ

৪১২। আল-হাসান ইব্‌নুর-রবী---- আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি সূর্যাস্তের পূর্বে আসরের নামাযের এক রাকাত আদায় করতে সক্ষম হয়েছে, সে যেন পুরা নামায (ওয়াক্তের মধ্যে) আদায় করল (এবং তা কাযা গণ্য হবে না)। অপরপক্ষে যে ব্যক্তি সূর্যোদয়ের পূর্বে ফজরের নামাযের এক রাকাত আদায় করতে পারল সে যেন পুরা নামাযই (ওয়াক্ত থাকতেই) আদায় করল[১]- (বুখারী, মুসলিম, ইব্‌ন মাজা, নাসাঈ, তিরমিযী)।

٨. بَابُ التَّشْدِيْدِ فِى تَاخِيْرِ الْعَصْرِ اِلَى الْاِصْفِرَارِ

৮. অনুচ্ছেদঃ সূর্যের রং হলুদ বর্ণ ধারণ করা পর্যন্ত আসরের নামায আদায়ে বিলম্ব করা সম্পর্কে

٤١٣- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ عَنْ مَالِكٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّهُ قَالَ دَخَلْنَا عَلٰى اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ بَعْدَ الظُّهْرِ فَقَامَ يُصَلِّى الْعَصْرَ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلٰوتِهِ ذَكَرْنَا تَعْجِيْلَ الصَّلٰوةِ اَوْ ذَكَرَهَا فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ تِلْكَ صَلٰوةُ الْمُنَافِقِيْنَ تِلْكَ صَلٰوةُ الْمُنَافِقِيْنَ تِلْكَ صَلٰوةُ الْمُنَافِقِيْنَ يَجْلِسُ اَحَدُهُمْ حَتّٰى اِذَا اصْفَرَّتِ الشَّمْسُ فَكَانَتْ بَيْنَ قَرْنَىِ الشَّيْطَانِ اَوْ عَلٰى قَرْنَىِ الشَّيْطَانِ قَامَ فَنَقَرَ اَرْبَعًا لَّا يَذْكُرُ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ فِيْهَا اِلَّا قَلِيْلًا ـ

৪১৩। আল্‌-কানাবী---- আল-আলা ইব্‌ন আবদুর রহমান (রহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা যুহরের নামায আদায়ের পর আনাস ইব্‌ন মালেক (রা)-র নিকট গিয়ে দেখলাম তিনি আসরের নামায আদায় করছেন। তাঁর নামায সমাপ্তির পর আমরা তাঁকে বললাম, নামায বেশী আগে আদায় করা হয়েছে। অথবা তিনি (আনাস) নিজেই নামায আগে আদায়ের কারণ বর্ণনা

১। হানাফী মাযহাবের মতানুযায়ী সূর্যোদয়ের সময় ফজরের নামায আদায় করা হারাম। অপর পক্ষে সূর্যাস্তের সময় ঐ দিনের আসরের নামায (মাকরূহ ওয়াক্তের) মধ্যেও আদায় করা জায়েয। -(অনুবাদক)

করেন। অতঃপর তিনি (আনাস) বলেন, এটা মুনাফিকদের নামায, এটা মুনাফিকদের নামায, এটা মুনাফিকদের নামায, এদের কেউ বসে থাকে অতঃপর সূর্যের রং যখন হলুদ বর্ণ ধারণ করে এবং তা শয়তানের উভয় শিংয়ের উপর অবস্থান করে (সূর্য অস্তগামী হয়) তখন সে নামায আদায় করার জন্য দন্ডায়মান হয়ে চারটি ঠোকর দিয়ে থাকে (অতি দ্রুত নামায সম্পন্ন করে, যাতে রুকু- সিজ্‌দা ঠিকমত আদায় হয় না) এবং সে ঐ নামাযের মধ্যে আল্লাহ তাআলার যিকির অতি সামান্যই করে থাকে- (মুসলিম, মালেক, নাসাঈ, তিরমিযী)।

٩. بَابُ التَّشْدِيْدِ فِى الَّذِىْ تَفُوْتُهُ صَلٰوةُ الْعَصْرِ

৯. অনুচ্ছেদঃ আসরের নামায পরিত্যাগকারী সম্পর্কে

٤١٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَّالِكٍ عَنْ نَّافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الَّذِى تَفُوْتُهُ صَلٰوةُ الْعَصْرِ فَكَاَنَّمَا وُتِرَ اَهْلَهُ وَمَالَهُ - قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ اُتِرَ وَاخْتُلِفَ عَلٰى اَيُّوْبَ فِيْهِ وَقَالَ الزُّهْرِىُّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وُتِرَ-

৪১৪। আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসলামা---- ইব্‌ন উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি আসরের নামায হারাল (পড়ল না) সে যেন তার পরিবার-পরিজন ও ধনসম্পদ সব থেকে বঞ্চিত হল- (বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, তিরমিযী, ইব্‌ন মাজা)

ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেন, আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমার (রা) اِتر শব্দ বলেছেন এবং এখানে আইউবের বর্ণনায় মতভেদ হয়েছে। ইমাম যুহ্‌রী (রহ) সালেমের সূত্রে, তিনি তাঁর পিতার সূত্রে, তিনি মহানবী (স)-এর সূত্রে وتر শব্দের উলেখ করেছেন (অর্থাৎ সে নিঃসম্বল হয়ে গেল)।

٤١٥- حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ خَالِدٍ نَا الْوَلِيْدُ قَالَ قَالَ اَبُوْ عَمْرٍو يَّعْنِى الْاَوْزَاعِىَّ وَذٰلِكَ اَنْ تُرٰى مَاعَلَى الْاَرْضِ مِنَ الشَّمْسِ صَفْرَاءَ -

৪১৫। মাহমুদ ইব্‌ন খালিদ---- আবু আমর আল্- আওযাঈ (রহ) বলেছেন- আসরের নামাযের সর্বশেষ সময় হল যখন সূর্যের হলুদ রং জমীনে প্রতিভাত হতে দেখা যায় (এরপর মাকরূহ সময় শুরু হয়)।

١٠. بَابُ وَقْتِ الْمَغْرِبِ

১০. অনুচ্ছেদঃ মাগ্‌রিবের নামাযের ওয়াক্ত

٤١٦- حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ شَبِيبٍ ثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ الْبَنَانِيِّ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كُنَّا نُصَلِّي الْمَغْرِبَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ نَرْمِي فَيَرٰى اَحَدُنَا مَوْضِعَ نَبْلِهِ -

৪১৬। দাউদ ইব্‌ন শাবীব---- আনাস ইব্‌ন মালেক (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সাথে মাগ্‌রিবের নামায পড়তাম। অতঃপর আমরা তীর নিক্ষেপ করতাম। তা পতিত হওয়ার স্থান আমদের যে কেউ দেখতে পেত- (বুখারী, মুসলিম, ইব্‌নমাজা, নাসাঈ)।

٤١٧- حَدَّثَنَا عَمْرُوبْنُ عَلِيٍّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عِيسٰى عَنْ يَزِيدَبْنِ اَبِى عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْاَكْوَعِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الْمَغْرِبَ سَاعَةَ تَغْرُبُ الشَّمْسُ اِذَا غَابَ حَاجِبُهَا -

৪১৭। আমর ইব্‌ন আলী---- সালামা ইবনুল আক্‌ওয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম অস্তগামী সূর্যের উপরের অংশ অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার পরপরই মাগ্‌রিবের নামায আদায় করতেন- (বুখারী, মুসলিম, ইব্‌ন মাজা, তিরমিযী)।

٤١٨- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ نَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ نَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحٰقَ حَدَّثَنِى يَزِيدُ بْنُ اَبِى حَبِيبٍ عَنْ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ لَمَّا قَدِمَ عَلَيْنَا اَبُو اَيُّوبَ غَازِيًا وَعُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ يَوْمَئِذٍ عَلٰى مِصْرَ فَاَخَّرَ الْمَغْرِبَ فَقَامَ اِلَيْهِ اَبُو اَيُّوبَ فَقَالَ مَا هٰذِهِ الصَّلٰوةُ يَا عُقْبَةُ قَالَ شُغِلْنَا قَالَ اَمَا سَمِعْتَ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَايَزَالُ اُمَّتِى بِخَيْرٍ اَوْ قَالَ عَلَى الْفِطْرَةِ مَالَمْ يُؤَخِّرُ الْمَغْرِبَ اِلٰى اَنْ تَشْتَبِكَ النُّجُومُ -

৪১৮। উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন উমার---- মারছাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রহ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন আবু আইউব (রা) গাযী (সৈনিক) হিসাবে মিসরে আসেন তখন উক্‌বা ইব্‌ন আমির (রা) সেখানকার গভর্নর ছিলেন। উক্‌বা (রা) একদা মাগ্‌রিবের নামায আদায়ে বিলম্ব করলে তিনি (আবু আইউব) দাঁড়িয়ে বলেন, হে উক্‌বা! এ কেমন নামায? উক্‌বা (রা) ওজর পেশ করে বলেন, আমরা অন্য কাজে ব্যস্ত ছিলাম। আবু আইউব (রা) দাঁড়িয়ে তাঁর সামনে বলেন, আপনি কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেন নিঃ আমার উম্মাতগণ ততদিন কল্যাণের মধ্যে থাকবে অথবা আসল অবস্থায় থাকবে যতদিন তারা মাগ্‌রিবের নামায নক্ষত্ররাজী আলোক বিকিরণ করবার আগেই আদায় করবে।

١١. بَابُ وَقْتِ الْعِشَآءِ الْاٰخِرَةِ

১১. অনুচ্ছেদঃ এশার নামাযের ওয়াক্ত

٤١٩– حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ اَبِىْ بِشْرٍ عَنْ بَشِيْرِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ سَالِمٍ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ قَالَ اَنَا اَعْلَمُ النَّاسِ بِوَقْتِ هٰذِهِ الصَّلٰوةِ صَلٰوةِ الْعِشَآءِ الْاٰخِرَةِ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيْهَا لِسُقُوْطِ الْقَمَرِ الثَّالِثَةِ -

৪১৯। মুসাদ্দাদ---- নোমান ইব্‌ন বশীর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এশার নামাযের ওয়াক্ত সম্পর্কে অন্যদের তুলনায় অধিক অবগত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এই নামায তৃতীয়ার চাঁদ অস্তমিত হওয়া পরিমাণ সময়ের পর আদায় করতেন– (তিরমিযী, নাসাঈ,দারিমী)।

٤٢٠– حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ نَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ نَّافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ مَكَثْنَا ذَاتَ لَيْلَةٍ نَّنْتَظِرُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِصَلٰوةِ الْعِشَآءِ فَخَرَجَ اِلَيْنَا حِيْنَ ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ اَوْ بَعْدَهُ فَلَا نَدْرِىْ اَشَئٌ شَغَلَهُ اَمْ غَيْرُ ذٰلِكَ فَقَالَ حِيْنَ خَرَجَ اَتَنْتَظِرُوْنَ هٰذِهِ الصَّلٰوةَ لَوْلَا اَنْ تَثْقُلَ عَلٰى اُمَّتِىْ لَصَلَّيْتُ بِهِمْ هٰذِهِ السَّاعَةَ ثُمَّ اَمَرَ الْمُؤَذِّنَ فَاَقَامَ الصَّلٰوةَ

৪২০। উছমান ইব্ন আবু শায়বা··· আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা এশার নামায আদায়ের জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের আসার অপেক্ষায় ছিলাম। তিনি রাতের এক-তৃতীয়াংশ অথবা আরো কিছু সময় অতিবাহিত হওয়ার পর আগমন করেন। তিনি কি কারণে বিলম্ব করেন তা আমরা অবগত ছিলাম না। তিনি এসে বলেনঃ তোমরা কি এই নামাযের প্রতীক্ষায় ছিলে? যদি আমার উম্মাতের জন্য কষ্টদায়ক না হত, তবে আমি প্রত্যহ এশার নামায এই সময়ে আদায় করতাম। অতঃপর তিনি মুআয্যিনকে ইকামত দেয়ার নির্দেশ দেন এবং তিনি সকলকে নিয়ে নামায আদায় করেন- (মুসলিম, নাসাঈ)।

٤٢١- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ الْحِمْصِيُّ نَا اَبِىْ نَا حَرِيْزٌ عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدِ السَّكُوْنِيِّ اَنَّهُ سَمِعَ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ يَقُوْلُ اَبْقَيْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ صَلٰوةِ الْعَتَمَةِ فَتَاَخَّرَ حَتّٰى ظَنَّ الظَّانُّ اَنَّهُ لَيْسَ بِخَارِجٍ وَالْقَائِلُ مِنَّا يَقُوْلُ صَلّٰى فَاِنَّا لَكَذٰلِكَ حَتّٰى خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوْا لَهُ كَمَا قَالُوْا فَقَالَ اَعْتِمُوْا بِهٰذِهِ الصَّلٰوةِ فَاِنَّكُمْ قَدْ فُضِّلْتُمْ بِهَا عَلٰى سَائِرِ الْاُمَمِ وَلَمْ تُصَلِّهَا اُمَّةٌ قَبْلَكُمْ۔

৪২১। আমর ইব্ন উছমান··· আসেম (রহ) থেকে মুআয ইব্ন জাবাল (রা)-র সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা এশার নামায আদায়ের জন্য নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের প্রতীক্ষায় ছিলাম। তিনি সেদিন এত বিলম্ব করেন যে, ধারণাকারীর নিকট এরূপ প্রতীয়মান হয় যে, তিনি আদৌ বের হবেন না। আমাদের কেউ কেউ এরূপ মন্তব্য করল যে, হয়ত তিনি ঘরেই নামায আদায় করেছেন। আমরা যখন এরূপ অবস্থায় ছিলাম, তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বের হলেন। তখন সাহাবায়ে কিরাম যা বলাবলি করছিলেন নবী করীম (স)-কে তাই বলেন। নবী করীম (স) বলেনঃ তোমরা এই নামায বিলম্বে আদায় করবে। কেননা এই নামাযের কারণেই অন্যান্য উম্মাতগণের উপরে তোমাদের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত। ইতিপূর্বে কোন নবীর উম্মাত এই নামায আদায় করে নি।

٤٢٢- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ نَا دَاوُدُ بْنُ اَبِىْ هِنْدٍ عَنْ اَبِىْ نَضْرَةَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ صَلَّيْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلٰوةَ الْعَتَمَةِ فَلَمْ يَخْرُجْ حَتّٰى مَضٰى نَحْوٌ مِّنْ شَطْرِ اللَّيْلِ فَقَالَ خُذُوْا مَقَاعِدَكُمْ فَاَخَذْنَا مَقَاعِدَنَا فَقَالَ اِنَّ النَّاسَ قَدْ صَلَّوْا وَاَخَذُوْا مَضَاجِعَهُمْ وَاِنَّكُمْ لَمْ تَزَالُوْا فِىْ

صَلٰوةٍ مَا انْتَظَرْتُمُ الصَّلٰوةَ وَلَوْ لَا ضُعْفُ الضَّعِيْفِ وَسُقْمُ السَّقِيْمِ لَاَخَّرْتُ هٰذِهِ الصَّلٰوةَ اِلٰى شَطْرِ اللَّيْلِ -

৪২২। মুসাদ্দাদ---- আবু সাঈদ আল্-খুদরী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সাথে এশার নামায আদায় করি। সেদিন আনুমানিক তিনি অর্ধ রাত অতিবহিত হওয়ার পর এশার নামায আদায় করতে আসেন। অতঃপর তিনি বলেনঃ তোমরা স্ব স্ব স্থানে অবস্থান কর। অতএব আমরা নিজেদের স্থানে বসে থাকি। অতঃপর তিনি বলেনঃ অনেকেই এশার নামায আদায় করে শুইয়ে পড়েছে। তোমরা যতক্ষণ এই নামাযের জন্য অপেক্ষা করেছ, ততক্ষণ তোমরা নামায আদায়কারী হিসাবে পরিগণিত হয়েছ। যদি দুর্বলের দূর্বলতা ও রোগীর রোগগ্রস্ততার আশংকা না থাকত, তবে আমি এই নামায আদায়ের জন্য অর্ধ-রজনী পর্যন্ত বিলম্ব করতাম- (নাসাঈ, ইব্ন মাজা)।

١٢. بَابُ وَقْتِ الصُّبْحِ

১২. অনুচ্ছেদঃ ফজরের নামাযের ওয়াক্ত

٤٢٣- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَّالِكٍ عَنْ يَّحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا قَالَتْ اِنْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُصَلِّي الصُّبْحَ فَيَنْصَرِفُ النِّسَاءُ مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوْطِهِنَّ مَايُعْرَفْنَ مِنَ الْغَلَسِ -

৪২৩। আল্-কানাবী---- আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এমন সময় ফজরের নামায পড়তেন যে, মহিলারা চাদর গায়ে দিয়ে প্রত্যাবর্তন করত এবং অন্ধকারের কারণে তাদের চেনা যেত না- (বুখারী, মুসলিম, ইব্ন মাজা, নাসাঈ, তিরমিযী)।

٤٢٤- حَدَّثَنَا اسْحٰقُ بْنُ اسْمٰعِيْلَ نَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ مَحْمُوْدِ بْنِ لَبِيْدٍ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَصْبِحُوْا بِالصُّبْحِ فَاِنَّهُ اَعْظَمُ الْاُجُوْرِكُمْ اَوْ اَعْظَمُ لِلْاَجْرِ -

৪২৪। ইস্হাক---- রাফে ইব্ন খাদীজ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ তোমরা পূর্ব দিগন্ত পরিষ্কার হওয়ার পর ফজরের নামায আদায়

করবে; কেননা এর মধ্যে তোমাদের জন্য উত্তম বিনিময় রয়েছে– (নাসাঈ, ইব্‌ন মাজা, তিরমিযী)।

١٣. بَابُ الْمُحَافِظَةِ عَلَى الصَّلَوَاتِ

১৩. অনুচ্ছেদঃ নামাযসমূহের হিফাযত সম্পর্কে

٤٢٥– حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ الْوَاسِطِيُّ نَا يَزِيْدُ يَعْنِي ابْنَ هَارُوْنَ أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ الصُّنَابِحِيِّ قَالَ زَعَمَ أَبُوْ مُحَمَّدٍ أَنَّ الْوِتْرَ وَاجِبٌ ـ فَقَالَ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ كَذَبَ أَبُوْ مُحَمَّدٍ أَشْهَدُ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ خَمْسُ صَلَوَاتٍ افْتَرَضَهُنَّ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ مَنْ أَحْسَنَ وُضُوْئَهُنَّ وَصَلَّاهُنَّ لِوَقْتِهِنَّ وَأَتَمَّ رُكُوْعَهُنَّ وَخُشُوْعَهُنَّ كَانَ لَهُ عَلَى اللّٰهِ عَهْدٌ أَنْ يَغْفِرَ لَهُ وَمَنْ لَّمْ يَفْعَلْ فَلَيْسَ لَهُ عَلَى اللّٰهِ عَهْدٌ إِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ ـ

৪২৫। মুহাম্মাদ ইব্‌ন হারব···· আবদুল্লাহ ইবনুস–সুনাবিহী (রহ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু মুহাম্মাদের মতানুযায়ী বেতেরের নামায ওয়াজিব (ফরয)। উবাদা ইব্‌নুস–সামিত (রা) বলেন, আবু মুহাম্মাদের ধারণা সঠিক নয়। আমি এ ব্যাপারে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছিঃ মহান আল্লাহ্ রব্বুল আলামীন পাঁচ ওয়াক্তের নামায ফরয করেছেন। অতএব যে ব্যক্তি উত্তমরূপে উযু করে নির্ধারিত সময়ে বিনয়ের সাথে নামায আদায় করবে–তার জন্য আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি রয়েছে যে, আল্লাহ তার সমস্ত পাপ মাফ করবেন। অপরপক্ষে যারা এরূপ করবে না তাদের জন্য আল্লাহ্‌র কোন অংগীকার নেই। তিনি ইচ্ছা করলে তাদের ক্ষমা করবেন অন্যথায় শাস্তি দেবেন– (আহ্‌মাদ, নাসাঈ, ইব্‌ন মাজা, মালেক)।

٤٢٦– حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْخُزَاعِيُّ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَا ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ غَنَّامٍ عَنْ بَعْضِ أُمَّهَاتِهِ عَنْ أُمِّ فَرْوَةَ قَالَتْ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ قَالَ الصَّلٰوةُ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا

قَالَ الْخُزَاعِيُّ فِي حَدِيْثِهِ عَنْ عَمَّةٍ لَهُ يُقَالُ لَهَا أُمُّ فَرْوَةَ قَدْ بَايَعَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ ـ

৪২৬। মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল্লাহ্.... উম্মে ফারওয়া (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে উত্তম আমল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেনঃ ওয়াক্তের প্রথম ভাগে নামায আদায় করা সর্বোত্তম কাজ– (তিরমিযী)।
আল–খুযাঈ তাঁর হাদীছে বলেন, তাঁর ফুফু উম্মে ফারওয়া (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি মহানবী (স)–এর নিকট বাইআত হয়েছিলেন।

٤٢٧– حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ اَنَا خَالِدٌ عَنْ دَاوٗدَ بْنِ اَبِىْ هِنْدٍ عَنْ اَبِىْ حَرْبِ بْنِ اَبِى الْاَسْوَدِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ فَضَالَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ عَلَّمَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ فِيْمَا عَلَّمَنِىْ وَحَافِظْ عَلَى الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ قَالَ قُلْتُ اِنَّ هٰذِهِ سَاعَاتٌ لِّىْ فِيْهَا اَشْغَالٌ فَمُرْنِىْ بِاَمْرٍ جَامِعٍ اِذَا اَنَا فَعَلْتُهُ اَجْزَاَ عَنِّىْ فَقَالَ حَافِظْ عَلَى الْعَصْرَيْنِ وَمَا كَانَتْ مِنْ لُّغَتِنَا فَقُلْتُ وَمَا الْعَصْرَانِ فَقَالَ صَلٰوةٌ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَصَلٰوةٌ قَبْلَ غُرُوْبِهَا ـ

৪২৭। আমর ইব্ন আওন.... আবদুল্লাহ ইব্ন ফাদালা থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম আমাকে শরীআতের হুকুম–আহকাম সম্পর্কে শিক্ষা দেন। তিনি আমাকে যা শিক্ষা দিয়েছিলেন তন্মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ছিলঃ পাঁচ ওয়াক্তের নামাযের হিফাযত সঠিকভাবে করবে। আমি বলি, এই সময়ে আমি কর্মব্যস্ত থাকি । অতএব আমাকে এমন একটি পরিপূর্ণ বিষয়ের শিক্ষা দিন যা আমল করলে আমার অন্য কিছু করার প্রয়োজন হবে না। তিনি বলেনঃ তুমি দুটি আসরের (সময়ের) হিফাযত কর। রাবী বলেন, তা আমাদের পরিভাষায় না থাকায় আমি তাঁকে 'দুটি আসর' কি সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি। তিনি বলেনঃ সূর্যোদয়ের পূর্বের নামায এবং সূর্যাস্তের পূর্বের নামায (অর্থাৎ ফজর ও আসরের নামায) সঠিক সময়ে আদায় করবে[১]– (নাসাঈ, মুসলিম)।

১। নবী করীম (স) উক্ত সাহাবীকে ফজর ও আসরের নামায তার প্রথম ওয়াক্তে আদায় করার জন্য বিশেষভাবে নির্দেশ দেন এবং অন্যান্য নামায তার নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে আদায় করতে বলেন। সাধারণত দেখা যায় যে, ফজর ও আসরের নামায আদায় করতে মানুষ বেশী অবহেলা করে। কেননা ফজরের সময় লোকেরা ঘুমের মধ্যে থাকে এবং আসরের সময় কর্মব্যস্ত থাকে। সেজন্য উক্ত দুই ওয়াক্তের নামাযের জন্য তিনি অধিক তাকিদ করেছেন। –(অনুবাদক)

٤٢٨- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَحْيَى عَنْ اِسْمٰعِيلَ بْنِ اَبِى خَالِدٍ نَا اَبُوْ بَكْرِ بْنِ عُمَارَةَ بْنِ رُوَيْبَةَ عَنْ اَبِيهِ قَالَ سَأَلَهُ رَجُلٌ مِّنْ اَهْلِ الْبَصْرَةِ فَقَالَ اَخْبِرْنِى مَاسَمِعْتَ مِنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لَايَلِجُ النَّارَ رَجُلٌ صَلَّى قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ اَنْ تَغْرُبَ - قَالَ اَنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْهُ ثَلٰثَ مَرَّاتٍ - قَالَ نَعَمْ كُلُّ ذٰلِكَ سَمِعْتَهُ اُذُنَاىَ وَوَعَاهُ قَلْبِى فَقَالَ الرَّجُلُ وَاَنَا سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ ذٰلِكَ -

৪২৮। মুসাদ্দাদ— আবু বাকর ইবন উমারা থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, তাঁকে বস্‌রার এক লোক প্রশ্ন করে— আপনি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হতে যা শুনেছেন তা আমাকে কিছু বলুন। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছিঃ যে ব্যক্তি সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের পূর্বে নামায (ফজর ও আসর) আদায় করবে সে দোযখে প্রবেশ করবে না। তখন তিনি বলেন, আপনি কি তা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হতে শুনেছেন? এরূপ উক্তি তিনি তিনবার করেন। জবাবে হযরত উমারা (রা) বলেনঃ হাঁ, এর সবটাই আমি আমার দুই কানে শুনেছি এবং অন্তরের সাথে হিফাজত করেছি। তখন ঐ ব্যক্তি (সাহাবী) বলেন, অমিও রাসূলুল্লাহ (স)–কে এরূপ বলতে শুনেছি।

٤٢٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَانِ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَلِيٍّ الْحَنَفِيُّ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيْدِ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ وَاَبَانُ كِلَاهُمَا عَنْ خُلَيْدِ الْعَصَرِيِّ عَنْ اُمِّ الدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسٌ مَّنْ جَاءَ بِهِنَّ مَعَ اِيْمَانٍ دَخَلَ الْجَنَّةَ مَنْ حَفَظَ عَلَى الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ عَلَى وُضُوْئِهِنَّ وَرُكُوْعِهِنَّ وَسُجُوْدِهِنَّ وَمَوَاقِيْتِهِنَّ وَصَامَ رَمَضَانَ وَحَجَّ الْبَيْتَ اِنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا وَّاَعْطَى الزَّكٰوةَ طَيِّبَةً بِهَا نَفْسَهُ وَاَدَّى الْاَمَانَةَ - قَالُوْا يَا اَبَا الدَّرْدَاءِ وَمَا اَدَاءُ الْاَمَانَةِ قَالَ الْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ -

৪২৯। মুহাম্মাদ ইবন আবদুর রহমান— আবুদ–দারদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি পাঁচটি জিনিস ঈমানের সাথে সম্পাদন করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। যে ব্যক্তি পাঁচ ওয়াক্ত নামায তার উযূ ও রুকু–সিজদা সহকারে এবং ওয়াক্তমত

আদায় করবে, রমযানের রোযা রাখবে, সামর্থ থাকলে বাইতুল্লাহ্‌র হজ্জ করবে, মনকে পবিত্র করার উদ্দেশ্যে যাকাত দিবে এবং আমানত আদায় করবে। লোকেরা বলল, হে আবুদ-দারদা! আমানত আদায়ের অর্থ কি? তিনি বলেন, নাপাকীর গোসল।

٤٣٠- حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ الْمِصْرِيُّ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ عَنْ ضُبَارَةَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ سَلِيْكٍ الْاَلْهَانِيِّ اَخْبَرَنِى ابْنُ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ قَالَ قَالَ سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ اِنَّ اَبَا قَتَادَةَ بْنِ رِبْعِى اَخْبَرَهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى اِنِّى فَرَضْتُ عَلٰى اُمَّتِكَ خَمْسَ صَلَوَاتٍ وَعَهِدْتُ عِنْدِى عَهْدًا اَنَّهُ مَنْ جَاءَ يُحَافِظُ عَلَيْهِنَّ لِوَقْتِهِنَّ اَدْخَلْتُهُ الْجَنَّةَ وَمَنْ لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهِنَّ فَلَا عَهْدَ لَهُ عِنْدِىْ -

৪৩০। হায়ওয়াত ইব্‌ন শুরায়হ্ আল-মিসরী---- আবু কাতাদা ইব্‌ন রিবঈ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ মহান আল্লাহ বলেন- নিশ্চিত আমি আপনার উম্মাতের উপর পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করেছি এবং আমি নিজের পক্ষ থেকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছিঃ যে ব্যক্তি তা সঠিক ওয়াক্তসমূহে আদায় করবে- আমি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাব। আর যে ব্যক্তি তার হেফাজত করে না - তার জন্য আমার পক্ষ থেকে কোন প্রতিশ্রুতি নেই- (ইব্‌ন মাজা)।

١٤. بَابُ اِذَا اَخَّرَ الْاِمَامُ الصَّلٰوةَ عَنِ الْوَقْتِ

১৪. অনুচ্ছেদঃ ইমাম নামাযে বিলম্ব করলে

٤٣١- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ اَبِىْ عِمْرَانَ يَعْنِى الْجَوْنِيَّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ قَالَ قَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا اَبَا ذَرٍّ كَيْفَ اَنْتَ اِذَا كَانَتْ عَلَيْكَ اُمَرَاءُ يُمِيْتُوْنَ الصَّلٰوةَ اَوْ قَالَ يُؤَخِّرُوْنَ الصَّلٰوةَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَمَا تَاْمُرُنِىْ قَالَ صَلِّ الصَّلٰوةَ لِوَقْتِهَا فَاِنْ اَدْرَكْتَهَا مَعَهُمْ فَصَلِّهِ فَاِنَّهَا لَكَ نَافِلَةٌ -

৪৩১। মুসাদ্দাদ---- আবু যার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া

সাল্লাম আমাকে জিজ্ঞাসা করেনঃ হে আবু যার! যখন শাসকগণ নামায আদায়ে বিলম্ব করবে–তখন তুমি কি করবে? জবাবে আমি বলি, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এ ব্যাপারে আমার জন্য আপনার নির্দেশ কি? তিনি বলেনঃ তুমি নির্দ্ধারিত সময়ে একাকী নামায আদায় করবে। অতঃপর যদি তুমি ঐ ওয়াক্তের নামায তাদেরকে জামাআতে আদায় করতে দেখ, তবে তুমিও তাদের সাথে জামাআতে শামিল হবে এবং তা তোমার জন্য নফল হবে– (মুসলিম, তিরমিযী, ইবনমাজা, নাসাঈ)।

٤٣٢– حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الدِّمَشْقِيُّ نَآ اَبُو الْوَلِيْدِ نَا الْاَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِيْ حَسَّانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَابِطٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُوْنِ الْاَوْدِيِّ قَالَ قَدِمَ عَلَيْنَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ اَلْيَمَنَ رَسُوْلُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلَيْنَا قَالَ فَسَمِعْتُ تَكْبِيْرَهُ مَعَ الْفَجْرِ رَجُلٌ اَجَشُّ الصَّوْتِ قَالَ فَاُلْقِيَتْ مَحَبَّتِيْ عَلَيْهِ فَمَا فَارَقْتُهُ حَتّٰى دَفَنْتُهُ بِالشَّامِ مَيِّتًا ـ ثُمَّ نَظَرْتُ اِلٰى اَفْقَهِ النَّاسِ بَعْدَهُ فَاَتَيْتُ ابْنَ مَسْعُوْدٍ فَلَزِمْتُهُ حَتّٰى مَاتَ ـ فَقَالَ قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ بِكُمْ اِذَآ اَتَتْ عَلَيْكُمْ اُمَرَآءُ يُصَلُّوْنَ الصَّلٰوةَ لِغَيْرِ مِيْقَاتِهَا قُلْتُ فَمَا تَاْمُرُنِيْ اِذَآ اَدْرَكَنِيْ ذٰلِكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ صَلِّ الصَّلٰوةَ لِمِيْقَاتِهَا وَاجْعَلْ صَلَاتَكَ مَعَهُمْ سُبْحَةً ـ

৪৩২। আবদুর রহমান ইব্ন ইব্রাহীম---- আমর ইব্ন মায়মূন (রহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুআয ইব্ন জাবাল (রা) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের প্রতিনিধি হিসাবে আমাদের নিকট ইয়ামনে আগমন করেন। ফজরের নামাযে তাঁর কণ্ঠস্বর বড় ছিল এবং তাঁর সাথে আমার প্রগাঢ় মহব্বত সৃষ্টি হওয়ায় আমি তাঁর সাথে অবস্থান করতাম। অতঃপর শামদেশে তিনি ইন্তেকাল করলে আমি তাঁকে সেখানে দাফন করি। তাঁর ইন্তেকালের পর আমি অপর একজন জ্ঞান তাপস সাহাবীর অন্বেষণে বের হয়ে ইব্ন মাসউদ (রা)–র খিদমতে হাযির হই এবং তাঁর ইন্তেকাল পর্যন্ত তাঁর সাথে অবস্থান করি।

একদা হযরত ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম আমাকে বলেনঃ যখন শাসকবর্গ বিলম্বে নামায আদায় করবে তখন তুমি কি করবে? আমি বলি, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এমতাবস্থায় আপনি আমাকে কি করার নির্দেশ দেন? তিনি বলেনঃ তুমি নির্দ্ধারিত সময়ে একাকী নামায আদায় করবে। অতঃপর তাদের সাথে জামাআতে আদায়কৃত নামায পুনরায় নফল হিসাবে আদায় করবে– (ইব্ন মাজা)।

٤٣٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ بْنِ اَعْيَنَ نَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ عَنْ اَبِى الْمُثَنّٰى عَنِ ابْنِ اُخْتِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْاَنْبَارِىُّ نَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ الْمَعْنٰى عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ عَنْ اَبِى الْمُثَنّٰى الْحِمْصِيِّ عَنْ اَبِىْ اُبَىِّ بْنِ اِمْرَأَةِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّهَا سَتَكُوْنُ عَلَيْكُمْ بَعْدِىْ اُمَرَآءُ تُشْغِلُهُمْ اَشْيَاءُ عَنِ الصَّلٰوةِ لِوَقْتِهَا حَتّٰى يَذْهَبَ وَقْتُهَا فَصَلُّوا الصَّلٰوةَ لِوَقْتِهَا فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اُصَلِّىْ مَعَهُمْ قَالَ نَعَمْ اِنْ شِئْتَ وَقَالَ سُفْيَانُ اِنْ اَدْرَكْتُهَا مَعَهُمْ اُصَلِّىْ مَعَهُمْ قَالَ نَعَمْ اِنْ شِئْتَ ـ

৪৩৩। মুহাম্মাদ ইব্‌ন কুদামা--- উবাদা ইব্‌নুস-সামিত (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ আমার ইন্তেকালের পর এমন এক সময় আসবে যখন শাসকগণ নির্দ্ধারিত (মুস্তাহাব) সময়ে নামায আদায়ে বিলম্ব করবে এমনকি মুস্তাহাব সময় শেষ হয়ে যাবে। কাজেই এসময় তুমি একাকী হলেও নির্দ্ধারিত সময়ে নামায আদায় করে নিবে। তখন এক ব্যক্তি বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি কি পরে তাদের সাথে আবার নামায আদায় করব? তিনি বলেনঃ হাঁ করতে পার যদি তুমি ইচ্ছা কর- (মুসনাদে আহ্‌মাদ)।

٤٣٤- حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ الطَّيَالِسِىُّ نَا اَبُوْ هَاشِمٍ يَعْنِى الزَّعْفَرَانِىَّ حَدَّثَنِىْ صَالِحُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ قَبِيْصَةَ بْنِ وَقَّاصٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَكُوْنُ عَلَيْكُمْ اُمَرَآءُ مِنْ بَعْدِىْ يُؤَخِّرُوْنَ الصَّلٰوةَ فَهِىَ لَكُمْ وَهِىَ عَلَيْهِمْ فَصَلُّوْا مَعَهُمْ مَا صَلَّوا الْقِبْلَةَ ـ

৪৩৪। আবুল ওয়ালীদ--- কাবীসা ইব্‌ন ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ আমার পরে এমন এক সময় আসবে যখন আমীরগণ যথা সময়ে নামায আদায়ে বিলম্ব করবে। এটা তোমাদের জন্য উপকারী কিন্তু তাদের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। তোমরা তাদের সাথে একত্রে ততদিন নামায আদায় করবে যতদিন তারা কিব্‌লামুখী হয়ে নামায পড়বে অর্থাৎ মুসলমান থাকবে।

١٥. بَابٌ فِي مَنْ نَامَ عَنْ صَلٰوةٍ اَوْ نَسِيَهَا

১৫ অনুচ্ছেদঃ নামাযের সময় ঘুমিয়ে থাকলে বা ভুলে গেলে কি করতে হবে?

٤٣٥- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ نَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِي يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ قَفَلَ مِنْ غَزْوَةِ خَيْبَرَ فَسَارَ لَيْلَةً حَتّٰى اِذَا اَدْرَكَنَا الْكَرٰى عَرَّسَ وَقَالَ لِبِلَالٍ اِكْلَأْ لَنَا اللَّيْلَ قَالَ فَغَلَبَتْ بِلَالًا عَيْنَاهُ وَهُوَ مُسْتَنِدٌ اِلٰى رَاحِلَتِهٖ فَلَمْ يَسْتَيْقِظِ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا بِلَالٌ وَلَا اَحَدٌ مِنْ اَصْحَابِهٖ حَتّٰى اِذَا ضَرَبَتْهُمُ الشَّمْسُ فَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَوَّلَهُمْ اسْتِيْقَاظًا فَفَزِعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا بِلَالُ فَقَالَ اَخَذَ بِنَفْسِي الَّذِي اَخَذَ بِنَفْسِكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ بِاَبِي اَنْتَ وَاُمِّي فَاقْتَادُوْا رَوَاحِلَهُمْ شَيْئًا ثُمَّ تَوَضَّأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَمَرَ بِلَالًا فَاَقَامَ لَهُمُ الصَّلٰوةَ وَصَلّٰى لَهُمُ الصُّبْحَ فَلَمَّا قَضَى الصَّلٰوةَ قَالَ مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّهَا اِذَا ذَكَرَهَا فَاِنَّ اللّٰهَ قَالَ اَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِّكْرٰى - قَالَ يُوْنُسُ وَكَانَ ابْنُ شِهَابٍ يَقْرَأُهَا كَذَالِكَ قَالَ اَحْمَدُ قَالَ عَنْبَسَةُ يَعْنِي عَنْ يُوْنُسَ فِي هٰذَا الْحَدِيْثِ لِذِكْرِي قَالَ اَحْمَدُ الْكَرَى النُّعَاسُ -

৪৩৫। আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম খায়বারের যুদ্ধ হতে প্রত্যাবর্তনের সময় এক রাতে যাত্রা অব্যাহত রাখেন। আমরা নিদ্রালু হয়ে পড়ায় তিনি রাতের শেষভাগে বিশ্রামের উদ্দেশ্যে বাহন হতে অবতরণ করেন এবং বিলাল (রা)-কে বলেনঃ তুমি জেগে থাক এবং রাতের দিকে খেয়াল রাখ। অতঃপর বিলাল (রা)-ও নিদ্রাকাতর হয়ে পড়েন এবং তিনি নিজের উটের সাথে হেলান দেয়া অবস্থায় ঘুমিয়ে পড়েন। এমতাবস্থায় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম, বিলাল (রা) এবং সহগামী সাহাবীদের কেউই জাগরিত হন নাই যতক্ষণ না সূর্যের তাপ তাদেরকে স্পর্শ করে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামই সর্বপ্রথম ঘুম হতে জাগরিত হন এবং অস্থির হয়ে পড়েন। অতঃপর তিনি বিলাল (রা)-কে বলেনঃ হে বিলাল! জবাবে বিলাল (রা) ওজর পেশ করে বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আমার মাতা-পিতা আপনার জন্য উৎসর্গিত হোক। যে মহান সত্তা

আপনার জীবন ধরে রেখেছিলেন সেই মহান সত্তা আমার জীবনও ধরে রেখেছিলেন। অতঃপর তাঁরা উক্ত স্থান পরিত্যাগ করে কিছু দূর যাওয়ার পর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম উযূ করেন এবং বিলাল (রা)-কে নামাযের ইকামত দিতে বলেন। তিনি সকলকে নিয়ে নামায আদায় করেন।[১] নামায শেষে নবী করীম (স) বলেনঃ যে ব্যক্তি নামায (আদায় করতে) ভুলে যাবে সে যেন স্মরণ হওয়ার সাথে সাথে তা আদায় করে।[২] কেননা আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করেছেনঃ "তোমরা আমার স্মরণের জন্য নামায কায়েম কর"- (মুসলিম, ইবন মাজা, তিরমিযী, নাসাঈ)।

٤٣٦ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ اِسْمٰعِيلَ نَا اَبَانُ نَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ فِي هٰذَا الْخَبَرِ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحَوَّلُوا عَنْ مَكَانِكُمُ الَّذِي اَصَابَتْكُمْ فِيهِ الْغَفْلَةُ ـ قَالَ فَاَمَرَ بِلَالًا فَاَذَّنَ وَاَقَامَ وَصَلَّى ـ قَالَ اَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ مَالِكٌ وَسُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ وَالْاَوْزَاعِيُّ وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ وَابْنِ اِسْحٰقَ لَمْ يَذْكُرْ اَحَدٌ مِنْهُمُ الْاَذَانَ فِي حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ هٰذَا وَلَمْ يُسْنِدْهُ مِنْهُمْ اَحَدٌ اِلَّا الْاَوْزَاعِيُّ وَاَبَانُ الْعَطَّارُ عَنْ مَعْمَرٍ ـ

৪৩৬। মুসা ইব্ন ইসমাঈল--- আবূ হুরায়রা (রা) পূর্বোক্ত হাদীছের বর্ণনা পরম্পরায় বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেনঃ যে স্থানে তোমরা গাফ্লতিতে নিমজ্জিত হয়েছ- সে স্থান ত্যাগ কর।

রাবী বলেন, উক্ত স্থান ত্যাগের পর অন্য স্থানে পৌঁছে রাসূলুল্লাহ (স) বিলাল (রা)-কে নির্দেশ দেওয়ায় তিনি আযান ও ইকামত দেন এবং তিনি (স) সকলকে নিয়ে নামায আদায় করেন।

ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেন, উক্ত হাদীছ মালেক, সুফিয়ান, আওযাঈ, আবদুর রায্যাক- সকলে মা'মার ও ইব্ন ইসহাক হতে বর্ণনা করেছেন। তাদের বর্ণনায় কেউই অযানের কথা উল্লেখ করেন নি।

٤٣٧ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ اِسْمٰعِيلَ نَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ

১। উল্লেখিত হাদীছে কেবলমাত্র ইকামতের কথা বর্ণিত হয়েছে। অবশ্য অন্য হাদীছে উল্লেখ আছে যে, নবী করীম (স) বিলাল (রা)-কে প্রথমে আযান ও পরে ইকামতের আদেশ দেন। -(অনুবাদক)

২। রাতে ঘুমিয়ে থাকার পর সকালে কেউ যদি এমন সময় ঘুম হতে জাগ্রত হয়, যখন সূর্য উঠতে থাকে- তখন নামায আদায় করা হারাম। কেননা অন্য হাদীছে আছে- সূর্যোদয়, ঠিক দ্বি-প্রহর ও সূর্যাস্তের সময় নামায পড়া নিষিদ্ধ। -(অনুবাদক)

رَبَاحٍ الْاَنْصَارِيِّ - اَبُوْ قَتَادَةَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِيْ سَفَرٍ لَّهُ فَمَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمِلْتُ مَعَهُ فَقَالَ اُنْظُرْ فَقُلْتُ هٰذَا رَاكِبٌ هٰذَانِ رَاكِبَانِ هٰؤُلَاۤءِ ثَلٰثَةٌ حَتّٰى صِرْنَا سَبْعَةً فَقَالَ احْفَظُوْا عَلَيْنَا صَلَاتَنَا يَعْنِيْ صَلٰوةَ الْفَجْرِ فَضُرِبَ عَلٰى اٰذَانِهِمْ فَمَا اَيْقَظَهُمْ اِلَّا حَرُّ الشَّمْسِ فَقَامُوْا فَسَارُوْا هُنَيَّةً ثُمَّ نَزَلُوْا فَتَوَضَّؤُا وَاَذَّنَ بِلَالٌ فَصَلُّوْا رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ ثُمَّ صَلُّوْا الْفَجْرَ وَرَكِبُوْا فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ قَدْ فَرَّطْنَا فِيْ صَلَاتِنَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّهُ لَاتَفْرِيْطَ فِي النَّوْمِ اِنَّمَا التَّفْرِيْطُ فِي الْيَقْظَةِ فَاِذَا سَهَا اَحَدُكُمْ عَنْ صَلَاةٍ فَلْيُصَلِّهَا حِيْنَ ذَكَرَهَا وَمِنَ الْغَدِ لِلْوَقْتِ -

৪৩৭। মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল--- আবু কাতাদা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এক সফরে ছিলেন। তিনি একদিকে মনোনিবেশ করলেন এবং আমিও তাঁর সাথে মনোনিবেশ করলাম। অতঃপর তিনি বলেনঃ লক্ষ্য কর! তখন আমি বলি, এই একজন আরোহী, এই দুইজন আরোহী, এই তিনজন আরোহী– এইরূপে আমরা গণনায় সাত পর্যন্ত পৌঁছাই। অতঃপর নবী করীম (স) বলেনঃ তোমরা অমাদের ফজরের নামাযের প্রতি দৃষ্টি রাখ। অতঃপর রাবী বলেন যে, তাদের কান বন্ধ হয়ে গিয়েছিল (সকলে ঘুমিয়ে পড়েছিল) এবং রৌদ্রের তাপ গায়ে লাগার পূর্বে কেউই ঘুম হতে উঠতে পারেননি। ঘুম হতে বেলা উঠার পর জাগ্রত হয়ে তাঁরা উক্ত স্থান ত্যাগ করে সামান্য দূর যাওয়ার পর অবতরণ করে উযু করেন। অতঃপর হযরত বিলাল (রা) আযান দেওয়ার পর তাঁরা প্রথমে ফজরের দুই রাকাত সুন্নাত, অতপর দুই রাকাত ফরয নামায আদায় করে– উক্ত স্থান ত্যাগ করেন। অতঃপর তাঁরা পরস্পর বলাবলি করতে থাকেন, আমরা নির্দ্ধারিত সময়ে নামায আদায় না করে গুনাহগার হয়েছি। এতদশ্রবণে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেনঃ অনিচ্ছাকৃত ভাবে নিদ্রাচ্ছন্ন হয়ে কেউ যদি নামায কাযা করে– তবে তা অন্যায় নহে। অবশ্য জাগ্রত থাকাবস্থায় ইচ্ছাকৃতভাবে নামায কাযা করলে অন্যায় হবে। অতএব তোমাদের কেউ যখন নামায আদায়ের কথা ভুলে যায়– সে যেন স্মরণ হওয়া মাত্রই তা আদায় করে।[১] এবং পরবর্তী দিন উক্ত সময়ের নামাযটি

১। কোন কারণ বশতঃ নামায কাযা হলে স্মরণ হওয়া মাত্রই ঐ নামায আদায় করতে হবে। তবে বিশেষ অসুবিধার কারণে– তার কাযা বিলম্বে আদায় করা যায়, যেমন– সূর্যোদয়ের সময় স্মরণ হলে, বা নাপাকী অবস্থায়থাকলে।

তার নির্দ্ধারিত সময়ে যেন আদায় করে[২]– (মুসলিম, নাসাঈ, ইবন মাজা, তিরমিযী)।

٤٣٨– حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ نَصْرٍ نَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ نَا الاَسْوَدُ بْنُ شَيْبَانَ نَا خَالِدُ بْنُ سُمَيْرٍ قَالَ قَدِمَ عَلَيْنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ رَبَاحٍ الْاَنْصَارِيُّ مِنَ الْمَدِيْنَةِ وَكَانَتِ الْاَنْصَارُ تُفَقِّهُهُ فَحَدَّثَنَا قَالَ حَدَّثَنِي اَبُوْ قَتَادَةَ الْاَنْصَارِيُّ فَارِسُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَعَثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَيْشَ الْاُمَرَاءِ بِهٰذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ فَلَمْ تُوْقِظْنَا اِلَّا الشَّمْسُ طَالِعَةً فَقُمْنَا وَهِلِيْنَ لِصَلَاتِنَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُوَيْدًا رُوَيْدًا حَتّٰى اِذَا تَعَالَتِ الشَّمْسُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَرْكَعُ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فَلْيَرْكَعْهُمَا فَقَامَ مَنْ كَانَ يَرْكَعُهُمَا وَمَنْ لَمْ يَرْكَعْهُمَا فَرَكَعَهُمَا ثُمَّ اَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يُنَادٰى بِالصَّلٰوةِ فَنُوْدِيَ بِهَا فَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى بِنَا فَلَمَّا انْصَرَفَ فَقَالَ اَلَا اِنَّا نَحْمَدُ اللّٰهَ اَنَّا لَمْ نَكُنْ فِيْ شَيْءٍ مِنْ اُمُوْرِ الدُّنْيَا يَشْغَلُنَا عَنْ صَلَاتِنَا وَلٰكِنْ اَرْوَاحُنَا كَانَتْ بِيَدِ اللّٰهِ فَاَرْسَلَهَا اَنّٰى شَاءَ فَمَنْ اَدْرَكَ مِنْكُمْ صَلٰوةَ الْغَدَاةِ مِنْ غَدٍ صَالِحًا فَلْيَقْضِ مَعَهَا مِثْلَهَا ـ

৪৩৮। আলী ইব্ন নাসূর— খালিদ ইব্ন সুমাইর হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইব্ন রাবাহ্ আনসারী (রা) মদীনা হতে আমাদের নিকট আগমন করেন। মদীনার আনসারগণ তাঁকে একজন বিশিষ্ট ফকীহ্ (ফিকাহ্ তত্ত্ববিদ আলেম) হিসাবে গণ্য করতেন। রাবী বলেন, আবদুল্লাহ আনসারী (রা) আমাদের নিকট বর্ণনা করেন যে, হযরত আবু কাতাদা আল্-আনসারী (রা) যিনি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের ঘোড়া রক্ষক ছিলেন– বলেন, রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম মুতার যুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করেন —পূর্ববর্তী হাদীছের অনুরূপ।
রাবী বলেন, সূর্যের রশ্মি আমাদের শরীর স্পর্শ করার পর আমরা ঘুম হতে জাগ্রত হই। ঐ সময় আমরা আমাদের নামাযের জন্য অস্থির হয়ে পড়ি। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেনঃ এ স্থান ত্যাগ কর, ত্যাগ কর। তাঁরা ঐ স্থান ত্যাগ করে কিছু দুর যাওয়ার পর সূর্য যখন

২। উপরোক্ত হাদীছে জানা যায় যে, কোন ব্যক্তির নামায কাযা হলে স্বরণ হওয়া মাত্রই তা আদায় করতে হবে এবং পরের দিন ঐ নামাযের জন্য নির্দ্ধরিত সময়ে আদায় করার প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে যেন পুনরায় তা কাযা না হয়।

কিছুটা উপরে উঠল তখন রাসূলুল্লাহ (স) বলেনঃ যারা সফরের সময় ফজরের নামাযের দুই রাকাত সুন্নাত আদায়ে অভ্যস্ত–তারা যেন তা আদায় করে নেয়। অতঃপর উপস্থিত সাহাবাগণ ফজরের দুই রাকাত (সুন্নাত) আদায় করেন। অতঃপর নবী করীম (স) আযান দেওয়ার নির্দেশ দেন। আযানের পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সল্লাম আমাদের ফজরের দুই রাকাত ফরয নামায আদায় করেন। নামায আদায়ের পর রাসূলুল্লাহ (স) আমাদের সম্বোধন করে বলেনঃ তোমরা জেনে রাখ। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য। দুনিয়ার কোন কাজকর্ম আমাদের এই নামায আদায় করা হতে বিরত রাখেনি, বরং আমাদের আত্মাসমূহ আল্লাহ্‌র নিয়ন্ত্রণে ছিল। অতঃপর তাঁর ইচ্ছানুযায়ী তা আমাদের নিকট ফেরত পাঠিয়েছেন। তোমাদের কেউ যখন আগামী দিনের ফজরের নামায ঠিক সময়ে পাবে তবে সে যেন এ ওয়াক্তের সাথে– এই কাযা নামাযটিও আদায় করে।

٤٣٩– حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ اَنَا خَالِد عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ اَبِىْ قَتَادَةَ فِىْ هٰذَا الْخَبَرِ قَالَ فَقَالَ اِنَّ اللّٰهَ قَبَضَ اَرْوَاحَكُمْ حَيْثُ شَاءَ وَرَدَّهَا حَيْثُ شَاءَ قُمْ فَاَذِّنْ بِالصَّلٰوةِ فَقَامُوْا فَتَطَهَّرُوْا حَتّٰى اِذَا ارْتَفَعَتِ الشَّمْسُ قَامَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلّٰى بِالنَّاسِ ـ

৪৩৯। আমর ইব্ন আওন--- আবু কাতাদা (রা) হতে পূর্বোক্ত হাদীছের অনুরূপ বর্ণিত। রাবী বলেন, অতঃপর নবী করীম (স) ইরশাদ করেনঃ আল্লাহ তাআলা তোমাদের আত্মাগুলিকে যতক্ষণ ইচ্ছা স্বীয় নিয়ন্ত্রণে রাখেন, অতঃপর তা ফিরিয়ে দেন। অতঃপর তিনি ঐ স্থান ত্যাগের নির্দেশ দেন। অতপর তিনি বিলাল (রা)–কে আযান দিতে বলায় তিনি আযান দিলে–সকলে উযু করেন। ইতিমধ্যে সূর্য উপরে উঠে যায় এবং নবী করীম (স) সাহাবীদের নিয়ে ঐ নামায আদায় করেন– (বুখারী, নাসাঈ)।

٤٤٠– حَدَّثَنَا هَنَّادٌ نَا عَبْثَرٌ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَاهُ قَالَ فَتَوَضَّاَ حِيْنَ ارْتَفَعَتِ الشَّمْسُ فَصَلّٰى بِهِمْ ـ

৪৪০। হান্নাদ--- আবু কাতাদা (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নিকট থেকে--- পূর্ববর্তী হাদীছের অনুরূপ। রাবী বলেন, সূর্য কিছু উপরে উঠার পর সকলে উযু করে নামায আদায় করেন– (বুখারী, নাসাঈ)।

٤٤١- حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ الْعَنْبَرِيُّ نَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ وَهُوَ الطَّيَالِسِيُّ نَا سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ الْمُغِيرَةِ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ اَبِي قَتَادَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَفْرِيطٌ اِنَّمَا التَّفْرِيطُ فِي الْيَقْظَةِ اَنْ تُؤَخِّرَ صَلٰوةً حَتّٰى يَدْخُلَ وَقْتُ اُخْرٰى -

৪৪১। আল-আব্বাস আল-আনবারী---- আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ ঘুমের কারণে (নামায কাযা হলে) অন্যায় নয়, বরং জাগ্রত অবস্থায় ইচ্ছাকৃতভাবে নামায এত বিলম্বে আদায় করা অন্যায়- যাতে অন্য ওয়াক্ত উপনীত হয়- (মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ)।

٤٤٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ اَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ نَسِيَ صَلٰوةً فَلْيُصَلِّهَا اِذَا ذَكَرَهَا لَا كَفَّارَةَ لَهَا اِلَّا ذٰلِكَ -

৪৪২। মুহাম্মাদ ইব্‌ন কাছীর---- আনাস ইব্‌ন মালেক (রা) হতে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেনঃ যে ব্যক্তি নামায আদায়ের কথা ভুলে যায় সে যেন স্মরণ হওয়া মাত্রই তা আদায় করে। কাযা নামাযের কাফ্‌ফারা হল- তা আদায় করা- (বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, ইব্‌ন মাজা, তিরমিযী)।

٤٤٣- حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ عَنْ خَالِدٍ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي مَسِيرٍ لَهُ فَنَامُوْا عَنْ صَلٰوةِ الْفَجْرِ فَاسْتَيْقَظُوْا بِحَرِّ الشَّمْسِ فَارْتَفَعُوْا قَلِيلًا حَتّٰى اسْتَقَلَّتِ الشَّمْسُ ثُمَّ اَمَرَ مُؤَذِّنًا فَاَذَّنَ فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ ثُمَّ اَقَامَ ثُمَّ صَلَّى الْفَجْرَ -

৪৪৩। ওয়াহ্‌ব ইব্‌ন বাকিয়্যা---- ইমরান ইব্‌ন হুসায়ন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এক দীর্ঘ সফর হতে প্রত্যাবর্তনের সময় ফজরের নামাযের ওয়াক্তে সকলে নিদ্রাচ্ছন্ন থাকেন। তাঁরা সূর্যোত্তাপ শরীরে লাগার পর জাগ্রত হন। অতঃপর স্থান ত্যাগ করে কিছু দুর যাওয়ার পর সূর্য কিছু উপরে উঠলে তিনি মুআযযিনকে আযান

দেওয়ার নির্দেশ দেন। মুআযযিন আযান দিলে তাঁরা প্রথমে ফজরের দু'রাকাত সুন্নাত নামায আদায় করেন এবং ইকামতের পর ফরয নামায আদায় করেন - (বুখারী, মুসলিম)।

٤٤٤- حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الْعَنْبَرِيُّ وَاَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ وَهٰذَا لَفْظُ عَبَّاسٍ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ يَزِيْدَ حَدَّثَهُمْ عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ عَيَّاشِ بْنِ عَبَّاسٍ يَعْنِي الْقِتْبَانِيَّ اَنَّ كُلَيْبَ بْنَ صُبْحٍ حَدَّثَهُمْ اَنَّ الزِّبْرِقَانَ حَدَّثَهُ عَنْ عَمِّهِ عَمْرِو بْنِ اُمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ اَسْفَارِهِ فَنَامَ عَنِ الصُّبْحِ حَتّٰى طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَاسْتَيْقَظَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ تَنَحَّوْا عَنْ هٰذَا الْمَكَانِ قَالَ ثُمَّ اَمَرَ بِلَالًا فَاَذَّنَ ثُمَّ تَوَضَّؤُا وَصَلُّوْا رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ ثُمَّ اَمَرَ بِلَالًا فَاَقَامَ الصَّلٰوةَ فَصَلّٰى بِهِمْ صَلٰوةَ الصُّبْحِ ـ

৪৪৪। আব্বাস আল-আনবারী--- আমর ইব্‌ন উমাইয়া (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা কোন এক সফরে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সাথে ছিলাম। তিনি ফজরের নামাযের সময় ঘুমে কাতর ছিলেন। সূর্যোদয়ের পর তিনি ঘুম থেকে জাগরিত হয়ে সাহাবীদের উক্ত স্থান ত্যাগের নির্দেশ দেন। অতঃপর তিনি অন্য এক স্থানে উপনীত হয়ে বিলাল (রা)-কে আযান দিতে বলেন। তিনি আযান দিলে সাহাবীগণ উযু করে দু'রাকাত সুন্নাত নামায আদায় করেন। অতঃপর বিলাল (রা)-কে ইকামতের নির্দেশ দিলে তিনি ইকামত দেন। নবী করীম (স) সকলকে নিয়ে ফজরের ফরয নামায আদায় করেন।

٤٤٥- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْحَسَنِ نَا حَجَّاجٌ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ ثَنَا حَرِيْزٌ ح وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ اَبِي الْوَزِيْرِ ثَنَا مُبَشِّرٌ يَعْنِي الْحَلَبِيَّ حَدَّثَنَا حَرِيْزٌ يَعْنِي ابْنَ عُثْمَانَ حَدَّثَنِي يَزِيْدُ بْنُ صُبْحٍ عَنْ ذِي مِخْبَرٍ الْحَبَشِيِّ وَكَانَ يَخْدُمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هٰذَا الْخَبَرِ قَالَ فَتَوَضَّاَ يَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وُضُوْءًا لَمْ يَلْتَ مِنْهُ التُّرَابُ ثُمَّ اَمَرَ بِلَالًا فَاَذَّنَ ثُمَّ قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ غَيْرَ عَجِلٍ ثُمَّ قَالَ لِبِلَالٍ اَقِمِ الصَّلٰوةَ ثُمَّ صَلّٰى وَهُوَ غَيْرُ عَجِلٍ قَالَ حَجَّاجٌ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ صُلَيْحٍ قَالَ حَدَّثَنِي ذُوْ مِخْبَرٍ رَجُلٌ مِنَ الْحَبَشَةِ وَقَالَ عُبَيْدٌ يَزِيْدُ بْنُ صُبْحٍ ـ

৪৪৫। ইব্‌রাহীম--- যু-মিখ্‌বার আল-হাবৃশী (নাজ্জাশীর ভ্রাতুষ্পুত্র) হতে বর্ণিত। তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের খিদমত করতেন। পূর্বোক্ত হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা পূর্বক তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম নামায আদায়ের উদ্দেশ্যে উযু করেন। অতঃপর তিনি বিলাল (রা)-কে নির্দেশ দিলে তিনি আযান দেন। নবী করীম (স) দণ্ডায়মান হয়ে শান্তভাবে দুই রাকাত ফজরের সুন্নাত নামায আদায় করেন। অতঃপর তিনি বিলাল (রা)-কে ইকামত দিতে বলেন। তিনি ইকামত দিলে নবী করীম (স) সাহাবীদের নিয়ে ধীরস্থিরভাবে ফজরের দু'রাকাত ফরয নামায আদায় করেন।

٤٤٦- حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ الْفَضْلِ ثَنَا الْوَلِيْدُ عَنْ حَرِيْزٍ يَعْنِى ابْنَ عُثْمَانَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ صُلَيْحٍ عَنْ ذِىْ مِخْبَرِ بْنِ اَخِى النَّجَاشِيِّ فِىْ هٰذَا الْخَبَرِ قَالَ فَاَذَّنَ وَهُوَ غَيْرُ عَجِلٍ -

৪৪৬। মুআম্মাল--- যু-মিখবার হতে পূর্বোক্ত হাদীছের অনুরূপ বর্ণিত। তিনি বলেন, অতঃপর বিলাল (রা) ধীরস্থিরভাবে আযান দেন।

٤٤٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَانِ بْنَ اَبِى عَلْقَمَةَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ مَسْعُوْدٍ قَالَ اَقْبَلْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَّةِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَّكْلَؤُنَا فَقَالَ بِلَالٌ اَنَا فَنَامُوْا حَتّٰى طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَاسْتَيْقَظَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ افْعَلُوْا كَمَا كُنْتُمْ تَفْعَلُوْنَ قَالَ فَفَعَلْنَا قَالَ فَكَذَالِكَ فَافْعَلُوْا لِمَنْ نَامَ اَوْ نَسِىَ -

৪৪৭। মুহাম্মাদ ইব্‌নুল মুছান্না--- আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসঊদ (রা) বলেন, হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সফরসংগী ছিলাম। ঐ সময় রাসূলুল্লাহ (স) বলেনঃ আমাদের পাহারা দেওয়ার দায়িত্ব কে গ্রহণ করবে? তখন বিলাল (রা) বলেন- আমি। অতঃপর সকলে ঘুমিয়ে পড়েন এমনকি সূর্যোদয়ের পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ঘুম হতে জাগরিত হয়ে বলেনঃ তোমরা ঐরূপ কর যেরূপ তোমরা করতে- অর্থাৎ সূর্যোদয়ের পূর্বে তোমরা যেরূপ এই নামায আদায় করতে- এখনও সেভাবে তা আদায় কর।
রাবী বলেন, অতঃপর আমরা নবী করীম (স)-এর নির্দেশ মোতাবেক উযু করে আযান, ইকামত ও জামাআতের সাথে নামায আদায় করি। অতঃপর নবী করীম (স) বলেনঃ যে ব্যক্তি নামায

আদায় করতে ভুলে যাবে বা ঘুমিয়ে থাকার ফলে আদায় করতে পারবে না- সে যেন তার কাযা এইরূপে আদায় করে- (নাসাঈ)।

١٦. بَابٌ فِي بِنَاءِ الْمَسَاجِدِ

১৬. অনুচ্ছেদঃ মসজিদ নির্মাণ প্রসংগে

٤٤٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ بْنِ سُفْيَانَ اَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ اَبِي فَزَارَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْاَصَمِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اُمِرْتُ بِتَشْيِيدِ الْمَسَاجِدِ ـ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَتُزَخْرِفُنَّهَا كَمَا زَخْرَفَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارٰى ـ

৪৪৮। মুহাম্মাদ ইবনুস-সাব্বাহ্--- ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেনঃ আমাকে বেশী উঁচু করে মসজিদ নির্মাণের নির্দেশ দেয়া হয়নি। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, তোমরা মসজিদ এমনভাবে কারুকার্য করবে যেমনটি ইহূদী ও নাসারারা নিজ নিজ উপাসনালয় নক্‌শা ও কারুকার্য মন্ডিত করে থাকে।

٤٤٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْخُزَاعِيُّ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ اَيُّوبَ عَنْ اَبِي قِلَابَةَ عَنْ اَنَسٍ وَقَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتّٰى يَتَبَاهَى النَّاسُ فِي الْمَسَاجِدِ ـ

৪৪৯। মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল্লাহ আল-খুযাঈ--- আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। মহানবী (স) বলেনঃ লোকেরা মসজিদে পরস্পরের মধ্যে (নির্মাণ ও কারুকার্য নিয়ে) গর্ব না করা পর্যন্ত কিয়ামত কায়েম হবে না- (নাসাঈ, ইব্ন মাজা)।

٤٥٠- حَدَّثَنَا رَجَاءُ بْنُ الْمُرَجَّى ثَنَا اَبُو هَمَّامٍ الدَّلَّالُ ثَنَا سَعِيدُ بْنُ السَّائِبِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عِيَاضٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ اَبِي الْعَاصِ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَرَهُ اَنْ يَجْعَلَ مَسْجِدَ الطَّائِفِ حَيْثُ كَانَ طَوَاغِيتُهُمْ ـ

৪৫০। রাজাআ ইবনুল-মুরাজ্জা--- উছমান ইব্ন আবুল আস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম

সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁকে তায়েফের ঐ স্থানে মসজিদ নির্মাণের নির্দেশ দান করেন– যেখানে মূর্তি পুজারীদের মূর্তিঘর ছিল– (ইব্ন মাজা)।

٤٥١– حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ وَمُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى وَهُوَ اَتَمُّ قَالَا ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ ثَنَا اَبِىْ عَنْ صَالِحٍ قَالَ نَا نَافِعٌ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ اَخْبَرَهُ اَنَّ الْمَسْجِدَ كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَبْنِيًّا بِاللَّبِنِ وَسَقْفُهُ بِالْجَرِيْدِ وَعُمُدُهُ قَالَ مُجَاهِدٌ عُمُدُهُ مِنْ خَشَبِ النَّخْلِ فَلَمْ يَزِدْ فِيْهِ اَبُوْ بَكْرٍ شَيْئًا وَزَادَ فِيْهِ عُمَرُ وَبَنَاهُ عَلَى بِنَائِهِ فِىْ عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّبِنِ وَالْجَرِيْدِ وَاَعَادَ عُمُدَهُ وَقَالَ مُجَاهِدٌ عُمُدَهُ خَشَبًا وَغَيَّرَهُ عُثْمَانُ وَزَادَ فِيْهِ زِيَادَةً كَثِيْرَةً وَبَنَى جِدَارَهُ بِالْحِجَارَةِ الْمَنْقُوْشَةِ وَالْقَصَّةِ وَجَعَلَ عُمُدَهُ مِنْ حِجَارَةٍ مَنْقُوْشَةٍ وَسَقَّفَهُ بِالسَّاجِ ـ قَالَ مُجَاهِدٌ سَقْفُهُ السَّاجُ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ الْقَصَّةُ الْجِصُّ ـ

৪৫১। মুহাম্মাদ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া— আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমার (রা) বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের যুগে মসজিদে নববী ইটের দ্বারা তৈরী ছিল এবং তার ছাদ ছিল খেজুর গাছের ডাল ও গুড়ির দ্বারা তৈরী। মুজাহিদ বলেন, তার স্তম্ভগুলি ছিল শুকনা খেজুর গাছের। আবু বাক্র সিদ্দীক (রা) তাতে কোন পরিবর্তন–পরিবর্ধন করেননি। উমার (রা) তাঁর শাসনামলে তা কিছুটা প্রশস্ত করেন; কিন্তু তাঁর মূল ভিত্তি ছিল রাসূলুল্লাহ (স)–এর যুগে কাঁচা ইটের তৈরী দেওয়াল ও খেজুর পাতার ছাউনীতে। তিনি স্তম্ভগুলি পরিবর্তন করেন– কিন্তু মূল বুনিয়াদের মধ্যে কোন পরিবর্তন করেননি।

মুজাহিদ (রহ) বলেন, তার স্তম্ভগুলি ছিল শুকনা খেজুর গাছের। উছমান (রা)-র সময় তিনি তার পরিবর্তন–পরিবর্ধন করে তা অনেক প্রশস্ত করেন। তিনি কাঁচা ইটের পরিবর্তে নকশা খচিত প্রস্তর ও চুনা দ্বারা তার দেওয়াল নির্মাণ করেন এবং তার স্তম্ভগুলিও নক্শা খচিত পাথর দ্বারা নির্মাণ করেন। তিনি সেগুন কাঠ দ্বারা (যা হিন্দুস্থানে পাওয়া যায়) এর ছাদ নির্মাণ করেন– (বুখারী)।

٤٥٢– حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ ثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوسَى عَنْ شَيْبَانَ عَنْ فِرَاسٍ عَنْ عَطِيَّةَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ اِنَّ مَسْجِدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ

سَوَارِيَهِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ جُذُوعِ النَّخْلِ اَعْلَاهُ مُظَلَّلٌ بِجَرِيْدِ النَّخْلِ ثُمَّ اِنَّهَا نَخِرَتْ فِي خِلَافَةِ اَبِي بَكْرٍ فَبَنَاهَا بِجُذُوعِ النَّخْلِ وَبِجَرِيْدِ النَّخْلِ ثُمَّ اِنَّهَا نَخِرَتْ فِيْ خِلَافَةِ عُثْمَانَ فَبَنَاهَا بِالْاٰجُرِّ فَلَمْ تَزَلْ ثَابِتَةً حَتَّى الْاٰنَ

৪৫২। মুহাম্মাদ ইব্‌ন হাতেম---- ইব্‌ন উমার (রা) হতে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সময় মসজিদে নববীর ছাদ ছিল খেজুর পাতার তৈরী এবং আড়া ছিল খেজুরের গাছের। আবু বাক্‌র সিদ্দীক (রা)–এর যামানায় তা পুরাতন ও বিনষ্ট হওয়ায় তিনি তা পূর্বের ন্যায় খেজুরের গাছ ও পাতার দ্বারা পুনরায় নির্মাণ করেন। অতঃপর উছমান (রা)–র শাসনামলে তা বিনষ্ট হওয়ায় তিনি তা পাকা ইট ও প্রস্তর দ্বারা নির্মাণ করেন। এখনও তা অক্ষত অবস্থায় বিরাজিত।[১]

٤٥٣– حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ اَبِي التَّيَّاحِ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَدِمَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِيْنَةَ فَنَزَلَ فِيْ عُلْوِ الْمَدِيْنَةِ فِي حَيٍّ يُقَالُ لَهُمْ بَنُو عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ فَاَقَامَ فِيهِمْ اَرْبَعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً ثُمَّ اَرْسَلَ اِلَى بَنِي النَّجَّارِ فَجَاؤُا مُتَقَلِّدِيْنَ سُيُوفَهُمْ فَقَالَ اَنَسٌ فَكَاَنِّي اَنْظُرُ اِلَى رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَاَبُو بَكْرٍ رِدْفُهُ وَمَلَأُ بَنِي النَّجَّارِ حَوْلَهُ حَتَّى اَلْقَى بِفِنَاءِ اَبِي اَيُّوبَ وَكَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي حَيْثُ اَدْرَكَتْهُ الصَّلٰوةُ وَيُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ وَاَنَّهُ اَمَرَ بِبِنَاءِ الْمَسْجِدِ فَاَرْسَلَ اِلَى بَنِي النَّجَّارِ وَقَالَ يَابَنِي النَّجَّارِ ثَامِنُونِي بِحَائِطِكُمْ هٰذَا فَقَالُوا وَاللّٰهِ لَانَطْلُبُ ثَمَنَهُ اِلَّا اِلَى اللّٰهِ قَالَ اَنَسٌ وَكَانَ فِيهِ مَااَقُولُ لَكُمْ كَانَتْ فِيهِ قُبُورُ الْمُشْرِكِيْنَ وَكَانَتْ فِيهِ خَرِبٌ وَكَانَتْ فِيهِ نَخْلٌ فَاَمَرَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقُبُورِ الْمُشْرِكِيْنَ فَنُبِشَتْ وَبِالْخَرِبِ فَسُوِّيَتْ وَبِالنَّخْلِ فَقُطِعَ فَصَفُّوا النَّخْلَ قِبْلَةَ الْمَسْجِدِ وَجَعَلُوا عِضَادَتَيْهِ حِجَارَةً وَجَعَلُوا يَنْقُلُونَ الصَّخْرَةَ وَهُمْ يَرْتَجِزُونَ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ

১। এই হাদীছ সংকলনের সময় পর্যন্ত মসজিদে নববীর অবস্থা ঐরূপ ছিল। এর পরে অনেক পরিবর্তনের মাধ্যমে বর্তমান অবস্থায় রূপান্তরিত হয়েছে। –(অনুবাদক)

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَهُمْ وَيَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ لَاخَيْرَ اِلَّا خَيْرُ الْاٰخِرَةِ فَانْصُرِ الْاَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَهْ

৪৫৩। মুসাদ্দাদ— আনাস ইব্‌ন মালেক (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম মদীনায় আগমনের পর আওআলীয়ে–মদীনায় আমর ইব্‌ন আওফ গোত্রে অবতরণ করেন এবং তথায় ১৪ দিন অবস্থান করেন। অতঃপর তিনি বানূ নাজ্জার গোত্রে যাওয়ার উদ্দেশ্যে খবর পাঠান। তারা নবী করীম (স)–এর সন্মানার্থে গলদেশে তরবারি ঝুলিয়ে সেখানে আসেন।

আনাস (রা) বলেন, আমি যেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে বাহনে আরোহিত অবস্থায় দেখতে পাচ্ছি এবং আবু বাক্‌র (রা) তখন তাঁর পশ্চাতে আরোহিত ছিলেন। বানূ নাজ্জার গোত্রের নেতৃবৃন্দ তাঁর চারিদিকে ছিল। তিনি হযরত আবু আইউব আনসারী (রা)–এর বাড়ীর আংগিনায় এসে অবতরণ করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম যেখানেই নামাযের ওয়াক্ত হত সেখানেই নামায আদায় করতেন। এমনকি তিনি বক্‌রী রাখার স্থানেও নামায আদায় করতেন। তিনি মসজিদ নির্মাণের জন্য আদিষ্ট হলে বানূ নাজ্জার গোত্রের নিকট এ সংবাদ প্রেরণ করেন এবং বলেন, হে বানূ নাজ্জার! তোমরা মসজিদ নির্মাণের জন্য এই বাগানটি আমার নিকট বিক্রি কর। তাঁরা বলেন, আমরা বিনিময় একমাত্র আল্লাহ্‌র নিকটেই কামনা করি।

আনাস (রা) বলেন, তাতে যা ছিল– সে ব্যাপারে আমি এখনই তোমাদের জ্ঞাত করাচ্ছি। ঐ স্থানে ছিল মুশ্‌রিকদের কবর, পুরাতন ধ্বংসস্তূপ ও খেজুর গাছ। রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম মুশরিকদের কবর হতে তাদের গলিত হাড্ডি ইত্যাদি অন্যত্র নিক্ষেপের নির্দেশ দিলে–তা ফেলে দেয়া হয়, ভূমি সমতল করা হয় এবং খেজুর গাছগুলি কেটে ফেলা হয়। অতঃপর মসজিদের দক্ষিণ দিকের খেজুর গাছগুলি সুবিন্যস্তভাবে রাখা হয় এবং দরজার চৌকাঠ ছিল পাথরের তৈরী। মসজিদ তৈরীর জন্য পাথর আনার সময় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামও সাহাবীদের সাথে একত্রে কাজ করার সময় নিম্নোক্ত কবিতা পাঠ করেনঃ اللهم لاخير الا خير الاخرة - فانصر الانصار والمهاجره "ইয়া আল্লাহ! আখেরাতে কল্যাণই আমাদের কাম্য। আপনি আনসার ও মুহাজিরদের সাহায্য করুন"– (বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, ইব্‌ন মাজা)।

٤٥٤ – حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ اَبِى التَّيَّاحِ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ مَوْضِعُ الْمَسْجِدِ حَائِطًا لِبَنِى النَّجَّارِ فِيْهِ حَرْثٌ وَنَخْلٌ وَقُبُوْرُ الْمُشْرِكِيْنَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَامِنُوْنِى بِهٖ فَقَالُوْا لَانَبْغِى فَقَطَعَ النَّخْلَ وَسَوَّى الْحَرْثَ وَنَبَشَ قُبُوْرَ الْمُشْرِكِيْنَ وَسَاقَ الْحَدِيْثَ وَقَالَ

فَاغْفِرْ مَكَانَ فَانْصُرْ قَالَ مُوسَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بِنَحْوِهِ وَكَانَ عَبْدُ الْوَارِثِ يَقُولُ خَرِبَ وَزَعَمَ عَبْدُ الْوَارِثِ اَنَّهُ اَفَادَ حَمَّادًا هٰذَا الْحَدِيْثَ ـ

৪৫৪। মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল--- আনাস ইব্‌ন মালেক (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মসজিদে নববীর স্থানটুকু বানূ নাজ্জার গোত্রের বাগান ছিল। তথায় তাদের কৃষিক্ষেত্র, খেজুর বাগান ও মুশরিকদের কবর ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাদের নিকট মসজিদ নির্মাণের উদ্দেশ্যে তা বিক্রির প্রস্তাব দিলে তাঁরা বলেন, আমরা তা বিক্রি করতে চাই না (বরং দান করব)। তখন ঐ স্থানের খেজুর গাছগুলি কাটা হয়, ভুমি সমতল করা হয় এবং মুশ্‌রিকদের কবর খুঁড়ে তাদের গলিত অস্থিগুলি অন্যত্র সরিয়ে ফেলা হয়। অতঃপর রাবী পূর্বোক্ত হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে রাবী এই হাদীছের মধ্যে "ফানসুর" শব্দের পরিবর্তে "ফাগ্‌ফির" শব্দটির উল্লেখ করেছেন (অর্থ আপনি আনসার আর মুহাজিরদের ক্ষমা করুন)।

١٧. بَابُ اِتِّخَاذِ الْمَسَاجِدِ فِى الدُّوْرِ

১৭. অনুচ্ছেদঃ পাড়ায় পাড়ায় মসজিদ নির্মাণ সম্পর্কে

٤٥٥– حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ ثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبِنَاءِ الْمَسَاجِدِ فِى الدُّوْرِ وَاَنْ تُنَظَّفَ وَتُطَيَّبَ ـ

৪৫৫। মুহাম্মাদ ইব্‌নুল আলা--- আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম পাড়ায় পাড়ায় মসজিদ নির্মাণের নির্দেশ দেন এবং তা পবিত্র, সুগন্ধিযুক্ত ও পরিষ্কার–পরিচ্ছন্ন রাখারও নির্দেশ দেন– (ইব্‌ন মাজা, তিরমিযী)।

٤٥٦– حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ سُفْيَانَ ثَنَا يَحْيٰى يَعْنِى ابْنَ حَسَّانَ ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسٰى ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ سَمُرَةَ ثَنِى خُبَيْبُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ اَبِيْهِ سُلَيْمَانَ بْنِ سَمُرَةَ عَنْ اَبِيْهِ سَمُرَةَ قَالَ اَنَّهُ كَتَبَ اِلٰى بَنِيْهِ اَمَّا بَعْدُ فَاِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَاْمُرُنَا بِالْمَسَاجِدِ اَنْ نَّصْنَعَهَا فِىْ دُوْرِنَا وَنُصْلِحَ صَنْعَتَهَا وَنُطَهِّرَهَا ـ

৪৫৬। মুহাম্মাদ ইব্‌ন দাউদ---- সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি তাঁর পুত্রদের নিকট এই মর্মে পত্র লিখেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে পাড়ায় পাড়ায় মসজিদ নির্মাণের নির্দেশ দিয়েছেন এবং তা ঠিকভাবে তৈরী করে পরিষ্কার রাখারও নির্দেশ দিয়ছেন।

١٨. بَابٌ فِى السُّرُجِ فِى الْمَسَاجِدِ

১৮. অনুচ্ছেদঃ মসজিদে আলো—বাতির ব্যবস্থা করা সম্পর্কে

٤٥٧- حَدَّثَنَا النُّفَيْلِىُّ ثَنَا مِسْكِينٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ زِيَادِ بْنِ اَبِى سَوْدَةَ عَنْ مَيْمُونَةَ مَوْلَاةِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهَا قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَفْتِنَا فِىْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِيْتُوْهُ فَصَلُّوْا فِيْهِ وَكَانَتِ الْبِلَادُ اِذْ ذَاكَ حَرْبًا فَاِنْ لَّمْ تَاْتُوْهُ وَتُصَلُّوْا فِيْهِ فَابْعَثُوْا بِزَيْتٍ يُّسْرَجُ فِىْ قَنَادِيْلِهٖ -

৪৫৭। আন্‌-নুফায়লী---- মহানবী (স)-এর আযাদকৃত দাসী মায়মূনা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! বায়তুল মুকাদ্দাসের মধ্যে নামায আদায় করা এবং যিয়ারতের জন্য সফর করা সম্পর্কে আপনার অভিমত কি? রাসূলুল্লাহ (স) বলেনঃ তোমরা সেখানে গিয়ে নামায আদায় করতে পার। তখন উক্ত শহর ছিল শত্রুদের দখলে। এজন্য নবী করীম (স) বলেনঃ যদি তোমরা সেখানে গিয়ে নামায আদায়ের সুযোগ না পাও তবে বাতি জ্বালানোর জন্য (যায়তুন) তৈল পাঠিয়ে দাও- (ইব্‌ন মাজা)।

١٩. بَابٌ فِى حَصَى الْمَسْجِدِ

১৯. অনুচ্ছেদঃ মসজিদের কংকর সম্পর্কে

٤٥٨- حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ تَمَّامِ بْنِ بَزِيعٍ ثَنَا عُمَرُ بْنُ سُلَيْمٍ الْبَاهِلِىُّ عَنْ اَبِى الْوَلِيْدِ قَالَ سَاَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الْحَصَى الَّذِى فِى الْمَسْجِدِ فَقَالَ مُطِرْنَا ذَاتَ لَيْلَةٍ فَاَصْبَحَتِ الْاَرْضُ مُبْتَلَّةً فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَاْتِىْ بِالْحَصَى فِى ثَوْبِهٖ فَيَبْسُطُ تَحْتَهُ فَلَمَّا قَضَى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلٰوةَ قَالَ مَا اَحْسَنَ هٰذَا -

৪৫৮। সাহ্ল ইব্ন তাম্মাম--- আবুল ওয়ালীদ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইব্ন উমার (রা)–কে মসজিদে নববীর ছোট ছোট প্রস্তর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি। তিনি বলেন, একদা রাতে বৃষ্টি হওয়ায় মসজিদে নববীর অংগন ভিজে স্যাঁতস্যাঁতে হয়ে যায়। তখন এক ব্যক্তি তার কাপড়ে পাথরের টুকরা বহন করে এনে স্ব (দণ্ডয়মানের) স্থানে রাখতে থাকে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম নামাযের পর বলেনঃ কত উত্তম কাজ করেছে সে।

٤٥٩- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ وَوَكِيعٌ قَالَا نَا الْاَعْمَشُ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ قَالَ كَانَ يُقَالُ اِنَّ الرَّجُلَ اِذَا اَخْرَجَ الْحَصٰى مِنَ الْمَسْجِدِ يُنَاشِدُهُ -

৪৫৯। উছ্মান ইব্ন আবু শায়বা--- আবু সালেহ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এরূপ বলা হত যে, যখন কোন ব্যক্তি মসজিদ হতে পাথরের টুক্রা বাইরে নিয়ে যায়, তখন কঙ্কর তাকে শপথ দেয় (আর বলে, আমাকে বাইরে নিয়ে যেও না)।

٤٦٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحَاقَ اَبُوْ بَكْرٍ ثَنَا اَبُوْ بَدْرٍ شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيْدِ ثَنَا شَرِيْكٌ ثَنَا اَبُوْ حُصَيْنٍ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ اَبُوْ بَدْرٍ اُرَاهُ قَدْ رَفَعَهُ اِلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ الْحَصَاةَ لَتُنَاشِدُ الَّذِىْ يُخْرِجُهَا مِنَ الْمَسْجِدِ -

৪৬০। মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক--- আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। (অধস্তন রাবী) আবু বদর শুজা ইবনুল ওয়ালীদ (রহ) বলেন, শরীক এ হাদীসের সনদ মহানবী (স) পর্যন্ত উন্নীত করেছেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেনঃ মসজিদের প্রস্তর টুকরাগুলি সেই ব্যক্তিকে আল্লাহ্র নামে শপথ দেয়– যে তাদেরকে মসজিদ থেকে বাইরে বের করে।

٢٠. بَابٌ فِى كَنْسِ الْمَسْجِدِ

২০. অনুচ্ছেদঃ মসজিদে ঝাড়ু দেওয়া সম্পর্কে

٤٦١- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْحَكِيْمِ الْخَزَّازُ ثَنَا عَبْدُ الْمَجِيْدِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ اَبِىْ رَوَّادٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ حَنْطَبٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُرِضَتْ عَلَىَّ اُجُوْرُ

أُمَّتِى حَتَّى الْقَذَاةُ يُخْرِجُهَا الرَّجُلُ مِنَ الْمَسْجِدِ وَعُرِضَتْ عَلَىَّ ذُنُوبُ أُمَّتِى فَلَمْ أَرَ ذَنْبًا أَعْظَمَ مِنْ سُورَةٍ الْقُرْآنِ أَوْ آيَةٍ أُوتِيَهَا الرَّجُلُ ثُمَّ نَسِيَهَا ـ

৪৬১। আবদুল ওয়াহ্হাব ইব্ন আবদুল হাকাম---- আনাস ইব্ন মালিক (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ আমার উম্মাতের কাজের বিনিময় (ছওয়াব) আমাকে দেখান হয়েছে- এমনকি মসজিদের সামান্য ময়লা পরিষ্কারকারীর ছওয়াবও। অপরপক্ষে আমার উম্মাতের গুনাহ্সমূহও আমাকে দেখান হয়েছে। নবী করীম (স) বলেনঃ আমি এ থেকে অধিক বড় কোন গুনাহ দেখিনি যে, কোন ব্যক্তি কুরআনের কোন আয়াত অথবা সুরা মুখস্ত করবার পর তা ভুলে গেছে- (তিরমিযী)।[১]

٢١. بَابُ اِعْتِزَالِ النِّسَاءِ فِى الْمَسَاجِدِ عَنِ الرِّجَالِ

২১. অনুচ্ছেদঃ মহিলাদের পুরুষদের হতে পৃথক পথে মসজিদে প্রবেশ সম্পর্কে

٤٦٢- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرٍو أَبُو مَعْمَرٍ ثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ ثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ تَرَكْنَا هٰذَا الْبَابَ لِلنِّسَاءِ قَالَ نَافِعٌ فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ ابْنُ عُمَرَ حَتَّى مَاتَ وَقَالَ غَيْرُ عَبْدِ الْوَارِثِ قَالَ عُمَرُ وَهُوَ أَصَحُّ ـ

৪৬২। আবদুল্লাহ ইব্ন উমার ও আবু মামার---- ইব্ন উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ যদি এই দরজাটি কেবলমাত্র মহিলাদের প্রবেশের জন্য নির্দিষ্ট করা হত (তবে উত্তমই হত)। নাফে বলেন, অতঃপর ইব্ন উমার (রা) উক্ত দরজা দিয়ে তাঁর ইন্তেকালের পূর্ব পর্যন্ত কোনদিন প্রবেশ করেননি। আবদুল ওয়ারিছ ব্যতীত অন্যদের বর্ণনায় ইব্ন উমার (রা)-র পরিবর্তে উমার (রা)-র উল্লেখ আছে এবং এটাই সঠিক।

٤٦٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ بْنِ أَعْيَنَ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ قَالَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فَذَكَرَ بِمَعْنَاهُ وَهُوَ الْأَصَحُّ ـ

৪৬৩। মুহাম্মাদ ইব্ন কুদামা---- নাফে হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমার ইব্নুল খাত্তাব (রা) বলেছেন----পূর্বোক্ত হাদীছের অনুরূপ এবং এটাই সঠিক।

১। কুরআন শরীফ মুখস্ত করার পর রীতিমত তিলাওয়াত না করার কারণে ভুলে যাওয়া কবীরা গুনাহ্।

٤٦٤- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ يَعْنِى ابْنَ سَعِيدٍ ثَنَا بَكْرٌ يَعْنِى ابْنَ مُضَرَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ نَافِعٍ قَالَ اِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَنْهٰى اَنْ يَّدْخُلَ مِنْ بَابِ النِّسَاءِ ـ

৪৬৪। কুতায়বা ইব্ন সাঈদ--- নাফে (রহ) থেকে বর্ণিত। উমার ইব্নুল খাত্তাব (রা) পুরুষদেরকে মহিলাদের দরজা দিয়ে মসজিদে প্রবেশ করতে নিষেধ করতেন।

٢٢. بَابُ مَايَقُوْلُ الرَّجُلُ عِنْدَ دُخُوْلِهِ الْمَسْجِدَ

২২. অনুচ্ছেদঃ মসজিদে প্রবেশকালে পড়বার দুআ

٤٦٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الدِّمَشْقِىُّ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ يَعْنِى الدَّرَاوَرْدِيَّ عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ اَبِىْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سَعِيْدِ بْنِ سُوَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا حُمَيْدٍ اَوْ اَبَا اُسَيْدِ الْاَنْصَارِىَّ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اذَا دَخَلَ اَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيُسَلِّمْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ لْيَقُلِ اللّٰهُمَّ افْتَحْ لِىْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ فَاِذَا خَرَجَ فَلْيَقُلِ اللّٰهُمَّ اِنِّى اَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ ـ

৪৬৫। মুহাম্মাদ ইব্ন উছমান--- আবু হুমায়েদ (রা) অথবা আবু উসায়েদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেনঃ তোমাদের কেউ মসজিদে প্রবেশ কালে সর্বপ্রথম নবী (স)-এর উপর 'সালাম' পাঠাবে, অতঃপর এই দুআ পড়বেঃ اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِى اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ "ইয়া আল্লাহ। আমার জন্য তোমার রহমতের দরজাসমূহ খুলে দাও।" অতপর যখন কেউ মসজিদ হতে বের হবে তখন এই দুআ পাঠ করবেঃ اَللّٰهُمَّ اِنِّى اَسْئَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ "ইয়া আল্লাহ। অমি তোমার করুণা কামনা করি"- (মুসলিম, নাসাঈ, ইব্ন মাজা, তিরমিযী)

٤٦٦- حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ بِشْرِ بْنِ مَنْصُوْرٍ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِىٍّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ قَالَ لَقِيْتُ عُقْبَةَ بْنَ مُسْلِمٍ فَقُلْتُ لَهُ بَلَغَنِى اَنَّكَ حُدِّثْتَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ اَنَّهُ كَانَ اِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ قَالَ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ الْعَظِيْمِ وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيْمِ وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ قَالَ اَقَطْ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَاِذَا قَالَ ذٰلِكَ قَالَ الشَّيْطَانُ حُفِظَ مِنِّى سَائِرَ الْيَوْمِ -

৪৬৬। ইসমাঈল ইব্‌ন বিশর---- হায়ওয়াত ইব্‌ন শুরায়হ্‌ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উকবা ইব্‌ন মুসলিমের সাথে সাক্ষাত করে তাঁকে বলি, আমি জানতে পেরেছি যে, আপনার নিকট আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর ইব্‌নুল আস (রা)–র মাধ্যমে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হতে হাদীছ বর্ণনা করা হয়েছে যে, তিনি (নবী) যখন মসজিদে প্রবেশ করতেন তখন বলতেনঃ

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ الْعَظِيْمِ وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيْمِ وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

"আমি মহান আল্লাহ্‌র নিকট তাঁর করুণাসিক্ত-জাত ও চির পরাক্রমশালী শক্তির মাধ্যমে-অনিষ্টকারী শয়তান হতে আত্মরক্ষার জন্য সাহায্য প্রার্থনা করছি।"
উক্‌বা (রা) বলেন, এখানেই কি হাদীছের শেষ? অমি বললাম, হাঁ! তখন উক্‌বা বলেন, যখন কেউ এই দুআ পাঠ করে তখন শয়তান বলে, এই ব্যক্তি আজ সারা দিনের জন্য আমার অনিষ্ট হতে রক্ষা পেল।

٢٣. بَابُ مَا جَاءَ فِى الصَّلٰوةِ عِنْدَ دُخُوْلِ الْمَسْجِدِ

২৩. অনুচ্ছেদঃ মসজিদে প্রবেশের পর নামায আদায় সম্পর্কে

٤٦٧- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ ثَنَا مَالِكٌ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ اَبِىْ قَتَادَةَ قَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا جَاءَ اَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيُصَلِّ سَجْدَتَيْنِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّجْلِسَ -

৪৬৭। আল্‌–কানাবী---- আবু কাতাদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেনঃ তোমাদের কেউ মসজিদে পৌঁছে বসার পূর্বেই যেন দুই রাকাত (তাহিয়্যাতুল–মাসজিদ) নামায আদায় করে- (বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, তিরমিযী, ইব্‌ন মাজা)।[১]

১। মসজিদে প্রবেশ করলেই বসার পূর্বে দুই রাকাত নামায (তাহিয়্যাতুল মসজিদ) পড়ে নেবে- তা যে কোন সময় প্রবেশ করুক না কেন। এই নির্দেশ শুধুমাত্র জুমুআর দিনের জন্য নির্দিষ্ট নয়। ইমাম শাফিঈ, আহমাদ

٤٦٨- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ نَا اَبُوْ عُمَيْسٍ عُتْبَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ رَجُلٍ مِّنْ بَنِىْ زُرَيْقٍ عَنْ اَبِىْ قَتَادَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ زَادَ ثُمَّ لِيَقْعُدْ بَعْدُ اِنْ شَاءَ اَوْ لِيَذْهَبْ لِحَاجَتِهِ -

৪৬৮। মুসাদ্দাদ---- আবু কাতাদা (রা) থেকে অপর সনদে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের পূর্বোক্ত হাদীছের অনুরূপ বর্ণিত আছে। এই বর্ণনায় আরও আছে- "অতঃপর সে ইচ্ছা করলে বসতে পারে বা নিজের প্রয়োজনে বাইরে চলেও যেতে পারে।"

٢٤. بَابُ فَضْلِ الْقُعُوْدِ فِى الْمَسْجِدِ

২৪. অনুচ্ছেদঃ মসজিদে বসে থাকার ফযীলত

٤٦٩- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمَلٰئِكَةُ تُصَلِّىْ عَلٰى اَحَدِكُمْ مَادَامَ فِىْ مُصَلَّاهُ الَّذِىْ يُصَلِّىْ فِيْهِ مَالَمْ يُحْدِثْ اَوْ يَقُمْ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اَللّٰهُمَّ ارْحَمْهُ -

৪৬৯। আল-কানাবী---- আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ ফেরেশতাগণ তোমাদের কারো জন্য ততক্ষণ দু'আ করতে থাকে যতক্ষণ তোমাদের কেউ জায়েনামাযে নামাযের অপেক্ষায় বসে থাকে এবং তার উযু নষ্ট না হয় বা সে ব্যক্তি ঐ স্থান ত্যাগ না করে। ফেরেশ্তাদের দু'আঃ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اَللّٰهُمَّ ارْحَمْهُ "ইয়া আল্লাহ! আপনি তাকে ক্ষমা করুন! ইয়া আল্লাহ! আপনি তার প্রতি সদয় হোন"- (বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, তিরমিযী ,ইব্ন মাজা)

٤٧٠- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ

ইব্ন হাম্বল, ইসহাক, হাসান বসরী ও মাকহুল (রহ)-এর মতে ইমামের খুতবা চলাকালীন সময়ে মসজিদে প্রবেশ করলেও বসার পূর্বে ঐ নামায পড়ে নেবে। পক্ষান্তরে ইব্ন সীরীন, আতা ইব্ন আবী রাবাহ, ইবরাহীম নাখঈ, সুফিয়ান ছাওরী, মালেক, আবু হানীফা ও তাঁর সহচরগণ বলেন যে, ইমামের খুতবা চলাকালীন মসজিদে প্রবেশ করলে ঐ নামায না পড়ে বরং বসে যাবে এবং খুতবা শুনবে। তাদের মতে খুতবা শুনা ওয়াজিব এবং ঐ নামায হল নফল। তাই নফলের উপর ওয়াজিবকে অগ্রাধিকার দিতে হবে

اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَزَالُ اَحَدُكُمْ فِى صَلٰوةٍ مَّا كَانَتِ الصَّلٰوةُ تَحْبِسُهُ لَا يَمْنَعُهُ اَنْ يَّنْقَلِبَ اِلٰى اَهْلِهِ اِلَّا الصَّلٰوةُ ـ

৪৭০। আল্–কানাবী— আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেনঃ তোমাদের কেউ যতক্ষণ মসজিদে নামাযের জন্য অপেক্ষা করবে, ততক্ষণ সে নামাযী হিসেবে পরিগণিত হবে– একমাত্র নামাযই যদি তাকে ঘরে তার পরিবার পরিজনের নিকট প্রত্যাবর্তনে বাঁধা দিয়ে থাকে– (মুসলিম)।

٤٧١– حَدَّثَنَا مُوْسٰى بْنُ اِسْمٰعِيْلُ ثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَبِىْ رَافِعٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَزَالُ الْعَبْدُ فِىْ صَلٰوةٍ مَّا كَانَ فِىْ مُصَلَّاهُ يَنْتَظِرُ الصَّلٰوةَ تَقُوْلُ الْمَلٰئِكَةُ اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللّٰهُمَّ ارْحَمْهُ حَتّٰى يَنْصَرِفَ اَوْ يُحْدِثَ فَقِيْلَ مَا يُحْدِثُ قَالَ يَفْسُوْ اَوْ يَضْرِطُ ـ

৪৭১। মূসা ইব্ন ইসমাঈল— আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ যতক্ষণ কোন বান্দা মসজিদে নামাযের জন্য অপেক্ষা করবে, ততক্ষণ সে নামাযী হিসেবে গণ্য হবে। ঐ ব্যক্তির উযু নষ্ট না হওয়া বা ঘরে প্রত্যাবর্তন না করা পর্যন্ত ফেরেশ্তারা তার জন্য এইরূপ দু'আ করতে থাকেঃ "ইয়া আল্লাহ! তাকে মাফ করে দাও! ইয়া আল্লাহ! তার উপর তোমার রহমত নাযিল কর।"
আবু হুরায়রা (রা)–কে 'হাদাছুন'–এর অর্থ জিজ্ঞেস করা হলে–তিনি বলেন, যদি পায়খানার রাস্তা দিয়ে আস্তে বায়ু নির্গত হয়– (ঐ)।

٤٧٢– حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ نَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِى الْعَاتِكَةِ الْاَزْدِىِّ عَنْ عُمَيْرِ بْنِ هَانِئٍ الْعَنْسِىِّ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اَتَى الْمَسْجِدَ لِشَىْءٍ فَهُوَ حَظُّهُ ـ

৪৭২। হিশাম ইব্ন আম্মার— আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ কোন ব্যক্তি মসজিদে যে উদ্দেশ্যে আসবে তার জন্য তদ্রূপ (বিনিময়)রয়েছে।

٢٥. بَابُ فِى كَرَاهِيَةِ اِنْشَادِ الضَّالَّةِ فِى الْمَسْجِدِ

২৫. অনুচ্ছেদঃ মসজিদের মধ্যে হারানো প্রাপ্তির ঘোষণা দেয়া মাকরূহ

٤٧٣- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ الْجُشَمِىُّ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يَزِيْدَ ثَنَا حَيْوَةُ يَعْنِى ابْنُ شُرَيْحٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا الْاَسْوَدِ يَقُوْلُ اَخْبَرَنِى اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ مَوْلٰى شَدَّادٍ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ سَمِعَ رَجُلًا يَنْشُدُ ضَالَّةً فِى الْمَسْجِدِ فَلْيَقُلْ لَا اَدَّاهَا اللّٰهُ اِلَيْكَ فَاِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِهٰذَا ـ

৪৭৩। আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমার আল-জুশামী— আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছিঃ যে ব্যক্তি মসজিদের মধ্যে কাউকে চীৎকার করে হারানো জিনিস তালাশ করতে শুনে সে যেন বলে, আল্লাহ তোমাকে তোমার ঐ জিনিস ফিরিয়ে না দিন। কেননা মসজিদ এইজন্য নির্মাণ করা হয়নি— (মুসলিম, ইব্‌ন মাজা)।

٢٦. بَابُ فِى كَرَاهِيَةِ الْبُزَاقِ فِى الْمَسَاجِدِ

২৬. অনুচ্ছেদঃ মসজিদে থুথু ফেলা মাকরূহ

٤٧٤- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ ثَنَا هِشَامٌ وَّشُعْبَةُ وَاَبَانٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ التَّفْلُ فِى الْمَسْجِدِ خَطِيَّةٌ وَكَفَّارَتُهُ اَنْ يُّوَارِيَهُ ـ

৪৭৪। মুসলিম ইবন ইবরাহীম— আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ মসজিদে থুথু ফেলা গুনার কাজ এবং এর কাফ্‌ফারা হল তা ঢেকে ফেলা— (মুসলিম)।

٤٧٥- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ الْبُزَاقَ فِى الْمَسْجِدِ خَطِيْئَةٌ وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا ـ

৪৭৫। মুসাদ্দাদ---- আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ মসজিদে থুথু ফেলা গুনার কাজ এবং তার কাফ্‌ফারা হল– মাটির মধ্যে তা দাফন করা– (বুখারী, তিরমিযী, নাসাঈ, মুসলিম)।

٤٧٦– حَدَّثَنَا اَبُوْ كَامِلٍ ثَنَا يَزِيْدُ يَعْنِى ابْنَ زُرَيْعٍ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النُّخَاعَةُ فِى الْمَسْجِدِ فَذَكَرَ مِثْلَهُ ـ

৪৭৬। আবু কামেল---- আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ মসজিদের মধ্যে কফ অথবা শ্লেষ্মা ফেলা ----পূর্বোক্ত হাদীছেরঅনুরূপ।

٤٧٧– حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ ثَنَا اَبُوْ مَوْدُوْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ اَبِى حَدْرَدٍ الْاَسْلَمِىِّ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ دَخَلَ هٰذَا الْمَسْجِدَ وَبَزَقَ فِيْهِ اَوْ تَنَخَّمَ فَلْيَحْفِرْ وَلْيَدْفِنْهُ فَاِنْ لَّمْ يَفْعَلْ فَلْيَبْزُقْ فِى ثَوْبِهِ ثُمَّ لِيَخْرُجْ بِهِ ـ

৪৭৭। আল–কানাবী---- আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি এই (মসজিদে নববীতে) প্রবেশের পর এর মধ্যে শ্লেষ্মা অথবা কফ ফেলবে– সে যেন তা মাটির মধ্যে দাফন করে দেয়। যদি এরূপ করা সম্ভব না হয়, তবে সে যেন তার কাপড়ে থুথু ফেলে, অতঃপর তা বাইরে নিয়ে যায়।

٤٧٨– حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِىِّ عَنْ اَبِى الْاَحْوَصِ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ رِبْعِىٍّ عَنْ طَارِقِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْمُحَارِبِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا قَامَ الرَّجُلُ اِلَى الصَّلٰوةِ اَوْ اِذَا صَلَّى اَحَدُكُمْ فَلَا يَبْزُقَنَّ اَمَامَهُ وَلَا عَنْ يَّمِيْنِهِ وَلٰكِنْ عَنْ تِلْقَاءِ يَسَارِهِ اِنْ كَانَ فَارِغًا اَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرٰى ثُمَّ لِيَقُلْ بِهِ ـ

৪৭৮। হান্নাদ---- তারিক ইব্‌ন আব্‌দুল্লাহ্ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ যখন তোমাদের কেউ নামাযে দাঁড়ায় অথবা নামায

আদায় করতে থাকে, তখন সে যেন তার সন্মুখে অথবা ডান দিকে থুথু না ফেলে, বরং থুথু ফেলার একান্ত প্রয়োজন হলে বাম দিকের কাপড়ে ফেলবে–যদি সেদিকে কোন লোক না থাকে। যদি বাম দিকে কোন লোক থাকে তবে বাম পায়ের নীচে ফেলবে। অতঃপর তা মুছে ফেলবে– (নাসাঈ, তিরমিযী, ইব্ন মাজা)।

٤٧٩– حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ ثَنَا حَمَّادٌ ثَنَا اَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ بَيْنَمَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ يَوْمًا اِذْ رَاٰى نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَتَغَيَّظَ عَلَى النَّاسِ ثُمَّ حَكَّهَا قَالَ وَاَحْسِبُهُ قَالَ فَدَعَا بِزَعْفَرَانٍ فَلَطَخَهُ وَقَالَ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى قِبَلَ وَجْهِ اَحَدِكُمْ اِذَا صَلَّى فَلَا يَبْزُقَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ -

৪৭৯। সুলায়মান ইব্ন দাউদ---- ইব্ন উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সম্মুখে থাকাকালীন তিনি খুত্বা দেওয়ার সময় দেখতে পান যে, মসজিদের কিব্লার দেওয়ালের দিকে শ্লেষ্মা পড়ে আছে। এতে তিনি উপস্থিত লোকদের উপর রাগান্বিত হন এবং পরে তা মুছে ফেলে– (বুখারী, মুসলিম)।
রাবী বলেন, আমার ধারণামতে তৎপর নবী করীম (স) জাফরান আনিয়ে ঐ জায়গায় ছিটিয়ে দেন এবং বলেনঃ যখন কোন ব্যক্তি নামায আদায় করতে থাকে তখন আল্লাহ্ তাআলা তার সামনে থাকেন। কাজেই নামাযের সময় কেউ যেন সন্মুখে থুথু না ফেলে।

٤٨٠– حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ بْنِ عَرَبِيٍّ ثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُحِبُّ الْعَرَاجِينَ وَلَا يَزَالُ فِي يَدِهِ مِنْهَا فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ فَرَاٰى نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَحَكَّهَا ثُمَّ اَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ مُغْضَبًا فَقَالَ اَيَسُرُّ اَحَدَكُمْ اَنْ يُبْصَقَ فِي وَجْهِهِ اِنَّ اَحَدَكُمْ اِذَا اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَاِنَّمَا يَسْتَقْبِلُ رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَالْمَلَكُ عَنْ يَمِينِهِ فَلَا يَتْفُلْ عَنْ يَمِينِهِ وَلَا فِي قِبْلَتِهِ وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ اَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ فَاِنْ عَجِلَ بِهِ اَمْرٌ فَلْيَقُلْ هٰكَذَا وَوَصَفَ لَنَا ابْنُ عَجْلَانَ ذَالِكَ اَنْ يَتْفُلَ فِي ثَوْبِهِ ثُمَّ يَرُدَّ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ -

৪৮০। ইয়াহ্ইয়া ইব্ন হাবীব---- আবু সাঈদ আল্-খুদ্‌রী (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম খেজুর গুচ্ছের মূল পছন্দ করতেন এবং এর একটি অংশ প্রায়ই তাঁর হাতে থাকত। একদা তিনি মসজিদে প্রবেশ করে তার কিব্‌লার দেওয়ালের দিকে শ্লেষ্মা দেখতে পান এবং তিনি তা মুছে ফেলেন। অতঃপর তিনি সমবেত লোকদের প্রতি রাগান্বিত হয়ে বলেনঃ তোমাদের মধ্যে কারো চেহারায় থুথু দিলে সে কি সন্তুষ্ট হবে? যখন তোমাদের কেউ নামাযের জন্য কিব্‌লামুখী হয়ে দাঁড়ায় তখন সে যেন মহান আল্লাহ্ রব্বুল আলামীনের সম্মুখে দাঁড়ায় এবং ফেরেশ্‌তারা তার ডানদিকে অবস্থান করে। অতএব সে যেন ডান দিকে বা কিবলার দিকে থুথু না ফেলে। বরং সে যেন বাম দিকে অথবা পায়ের নীচে থুথু ফেলে। যদি থুথু ফেলার একান্তই প্রয়োজন হয় তবে এইরূপে থুথু ফেলবে। রাবী বলেন, হযরত ইব্‌ন আজলান, আমাদেরকে নামাযের মধ্যে থুথু ফেলার পদ্ধতি বর্ণনা প্রসংগে বলেন, তোমরা কাপড়ের মধ্যে থুথু ফেলে ঐ স্থান কচ্‌লাবে (অর্থাৎ কাপড়ের উক্ত স্থান অন্য স্থানের কাপড়ের সাথে মিশ্রিত করবে)।

٤٨١- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الْفَضْلِ السِّجِسْتَانِيُّ وَهِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَسُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالُوْا حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ ثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ مُجَاهِدٍ اَبُوْ حَزْرَةَ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الْوَلِيْدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ اَتَيْنَا جَابِرًا يَّعْنِى ابْنَ عَبْدِ اللّٰهِ وَهُوَ فِىْ مَسْجِدِهٖ فَقَالَ اَتَانَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ مَسْجِدِنَا هٰذَا وَفِىْ يَدِهٖ عُرْجُوْنُ ابْنِ طَابٍ فَنَظَرَ فَرَاٰى فِىْ قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ نُخَامَةً فَاَقْبَلَ عَلَيْهَا فَحَتَّهَا بِالْعُرْجُوْنِ ثُمَّ قَالَ اَيُّكُمْ يُحِبُّ اَنْ يُّعْرِضَ اللّٰهُ عَنْهُ بِوَجْهِهٖ ثُمَّ قَالَ اِنَّ اَحَدَكُمْ اِذَا قَامَ يُصَلِّىْ فَاِنَّ اللّٰهَ قِبَلَ وَجْهِهٖ فَلَا يَبْصُقَنَّ قِبَلَ وَجْهِهٖ وَلَا عَنْ يَّمِيْنِهٖ وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَّسَارِهٖ تَحْتَ رِجْلِهِ الْيُسْرٰى فَاِنْ عَجِلَتْ بِهٖ بَادِرَةٌ فَلْيَقُلْ بِثَوْبِهٖ هٰكَذَا وَوَضَعَهُ عَلٰى فِيْهِ ثُمَّ دَلَكَهُ ثُمَّ قَالَ اَرُوْنِىْ عَبِيْرًا فَقَامَ فَتًى مِّنَ الْحَيِّ يَشْتَدُّ اِلٰى اَهْلِهٖ فَجَاءَ بِخَلُوْقٍ فِىْ رَاحَتِهٖ فَاَخَذَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلَهُ عَلٰى رَأْسِ الْعُرْجُوْنِ ثُمَّ لَطَخَ بِهٖ عَلٰى اَثَرِ النُّخَامَةِ قَالَ جَابِرٌ فَمِنْ هُنَاكَ جَعَلْتُمُ الْخَلُوْقَ فِىْ مَسَاجِدِكُمْ ـ

৪৮১। ইয়াহ্ইয়া ইবনুল ফাদল---- উবাদা ইবনুল ওয়ালীদ (রহ্) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা মসজিদে জাবের ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা)-র সাথে সাক্ষাত করতে আসি। তিনি বলেন,

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম খেজুর গুচ্ছের মূল হাতে নিয়ে মসজিদে আসেন। তিনি মসজিদে কিবলার দিকে শ্লেষ্মা দেখতে পেয়ে তথায় গিয়ে তা গুচ্ছের মূল দ্বারা খুঁচিয়ে উঠিয়ে ফেলেন। অতঃপর তিনি বলেনঃ তোমাদের মধ্যে কে পছন্দ করে যে, আল্লাহ্ তার দিক হতে মুখ ফিরিয়ে নিন? তোমাদের কেউ যখন নামাযে দাঁড়ায় তখন আল্লাহ পাক তার সামনে থাকেন। কাজেই নিজের সামনের দিকে ও ডান দিকে কেউ যেন থুথু নিক্ষেপ না করে, বরং প্রয়োজন হলে বাম দিকে বা পায়ের নীচে যেন থুথু ফেলে। হঠাৎ যদি শ্লেষ্মা নির্গত হয় তবে সে যেন তা কাপড়ের মধ্যে ফেলে এবং পরে তা ঘষে ফেলে। অতঃপর নবী করীম (স) আবীর জাতীয় সুগন্ধি বা জাফরান আনতে বলেন। অতএব এক যুবক দ্রুত স্বীয় ঘরে গিয়ে সুগন্ধি দ্রব্য আনলে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তা নিয়ে গুচ্ছের কান্ডের মাথায় লাগিয়ে উক্ত স্থানে ঘষে দেন। জাবের (রা) বলেন, এরূপেই মসজিদে আতর বা সুগন্ধি দ্রব্য ব্যবহারের প্রচলন হয়েছে।

٤٨٢- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ عَمْرٌو عَنْ بَكْرِبْنِ سَوَادَةَ الْجُذَامِىِّ عَنْ صَالِحِ بْنِ حَيْوَانَ عَنْ اَبِىْ سَهْلَةَ السَّائِبِ بْنِ خَلَّادٍ قَالَ اَحْمَدُ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّ رَجُلًا اَمَّ قَوْمًا فَبَصَقَ فِى الْقِبْلَةِ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْظُرُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ فَرَغَ لَا يُصَلِّى لَكُمْ فَاَرَادَ بَعْدَ ذٰلِكَ اَنْ يُّصَلِّىَ لَهُمْ فَمَنَعُوْهُ وَاَخْبَرُوْهُ بِقَوْلِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذٰلِكَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ نَعَمْ وَحَسِبْتُ اَنَّهُ قَالَ اِنَّكَ اٰذَيْتَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

৪৮২। আহ্মাদ ইব্ন সালেহ--- আবু সাহ্লা (রা) হতে বর্ণিত। ইমাম আহমাদ (রহ) বলেন, তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সাহাবী ছিলেন। একদা জনৈক ব্যক্তি লোকদের ইমামতি করার সময় কিবলার দিক থুথু নিক্ষেপ করে। তা স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ (স) অবলোকন করেন। সে নামায হতে অবসর হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেনঃ সে তোমাদের নামায পড়ায়নি। অতঃপর সেই ব্যক্তি তাদেরকে নিয়ে পুনরায় নামায আদায় করার ইচ্ছা করে। তারা তাকে ইমামতি করতে নিষেধ করে এবং তাকে নবী করীম (স)- এর কথা অবহিত করে। অতঃপর ঐ ব্যক্তি এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে জ্ঞাত করলে তিনি বলেনঃ হাঁ। (তোমার ইমামতিতে নামায দুরস্ত হয়নি।)।

রাবী বলেন, আমার ধারণা নবী করীম (স) ইরশাদ করেনঃ তুমি আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলকে কষ্ট দিয়েছ– (মুসলিম)।

٤٨٣– حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ ثَنَا حَمَّادٌ اَنَا سَعِيْدٌ الْجَرِيْرِيُّ عَنْ اَبِى الْعَلَاۤءِ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ اَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّىْ فَبَزَقَ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرٰى ـ

৪৮৩। মূসা ইবন ইসমাঈল--- মুতাররিফ থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের খিদমতে আগমন করে তাঁকে নামাযে রত অবস্থায় পাই। তখন তিনি তাঁর বাম পায়ের নীচে থুথু ফেলেন।

٤٨٤– حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ سَعِيْدٍ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ اَبِى الْعَلَاۤءِ عَنْ اَبِيْهِ بِمَعْنَاهُ زَادَ ثُمَّ دَلَكَهُ بِنَعْلِهِ ـ

৪৮৪। মুসাদ্দাদ--- আবুল আলা (রহ) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত--- উপরোক্ত হাদীছের অনুরূপ। তাতে আরও আছে– অতঃপর তিনি তাঁর পায়ের জুতা দ্বারা তা ঘর্ষণ করেন।

٤٨٥– حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ ثَنَا الْفَرَجُ بْنُ فَضَالَةَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ رَأَيْتُ وَاثِلَةَ بْنَ الْاَسْقَعِ فِىْ مَسْجِدِ دِمَشْقَ بَصَقَ عَلَى الْبُوْرِيِّ ثُمَّ مَسَحَهُ بِرِجْلِهِ فَقِيْلَ لَهُ لِمَ فَعَلْتَ هٰذَا قَالَ لِاَنِّىْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُهُ ـ

৪৮৫। কুতায়বা ইবন সাঈদ--- আবু সাঈদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ওয়াসিলা ইবনুল আস্‌কা (রা)–কে আমি দামিশ্‌কের মসজিদে চাটাইয়ের উপর থুথু ফেলতে দেখি। অতঃপর তিনি তাঁর পা দ্বারা তা মুছে ফেলেন। তাঁকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে এরূপ করতে দেখেছি।

٢٧. بَابُ مَا جَاۤءَ فِى الْمُشْرِكِ يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ

২৭. অনুচ্ছেদঃ মুশরিকদের মসজিদে প্রবেশ সম্পর্কে

٤٨٦– حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ حَمَّادٍ اَنَا اللَّيْثُ عَنْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ شَرِيْكِ بْنِ

عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ نَمِرٍ اَنَّهُ سَمِعَ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ دَخَلَ رَجُلٌ عَلٰى جَمَلٍ فَاَنَاخَهُ فِى الْمَسْجِدِ ثُمَّ عَقَلَهُ ثُمَّ قَالَ اَيُّكُمْ مُحَمَّدٌ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَّكِئٌ بَيْنَ ظَهْرَانَيْهِمْ فَقُلْنَا لَهُ هٰذَا الْاَبْيَضُ الْمُتَّكِئُ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ يَاابْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَ لَهُ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ اَجَبْتُكَ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ يَامُحَمَّدُ اِنِّىْ سَائِلٌ وَسَاقَ الْحَدِيْثَ ـ

৪৮৬। ঈসা ইব্‌ন হাম্মাদ---- আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক (অমুসলিম) ব্যক্তি উটে আরোহণ করে মসজিদে নববীর নিকট আগমন করে তার দরজায় উটটি বেঁধে জিজ্ঞেস করে যে, "আপনাদের মধ্যে মুহাম্মাদ কে?" তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম সাহাবীদের মধ্যেই হেলান দিয়ে বসা ছিলেন। আমরা তাকে বলি, "ইনি, যিনি শুভ্র চেহারা বিশিষ্ট–হেলান দিয়ে বসে আছেন।" তখন আগন্তুক ব্যক্তিটি বলে, "হে আবদুল মুত্তালিবের সন্তান!" জবাবে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেন, হাঁ, আমি তোমার কথা শুনেছি। তখন সে বলে, "ইয়া মুহাম্মাদ! আমি আপনার নিকট জিজ্ঞেস করতে চাই---- এইরূপে হাদীছের শেষ পর্যন্ত বর্ণিত হয়েছে– (বুখারী, নাসাঈ, ইব্‌ন মাজা)।

٤٨٧ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو ثَنَا سَلَمَةُ حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحٰقَ حَدَّثَنِىْ سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيْدِ بْنِ نُوَيْفِعٍ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بَعَثَتْ بَنُوْ سَعْدِ بْنُ بَكْرٍ ضِمَامَ بْنَ ثَعْلَبَةَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدِمَ عَلَيْهِ فَاَنَاخَ بَعِيْرَهُ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ ثُمَّ عَقَلَهُ ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ ـ قَالَ فَقَالَ اَيُّكُمْ ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَالَ يَاابْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَسَاقَ الْحَدِيْثَ ـ

৪৮৭। মুহাম্মাদ ইব্‌ন আমর---- ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, বানু সা'দ গোত্রের লোকেরা দিমাম ইব্‌ন ছা'লাবাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নিকট প্রেরণ করে। ঐ ব্যক্তি তাঁর নিকট এসে তার উট মসজিদের দরজায় বেঁধে মসজিদে প্রবেশ করে। অতঃপর পূর্বোক্ত হাদীছের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। রাবী বলেন, অতঃপর আগন্তুক জিজ্ঞেস করে যে, "তোমাদের মধ্যে আবদুল মুত্তালিবের সন্তান কে?" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেনঃ "আমি আবদুল মুত্তালিবের সন্তান! অতঃপর পূর্ণ হাদীছটি বর্ণিত হয়েছে।

٤٨٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ ثَنَا رَجُلٌ مِّنْ مُّزَيْنَةَ وَنَحْنُ عِنْدَ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ الْيَهُودُ اَتَوُا النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ جَالِسٌ فِى الْمَسْجِدِ فِى اَصْحَابِهِ فَقَالُوا يَا اَبَا الْقَاسِمِ فِى رَجُلٍ وَّامْرَأَةٍ زَنَيَا مِنْهُمْ ـ

৪৮৮। মুহাম্মাদ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া---- আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, কতিপয় ইহূদী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নিকট এমন সময় আগমন করে–যখন তিনি সাহাবীগণের মধ্যে মসজিদে নববীতে বসা ছিলেন। তারা বলে, হে আবুল কাসিম! আমাদের এক স্ত্রী লোক ও পুরুষ লোক পরস্পর ব্যভিচারে লিপ্ত হয়েছে।

٢٨. بَابٌ فِى الْمَوَاضِعِ الَّتِى لَا تَجُوْزُ فِيهَا الصَّلٰوةُ

২৮. অনুচ্ছেদঃ যেসব স্থানে নামায পড়া নিষেধ

٤٨٩- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ ابْنُ اَبِى شَيْبَةَ ثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ مُّجَاهِدٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ اَبِى ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جُعِلَتْ لِىَ الْاَرْضُ طَهُوْرًا وَّمَسْجِدًا ـ

৪৮৯। উছমান---- হযরত আবু যার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ আমার জন্য সমগ্র জমীন পবিত্র এবং নামাযের স্থান বানানো হয়েছে।

٤٩٠- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِى ابْنُ لَهِيعَةَ وَيَحْيَى بْنُ الْاَزْهَرِ عَنْ عَمَّارِ بْنِ سَعْدٍ الْمُرَادِيِّ عَنْ اَبِى صَالِحٍ الْغِفَارِيِّ اَنَّ عَلِيًّا مَرَّ بِبَابِلَ وَهُوَ يَسِيرُ فَجَاءَهُ الْمُؤَذِّنُ يُؤَذِّنُهُ لِصَلٰوةِ الْعَصْرِ فَلَمَّا بَرَزَ مِنْهَا اَمَرَ الْمُؤَذِّنَ فَاَقَامَ الصَّلٰوةَ فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ اِنَّ حِبِّى عَلَيْهِ السَّلَامُ نَهَانِى اَنْ اُصَلِّىَ فِى الْمَقْبَرَةِ وَنَهَانِى اَنْ اُصَلِّىَ فِى اَرْضِ بَابِلَ فَاِنَّهَا مَلْعُونَةٌ ـ

৪৯০। সুলায়মান ইব্‌ন দাউদ---- হযরত আবু সালেহ আল-গিফারী (রহ) হতে বর্ণিত। একদা হযরত আলী (রা) বাবেল শহরে যান। তিনি সেখানে সফর করার সময় মুআযযিন এসে আসরের নামাযের আযান দেয়ার অনুমতি চায়। তিনি ঐ শহর ত্যাগ করে বাইরে এসে মুআযযিনকে ইকামতের নির্দেশ দিলে সে ইকামত দেয়। অতঃপর নামায শেষে তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে কবরস্থানে নামায আদায় করতে নিষেধ করেছেন। অনুরূপভাবে তিনি (স) বাবেল শহরেও নামায আদায় করতে নিষেধ করেছেন। কেননা ঐটা অভিশপ্ত স্থান।

٤٩١- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ ثَنَا ابْنُ وَهبٍ اَخْبَرَنِى يَحْيَى بْنُ اَزْهَرَ وَابْنُ لَهِيعَةَ عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ اَبِى صَالِحٍ الْغِفَارِيِّ عَنْ عَلِيٍّ بِمَعْنَى سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ قَالَ فَلَمَّا خَرَجَ مَكَانَ فَلَمَّا بَرَزَ -

৪৯১। আহমাদ ইব্‌ন সালেহ---- হযরত আলী (রা) হতে বর্ণিত। রাবী বলেন,---- সুলায়মান ইব্‌ন দাউদের সূত্রে বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ। তবে এই বর্ণনায় "ফালাম্মা বারাযা" -এর স্থানে "ফালাম্মা খারাজা"-এর উল্লেখ আছে।

٤٩٢- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ اِسْمٰعِيلَ ثَنَا حَمَّادٌ ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ اَبِيهِ عَنْ سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ مُوسَى فِىْ حَدِيْثِهِ فِيمَا يَحْسَبُ عَمْرٌو اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْاَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ اِلَّا الْحَمَّامَ وَالْمَقْبَرَةَ -

৪৯২। মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল---- আবু সাঈদ আল- খুদ্‌রী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেনঃ গোসলখানা ও কবরস্তান ব্যতীত সমস্ত জমীনই মসজিদ হিসাবে গণ্য (অর্থাৎ যে কোন স্থানে নামায পড়া যায়)- (ইব্‌ন মাজা, তিরমিযী)।

٢٩. بَابُ النَّهْيِ عَنِ الصَّلٰوةِ فِى مَبَارِكِ الْاِبِلِ

২৯. অনুচ্ছেদঃ উটের আস্তাবলে নামায পড়া নিষেধ

٤٩٣- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ ثَنَا اَبُو مُعَاوِيَةَ ثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ

بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الرَّازِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ اَبِىْ لَيْلٰى عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلٰوةِ فِىْ مَبَارِكِ الْاِبِلِ فَقَالَ لَا تُصَلُّوْا فِىْ مَبَارِكِ الْاِبِلِ فَاِنَّهَا مِنَ الشَّيَاطِيْنِ وَسُئِلَ عَنِ الصَّلٰوةِ فِىْ مَرَابِضِ الْغَنَمِ فَقَالَ صَلُّوْا فِيْهَا فَاِنَّهَا بَرَكَةٌ ـ

৪৯৩। উছমান ইবন আবু শায়বা--- আল- বারাআ ইবন আযেব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে উটের আস্তাবলে নামায পড়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেনঃ তোমরা উটের আস্তাবলে নামায পড়বে না। কেননা তা শয়তানের আড্ডাস্থান। অতঃপর তাঁকে বকরী বাঁধার স্থানে নামায পড়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেনঃ তোমরা সেখানে নামায পড়তে পার; কেননা তা বরকতময় স্থান- (তিরমিযী, ইবন মাজা)।

٣٠. بَابُ مَتٰى يُؤْمَرُ الْغُلَامُ بِالصَّلٰوةِ

৩০. অনুচ্ছেদঃ বালকদের কখন থেকে নামায পড়ার নির্দেশ দিতে হবে

٤٩٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسٰى يَعْنِىْ ابْنَ الطَّبَّاعِ ثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الرَّبِيْعِ بْنِ سَبْرَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرُوْا الصَّبِيَّ بِالصَّلٰوةِ اِذَا بَلَغَ سَبْعَ سِنِيْنَ وَ اِذَا بَلَغَ عَشْرَ سِنِيْنَ فَاضْرِبُوْهُ عَلَيْهَا ـ

৪৯৪। মুহাম্মাদ ইবন ঈসা--- আবদুল মালিক থেকে পর্যায়ক্রমে তাঁর পিতা এবং তাঁর দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ তোমাদের সন্তানদের বয়স যখন সাত বছর হয়, তখন তাদেরকে নামায পড়ার নির্দেশ দাও এবং যখন তাদের বয়স দশ বছর হবে তখন নামায না পড়লে এজন্য তাদের শাস্তি দাও- (তিরমিযী, মুসনাদেআহ্‌মাদ)।

٤٩٥- حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ يَعْنِى الْيَشْكُرِىَّ ثَنَا اِسْمٰعِيْلُ عَنْ سَوَّارٍ اَبِىْ حَمْزَةَ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَهُوَ سَوَّارُ بْنُ دَاوُدَ اَبُوْ حَمْزَةَ الْمُزَنِىُّ الصَّيْرَفِىُّ عَنْ عَمْرِو

بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرُوْا اَوْلَادَكُمْ بِالصَّلٰوةِ وَهُمْ اَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِيْنَ وَاضْرِبُوْهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ اَبْنَاءُ عَشْرٍ وَفَرِّقُوْا بَيْنَهُمْ فِى الْمَضَاجِعِ ـ

৪৯৫। মুআম্মাল ইব্ন হিশাম---- আমর ইব্ন শুআয়েব (রহ) থেকে পর্যায়ক্রমে তাঁর পিতা এবং দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি (দাদা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ যখন তোমাদের সন্তানরা সাত বছরে উপনীত হবে, তখন তাদেরকে নামায পড়ার নির্দেশ দেবে এবং তাদের বয়স যখন দশ বছর হবে তখন (নামায না পড়লে) এজন্য তাদেরকে মারপিট কর এবং তাদের (ছেলে-মেয়েদের) বিছানা পৃথক করে দিবে।

٤٩٦- حَدَّثَنَا زُهَيْرُبْنُ حَرْبٍ ثَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنِىْ دَاوُدُ بْنُ سَوَّارٍ الْمُزَنِيِّ بِاِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ وَزَادَ وَاِذَا زَوَّجَ اَحَدُكُمْ خَادِمَهُ عَبْدَهُ اَوْ اَجِيْرَهُ فَلَا يَنْظُرْ اِلٰى مَا دُوْنَ السُّرَّةِ وَفَوْقَ الرُّكْبَةِ ـ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَهِمَ وَكِيْعٌ فِىْ اِسْمِهِ وَرَوٰى عَنْهُ اَبُوْ دَاوُدَ الطَّيَالِسِىُّ هٰذَا الْحَدِيْثَ فَقَالَ اَبُوْ حَمْزَةَ سَوَّارٌ الصَّيْرَفِىُّ ـ

৪৯৬। যুহায়ের ইব্ন হারব্---- দাউদের সূত্রে পূর্ববর্তী হাদীছের অনুরূপ বর্ণিত আছে। এই সূত্রে আরও আছেঃ তোমাদের কেউ যখন তার বাঁদীকে-দাসের সাথে বিয়ে দিবে তখন থেকে সে তার (দাসীর) নাভির নিম্নাংশ থেক হাঁটুর উপরাংশ পর্যন্ত স্থানের প্রতি দৃষ্টিপাত করবে না।

٤٩٧- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِىُّ ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنِىْ مُعَاذُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ خُبَيْبٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ دَخَلْنَا عَلَيْهِ فَقَالَ لِامْرَأَتِهِ مَتٰى يُصَلِّى الصَّبِىُّ فَقَالَتْ كَانَ رَجُلٌ مِنَّا يَذْكُرُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ سُئِلَ عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَ اِذَا عَرَفَ يَمِيْنَهُ مِنْ شِمَالِهِ فَمُرُوْهُ بِالصَّلٰوةِ ـ

৪৯৭। সুলায়মান ইব্ন দাউদ---- হিশাম ইব্ন সা'দ (রহ) থেকে মুআয ইব্ন আব্দুল্লাহ ইব্ন হাবীব আল-জুহানী (রহ)- এর সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা মুআয ইব্ন আব্দুল্লাহ্র নিকট উপস্থিত হলাম। এ সময় তিনি তাঁর স্ত্রীকে প্রশ্ন করেন যে, ছোট ছেলে-মেয়েদেরকে কখন নামায পড়ার নির্দেশ দিতে হবে? মহিলা বলেন, আমাদের একজন পুরুষ ব্যক্তি এ সম্পর্কে

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে প্রশ্ন করলে তিনি বলেনঃ যখন ছোট ছেলে–মেয়েরা তাদের ডান ও বাম হাতের পার্থক্য নির্ণয়ে সক্ষম হবে তখন থেকে তাদেরকে নামায পড়ার নির্দেশ দিবে।[১]

٣١. بَابُ بَدْءِ الْأَذَانِ

৩১. অনুচ্ছেদঃ আযানের সূচনা

٤٩٨- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ مُوسَى الْخُتَّلِيُّ وَزِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ وَحَدِيثُ عَبَّادٍ أَتَمُّ قَالَا ثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ أَبِي بِشْرٍ قَالَ زِيَادٌ نَا أَبُو بِشْرٍ عَنْ أَبِي عُمَيْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ عُمُومَةٍ لَهُ مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَ اهْتَمَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلصَّلٰوةِ كَيْفَ يَجْمَعُ النَّاسَ لَهَا فَقِيلَ لَهُ انْصِبْ رَايَةً عِنْدَ حُضُورِ الصَّلٰوةِ فَإِذَا رَأَوْهَا أَذَنَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا فَلَمْ يُعْجِبْهُ ذٰلِكَ -قَالَ فَذَكَرَ لَهُ الْقُنْعَ يَعْنِي الشَّبُّورَ وَقَالَ زِيَادٌ شَبُّورَ الْيَهُودِ فَلَمْ يُعْجِبْهُ ذٰلِكَ وَقَالَ هُوَ مِنْ أَمْرِ الْيَهُودِ قَالَ فَذُكِرَ لَهُ النَّاقُوسُ فَقَالَ هُوَ مِنْ أَمْرِ النَّصَارٰى فَانْصَرَفَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ زَيْدٍ وَهُوَ مُهْتَمٌّ لِهَمِّ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأُرِيَ الْأَذَانَ فِي مَنَامِهِ قَالَ فَغَدَا عَلٰى رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ يَارَسُولَ اللّٰهِ إِنِّي لَبَيْنَ نَائِمٍ وَيَقْظَانَ إِذْ أَتَانِي آتٍ فَأَرَانِي الْأَذَانَ قَالَ وَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَدْ رَآهُ قَبْلَ ذٰلِكَ فَكَتَمَهُ عِشْرِينَ يَوْمًا قَالَ ثُمَّ أَخْبَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تُخْبِرَنِي فَقَالَ سَبَقَنِي عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ زَيْدٍ فَاسْتَحْيَيْتُ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا بِلَالُ قُمْ فَانْظُرْ مَا يَأْمُرُكَ بِهِ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ زَيْدٍ فَافْعَلْهُ فَأَذَّنَ بِلَالٌ فَقَالَ أَبُو بِشْرٍ فَأَخْبَرَنِي أَبُو عُمَيْرٍ أَنَّ الْأَنْصَارَ تَزْعُمُ أَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ زَيْدٍ لَوْلَا أَنَّهُ كَانَ يَوْمَئِذٍ مَرِيضًا لَجَعَلَهُ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُؤَذِّنًا -

---

১। সাধারণতঃ দেখা যায় যে, সাত বছর বয়সের শিশুরা তাদের ডান ও বাম হাতের ব্যবহারের পার্থক্য নির্ণয় করতে সক্ষম হয় এবং এ সময় তাদের মধ্যে জ্ঞানবুদ্ধি ও বিবেকের স্ফূরণ শুরু হয়। এজন্যই নবী করীম (স) এরূপ উক্তি করেছেন– (অনুবাদক)।

৪৯৮। আব্বাদ ইবন মূসা--- আবু উমায়ের ইবন আনাস থেকে কোন একজন আনসার সাহাবীর সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এজন্য চিন্তিত ও অস্থির হয়ে পড়েন যে, লোকদেরকে নামাযের জন্য কিরূপে একত্রিত করা যায়। কেউ কেউ পরামর্শ দেন যে, নামাযের সময় হলে ঝান্ডা উড়িয়ে দেওয়া হোক। যখন লোকেরা তা দেখবে তখন একে অন্যকে নামাযের জন্য ডেকে আনবে। কিন্তু তা নবী করীম (স)-এর মনপূতঃ হয়নি। অতঃপর কেউ এরূপ প্রস্তাব করে যে, শিংগা ফুঁকা হোক। যিয়াদ বলেন, শিংগা ছিল ইহূদীদের ধর্মীয় প্রতীক। কাজেই রাসূলুল্লাহ (স) তা অপছন্দ করেন। রাবী বলেন, অতঃপর একজন 'নাকুস' ব্যবহারের পরামর্শ দেন। রাবী বলেন, উপাসনার সময় ঘন্টাধ্বনি করা ছিল নাসারাদের রীতি। এজন্য নবী করীম (স) তাও অপছন্দ করেন। অতঃপর কোন সিদ্ধান্ত ছাড়াই সেদিনের বৈঠক শেষ হয় এবং সকলে নিজ নিজ আবাসে ফিরে যায়। আবদুল্লাহ ইবন যায়েদ (রা)-ও রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম চিন্তিত থাকার কারণে ব্যথিত হৃদয়ে স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করেন। অতঃপর তাঁকে স্বপ্নের মাধ্যমে আযানের নিয়ম শিক্ষা দেয়া হয়। বর্ণনাকারী বলেন, পরদিন ভোরে তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের খিদমতে হাযির হয়ে বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় ছিলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি (ফেরেশ্তা) আমার নিকট এসে আমাকে আযান দেয়ার পদ্ধতি শিখিয়ে দিয়েছে। রাবী বলেন, হযরত উমার ইব্নুল খাত্তাব (রা) ইতিপূর্বে ঠিক একই রকম স্বপ্ন দেখেছিলেন। কিন্তু তিনি তা বিশ দিন পর্যন্ত প্রকাশ না করে গোপন রাখেন। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর তিনি তা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের খিদমতে প্রকাশ করেন। তখন নবী করীম (স) তাঁকে (উমারকে) বলেনঃ এ সম্পর্কে পূর্বে আমাকে জ্ঞাত করতে তোমায় কিসে বাধা দিয়েছিল? উমার (রা) লজ্জা বিনম্র কণ্ঠে বলেন, আবদুল্লাহ ইবন যায়েদ (রা) এ ব্যাপারে অগ্রবর্তীর ভূমিকা পালন করেছেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বিলাল (রা)-কে নির্দেশ দেনঃ উঠ এবং আবদুল্লাহ ইবন যায়েদ যেরূপ বলে- তুমিও তদ্রূপ (উচ্চ কণ্ঠে) বল! এইরূপে বিলাল (রা) ইসলামের সর্বপ্রথম আযান ধ্বনি উচ্চারণ করেন। আবু বিশর বলেন, আবু উমায়ের আমাকে এরূপ বলেছেন যে, সম্ভবতঃ যদি এ সময় হযরত আবদুল্লাহ ইবন যায়েদ (রা) রোগগ্রস্ত না থাকতেন তবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁকেই মুআযযিন নিযুক্ত করতেন।

৩২. بَابُ كَيْفَ الْاَذَانُ

৩২. অনুচ্ছেদঃ আযানের নিয়ম সম্পর্কে

٤٩٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ الطُّوسِيُّ ثَنَا يَعْقُوبُ ثَنَا اَبِى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحٰقَ حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ

بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهٖ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ زَيْدٍ قَالَ لَمَّا اَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّاقُوْسِ يُعْمَلُ لِيُضْرَبَ بِهٖ لِلنَّاسِ لِجَمْعِ الصَّلٰوةِ طَافَ بِىْ وَاَنَا نَائِمٌ رَّجُلٌ يَّحْمِلُ نَاقُوْسًا فِىْ يَدِهٖ فَقُلْتُ يَاعَبْدَ اللّٰهِ اَتَبِيْعُ النَّاقُوْسَ فَقَالَ وَمَا تَصْنَعُ بِهٖ فَقُلْتُ نَدْعُوْ بِهٖ اِلَى الصَّلٰوةِ قَالَ اَفَلَا اَدُلُّكَ عَلٰى مَا هُوَ خَيْرٌ مِّنْ ذٰلِكَ فَقُلْتُ لَهٗ بَلٰى قَالَ فَقَالَ تَقُوْلُ اللّٰهُ اَكْبَرُ اللّٰهُ اَكْبَرُ اللّٰهُ اَكْبَرُ اللّٰهُ اَكْبَرُ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ حَىَّ عَلَى الصَّلٰوةِ حَىَّ عَلَى الصَّلٰوةِ حَىَّ عَلَى الْفَلَاحِ حَىَّ عَلَى الْفَلَاحِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ قَالَ ثُمَّ اسْتَاْخَرَعَنِّىْ غَيْرَ بَعِيْدٍ ثُمَّ قَالَ ثُمَّ تَقُوْلُ اِذَا اَقَمْتَ الصَّلٰوةَ اللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ حَىَّ عَلَى الصَّلٰوةِ حَىَّ عَلَى الْفَلَاحِ قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ فَلَمَّا اَصْبَحْتُ اَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَخْبَرْتُهٗ بِمَا رَأَيْتُ فَقَالَ اِنَّهَا لَرُؤْيَا حَقٌّ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ فَقُمْ مَعَ بِلَالٍ فَاَلْقِ عَلَيْهِ بِمَا رَأَيْتَ فَلْيُؤَذِّنْ بِهٖ فَاِنَّهٗ اَنْدٰى صَوْتًا مِّنْكَ فَقُمْتُ مَعَ بِلَالٍ فَجَعَلْتُ اُلْقِيْهِ عَلَيْهِ وَيُؤَذِّنُ بِهٖ ـ قَالَ فَسَمِعَ ذٰلِكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ وَهُوَ فِىْ بَيْتِهٖ فَخَرَجَ يَجُرُّ رِدَاءَهٗ يَقُوْلُ وَالَّذِىْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ لَقَدْ رَأَيْتُ مِثْلَ مَا اُرِىَ – فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلِلّٰهِ الْحَمْدُ – قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ هٰكَذَا رِوَايَةُ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَيْدٍ وَقَالَ فِيْهِ ابْنُ اِسْحٰقَ عَنِ الزُّهْرِىِّ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَقَالَ مَعْمَرٌ وَّيُوْنُسُ عَنِ الزُّهْرِىِّ فِيْهِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَمْ يُثَنِّيَا ـ

৪৯৯। মুহাম্মাদ ইবন মানসূর.... আব্দুল্লাহ ইবন যায়েদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম শিংগা ধ্বনি করে লোকদের নামাযের জন্য একত্র

করার নির্দেশ প্রদান করেন তখন একদা আমি স্বপ্নে দেখি যে, এক ব্যক্তি শিংগা হাতে নিয়ে যাচ্ছে। আমি তাকে বলি, হে আল্লাহ্‌র বান্দা! তুমি কি শিংগা বিক্রয় করবে? সে বলে, তুমি শিংগা দিয়ে কি করবে? আমি বলি, আমি তার সাহায্যে নামাযের জামাআতে লোকদের ডাকব। সে বলল, আমি কি এর চেয়ে উত্তম কোন জিনিসের সন্ধান তোমাকে দেব না? আমি বলি, হাঁ। রাবী বলেন, তখন সে বলল, তুমি এইরূপ শব্দ উচ্চারণ করবেঃ

"আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আশ্‌হাদু আল্‌-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্‌, আশ্‌হাদু আল্‌-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্‌; আশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ্‌, আশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ; হাইয়া আলাস্‌-সালাহ্‌, হাইয়া আলাস্‌-সালাহ; হাইয়া আলাল্‌-ফালাহ্‌, হাইয়া আলাল-ফালাহ্‌; আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার; লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্‌।"

রাবী বলেন, অতঃপর ঐ স্থান হতে ঐ ব্যক্তি একটু দূরে সরে গিয়ে দাঁড়ায় এবং বলে- তুমি যখন নামায পড়তে দাঁড়াবে তখন বলবেঃ

আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার; আশ্‌হাদু আল্‌-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্‌; আশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ; হাইয়া আলাস্‌-সালাহ্‌; হাইয়া আলাল-ফালাহ্‌; কাদ কামাতিস্‌ সালাহ; কাদ কামাতিস্‌-সালাহ্‌, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার; লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্‌।"

অতঃপর ভোর বেলা আমি রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের খিদমতে হাযির হয়ে তাঁর নিকট আমার স্বপ্নের বর্ণনা করি। নবী করীম (স) বলেনঃ এটা অবশ্যই সত্য স্বপ্ন। অতঃপর তিনি বলেনঃ তুমি বিলালকে ডেকে তোমার সাথে নাও এবং তুমি যেরূপ স্বপ্ন দেখেছ- তদ্রূপ তাকে শিক্ষা দাও- যাতে সে (বিলাল) ঐরূপে আযান দিতে পারে। কেননা তাঁর কণ্ঠস্বর তোমার স্বরের চাইতে অধিক উচ্চ। অতঃপর আমি বিলাল (রা)-কে সঙ্গে নিয়ে দাঁড়াই এবং তাঁকে আযানের শব্দগুলি শিক্ষা দিতে থাকি এবং তিনি উচ্চারণ পূর্বক আযান দিতে থাকেন। বিলালের এই আযান--ধ্বনি উমার ইব্‌নুল খাত্তাব (রা) নিজ আবাসে বসে শুনতে পান। তা শুনে উমার (রা) এত দ্রুত পদে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের খিদমতে আগমন করেন যে, তাঁর গায়ের চাদর মাটিতে হেঁচড়িয়ে যাচ্ছিল। তিনি নবী করীম (স)-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্‌! আল্লাহ্‌র শপথ! যে মহান সত্তা আপনাকে সত্য নবী হিসেবে প্রেরণ করেছেন, আমিও ঐরূপ স্বপ্ন দেখেছি যেরূপ অন্যরা দেখেছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেনঃ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য- (ইব্‌ন মাজা, তিরমিযী, মুসলিম)।

ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেন, সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব ও আবদুল্লাহ ইব্‌ন যায়েদের সূত্রে ইমাম যুহ্‌রী (রহ) হতেও এইরূপ হাদীছ বর্ণিত আছে। যুহ্‌রী থেকে ইব্‌ন ইসহাকের সূত্রে "আল্লাহু আকবার" চারবার উল্লেখ আছে। যুহ্‌রী থেকে মামার ও ইউনুসের সূত্রে "আল্লাহু আকবার" দুই বার উল্লেখ আছে, তাঁরা চারবার উল্লেখ করেননি।

٥٠٠- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ثَنَا الْحَارِثُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ اَبِىْ مَحْذُوْرَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ عَلِّمْنِىْ سُنَّةَ الْاَذَانِ قَالَ فَمَسَحَ مُقَدَّمَ رَأْسِىْ قَالَ تَقُوْلُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اللّٰهُ اَكْبَرُ اللّٰهُ اَكْبَرُ تَرْفَعُ بِهَا صَوْتَكَ ثُمَّ تَقُوْلُ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ تَخْفِضُ بِهَا صَوْتَكَ ثُمَّ تَرْفَعُ صَوْتَكَ بِالشَّهَادَةِ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ حَىَّ عَلَى الصَّلٰوةِ حَىَّ عَلَى الصَّلٰوةِ حَىَّ عَلَى الْفَلَاحِ حَىَّ عَلَى الْفَلَاحِ فَاِنْ كَانَ صَلٰوةُ الصُّبْحِ قُلْتَ اَلصَّلٰوةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ اَلصَّلٰوةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اللّٰهُ اَكْبَرُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ ـ

৫০০। মুসাদ্দাদ— মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল মালিক ইব্ন আবু মাহ্যুরা থেকে পর্যায়ক্রমে তাঁর পিতা এবং দাদার সূত্রে বর্ণিত। রাবী বলেন, একদা আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে বলি, আমাকে আযানের নিয়ম-পদ্ধতি সম্পর্কে শিক্ষা দিন। রাবী বলেন, অতঃপর তিনি আমার মাথার সম্মুখভাগে হাত বুলিয়ে দিয়ে বলেনঃ তুমি বলবে– আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, তা উচ্চস্বরে বলবে। অতপর আশ্হাদু আল্-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্, আশ্হাদু আল্-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্, আশ্হাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ্, আশ্হাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ্– বলার সময় গলার স্বর নীচু করবে। অতঃপর উচ্চ কন্ঠে বলবেঃ আশ্হাদু আল্-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আশ্হাদু আল্-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্, আশ্হাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ্, আশ্হাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ। অতঃপর বলবেঃ হাইয়া আলাস-সালাহ্, হাইয়া আলাস-সালাহ্; হাইয়া আলাল-ফালাহ্, হাইয়া আলাল-ফালাহ। অতঃপর ফজরের নামাযের আযানের সময় বলবেঃ আস-সালাতু খাইরুম্ মিনান্ নাওম, আস-সালাতু খাইরুম মিনান্ নাওম। অতঃপর বলবেঃ আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার; লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্"– (তিরমিযী, ইব্ন মাজা)।

٥٠١- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ ثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عُثْمَانُ بْنُ السَّائِبِ اَخْبَرَنِىْ اَبِىْ وَاُمُّ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ اَبِىْ مَحْذُوْرَةَ عَنْ اَبِىْ مَحْذُوْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَ هٰذَا الْخَبَرِ وَفِيْهِ اَلصَّلٰوةُ

خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ اَلصَّلٰوةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ فِى الْاَوَّلِ مِنَ الصُّبْحِ ـ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ حَدِيْثُ مُسَدَّدٍ اَبْيَنُ قَالَ فِيْهِ وَعَلَّمَنِى الْاِقَامَةَ مَرَّتَيْنِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ حَىَّ عَلَى الصَّلٰوةِ حَىَّ عَلَى الصَّلٰوةِ حَىَّ عَلَى الْفَلَاحِ حَىَّ عَلَى الْفَلَاحِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ - قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَاِذَا اَقَمْتَ الصَّلٰوةَ فَقُلْهَا مَرَّتَيْنِ قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ اَسَمِعْتَ قَالَ فَكَانَ اَبُوْ مَحْذُوْرَةَ لَا يَجُزُّ نَاصِيَتَهُ وَلَا يُفَرِّقُهَا لِاَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ عَلَيْهَا ـ

৫০১। আল্‌-হাসান ইব্‌ন আলী---- আবু মাহ্‌যূরা (রা) থেকে এই সনদে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের পূর্বোক্ত হাদীছের অনুরূপ বর্ণিত আছে। এই হাদীছের মধ্যে "আস-সালাতু খাইরুম মিনান্‌ নাওম, আস-সালাতু খাইরুম মিনান্‌ নাওম"- ফজরের প্রথম আযানের মধ্যে বর্ণিত- (মুসলিম, তিরমিযী, ইব্‌ন মাজা, নাসাঈ)।

ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেন, মুসাদ্দাদ হতে বর্ণিত হাদীছটি এই, রাবী বলেন, আমাকে ইকামতের মধ্যে প্রতিটি শব্দ দুই-দুইবার শিখানো হয়েছেঃ আল্লাহু আকবার দুইবার; আশ্‌হাদু আল্‌-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্‌ দুইবার; আশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ্‌ দুইবার; হাইয়া আলাস-সালাহ্‌-দুইবার; হাইয়া আলাল-ফালাহ্‌ দুইবার; আল্লাহু আকবার দুইবার; লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ- একবার। রাবী আবদুর রায্‌যাক বলেন, যখন নামাযের জন্য ইকামত দিবে তখন কাদ্‌ কামাতিস-সালাহ্‌ শব্দটি দুইবার বলবে। নবী করীম (স) আবু মাহ্‌যূরা (রা)-কে জিজ্ঞেস করেনঃ তুমি কি তা সঠিকভাবে শুনেছ (যা আমি শিখালাম)? রাবী বলেন, আবু মাহ্‌যূরা (রা) কখনও তাঁর মাথার সম্মুখ ভাগের চুল কাটতেনও না এবং পৃথকও করতেন না। কেননা নবী করীম (স) তাঁর এই চুলের উপর হাত বুলিয়েছিলেন।

٥٠٢- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ثَنَا عَفَّانُ وَسَعِيْدُ بْنُ عَامِرٍ وَّحَجَّاجٌ الْمَعْنٰى وَاحِدٌ قَالُوْا ثَنَا هَمَّامٌ ثَنَا عَامِرٌ الْاَحْوَلُ حَدَّثَنِىْ مَكْحُوْلٌ اَنَّ ابْنَ مُحَيْرِيْزٍ حَدَّثَهُ اَنَّ اَبَا مَحْذُوْرَةَ حَدَّثَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَّمَهُ الْاَذَانَ تِسْعَ عَشْرَةَ كَلِمَةً وَّالْاِقَامَةَ سَبْعَ عَشْرَةَ كَلِمَةً - اَلْاَذَانُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ

اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَالْاِقَامَةُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ كَذَا فِيْ كِتَابِهِ فِيْ حَدِيْثِ اَبِيْ مَحْذُوْرَةَ -

৫০২। আল্‌-হাসান ইব্‌ন আলী··· ইব্‌ন মুহায়রিয্‌ (রহ) হযরত আবু মাহ্‌যূরা (রা) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁকে উনিশ শব্দে আযান এবং সতের শব্দে ইকামত. শিক্ষা দিয়েছেন। আযানের শব্দগুলি নিম্নরূপঃ আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আশ্‌হাদু আল্‌-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্‌, আশ্‌হাদু আল্‌-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্‌, আশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ, আশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ্‌, আশ্‌হাদু আল্‌-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্‌, আশ্‌হাদু আল্‌-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্‌, আশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ, আশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ, হাইয়া আলাস-সালাহ্‌, হাইয়া আলাস-সালাহ্‌, হাইয়া আলাল- ফালাহ্‌, হাইয়া আলাল-ফালাহ্‌, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্‌। আর ইকামতের শব্দগুলি হলঃ " আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আশ্‌হাদু আল্‌-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্‌, আশ্‌হাদু আল্‌-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্‌, আশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ্‌, আশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ, হাইয়া আলাস-সালাহ্‌, হাইয়া আলাস-সালাহ্‌, হাইয়া আলাল-ফালাহ্‌, হাইয়া আলাল-ফালাহ্‌, কাদ্‌ কামাতিস্‌-সালাহ্‌, কাদ্‌ কামাতিস্‌-সালাহ্‌, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্‌।" হযরত আবু মাহ্‌যূরা (রা) হতে বর্ণিত হাদীছটি তাঁর নিকট রক্ষিত কিতাবে এভাবে উল্লেখ আছে- (নাসাঈ, মুসলিম)।

٥٠٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ ثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِىْ ابْنُ عَبْدِ

الْمَلِكِ بْنِ اَبِىْ مَحْذُوْرَةَ يَعْنِىْ عَبْدَ الْعَزِيْزِ عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيْزٍ عَنْ اَبِىْ مَحْذُوْرَةَ قَالَ اَلْقَىٰ عَلَىَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّاْذِيْنَ هُوَ بِنَفْسِهِ فَقَالَ قُلْ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ ثُمَّ ارْجِعْ فَمُدَّ مِنْ صَوْتِكَ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ ـ

৫০৩। মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার---- আবু মাহ্যূরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম আমাকে আযানের নিম্নোক্ত শব্দগুলি শিক্ষা দেন। তিনি আমাকে বলেনঃ তুমি বল- "আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আশ্হাদু আল্-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্, আশ্হাদু আল্-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্, আশ্হাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ্, আশ্হাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ। অতঃপর তিনি বলেনঃ তোমার কণ্ঠস্বর দীর্ঘায়িত করে পুনরায় বলঃ আশ্হাদু আল্-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্, আশ্হাদু আল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আশ্হাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ, আশ্হাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ, হাইয়া আলাস্-সালাহ্, হাইয়া আলাস্-সালাহ্, হাইয়া আলাল-ফালাহ্, হাইয়া আলাল-ফালাহ্, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ।"

٥٠٤- حَدَّثَنَا النُّفَيْلِىُّ نَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ اَبِىْ مَحْذُوْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ جَدِّىْ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ اَبِىْ مَحْذُوْرَةَ يَذْكُرُ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا مَحْذُوْرَةَ يَقُوْلُ اَلْقَىٰ عَلَىَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْاَذَانَ حَرْفًا حَرْفًا اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ قَالَ

وَكَانَ يَقُوْلُ فِي الْفَجْرِ الصَّلٰوةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ -

৫০৪। আন্‌-নুফায়লী---- আবু মাহ্‌যূরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম আমাকে আযানের নিম্নোক্ত শব্দগুলি একটি একটি করে শিক্ষা দেনঃ "আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আশ্‌হাদু আল্‌-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্‌, আশ্‌হাদু আল্‌-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্‌, আশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ, আশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ, আশ্‌হাদু আল্‌-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্‌, আশ্‌হাদু আল্‌-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্‌, আশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ, আশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ্‌, হাইয়া আলাস্‌-সালাহ্‌, হাইয়া আলাস্‌-সালাহ্‌, হাইয় আলাল-ফালাহ্‌, হাইয়া আলাল-ফালাহ। রাবী বলেন, ফজরের নামাযে তিনি এরূপ বলতেন, আস্‌- সালাতু খাইরুম মিনান্‌ নাওম।"

٥٠٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ الْاَسْكَنْدَرَانِيُّ ثَنَا زِيَادٌ يَعْنِي ابْنَ يُوْنُسَ عَنْ نَافِعِ بْنِ عُمَرَ يَعْنِي الْجُمَحِيَّ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ اَبِيْ مَحْذُوْرَةَ اَخْبَرَهُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُحَيْرِيْزِ الْجُمَحِيِّ عَنْ اَبِيْ مَحْذُوْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَّمَهُ الْاَذَانَ يَقُوْلُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ اَذَانِ حَدِيْثِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ وَمَعْنَاهُ وَفِيْ حَدِيْثِ مَالِكِ بْنِ دِيْنَارٍ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ اَبِيْ مَحْذُوْرَةَ قُلْتُ حَدِّثْنِيْ عَنْ اَذَانِ اَبِيْكَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ فَقَالَ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ قَطُّ وَكَذٰلِكَ حَدِيْثُ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنِ ابْنِ اَبِيْ مَحْذُوْرَةَ عَنْ عَمِّهِ عَنْ جَدِّهِ اِلَّا اَنَّهُ قَالَ ثُمَّ تَرْجِعُ فَتَرْفَعُ صَوْتَكَ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ -

৫০৫। মুহাম্মাদ ইব্‌ন দাউদ---- আবু মাহ্‌যূরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁকে আযান শিক্ষা দেন। তিনি বলতেনঃ "আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আশ্‌হাদু আল্‌-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আশ্‌হাদু আল্‌-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্‌। অতঃপর হাদীছের অবশিষ্ট অংশ আবদুল মালিকের সূত্রে বর্ণিত ইব্‌নে জুরাইজের হাদীছের অনুরূপ। মালেক ইব্‌ন দীনার (রহ)-এর সূত্রে বর্ণিত হাদীছে উল্লেখ আছে যে, তিনি বলেছেন, আমি ইব্‌ন আবু মাহ্‌যূরাকে বলি- আপনার পিতা-রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হতে যেরূপ আযান শিক্ষা করেন- তা আমার নিকট বর্ণনা করুন। তখন তিনি বলেন, "আল্লাহ

আকবার, আল্লাহু আকবার, এইরূপে আযানের শেষ পর্যন্ত। জাফর ইব্‌ন সুলায়মানের হাদীছেও অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তবে তিনি তাঁর হাদীছে এরূপ উল্লেখ করেছেন যে, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার শব্দটি উচ্চস্বরে দীর্ঘায়িত করে বলবে।

٥٠٦- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ اَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ اَبِيْ لَيْلٰى ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنّٰى ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ اَبِيْ لَيْلٰى قَالَ اُحِيلَتِ الصَّلٰوةُ ثَلَاثَةَ اَحْوَالٍ قَالَ وَحَدَّثَنَا اَصْحَابُنَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَقَدْ اَعْجَبَنِيْ اَنْ تَكُوْنَ صَلٰوةُ الْمُسْلِمِيْنَ اَوِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَاحِدَةً حَتّٰى لَقَدْ هَمَمْتُ اَنْ اَبُثَّ رِجَالًا فِي الدُّوْرِ يُنَادُوْنَ النَّاسَ لِحِيْنِ الصَّلٰوةِ وَحَتّٰى هَمَمْتُ اَنْ اٰمُرَ رِجَالًا يَقُوْمُوْنَ عَلَى الْاٰطَامِ يُنَادُوْنَ الْمُسْلِمِيْنَ لِحِيْنِ الصَّلٰوةِ حَتّٰى نَقَسُوْا اَوْ كَادُوْا اَنْ يَنْقُسُوْا قَالَ فَجَاءَ رَجُلٌ مِّنَ الْاَنْصَارِ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّيْ لَمَّا رَجَعْتُ لِمَا رَأَيْتُ مِنِ اهْتِمَامِكَ رَأَيْتُ رَجُلًا كَاَنَّ عَلَيْهِ ثَوْبَيْنِ اَخْضَرَيْنِ فَقَامَ عَلَى الْمَسْجِدِ فَاَذَّنَ ثُمَّ قَعَدَ قَعْدَةً ثُمَّ قَامَ فَقَالَ مِثْلَهَا اِلَّا اَنَّهُ يَقُوْلُ قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ وَلَوْ لَا اَنْ يَقُوْلَ النَّاسُ قَالَ ابْنُ الْمُثَنّٰى اَنْ تَقُوْلُوا لَقُلْتُ اِنِّيْ كُنْتُ يَقْظَانًا غَيْرَ نَائِمٍ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ ابْنُ الْمُثَنّٰى لَقَدْ اَرَاكَ اللّٰهُ خَيْرًا وَ لَمْ يَقُلْ عَمْرٌو لَقَدْ فَمُرْ بِلَالًا فَلْيُؤَذِّنْ قَالَ فَقَالَ عُمَرُ اَمَا اِنِّيْ قَدْ رَأَيْتُ مِثْلَ الَّذِيْ رَاٰى وَلٰكِنْ لَمَّا سُبِقْتُ اسْتَحْيَيْتُ قَالَ وَحَدَّثَنَا اَصْحَابُنَا قَالَ كَانَ الرَّجُلُ اِذَا جَاءَ يَسْاَلُ فَيُخْبَرُ بِمَا سَبَقَ مِنْ صَلَاتِهِ وَاَنَّهُمْ قَامُوْا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بَيْنِ قَائِمٍ وَّرَاكِعٍ وَّقَاعِدٍ وَّمُصَلٍّ مَّعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ابْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ عَمْرٌو وَّحَدَّثَنِيْ بِهَا حُصَيْنٌ عَنِ ابْنِ اَبِيْ لَيْلٰى حَتّٰى جَاءَ مُعَاذٌ قَالَ شُعْبَةُ وَقَدْ سَمِعْتُهَا مِنْ حُصَيْنٍ فَقَالَ لَا اَرَاهُ عَلٰى حَالٍ اِلٰى قَوْلِهِ كَذٰلِكَ فَافْعَلُوْا ثُمَّ رَجَعْتُ اِلٰى حَدِيْثِ عَمْرِو بْنِ مَرْزُوْقٍ قَالَ فَجَاءَ مُعَاذٌ فَاَشَارُوْا اِلَيْهِ قَالَ

شُعْبَةُ وَهٰذِهِ سَمِعْتُهَا مِنْ حُصَيْنٍ قَالَ فَقَالَ مُعَاذٌ لَا اَرَاهُ عَلٰى حَالٍ اِلَّا كُنْتُ عَلَيْهَا قَالَ فَقَالَ اِنَّ مُعَاذًا قَدْ سَنَّ لَكُمْ سُنَّةً كَذٰلِكَ فَافْعَلُوا قَالَ وَحَدَّثَنَا اَصْحَابُنَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ اَمَرَهُمْ بِصِيَامِ ثَلَاثَةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اُنْزِلَ رَمَضَانُ وَكَانُوْا قَوْمًا لَمْ يَتَعَوَّدُوْا الصِّيَامَ وَكَانَ الصِّيَامُ عَلَيْهِمْ شَدِيْدًا فَكَانَ مَنْ لَمْ يَصُمْ اَطْعَمَ مِسْكِيْنًا فَنَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ " فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ" فَكَانَتِ الرُّخْصَةُ لِلْمَرِيْضِ وَالْمُسَافِرِ فَاُمِرُوْا بِالصِّيَامِ قَالَ وَحَدَّثَنَا اَصْحَابُنَا قَالَ وَكَانَ الرَّجُلُ اِذَا اَفْطَرَ فَنَامَ قَبْلَ اَنْ يَّاْكُلَ لَمْ يَاْكُلْ حَتّٰى يُصْبِحَ قَالَ فَجَاءَ عُمَرُ فَاَرَادَ امْرَاَتَهُ فَقَالَتْ اِنِّىْ قَدْ نِمْتُ فَظَنَّ اَنَّهَا تَعْتَلُّ فَاَتَاهَا فَجَاءَ رَجُلٌ مِّنَ الْاَنْصَارِ فَاَرَادَ الطَّعَامَ فَقَالُوْا حَتّٰى نُسَخِّنَ لَكَ شَيْئًا فَنَامَ فَلَمَّا اَصْبَحُوا نَزَلَتْ عَلَيْهِ هٰذِهِ الْاٰيَةُ "اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ اِلٰى نِسَائِكُمْ" -

৫০৬। আমর ইব্ন মারযূক---- ইব্ন আবু লায়লা (রহ) বলেন, নামাযের ব্যাপারে (কিব্লার) পরিবর্তন তিনবার সাধিত হয়েছে। রাবী বলেন, আমাদের সাথীরা বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেনঃ মুসলমানগণ একত্রিত হয়ে জামাআতে নামায আদায় করায় আমি খুবই আনন্দিত হয়েছি। আমি প্রথমাবস্থায় এরূপ চিন্তা করি যে, লোকদের নামাযের আহবানের জন্য বাড়ীতে বাড়ীতে কিছু লোক প্রেরণ করি। আমি এরূপও ইরাদা করি যে, লোকদেরকে জামাআতে আনার জন্য কিছু সংখ্যক লোককে (মহল্লার) উঁচু স্থানে উঠিয়ে দিব– যারা তাদেরকে নামাযের জন্য আহবান করবে, অথবা তারা শিংগা ধ্বনির মাধ্যমে লোকদেরকে জামাআতে আহবান করার চিন্তাও করেছিল। রাবী বলেন, এমতাবস্থায় আনসারদের মধ্য হতে একজন এসে বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! লোকদেরকে জামাআতে হাযির করার ব্যাপারে আপনাকে উৎকণ্ঠিত দেখার পর রাতে আমি স্বপ্নে দেখি যে– এক ব্যক্তি দুটি হলুদ বর্ণের কাপড় পরিধান করে মসজিদের সম্মুখে আযান দিচ্ছেন। আযান শেষে কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর তিনি ইকামত দেন এবং এখানে তিনি আযানের শব্দের সাথে "কাদ কামাতিস–সালাহ্" শব্দটি যোগ করেন। অতঃপর তিনি বলেন– মানুষের মিথ্যা অপবাদের ভয় যদি আমার না থাকত তবে নিশ্চয়ই আমি বলতাম, আমি তা জাগ্রত অবস্থায় দেখেছি– স্বপ্নে নয়। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে

ওয়া সাল্লাম বলেনঃ আল্লাহ তাআলা তোমাকে উত্তম স্বপ্ন দেখিয়েছেন। তুমি বিলালকে নির্দেশ দাও যেন সে আযান দেয়। তখন হযরত উমার (রা) বলেন, আমিও ইতিপূর্বে তার অনুরূপ স্বপ্ন দেখেছি। কিন্তু আমার আগেই অনুরূপ স্বপ্নের কথা ব্যক্ত হওয়ার কারণে আমি তা প্রকাশ করতে সংকোচ বোধ করি।

রাবী বলেন, ইসলামের প্রারম্ভিক যুগে যখন নামাযের হুকুম-আহকাম পরিপূর্ণভাবে নাযিল হয় নাই তখন সাহাবায়ে কিরামদের মধ্য হতে যাঁরা নামায আরম্ভের পরে আসতেন তাঁরা জিজ্ঞেস করতেন- নামাযের কতটুকু আদায় করা হয়েছে। অতঃপর তাদের অবহিত করা হত। যাঁরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সাথে প্রথম হতে নামাযে শরীক হতেন তাঁরা এক অবস্থায় থাকতেন এবং যারা পরে আসতেন তাদের কেউ দাঁড়ান, বসা বা রুকুর অবস্থায় থাকতেন।

ইব্‌নুল মুছান্না, আমর, হুসায়েন, ইব্‌ন আবু লায়লা হতে বর্ণনা করেছেন যে, একদা হযরত মুআয ইব্‌ন জাবাল (রা) জামাআত শুরু হওয়ার পর মসজিদে আসেন। শোবা- হুসায়েন হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমি তাঁকে এক অবস্থায় দেখতে পাই নাই- হতে, অনুরূপভাবে তোমরা কর---- পর্যন্ত বর্ণনা করেন।

ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেন, অতপর আমি আমরের হাদীছ বর্ণনা করি। রাবী বলেন, মুআয (রা) মসজিদে আগমনের পর উপস্থিত সাহাবীগণ তাঁকে ইশরা করে বলেন----। শোবা বলেন, আমি হুসায়েনের নিকট শুনেছি, মুআয (রা) বলেন, আমি তাঁকে নামাযের মধ্যে যে অবস্থায় পাই -সে অবস্থায় তাঁর সাথে নামায আরম্ভ করব।

রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) তখন বলেনঃ মুআয তোমাদের জন্য একটি উত্তম সুন্নাত সৃষ্টি করেছে (অর্থাৎ তিনিই সর্বপ্রথম ইমামের সাথে কিরূপে নামায আদায় করতে হয়, তা ভালভাবে দেখিয়েছেন। তিনি নবী করীম (স)-এর সাথে প্রাপ্ত নামায জামাআতে আদায়ের পর অবশিষ্ট নামায পরে আদায় করেন)। অতঃপর নবী করীম (স) বলেনঃ তোমরাও এরূপ করবে।

রাবী বলেন, আমাদের সাথীরা বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের মদীনায় আসার পর তাঁদেরকে প্রতি মাসে তিনটি রোযা রাখার নির্দেশ দেন। অতঃপর রমযানের রোযার আয়াত নাযিল হয়। সাহাবীদের ইতিপূর্বে রোযা রাখার অভ্যাস না থাকায় তা তাঁদের জন্য খুবই কষ্টকর হয়। অতঃপর যাঁরা রোযা রাখতে অক্ষম তাঁরা মিসকীনদের আহার করাতেন।

অতঃপর এই আয়াত নাযিল হয়ঃ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ

"তোমাদের মধ্যে যারা রমযান মাস পাবে তারা যেন অবশ্যই রোযা রাখে।" মুসাফির ও রোগগ্রস্ত ব্যক্তির জন্যই কেবলমাত্র রমযান মাসের রোযা না রাখার অনুমতি ছিল (কিন্তু অন্য সময়ে এর কাযা আদায় করতে হত)। এভাবে তাদেরকে রমযানের রোযা রাখার নির্দেশ দেয়া হয়।

ইসলামের প্রথম যুগে রোযার নিয়ম এইরূপ ছিল যে, ইফ্‌তারের পর খাওয়ার পূর্বে কোন ব্যক্তি

যদি কোন কারণ বশতঃ ঘুমিয়ে পড়ত তবে তার জন্য পরের দিন সূর্যাস্তের পূর্ব পর্যন্ত কোনরূপ খাদ্য গ্রহণ নাজায়েয ছিল। এক রাতে হযরত উমার (রা) তাঁর স্ত্রীর নিকট সহবাসের ইচ্ছা প্রকাশ করলে তিনি বলেন, আমি তো ঘুমিয়েছিলাম। তখন উমার (রা) এরূপ ধারণা করেন যে, তাঁর স্ত্রী মিথ্যা বাহানা করে তাঁর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছেন। অতঃপর তিনি তাঁর সাথে সংগম করেন। অপরপক্ষে একজন আনসার সাহাবী ঘরে ফিরে খাদ্য চাইলে তাঁর পরিবারের লোকেরা বলেন, ধৈর্য ধরুন, আমরা খাবার প্রস্তুত করে আনছি। ইত্যবসরে তিনি না খেয়ে ঘুমিয়ে পড়েন। পরের দিন ভোরে এই আয়াত নাযিল হয়ঃ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ "রমযান মাসের রাতে তোমাদের জন্য তোমাদের বিবিদের সাথে সংগম হালাল করা হয়েছে।"

٥٠٧- حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى عَنْ دَاوُدَ ح وَثَنَا نَصْرُبْنُ الْمُهَاجِرِ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ عَنِ الْمَسْعُوْدِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنِ ابْنِ اَبِىْ لَيْلٰى عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ أُحِيْلَتِ الصَّلٰوةُ ثَلَاثَةَ اَحْوَالٍ وَ اُحِيْلَ الصِّيَامُ ثَلَاثَةَ اَحْوَالٍ وَسَاقَ نَصْرٌ الْحَدِيْثَ بِطُوْلِهِ وَاقْتَصَّ ابْنُ الْمُثَنَّى مِنْهُ قِصَّةَ صَلٰوتِهِمْ نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ قَطُّ قَالَ الْحَالُ الثَّالِثُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ فَصَلّٰى يَعْنِى نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ ثَلَاثَةَ عَشَرَ شَهْرًا فَاَنْزَلَ اللّٰهُ هٰذِهِ الْاٰيَةَ "قَدْ نَرٰى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِى السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضٰهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ حَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ شَطْرَهُ "فَوَجَّهَهُ اللّٰهُ اِلَى الْكَعْبَةِ وَ تَمَّ حَدِيْثُهُ وَسَمّٰى نَصْرٌ صَاحِبَ الرُّؤْيَا قَالَ فَجَاءَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ زَيْدٍ رَجُلٌ مِنَ الْاَنْصَارِ وَقَالَ فِيْهِ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ قَالَ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ حَىَّ عَلَى الصَّلٰوةِ مَرَّتَيْنِ حَىَّ عَلَى الْفَلَاحِ مَرَّتَيْنِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ ثُمَّ اَمْهَلَ هُنَيَّةً ثُمَّ قَامَ فَقَالَ مِثْلَهَا اِلَّا اَنَّهُ قَالَ زَادَ بَعْدَ مَا قَالَ حَىَّ عَلَى الْفَلَاحِ قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ قَالَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقِّنْهَا بِلَالًا فَاَذَّنَ بِهَا بِلَالٌ وَقَالَ فِى الصَّوْمِ قَالَ فَاِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَصُوْمُ

ثَلَاثَةَ اَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَّيَصُوْمُ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ "كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ
كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ- اَيَّامًا مَّعْدُوْدَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ
مَرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهٗ فِدْيَةٌ طَعَامُ
مِسْكِيْنٍ" فَكَانَ مَنْ شَاءَ اَنْ يَّصُوْمَ صَامَ وَمَنْ شَاءَ اَنْ يُّفْطِرَ وَيُطْعِمَ كُلَّ يَوْمٍ
مِسْكِيْنًا اَجْزَاَهُ ذٰلِكَ فَهٰذَا حَوْلٌ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِىْ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ
هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ
كَانَ مَرِيْضًا اَوْعَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ" فَثَبَتَ الصِّيَامُ عَلٰى مَنْ شَهِدَ
الشَّهْرَ وَعَلَى الْمُسَافِرِ اَنْ يَّقْضِىَ وَثَبَتَ الطَّعَامُ لِلشَّيْخِ الْكَبِيْرِ وَالْعَجُوْزِ الَّذِيْنَ
لَا يَسْتَطِيْعَانِ الصَّوْمَ وَجَاءَ صِرْمَةُ وَقَدْ عَمِلَ يَوْمَهٗ وَسَاقَ الْحَدِيْثَ ـ

৫০৭। ইব্‌নুল মুছান্না---- মুআয ইব্‌ন জাবাল (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নামাযের ব্যাপারে কিবলার পরিবর্তন তিনবার সাধিত হয়েছে এবং রোযার ব্যাপারে নিয়ম পদ্ধতিও তিনবার পরিবর্তিত হয়েছে। রাবী নাসর এ সম্পর্কে একটি বিস্তারিত হাদীছ বর্ণনা করেছেন। ইব্‌নুল মুছান্না তা সংক্ষিপ্তাকারে নামাযের ব্যাপারে এরূপ বর্ণনা করেছেন, মুসলমানদের কিবলা ছিল বায়তুল মুকাদ্দাস।

রাবী বলেন, তৃতীয় অবস্থা এই যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম মদীনায় আসার পর দীর্ঘ তের মাস বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ ফিরিয়ে নামায আদায় করেন। অতঃপর আল্লাহ তাআলা এই আয়াত নাযিল করেনঃ "আমি তোমাকে তোমার চেহারা সব সময় আকাশের প্রতি ফিরান অবস্থায় অবলোকন করছি। এমতাবস্থায় আমি তোমাকে এমন কিবলার দিকে ফিরিয়ে দিব যা তুমি পছন্দ কর। এখন তুমি তোমার চেহারা মসজিদুল হারামের দিকে ফিরাও এবং অতঃপর তোমরা যেখানেই অবস্থান কর- তোমাদের চেহারা ঐ স্থানের দিকে ফিরাও।" অতএব আল্লাহ পাক তাঁকে কা'বার দিকে ফিরিয়ে দেন। এভাবে তাঁর বর্ণনা শেষ হয়েছে।

অতপর আনসার গোত্রীয় সাহাবী হযরত আব্‌দুল্লাহ ইব্‌ন যায়েদ (রা) আগমন করেন। তিনি কিবলামূখী হয়ে বলেনঃ "আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আশ্‌হাদু আল্‌-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ (২বার), আশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ (২বার), হাইয়া 'আলাস্‌-সালাহ্ (২ বার), হাইয়া আলাল-ফালাহ্ (২ বার), আল্লাহু আকবার (২ বার), লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ (১ বার)। অতঃপর তিনি কিছুক্ষণ পরে আযানের শব্দগুলির পুনরাবৃত্তি করেন এবং তন্মধ্যে হাইয়া আলাল-ফালাহ্ শব্দটির পরে দুইবার "কাদ্ কামাতিস-সালাহ্" বাক্যটি উচ্চারণ করেন।

রাবী বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন যায়েদ (রা)-কে বলেনঃ তুমি বিলালকে এর তাল্কীন (শিক্ষা) দাও। অতঃপর হযরত বিলাল (রা) উক্ত শব্দ দ্বারা আযান দেন।

অতঃপর রাবী রোযা সম্পর্কে বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম প্রতি মাসে তিনদিন করে এবং আশূরার রোযা রাখতেন। অতঃপর এই আয়াত নাযিল হয়ঃ "তোমাদের উপর রোযা ফরয করা হয়েছে, যেমন তোমাদের পূর্ববর্তীগণের উপর ফরয করা হয়েছিল, যেন তোমরা খোদাভীরু হও। নির্দিষ্ট কয়েক দিনের জন্য। তোমাদের মধ্যে কেউ যদি সফরে থাকে বা রোগগ্রস্ত হয়ে পড়ে- তবে পরবর্তী সময়ে তাকে এর কাযা আদায় করতে হবে। এবং যারা রোযা রাখতে অক্ষম তারা প্রত্যেক রোযার পরিবর্তে ফিদ্য়া হিসেবে একজন মিস্কীনকে খাদ্য দান করবে"-(সূরা বাকারাঃ ১৮৪)। অতঃপর যারা ইচ্ছা করত রোযা রাখত এবং যারা ইচ্ছা করত রোযার পরিবর্তে প্রত্যহ একজন মিস্কীন্কে খাদ্য প্রদান করলেই চলত। অতঃপর এই হুকুম পরিবর্তিত হয় এবং আল্লাহ তাআলার তরফ হতে এই আয়াত নাযিল হয়ঃ "রমযান মাসেই কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে যা মানুষের দিশারী এবং হিদায়াতের নিদর্শন এবং হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্যকারী। অতএব তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি রমযান মাস পাবে সে যেন অবশ্যই ঐ মাসে রোযা রাখে। আর যারা সফরে থাকবে বা রোগগ্রস্ত হবে তারা পরবর্তী সময়ে তার কাযা আদায় করবে"- (সূরা বাকারাঃ ১৮৫)। এই আয়াত দ্বারা রোযার মাস প্রাপ্ত ব্যক্তির উপর রোযা রাখা ফরয করা হয়েছে। মুসাফিরকে পরে রোযার কাযা আদায় করতে হবে। অথর্ব-বৃদ্ধ ও অক্ষম ব্যক্তি- যারা রোযা রাখতে অক্ষম তারা রোযার পরিবর্তে মিস্কীন্কে প্রত্যহ খাদ্যদান করবে।

٣٣. بَابٌ فِى الْاِقَامَةِ

৩৩. অনুচ্ছেদঃ ইকামতের বর্ণনা

٥٠٨- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ الْمُبَارَكِ قَالَا ثَنَا حَمَّادٌ عَنْ سِمَاكِ بْنِ عَطِيَّةَ ح وَ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اسْمٰعِيْلَ ثَنَا وُهَيْبٌ جَمِيْعًا عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ اَبِىْ قِلَابَةَ عَنْ اَنَسٍ قَالَ اُمِرَ بِلَالٌ اَنْ يَّشْفَعَ الْاَذَانَ وَيُوْتِرَ الْاِقَامَةَ زَادَ حَمَّادٌ فِىْ حَدِيْثِهِ اِلَّا الْاِقَامَةَ ـ

৫০৮। সুলায়মান ইব্ন হারব---- আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বিলাল (রা)-কে আযান জোড় শব্দে এবং ইকামত বেজোড় শব্দে দেয়ার নির্দেশ প্রদান করা হয়। হাম্মাদ তাঁর হাদীছে

আরও বর্ণনা করেছেন যে, কাদ কামাতিস্-সালাহ্ শব্দটি দু'বার বলবে- (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ, ইব্‌ন মাজা)।

٥٠٩- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ ثَنَا اِسْمٰعِيْلُ عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ عَنْ اَبِىْ قِلَابَةَ عَنْ اَنَسٍ مِثْلَ حَدِيْثِ وُهَيْبٍ قَالَ اِسْمٰعِيْلُ فَحَدَّثْتُ بِهٖ اَيُّوْبَ فَقَالَ اِلَّا الْاِقَامَةَ -

৫০৯। হুমায়েদ ইব্‌ন মাস্‌আদা--- আনাস (রা) থেকে বর্ণিত--- উহায়বের সূত্রে বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ। ইসমাঈল বলেন, আমি এই হাদীছ আইউবের নিকট বর্ণনা করলে তিনি বলেন, কিন্তু কাদ্ কামাতিস্-সালাহ্ বাক্যটি দু'বার তাতে বলতে হবে।

٥١٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا جَعْفَرٍ يُّحَدِّثُ عَنْ مُّسْلِمٍ اَبِى الْمُثَنّٰى عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ اِنَّمَا كَانَ الْاَذَانُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ وَ الْاِقَامَةُ مَرَّةً مَرَّةً غَيْرَ اَنَّهٗ يَقُوْلُ قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ فَاِذَا سَمِعْنَا الْاِقَامَةَ تَوَضَّأْنَا ثُمَّ خَرَجْنَا اِلَى الصَّلٰوةِ قَالَ شُعْبَةُ لَمْ اَسْمَعْ عَنْ اَبِىْ جَعْفَرٍ غَيْرَ هٰذَا الْحَدِيْثِ -

৫১০। মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশশার--- ইব্‌ন উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সময়ে আযানের শব্দ দু'বার করে এবং ইকামতের শব্দ একবার করে বলা হত। কিন্তু ইকামতের মধ্যে 'কাদ্ কামাতিস্-সালাহ্' শব্দটি দু'বার বলা হত। আমরা মুআযযিনের ইকামত শুনে উযূ করতে যেতাম অতঃপর নামায আদায় করতে যেতাম-(নাসাঈ)।

٥١١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ ثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ يَّعْنِى الْعَقَدِىَّ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِىْ جَعْفَرٍ مُؤَذِّنِ مَسْجِدِ الْعُرْيَانِ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا الْمُثَنّٰى مُؤَذِّنَ مَسْجِدِ الْاَكْبَرِ يَقُوْلُ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ وَسَاقَ الْحَدِيْثَ -

৫১১। মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া--- মসজিদুল-উরইয়ান (কূফায় অবস্থিত মসজিদ)-এর মুআযযিন আবু জাফর হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি কূফার বড় মসজিদের মুআযযিন আবুল মুছান্নাকে বলতে শুনেছিঃ আমি ইব্‌ন উমার (রা)-র সূত্রে শুনেছি ---পূর্বোক্ত হাদীছের অনুরূপ।

٣٤. بَابُ الرَّجُلِ يُؤَذِّنُ وَيُقِيمُ اٰخَرُ

৩৪. অনুচ্ছেদঃ একজনে আযান এবং অন্যজনে ইকামত দেয়া

٥١٢- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ اَرَادَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْاَذَانِ اَشْيَاءَ لَمْ يَصْنَعْ مِنْهَا شَيْئًا قَالَ فَاُرِىَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ زَيْدٍ الْاَذَانَ فِى الْمَنَامِ فَاَتَى النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَخْبَرَهُ فَقَالَ اَلْقِهِ عَلَى بِلَالٍ فَاَلْقَاهُ عَلَيْهِ فَاَذَّنَ بِلَالٌ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ اَنَا رَأَيْتُهُ وَاَنَا كُنْتُ اُرِيْدُهُ قَالَ فَاَقِمْ اَنْتَ -

৫১২। উছমান ইব্ন আবু শায়বা---- মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল্লাহ থেকে তাঁর চাচা আবদুল্লাহ ইব্ন যায়েদ (রা)-র সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বিভিন্ন জিনিসের মাধ্যমে আযান প্রথা চালু করা সম্পর্কে চিন্তা করছিলেন। কিন্তু বিশেষ কারণে এর কোনটিই গৃহীত হয়নি। হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন যায়েদ (রা)-কে স্বপ্নযোগে আযানের শব্দ জ্ঞাত করা হয়। অতঃপর তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের খিদমতে হাযির হয়ে স্বপ্নের বৃত্তান্ত প্রকাশ করেন। তিনি বলেনঃ তুমি তা বিলালকে শিক্ষা দাও। অতঃপর তিনি তা বিলালকে শিখানোর পর- তিনি (বিলাল) আযান দেন।

অতঃপর আবদুল্লাহ ইব্ন যায়েদ (রা) বলেন, যেহেতু আযান সম্পর্কিত স্বপ্নটি আমিই দেখেছি- কাজেই আমি স্বয়ং আযান দিতে ইরাদা করেছিলাম। নবী করীম (স) তাঁকে বলেন, তুমি ইকামত দাও।

٥١٣- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيْرِىُّ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِىٍّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ مُحَمَّدٍ قَالَ كَانَ جَدِّىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ زَيْدٍ يُحَدِّثُ بِهٰذَا الْخَبَرِ قَالَ فَاَقَامَ جَدِّىْ -

৫১৩। উবায়দুল্লাহ ইব্ন উমার---- মুহাম্মাদ ইব্ন আমর বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মাদকে বলতে শুনেছি- আমার দাদা আবদুল্লাহ্ ইব্ন যায়েদ (রা) পূর্বোক্ত হাদীছটি বর্ণনা করতেন। রাবী বলেন, অতঃপর আমার দাদা ইকামত দেন।

٣٥. بَابُ مَنْ اَذَّنَ فَهُوَ يُقِيمُ

৩৫. অনুচ্ছেদঃ মুআযযিনই ইকামত দিবে

٥١٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ غَانِمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ زِيَادٍ يَعْنِي الْاَفْرِيْقِيَّ اَنَّهُ سَمِعَ زِيَادَ بْنَ نُعَيْمٍ الْحَضْرَمِيَّ اَنَّهُ سَمِعَ زِيَادَ بْنَ الْحَارِثِ الصُّدَائِيَّ قَالَ لَمَّا كَانَ اَوَّلُ اَذَانِ الصُّبْحِ اَمَرَنِيْ يَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَذَّنْتُ فَجَعَلْتُ اَقُوْلُ اُقِيمُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ فَجَعَلَ يَنْظُرُ اِلٰى نَاحِيَةِ الْمَشْرِقِ اِلَى الْفَجْرِ فَيَقُوْلُ لَا حَتّٰى اِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ نَزَلَ فَبَرَزَ ثُمَّ انْصَرَفَ اِلَيَّ وَقَدْ تَلَاحَقَ اَصْحَابُهُ يَعْنِيْ فَتَوَضَّأَ فَاَرَادَ بِلَالٌ اَنْ يُّقِيمَ فَقَالَ لَهُ نَبِيُّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اَخَا صُدَاءٍ هُوَ اَذَّنَ وَمَنْ اَذَّنَ فَهُوَ يُقِيمُ قَالَ فَاَقَمْتُ ـ

৫১৪। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাস্‌লামা— যিয়াদ ইবনুল হারিছ আস–সুদাঈ (রা) বলেন, যখন আযানের প্রথম সময় উপনীত হয়, তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম আযান দেয়ার নির্দেশ দিলে আমি আযান দেই। অতঃপর আমি বলি, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি ইকামত দিব কি? তখন নবী করীম (স) পূর্ব দিগন্তের দিকে লক্ষ্য করে বলেনঃ না। অতঃপর পূর্বাকাশ পরিষ্কার হওয়ার পর তিনি তাঁর বাহন হতে অবতরণ করেন। অতপর তিনি পেশাব করে আমার নিকট আসেন যখন সাহাবায়ে কিরাম তাঁর চারপাশে উপস্থিত ছিলেন। অতঃপর তিনি উযু করেন। এ সময় হযরত বিলাল (রা) ইকামত দিতে চাইলে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁকে নিষেধ করে বলেনঃ তোমার ভাই যিয়াদ আস–সুদাঈ আযান দিয়েছে এবং (নিয়ম এই যে,) যে ব্যক্তি আযান দিবে– সেই ইকামত দেওয়ার অধিকারী। রাবী বলেন, অতঃপর আমি ইকামত দেই– (তিরমিযী, ইব্‌ন মাজা)।

٣٦. بَابُ رَفْعِ الصَّوْتِ بِالْاَذَانِ

৩৬. অনুচ্ছেদঃ উচ্চস্বরে আযান দেওয়া সুন্নাত

٥١٥- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ النَّمَرِيُّ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُوْسَى بْنِ اَبِيْ عَائِشَةَ عَنْ اَبِيْ يَحْيٰى عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُؤَذِّنُ يُغْفَرُلَهُ

مَدٰى صَوْتِهٖ وَيَشْهَدُ لَهُ كُلُّ رَطْبٍ وَّيَابِسٍ وَّشَاهِدُ الصَّلٰوةِ يُكْتَبُ لَهُ خَمْسٌ وَّعِشْرُوْنَ صَلٰوةً وَّيُكَفَّرُ عَنْهُ مَا بَيْنَهُمَا -

৫১৫। হাফ্স ইব্ন উমার— আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেনঃ মুআযযিনের আযানের ধ্বনি যতদূর পৌঁছাবে তাকে ততদূর ক্ষমা করা হবে। তার জন্য কিয়ামতের দিন সমস্ত তাজা ও শুষ্ক বস্তু সাক্ষী দেবে এবং যে ব্যক্তি আযান শুনার পর জামাআতে নামায আদায়ের উদ্দেশ্যে মসজিদে হাযির হবে– সে ব্যক্তি পঁচিশ গুণ অধিক ছওয়াবের অধিকারী হবে এবং দুই নামাযের মধ্যবর্তী সময়ে কৃত যাবতীয় (সগীরাহ) গুনাহ্গুলি ক্ষমা করা হবে– (নাসাঈ, ইব্ন মাজা, মুসলিম)।

٥١٦- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَّالِكٍ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا نُوْدِىَ بِالصَّلٰوةِ اَدْبَرَ الشَّيْطَانُ وَلَهُ ضُرَاطٌ حَتّٰى لَا يَسْمَعَ التَّاْذِيْنَ فَاِذَا قُضِىَ النِّدَاءُ اَقْبَلَ حَتّٰى اِذَا ثُوِّبَ بِالصَّلٰوةِ اَدْبَرَ حَتّٰى اِذَا قُضِىَ التَّثْوِيْبُ اَقْبَلَ حَتّٰى يَخْطُرَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهٖ وَيَقُوْلُ اذْكُرْ كَذَا مَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ حَتّٰى يَظَلَّ الرَّجُلُ اَنْ لَّا يَدْرِىَ كَمْ صَلّٰى -

৫১৬। আল–কানাবী— আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ যখন নামাযের আযান দেয়া হয় তখন শয়তান এত দ্রুত পলায়ন করে যে, তার পিছনের রাস্তা দিয়ে বায়ু নির্গত হতে থাকে এবং সে এতদূরে চলে যায়– যেখানে আযানের ধ্বনি পৌঁছায় না। শয়তান ঐ স্থানে আযান সমাপ্তির পর পুনরায় আগমন করে। পুনঃ সে ইকামতের শেষে প্রত্যাবর্তন করে। অতঃপর সে নামাযীর অন্তরে ওস্ওয়াসার (সন্দেহের) সৃষ্টি করে এবং তাকে এমন জিনিসের স্মরণ করিয়ে দেয়– যা সে ভুলে গিয়েছিল। অনেক সময় নামাযী কত রাকাত নামায আদায় করেছে– তাতেও সে সন্দেহের উদ্রেক করে– (বুখারী, মুসলিম)।

٣٧. بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمُؤَذِّنِ مِنْ تَعَاهُدِ الْوَقْتِ

৩৭. অনুচ্ছেদঃ নামাযের সময় নির্ধারণে মুআযযিনের দায়িত্ব

٥١٧- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ رَّجُلٍ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْاِمَامُ

ضَامِنٌ وَّالْمُؤَذِّنُ مُؤْتَمَنٌ اَللّٰهُمَّ اَرْشِدِ الْاَئِمَّةَ وَاغْفِرْ لِلْمُؤَذِّنِيْنَ ـ

৫১৭। আহ্‌মাদ ইব্‌ন হাম্বল--- আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ মসজিদের ইমাম হলো মুসল্লীদের জন্য যিম্মাদার এবং মুআযযিন আমানতদার স্বরূপ। ইয়া আল্লাহ! তুমি ইমামদের সৎপথ প্রদর্শন কর এবং মুআযযিনদের ক্ষমা কর– (তিরমিযী)।

٥١٨– حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنِ الْاَعْمَشِ قَالَ نُبِّئْتُ عَنْ اَبِىْ صَٰلِحٍ قَالَ وَلَا اُرَانِىْ اِلَّا سَمِعْتُهُ مِنْهُ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ ـ

৫১৮। আল–হাসান ইব্‌ন আলী--- আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন--- অতঃপর রাবী পূর্ববর্তী হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন– (তিরমিযী)।

٣٨. بَابُ الْاَذَانِ فَوْقَ الْمَنَارَةِ

৩৮. অনুচ্ছেদঃ মিনারের উপর উঠে আযান দেওয়া সম্পর্কে

٥١٩– حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ اَيُّوْبَ ثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحٰقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِبْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ اِمْرَاَةٍ مِّنْ بَنِى النَّجَّارِ قَالَتْ كَانَ بَيْتِىْ مِنْ اَطْوَلِ بَيْتٍ كَانَ حَوْلَ الْمَسْجِدِ فَكَانَ بِلَالٌ يُؤَذِّنُ عَلَيْهِ الْفَجْرَ فَيَاتِىْ بِسَحَرٍ فَيَجْلِسُ عَلَى الْبَيْتِ يَنْظُرُ اِلَى الْفَجْرِ فَاِذَا رَاٰهُ تَمَطّٰى ثُمَّ قَالَ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَحْمَدُكَ وَاَسْتَعِيْنُكَ عَلٰى قُرَيْشٍ اَنْ يُّقِيْمُوْا دِيْنَكَ قَالَتْ ثُمَّ يُؤَذِّنُ قَالَتْ وَاللّٰهِ مَا عَلِمْتُهُ كَانَ تَرَكَهَا لَيْلَةً وَّاحِدَةً هٰذِهِ الْكَلِمَاتِ ـ

৫১৯। আহ্‌মাদ ইব্‌ন মুহাম্মাদ--- নাজ্জার গোত্রের এক মহিলা সাহাবী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মসজিদে নববীর নিকটবর্তী ঘরসমূহের মধ্যে আমার বাড়ী ছিল সুউচ্চ। হযরত বিলাল (রা) সেখানে উঠে ফজরের আযান দিতেন। তিনি সাহরীর শেষ সময়ে আগমন করে ঐ ছাদের উপর

বসে সুব্হে সাদেকের অপেক্ষা করতেন। অতঃপর ভোর হয়েছে দেখার পর তিনি সোজা হয়ে দাঁড়াতেন এবং বলতেন, ইয়া আল্লাহ! আমি আপনার প্রশংসা করি ও সাহায্য কামনা করি– এজন্য যে, আপনি কুরাইশ্দেরকে দীন ইসলাম কায়েমের তৌফিক দান করুন।
রাবী বলেন, অতঃপর হযরত বিলাল (রা) আযান দিতেন। রাবী আরো বলেন, আল্লাহ্র শপথ! বিলাল (রা) ঐ দুআ পাঠ কোন রাতেই বাদ দিয়েছেন বলে আমার জানা নাই।

٣٩. بَابُ الْمُؤَذِّنِ يَسْتَدِيْرُ فِىْ اَذَانِهِ

৩৯. অনুচ্ছেদঃ মুআয্যিনের আযানের সময় ঘূর্ণন সম্পর্কে

٥٢٠. – حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ ثَنَا قَيْسٌ يَّعْنِى ابْنَ الرَّبِيْعِ ح وَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْاَنْبَارِىُّ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ جَمِيْعًا عَنْ عَوْنِ بْنِ اَبِىْ جُحَيْفَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ اَتَيْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَّةَ وَهُوَ فِىْ قُبَّةٍ حَمْرَاءَ مِنْ اُدُمٍ فَخَرَجَ بِلَالٌ فَاَذَّنَ فَكُنْتُ اَتَتَبَّعُ فَمَهُ هٰهُنَا وَهٰهُنَا قَالَ ثُمَّ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ حَمْرَاءُ بُرُوْدٌ يَّمَانِيَةٌ قَطْرِىٌّ وَّقَالَ مُوْسٰى قَالَ رَاَيْتُ بِلَالًا خَرَجَ اِلَى الْاَبْطَحِ فَاَذَّنَ فَلَمَّا بَلَغَ حَىَّ عَلَى الصَّلٰوةِ حَىَّ عَلَى الْفَلَاحِ لَوٰى عُنُقَهُ يَمِيْنًا وَّشِمَالًا وَلَمْ يَسْتَدِرْ ثُمَّ دَخَلَ فَاَخْرَجَ الْعَنَزَةَ وَ سَاقَ حَدِيْثَهُ ـ

৫২০। মুসা ইব্ন ইসমাঈল---- আওন ইব্ন আবু জুহায়ফা থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মক্কাতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের খিদমতে আগমন করি। ঐ সময় তিনি একটি চামড়ার তৈরী লাল তাঁবুর মধ্যে অবস্থান করছিলেন। ঐ সময় হযরত বিলাল (রা) বের হয়ে আযান দেওয়ার সময় যেরূপ তাঁর মুখমন্ডল এদিক ওদিক ঘুরিয়েছিলেন– আমিও তদ্রুপ ঘুরাচ্ছিলাম।
রাবী বলেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এমন অবস্থায় বাইরে আসেন যে, তাঁর গায়ে একটি ইয়ামনী ডোরা কাটা চাদর ছিল।
রাবী মুসা বলেন, আমি বিলাল (রা)–কে আবৃতাহ্ নামক স্থানের দিকে বাইরে গিয়ে আযান দিতে দেখেছি। তিনি যখন হাইয়া আলাস–সালাহ্ ও হাইয়া আলাল–ফালাহ্ শব্দদ্বয়ে পৌছান–তখন তিনি তাঁর কাঁধ ডান ও বাম দিকে ফিরান কিন্তু শরীর ঘুরান নাই। অতঃপর তিনি তাঁবুর মধ্যে প্রবেশ করেন এবং ছোট একটি তীর বের করেন---- এইরূপে হাদীছটি বর্ণিত হয়েছে– (বুখারী, তিরমিযী, নাসাঈ, ইব্ন মাজা)।

٤٠. بَابُ فِى الدُّعَاءِ بَيْنَ الْاَذَانِ وَالْاِقَامَةِ

৪০. অনুচ্ছেদঃ আযান ও ইকামতের মধ্যবর্তী সময়ে দু'আ করা সম্পর্কে

٥٢١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ اَنَا سُفْيَانُ عَنْ زَيْدٍ الْعَمِّيِّ عَنْ اَبِى اِيَاسٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُرَدُّ الدُّعَاءُ بَيْنَ الْاَذَانِ وَالْاِقَامَةِ ـ

৫২১। মুহাম্মাদ ইবন কাছীর---- আনাস ইবন মালিক (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ আযান ও ইকামতের মধ্যবর্তী সময়ে কৃত দু'আ কখনই প্রত্যাখ্যাত হয় না- (তিরমিযী, নাসাঈ)।

٤١. بَابُ مَا يَقُوْلُ اِذَا سَمِعَ الْمُؤَذِّنَ

৪১.অনুচ্ছেদঃ মুআয্যিনের আযানের জবাবে যা বলতে হবে

٥٢٢- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِىُّ عَنْ مَّالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيْدَ اللَّيْثِىِّ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ فَقُوْلُوْا مِثْلَ مَا يَقُوْلُ الْمُؤَذِّنُ ـ

৫২২। আবদুল্লাহ ইবন মাসলামা---- আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ যখন তোমরা আযান শুনবে-তখন মুআয্যিনের উচ্চারিত শব্দের অনুরূপ উচ্চারণ করবে- (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনমাজা)।

٥٢٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنِ ابْنِ لَهِيْعَةَ وَحَيْوَةَ وَ سَعِيْدِ بْنِ اَبِى اَيُّوْبَ عَنْ كَعْبِ بْنِ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ اَنَّهُ سَمِعَ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُوْلُوْا مِثْلَ مَا يَقُوْلُ ثُمَّ صَلُّوْا عَلَىَّ فَاِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَىَّ صَلٰوةً صَلَّى اللّٰهُ بِهَا

عَشْرًا ثُمَّ سَلُوا اللّٰهَ لِىَ الْوَسِيْلَةَ فَاِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِى الْجَنَّةِ لَا يَنْبَغِىْ اِلَّا لِعَبْدٍ مِّنْ عِبَادِ اللّٰهِ وَاَرْجُوْ اَنْ اَكُوْنَ اَنَا فَمَنْ سَاَلَ اللّٰهَ لِىَ الْوَسِيْلَةَ حَلَّتْ عَلَيْهِ الشَّفَاعَةُ ـ

৫২৩। মুহাম্মাদ ইব্‌ন সালামা--- আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর ইব্‌নুল আস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেনঃ যখন তোমরা মুআয্‌যিনকে আযান দিতে শুনবে তখন সে যেরূপ বলে– তোমরাও তদ্রূপ বলবে। অতঃপর তোমরা (আযান শেষে) আমার প্রতি দরূদ পাঠ করবে। কেননা যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ পাঠ করবে– আল্লাহ রব্বুল আলামীন তার উপর দশটি রহমত নাযিল করবেন। অতঃপর তোমরা আল্লাহ্‌র নিকট আমার জন্য ওসীলা প্রার্থনা কর এবং ওসীলা হল জান্নাতের একটি বিশেষ স্থান। আল্লাহ্ তাআলার একজন বিশিষ্ট বান্দা ঐ স্থানের অধিকারী হবেন এবং আমি আশা করি আমিই সেই বান্দা। অতঃপর যে ব্যক্তি আমার জন্য ওসীলার দু'আ করবে তাঁর জন্য শাফাআত করা আমার উপর ওয়াজিব হবে– (মুসলিম, নাসাঈ, তিরমিযী)।

٥٢٤– حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ وَمُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَا ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ حُيَىٍّ عَنْ اَبِىْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ يَعْنِى الْحُبُلِىَّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو اَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ الْمُؤَذِّنِيْنَ يَفْضُلُوْنَنَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْ كَمَا يَقُوْلُوْنَ فَاِذَا انْتَهَيْتَ فَسَلْ تُعْطَهُ ـ

৫২৪। ইব্‌নুস সারহ্--- আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! মুআয্‌যিনরা তো আমাদের উপর ফযীলাত প্রাপ্ত হচ্ছে। আমরা কিভাবে তাদের সমান ছওয়াব পাব? তিনি বলেনঃ মুআয্‌যিনরা যেরূপ বলে–তুমিও তদ্রূপ বলবে। অতঃপর যখন আযান শেষ করবে, তখন আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনা করলে তুমিও তদ্রূপ ছওয়াব প্রাপ্ত হবে–(নাসাঈ)।

٥٢٥– حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ ثَنَا اللَّيْثُ عَنِ الْحُكَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ اَبِىْ وَقَّاصٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ اَبِىْ وَقَّاصٍ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَالَ حِيْنَ يَسْمَعُ الْمُؤَذِّنَ وَاَنَا اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ رَضِيْتُ بِاللّٰهِ رَبًّا وَّبِمُحَمَّدٍ رَّسُوْلًا وَّبِالْاِسْلَامِ دِيْنًا غُفِرَلَهُ ـ

৫২৫। কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ— সা'দ ইব্‌ন আবু ওয়াককাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেনঃ যে ব্যক্তি মুআযযিনের আযান শুনার পর বলবেঃ আশ্‌হাদু আল্‌-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা শারীকা লাহু ওয়া আশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু, রাদীতু বিল্লাহে রব্বান ওয়া বি-মুহাম্মাদিন রাসূলান ওয়া বিল-ইসলামে দীনান" তার সমস্ত (সগীরা) গুনাহ মাফ হয়ে যাবে- (মুসলিম, নাসাঈ, তিরমিযী, ইব্‌ন মাজা)।

٥٢٦- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مَهْدِيٍّ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اِذَا سَمِعَ الْمُؤَذِّنَ يَتَشَهَّدُ قَالَ وَاَنَا وَاَنَا ـ

৫২৬। ইবরাহীম ইব্‌ন মাহ্‌দী— আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম যখন মুআয্‌যিনকে শাহাদাত ধ্বনি দিতে শুনতেন তখন তিনি বলতেন- আমিও অনুরূপ সাক্ষ্য দিচ্ছি।

٥٢٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى ثَنَا مُحَمَّدُ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَهْضَمٍ ثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَسَافٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ فَقَالَ اَحَدُكُمْ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ فَاِذَا قَالَ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ قَالَ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ فَاِذَا قَالَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ قَالَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ ثُمَّ قَالَ حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ قَالَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ ثُمَّ قَالَ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ قَالَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ ثُمَّ قَالَ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ قَالَ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ثُمَّ قَالَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ قَالَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مِنْ قَلْبِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ ـ

৫২৭। মুহাম্মাদ ইব্‌নুল মুছান্না— উমার ইব্‌নুল খাত্তাব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ যখন মুআয্‌যিন আযানের সময় আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার বলবে, তখন তোমরাও আল্লাহু আকবার বলবে। অতঃপর মুআযযিন যখন আশ্‌হাদু আল্‌-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলবে তখন তোমরাও আশ্‌হাদু আল-লা ইলাহা

ইল্লাল্লাহ বলবে। অতঃপর মুআয্যিন যখন আশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ বলবে– তখন তোমরাও আশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ বলবে। অতঃপর মুআয্যিন যখন হাইয়া আলাস্ সালাহ্ বলবে তখন তোমরা বলবে, লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ। অতপর মুআযযিন যখন হাইয়া আলাল ফালাহ্ বলবে তখন তোমরা বলবে লা–হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ। অতঃপর মুআযযিন যখন আল্লাহু আকবার বলবে তখন তোমরা আল্লাহু আকবার বলবে, অতঃপর মুআযযিন যখন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলবে, তখন তোমরাও লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলবে। তোমরা যদি আন্তরিকভাবে এরূপ বল তবে অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করবে– (মুসলিম)।

٤٢. بَابُ مَا يَقُوْلُ اِذَا سَمِعَ الْاِقَامَةَ

৪২. অনুচ্ছেদঃ ইকামতের জবাবে যা বলতে হবে

٥٢٨– حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِيُّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ثَابِتٍ حَدَّثَنِىْ رَجُلٌ مِنْ اَهْلِ الشَّامِ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ اَوْ عَنْ بَعْضِ اَصْحَابِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّ بِلَالًا اَخَذَ فِى الْاِقَامَةِ فَلَمَّا اَنْ قَالَ قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَقَامَهَا اللّٰهُ وَاَدَامَهَا وَقَالَ فِى سَائِرِ الْاِقَامَةِ كَنَحْوِ حَدِيْثِ عُمَرَ فِى الْاَذَانِ ـ

৫২৮। সুলায়মান ইব্‌ন দাউদ--- শাহ্‌র ইব্‌ন হাওসাব থেকে আবু উমামা (রা) অথবা মহানবী (স)–র অন্য কোন সাহাবীর সূত্রে বর্ণিত। বিলাল (রা) ইকামত দেওয়ার সময় যখন কাদ কামাতিস সালাহ্ বললেন তখন রাসূলুল্লাহ (স) বলেন– 'আকামাহাল্লাহু ওয়া আদামাহা। মহানবী (স) ইকামতের অপরাপর শব্দগুলির জবাবে হযরত উমার (রা) বর্ণিত আযানের অনুরূপ শব্দগুলি উচ্চারণকরলেন।

٤٣. بَابُ الدُّعَاءِ عِنْدَ الْاَذَانِ

৪৩. অনুচ্ছেদঃ আযানের সময়ের দু'আ সম্পর্কে

٥٢٩– حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَيَّاشٍ ثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اَبِىْ حَمْزَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ حِيْنَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلٰوةِ الْقَائِمَةِ اٰتِ مُحَمَّدَانِ الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُوْدَانِ الَّذِىْ وَعَدْتَّهُ اِلَّا حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ـ

৫২৯। আহ্‌মাদ ইব্‌ন হাম্বল— জাবের ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ আযান শুনার পর যে ব্যক্তি নিম্নোক্ত দু'আ পাঠ করবে– কিয়ামতের দিন সে অবশ্যই শাফাআত লাভের যোগ্য হবে। দু'আটি এইঃ "আল্লাহুম্মা রব্বা হাযিহিদ্‌ দাওয়াতিত তাম্মাতি ওয়াস্‌ সালাতিল কায়েমাতি আতে মুহাম্মাদানিল্‌ ওয়াসীলাতা ওয়াল্‌ ফাদীলাহ্‌ ওয়াবআছহু মাকামাম মাহ্‌মুদানিল্লাযী ওয়াদতাহু" –(বুখারী, তিরমিযী, নাসাঈ, ইব্‌ন মাজা)।

٤٤. بَابُ مَا يَقُوْلُ عِنْدَ اَذَانِ الْمَغْرِبِ

৪৪. অনুচ্ছেদঃ মাগ্‌রিবের আযানের সময়ে দু'আ

٥٣٠- حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ اِهَابٍ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْوَلِيْدِ الْعَدَنِىُّ ثَنَا قَاسِمُ بْنُ مَعْنٍ ثَنَا الْمَسْعُوْدِىُّ عَنْ اَبِىْ كَثِيْرٍ مَّوْلٰى اُمِّ سَلَمَةَ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ عَلَّمَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ اَقُوْلَ عِنْدَ اَذَانِ الْمَغْرِبِ اَللّٰهُمَّ اِنَّ هٰذَا اِقْبَالُ لَيْلِكَ وَاِدْبَارُ نَهَارِكَ وَاَصْوَاتُ دُعَائِكَ فَاغْفِرْلِىْ ـ

৫৩০। মুআম্মাল ইব্‌ন ইহাব— উম্মে সালামা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম আমাকে মাগ্‌রিবের নামাযের আযানের পর পড়ার জন্য নিম্নোক্ত দু'আ শিক্ষা দিয়েছেনঃ
আল্লাহুম্মা ইন্না হাযা ইক্‌বালু লায়লিকা ও ইদবারু নাহারিকা ওয়া আসওয়াতু দুআইকা ফাগ্‌ফিরলী– (তিরমিযী)।

پارہ - ٤
৪র্থ পারা

٤٥. بَابُ اَخْذِ الْاَجْرِ عَلَى التَّاْذِيْنِ

৪৫. অনুচ্ছেদঃ আযানের পরিবর্তে বিনিময় গ্রহণ সম্পর্কে

٥٣١- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ ثَنَا حَمَّادٌ اَنَا سَعِيْدُ الْجُرَيْرِىُّ عَنْ اَبِى الْعَلَاءِ عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ اَبِى الْعَاصِ قَالَ قُلْتُ وَقَالَ مُوْسٰى فِىْ مَوْضِعٍ اٰخَرَ اِنَّ عُثْمَانَ بْنَ اَبِى الْعَاصِ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اجْعَلْنِىْ اِمَامَ قَوْمِىْ قَالَ اَنْتَ اِمَامُهُمْ وَاقْتَدِ بِاَضْعَفِهِمْ وَاتَّخِذْ مُؤَذِّنًا لَّا يَاْخُذُ عَلٰى اَذَانِهٖ اَجْرًا -

৫৩১। মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল---- উছমান ইব্‌ন আবুল আস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নিকট বললাম, আমাকে আমার গোত্রের ইমাম নিযুক্ত করুন। রাসূলুল্লাহ (স) বলেনঃ তোমাকে তাদের ইমাম নিযুক্ত করা হল। তুমি দূর্বল ব্যক্তিদের প্রতি অবশ্যই খেয়াল রাখবে এবং এমন এক ব্যক্তিকে মুআয্‌যিন নিযুক্ত করবে- যে আযানের কোনরূপ বিনিময় গ্রহণ করবে না- (নাসাঈ, তিরমিযী, মুসলিম, ইব্‌ন মাজা)।

٤٦. بَابُ فِى الْاَذَانِ قَبْلَ دُخُوْلِ الْوَقْتِ

৪৬. অনুচ্ছেদঃ ওয়াক্ত শুরু হওয়ার পূর্বে আযান দেওয়া

٥٣٢- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ وَدَاوُدُ بْنُ شَبِيْبٍ الْمَعْنٰى قَالَا ثَنَا حَمَّادٌ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ نَّافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ بِلَالًا اَذَّنَ قَبْلَ طُلُوْعِ الْفَجْرِ فَاَمَرَهُ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يَّرْجِعَ فَيُنَادِىَ اَلَا اِنَّ الْعَبْدَ قَدْ نَامَ زَادَ مُوْسٰى فَرَجَعَ فَنَادٰى اَلَا اِنَّ الْعَبْدَ قَدْ نَامَ - قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ هٰذَا الْحَدِيْثُ لَمْ يَرْوِهٖ عَنْ اَيُّوْبَ اِلَّا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ -

৫৩২। মূসা ইব্ন ইসমাঈল---- ইব্ন উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, বিলাল (রা) ফজরের নামাযের আযান সুব্‌হে সাদিকের পূর্বেই দিলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁকে পুনর্বার আযান দেওয়ার নির্দেশ দেন। তিনি তা পুনরায় দিলেন। প্রকাশ থাকে যে, বিলাল (রা) ঘুমের কারণে যথা সময়ে আযান দিতে সক্ষম হ েন না।
রাবী মুসার বর্ণনায় আরো আছে– অতঃপর বিলাল রা) পূনর্বার আযান দিলেন। জেনে রাখ! মানুষেরা এ সময়ে ঘুমে বিভোর থাকে– (তিরমিযী)।

٥٣٢– حَدَّثَنَا اَيُّوبُ بْنُ مَنْصُورٍ ثَنَا شُعَيْبُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ اَبِى رَوَّادٍ اَنَا نَافِعٌ عَنْ مُؤَذِّنٍ لِعُمَرَ يُقَالُ لَهُ مَسْرُوحٌ اَذَّنَ قَبْلَ الصُّبْحِ فَاَمَرَهُ عُمَرُ فَذَكَرَ نَحْوَهُ ـ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ قَدْ رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ اَوْ غَيْرِهِ اَنَّ مُؤَذِّنًا لِعُمَرَ يُقَالُ لَهُ مَسْرُوحٌ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَرَوَاهُ الدَّرَاوَرْدِىُّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ لِعُمَرَ مُؤَذِّنٌ يُقَالُ لَهُ مَسْعُودٌ وَذَكَرَ نَحْوَهُ وَهٰذَا اَصَحُّ مِنْ ذَاكَ ـ

৫৩৩। আইউব ইব্ন মান্‌সূর---- হযরত উমার (রা)–এর মুআয্‌যিন মাসূরূহ হতে বর্ণিত। তিনি সুব্‌হে সাদিকের পূর্বে আযান দিলে উমার (রা) তাকে পুনরায় আযান দেওয়ার নির্দেশ দেন। ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেন, হাম্মাদ ইব্ন যায়েদ হতেও এই হাদীছ বর্ণিত হয়েছে।
ইমাম আবু দাউদ আরো বলেন, আদ–দারাওয়ার্দী (রহ) উবায়দুল্লাহ্ হতে , তিনি নাফে হতে, তিনি হযরত উমার (রা) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, হযরত উমার (রা)–র মুআয্‌যিন মাস্‌উদ---- অতঃপর পূর্বোক্ত হাদীছের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে এবং এটা পূর্বোক্ত কথার তুলনায় অধিক সঠিক।

٥٣٤– حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بَرْقَانَ عَنْ شَدَّادٍ مَوْلٰى عِيَاضِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ بِلَالٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ لَا تُؤَذِّنْ حَتّٰى يَسْتَبِيْنَ لَكَ الْفَجْرُ هٰكَذَا وَمَدَّ يَدَيْهِ عَرْضًا ـ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَشَدَّادٌ لَمْ يُدْرِكْ بِلَالًا ـ

৫৩৪। যুহায়ের ইব্ন হারব্‌---- বিলাল (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁকে বলেনঃ পূর্ব দিগন্তে ফজরের আলো স্পষ্ট না হওয়া পর্যন্ত তুমি

আযান দিবে না– এই বলে তিনি স্বীয় হস্তদ্বয় উত্তর ও দক্ষিণ দিকে প্রসারিত করেন।
আবু দাউদ (রহ) বলেন, শাদ্দাদ (রহ) বিলাল (রা)–র সাক্ষাত লাভ করেননি।

٤٧. بَابُ الْاَذَانِ لِلْاَعْمٰى

৪৭. অনুচ্ছেদঃ অন্ধ ব্যক্তির আযান দেয়া

٥٣٥– حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ وَسَعِيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ ابْنَ اُمِّ مَكْتُوْمٍ كَانَ مُؤَذِّنًا لِّرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ اَعْمٰى ـ

৫৩৫। মুহাম্মাদ ইব্ন সালামা---- আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইব্ন উম্মে মাক্তুম (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের মুআয্যিন ছিলেন এবং তিনি জন্মান্ধ ছিলেন– (মুসলিম)।

٤٨. بَابُ الْخُرُوْجِ عَنِ الْمَسْجِدِ بَعْدَ الْاَذَانِ

৪৮. অনুচ্ছেদঃ আযানের পর মসজিদ হতে চলে যাওয়া সম্পর্কে

٥٣٦– حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ اَنَا سُفْيَانُ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ عَنْ اَبِى الشَّعْثَاءِ قَالَ كُنَّا مَعَ اَبِىْ هُرَيْرَةَ فِى الْمَسْجِدِ فَخَرَجَ رَجُلٌ حِيْنَ اَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ لِلْعَصْرِ فَقَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ اَمَّا هٰذَا فَقَدْ عَصٰى اَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ

৫৩৬। মুহাম্মাদ ইব্ন কাছীর---- আবুশ শাছাআ (রহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আবু হুরায়রা (রা)–র সাথে মসজিদে নববীতে উপস্থিত ছিলাম। আসরের নামাযের আযানের পর এক ব্যক্তি মসজিদ হতে বের হয়ে যায়। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, এই ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধাচরণ করল– (মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ, ইব্ন মাজা)।

٤٩. بَابٌ فِى الْمُؤَذِّنِ يَنْتَظِرُ الْاِمَامَ

৪৯. অনুচ্ছেদঃ ইমামের জন্য মুআয্যিনের অপেক্ষা করা

٥٣٧- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ ثَنَا شَبَابَةُ عَنْ اِسْرَائِيْلَ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ كَانَ بِلَالٌ يُؤَذِّنُ ثُمَّ يُمْهِلُ فَاِذَا رَاَى النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ خَرَجَ اَقَامَ الصَّلٰوةَ -

৫৩৭। উছমান ইব্‌ন আবু শায়বা---- জাবের ইব্‌ন সামুরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, বিলাল (রা) আযান দেয়ার পর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতেন এবং যখন তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে নামাযের জন্য বের হয়ে আসতে দেখতেন তখন ইকামত দিতেন- (মুসলিম, তিরমিযী, ইব্‌ন মাজা)।

٥٠. بَابٌ فِى التَّثْوِيْبِ

৫০. অনুচ্ছেদঃ আযানের পর পুনরায় আহ্বান করা

٥٣٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ اَنَا سُفْيَانُ ثَنَا اَبُوْ يَحْيَى الْقَتَّاتُ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ فَثَوَّبَ رَجُلٌ فِى الظُّهْرِ اَوِ الْعَصْرِ قَالَ اُخْرُجْ بِنَا فَاِنَّ هٰذِهٖ بِدْعَةٌ

৫৩৮। মুহাম্মাদ ইব্‌ন কাছীর---- মুজাহিদ (রহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি ইব্‌ন উমার (রা)-র সাথে ছিলাম। এক ব্যক্তি যুহর অথবা আসর নামাযের আযানের পর তাছবীব (আযানের পর পুনপুনঃ আহবান) করায় তিনি বলেন, তুমি আমাদের দল হতে বের হয়ে যাও, কেননা এটা বিদ্‌আত- (তিরমিযী, আহ্‌মাদ, দারু কুতনী, বায়হাকী, ইব্‌ন খুযায়মা)।

٥١. بَابٌ فِى الصَّلٰوةِ تُقَامُ وَلَمْ يَاْتِ الْاِمَامُ يَنْتَظِرُوْنَهٗ قُعُوْدًا

৫১. অনুচ্ছেদঃ নামাযের ইকামত হওয়ার পরও ইমামের আসার অপেক্ষায় বসে থাকা

٥٣٩- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَمُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ قَالَا ثَنَا اَبَانٌ عَنْ يَحْيٰى عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِى قَتَادَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ

اذا أُقِيمَتِ الصَّلٰوةُ فَلَا تَقُومُوا حَتّٰى تَرَوْنِىْ - قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ هٰكَذَا رَوَاهُ اَيُّوْبُ وَحَجَّاجٌ الصَّوَّافُ عَنْ يَحْيٰى وَ هِشَامِ الدَّسْتَوَائِيِّ قَالَ كَتَبَ اِلَىَّ يَحْيٰى - وَرَوَاهُ مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّامٍ وَعَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيٰى وَ قَالَا فِيْهِ حَتّٰى تَرَوْنِىْ وَعَلَيْكُمُ السَّكِيْنَةُ -

৫৩৯। মুসলিম ইব্‌ন ইব্‌রাহীম--- আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেনঃ যখন নামাযের ইকামত দেয়া হয় তখন তোমরা আমাকে না দেখা পর্যন্ত দন্ডায়মান হয়ো না– (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ)।
অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, আমাকে না দেখা পর্যন্ত তোমরা দাঁড়িও, না বরং তোমরা এ সময় বিশ্রাম কর।

٥٤٠ - حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسٰى اَنَا عِيْسٰى عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ يَحْيٰى بِاِسْنَادِهِ مِثْلَهُ قَالَ حَتّٰى تَرَوْنِىْ قَدْ خَرَجْتُ - قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ لَمْ يَذْكُرْ قَدْ خَرَجْتُ اِلَّا مَعْمَرٌ وَرَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مَعْمَرٍ لَمْ يَقُلْ فِيْهِ قَدْ خَرَجْتُ -

৫৪০। ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মূসা--- ইয়াহ্ইয়া (রহ)–এর সনদ সূত্রে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। তিনি (স) বলেন, তোমরা যে পর্যন্ত আমাকে বের হতে না দেখ ততক্ষণ দাঁড়িওনা।
ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেন, রাবী মা'মার ব্যতীত অন্য কোন রাবী "আমি বের হই" শব্দটির উল্লেখ করেননি। ইব্‌ন উয়ায়না (রহ)–ও মা'মারের সূত্রে এ হাদীছ বর্ণনা করেছেন, কিন্তু তাতেও "আমি বের হই" শব্দের উল্লেখ নাই।

٥٤١ - حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ خَالِدٍ ثَنَا الْوَلِيْدُ قَالَ قَالَ اَبُوْ عَمْرٍو ح وَ ثَنَا دَاوُدُ بْنُ رَشِيْدٍ ثَنَا الْوَلِيْدُ وَهٰذَا لَفْظُهُ عَنِ الْاَوْزَاعِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ تُقَامُ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَاْخُذُ النَّاسُ مَقَامَهُمْ قَبْلَ اَنْ يَاْخُذَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

৫৪১। মাহমুদ ইব্‌ন খালিদ--- আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুআয্‌যিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়া সাল্লামের আগমন বার্তা স্বরূপ উচ্চস্বরে ইকামত দিতেন অতঃপর নবী

করীম (স) স্বীয় স্থানে আসন গ্রহণ করার পূর্বেই মুসল্লীরা কাতারবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে যেত- (বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ)।

٥٤٢- حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُعَاذٍ ثَنَا عَبْدُ الْاَعْلٰى عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ سَاَلْتُ ثَابِتًا الْبَنَانِيَّ عَنِ الرَّجُلِ يَتَكَلَّمُ بَعْدَ مَا تُقَامُ الصَّلٰوةُ فَحَدَّثَنِىْ عَنْ اَنَسٍ قَالَ اُقِيْمَتِ الصَّلٰوةُ فَعَرَضَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ فَحَبَسَهُ بَعْدَ مَا اُقِيْمَتِ الصَّلٰوةُ -

৫৪২। হুসায়েন ইবন মুআয---- হুমায়েদ (রহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ছাবিত আল্-বানানীকে জিজ্ঞেস করি, ইকামত দেওয়ার পর যদি কোন ব্যক্তি কথা বলে (তবে এর হুকুম কি)। তিনি আনাস (রা)-র সূত্রে বর্ণিত একটি হাদীছের উল্লেখ করে আমাকে বলেন- একদা নামাযের জন্য ইকামত হওয়ার পর এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নিকট আসে এবং তাঁকে ব্যস্ত রাখে (অর্থাৎ তাঁর সাথে কথা বলতে থাকে)- (বুখারী, নাসাঈ)।

٥٤٣- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ سُوَيْدِ بْنِ مَنْجُوْفٍ السَّدُوْسِيُّ ثَنَا عَوْنُ بْنُ كَهْمَسٍ عَنْ اَبِيْهِ كَهْمَسٍ قَالَ قُمْنَا اِلَى الصَّلٰوةِ بِمِنًى وَّالْاِمَامُ لَمْ يَخْرُجْ فَقَعَدَ بَعْضُنَا فَقَالَ لِىْ شَيْخٌ مِّنْ اَهْلِ الْكُوْفَةِ مَا يُقْعِدُكَ قُلْتُ ابْنُ بُرَيْدَةَ قَالَ هٰذَا السُّمُوْدُ فَقَالَ لِىْ الشَّيْخُ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْسَجَةَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ كُنَّا نَقُوْمُ فِى الصُّفُوْفِ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَوِيْلًا قَبْلَ اَنْ يُّكَبِّرَ قَالَ وَقَالَ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ وَ مَلٰئِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى الَّذِيْنَ يَلُوْنَ الصُّفُوْفَ الْاُوَلَ وَمَا مِنْ خُطْوَةٍ اَحَبُّ اِلَى اللّٰهِ مِنْ خُطْوَةٍ يَمْشِيْهَا يَصِلُ بِهَا صَفًّا -

৫৪৩। আহ্মাদ ইব্ন আলী---- হযরত আওস ইব্ন কাহ্মাস থেকে তাঁর পিতা কাহ্মাস্ (রা)-এর সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা মিনায় নামাযের জন্য অপেক্ষা করছিলাম। এমতাবস্থায় ইমামের হাযির হতে বিলম্ব হওয়ায় আমাদের কেউ কেউ বসে গেল। কুফার একজন শায়খ আমাকে প্রশ্ন করেন- আপনি কেন বসলেন? আমি বললাম, ইব্ন বুরায়দা বলেন,

এভাবে দাঁড়িয়ে থাকা নিষ্প্রয়োজন। তখন কুফার শায়েখ আমাকে বলেন, আবদুর রহমান ইবন আওসাজা (রহ) বারাআ ইব্ন আযিব (রা)-র সূত্রে আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সময়ে ইকামত বলার পূর্বেই কাঁতারবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে যেতাম।
রাবী বলেন, মহান আল্লাহ ও ফেরেশ্তা মন্ডলী ঐ সমস্ত ব্যক্তিদের প্রতি রহ্মত বর্ষণ করেন-যারা প্রথম হতে কাতারবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে এবং আল্লাহ্র নিকট সর্বোত্তম পদক্ষেপ হচ্ছে যে পদক্ষেপ দ্বারা মানুষেরা কাতারবদ্ধ হয়ে নামায আদায় করে বা নামাযের জন্য অপেক্ষা করে- (নাসাঈ)।

٥٤٤- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ اُقِيْمَتِ الصَّلٰوةُ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَجِىٌّ رَجُلٍ فِىْ جَانِبِ الْمَسْجِدِ فَمَا قَامَ اِلَى الصَّلٰوةِ حَتّٰى نَامَ الْقَوْمُ -

৫৪৪। মুসাদ্দাদ--- আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা এশার নামাযের ইকামত দেওয়ার পরেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম মসজিদের পাশে এক ব্যক্তির সাথে গোপন পরামর্শে ব্যস্ত থাকেন। অতঃপর তিনি ফিরে এসে দেখেন যে- মুসল্লীরা তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে- (বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ)।

٥٤٥- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اِسْحٰقَ الْجَوْهَرِىُّ اَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ مُّوْسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمٍ اَبِى النَّضْرِ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ تُقَامُ الصَّلٰوةُ فِى الْمَسْجِدِ اِذَا رَاٰهُمْ قَلِيْلًا جَلَسَ لَمْ يُصَلِّ وَ اِذَا رَاٰهُمْ جَمَاعَةً صَلّٰى -

৫৪৫। আবদুল্লাহ ইব্ন ইসহাক--- সালিম আবুন-নাদর থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুআয্যিন ইকামত দেয়ার পরেও মুসল্লীদের কম উপস্থিতির কারণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাদের আগমন অপেক্ষায় বসে থাকতেন এবং যখন তিনি মুসল্লীর সংখ্যা অধিক দেখতেন তখন ইকামতের সাথে সাথেই নামায আদায় করতেন- (মুরসাল হাদীস)।

٥٤٦- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اِسْحٰقَ اَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُبَيْرٍ عَنْ مُّوْسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَّافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ اَبِىْ مَسْعُوْدٍ الزُّرَقِىِّ عَنْ عَلِىِّ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ مِثْلَ ذٰلِكَ -

৫৪৬। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইস্‌হাক--- আলী ইব্‌ন আবু তালিব (রা) হতে পূর্বোক্ত হাদীছের অনুরূপ বর্ণিতহয়েছে।

٥٢. بَابُ التَّشْدِيْدِ فِى تَرْكِ الْجَمَاعَةِ

৫২. অনুচ্ছেদঃ জামাআত পরিত্যাগের কঠোর পরিণতি সম্পর্কে

٥٤٧- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ ثَنَا زَائِدَةُ ثَنَا السَّائِبُ بْنُ حُبَيْشٍ عَنْ مَعْدَانَ بْنِ اَبِىْ طَلْحَةَ الْيَعْمُرِىِّ عَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَا مِنْ ثَلَاثَةٍ فِىْ قَرْيَةٍ وَّلَا بَدْوٍ لَا تُقَامُ فِيْهِمُ الصَّلٰوةُ اِلَّا قَدِ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَعَلَيْكَ بِالْجَمَاعَةِ فَاِنَّمَا يَاْكُلُ الذِّئْبُ الْقَاصِيَةَ - قَالَ زَائِدَةُ قَالَ السَّائِبُ يَعْنِىْ بِالْجَمَاعَةِ الصَّلٰوةَ فِىْ جَمَاعَةٍ -

৫৪৭। আহ্‌মাদ ইব্‌ন ইউনুস--- আবুদ-দারদা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছিঃ যখন কোন গ্রামে বা বনজঙ্গলে তিনজন লোক একত্রিত হয় এবং জামাআতে নামায আদায় না করে-তখন শয়তান তাদের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করে। অতএব (তোমরা) অবশ্যই জামাআতের সাথে নামায আদায় কর। কেননা দলচ্যুত বকরীকে নেকড়ে বাঘে ভক্ষণ করে থাকে- (নাসাঈ)।
রাবী আস-সায়েব বলেন, এখানে জামাআত অর্থ জামাআতের সাথ নামায আদায় করা।

٥٤٨- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ هَمَمْتُ اَنْ اٰمُرَ بِالصَّلٰوةِ فَتُقَامُ ثُمَّ اٰمُرَ رَجُلًا فَيُصَلِّىَ بِالنَّاسِ ثُمَّ اَنْطَلِقَ مَعِىَ بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حُزَمٌ مِّنْ حَطَبٍ اِلٰى قَوْمٍ لَّا يَشْهَدُوْنَ الصَّلٰوةَ فَاُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوْتَهُمْ بِالنَّارِ -

৫৪৮। উছমান ইব্‌ন আবু শায়বা--- আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ আমার ইচ্ছা হয় যে, লোকদেরকে জামাআতের সাথে নামায আদায়ের নির্দেশ দেই এবং তাদের জন্য একজন ইমাম নিযুক্ত করি। অতঃপর আমি কাষ্ঠ বহনকারী একটি দল আমার সাথে নিয়ে ঐ লোকদের নিকট যাই যারা জামাআতে শরীক হয়নি। অতঃপর তাদের ঘর-বাড়ি জ্বালিয়ে দেই- (বুখারী, মুসলিম, ইব্‌ন মাজা, তিরমিযী, নাসাঈ)।

٥٤٩- حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ ثَنَا اَبُو الْمَلِيْحِ حَدَّثَنِيْ يَزِيْدُ بْنُ يَزِيْدَ حَدَّثَنِيْ يَزِيْدُ بْنُ الْاَصَمِّ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ هَمَمْتُ اَنْ اٰمُرَ فِتْيَتِيْ فَيَجْمَعُوْا حُزَمًا مِّنْ حَطَبٍ ثُمَّ اٰتِيْ قَوْمًا يُّصَلُّوْنَ فِيْ بُيُوْتِهِمْ لَيْسَتْ بِهِمْ عِلَّةٌ فَاُحَرِّقُهَا عَلَيْهِمْ - قُلْتُ لِيَزِيْدَ بْنِ الْاَصَمِّ يَا اَبَا عَوْفٍ الْجُمُعَةُ عَنٰى اَوْ غَيْرَهَا قَالَ صُمَّتَا اُذُنَاىَ اِنْ لَّمْ اَكُنْ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ يَاْثُرُهُ عَنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا ذَكَرَ جُمُعَةً وَّلَا غَيْرَهَا -

৫৪৯। আন–নুফায়লী— আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ আমার ইচ্ছা হয় যে, আমি কিছু সংখ্যক যুবককে কাষ্ঠ সংগ্রহের নির্দেশ দেই। অতঃপর যারা বিনা কারণে নামাযের জামাআতে অনুপস্থিত থাকে তাদের ঘর–বাড়ি জ্বালিয়ে ভস্মিভূত করে দেই।

রাবী বলেন, আমি ইয়াযীদ ইব্‌ন আসিমকে জিজ্ঞেস করি– হে আবু আওফ! এ দ্বারা কি কেবলমাত্র জুমুআর জামাআতের প্রতি ইংগিত করা হয়েছে? তিনি বলেন, তা আমি সঠিকভাবে জ্ঞাত নই। কেননা আবু হুরায়রা (রা) রাসূলুল্লাহ (স)–কে হতে জুমুআ অথবা অন্য কোন নামাযের জন্য নির্দিষ্ট ভাবে বলতে শুনিনি (অতএব এ দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, পাঁচ ওয়াক্তের নামাযের জন্য জামাআতে হাযির হওয়া কর্তব্য)– (মুসলিম, তিরমিযী)।

٥٥٠- حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ عَبَّادٍ الْاَزْدِيُّ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنِ الْمَسْعُوْدِيِّ عَنْ بْنِ الْاَقْمَرِ عَنْ اَبِي الْاَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَافِظُوْا عَلٰى هٰؤُلَاءِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ حَيْثُ يُنَادٰى بِهِنَّ فَاِنَّهُنَّ مِنْ سُنَنِ الْهُدٰى وَاِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ شَرَعَ لِنَبِيِّهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُنَنَ الْهُدٰى - وَلَقَدْ رَاَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا اِلَّا مُنَافِقٌ بَيِّنُ النِّفَاقِ وَلَقَدْ رَاَيْتُنَا وَاِنَّ الرَّجُلَ لَيُهَادٰى بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ حَتّٰى يُقَامَ فِى الصَّفِّ وَمَا مِنْكُمْ مِنْ اَحَدٍ اِلَّا وَلَهُ مَسْجِدٌ فِيْ بَيْتِهِ وَلَوْ صَلَّيْتُمْ فِيْ بُيُوْتِكُمْ وَتَرَكْتُمْ مَسَاجِدَكُمْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ لَكَفَرْتُمْ -

৫৫০। হারূন ইব্‌ন আব্বাদ— আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসঊদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমরা এই পাঁচ ওয়াক্তের নামায ঠিকভাবে আযানের সাথে হেফাযত কর। কেননা এই নামাযসমূহ

হিদায়াতের অন্তর্ভুক্ত। মহান আল্লাহ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের জন্য তা ফরয ও হিদায়াতের বাহন হিসেবে নির্ধারিত করেছেন।
রাবী বলেন, আমরা তো দেখেছি যে, প্রকাশ্য মুনাফিক্‌রা ব্যতীত জামাআতে কেউই অনুপস্থিত থাকত না। আমরা আরো দেখেছি যে, দূর্বল ও অক্ষম ব্যক্তি দু'জনের উপর ভর করে মসজিদে এসে জামাআতে নামায আদায়ের জন্য কাতারবদ্ধ হত। তোমাদের প্রত্যেকের (সুন্নাত ও নফল) নামায আদায়ের জন্য নিজ নিজ ঘরে নামাযের স্থান আছে। যদি তোমরা মসজিদ ত্যাগ করে নিজ নিজ আবাসে ফরয নামায আদায় কর তবে তোমরা তোমাদের নবীর সুন্নাত ত্যাগকারী হিসেবে বিবেচিত হবে। আর যদি তোমরা তোমাদের নবীর সুন্নাত পরিহার কর তবে অবশ্যই তোমরা পথভ্রষ্ট হবে– (মুসলিম, নাসাঈ, ইব্‌ন মাজা)।

٥٥١– حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ اَبِىْ جَنَابٍ عَنْ مَغْرَاءَ الْعَبْدِىِّ عَنْ عَدِىِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَمِعَ الْمُنَادِىَ فَلَمْ يَمْنَعْهُ مِنِ اتِّبَاعِهِ عُذْرٌ قَالُوْا وَمَا الْعُذْرُ قَالَ خَوْفٌ اَوْ مَرَضٌ لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ الصَّلٰوةُ الَّتِىْ صَلَّى -

৫৫১। কুতায়বা--- ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি মুআয্‌যিনের আযান শুনে বিনা কারণে মসজিদে উপস্থিত হয়ে জামাআতে নামায আদায় করবে না তার অনত্র আদায়কৃত নামায আল্লাহ্‌র দরবারে কবুল হবে না (অর্থাৎ তার নামাযকে পরিপূর্ণ নামায হিসেবে গণ্য করা হবে না)।
সাহাবীরা ওজর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে রাসূলুল্লাহ্ (স) বলেনঃ যদি কেউ ভয়ভীতি ও অসুস্থতার কারণে জামাআতে হাযির হতে অক্ষম হয় তবে তার জন্য বাড়ীতে নামায পড়া দুষণীয় নয়– (ইব্‌ন মাজা)।

٥٥٢– حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ عَنْ اَبِىْ رَزِيْنٍ عَنِ ابْنِ اُمِّ مَكْتُوْمٍ اَنَّهُ سَاَلَ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ رَجُلٌ ضَرِيْرُ الْبَصَرِ شَاسِعُ الدَّارِ وَلِىْ قَائِدٌ لَّا يُلَاوِمُنِىْ فَهَلْ لِّىْ رُخْصَةٌ اَنْ اُصَلِّىَ فِىْ بَيْتِىْ قَالَ هَلْ تَسْمَعُ النِّدَآءَ قَالَ نَعَمْ قَالَ لَا اَجِدُ لَكَ رُخْصَةً -

৫৫২। সুলায়মান ইব্‌ন হারব্--- ইব্‌ন উম্মে মাক্‌তুম (রা) হতে বর্ণিত। তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি অন্ধ তদুপরি

মসজিদও আমার ঘর হতে অনেক দূরে, কিন্তু আমাকে মসজিদে আনা নেওয়ার জন্য লোক আছে। এমতাবস্থায় আমি কি ঘরে (ফরয) নামায আদায় করতে পারি? নবী করীম (স) জিজ্ঞেস করেনঃ তুমি কি আযান শুনতে পাও? আমি বলি, হাঁ। নবী করীম (স) বলেনঃ আমি তোমার জন্য (জামাআত) থেকে অব্যাহতির কোন কারণ পাচ্ছি না– (ইব্‌ন মাজা, মুসলিম, নাসাঈ)।

٥٥٣– حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ زَيْدِ بْنِ اَبِى الزَّرْقَاءِ ثَنَا اَبِى ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَابِسٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِى لَيْلٰى عَنِ ابْنِ اُمِّ مَكْتُومٍ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ الْمَدِيْنَةَ كَثِيْرَةُ الْهَوَامِّ وَالسِّبَاعِ فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْمَعُ حَىَّ عَلَى الصَّلٰوةِ حَىَّ عَلَى الْفَلَاحِ فَحَيَّهَلَا ـ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَكَذَا رَوَاهُ الْقَاسِمُ الْجَرْمِىُّ عَنْ سُفْيَانَ ـ

৫৫৩। হারূন ইব্‌ন যায়েদ— ইব্‌ন উম্মে মাক্‌তুম (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! মদীনা শহরে অনেক বিষাক্ত ও হিংস্র প্রাণী আছে যার দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার আশংকা আছে। এমতাবস্থায় জামাআতে হাযির হওয়ার ব্যাপারে আমার করণীয় কি? তিনি বলেনঃ তুমি কি আযানের হাইয়া আলাস–সালাহ্ ও হাইয়া আলাল–ফালাহ্ শুনতে পাও? আমি বলি –হাঁ। তিনি বলেনঃ তুমি তার জবাব দাও (জামাআতে হাযির হও)– (নাসাঈ, ইব্‌ন মাজা)।

٥٣. بَابُ فِىْ فَضْلِ صَلٰوةِ الْجَمَاعَةِ

৫৩. অনুচ্ছেদঃ জামাআতে নামায আদায়ের ফযীলাত

٥٥٤– حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ نَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِى اِسْحٰقَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِى بَصِيْرٍ عَنْ اُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا الصُّبْحَ فَقَالَ اَشَاهِدٌ فُلَانٌ قَالُوْا لَا قَالَ اَشَاهِدٌ فُلَانٌ قَالُوْا لَا قَالَ اِنَّ هَاتَيْنِ الصَّلٰوتَيْنِ اَثْقَلُ الصَّلَوَاتِ عَلَى الْمُنَافِقِيْنَ وَلَوْ تَعْلَمُوْنَ مَا فِيْهِمَا لَاَتَيْتُمُوْهَا وَلَوْ حَبْوًا عَلَى الرُّكَبِ وَاِنَّ الصَّفَّ الْاَوَّلَ عَلٰى مِثْلِ صَفِّ الْمَلٰئِكَةِ وَلَوْ عَلِمْتُمْ مَا فَضِيْلَتُهُ لَابْتَدَرْتُمُوْهُ وَاِنَّ صَلٰوةَ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ اَزْكٰى مِنْ صَلٰوتِهِ وَحْدَهُ

وَصَلٰوتُهُ مَعَ الرَّجُلَيْنِ اَزْكٰى مِنْ صَلٰوتِهِ مَعَ الرَّجُلِ وَمَا كَثُرَ فَهُوَ اَحَبُّ اِلَى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ -

৫৫৪। হাফ্স ইব্ন উমার— উবাই ইব্ন কাব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম আমাদের সাথে ফজরের নামায আদায় করেন। অতঃপর তিনি বলেনঃ অমুক ব্যক্তি কি জামাআতে হাযির হয়েছে? সাহাবীরা বলেন–না। অতঃপর তিনি বলেনঃ অমুক ব্যক্তি কি নামাযে উপস্থিত হয়েছে? তাঁরা বলেন, না। তিনি বলেনঃ এই দুই সময়ের (ফজর ও এশার) নামায আদায় করা মুনাফিকদের জন্য খুবই কষ্টকর। যদি তোমরা এই দুই ওয়াক্তের নামাযের ফযীলাত সম্পর্কে অবহিত থাকতে, তবে অবশ্যই তোমরা এই দুই সময়ে হামাগুড়ি দিয়ে হলেও জামাআতে হাযির হতে এবং জামাআতের প্রথম লাইনটি ফেরেশতাদের কাতারের অনুরূপ। যদি তোমরা এর ফযীলাত সম্পর্কে অবগত থাকতে তবে তোমরা প্রথম কাতারে দাঁড়ানোর জন্য অবশ্যই প্রতিযোগিতা করতে। নিশ্চয়ই মানুষের একাকী নামায হতে –দুইজনের একত্রে নামায আদায় করা অধিক উত্তম এবং দুইজনের একত্রে নামায অপেক্ষা তিনজনের একত্রে নামায আদায় করা আরও অধিক উত্তম। এর অধিক জামাআতে যতই লোক বেশী হবে– ততই তা মহান আল্লাহর নিকট অধিক পছন্দনীয়– (নাসাঈ, ইব্ন মাজা)।

٥٥٥– حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا اِسْحٰقُ بْنُ يُوْسُفَ نَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِىْ سَهْلٍ يَعْنِىْ عُثْمَانَ بْنَ حَكِيْمٍ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اَبِىْ عَمْرَةَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ فِىْ جَمَاعَةٍ كَانَ كَقِيَامِ نِصْفِ لَيْلَةٍ وَّمَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ وَالْفَجْرَ فِىْ جَمَاعَةٍ كَانَ كَقِيَامِ لَيْلَةٍ -

৫৫৫। আহ্মাদ ইব্ন হাম্বল— উছমান ইব্ন আফ্ফান (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ যে ব্যক্তি এশার নামায জামাআতের সাথে আদায় করল সে যেন অর্ধ রাত দাঁড়িয়ে ইবাদত করল। আর যে ব্যক্তি ফজর ও এশার নামায জামাআতে আদায় করল সে যেন সারা রাতব্যাপী ইবাদতে মশ্গুল থাকল– (মুসলিম, তিরমিযী)।

٥٤. بَابُ مَا جَاءَ فِىْ فَضْلِ الْمَشْىِ اِلَى الصَّلٰوةِ

৫৪. অনুচ্ছেদঃ পায়ে হেঁটে মসজিদে যাওয়ার ফযীলাত

٥٥٦- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ثَنَا يَحْيٰى عَنِ ابْنِ اَبِىْ ذِئْبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْاَبْعَدُ فَالْاَبْعَدُ مِنَ الْمَسْجِدِ اَعْظَمُ اَجْرًا -

৫৫৬। মুসাদ্দাদ--- আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ মসজিদ হতে যার অবস্থান (বাসস্থান) যত দূরে, সে তত অধিক ছওয়াবের অধিকারী– (ইব্‌ন মাজা)।

٥٥٧- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدِنِ النُّفَيْلِىُّ نَا زُهَيْرٌ نَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِىُّ اَنَّ اَبَا عُثْمَانَ حَدَّثَهُ عَنْ اُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ كَانَ رَجُلٌ لَّا اَعْلَمُ اَحَدًا مِّنَ النَّاسِ مِمَّنْ يُصَلِّى الْقِبْلَةَ مِنْ اَهْلِ الْمَدِيْنَةِ اَبْعَدُ مَنْزِلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ مِنْ ذٰلِكَ الرَّجُلِ وَكَانَ لَا تُخْطِئُهُ صَلٰوةٌ فِى الْمَسْجِدِ فَقُلْتُ لَوِ اشْتَرَيْتَ حِمَارًا تَرْكَبُهُ فِى الرَّمْضَاءِ الظُّلْمَةِ فَقَالَ مَا اُحِبُّ اَنَّ مَنْزِلِىَ اِلٰى جَنْبِ الْمَسْجِدِ فَنَمِىَ الْحَدِيْثُ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَاَلَهُ عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَ اَرَدْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَنْ يُّكْتَبَ لِىْ اِقْبَالِىْ اِلَى الْمَسْجِدِ وَرُجُوْعِىْ اِلٰى اَهْلِىْ اِذَا رَجَعْتُ فَقَالَ اَعْطَاكَ اللّٰهُ ذٰلِكَ كُلَّهُ اَنْطَاكَ اللّٰهُ مَا احْتَسَبْتَ كُلَّهُ اَجْمَعَ -

৫৫৭। আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুহাম্মাদ আন-নুফায়লী--- উবাই ইব্‌ন কাব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মদীনার জনৈক মুসলিম ব্যক্তি, যাঁর বাসস্থান ছিল মসজিদে নববী হতে সবচাইতে দূরে এবং তিনি সব সময়ই পদব্রজে মসজিদে নববীতে এসে নামায পড়তেন। একদা আমি তাঁকে অনুরোধ করি যে, যদি আপনি একটি গাধা খরিদ করতেন তবে তার পিঠে আরোহণ করে প্রচন্ড গরম ও অন্ধকার রাতে সহজে যাতায়াত করতে পারতেন। জবাবে ঐ ব্যক্তি বলেন, আমার নিকট আদৌ পছন্দনীয় নয় যে, আমার বাসস্থান মসজিদের নিকটবর্তী হোক। অতঃপর এই সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে অবহিত করা হলে তিনি তাঁকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। তিনি বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার কামনা এই যে, (আমার বাড়ী যেহেতু মসজি হতে দূরে সেহেতু) যাতায়াতের জন্য অধিক পদক্ষেপের বিনিময়ে আমি অধিক ছওয়াব প্রাপ্ত হব। নবী করীম (স) বলেনঃ তুমি যে ছওয়াবের কামনা করছ– মহান আল্লাহ তা তোমাকে দান করেছেন– (মুসলিম, ইব্‌ন মাজা)।

٥٥٨- حَدَّثَنَا اَبُوْ تَوْبَةَ نَا الْهَيْثَمُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحَارِثِ عَنِ الْقَاسِمِ اَبِىْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ مُتَطَهِّرًا اِلٰى صَلٰوةٍ مَكْتُوْبَةٍ فَاَجْرُهُ كَاَجْرِ الْحَاجِّ الْمُحْرِمِ وَمَنْ خَرَجَ اِلٰى تَسْبِيْحِ الضُّحٰى لَا يُنْصِبُهُ اِلَّا اِيَّاهُ فَاَجْرُهُ كَاَجْرِ الْمُعْتَمِرِ وَصَلٰوةٌ عَلٰى اَثَرِ صَلٰوةٍ لَّا لَغْوَ بَيْنَهُمَا كِتَابٌ فِىْ عِلِّيِّيْنَ -

৫৫৮। আবু তাওবা---- হযরত আবু উমামা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি উযূ করে ফরয নামায আদায়ের উদ্দেশ্যে মসজিদে যায়, সে ইহ্‌রামধারী হাজ্জীর অনুরূপ ছওয়াব প্রাপ্ত হবে। অপর পক্ষে যে ব্যক্তি কেবলমাত্র চাশ্‌তের নামায আদায়ের জন্য মসজিদে যায় সে উমরাহকারীর ন্যায় ছওয়াব প্রাপ্ত হবে। যে ব্যক্তি এক ওয়াক্ত নামায আদায়ের পর হতে পরের ওয়াক্ত নামায আদায় করাকালীন সময়ের মধ্যে কোনরূপ বেহুদা কাজ ও কথাবার্তায় লিপ্ত না হয়, তার আমলনামা সপ্তাকাশে লিপিবদ্ধ হবে, অর্থাৎ সে উচ্চ মর্যাদার অধিকারী হবে'

٥٥٩- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلٰوةُ الرَّجُلِ فِىْ جَمَاعَةٍ تَزِيْدُ عَلٰى صَلٰوتِهِ فِىْ بَيْتِهِ وَصَلٰوتِهِ فِىْ سُوْقِهِ خَمْسًا وَعِشْرِيْنَ دَرَجَةً وَذٰلِكَ بِاَنَّ اَحَدَكُمْ اِذَا تَوَضَّاَ فَاَحْسَنَ الْوُضُوْءَ وَاَتَى الْمَسْجِدَ لَا يُرِيْدُ اِلَّا الصَّلٰوةَ وَلَا يَنْهَزُهُ يَعْنِىْ اِلَّا الصَّلٰوةُ لَمْ يَخْطُ خُطْوَةً اِلَّا رُفِعَ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ وَّحُطَّ بِهَا عَنْهُ خَطِيْئَةٌ حَتّٰى يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ فَاِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ كَانَ فِىْ صَلٰوةٍ مَّا كَانَتِ الصَّلٰوةُ تَحْبِسُهُ وَالْمَلٰئِكَةُ يُصَلُّوْنَ عَلٰى مَا دَامَ فِىْ مَجْلِسِهِ الَّذِىْ صَلّٰى فِيْهِ يَقُوْلُوْنَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اَللّٰهُمَّ ارْحَمْهُ اَللّٰهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ مَا لَمْ يُؤْذِ فِيْهِ اَوْ يُحْدِثْ فِيْهِ -

৫৫৯। মুসাদ্দাদ---- আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ কোন ব্যক্তি জামাআতের সাথে নামায আদায় করলে– বাড়ীতে এবং বাজারে একাকী নামায আদায় করা অপেক্ষা তা পঁচিশ গুণ শ্রেয়। তা এই কারণে যে, যখন কোন ব্যক্তি উত্তমরূপে উযূ করে শুধু নামাযের উদ্দেশ্যেই মসজিদে যায়– তার প্রতি পদক্ষেপের

বিনিময়ে তার মর্যাদা বৃদ্ধি এবং গুনাহ মাফ হয়ে থাকে যতক্ষণ না সে মসজিদে প্রবেশ করে। অতঃপর সে ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশের পর যতক্ষণ সেখানে নামাযের জন্য অবস্থান করবে ততক্ষণ তাকে নামাযী হিসাবে গণ্য করা হবে। ঐ ব্যক্তি যতক্ষণ মসজিদে অবস্থান করবে ততক্ষণ ফেরেশ্তারা তার জন্য দু'আ করবে। দু'আটি এইরূপঃ
ইয়া আল্লাহ! তুমি তাকে ক্ষমা কর। ইয়া আল্লাহ! তুমি তার উপর রহমত বর্ষণ কর। ইয়া আল্লাহ! তুমি তার তওবা কবুল কর।" ঐ ব্যক্তির জন্য ফেরেশ্তারা ততক্ষণ পর্যন্ত ঐরূপ দু'আ করতে থাকবে যতক্ষণ সে কাউকেও কষ্ট না দেয় অথবা তার উযু নষ্ট না হয়- (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, ইবৃন মাজা)।

٥٦٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسَى ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنْ هِلَالِ بْنِ مَيْمُوْنٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلصَّلٰوةُ فِىْ جَمَاعَةٍ تَعْدِلُ خَمْسًا وَّعِشْرِيْنَ صَلٰوةً فَاِذَا صَلَّاهَا فِىْ فَلَاةٍ فَاَتَمَّ رُكُوْعَهَا وَسُجُوْدَهَا بَلَغَتْ خَمْسِيْنَ صَلٰوةً ـ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَقَالَ عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ فِىْ هٰذَا الْحَدِيْثِ صَلٰوةُ الرَّجُلِ فِى الْفَلَاةِ تُضَاعَفُ عَلٰى صَلٰوتِهِ فِى الْجَمَاعَةِ وَسَاقَ الْحَدِيْثَ ـ

৫৬০। মুহাম্মাদ ইবৃন ঈসা--- আবু সাঈদ আল্-খুদ্রী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ জামাআতের সাথে এক ওয়াক্তের নামায -একাকী পঁচিশ ওয়াক্ত নামায (আদায়ের) সমতুল্য। যখন কোন ব্যক্তি মাঠে বা বনভূমিতে সঠিকভাবে রুকু-সিজদা সহকারে নামায আদায় করবে, তখন সে পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামাযের সমান ছওয়াব পাবে- (ইবৃনমাজা)।
ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেন, আবদুল ওয়াহেদ এই হাদীছের মধ্যে বলেন যে, মাঠে বা জংগলে কোন ব্যক্তির নামায জামাআতে নামায আদায়ের কয়েকগুণ বেশী ছওয়াব হবে। অতপর তিনি হাদীছের শেষ পর্যন্ত বর্ণনা করেন।

٥٥. بَابُ مَا جَاءَ فِى الْمَشْىِ اِلَى الصَّلٰوةِ فِى الظُّلَمِ

৫৫. অনুচ্ছেদঃ অন্ধকারের মধ্যে মসজিদে যাওয়ার ফযীলাত

٥٦١- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُعِيْنٍ نَا اَبُوْ عُبَيْدَةَ الْحَدَّادُ نَا اِسْمٰعِيْلُ اَبُوْ سُلَيْمَانَ

اَلْكَحَّالُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَوْسٍ عَنْ بُرَيْدَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَشِّرِ الْمَشَّائِيْنَ فِى الظُّلَمِ اِلَى الْمَسَاجِدِ بِالنُّوْرِ التَّامِّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ـ

৫৬১। ইয়াহ্ইয়া ইব্ন মুঈন--- বুরায়দা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেনঃ যারা অন্ধকার রজনীতে মসজিদে হাযির হয়ে জামাআতে নামায আদায় করে– তাদেরকে কিয়ামতের দিনের পরিপূর্ণ নূরের সুসংবাদ দাও– (তিরমিযী, ইব্ন মাজা)।

٥٦. بَابُ مَا جَاءَ فِى الْهَدْيِ فِى الْمَشْىِ اِلَى الصَّلٰوةِ

৫৬. অনুচ্ছেদঃ উযু করে নামাযের উদ্দেশ্যে মসজিদে যাওয়ার নিয়মকানুন

٥٦٢– حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْاَنْبَارِيُّ اَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ عَمْرٍو حَدَّثَهُمْ عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ ثَنِىْ سَعْدُ بْنُ اِسْحٰقَ ثَنِىْ اَبُوْ ثُمَامَةَ الْحَنَّاطُ اَنَّ كَعْبَ بْنَ عُجْرَةَ اَدْرَكَهُ وَهُوَ يُرِيْدُ الْمَسْجِدَ اَدْرَكَ اَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ قَالَ فَوَجَدَنِىْ وَاَنَا مُشَبِّكٌ بِيَدَيَّ فَنَهَانِىْ عَنْ ذٰلِكَ وَقَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا تَوَضَّأَ اَحَدُكُمْ فَاَحْسَنَ وُضُوْءَهُ ثُمَّ خَرَجَ عَامِدًا اِلَى الْمَسْجِدِ فَلَا يُشَبِّكَنَّ يَدَيْهِ فَاِنَّهُ فِى الصَّلٰوةِ ـ

৫৬২। মুহাম্মাদ ইব্ন সুলায়মান--- আবু ছুমামা আল–হান্নাত হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মসজিদে গমনকালে কাব ইব্ন উজরা (রা)–র সাথে পথিমধ্যে তাঁর সাক্ষাত হয়। রাবী বলেন, তখন আমি আমার হাতের অংগুলি মট্‌কাচ্ছিলাম। তিনি আমাকে ঐরূপ করতে নিষেধ করে বলেন– রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ যখন তোমাদের কেউ উত্তমরূপে উযু করার পর মসজিদে গমনের ইচ্ছা করে, সে যেন তার হাতের অংগুলী না মটকায়। কেননা ঐ ব্যক্তিকে তখন নামাযী হিসেবে গণ্য করা হয়– (তিরমিযী, ইব্ন মাজা)।

٥٦٣– حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاذِ بْنِ عَبَّادٍ الْعَنْبَرِيُّ نَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ عَنْ مَعْبَدِ بْنِ هُرْمُزَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ حَضَرَ رَجُلًا مِّنَ الْاَنْصَارِ الْمَوْتُ فَقَالَ اِنِّىْ مُحَدِّثُكُمْ حَدِيْثًا مَّا اُحَدِّثُكُمُوْهُ اِلَّا احْتِسَابًا سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اِذَا تَوَضَّأَ اَحَدُكُمْ فَاَحْسَنَ الْوُضُوْءَ ثُمَّ خَرَجَ اِلَى الصَّلٰوةِ لَمْ يَرْفَعْ قَدَمَهُ الْيُمْنٰى اِلَّا كَتَبَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ حَسَنَةً وَلَمْ يَضَعْ قَدَمَهُ الْيُسْرٰى اِلَّا حَطَّ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْهُ سَيِّئَةً فَلْيُقَرِّبْ اَحَدُكُمْ اَوْ لِيُبَعِّدْ فَاِنْ اَتَى الْمَسْجِدَ فَصَلّٰى فِى جَمَاعَةٍ غُفِرَ لَهُ فَاِنْ اَتَى الْمَسْجِدَ وَ قَدْ صَلَّوْا بَعْضًا وَّبَقِىَ بَعْضٌ صَلّٰى مَا اَدْرَكَ وَاَتَمَّ مَا بَقِىَ كَانَ كَذٰلِكَ فَاِنْ اَتَى الْمَسْجِدَ وَقَدْ صَلَّوْا فَاَتَمَّ الصَّلٰوةَ كَانَ كَذَالِكَ ـ

৫৬৩। মুহাম্মাদ ইব্‌ন মুআয ইব্‌ন আব্বাদ আল-আনবারী--- সাঈদ ইব্‌নুল মুসাইয়্যাব (রহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক আনসার সাহাবীর মৃত্যু উপস্থিত হলে তিনি বলেন, আমি তোমাদের নিকট একটি হাদীছ একমাত্র আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যই বর্ণনা করতে চাই। অতঃপর তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছিঃ তোমাদের কেউ যখন ভালভাবে উযু করে নামাযের জন্য রওনা হয়, তখন সে তার ডান পা উঠানোর সাথে সাথেই তার আমলনামায় একটি নেকী লিখিত হয়। অতঃপর তার বাম পা ফেলার সাথে সাথেই তার একটি গুনাহ মার্জিত হয়। এখন যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে, সে তার আবাসস্থান মসজিদের নিকটে বা দূরে করতে পারে। অতঃপর ঐ ব্যক্তি মসজিদে আগমনের পর জামাআতের সাথে নামায আদায় করলে– তার সমস্ত (সগীরা) গুনাহ মাফ হবে। ঐ ব্যক্তি মসজিদে পৌঁছতে পৌঁছতে ইমাম যদি নামাযের কিছু অংশ আদায় করে ফেলে, তখন সে ইমামের সাথে বাকী নামায অদায়ের পর– ইমাম যা পূর্বে আদায় করেছে, তা পূর্ণ করবে। কিন্তু সওয়াবের ব্যাপারে ঐ ব্যক্তি পূর্ণ নামায প্রাপ্ত ব্যক্তির অনুরূপ হবে। ঐ ব্যক্তি মসজিদে আগমনের পর যদি দেখে যে, ইমাম তার নামায শেষ করে ফেলেছে, তখন সে একাকী নামায আদায় করল। তবুও তাকে ক্ষমা করা হবে।

٥٧. بَابُ فِىْ مَنْ خَرَجَ يُرِيْدُ الصَّلٰوةَ فَسُبِقَ بِهَا

৫৭. অনুচ্ছেদঃ জামাআতে নামায আদায়ের নিয়তে মসজিদে আসার পর জামাআত না পেলে

٥٦٤– حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ نَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ يَعْنِى ابْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدٍ يَعْنِى ابْنَ طَحْلَاءَ عَنْ مُحْصَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَوْفِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَوَضَّأَ فَاَحْسَنَ وُضُوءَهُ ثُمَّ رَاحَ اِلَى الْمَسْجِدِ فَوَجَدَ النَّاسَ قَدْ صَلَّوْا اَعْطَاهُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ مِثْلَ اَجْرِ مَنْ صَلَّاهَا وَحَضَرَهَا لَا يَنْقُصُ ذٰلِكَ مِنْ اَجْرِهِمْ شَيْئًا ـ

৫৬৪। আবদুল্লাহ ইব্ন মাসলামা--- আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ যে ব্যক্তি উত্তমরূপে উযু করার পর মসজিদে গিয়ে দেখতে পায় যে, নামাযের জামাআত শেষ হয়ে গিয়েছে– মহান আল্লাহ্ ঐ ব্যক্তিকেও তাদের অনুরূপ ছওয়াব প্রদান করবেন– যারা মসজিদে হাযির হয়ে জামাআতের সাথে পূরা নামায আদায় করেছে। তাতে জামাআতে নামায আদায়কারীদের ছওয়াব কম হবে না– (নাসাঈ)।

٥٨. بَابُ مَا جَاءَ فِى خُرُوجِ النِّسَاءِ اِلَى الْمَسْجِدِ

৫৮. অনুচ্ছেদঃ মহিলাদের মসজিদে যাতায়াত সম্পর্কে

٥٦٥– حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ اِسْمٰعِيلَ ثَنَا حَمَّادٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ اَبِى سَلَمَةَ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَمْنَعُوا اِمَاءَ اللّٰهِ مَسَاجِدَ اللّٰهِ وَلٰكِنْ لِيَخْرُجْنَ وَهُنَّ تَفِلَاتٌ ـ

৫৬৫। মূসা ইব্ন ইসমাঈল--- আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ তোমরা আল্লাহ্র বান্দীদের (স্ত্রীলোকদের) আল্লাহ্র মসজিদে যাতায়াতে নিষেধ কর না। কিন্তু খোশবু ব্যবহার না করে তারা মসজিদে যাবে।[১]

٥٦٦– حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ثَنَا حَمَّادٌ عَنْ اَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَمْنَعُوا اِمَاءَ اللّٰهِ مَسَاجِدَ اللّٰهِ ـ

৫৬৬। সুলায়মান ইব্ন হারব--- ইব্ন উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ তোমরা আল্লাহ্র বাঁদীদের (স্ত্রীলোকদের) আল্লাহ্র মসজিদসমূহে যাতায়াতে বাধা দিও না– (বুখারী, মুসলিম)।

১। মহিলাদের মসজিদে যাওয়া সাধারণতঃ জায়েয। বিশেষত এশা ও ফজরের জামাআতে শরীক হওয়ার জন্য তাদের মসজিদে যাওয়ার অনুমতি দেয়া হয়েছে। কিন্তু ফিত্না-ফাসাদের আশংকায় সচরাচর মহিলাদের মসজিদে না যাওয়াই উত্তম।

٥٦٧- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُوْنَ اَنَا الْعَوَّامُ بْنُ حَوْشَبٍ حَدَّثَنِى حَبِيبُ بْنُ اَبِى ثَابِتٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَمْنَعُوْا نِسَاءَكُمُ الْمَسَاجِدَ وَبُيُوْتُهُنَّ خَيْرٌ لَّهُنَّ -

৫৬৭। উছমান ইব্‌ন আবু শায়বা--- ইব্‌ন উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের মসজিদসমূহে যাতায়াতে বাধা দিও না। কিন্তু তাদের ঘরসমূহই তাদের (নামাযের জন্য) উত্তম (স্থান)– (ঐ)।

٥٦٨- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ ثَنَا جَرِيرٌ وَّاَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ مُّجَاهِدٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ائْذَنُوْا لِلنِّسَاءِ اِلَى الْمَسَاجِدِ بِاللَّيْلِ فَقَالَ ابْنٌ لَّهُ وَاللّٰهِ لَا نَاْذَنُ لَهُنَّ فَيَتَّخِذْنَهُ دَغَلًا وَاللّٰهِ لَا نَاْذَنُ لَّهُنَّ قَالَ فَسَبَّهُ وَغَضِبَ وَقَالَ اَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ائْذَنُوْا لَهُنَّ وَتَقُوْلُ لَا نَاْذَنُ لَهُنَّ -

৫৬৮। উছমান ইব্‌ন আবু শায়বা--- আবুদুল্লাহ ইব্‌ন উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের রাতের বেলায় মসজিদে যাওয়ার অনুমতি দাও। তখন তাঁর এক পুত্র (বিলাল) বলেন, আল্লাহ্‌র শপথ। আমি তাদের রাতের বেলায় মসজিদে যাওয়ার অনুমতি দেব না। কেননা এতে তারা ফিত্‌না–ফাসাদে লিপ্ত হতে পারে। আল্লাহ্‌র শপথ। আমি তাদেরকে কিছুতেই অনুমতি দেব না। রাবী মুজাহিদ (রহ) বলেন, হযরত আবদুল্লাহ্‌ (রা) তাঁর উপর রাগান্বিত হন এবং তাকে গালাগালি করেন আর বলেন, আমি বলছি– রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ মহিলাদের মসজিদে যাওয়ার অনুমতি দাও, আর তুমি বলছ, আমি কোন মতেই তাদের অনুমতি দিব না।– (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী)।

٥٩. بَابُ التَّشْدِيْدِ فِىْ ذٰلِكَ

৫৯. অনুচ্ছেদঃ মহিলাদের মসজিদে যাওয়ার ব্যাপারে কঠোরতা সম্পর্কে

٥٦٩- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ عَنْ مَّالِكٍ عَنْ يَّحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ

اَنَّهَا اَخْبَرَتْهُ اَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ لَوْ اَدْرَكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اَحْدَثَ النِّسَآءُ لَمَنَعَهُنَّ الْمَسْجِدَ كَمَا مُنِعَتْ نِسَآءُ بَنِيْ اِسْرَائِيْلَ ـ قَالَ يَحْيٰى فَقُلْتُ لِعَمْرَةَ اَمُنِعَتْ نِسَآءُ بَنِيْ اِسْرَآئِيْلَ قَالَتْ نَعَمْ ـ

৫৬৯। আল্‌-কানাবী--- আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, বর্তমান মহিলাদের আচার-আচরণ যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম স্বচক্ষে দেখতে পেতেন তবে অবশ্যই তিনি তাদের মসজিদে যেতে নিষেধ করতেন- যেরূপ বনী ইসরাঈলের স্ত্রীলোকদের মসজিদে যাওয়া নিষেধ করা হয়েছিল।
রাবী ইয়াহ্ইয়া বলেন, তখন আমি রাবী আমরাকে জিজ্ঞেস করি, বনী ইসরাঈলের স্ত্রীলোকদের কি মসজিদে যেতে নিষেধ করা হয়েছিল? তিনি বলেন, হাঁ- (বুখারী, মুসলিম)।

٥٧٠ـ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنّٰى اَنَّ عَمْرَو بْنَ عَاصِمٍ حَدَّثَهُمْ قَالَ ثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُوَرِّقٍ عَنْ اَبِي الْاَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلٰوةُ الْمَرْأَةِ فِيْ بَيْتِهَا اَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِيْ حُجْرَتِهَا وَصَلَاتُهَا فِيْ مُخْدَعِهَا اَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِيْ بَيْتِهَا ـ

৫৭০। ইবনুল মুছান্না--- আবদুল্লাহ ইবন মাসঊদ (রা) হতে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেনঃ মহিলাদের ঘরে নামায আদায় করা- বৈঠকখানায় নামায আদায় করার চাইতে উত্তম এবং মহিলাদের সাধারণ থাকার ঘরে নামায আদায় করার চেয়ে গোপন প্রকোষ্ঠে নামায আদায় করা অধিক উত্তম।

٥٧١ـ حَدَّثَنَا اَبُوْ مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ ثَنَا اَيُّوْبُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ تَرَكْنَا هٰذَا الْبَابَ لِلنِّسَآءِ ـ قَالَ نَافِعٌ فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ ابْنُ عُمَرَ حَتّٰى مَاتَ ـ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ اِسْمَاعِيْلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ نَافِعٍ قَالَ قَالَ عُمَرُ وَهٰذَا اَصَحُّ ـ

৫৭১। আবু মামার--- ইবন উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে

ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ যদি আমরা মসজিদে নববীর এই দরজাটি মহিলাদের জন্য নির্দিষ্ট করে দিতাম (তবে খুবই উত্তম হত)।
রাবী নাফে বলেন, ইবৃন উমার (রা) তাঁর ইন্তেকালের পূর্ব পর্যন্ত এই দরজা দিয়ে এ কারণে আর কোন দিন প্রবেশ করেননি। ইমাম আবু দাউদ বলেন, এই হাদীছ ইসমাঈল ইবৃন ইবৃরাহীম হতেও বর্ণিত হয়েছে এবং এটা বিশুদ্ধ অভিমত।

٦٠. بَابُ السَّعْيِ اِلَى الصَّلٰوةِ

৬০. অনুচ্ছেদঃ দৌড়ে নামাযের জন্য যাওয়া

٥٧٢- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ ثَنَا عَنْبَسَةُ اَخْبَرَنِي يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ اَخْبَرَنِيْ سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَاَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَانِ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اِذَا اُقِيْمَتِ الصَّلٰوةُ فَلَا تَاْتُوْهَا تَسْعَوْنَ وَاْتُوْهَا تَمْشُوْنَ وَعَلَيْكُمُ السَّكِيْنَةُ فَمَا اَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوْا وَمَا فَاتَكُمْ فَاَتِمُّوْا - قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ كَذَا قَالَ الزُّبَيْدِيُّ وَابْنُ اَبِيْ ذِئْبٍ وَاِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ وَمَعْمَرٌ وَشُعَيْبُ بْنُ اَبِيْ حَمْزَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَمَا فَاتَكُمْ فَاَتِمُّوْا وَقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَحْدَهُ فَاقْضُوْا وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ وَجَعْفَرُ بْنُ رَبِيْعَةَ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ فَاَتِمُّوْا وَابْنُ مَسْعُوْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَبُوْ قَتَادَةَ وَاَنَسٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّهُمْ فَاَتِمُّوْا -

৫৭২। আহ্‌মাদ ইবৃন সালেহ্‌---- আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছিঃ যখন নামাযের জন্য ইকামত দেয়া হয় তখন তার জন্য (জামাআতে শরীক হওয়ার জন্য) তোমরা শান্ত ও স্বাভাবিক গতিতে হেঁটে যাও, দৌড়িয়ে যেয়ো না। অতঃপর তোমরা ইমামের সাথে যা পাও (যত রাকাত নামায পাও) তা আদায় কর এবং যা না পাও তা পরে পূরণ কর– (বুখারী, মুসলিম, ইবৃন মাজা, নাসাঈ, তিরমিযী)।
ইমাম আবু দাউদ বলেন, আয–যুবায়দী, ইবৃন আবু যি'ব, ইবৃরাহীম ইবৃন সা'দ, মুআম্মার, শুআয়েব ইবৃন আবু হাম্‌যা–যুহরী হতে বর্ণনা করেছেন যে, "তোমরা যে নামায না পাও তা পরে পূরণকরবে।"

ইবুন উয়ায়না কেবলমাত্র যুহ্রী হতে এইরূপ বর্ণনা করেছেন যে, "তোমরা আদায় করবে।" মুহাম্মাদ ইবুন আমর- আবু সালমা হতে, তিনি আবু হুরায়রা (রা) হতে এবং জাফর ইবুন রবীআ (রহ) আল-আরাজ হতে, তিনি হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে এরূপ বর্ণনা করেছেন যে, "তোমরা তা পূর্ণ করবে।"
হযরত ইবুন মাসউদ (রা) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হতে এবং হযরত আবু কাতাদা ও আনাস (রা) প্রমুখ সকলেই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হতে এরূপ বর্ণনা করেছেনঃ "তোমরা নামায পূর্ণ কর।

٥٧٣- حَدَّثَنَا اَبُوْ الْوَلِيْدِ الطَّيَالِسِيُّ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ائْتُوا الصَّلٰوةَ وَعَلَيْكُمُ السَّكِيْنَةُ فَصَلُّوْا مَآ اَدْرَكْتُمْ وَاقْضُوْا مَا سَبَقَكُمْ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَكَذَا قَالَ ابْنُ سِيْرِيْنَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ وَلْيَقْضِ وَكَذَا قَالَ اَبُوْ رَافِعٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ وَاَبِىْ ذَرٍّ رَوَى عَنْهُ فَاَتِمُّوْا وَاقْضُوْا وَاخْتُلِفَ عَنْهُ ـ

৫৭৩। আবুল ওয়ালীদ--- আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেনঃ তোমরা শান্তির সাথে নামাযের জন্য আস। অতঃপর তোমরা ইমামের সাথে যা পাবে তা আদায় করবে এবং যা না পাবে তা পরে পূর্ণ করবে। এছাড়া অন্যান্য বর্ণনায় সামান্য শাব্দিক পার্থক্য সহকারে এরূপই বিবৃত হয়েছে।

٦١. بَابٌ فِى الْجَمْعِ فِى الْمَسْجِدِ مَرَّتَيْنِ

৬১. অনুচ্ছেদঃ একই নামায দুইবার একই মসজিদে জামাআতে আদায় করা

٥٧٤- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ ثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ سُلَيْمَانَ الْاَسْوَدِ عَنْ اَبِى الْمُتَوَكِّلِ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَبْصَرَ رَجُلًا يُّصَلِّىْ وَحْدَهُ فَقَالَ اَلَا رَجُلٌ يَّتَصَدَّقُ عَلٰى هٰذَا فَيُصَلِّىْ مَعَهُ ـ

৫৭৪। মূসা ইবুন ইসমাঈল--- আবু সাঈদ আল্-খুদরী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এক ব্যক্তিকে (জামাআতের পর) একাকী নামায আদায় করতে দেখে বলেনঃ তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নাই কি- যে এই ব্যক্তিকে সদকা দিয়ে তার সাথে একত্রে নামায পড়তে পারে? - (তিরমিযী)।

٦٢. بَابُ فِيْ مَنْ صَلَّى فِيْ مَنْزِلِهِ ثُمَّ اَدْرَكَ الْجَمَاعَةَ يُصَلِّيْ مَعَهُمْ

৬২. অনুচ্ছেদঃ ঘরে একাকী নামায আদায়ের পর মসজিদে গিয়ে জামাআত পেলে তাতে শরীক হবে

٥٧٥- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ ثَنَا شُعْبَةُ اَخْبَرَنِيْ يَعْلَى بْنُ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيْدَ بْنِ الْاَسْوَدِ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ غُلَامٌ شَابٌّ فَلَمَّا صَلَّى اِذَا رَجُلَانِ لَمْ يُصَلِّيَا فِيْ نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ فَدَعَا بِهِمَا فَجِيْئَ بِهِمَا تَرْعُدُ فَرَائِصُهُمَا فَقَالَ مَا مَنَعَكُمَا اَنْ تُصَلِّيَا مَعَنَا قَالَا قَدْ صَلَّيْنَا فِيْ رِحَالِنَا فَقَالَ لَا تَفْعَلُوْا اِذَا صَلَّى اَحَدُكُمْ فِيْ رَحْلِهِ ثُمَّ اَدْرَكَ الْاِمَامَ وَلَمْ يُصَلِّ فَلْيُصَلِّ مَعَهُ فَاِنَّهَا لَهُ نَافِلَةٌ ـ

৫৭৫। হাফ্‌স ইব্‌ন উমার--- জাবের ইব্‌ন ইয়াযীদ ইবনুল আসওয়াদ থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। একদা যৌবনের প্রারম্ভে তিনি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সাথে জামাআতে নামায আদায় করেন। নামায শেষে দেখা যায় যে, দুই ব্যক্তি জামাআতে শরীক না হয়ে মসজিদের কোনায় বসে আছে। তখন তাদেরকে ডাকা হলে তারা নবী করীম (স)-এর খিদমতে ভীত প্রকম্পিত অবস্থায় হাযির হয়। অতঃপর তিনি তাদের জিজ্ঞেস করেনঃ আমাদের সাথে নামায় আদায় করতে কিসে তোমাদের বাধা দিয়েছে? তারা বলে, আমরা আমাদের ঘরে নামায আদায় করেছি। তিনি বলেনঃ তোমরা এইরূপ করবে না, বরং কেউ ঘরে নামায আদায়ের পর মসজিদে ইমামকে নামাযরত পেলে তার সাথে শরীক হয়ে নামায আদায় করবে এবং তা তার জন্য নফল হিসেবে গণ্য হবে- (তিরমিযী)।

٥٧٦- حَدَّثَنَا ابْنُ مُعَاذٍ ثَنَا اَبِيْ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصُّبْحَ بِمِنًى بِمَعْنَاهُ ـ

৫৭৬। ইব্‌ন মুআয--- জাবের ইব্‌ন ইয়াযীদ (রহ) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মিনাতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সাথে ফজরের নামায আদায় করি --হাদীছের অবশিষ্টাংশ পূর্বোক্ত হাদীছের অনুরূপ।

٥٧٧- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيْسٰى عَنْ سَعِيْدِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ نُوْحِ بْنِ صَعْصَعَةَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ جِئْتُ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّلٰوةِ فَجَلَسْتُ وَلَمْ اَدْخُلْ مَعَهُمْ فِي الصَّلٰوةِ قَالَ فَانْصَرَفَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَاٰى يَزِيْدَ جَالِسًا فَقَالَ اَلَمْ تُسْلِمْ يَا يَزِيْدُ قَالَ بَلٰى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَدْ اَسْلَمْتُ قَالَ فَمَا مَنَعَكَ اَنْ تَدْخُلَ مَعَ النَّاسِ فِي صَلَاتِهِمْ قَالَ اِنِّيْ كُنْتُ قَدْ صَلَّيْتُ فِي مَنْزِلِيْ وَاَنَا اَحْسِبُ اَنْ قَدْ صَلَّيْتُمْ فَقَالَ اِذَا جِئْتَ اِلَى الصَّلٰوةِ فَوَجَدْتَ النَّاسَ فَصَلِّ مَعَهُمْ وَاِنْ كُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ تَكُنْ لَكَ نَافِلَةً وَهٰذِهِ مَكْتُوْبَةٌ -

৫৭৭। কুতায়বা--- ইয়াযীদ ইব্ন আমের (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের খিদমতে হাযির হয়ে তাঁকে নামাযে রত পাই। আমি তাঁদের সাথে নামাযে শরীক না হয়ে বসে থাকি। রাবী বলেন, অতঃপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম নামাযান্তে আমাদের প্রতি লক্ষ্য করে দেখেন যে, ইয়াযীদ বসে অছেন। তখন নবী করীম (স) তাকে জিজ্ঞেস করেনঃ হে ইয়াযীদ! তুমি কি ইসলাম কবুল কর নাই? আমি বলি- হাঁ, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি। তখন তিনি বলেনঃ তবে কিসে তোমাকে লোকদের সাথে জামাআতে শরীক হতে বাধা দিয়েছে? আমি বলি, অমার ধারণা ছিল যে, মসজিদের জামাআত সমাপ্ত হয়েছে, সে কারণে আমি বাড়িতে একাকী নামায আদায় করে এসেছি। তখন তিনি বলেনঃ যখন তুমি মসজিদে এসে লোকদের জামাআতে নামায আদায় করতে দেখবে, তখন তাদের সাথে তুমিও নামায পড়বে এবং তা তোমার জন্য নফল হবে এবং আগে পড়া নামায ফরয হিসাবে গণ্য হবে।

٥٧٨- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى ابْنِ وَهْبٍ اَخْبَرَنِيْ عَمْرٌو عَنْ بُكَيْرٍ اَنَّهُ سَمِعَ عَفِيْفَ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْمُسَيَّبِ يَقُوْلُ حَدَّثَنِيْ رَجُلٌ مِّنْ بَنِيْ اَسَدِ بْنِ خُزَيْمَةَ اَنَّهُ سَاَلَ اَبَا اَيُّوْبَ الْاَنْصَارِيَّ فَقَالَ يُصَلِّيْ اَحَدُنَا فِي مَنْزِلِهِ الصَّلٰوةَ ثُمَّ يَاْتِي الْمَسْجِدَ وَتُقَامُ الصَّلٰوةُ فَاُصَلِّيْ مَعَهُمْ فَاَجِدُ فِيْ نَفْسِيْ مِنْ ذٰلِكَ شَيْئًا فَقَالَ اَبُوْ اَيُّوْبَ سَاَلْنَا عَنْ ذٰلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ فَذٰلِكَ لَهُ سَهْمُ جَمْعٍ -

৫৭৮। আহ্‌মদ ইব্‌ন সালেহ---- বানূ আসাদ ইব্‌ন খুযাইমা গোত্রের এক ব্যক্তি আবু আইউব আনসারী (রা)–কে জিজ্ঞেস করেন, আমাদের কেউ ঘরে একাকী নামায আদায়ের পর মসজিদে এসে দেখতে পায় যে, সেখানে জামাআত শুরু হয়েছে। এমতাবস্থায় ঐ ব্যক্তি জামাআতে শরীক হয়ে নামায আদায় করতে পারবে কি না– এ ব্যাপারে আমি সন্দীহান। আবু আইউব (রা) বলেন, এ ব্যাপারে আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করায় তিনি বলেনঃ সে ঐ জামাআতে শরীক হলে ছওয়াব প্রাপ্ত হবে।

٦٣. بَابُ اِذَا صَلَّى فِيْ جَمَاعَةٍ ثُمَّ اَدْرَكَ جَمَاعَةً اَيُعِيْدُ

৬৩. অনুচ্ছেদঃ জামাআতে নামায আদায়ের পর অন্যত্র গিয়ে জামাআত পেলে তাতে শরীক হবে কি?

٥٧٩– حَدَّثَنَا اَبُوْ كَامِلٍ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ ثَنَا حُسَيْنٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ سُلَيْمَانَ يَعْنِيْ مَوْلَى مَيْمُوْنَةَ قَالَ اَتَيْتُ ابْنَ عُمَرَ عَلَى الْبَلَاطِ وَهُمْ يُصَلُّوْنَ فَقُلْتُ اَلَا تُصَلِّيْ مَعَهُمْ قَالَ قَدْ صَلَّيْتُ اِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لَا تُصَلُّوْا صَلٰوةً فِيْ يَوْمٍ مَّرَّتَيْنِ -

৫৭৯। আবু কামিল---- সুলায়মান (রহ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইব্‌ন উমার (রা)–র সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে মদীনার নিকটবর্তী বিলাত নামক স্থানে আসি। আমি তাঁদেরকে নামাযে রত পাই। আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করি, "আপনি কেন তাদের সাথে নামায আদায় করছেন না?" তিনি বলেন, আমি ইতিপূর্বে জামাআতে নামায আদায় করেছি। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছিঃ তোমরা একই ফরয নামায একই দিনে দু'বার আদায় করো না (অর্থাৎ একই নামায ফরয হিসেবে দু'বার আদায় করা যাবে না, বরং পরবর্তী নামাযটি নফল হিসাবে আদায় করা যেতে পারে)– (নাসাঈ)।

٦٢. بَابُ فِيْ جُمَّاعِ الْاِمَامَةِ وَفَضْلِهَا

৬৪. অনুচ্ছেদঃ ইমামতির ফযীলাত সম্পর্কে

٥٨٠– حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِيْ يَحْيَى بْنُ اَيُّوْبَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ حَرْمَلَةَ عَنْ اَبِيْ عَلِيٍّ الْهَمْدَانِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ

يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ اَمَّ النَّاسَ فَاَصَابَ الْوَقْتَ فَلَهُ وَلَهُمْ وَمَنِ انْتَقَصَ مِنْ ذٰلِكَ شَيْئًا فَعَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِمْ -

৫৮০। সুলায়মান ইব্ন দাউদ— উক্বা ইবন আমের (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, অমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছিঃ যে ব্যক্তি সঠিক সময়ে লোকদের নিয়ে জামাআতে নামায আদায় করছে– এজন্য সে (ইমাম) নিজে এবং মুক্তাদীগণও পরিপূর্ণ ছওয়াবের অধিকারী হবে। অপরপক্ষে যদি কোন সময় ইমাম সঠিক সময়ে নামায আদায় করে তবে এজন্য সে দায়ী হবে কিন্তু মুক্তাদীগণ পরিপূর্ণ ছওয়াবের অধিকারী হবে– (ইব্ন মাজা)।

٦٥. بَابُ فِى كَرَاهِيَةِ التَّدَافُعِ عَنِ الْاِمَامَةِ

৬৫. অনুচ্ছেদঃ ইমামতি করতে একে অপরের সাথে ঝগড়া করবে না

٥٨١- حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ عَبَّادٍ الْاَزْدِىُّ ثَنَا مَرْوَانُ حَدَّثَتْنِىْ طَلْحَةُ اُمُّ غُرَابٍ عَنْ عُقَيْلَةَ امْرَأَةِ بَنِىْ فَزَارَةَ مَوْلَاةٍ لَّهُمْ عَنْ سَلَامَةَ بِنْتِ الْحُرِّ اُخْتِ خَرَاشَةَ بْنِ الْحُرِّ الْفَزَارِىِّ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اِنَّ مِنْ اَشْرَاطِ السَّاعَةِ اَنْ يَّتَدَافَعَ اَهْلُ الْمَسْجِدِ لَا يَجِدُوْنَ اِمَامًا يُّصَلِّىْ بِهِمْ -

৫৮১। হারূন ইব্ন আব্বাদ— সালামা বিন্তুল হুর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছিঃ কিয়ামতের নিদর্শনাবলীর মধ্যে এও একটি যে, যখন মসজিদের মুসল্লীগণ সকলেই নামাযের জন্য ইমামতি করতে রাযী না হওয়ায় পরিস্থিতি এমন হবে যে– কাউকেও ইমামতি করার যোগ্য হিসেবে পাওয়া যাবে না (আখেরী যামানায় তা লোকদের অজ্ঞতার কারণে হবে)– (ইব্ন মাজা)।

٦٦. بَابُ مَنْ اَحَقُّ بِالْاِمَامَةِ

৬৬. অনুচ্ছেদঃ ইমামতির জন্য যোগ্য ব্যক্তি সম্পর্কে

٥٨٢- حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ الطَّيَالِسِىُّ ثَنَا شُعْبَةُ اَخْبَرَنِىْ اِسْمٰعِيْلُ بْنُ رَجَاءٍ قَالَ سَمِعْتُ اَوْسَ بْنَ ضَمْعَجٍ يُّحَدِّثُ عَنْ اَبِىْ مَسْعُوْدٍ الْبَدْرِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَؤُمُّ الْقَوْمَ اَقْرَؤُهُمْ بِكِتَابِ اللّٰهِ وَاَقْدَمُهُمْ قِرَاءَةً فَاِنْ كَانُوْا فِى الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَلْيَؤُمَّهُمْ اَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً فَاِنْ كَانُوْا فِى الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَلْيَؤُمَّهُمْ اَكْبَرُهُمْ سِنًّا وَلَا يُؤَمَّ الرَّجُلُ فِى بَيْتِهِ وَلَا فِى سُلْطَانِهِ وَلَا يُجْلَسُ عَلَى تَكْرِمَتِهِ اِلَّا بِاِذْنِهِ قَالَ شُعْبَةُ فَقُلْتُ لِاِسْمٰعِيْلَ مَا تَكْرِمَتُهُ قَالَ فِرَاشُهُ ـ

৫৮২। আবুল ওয়ালীদ— আবু মাসউদ আল-বদরী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ উপস্থিত লোকদের মধ্যে আল্লাহ্‌র কিতাব (ও তার কিরাআত) সম্পর্কে সর্বাধিক অভিজ্ঞ ব্যক্তি তাদের ইমামতি করবে। যদি এ বিষয়ে সকলে সমান যোগ্যতার অধিকারী হয়, তবে যিনি প্রথম হিজরতকারী ব্যক্তি তিনি ইমাম হবেন। যদি তাতেও সকলে সমান হয়, তবে যিনি অধিক বয়স্ক হবেন– তিনিই ইমামতি করবেন। কোন ব্যক্তি যেন অন্য কোন স্থানে অথবা অন্যের আধিপত্যের স্থানে ইমামতি না করে, কারো জন্য নির্দ্ধারিত আসনে তার অনুমতি ব্যতিরেকে যেন আসন গ্রহণ না করে। অর্থাৎ ইমাম বা অন্য কারো জন্য নির্দ্ধারিত বিছানায় যেন না বসে[১]– (মুসলিম, তিরমিযী, ইব্‌ন মাজা, নাসাঈ)।

٥٨٣– حَدَّثَنَا ابْنُ مُعَاذٍ ثَنَا اَبِىْ عَنْ شُعْبَةَ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ قَالَ فِيْهِ وَلَا يَؤُمُّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ ـ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَكَذَا قَالَ يَحْيَى الْقَطَّانُ عَنْ شُعْبَةَ اَقْدَمُهُمْ قِرَاءَةً ـ

৫৮৩। ইব্‌ন মুআয— শোবা (রহ) হতে উপরোক্ত হাদীছটি বর্ণিত হয়েছে। তাঁর বর্ণনায় আরও আছেঃ অন্যের ইমামতির স্থানে অনুমতি ব্যতীত যেন ইমামতি না করে।

ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেন, ইয়াহ্‌ইয়া–শো'বা হতে অনুরূপভাবে বর্ণনা করেছেন যে, ইমামতির জন্য যোগ্যতম হল কুরআন সম্পর্কে অভিজ্ঞ ব্যক্তি।

٥٨٤– حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِسْمٰعِيْلَ بْنِ رَجَاءٍ عَنْ اَوْسِ بْنِ ضَمْعَجٍ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا مَسْعُوْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ قَالَ فَاِنْ كَانُوْا فِى الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَاَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ فَاِنْ كَانُوْا فِى السُّنَّةِ سَوَاءً فَاَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً وَلَمْ يَقُلْ فَاَقْدَمُهُمْ قِرَاءَةً ـ

১। এই হাদীছের মর্মানুযায়ী মসজিদের ইমাম ও মুআযযিন ছাড়া অন্য কারো জন্য জায়নামায রাখা বা নামাযের নির্দিষ্ট স্থান রাখা উচিৎ নয়। এতে ইসলামী সমতা ও সৌভ্রাতৃত্বের মান ক্ষুন্ন হয়।

৫৮৪। আল-হাসান ইব্‌ন আলী--- হযরত আবু মাসউদ (রা) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হতে উপরোক্ত হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তিনি (স) বলেনঃ যদি সকলে কিরাআতের মধ্যে সমান হয় তবে যে ব্যক্তি সুন্নাহ্ (হাদীছ) সম্পর্কে বেশী অভিজ্ঞ সে-ই ইমামতি করবে। এতেও যদি সকলে সমান হয় তবে প্রথম হিজরতকারী ব্যক্তি ইমামতি করবে। এই হাদীছে "ফাআকদামুহুম কিরাআতান" শব্দের উল্লেখ নাই- (মুসলিম, তিরমিযী, ইব্‌ন মাজা, নাসাঈ)।

٥٨٥- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ اِسْمٰعِيلَ ثَنَا حَمَّادٌ اَنَا اَيُّوبُ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَلَمَةَ قَالَ كُنَّا بِحَاضِرٍ يَمُرُّبِنَا النَّاسُ اِذَا اَتَوُا النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانُوْا اِذَا رَجَعُوْا اَمَرُّوْا بِنَا فَاَخْبَرُوْنَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَذَا وَكَذَا وَكُنْتُ غُلَامًا حَافِظًا فَحَفِظْتُ مِنْ ذٰلِكَ قُرْاٰنًا كَثِيْرًا فَانْطَلَقَ اَبِىْ وَافِدًا اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ نَفَرٍمِّنْ قَوْمِهِ فَعَلَّمَهُمُ الصَّلٰوةَ وَقَالَ يَؤُمُّكُمْ اَقْرَؤُكُمْ فَكُنْتُ اَقْرَأَهُمْ لِمَا كُنْتُ اَحْفَظُ فَقَدَّمُوْنِىْ فَكُنْتُ اَؤُمُّهُمْ وَعَلَىَّ بُرْدَةٌ لِّىْ صَغِيْرَةٌ صَفْرَاءُ فَكُنْتُ اِذَا سَجَدْتُّ تَكَشَّفَتْ عَنِّىْ فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنَ النِّسَاءِ وَارُوْا عَنَّا عَوْرَةَ قَارِئِكُمْ فَاشْتَرَوْا لِىْ قَمِيْصًا عُمَانِيًّا فَمَا فَرِحْتُ بِشَىْءٍ بَعْدَ الْاِسْلَامِ فَرَحِىْ بِهِ فَكُنْتُ اَؤُمُّهُمْ وَ اَنَا ابْنُ سَبْعِ سِنِيْنَ اَوْ ثَمَانِ سِنِيْنَ ـ

৫৮৫। মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল--- আমর ইব্‌ন সালামা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা লোকজনের সমবেত কেন্দ্রে উপস্থিত ছিলাম। এ সময় এক প্রতিনিধি দল নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নিকট আগমন করে। তাঁরা প্রত্যাবর্তনের সময় আমাদের পাশ দিয়ে গমনকালে বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এইরূপ বলেছেন। রাবী বলেন, এ সময় আমার বয়স কম ছিল এবং স্মরণশক্তি ছিল প্রখর। ফলে এ সময়ে আমি কুরআনের অনেকাংশ কণ্ঠস্থ করে ফেলি।

রাবী বলেন, একদা আমার পিতা তাঁর গোত্রের প্রতিনিধি হিসেবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নিকট যান। তখন তিনি তাদেরকে নামাযের নিয়ম-কানুন শিক্ষা দেন এবং এ কথাও বলেন যে, তোমাদের মধ্যে যার অধিক কুরআন মুখস্থ আছে- সে যেন ইমামতি করে। আমি অধিক কুরআন মুখস্থকারী ও বিশুদ্ধরূপে পাঠকারী হিসেবে তাঁরা আমাকেই ইমামতির দায়িত্ব প্রদান করেন। অতঃপর আমি তাঁদের ইমামতি করতে থাকি। এ সময় আমার গায়ে হলুদ বর্ণের একটি ছোট চাদর ছিল। নামাযের সময় যখন আমি সিজদায় যেতাম- তখন তা খুলে যেত।

মহিলাদের মধ্যে একজন বলেন, তোমরা তোমাদের ইমামের সতর ঢাকার ব্যবস্থা কর। অতঃপর তারা আমার জন্য একটি ইয়ামন দেশীয় জামা খরিদ করেন; যার ফলে ইসলাম গ্রহণের পর আমি এর চাইতে অধিক খুশী আর হই নাই। আমি এমন সময় হতে তাঁদের ইমামতি করতে আরম্ভ করি যখন আমার বয়স ছিল মাত্র ৭ বা ৮ বছর[১]– (বুখারী, নাসাঈ)।

٥٨٦- حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ ثَنَا زُهَيْرٌ ثَنَا عَاصِمٌ الْاَحْوَلُ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَلَمَةَ بِهٰذَا الْخَبَرِ قَالَ فَكُنْتُ اَؤُمُّهُمْ فِى بُرْدَةٍ مُوَصَّلَةٍ فِيهَا فَتْقٌ فَكُنْتُ اِذَا سَجَدْتُ خَرَجَتِ اسْتِىْ -

৫৮৬। আন–নুফায়লী— আমর ইব্‌ন সালামা (রা) হতে এই হাদীছটি বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, আমি আমার সম্প্রদায়ের ইমামতি করতাম একটি চাদর পরিধান করে, যা ফাটা ও তালিযুক্ত ছিল। এমতাবস্থায় যখন আমি সিজদায় যেতাম তখন আমার পাছা অনাবৃত হয়ে যেত।

٥٨٧- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مِسْعَرِ بْنِ حَبِيبٍ الْجَرْمِيِّ ثَنَا عَمْرُو بْنُ سَلَمَةَ عَنْ اَبِيهِ اَنَّهُمْ وَفَدُوا اِلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا اَرَادُوا اَنْ يَّنْصَرِفُوا قَالُوا يَا رَسُولَ اللّٰهِ مَنْ يَّؤُمُّنَا قَالَ اَكْثَرُكُمْ جَمْعًا لِّلْقُرْاٰنِ اَوْ اَخْذًا لِّلْقُرْاٰنِ فَلَمْ يَكُنْ اَحَدٌ مِّنَ الْقَوْمِ جَمَعَ مَا جَمَعْتُ فَقَدَّمُونِى وَاَنَا غُلَامٌ وَعَلَىَّ شَمْلَةٌ لِّىْ قَالَ فَمَا شَهِدْتُ مَجْمَعًا مِّنْ جَرْمٍ اِلَّا كُنْتُ اِمَامَهُمْ وَكُنْتُ اُصَلِّى عَلٰى جَنَائِزِهِمْ اِلٰى يَوْمِىْ هٰذَا - قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَرَوَاهُ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ مِسْعَرِ بْنِ حَبِيبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَلَمَةَ قَالَ لَمَّا وَفَدَ قَوْمِىْ اِلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَقُلْ عَنْ اَبِيهِ -

৫৮৭। কুতায়বা— আমর ইব্‌ন সালামা থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তাঁরা প্রতিনিধি হিসাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের খিদমতে উপস্থিত হন। তাঁরা সেখান হতে প্রত্যাবর্তনের সময় বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের নামাযে কে ইমামতি করবে? তিনি বলেনঃ তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি কুরআন সম্পর্কে অধিক অভিজ্ঞ বা অধিক জ্ঞানী– সে ইমামতি

১। ইমাম আবু হানীফা (রহ)–এর মতানুযায়ী ফরয নামাযের জন্য নাবালকের ইমামতি জায়েয নয়। এটা ইসলামের প্রারম্ভিক যুগের ঘটনা, যখন শরীআতের হুকুম–আহকাম পরিপূর্ণভাবে নাযিল হয়নি।– (অনুবাদক)

করবে। রাবী বলেন, এ সময় আমার সম্প্রদায়ের মধ্যে কুরআন সম্পর্কে আমিই অধিক অভিজ্ঞ ছিলাম। তাই তারা আমাকে ইমাম নিযুক্ত করেন, কিন্তু তখন আমার বয়স ছিল খুবই কম। তখন আমার পরনে একটি ছোট চাদর থাকত এবং বয়সের স্বল্পতা হেতু আমি তাঁদের সাথে উঠাবসা না করলেও অমি তাঁদের জামাআতে ইমামতি করতাম এবং জানাযার নামাযও পড়াতাম। ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেন, ইয়াযীদ ইব্‌ন হারূনের সূত্রে বর্ণিত হাদীছে "আন আবীহি" শব্দের উল্লেখনেই।

٥٨٨- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ ثَنَا اَنَسٌ يَّعْنِي ابْنَ عِيَاضٍ ح وَحَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ خَالِدٍ الْجُهَنِيُّ الْمَعْنٰى قَالَا ثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَّافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّهُ لَمَّا قَدِمَ الْمُهَاجِرُوْنَ الْاَوَّلُوْنَ نَزَلُوا الْعُصْبَةَ قَبْلَ مَقْدَمِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ يَؤُمُّهُمْ سَالِمٌ مَّوْلٰى حُذَيْفَةَ وَكَانَ اَكْثَرَهُمْ قُرْاٰنًا زَادَ الْهَيْثَمُ وَفِيْهِمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَاَبُوْ سَلَمَةَ ابْنُ عَبْدِ الْاَسَدِ ـ

৫৮৮। আল-কানাবী-- নাফে (রহ) হযরত ইব্‌ন উমার (রা) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, মুহাজিরদের প্রথম দলটি যখন কুবার নিকটবর্তী আসবাহ নামক স্থানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু অলাইহে ওয়া সাল্লামের আগেই অবতরণ করেন-তখন তাঁদের ইমামতি করতেন হযরত সালেম (রা)-যিনি ছিলেন হযরত আবু হুযায়ফা (রা)-র আযাদকৃত গোলাম। তাদের মধ্যে তিনিই ছিলেন কুরআন সম্পর্কে সমধিক অভিজ্ঞ।

রাবী হাইছামের বর্ণনায় আরও আছেঃ ঐ দলে উমার ইব্‌নুল খাত্তাব (রা) এবং আবু সালামা ইব্‌ন আবদুল আসাদ প্রমুখ বিশিষ্ট সাহাবীরাও ছিলেন- (বুখারী)।

٥٨٩- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ثَنَا اِسْمٰعِيْلُ ح وَثَنَا مُسَدَّدٌ ثَنَا مَسْلَمَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَعْنٰى وَاحِدٌ عَنْ خَالِدٍ عَنْ اَبِيْ قِلَابَةَ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ اَوْ لِصَاحِبٍ لَّهُ اِذَا حَضَرَتِ الصَّلٰوةُ فَاَذِّنَا ثُمَّ اَقِيْمَا ثُمَّ لِيَؤُمَّكُمَا اَكْبَرُكُمَا سِنًّا ـ وَّفِيْ حَدِيْثِ مَسْلَمَةَ قَالَ وَكُنَّا يَوْمَئِذٍ مُتَقَارِبِيْنَ فِي الْعِلْمِ ـ وَقَالَ فِيْ حَدِيْثِ اِسْمٰعِيْلَ قَالَ خَالِدٌ قُلْتُ لِاَبِيْ قِلَابَةَ فَاَيْنَ الْقُرْاٰنُ قَالَ اِنَّهُمَا كَانَا مُتَقَارِبَيْنِ ـ

৫৮৯। মুসাদ্দাদ---- মালিক ইবনুল হুয়ায়রিছ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁকে অথবা তাঁর সাথীকে বলেনঃ নামাযের সময় উপস্থিত হলে– আযান ও ইকামতের পর তোমাদের মধ্যেকার বয়স্ক ব্যক্তি নামাযে ইমামতি করবে।
রাবী মাসলামার হাদীছে উল্লেখ আছে যে, ঐ সময় আমরা সকলেই প্রায় সমান ইলমের অধিকারী ছিলাম। ইসমাঈল হতে বর্ণিত হাদীছে উল্লেখ আছে যে, রাবী খালিদ বলেন, তখন আমি আবু কিলাবাকে বলি, 'কুরআনে অধিক অভিজ্ঞ' এ শব্দটি কেন উল্লেখ করা হয় নাই? তিনি বলেন, মালিক ও তাঁর সাথী– উভয়ই কুরআনে সম–জ্ঞানের অধিকারী থাকায় রাসূলুল্লাহ (স) কুরআনের কথা এখানে উল্লেখ করেন নাই (বরং বয়সের কথা বলেছেন)।

٥٩٠- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عِيسَى الْحَنَفِىُّ ثَنَا الْحَكَمُ بْنُ اَبَانٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُؤَذِّنْ لَكُمْ خِيَارُكُمْ وَ لِيَؤُمَّكُمْ قُرَّاؤُكُمْ -

৫৯০। উছমান ইবন আবু শায়বা---- ইবন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ তোমাদের মধ্যেকার উত্তম ব্যক্তি যেন আযান দেয় এবং বিশুদ্ধরূপে কুরআন পাঠকারী যেন তোমাদের ইমামতি করে– (ইবন মাজা)।

٦٧. بَابُ اِمَامَةِ النِّسَاءِ

৬৭. অনুচ্ছেদঃ মহিলাদের ইমামতি করা সম্পর্কে

٥٩١- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ جُمَيْعٍ حَدَّثَتْنِى جَدَّتِى وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ خَلَّادٍ الْاَنْصَارِىُّ عَنْ اُمِّ وَرَقَةَ بِنْتِ نَوْفَلٍ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا غَزَا بَدْرًا قَالَتْ قُلْتُ لَهُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ائْذَنْ لِىْ فِى الْغَزْوِ مَعَكَ اُمَرِّضُ مَرْضَاكُمْ لَعَلَّ اللّٰهَ اَنْ يَّرْزُقَنِىْ شَهَادَةً قَالَ قَرِّىْ فِىْ بَيْتِكِ فَاِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ يَرْزُقُكِ الشَّهَادَةَ قَالَ فَكَانَتْ تُسَمَّى الشَّهِيْدَةَ - قَالَ وَكَانَتْ قَدْ قَرَأَتِ الْقُرْاٰنَ فَاسْتَاْذَنَتِ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ تَتَّخِذَ فِىْ دَارِهَا مُؤَذِّنًا فَاَذِنَ لَهَا - قَالَ وَكَانَتْ دَبَّرَتْ غُلَامًا لَهَا وَجَارِيَةً فَقَالَ مَا اِلَيْهَا ·

بِاللَّيْلِ فَغَمَّاهَا بِقَطِيفَةٍ لَّهَا حَتَّى مَاتَتْ وَذَهَبَا فَاَصْبَحَ عُمَرُ فَقَامَ فِي النَّاسِ فَقَالَ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْ هٰذَيْنِ عِلْمٌ اَوْ مَنْ رَاٰهُمَا فَلْيَجِئْ بِهِمَا فَاَمَرَ بِهِمَا فَصُلِبَا فَكَانَا اَوَّلَ مَصْلُوبٍ فِي الْمَدِينَةِ ۔

৫৯১। উছমান ইব্‌ন আবু শায়বা---- উম্মে ওয়ারাকা বিন্‌তে নাওফাল (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, বদরের যুদ্ধের সময় আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে বলি- ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে এই যুদ্ধে অংশ গ্রহণের অনুমতি দান করুন, যাতে অমি যুদ্ধাহত সেনানীদের সেবা শুশ্রূষা করার সময় শাহাদাত বরণ করতে পারি। জবাবে তিনি বলেনঃ তুমি স্বগৃহে অবস্থান কর। আল্লাহ্ রব্বুল আলামীন তোমাকে শাহাদাত নসীব করবেন।
রাবী বলেন, এজন্য তাঁকে শহীদ আখ্যায়িত করা হত। রাবী আরও বলেন, তিনি কুরআন সম্পর্কে বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন। একদা তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নিকট আরয করেন যে, তাঁর ঘরে আযানের জন্য যেন একজন মুআযযিন নিযুক্ত করা হয় (মহিলাদের জামাআত কায়েমের উদ্দেশ্যে)।
(তাঁর শাহাদাত বরণের ঘটনা এই যে,) তিনি তাঁর এক দাস ও এক দাসীকে এই চুক্তিতে আযাদ করেন যে, আমার মৃত্যুর পর তোমরা আযাদ হবে। একদা রাতে তারা (দাস-দাসী) তাঁকে চাদর দিয়ে আবৃত করে শ্বাসরুদ্ধ করে হত্যা করে এবং পালিয়ে চলে যায়। পরদিন সকালে হযরত উমার (রা) তাঁকে মৃত অবস্থায় দেখে সকলের নিকট বলেন, তাঁর নিকট যে দাস-দাসী থাকত তাদের সম্পর্কে তোমাদের যে ব্যক্তি অবগত আছে সে যেন তাদেরকে আমার নিকট হাযির করে। (অতঃপর উপস্থিত করা হলে তারা তাঁকে হত্যা করেছে বলে স্বীকার করে) তখন তাদেরকে শূলিবিদ্ধ করে হত্যা করা হয় এবং মদীনাতে এটাই শূলিবিদ্ধ করে মৃত্যুদন্ডের সর্বপ্রথম ঘটনা।

٥٩٢- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ حَمَّادٍ الْحَضْرَمِيُّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفُضَيْلِ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ جُمَيْعٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ خَلَّادٍ عَنْ اُمِّ وَرَقَةَ بِنْتِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَارِثِ بِهٰذَا الْحَدِيثِ وَالْاَوَّلُ اَتَمُّ قَالَ وَكَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَزُورُهَا فِي بَيْتِهَا وَجَعَلَ لَهَا مُؤَذِّنًا يُّؤَذِّنُ لَهَا وَاَمَرَهَا اَنْ تَؤُمَّ اَهْلَ دَارِهَا ۔ قَالَتْ عَبْدُ الرَّحْمَانِ فَاَنَا رَاَيْتُ مُؤَذِّنَهَا شَيْخًا كَبِيرًا ۔

৫৯২। আল-হাসান ইব্‌ন হাম্মাদ আল-হাদরামী---- উম্মে ওয়ারাকা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম কখনও কখনও তাঁকে দেখার জন্য তাঁর

বাড়ীতে যেতেন। তিনি তাঁর জন্য একজন মুআয্যিনও নিযুক্ত করেন। সে তাঁর বাড়িতে আযান দিত এবং মহানবী (স) তাঁকে স্বগৃহে মহিলাদের নামাযে ইমামতি করার নির্দেশ দেন।
রাবী আবদুর রহমান বলেন, আমি তাঁর জন্য নিযুক্ত বয়ঃবৃদ্ধ মুআযযিনকে দেখেছি।

٦٨. بَابُ الرَّجُلِ يَؤُمُّ الْقَوْمَ وَهُمْ لَهُ كَارِهُوْنَ

৬৮. অনুচ্ছেদঃ মুকতাদীদের নারাযীতে ইমামতি করা নিষেধ

٥٩٣– حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ غَانِمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ عَبْدِ الْمُعَافِرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُوْلُ ثَلٰثَةٌ لَّا يَقْبَلُ اللّٰهُ مِنْهُمْ صَلٰوةً مَنْ تَقَدَّمَ قَوْمًا وَّهُمْ لَهُ كَارِهُوْنَ وَرَجُلٌ اَتَى الصَّلٰوةَ دِبَارًا وَالدِّبَارُ اَنْ يَّاْتِيَهَا بَعْدَ اَنْ تَفُوْتَهُ وَرَجُلٌ اِعْتَبَدَ مُحَرَّرَةً ـ

৫৯৩। আল–কানাবী— আবদুল্লাহ ইব্ন আম্র (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেনঃ আল্লাহ তাআলা তিন ব্যক্তির নামায কবুল করেন না। যে ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের ইমামতি করে, অথচ মুকতাদীরা তার উপর অসন্তুষ্ট। যে ব্যক্তি নামাযের সময় উত্তীর্ণ হওয়ার পর নামায আদায় করে। যে ব্যক্তি স্বাধীন মহিলা অথবা পুরুষ লোককে ক্রীতদাসী বা দাস বানায়– (ইব্ন মাজা)।

٦٩. بَابُ اِمَامَةِ الْبَرِّ وَالْفَاجِرِ

৬৯. অনুচ্ছেদঃ সৎ এবং অসৎ লোকের ইমামতি সম্পর্কে

٥٩٤– حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ مَكْحُوْلٍ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلٰوةُ الْمَكْتُوْبَةُ وَاجِبَةٌ خَلْفَ كُلِّ مُسْلِمٍ بَرًّا كَانَ اَوْ فَاجِرًا وَاِنْ عَمِلَ الْكَبَائِرَ ـ

৫৯৪। আহ্মাদ ইব্ন সালেহ্— আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ যে কোন মুসলমান ইমামের পেছনে (জামাআতে) ফরয নামাযসমূহ আদায় করা

বাধ্যতামূলক– চাই সে (ইমাম) সৎ হোক অথবা অসৎ– এমনকি সে কবীরা গুনাহের কাজে লিপ্ত হয়ে থাকলে।

٧٠. بَابُ اِمَامَةِ الْاَعْمٰى

৭০. অনুচ্ছেদঃ অন্ধ ব্যক্তির ইমামতি করা সম্পর্কে

٥٩٥– حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَانِ الْعَنْبَرِىُّ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ ثَنَا ابْنُ مَهْدِىٍّ ثَنَا عِمْرَانُ الْقَطَّانُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَخْلَفَ ابْنَ اُمِّ مَكْتُوْمٍ يَؤُمُّ النَّاسَ وَهُوَ اَعْمٰى ـ

৫৯৫। মুহাম্মাদ ইবন আবদুর রহমান---- আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম জিহাদে গমনকালে ইবন উম্মে মাকতুম (রা)–কে নিজের স্থলাভিষিক্ত নিয়োগ করেন। তিনি লোকদের ইমামতি করতেন। অথচ তিনি ছিলেন জন্মান্ধ।

٧١. بَابُ اِمَامَةِ الزَّائِرِ

৭১. অনুচ্ছেদঃ সাক্ষাতকারীর (মেহমানের) ইমামতি সম্পর্কে

٥٩٦– حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ ثَنَا اَبَانٌ عَنْ بُدَيْلٍ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ عَطِيَّةَ مَوْلًى مِّنَّا قَالَ كَانَ مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ يَاتِيْنَا اِلٰى مُصَلَّانَا هٰذَا فَاُقِيْمَتِ الصَّلٰوةُ فَقُلْنَا لَهُ تَقَدَّمْ فَصَلِّهِ فَقَالَ لَنَا قَدِّمُوْا رَجُلًا مِّنْكُمْ يُصَلِّىْ بِكُمْ وَسَاُحَدِّثُكُمْ لِمَ لَا اُصَلِّىْ بِكُمْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ زَارَ قَوْمًا فَلَا يَؤُمَّهُمْ وَلْيَؤُمَّهُمْ رَجُلٌ مِّنْهُمْ ـ

৫৯৬। মুসলিম ইবন ইবরাহীম---- বুদায়েল থেকে আবু আতিয়্যার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, মালিক ইবন হুয়ায়রিছ (রা) আমাদের মসজিদে আগমন করেন। তখন নামাযের ইকামত দেওয়া হলে আমরা তাঁকে ইমামতি করার জন্য অনুরোধ করি। তিনি আমাদের বলেন, তোমাদের মধ্য হতে এক জনকে ইমামতি করতে বল। আমি ইমামতি না করার কারণ এখ্খই তোমাদের নিকট

বর্ণনা করব। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছিঃ যে ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের নিকট তাদের সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে গমন করবে সে যেন তাদের ইমামতি না করে, বরং তাদের মধ্য হতে কেউ যেন তাদের ইমামতি করে– (তিরমিযী, নাসাঈ)।

٧٢. بَابُ الْاِمَامِ يَقُوْمُ مَكَانًا اَرْفَعَ مِنْ مَكَانِ الْقَوْمِ

৭২. অনুচ্ছেদঃ ইমামের মুকতাদীর তুলনায় উঁচু স্থানে দন্ডায়মান হয়ে নামায আদায় করা সম্পর্কে

٥٩٧– حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ وَاَحْمَدُ بْنُ الْفُرَاتِ اَبُوْ مَسْعُوْدٍ الرَّازِيُّ الْمَعْنٰى قَالَا ثَنَا يَعْلٰى ثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ هَمَّامٍ اَنَّ حُذَيْفَةَ اَمَّ النَّاسَ بِالْمَدَائِنِ عَلٰى دُكَّانٍ فَاَخَذَ اَبُوْ مَسْعُوْدٍ بِقَمِيْصِهٖ فَجَبَذَهُ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلٰوتِهٖ قَالَ اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّهُمْ كَانُوْا يُنْهَوْنَ عَنْ ذٰلِكَ قَالَ بَلٰى قَدْ ذَكَرْتُ حِيْنَ مَدَدْتَنِيْ -

৫৯৭। আহ্‌মাদ ইব্‌ন সিনান— হাম্মাম হতে বর্ণিত। হুযায়ফা (রা) মাদায়েন নামক স্থানে একটি দোকানের উপর দাঁড়িয়ে লোকদের ইমামতি করেন। তখন আবু মাসউদ (রা) তাঁর জামা ধরে টান দেন। তিনি নামায শেষে বলেন, তুমি কি একথা জান না যে– লোকদেরকে উঁচু স্থানে দাঁড়িয়ে ইমামতি করতে নিষেধ করা হয়েছে? জবাবে তিনি বলেন– হাঁ আপনি যখন আমার জামা ধরে টান দেন তখন তা আমার স্মরণ হয়।

٥٩٨– حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ ثَنَا حَجَّاجٌ عَنْ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِيْ اَبُوْ خَالِدٍ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ الْاَنْصَارِيِّ حَدَّثَنِيْ رَجُلٌ اَنَّهُ كَانَ مَعَ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ بِالْمَدَائِنِ فَاُقِيْمَتِ الصَّلٰوةُ فَتَقَدَّمَ عَمَّارٌ وَقَامَ عَلٰى دُكَّانٍ يُصَلِّيْ وَالنَّاسُ اَسْفَلَ مِنْهُ فَتَقَدَّمَ حُذَيْفَةُ فَاَخَذَ عَلٰى يَدَيْهِ فَاَتْبَعَهُ عَمَّارٌ حَتّٰى اَنْزَلَهُ حُذَيْفَةُ فَلَمَّا فَرَغَ عَمَّارٌ مِنْ صَلَاتِهٖ قَالَ لَهُ حُذَيْفَةُ اَلَمْ تَسْمَعْ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اِذَا اَمَّ الرَّجُلُ الْقَوْمَ فَلَا يَقُمْ فِيْ مَكَانٍ اَرْفَعَ مِنْ مَكَانِهِمْ اَوْ نَحْوَ ذَالِكَ قَالَ عَمَّارٌ لِذٰلِكَ اتَّبَعْتُكَ حِيْنَ اَخَذْتَ عَلٰى يَدِيْ -

৫৯৮। আহ্‌মাদ ইবন ইব্‌রাহীম--- আদী ইব্‌ন ছাবেত (রা) জনৈক ব্যক্তির সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, একদা তিনি হযরত আম্মার ইব্‌ন ইয়াসির (রা)–র সাথে মাদায়েনে ছিলেন। নামাযের জন্য ইকামত দেয়া হলে হযরত আম্মার (রা) একটি দোকানের উপর (উঁচু স্থানে) দাঁড়িয়ে নামাযে ইমামতি করতে যান, মুক্‌তাদীরা নীচু স্থানে দন্ডায়মান ছিলেন। হযরত হুযায়ফা (রা) অগ্রসর হয়ে আম্মার (রা)–র হাত ধরে তাঁকে নীচে নামিয়ে আনেন। হযরত আম্মার (রা) নামায শেষ করলে হযরত হুযায়ফা (রা) তাঁকে বলেন, আপনি কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেননিঃ যখন কোন ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের ইমামতি করবে, সে যেন সমাগত মুসল্লী হতে কোন উঁচু স্থানে দন্ডায়মান না হয়? তখন হযরত আম্মার (রা) বলেন, ঐ সময় হাদীছটি আমার স্মরণে আসায় আমি আপনার হস্ত ধারণের অনুসরণ করে নীচে নেমে আসি।

٧٣. بَابُ اِمَامَةِ مَنْ صَلّٰى بِقَوْمٍ وَقَدْ صَلّٰى تِلْكَ الصَّلٰوةَ

৭৩. অনুচ্ছেদঃ কোন ব্যক্তির একবার নামায আদায়ের পর ঐ নামাযে পুনরায় তার ইমামতি সম্পর্কে

٥٩٩– حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ ثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مِقْسَمٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ كَانَ يُصَلِّيْ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِشَاءَ ثُمَّ يَاْتِيْ قَوْمَهٗ فَيُصَلِّيْ بِهِمْ تِلْكَ الصَّلٰوةَ -

৫৯৯। উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন উমার--- হযরত জাবের ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা) হতে বর্ণিত। হযরত মুআয ইব্‌ন জাবাল (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সাথে এশার নামায আদায়ের পর স্বীয় সম্প্রদায়ে ফিরে গিয়ে পুনরায় তাদের ঐ এশার নামাযে ইমামতি করতেন।[১]

٦٠٠– حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ اِنَّ مُعَاذًا كَانَ يُصَلِّيْ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَؤُمُّ قَوْمَهٗ

১। ইমাম আবু হানীফা (রহ) ও ইমাম মালিক (রহ)–এর মতে, একবার নামায আদায়ের পর পুনরায় ঐ নামাযের ইমামতি করা জায়েয নয়। –(অনুবাদক)

৬০০। মুসাদ্দাদ--- জাবের ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুআয (রা) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সাথে (এশার নামায) আদায় করে স্বীয় গোত্রে ফিরে গিয়ে পুনরায় ঐ নামাযে নিজ গোত্রের লোকদের ইমামতি করতেন- (বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ)।

٧٤. بَابُ الْاِمَامِ يُصَلِّى مِنْ قُعُوْدٍ

৭৪. অনুচ্ছেদঃ বসে ইমামতি করা সম্পর্কে

٦٠١- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكِبَ فَرَسًا فَصُرِعَ عَنْهُ فَجُحِشَ شِقُّهُ الْاَيْمَنُ فَصَلَّى صَلٰوةً مِنَ الصَّلَوَاتِ وَهُوَ قَاعِدٌ فَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ قُعُوْدًا فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ اِنَّمَا جُعِلَ الْاِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهٖ فَاِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوْا قِيَامًا وَ اِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوْا وَاِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوْا وَاِذَا قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ فَقُوْلُوْا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ وَاِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوْا جُلُوْسًا اَجْمَعُوْنَ -

৬০১। আল্‌-কানাবী--- আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ঘোড়ায় অরোহণ করেন। তিনি তার পিঠ থেকে পড়ে যাওয়ায় তাঁর দেহের ডান পার্শ্বে ব্যথা পান। এমতাবস্থায় তিনি বসে নামাযে ইমামতি করেন এবং আমরাও তাঁর পিছনে বসে নামায আদায় করি। নামায শেষে নবী করীম (স) বলেনঃ ইমামকে এজন্যই নিযুক্ত করা হয়েছে যে, তার অনুসরণ করা হয়। অতএব ইমাম যখন দাঁড়িয়ে নামায আদায় করবে তখন তোমরাও দন্ডায়মান হবে। অতঃপর ইমাম যখন রুকূ করবে তখন তোমরাও রুকূ করবে এবং ইমাম যখন মস্তক উত্তোলন করবে তোমরাও মস্তক উঠাবে। অতঃপর ইমাম যখন "সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ" বলবে, তখন তোমরা বলবে "রব্বানা ওয়া লাকাল হাম্‌দ।" ইমাম যখন বসে নামায আদায় করবে, তখন তোমরাও বসে নামায আদায় করবে- (বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, তিরমিযী)।

٦٠٢- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا جَرِيْرٌ وَّوَكِيْعٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ رَكِبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَسًا بِالْمَدِيْنَةِ فَصَرَعَهٗ عَلٰى جِذْمِ نَخْلَةٍ فَانْفَكَّتْ قَدَمُهٗ فَاَتَيْنَاهُ نَعُوْدُهٗ فَوَجَدْنَاهُ فِىْ مَشْرُبَةٍ

لِعَائِشَةَ يُسَبِّحُ جَالِسًا قَالَ فَقُمْنَا خَلْفَهُ فَسَكَتَ عَنَّا ثُمَّ اَتَيْنَاهُ مَرَّةً اُخْرٰى نَعُودُهُ فَصَلَّى الْمَكْتُوْبَةَ جَالِسًا فَقُمْنَا خَلْفَهُ فَاَشَارَ اِلَيْنَا فَقَعَدْنَا قَالَ فَلَمَّا قَضَى الصَّلٰوةَ قَالَ اِذَا صَلَّى الْاِمَامُ جَالِسًا فَصَلُّوْا جُلُوْسًا وَاِذَا صَلَّى الْاِمَامُ قَائِمًا فَصَلُّوْا قِيَامًا وَلَا تَفْعَلُوْا كَمَا يَفْعَلُ اَهْلُ فَارِسَ بِعُظَمَائِهَا ـ

৬০২। উছমান ইবন আবু শায়বা---- জাবের (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম মদীনাতে অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণের পর তার পিঠ হতে খেজুর কাঠের উপর পড়ে গিয়ে তিনি পায়ে আঘাত পান। অতঃপর আমরা তাঁকে দেখতে এসে আয়েশা (রা)-র ঘরে তাস্‌বীহ পাঠরত অবস্থায় পাই। রাবী বলেন, আমরা তাঁর পেছনে দাঁড়াই, কিন্তু তাতে তিনি বাঁধা দেননি। অতঃপর আমরা পুনরায় তাঁকে দেখতে এসে তাঁকে ফরয নামায বসা অবস্থায় আদায় করতে দেখি। আমরা তাঁর পেছনে দাঁড়ালে তিনি আমাদেরকে বসার জন্য ইশারা করায়- আমরা বসে যাই। অতঃপর তিনি নামায শেষে বলেন ঃ যখন ইমাম বসে নামায আদায় করবে-তখন তোমরাও বসবে এবং ইমাম যখন 'দাঁড়িয়ে নামায আদায় করবে তখন তোমরাও দাঁড়াবে এবং পারস্যের অধিবাসীরা তাদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সম্মুখে যেমন দাঁড়িয়ে থাকে তোমরা তদ্রূপ করবে না- (ইব্‌ন মাজা)।

٦٠٣- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ وَمُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الْمَعْنٰى عَنْ وُهَيْبٍ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّمَا جُعِلَ الْاِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهٖ فَاِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوْا وَلَا تُكَبِّرُوْا حَتّٰى يُكَبِّرَ وَاِذَ رَكَعَ فَارْكَعُوْا وَلَا تَرْكَعُوْا حَتّٰى يَرْكَعَ وَاِذَا قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُوْلُوْا اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ ـ قَالَ مُسْلِمٌ وَلَكَ الْحَمْدُ وَ اِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوْا وَلَا تَسْجُدُوْا حَتّٰى يَسْجُدَ وَ اِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوْا قُعُوْدًا اَجْمَعِيْنَ ـ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ اَفْهَمَنِىْ بَعْضُ اَصْحَابِنَا عَنْ سُلَيْمَانَ ـ

৬০৩। সুলায়মান ইব্‌ন হারব---- আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ ইমাম এজন্যই নিযুক্ত করা হয় যে, অন্যরা তার অনুসরণ করবে। যখন ইমাম তাক্‌বীর বলে- তখন তেমরাও তাকবীর বলবে। যতক্ষণ সে

তাকবীর না বলবে– ততক্ষণ তোমরাও বলবে না। অতঃপর ইমাম যখন রুকূ করে– তখন তোমরাও রুকূ করবে এবং সে রুকূতে যাওয়ার পূর্বে তোমরা রুকূতে যাবে না। অতঃপর ইমাম যখন "সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ্" বলবে– তখন তোমরা "আল্লাহুম্মা রব্বানা লাকাল হাম্দ" বলবে।

মুসলিম ইব্ন ইব্রাহীম বলেন, "ওয়ালাকাল হাম্দ" বলবে। যখন ইমাম সিজদা করবে তখন তোমরাও সিজদা করবে এবং তিনি সিজদায় যাওয়ার পূর্বে তোমরা সিজদায় যেও না। আর ইমাম যখন দাঁড়িয়ে নামায আদায় করবে তখন তোমরাও ঐরূপ করবে এবং যখন ইমাম বসে নামায আদায় করবে– তখন তোমরাও সকলে বসে নামায পড়বে।

ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেন, "আল্লাহুম্মা রব্বানা লাকাল হাম্দ্" হাদীছ শুনার সময় আমি বুঝতে পারি নাই; পরে রাবী সুলায়মানের সূত্রে আমার সংগীরা আমাকে এ ব্যাপারে অবহিত করেন।[১]

٦٠٤– حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ادَمَ الْمِصِّيْصِيُّ نَا اَبُوْ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ اَبِيْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّمَا جُعِلَ الْاِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهٖ بِهٰذَا الْخَبَرِ زَادَ وَاِذَا قَرَأَ فَاَنْصِتُوْا ـ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَهٰذِهِ الزِّيَادَةُ وَاِذَا قَرَأَ فَاَنْصِتُوْا لَيْسَتْ بِمَحْفُوْظَةٍ اَلْوَهْمُ عِنْدَنَا مِنْ اَبِيْ خَالِدٍ ـ

৬০৪। মুহাম্মাদ ইব্ন আদাম— আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেনঃ ইমাম এজন্য নিযুক্ত করা হয় যে, অন্যেরা তার অনুসরণ করবে। অতঃপর রাবী পূর্বোক্ত হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে এটুকু অতিরিক্ত বর্ণিত হয়েছে যে, যখন ইমাম কিরাআত পাঠ করবে– তখন তোমরা চুপ থাকবে"– (নাসাঈ, ইব্ন মাজা)।

٦٠٥– حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ صَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ بَيْتِهٖ وَهُوَ جَالِسٌ فَصَلّٰى وَرَاءَهٗ قَوْمٌ قِيَامًا فَاَشَارَ اِلَيْهِمْ اَنِ اجْلِسُوْا فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ اِنَّمَا جُعِلَ الْاِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهٖ فَاِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوْا وَاِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوْا وَاِذَا صَلّٰى جَالِسًا فَصَلُّوْا جُلُوْسًا ـ

১। ইমাম আবু হানীফা (রহ) ও ইমাম শাফিঈ (রহ)–এর মতে ইমাম কোন কারণ বশতঃ বসে নামায আদায় করলেও মুকতাদীরা দাঁড়িয়ে নামায অদায় করবে। অন্যান্য হাদীছের বর্ণনা থেকে তা প্রমাণিত– (অনুবাদক)।

৬০৫। আল–কানাবী— আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁর ঘরে বসে নামায আদায় করার সময় অন্যেরা তাঁর পিছনে দাঁড়িয়ে নামায আদায় করছিল। অতঃপর তিনি তাদেরকে ইশারায় বসার নির্দেশ দেন। নামায শেষে তিনি বলেনঃ ইমাম এজন্যই নিযুক্ত করা হয় যে, অন্যেরা তার অনুসরণ করবে। যখন ইমাম রুকূ করবে তখন তোমরাও রুকূ করবে এবং ইমাম যখন মাথা উত্তোলন করবে তখন তোমরাও মাথা উঠাবে। ইমাম যখন বসে নামায আদায় করবে– তখন তোমরাও বসে নামায পড়বে– (বুখারী, মুসলিম)।

٦٠٦– حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَيَزِيدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ مَوْهَبٍ الْمَعْنٰى اَنَّ اللَّيْثَ حَدَّثَهُمْ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ اشْتَكَى النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ وَهُوَ قَاعِدٌ وَّاَبُوْ بَكْرٍ رَّضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يُكَبِّرُ يُسْمِعُ النَّاسَ تَكْبِيْرَهُ ثُمَّ سَاقَ الْحَدِيْثَ ـ

৬০৬। কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ— জাবের (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম অসুস্থ অবস্থায় বসে নামায পড়ার সময় আমরা তাঁর পিছনে নামায আদায় করি। আর হযরত আবু বাক্‌র সিদ্দীক (রা) মুক্তাদীদের শুনিয়ে উচ্চস্বরে তাক্‌বীর বলেন— অতঃপর পূর্বোক্ত হাদীছের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে– (মুসলিম, নাসাঈ, ইব্‌ন মাজা)।

٦٠٧– حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ نَا زَيْدٌ يَعْنِى ابْنَ الْحُبَابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَالِحٍ ثَنِى حُصَيْنٌ مِّنْ وَّلَدِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ عَنْ اُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ اَنَّهُ كَانَ يَؤُمُّهُمْ قَالَ فَجَاءَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُوْدُهُ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ اِمَامَنَا مَرِيْضٌ فَقَالَ اِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوْا قُعُوْدًا ـ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَهٰذَا الْحَدِيْثُ لَيْسَ بِمُتَّصِلٍ ـ

৬০৭। আব্‌দা ইব্‌ন আব্‌দুল্লাহ— উসায়েদ ইব্‌ন হুদায়ের (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তিনি লোকদের নামাযে ইমামতি করতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁকে (অসুস্থ হলে) দেখতে আসেন। তখন লোকেরা তাঁকে বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের ইমাম অসুস্থ। তখন তিনি বলেনঃ যখন ইমাম বসে নামায পড়বে তখন তোমরাও বসে নামায পড়বে। ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেন, এই হাদীছের সনদ 'মুত্তাছিল' (পরস্পর সংযুক্ত) নয়।

٧٤. بَابُ الرَّجُلَيْنِ يَؤُمُّ اَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ كَيْفَ يَقُوْمَانِ

৭৪. অনুচ্ছেদঃ দুই ব্যক্তি একত্রে নামায আদায়ের সময়–কিরূপে দাঁড়াবে?

٦٠٨- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ ثَنَا حَمَّادٌ ثَنَا ثَابِتٌ عَنْ اَنَسٍ قَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلٰى اُمِّ حَرَامٍ فَاَتَوْهُ بِسَمْنٍ وَّتَمْرٍ فَقَالَ رُدُّوْا هٰذَا فِىْ وِعَائِهِ وَهٰذَا فِىْ سِقَائِهِ فَاِنِّىْ صَائِمٌ ثُمَّ قَامَ فَصَلّٰى بِنَا رَكْعَتَيْنِ تَطَوُّعًا فَقَامَتْ اُمُّ سُلَيْمٍ وَّاُمُّ حَرَامٍ خَلْفَنَا قَالَ ثَابِتٌ وَّلَا اَعْلَمُهُ اِلَّا قَالَ اَقَامَنِىْ عَنْ يَّمِيْنِهِ عَلٰى بِسَاطٍ -

৬০৮। মুসা ইব্‌ন ইস্‌মাঈল---- আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়া সাল্লাম উম্মে হারাম (রা)–র নিকট আগমন করেন। তখন তারা তাঁর সম্মুখে খাওয়ার জন্য ঘি ও খেজুর হাযির করেন। নবী করীম (স) বলেনঃ তোমরা ঘি ও খেজুর স্ব–স্ব পাত্রে রাখ, কেননা আমি রোযাদার। অতঃপর তিনি আমাদেরকে নিয়ে দুই রাকাত-নফল নামায আদায় করেন। তখন উম্মে সুলায়ম (রা) ও উম্মে হারাম (রা) আমাদের পেছনে দাঁড়ান। রাবী ছাবেত বলেন, যথা সম্ভব আমার মনে পড়ে তিনি (আনাস) বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (স) তাঁর ডান পাশে একই বিছানায় আমাকে দাঁড় করান।

٦٠٩- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ مُّوْسَى بْنِ اَنَسٍ يُحَدِّثُ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَّهُ وَامْرَاَةً مِّنْهُمْ فَجَعَلَهُ عَنْ يَّمِيْنِهِ وَالْمَرْاَةَ خَلْفَ ذٰلِكَ -

৬০৯। হাফস ইব্‌ন উমার---- আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁর ও একজন মহিলার ইমামতি করেন। তিনি তাঁকে তাঁর (স) পাশে এবং ঐ মহিলাকে আনাসের পেছনে দাঁড় করান– (মুসলিম, নাসাঈ, ইব্‌ন মাজা)।

٦١٠- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ثَنَا يَحْيٰى عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ اَبِىْ سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بِتُّ فِىْ بَيْتِ خَالَتِىْ مَيْمُوْنَةَ فَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ اللَّيْلِ فَاَطْلَقَ الْقِرْبَةَ فَتَوَضَّاَ ثُمَّ اَوْكَاَ الْقِرْبَةَ ثُمَّ قَامَ اِلَى الصَّلٰوةِ فَقُمْتُ

فَتَوَضَّأْتُ كَمَا تَوَضَّأَ ثُمَّ جِئْتُ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَأَخَذَنِى بِيَمِيْنِى فَأَدَارَنِى مِن وَّرَائِهِ فَأَقَامَنِى عَنْ يَّمِيْنِهِ فَصَلَّيْتُ مَعَهُ ـ

৬১০। মুসাদ্দাদ--- ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার খালা হযরত ময়মুনা (রা) –এর ঘরে রাত যাপন করি। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ঘুম থেকে জাগরিত হয়ে পানির মশক খুলে উযু করেন। অতঃপর তিনি মশকের মুখ বন্ধ করে নামাযে রত হন। তখন আমি উঠে তাঁর ন্যায় উযু করে তাঁর বাম পাশে নামাযের জন্য দাঁড়াই। তিনি আমার ডান হাত ধরে তাঁর পিছন দিক দিয়ে নিয়ে আমাকে তাঁর ডান পাশে দাঁড় করান। এ অবস্থায় আমি তাঁর সাথে নামায আদায় করি– (মুসলিম, বুখারী, নাসাঈ, ইব্ন মাজা)।

٦١١– حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ نَا هُشَيْمٌ عَنْ اَبِى بِشْرٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِى هٰذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ فَاَخَذَ بِرَاْسِى اَوْ بِذُؤَابَتِى فَاَقَامَنِى عَنْ يَّمِيْنِهِ ـ

৬১১। আমর ইব্ন আওন--- ইব্ন আব্বাস (রা) হতে এই সনদেও উপরোক্ত হাদীছটি বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, নবী করীম (স) আমার মাথার উপরিভাগের বা সম্মুখের চুল ধরে– আমাকে তাঁর ডান পাশে দাঁড় করান।

٧٥. بَابُ اِذَا كَانُوْا ثَلٰثَةً كَيْفَ يَقُوْمُوْنَ

৭৫. অনুচ্ছেদঃ যখন মুক্তাদীর সংখ্যা তিনজন হবে তখন তারা কিরূপে দাঁড়াবে?

٦١٢– حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ اِسْحٰقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِى طَلْحَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ اِنَّ جَدَّتَهُ مُلَيْكَةَ دَعَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِطَعَامٍ صَنَعَتْهُ فَاَكَلَ مِنْهُ ثُمَّ صَلّٰى قَالَ قُوْمُوْا فَلاُصَلِّىَ لَكُمْ قَالَ اَنَسٌ فَقُمْتُ اِلٰى حَصِيْرٍ لَّنَا قَدِ اسْوَدَّ مِنْ طُوْلِ مَا لُبِسَ فَنَضَحْتُهُ بِمَاءٍ فَقَامَ عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَفَفْتُ اَنَا وَالْيَتِيْمُ وَرَاءَهُ وَالْعَجُوْزُ مِنْ وَّرَائِنَا فَصَلّٰى لَنَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفَ ـ

৬১২। আল্-কানাবী---- আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা তাঁর দাদী হযরত মুলায়কা (রা) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের জন্য তৈরী খাদ্য খাওয়ার জন্য দাওয়াত করেন। তিনি তা খাওয়ার পর বলেনঃ তোমরা এসো। আমি তোমাদের নিয়ে নামায পড়ব। আনাস (রা) বলেন, তখন আমি আমাদের অনেক দিনের ব্যবহারে কালো দাগযুক্ত একটি চাটাইয়ের দিকে উঠে যাই এবং পানি দিয়ে তা পরিষ্কার করি। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তার উপর দাঁড়ান। আমি ও আমার ছোট ভাই তাঁর পেছনে দন্ডায়মান হই এবং বৃদ্ধা মহিলা (মুলায়কা) আমাদের পিছনে দাঁড়ান। তিনি আমাদেরকে সংগে নিয়ে দুই রাকাত নামায আদায়ের পর প্রস্থান করেন- (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ)।

٦١٣- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ عَنْتَرَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ اسْتَأْذَنَ عَلْقَمَةُ وَالْأَسْوَدُ عَلَى عَبْدِ اللّٰهِ وَقَدْ كُنَّا أَطَلْنَا الْقُعُودَ عَلَى بَابِهِ فَخَرَجَتِ الْجَارِيَةُ فَاسْتَأْذَنَتْ لَهُمَا فَأَذِنَ لَهُمَا ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى بَيْنِي وَبَيْنَهُ ثُمَّ قَالَ هٰكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ ـ

৬১৩। উছমান ইব্‌ন আবু শায়বা---- হযরত আবদুর রহমান ইব্‌নুল-আসওয়াদ (রা) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আলকামা ও আসওয়াদ (রহ) হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ (রা)-র খেদমতে উপস্থিতির জন্য দরখাস্ত করেন। তাঁর খেদমতে প্রবেশের জন্য আমরা অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছিলাম। এমতাবস্থায় জনৈক দাসী ঘর হতে বের হয়ে তাঁদেরকে দেখে (পুনরায় ঘরে প্রবেশ করতঃ) তাদের জন্য অনুমতি চায়। তিনি উভয়কে ভেতরে প্রবেশের অনুমতি দেন। অতঃপর তিনি (ইব্‌ন মাসউদ) আমার ও আলকামার মাঝখানে দাঁড়িয়ে নামায আদায় করেন। অতঃপর তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে এরূপ করতে দেখেছি- (নাসাঈ)।

٧٦. بَابُ الْإِمَامِ يَنْحَرِفُ بَعْدَ التَّسْلِيمِ

৭৬. অনুচ্ছেদঃ সালাম ফিরানোর পর ইমামের (মুক্তাদীদের দিকে) ঘুরে বসা

٦١٤- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَحْيٰى عَنْ سُفْيَانَ ثَنِي يَعْلَى بْنُ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ إِذَا انْصَرَفَ انْحَرَفَ ـ

৬১৪। মুসাদ্দাদ— জাবের ইব্‌ন ইয়াযীদ থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের পিছনে নামায আদায় করতাম। তিনি নামায শেষে মুসল্লীদের দিক ফিরে বসতেন– (নাসাঈ, তিরমিযী)।

٦١٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ ثَنَا اَبُوْ اَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ نَا مِسْعَرٌ عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ الْبَرَآءِ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ كُنَّا اِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَحْبَبْنَا اَنْ نَكُوْنَ عَنْ يَمِيْنِهِ فَيُقْبِلُ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

৬১৫। মুহাম্মাদ ইব্‌ন রাফে— বারাআ ইব্‌ন আযেব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সাথে নামায আদায় কালে তাঁর ডানদিকে থাকতে পছন্দ করতাম। তিনি নামাযান্তে আমাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বসতেন[১]– (নাসাঈ, ইব্‌ন মাজা)।

٧٧. بَابُ الْاِمَامِ يَتَطَوَّعُ فِىْ مَكَانِهِ

৭৭. অনুচ্ছেদঃ ইমামের স্বীয় স্থানে দাঁড়িয়ে নফল নামায পড়া

٦١٦- حَدَّثَنَا اَبُوْ تَوْبَةَ الرَّبِيْعُ بْنُ نَافِعٍ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْقُرَشِيُّ ثَنَا عَطَآءٌ الْخُرَاسَانِيُّ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُصَلِّى الْاِمَامُ فِى الْمَوْضِعِ الَّذِىْ صَلَّى فِيْهِ حَتّٰى يَتَحَوَّلَ - قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ عَطَآءٌ الْخُرَاسَانِىُّ لَمْ يُدْرِكِ الْمُغِيْرَةَ بْنَ شُعْبَةَ -

৬১৬। আবু তাওবা— মুগীরা ইব্‌ন শোবা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেনঃ ইমাম যে স্থানে দাঁড়িয়ে ফরয নামায আদায় করেছে, সেখান হতে স্থানান্তরিত না হয়ে সে যেন অন্য নামায না পড়ে– (ইব্‌ন মাজা)।
ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেন, রাবী আতা আল–খুরাসানীর– হযরত মুগীরা ইব্‌ন শোবা (রা)–র সাথে সাক্ষাত হয়নি (অতএব এটা সনদসূত্র কর্তিত হাদীছ)।

১। নামায শেষে সালামের পর ইমামের ডান অথবা বাম দিকে মুক্তাদীদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বসা সুন্নাত। এটা যে নামাযের ফরযের পর সুন্নাত নাই যথা ফজর ও আসর নামাযে প্রযোজ্য। –(অনুবাদক)

٧٨. بَابُ الْاِمَامِ يُحْدِثُ بَعْدَ مَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنْ اٰخِرِ الرَّكْعَةِ

৭৮. অনুচ্ছেদঃ নামাযের শেষ রাকাতে মাথা উঠানোর পর ইমামের উযু নষ্ট হলে

٦١٧- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ ثَنَا زُهَيْرٌ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ زِيَادِ بْنِ اَنْعُمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ رَافِعٍ وَبَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا قَضَى الْاِمَامُ الصَّلٰوةَ وَقَعَدَ فَاَحْدَثَ قَبْلَ اَنْ يَّتَكَلَّمَ فَقَدْ تَمَّتْ صَلٰوتُهُ وَمَنْ كَانَ خَلْفَهُ مِمَّنْ اَتَمَّ الصَّلٰوةَ ـ

৬১৭। আহ্‌মাদ ইব্‌ন ইউনুস---- আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেনঃ যখন ইমাম নামাযের শেষ পর্যায়ে তাশাহ্‌হুদের পরিমাণ সময় বসার পর তার উযু নষ্ট হবে তিনি কোন কথা (সালাম) বলার পূর্বে– এমতাবস্থায় নামায আদায় হয়ে যাবে এবং মোক্তাদীদের নামাযও পূর্ণ হয়ে যাবে– যারা ইমামের সাথে পুরা নামায পেয়েছে– (তিরমিযী)।

٧٩. بَابُ فِى تَحْرِيْمِ الصَّلٰوةِ وَتَحْلِيْلِهَا

৭৯. অনুচ্ছেদঃ নামাযের হারামকারী (সূচনা) ও হালালকারী (সমাপ্তি) জিনিসের বর্ণনা

٦١٨- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ اَبِىْ عَقِيْلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِفْتَاحُ الصَّلٰوةِ الطُّهُوْرُ وَتَحْرِيْمُهَا التَّكْبِيْرُ وَتَحْلِيْلُهَا التَّسْلِيْمُ ـ

৬১৮। উছমান ইব্‌ন আবু শায়বা---- হযরত আলী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ পবিত্রতা নামাযের চাবী স্বরূপ, তাক্‌বীর হল তার (নামাযের) জন্য সমস্ত বিষয়কে হারামকারী এবং সালাম হল তার জন্য সমস্ত বিষয়কে হালালকারী– (ইব্‌ন মাজা, তিরমিযী)।

٨٠. بَابُ مَا يُؤْمَرُ بِهِ الْمَأْمُومُ مِنِ اتِّبَاعِ الْإِمَامِ

৮০. অনুচ্ছেদঃ মুক্তাদীদের ইমামের অনুসরণ করা সম্পর্কে

٦١٩- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ثَنَا يَحْيَى عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ حِبَّانَ عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُبَادِرُونِي بِرُكُوعٍ وَلَا بِسُجُودٍ فَإِنَّهُ مَهْمَا أَسْبِقْكُمْ بِهِ إِذَا رَكَعْتُ تُدْرِكُونِي بِهِ إِذَا رَفَعْتُ إِنِّي قَدْ بَدَّنْتُ ـ

৬১৯। মুসাদ্দাদ---- মুআবিয়া ইব্‌ন আবু সুফিয়ান (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেনঃ তোমরা আমার পূর্বে রুকু–সিজদা করবে না। যখন আমি তোমাদের পূর্বে রুকু করব অথবা তা থেকে মাথা উঠাব– তখন তোমরা আমার অনুসরণ করবে। এখন আমি কিছুটা মোটা হয়ে গেছি– (ইব্‌ন মাজা)।

٦٢٠- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحٰقَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ يَزِيدَ الْخَطْمِيَّ يَخْطُبُ النَّاسَ ثَنَا الْبَرَاءُ وَهُوَ غَيْرُ كَذُوبٍ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا رَفَعُوا رُؤُوسَهُمْ مِنَ الرُّكُوعِ مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامُوا قِيَامًا فَإِذَا رَأَوْهُ قَدْ سَجَدَ سَجَدُوا ـ

৬২০। হাফ্‌স ইব্‌ন উমার---- আবু ইস্‌হাক হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি আবদুল্লাহ ইব্‌ন ইয়াযীদ (রা)–কে খুত্‌বা দিতে শুনলাম। তিনি বলেন, আল–বারাআ (রা) আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং তিনি অসত্য বলেননি। তিনি বলেছেন, তাঁরা (সাহাবীরা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সাথে নামায আদায়কালে রুকু হতে মাথা উঠিয়ে অনেকক্ষণ দাঁড়াতেন। অতঃপর তাঁরা যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে সিজদা করতে দেখতেন তখন তাঁরাও সিজদায় যেতেন– (বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, তিরমিযী)।

٦٢١- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَهَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ الْمَعْنَى قَالَا ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبَانَ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ زُهَيْرٌ ثَنَا الْكُوفِيُّونَ أَبَانٌ وَغَيْرُهُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا يَحْنُوْ اَحَدٌ مِنَّا ظَهْرَهُ حَتّٰى يَرَى النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضَعُ -

৬২১। যুহায়ের ইব্‌ন হারব্— আল-বারাআ ইব্‌ন আযেব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সাথে নামায আদায় করতাম। যে পর্যন্ত নবী করীম (স)-কে রুকূতে না দেখতাম, ততক্ষণ আমাদের কেউ রুকূতে যাওয়ার জন্য তার পৃষ্ঠদেশ বাঁকা করত না- (মুসলিম, নাসাঈ)।

٦٢٢- حَدَّثَنَا الرَّبِيْعُ بْنُ نَافِعٍ ثَنَا اَبُوْ اِسْحَاقَ يَعْنِي الْفَزَارِيَّ عَنْ اَبِيْ اِسْحٰقَ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ يَزِيْدَ يَقُوْلُ عَلَى الْمِنْبَرِ حَدَّثَنِي الْبَرَاءُ اَنَّهُمْ كَانُوْا يُصَلُّوْنَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاِذَا رَكَعَ رَكَعُوْا وَاِذَا قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ لَمْ نَزَلْ قِيَامًا حَتّٰى يَرَوْنَهُ قَدْ وَضَعَ جَبْهَتَهُ بِالْاَرْضِ ثُمَّ يَتَّبِعُوْنَهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

৬২২। আর-রবী ইব্‌ন নাফে— মুহারিব ইব্‌ন দিছার হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইব্‌ন ইয়াযীদকে মিম্বারের উপর দাঁড়িয়ে বলতে শুনেছি-আমার নিকট বারাআ ইব্‌ন আযেব (রা) বর্ণনা করেছেন যে, তাঁরা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সাথে নামায আদায় করতেন। যখন তিনি রুকূ করতেন তখন তাঁরাও রুকূ করতেন এবং তিনি "সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ্" বলার পর সিজ্‌দায় না যাওয়া পর্যন্ত তাঁরা দাঁড়িয়ে থাকতেন। অতঃপর তাঁরা রাসূলুল্লাহ (স)-এর অনুসরণ করতেন- (মুসলিম, নাসাঈ)।

٨١. بَابُ التَّشْدِيْدِ فِيْمَنْ يَرْفَعُ قَبْلَ الْاِمَامِ اَوْ يَضَعُ قَبْلَهُ

৮১. অনুচ্ছেদঃ ইমামের পূর্বে রুকু-সিজ্‌দায় যাওয়া সম্পর্কে সতর্কবাণী

٦٢٣- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَا يَخْشٰى اَوْ اَلَا يَخْشٰى اَحَدُكُمْ اِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ وَالْاِمَامُ سَاجِدٌ اَنْ يُحَوِّلَ اللّٰهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ اَوْ صُوْرَتَهُ صُوْرَةَ حِمَارٍ -

৬২৩। হাফ্‌স ইব্‌ন উমার---- আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ ইমাম সিজ্‌দায় থাকা অবস্থায় তোমাদের কেউ মস্তক উত্তোলন করতে কেন ভয় করে না যে, যদি আল্লাহ রব্বুল আলামীন তার মাথাকে গাধার মাথায় অথবা তার অবয়বকে গাধার আকৃতিতে রূপান্তরিত করে দেন- (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, ইব্‌নমাজা, নাসাঈ)।

٨٢. بَابٌ فِي مَنْ يَنْصَرِفُ قَبْلَ الْاِمَامِ

৮২. অনুচ্ছেদঃ ইমামের পূর্বে উঠে চলে যাওয়া সম্পর্কে

٦٢٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ ثَنَا حَفْصُ بْنُ بُغَيْلِ الدَّهْنِيُّ ثَنَا زَائِدَةُ عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلٍ عَنْ اَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَضَّهُمْ عَلَى الصَّلٰوةِ وَنَهَاهُمْ اَنْ يَنْصَرِفُوْا قَبْلَ انْصِرَافِهِ يَنْصَرِافِهِ مِنَ الصَّلٰوةِ -

৬২৪। মুহাম্মাদ ইব্‌নুল আলা----আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁদেরকে জামাআতে নামাযের জন্য উৎসাহ প্রদান করতেন এবং ইমামের পূর্বে চলে যেতে নিষেধ করতেন।

٨٣. بَابُ جِمَاعِ اَثْوَابِ مَا يُصَلِّيْ فِيْهِ

৮৩. অনুচ্ছেদঃ কয়খানি কাপড় পরিধান করে নামায পড়া জায়েয

٦٢٥- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الصَّلٰوةِ فِيْ ثَوْبٍ وَّاحِدٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَوَ لِكُلِّكُمْ ثَوْبَانِ -

৬২৫। আল-কানাবী---- আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে এক কাপড়ে নামায আদায় করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়। তিনি বলেনঃ তোমাদের প্রত্যেকের কি দুইটি করে কাপড় আছে?- (বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, ইব্‌নমাজা)।

٦٢٦- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ثَنَا سُفْيَانَ عَنْ اَبِيْ الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُصَلِّ اَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلٰى مَنْكِبَيْهِ مِنْهُ شَيْءٌ -

৬২৬। মুসাদ্দাদ---- আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ তোমাদের কেউ যেন বাহুদ্বয় খোলা রেখে এক বস্ত্রে নামায না পড়ে–(বুখারী)।

٦٢٧- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ اَنَا يَحْيٰى ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ثَنَا اِسْمٰعِيْلُ الْمَعْنٰى عَنْ هِشَامِ بْنِ اَبِيْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِيْ كَثِيْرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا صَلَّى اَحَدُكُمْ فِيْ ثَوْبٍ فَلْيُخَالِفْ بِطَرَفَيْهِ عَلٰى عَاتِقَيْهِ -

৬২৭। মুসাদ্দাদ---- আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ যখন তোমাদের কেউ কোন বস্ত্র পরিধান করে নামায পড়বে তখন সে যেন তার দু'টি আঁচল কাঁধের উপর বিপরীতমুখী করে রাখে (যাতে কাঁধ ঢাকা থাকে)– (বুখারী)।

٦٢٨- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ ثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِيْ اُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ اَبِيْ سَلَمَةَ قَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيْ فِيْ ثَوْبٍ وَّاحِدٍ مُّلْتَحِفًا بَيْنَ طَرَفَيْهِ عَلٰى مَنْكِبَيْهِ -

৬২৮। কুতায়বা---- উমার ইব্‌ন আবু সালামা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে একটি মাত্র বস্ত্র পরিধান করে নামায পড়তে দেখেছি। এ সময় তিনি তাঁর বস্ত্রটি উভয় কাঁধের উপর বিপরীতমুখী করে জড়িয়ে রাখেন– (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, ইব্‌ন মাজা, নাসা-,)।

٦٢٩- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ثَنَا مُلَازِمُ ابْنُ عَمْرٍو الْحَنَفِيُّ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ بَدْرٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَدِمْنَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ

يَا نَبِيَّ اللّٰهِ مَا تَرٰى فِي الصَّلٰوةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ قَالَ فَاَطْلَقَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِزَارَهُ طَارَقَ بِهِ رِدَآءَهُ فَاشْتَمَلَ بِهِمَا ثُمَّ قَامَ فَصَلّٰى بِنَا نَبِيُّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّآ اَنْ قَضَى الصَّلٰوةَ قَالَ اَوَكُلُّكُمْ يَجِدُ ثَوْبَيْنِ ـ

৬২৯। মুসাদ্দাদ---- কায়েস ইব্ন তাল্ক থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হলাম। সেখানে এক ব্যক্তি এসে তাঁকে বলেন, হে আল্লাহ্র নবী! এক বস্ত্রে নামায আদায় করা সম্পর্কে আপনার কি অভিমত? রাবী বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁর পরিধেয় বস্ত্র এক করে নিলেন (একটি বস্ত্র খুলে অন্য একটি বস্ত্রের উপর পরিধান করেন)। অতপর তিনি দাঁড়িয়ে আমাদের নামায পড়ান। নামায শেষে তিনি বলেনঃ তোমাদের প্রত্যেকের দু'টি করে বস্ত্রের সংস্থান আছে কি?

٨٤. بَابُ الرَّجُلُ يَعْقِدُ الثَّوْبَ فِيْ قَفَاهُ ثُمَّ يُصَلِّيْ

৮৪. অনুচ্ছেদঃ কাঁধে কাপড় গিরা দিয়ে কোন ব্যক্তির নামায আদায় সম্পর্কে

٦٣٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْاَنْبَارِيُّ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ اَبِيْ حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ لَقَدْ رَاَيْتُ الرِّجَالَ عَاقِدِيْ اُزُرِهِمْ فِيْ اَعْنَاقِهِمْ مِنْ ضِيْقِ الْاُزُرِ خَلْفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّلٰوةِ كَاَمْثَالِ الصِّبْيَانِ فَقَالَ قَائِلٌ يَّا مَعْشَرَ النِّسَآءِ لَا تَرْفَعْنَ رُءُوْسَكُنَّ حَتّٰى يَرْفَعَ الرِّجَالُ ـ

৬৩০। মুহাম্মাদ ইব্ন সুলায়মান---- সাহ্ল ইব্ন সাদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি লোকদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের পশ্চাতে নামায আদায়ের সময় তাদের সংকীর্ণ ইজারের (পায়জামার) কারণে তা বালকদের মত কাঁধে গিরা দিয়ে নামায আদায় করতে দেখি। এমতাবস্থায় এক ব্যক্তি বলে, হে সমবেত মহিলারা! পুরুষেরা সিজ্দা হতে মাথা উত্তোলনের পূর্বে তোমরা তোমাদের মাথা তুলবে না- (বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ)।

٨٥. بَابُ الرَّجُلِ يُصَلِّيْ فِيْ ثَوْبٍ بَعْضُهُ عَلٰى غَيْرِهِ

৮৫. অনুচ্ছেদঃ এক বস্ত্র পরিধান করে নামায আদায় করা—যার একাংশ অন্যের উপর থাকে

٦٣١- حَدَّثَنَا اَبُوْ الْوَلِيْدَ الطَّيَالِسِيُّ ثَنَا زَائِدَةٌ عَنْ اَبِىْ حُصَيْنٍ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِىْ ثَوْبٍ بَعْضُهُ عَلَىَّ ـ

৬৩১। আবুল-ওয়ালীদ---- আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম একটি বস্ত্র পরিধান করে নামায আদায় করেন যার একাংশ আমার গায়ের উপর ছিল- (বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ)।

٨٦. بَابُ الرَّجُلِ يُصَلِّى فِىْ قَمِيْصٍ وَّاحِدٍ

৮৬. অনুচ্ছেদঃ একটি জামা পরিধান করে নামায আদায় করা

٦٣٢- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ يَعْنِى ابْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ مُّوْسَى بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْاَكْوَعِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّى رَجُلٌ اَصِيْدُ فَاُصَلِّى فِى الْقَمِيْصِ الْوَاحِدِ قَالَ نَعَمْ وَازْرُرْهُ وَلَوْ بِشَوْكَةٍ ـ

৬৩২। আল্‌-কানাবী---- সালামা ইব্‌নুল আকওয়া (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে বলি, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি একজন শিকারী। আমি কি একটি মাত্র জামা পরিধান করে নামায আদায় করতে পারি? তিনি বলেন ঃ হাঁ, তবে তা বেঁধে নাও অন্তত একটি কাঁটা দ্বারা হলেও- (নাসাঈ)।

٦٣٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ بَزِيْعٍ ثَنَا يَحْيَى بْنُ اَبِىْ بُكَيْرٍ عَنْ اِسْرَائِيْلَ عَنْ اَبِىْ حَوْمَلِ الْعَامِرِىِّ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَكَذَا قَالَ وَهُوَ اَبُوْ حَرْمَلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ بَكْرٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ اَمَّنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ فِىْ قَمِيْصٍ لَيْسَ عَلَيْهِ رِدَاءٌ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ اِنِّىْ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّىْ فِىْ قَمِيْصٍ ـ

৬৩৩। মুহাম্মাদ ইব্‌ন হাতেম---- মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুর রহমান থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, জাবের ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা) চাদর ব্যতীত কেবলমাত্র একটি জামা পরিধান করে আমাদের নামাযের ইমামতি করেন এবং তার উপর চাদর ছিল না। নামায শেষে তিনি

বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে একটি মাত্র জামা পরিধান করে নামায আদায় করতে দেখেছি– (মুসলিম)।

٨٧. بَابُ اِذَا كَانَ الثَّوْبُ ضَيِّقًا

৮৭. অনুচ্ছেদঃ পরিধেয় বস্ত্র যদি সংকীর্ণ হয়

٦٣٤– حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَسُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَيَحْيَى بْنُ الْفَضْلِ السِّجِسْتَانِيُّ قَالُوْا ثَنَا حَاتِمٌ يَعْنِيْ ابْنَ اِسْمٰعِيْلَ ثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ مُجَاهِدٍ اَبُوْ حَزْرَةَ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الْوَلِيْدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ اَتَيْنَا جَابِرًا يَعْنِيْ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ سِرْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ غَزْوَةٍ فَقَامَ يُصَلِّيْ وَكَانَتْ عَلَيَّ بُرْدَةٌ ذَهَبْتُ اُخَالِفُ بَيْنَ طَرَفَيْهِ فَلَمْ تَبْلُغْ لِيْ وَكَانَتْ لَهَا ذَبَاذِبُ فَنَكَسْتُهَا ثُمَّ خَالَفْتُ بَيْنَ طَرَفَيْهَا ثُمَّ تَوَاقَصْتُ عَلَيْهَا لَا تَسْقُطُ ثُمَّ جِئْتُ حَتّٰى قُمْتُ عَنْ يَسَارِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَخَذَ بِيَدِيْ فَاَدَارَنِيْ حَتّٰى اَقَامَنِيْ عَنْ يَمِيْنِهِ فَجَاءَ ابْنُ صَخْرٍ حَتّٰى قَامَ عَنْ يَسَارِهِ فَاَخَذَنَا بِيَدَيْهِ جَمِيْعًا حَتّٰى اَقَامَنَا خَلْفَهُ قَالَ وَجَعَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْمُقُنِيْ وَاَنَا لَا اَشْعُرُ ثُمَّ فَطَنْتُ بِهِ فَاَشَارَ اِلَيَّ اَنْ اَتَّزِرَ بِهَا فَلَمَّا فَرَغَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا جَابِرُ قُلْتُ لَبَّيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اِذَا كَانَ وَاسِعًا فَخَالِفْ بَيْنَ طَرَفَيْهِ وَاِذَا كَانَ ضَيِّقًا فَاشْدُدْهُ عَلٰى حَقْوِكَ ـ

৬৩৪। হিশাম ইব্‌ন আম্মার--- উবাদা ইব্‌নুল ওয়ালীদ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা জাবের ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা)–র নিকট উপস্থিত হলে তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সাথে কোন এক যুদ্ধে যাই। তিনি নামায পড়ার জন্য দন্ডায়মান হন। এ সময় আমার গায়ে একটি ছোট চাদর ছিল। আমি তা আমার কাঁধের দুই পাশে রাখার জন্য চেষ্টা করি, কিন্তু তা ছোট থাকায় কাঁধ পর্যন্ত পৌছেনি। আমার চাদরের লম্বা আঁচল ছিল, আমি সামান্য নত হয়ে ঐ আঁচলদ্বয় (কাঁধের) উপর এমনভাবে বেঁধে দেই, যাতে তা সরে না পড়তে পারে। অতঃপর

এ অবস্থায় আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের বাম পাশে গিয়ে নামাযে দাঁড়াই। তিনি আমার হাত ধরে ঘুরিয়ে তাঁর ডান পাশে নিয়ে দাঁড় করান। এ সময় হযরত ইব্ন সাখর (রহ) এসে তাঁর বাম পাশে দাঁড়ান। অতঃপর তিনি নিজের দুই হাত দিয়ে আমাদের উভয়কে ধরে তাঁর পিছনে দাঁড় করান। রাবী বলেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম আমার প্রতি ইংগিতপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকান, কিন্তু আমি এর অর্থ বুঝতে সক্ষম হই নাই, পরে আমি হৃদয়ংগম করতে পারি। তখন তিনি আমার প্রতি ইশারা করে বলেনঃ তোমার চাদর কোমরের সাথে ভাল করে বাঁধ। অতঃপর নামাযান্তে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেনঃ হে জাবের! আমি বলি– লাব্বাইকা, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তিনি বলেনঃ যখন তোমার চাদর বড় হবে তখন তা তুমি তোমার কাঁধের দুই পাশে জড়িয়ে রাখবে। আর যখন তা ছোট হবে তখন তা কোমরের সাথে শক্তভাবে বেঁধে রাখবে– (মুসলিম)।

٨٨. بَابُ الْاِسْبَالِ فِى الصَّلٰوةِ

৮৮. অনুচ্ছেদঃ নামাযের মধ্যে কাপড় ঝুলিয়ে রাখা

٦٣٥– حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ اَخْزَمَ ثَنَا اَبُو دَاوُدَ عَنْ اَبِى عَوَانَةَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ اَبِى عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ اَسْبَلَ اِزَارَهُ فِىْ صَلَاتِهِ خُيَلَاءَ فَلَيْسَ مِنَ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ ذِكْرُهُ فِىْ حِلٍّ وَّلَا حَرَامٍ- قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوٰى هٰذَا جَمَاعَةٌ عَنْ عَاصِمٍ مَوْقُوْفًا عَلَى ابْنِ مَسْعُوْدٍ مِنْهُمْ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ وَحَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ وَّاَبُو الْاَحْوَصِ وَاَبُوْ مُعَاوِيَةَ -

৬৩৫। যায়েদ ইব্ন আখযাম ..... ইব্ন মাস্‌উদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছিঃ যে ব্যক্তি নামাযের মধ্যে অহংকার করে স্বীয় পরিধেয় বস্ত্র (লুংগি, জামা, পাজামা বা প্যান্ট গোছার নীচে-পর্যন্ত) ঝুলিয়ে রাখে, ঐ ব্যক্তির ভাল বা মন্দের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলার কোন দায়িত্ব নেই (তার জন্য জান্নাত হালাল করবেন না এবং দোযখ হারাম করবেন না, অথবা তার গুনাহ মাফ করবেন না এবং তাকে খারাপ কাজ থেকে বাঁচিয়ে রাখবেন না)– (নাসাঈ)।

ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেন, মুহাদ্দিছদের একদল যেমন আসিম, হাম্মাদ ইব্ন সালামা, হাম্মাদ ইব্ন যায়েদ, আবুল আহ্ওয়াস, আবু মুআবিয়া প্রমুখ ঐ হাদীছ ইব্ন মাসউদ (রা) থেকে "মাওকুফ হাদীছ" হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

٦٣٦- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ اسْمٰعِيلَ ثَنَا اَبَانٌ ثَنَا يَحْيَى عَنْ اَبِى جَعْفَرٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ يُصَلِّى مُسْبِلٌ ازَارَه اذْ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اذْهَبْ فَتَوَضَّأْ فَذَهَبَ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ جَاءَ ثُمَّ قَالَ اذْهَبْ فَتَوَضَّأْ فَذَهَبَ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللّٰهِ مَا لَكَ اَمَرْتَهُ اَنْ يَتَوَضَّأَ قَالَ اِنَّهُ كَانَ يُصَلِّى وَهُوَ مُسْبِلُ اِزَارِهِ وَاِنَّ اللّٰهَ جَلَّ ذِكْرُهُ لَا يَقْبَلُ صَلٰوةَ رَجُلٍ مُسْبِلٍ اِزَارَهُ ـ

৬৩৬। মূসা ইব্ন ইস্মাঈল···· আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের মধ্যে কোন এক ব্যক্তি তার পাজাম (টাখনু গিরার নীচ পর্যন্ত) ঝুলিয়ে নামায পড়ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাকে বলেনঃ তুমি যাও উযু করে আস! সে গিয়ে উযু করে ফিরে আসে। তিনি তাকে পুনরায় গিয়ে উযু করে আসার নির্দেশ দেন। সে পুনরায় উযু করে আসলে উপস্থিত এক ব্যক্তি তাঁকে বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি তাকে (উযু থাকাবস্থায়) কেন পুনরায় উযু করার নির্দেশ দেন? তিনি বলেনঃ এই ব্যক্তি কাপড় ঝুলিয়ে নামায পড়ছিল এবং আল্লাহ্ তাআলা এরূপ ব্যক্তিদের নামায আদৌ কবুল করেন না।

٨٩. بَابُ مَنْ قَالَ يَتَّزِرُ بِهِ اِذَا كَانَ ضَيِّقًا

৮৯. অনুচ্ছেদঃ ছোট বস্ত্র কোমরে বেঁধে নামায আদায় করা সম্পর্কে

٦٣٧- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ اَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَوْ قَالَ قَالَ عُمَرُ اِذَا كَانَ لِاَحَدِكُمْ ثَوْبَانِ فَلْيُصَلِّ فِيهِمَا فَاِنْ لَمْ يَكُنْ اِلَّا ثَوْبٌ فَلْيَتَّزِرْ بِهِ وَلَا يَشْتَمِلِ اشْتِمَالَ الْيَهُودِ ـ

৬৩৭। সুলায়মান···· ইব্ন উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেন অথবা হযরত উমার (রা) বলেছেনঃ[১] তোমাদের কারো যখন দু'টি বস্ত্র থাকবে– তখন তা পরিধান করে নামায আদায় করবে। অপরপক্ষে যদি একটি বস্ত্র থাকে, তবে তা কোমরে বেঁধে নামায আদায় করবে এবং ইহূদীদের মত যেন পরিধান না করে।

১। বর্ণনাকারীর এ ব্যাপারে সন্দেহ থাকায় হাদীছটি এভাবে উক্ত হয়েছে। –(অনুবাদক)

٦٣٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا اَبُوْ تُمَيْلَةَ يَحْيَى بْنُ وَاضِحٍ ثَنَا اَبُو الْمُنِيبِ عَبْدُ اللّٰهِ الْعَتَكِيُّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يُّصَلِّى فِيْ لِحَافٍ لَّا يَتَوَشَّحُ بِهِ وَالْاٰخَرُ اَنْ يُّصَلِّى فِيْ سَرَاوِيلَ وَلَيْسَ عَلَيْهِ رِدَآءٌ -

৬৩৮। মুহাম্মাদ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া---- আবদুল্লাহ ইব্ন বুরায়দা (রা) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এক বস্ত্র পরিধান করে নামায আদায় করতে নিষেধ করেছেন- যা শরীর আবৃত করে না। অপরপক্ষে তিনি চাদর বিহীন অবস্থায় কেবলমাত্র পাজামা (বা লুঙ্গি) পরিধান করে নামায আদায় করতেও নিষেধ করেছেন।

٩٠. بَابٌ فِيْ كَمْ تُصَلِّى الْمَرْأَةُ

৯০. অনুচ্ছেদঃ মহিলারা কয়টি বস্ত্র পরিধান করে নামায পড়বে

٦٣٩- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ قُنْفُذٍ عَنْ اُمِّهٖ اَنَّهَا سَاَلَتْ اُمَّ سَلَمَةَ مَاذَا تُصَلِّى فِيْهِ الْمَرْأَةُ مِنَ الثِّيَابِ فَقَالَتْ تُصَلِّى فِى الْخِمَارِ وَالدِّرْعِ السَّابِغِ الَّذِىْ يُغَيِّبُ ظُهُوْرَ قَدَمَيْهَا -

৬৩৯। আল্-কানাবী---- মুহাম্মাদ ইব্ন কুনফুয থেকে তাঁর মাতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি উম্মে সালামা (রা)-কে প্রশ্ন করেন যে, স্ত্রী লোকেরা কি কি বস্ত্র পরিধান করে নামায পড়বে? তিনি বলেন, ওড়না এবং জামা পরিধান করে, যদ্দারা পায়ের পাতাও ঢেকে যায়- (মুওয়াত্তা ইমাম মালেক)।

٦٤٠- حَدَّثَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوْسٰى ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ يَعْنِى ابْنَ دِيْنَارٍ عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ قَالَ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ اَنَّهَا سَاَلَتِ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَتُصَلِّى الْمَرْأَةُ فِىْ دِرْعٍ وَّخِمَارٍ لَّيْسَ عَلَيْهَا اِزَارٌ قَالَ اِذَا كَانَ الدِّرْعُ سَابِغًا يُّغَطِّىْ ظُهُوْرَ قَدَمَيْهَا- قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوٰى هٰذَا الْحَدِيْثَ مَالِكُ بْنُ اَنَسٍ وَّبَكْرُ بْنُ مُضَرَ وَحَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ وَّاِسْمٰعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ

وَابْنُ اَبِىْ ذِئْبٍ وَابْنُ اِسْحٰقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ اُمِّهٖ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ لَمْ يَذْكُرْ اَحَدٌ مِّنْهُمُ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَصَرُوْا بِهٖ اُمِّ سَلَمَةَ ـ

৬৪০। মুজাহিদ ইব্‌ন মুসা.... উম্মে সালামা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করেন যে, মহিলারা পাজামা পরিধান ব্যতীত কেবলমাত্র ওড়না ও চাদর পরিধান করে নামায পড়তে পারে কি? তিনি বলেনঃ যখন চাদর বা জামা এতটা লম্বা হবে, যাতে পায়ের পাতা ঢেকে যায়– এরূপ কাপড় পরে নামায পড়তে পারবে। ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেন, এ হাদীছটি ইমাম মালেক ইব্‌ন আনাস, বাক্‌র ইব্‌ন মুদার, হাফ্‌স ইব্‌ন গিয়াছ, ইসমাঈল ইব্‌ন জাফর, ইব্‌ন আবু যেব ও ইব্‌ন ইসহাক (রহ) মুহাম্মাদ ইব্‌ন যায়েদের সূত্রে, তিনি তাঁর মায়ের সূত্রে এবং তিনি হযরত উম্মে সালামা (রা)–র সূত্রে বর্ণনা করেছেন (কাজেই তা মাওকূফ হাদীছ)।

٩١. بَابُ الْمَرْاَةِ تُصَلِّىْ بِغَيْرِ خِمَارٍ

৯১. অনুচ্ছেদঃ মহিলাদের ওড়না ছাড়া নামায আদায় করা সম্পর্কে

٦٤١– حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ ثَنَا حَمَّادٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ الْحَارِثِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ قَالَ لَا يَقْبَلُ اللّٰهُ صَلٰوةَ حَائِضٍ اِلَّا بِخِمَارٍ ـ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ سَعِيْدٌ يَعْنِىْ ابْنَ اَبِىْ عَرُوْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ

৬৪১। মুহাম্মাদ ইব্‌নুল মুছান্না.... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেনঃ প্রাপ্ত বয়স্ক মহিলারা ওড়না ছাড়া নামায আদায় করলে তা আল্লাহ্‌র দরবারে কবুল হবে না[১]– (তিরমিযী, ইব্‌ন মাজা, মালেক, হাকেম)।

٦٤٢– حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ مُحَمَّدٍ اَنَّ عَائِشَةَ نَزَلَتْ عَلٰى صَفِيَّةَ اُمِّ طَلْحَةَ الطَّلَحَاتِ فَرَاَتْ بَنَاتٍ لَّهَا فَقَالَتْ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ وَفِىْ حُجْرَتِىْ جَارِيَةٌ فَاَلْقٰى اِلَىَّ حَقْوَهُ قَالَ لِىْ شُقِّيْهِ

১। নামাযের সময় মহিলাদের মাথাসহ সর্বাংগ আবৃত করে রাখা ফরয। –অনুবাদক)।

بِشُقَّتَيْنِ فَاَعْطِى هٰذِهِ نِصْفًا وَالْفَتَاةَ الَّتِى عِنْدَ اُمِّ سَلَمَةَ نِصْفًا فَاِنِّى لَا اُرَاهَا اِلَّا قَدْ حَضَتَ اَوْ لَا اُرَاهُمَا اِلَّا قَدْ حَاضَتَا ـ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَكَذٰلِكَ رَوَاهُ هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ ـ

৬৪২। মুহাম্মাদ ইব্ন উবায়দ···· মুহাম্মাদ ইব্ন সীরীন হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত আয়েশা (রা) সাফিয়্যা বিন্তে হারিছ-এর বাড়ীতে যান। তিনি সেখানে তাঁর প্রাপ্ত বয়স্কা মেয়েদের দেখতে পেয়ে বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম আমার কামরায় প্রবেশ করেন যখন সেখানে একটি মেয়ে ছিল। তখন তিনি তাঁর কোমরবন্ধ আমার দিকে নিক্ষেপ করে বলেনঃ এটা দুই টুকরা করে এর একাংশ এই মেয়েকে দাও এবং অপরাংশ উম্মে সালামার নিকটস্থ মেয়েকে দান কর। কেননা আমি দেখছি তারা প্রাপ্ত বয়স্কা হয়েছে।

٩٢. بَابُ السَّدْلِ فِى الصَّلٰوةِ

৯২. অনুচ্ছেদঃ নামাযের সময় লম্বা কাপড় পরিধান সম্পর্কে

٦٤٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَاِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسٰى عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ذَكْوَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ الْاَحْوَلِ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ اِبْرَاهِيْمُ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنِ السَّدْلِ فِى الصَّلٰوةِ وَاَنْ يُّغَطِّىَ الرَّجُلُ فَاهُ ـ

৬৪৩। মুহাম্মাদ ইব্নুল-আলা···· আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম মৃত্তিকাস্পর্শী লম্বা কাপড় পরিধান করে নামায পড়তে নিষেধ করেছেন এবং নামাযের সময় মুখ ঢাকতেও নিষেধ করেছেন- (তিরমিযী, ইব্ন মাজা)।

٦٤٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسٰى بْنِ الطَّبَّاعِ ثَنَا حَجَّاجٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ اَكْثَرُ مَا رَاَيْتُ عَطَاءً يُصَلِّى سَادِلًا قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ عَسَلٌ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنِ السَّدْلِ فِى الصَّلٰوةِ ـ

৬৪৪। মুহাম্মাদ ইব্ন ঈসা···· ইব্ন জুরায়েজ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হযরত আতা (রহ)-কে অধিকাংশ সময় লম্বা বস্ত্র পরিধান করে নামায পড়তে দেখেছি। ইমাম আবু দাউদ

(রহ) বলেন, আসাল (রহ) ঐ হাদীছটি হযরত আতা হতে, তিনি হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেনঃ মহানবী (স) মৃত্তিকাস্পর্শী লম্বা কাপড় পরিধান করে নামায পড়তে নিষেধ করেছেন।

٩٣. بَابُ الصَّلٰوةِ فِىْ شُعُرِ النِّسَاءِ

৯৩. অনুচ্ছেদঃ মহিলাদের দেহের সাথে সম্পৃক্ত কাপড়ে নামায পড়া

٦٤٥- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ ثَنَا اَبِىْ ثَنَا الْاَشْعَثُ عَنْ مُحَمَّدٍ يَعْنِى ابْنَ سِيْرِيْنَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَقِيْقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُصَلِّىْ فِىْ شُعُرِنَا اَوْ لُحُفِنَا ـ قَالَ عُبَيْدُ اللّٰهِ شَكَّ اَبِىْ ـ

৬৪৫। উবায়দুল্লাহ ইব্ন মুআয---- আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম আমাদের শরীরের সাথে সম্পৃক্ত কাপড়ে বা লেপে নামায পড়তেন না- (নাসাঈ, তিরমিযী)।

٩٤. بَابُ الرَّجُلِ يُصَلِّى عَاقِصًا شَعْرَهُ

৯৪. অনুচ্ছেদঃ খোঁপা বাঁধা অবস্থায় পুরুষের নামায পড়া সম্পর্কে

٦٤٦- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ حَدَّثَنِى عِمْرَانُ بْنُ مُوْسٰى عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ سَعِيْدِ الْمَقْبُرِىِّ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ رَاٰى اَبَا رَافِعٍ مَّوْلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِحَسَنِ بْنِ عَلِىٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا وَهُوَ يُصَلِّىْ قَائِمًا وَّقَدْ غَرَزَ ضُفُرَهُ فِىْ قَفَاهُ فَحَلَّهَا اَبُوْ رَافِعٍ فَالْتَفَتَ حَسَنٌ اِلَيْهِ مُغْضَبًا فَقَالَ لَهُ اَبُوْ رَافِعٍ اَقْبِلْ عَلٰى صَلٰوتِكَ وَلَا تَغْضَبْ فَاِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ ذَالِكَ كِفْلُ الشَّيْطٰنِ يَعْنِىْ مَقْعَدَ الشَّيْطٰنِ يَعْنِىْ مَغْرَزَ ضُفُرِهِ ـ

৬৪৬। আল্-হাসান ইব্ন আলী---- সাঈদ ইব্ন আবু সাঈদ আল-মাকবুরী থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা তিনি দেখতে পান যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া

সাল্লামের মুক্তদাস আবু রাফে–হাসান ইব্‌ন আলী (রা)–র পাশ দিয়ে গমন করেন। এ সময় হাসান ইব্‌ন আলী (রা) চুল বাঁধা অবস্থায় (মাথার উপরাংশে) নামাযে রত ছিলেন। আবু রাফে (রা) ঐ খোপা খুলে দেন। ফলে হাসান (রা) তাঁর প্রতি রাগান্বিত হয়ে দৃষ্টিপাত করলে আবু রাফে বলেন, আপনি আপনার মামায আগে সমাপ্ত করুন, রাগান্বিত হবেন না। কেননা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছিঃ এটা শয়তানের আসন। অর্থাৎ পুরুষেরা মাথার উপরিভাগে চুলের খোঁপা বাঁধলে– তা শয়তানের আড্ডাস্থলে পরিণত হয়– (ইব্‌ন মাজা, তিরমিযী)।

٦٤٧– حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ اَنَّ بُكَيْرًا حَدَّثَهُ اَنَّ كُرَيْبًا مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ حَدَّثَهُ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَبَّاسٍ رَاَى عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ الْحَارِثِ يُصَلِّى وَرَاْسُهُ مَعْقُوصٌ مِنْ وَرَائِه فَقَامَ وَرَاءَهُ فَجَعَلَ يَحُلُّهُ وَاَقَرَّ لَهُ الْاٰخَرُ فَلَمَّا انْصَرَفَ اَقْبَلَ اِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ مَا لَكَ وَرَاْسِى قَالَ اِنِّى سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اِنَّمَا مَثَلُ هٰذَا مَثَلُ الَّذِى يُصَلِّى وَهُوَ مَكْتُوْفٌ ـ

৬৪৭। মুহাম্মাদ ইব্‌ন সালামা··· কুরায়েব হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রা) হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌নুল হারিছকে মাথার পেছনে চুল বাঁধা অবস্থায় নামায পড়তে দেখেন। তিনি (ইব্‌ন আব্বাস) তাঁর পেছনে দাঁড়িয়ে তাঁর চুলের বাধন খুলতে থাকেন এবং তিনি নিশ্চুপ থাকেন। নামাযান্তে তিনি ইব্‌ন আব্বাস (রা)–র সামনে এসে বলেন, আপনি আমার মাথার সাথে এরূপ আচরণ কেন করলেন? তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছিঃ এভাবে পশ্চাতে চুল বেঁধে নামায আদায় করা পশ্চাত দিকে হাতবাঁধা অবস্থায় নামায পড়ার অনুরূপ[১]– (নাসাঈ)।

٩٥. بَابُ الصَّلٰوةِ فِى النَّعْلِ

৯৫. অনুচ্ছেদঃ জুতা পরিহিত অবস্থায় নামায পড়া

٦٤٨– حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ثَنَا يَحْيَى عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ

১। নামায আদায়ের সময় নামাযীর প্রতিটি অংগ–প্রত্যংগ আল্লাহ্‌র দরবারে সিজদায় নত হয়ে থাকে। এ সময় চুল বাঁধা থাকার কারণে তা সিজদায় যেতে পারে না বলে তাকে হাত বাঁধার সাথে তুলনা করা হয়েছে।– (অনুবাদক)

عَنِ ابْنِ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى يَوْمَ الْفَتْحِ وَوَضَعَ نَعْلَيْهِ عَنْ يَسَارِهِ ـ

৬৪৮। মুসাদ্দাদ---- আবদুল্লাহ ইব্‌নুস-সাইব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে তাঁর জুতা মোবারক তাঁর বাম পাশে রেখে নামায আদায় করতে দেখেছি- (নাসাঈ)।

٦٤٩- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَاَبُوْ عَاصِمٍ قَالَا اَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ يَقُوْلُ اَخْبَرَنِىْ اَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ سُفْيَانَ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُسَيَّبِ الْعَابِدِىُّ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصُّبْحَ بِمَكَّةَ فَاسْتَفْتَحَ سُوْرَةَ الْمُؤْمِنِيْنَ حَتّٰى اِذَا جَاءَ ذِكْرُ مُوْسٰى وَهَارُوْنَ اَوْ ذِكْرُ مُوْسٰى وَعِيْسٰى ابْنُ عَبَّادٍ يَشُكُّ اَوِ اخْتَلَفُوْا اَخَذَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَعْلَةٌ فَحَذَفَ فَرَكَعَ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ السَّائِبِ حَاضِرٌ لِذٰلِكَ ـ

৬৪৯। আল-হাসান ইব্‌ন আলী---- আবদুল্লাহ ইব্‌নুস-সাইব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম মক্কা বিজয়ের দিন ফজরের নামায আদায়ের সময় সূরা মুমিনুন পড়া শুরু করেন। যখন মূসা (আ) ও হারূন (আ)-এর অথবা মুসা এবং ঈসা (আ) প্রসংগ তিলাওয়াত করার সময় (রাবী সন্দেহ বশতঃ এইরূপে বর্ণনা করেছেন) তাঁর হাঁচি আসে। তিনি কিরাআত বন্ধ করে রুকুতে যান। আবদুল্লাহ ইব্‌নুস সাইব (রা) এই সময় উপস্থিত ছিলেন- (মুসলিম, নাসাঈ, ইব্‌ন মাজা, বুখারী)।

٦٥٠- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ ثَنَا حَمَّادٌ عَنْ اَبِيْ نُعَامَةَ السَّعْدِيِّ عَنْ اَبِيْ نَضْرَةَ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ بَيْنَمَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّىْ بِاَصْحَابِهِ اِذْ خَلَعَ نَعْلَيْهِ فَوَضَعَهُمَا عَنْ يَسَارِهِ فَلَمَّا رَاَى الْقَوْمُ ذٰلِكَ اَلْقَوْا نِعَالَهُمْ فَلَمَّا قَضٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاتَهُ قَالَ مَا حَمَلَكُمْ عَلٰى اِلْقَائِكُمْ نِعَالَكُمْ قَالُوْا رَاَيْنَاكَ اَلْقَيْتَ نَعْلَيْكَ فَاَلْقَيْنَا نِعَالَنَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ جِبْرِيْلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَتَانِيْ فَاَخْبَرَنِىْ اَنَّ فِيْهِمَا قَذَرًا ـ وَقَالَ اِذَا جَاۤءَ اَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَنْظُرْ فَاِنْ رَاٰى فِىْ نَعْلَيْهِ قَذَرًا اَوْ اَذًى فَلْيَمْسَحْهُ وَلْيُصَلِّ فِيْهِمَا ـ

৬৫০। মুসা ইব্‌ন ইসমাঈল---- আবু সাঈদ আল–খুদ্‌রী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম সাহাবীদের সহ নামায পড়ছিলেন। এ সময় হঠাৎ তিনি তাঁর কদম মোবারক হতে জুতা খুলে বাম পাশে রাখেন। তা দেখে সাহাবীরাও তাদের জুতা খুলে ফেলেন। নামায শেষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁদেরকে জিজ্ঞেস করেনঃ তোমাদের জুতা খোলার কারণ কি? তাঁরা বলেন, আপনাকে জুতা খুলতে দেখে আমরাও খুলেছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেনঃ হযরত জিব্‌রাঈল (আ) এসে আমাকে জ্ঞাত করেন যে, আমার জুতাদ্বয়ে নাপাক লেগে আছে। তিনি আরো বলেনঃ যখন তোমাদের কেউ মসজিদে আসবে তখন সে যেন তার জুতা পরীক্ষা করে। যদি তাতে নাপাকি লেগে থাকে তবে তা পরিষ্কার করার পর তা পরিধান করে নামায পড়বে।

٦٥١ – حَدَّثَنَا مُوْسٰى يَعْنِىْ اِسْمٰعِيْلَ ثَنَا اَبَانٌ ثَنَا قَتَادَةُ حَدَّثَنِىْ بَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهٰذَا قَالَ فِيْهِمَا خَبَثًا قَالَ فِى الْمَوْضِعَيْنِ خَبَثًا ـ

৬৫১। মুসা ইব্‌ন ইসমাঈল---- বাক্‌র ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা) উপরোক্ত হাদীছটি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন এবং তিনি এই হাদীছের উভয় স্থানে 'কাযার' (নাপাক) শব্দের পরিবর্তে 'খাবাছ' (নাপাক) শব্দের উল্লেখ করেছেন।

٦٥٢ – حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ ثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِىُّ عَنْ هِلَالِ بْنِ مَيْمُوْنَ الرَّمْلِىِّ عَنْ يَعْلَى بْنِ شَدَّادِ بْنِ اَوْسٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَالِفُوا الْيَهُوْدَ فَاِنَّهُمْ لَا يُصَلُّوْنَ فِىْ نِعَالِهِمْ وَلَا خِفَافِهِمْ ـ

৬৫২। কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ---- ইয়ালা ইব্‌ন শাদ্দাদ ইব্‌ন আওস থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেনঃ তোমরা ইহুদীদের বিরুদ্ধাচরণ কর। তারা জুতা ও মোজা পরিধান করে নামায আদায় করে না।

٦٥٣ – حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ ثَنَا عَلِىُّ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ عَنْ

عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيْ حَافِيًا وَّمُنْتَعِلًا ـ

৬৫৩। মুসলিম ইব্‌ন ইব্‌রাহীম---- আমর ইব্‌ন শুআয়েব থেকে তাঁর পিতার সূত্রে এবং তিনি তাঁর দাদার সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে কোন সময় খালি পায়ে এবং কোন সময় জুতা পরিহিত অবস্থায় নামায পড়তে দেখেছি– (ইব্‌ন মাজা)।

٩٦. بَابُ الْمُصَلِّيْ اِذَا خَلَعَ نَعْلَيْهِ اَيْنَ يَضَعُهُمَا

৯৬. অনুচ্ছেদঃ মুসল্লী জুতা খুলে তা কোথায় রাখবে

٦٥٤– حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ ثَنَا صَالِحُ بْنُ رُسْتُمَ اَبُوْ عَامِرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ يُوْسُفَ بْنِ مَاهَكَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا صَلَّى اَحَدُكُمْ فَلَا يَضَعْ نَعْلَيْهِ عَنْ يَّمِيْنِهِ وَلَا عَنْ يَسَارِهِ فَتَكُوْنَ عَنْ يَّمِيْنِ غَيْرِهِ اِلَّا اَنْ لَّا يَكُوْنَ عَنْ يَّسَارِهِ اَحَدٌ وَّلْيَضَعْهُمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ ـ

৬৫৪। আল–হাসান---- আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ তোমাদের কেউ যেন নামায আদায়ের সময় তার জুতা ডান অথবা বামদিকে না রাখে। অবশ্য তার বামদিকে যদি কোন লোক না থাকে তবে সেখানে রাখতে পারে। তবে জুতাদ্বয় স্বীয় পদদ্বয়ের মধ্যবর্তী স্থানে রাখাই বাঞ্ছনীয়।

٦٥٥– حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ نَجْدَةَ ثَنَا بَقِيَّةُ وَشُعَيْبُ بْنُ اِسْحٰقَ عَنِ الْاَوْزَاعِيِّ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيْدِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِيْ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا صَلَّى اَحَدُكُمْ فَخَلَعَ نَعْلَيْهِ فَلَا يُؤْذِ بِهِمَا اَحَدًا لِّيَجْعَلْهُمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ اَوْ لِيُصَلِّ فِيْهِمَا ـ

৬৫৫। আবদুল ওয়াহ্‌হাব---- আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেনঃ তোমাদের কেউ যেন নামায আদায়ের সময় তার জুতা

খুলে এমন স্থানে না রাখে যাতে অন্যের অসুবিধা হয়, বরং জুতা খুলে স্বীয় পদদ্বয়ের মধ্যবর্তী স্থানে রাখবে অথবা তা পরিধান করেই নামায পড়বে।

٩٧. بَابُ الصَّلٰوةِ عَلَى الْخُمْرَةِ

৯৭. অনুচ্ছেদঃ ছোট চাটাইয়ের উপর নামায পড়া

٦٥٦- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ اَنَا خَالِدٌ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَدَّادٍ حَدَّثَتْنِي مَيْمُونَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيْ وَاَنَا حِذَاءَهُ وَاَنَا حَائِضٌ وَرُبَّمَا اَصَابَنِيْ ثَوْبُهُ اِذَا سَجَدَ وَكَانَ يُصَلِّيْ عَلَى الْخُمْرَةِ ـ

৬৫৬। আমর ইব্ন আওন···· মায়মূনা বিন্তুল–হারিস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের কোন কোন সময় নামায আদায়কালে আমি হায়েয অবস্থায় তাঁর পাশে থাকতাম এবং কখনও কখনও সিজদার সময় তাঁর বস্ত্র আমার শরীর স্পর্শ করত। তিনি খেজুর পাতার তৈরী চাটাইয়ের উপর নামায আদায় করতেন– (বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, ইব্ন মাজা, তিরমিযী)।

٩٨. بَابُ الصَّلٰوةِ عَلَى الْحَصِيْرِ

৯৮. অনুচ্ছেদঃ চাটাইয়ের উপর নামায পড়া

٦٥٧- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ ثَنَا اَبِيْ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَنَسِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْاَنْصَارِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّيْ رَجُلٌ ضَخْمٌ وَكَانَ ضَخْمًا لَّا اَسْتَطِيْعُ اَنْ اُصَلِّيَ مَعَكَ وَصَنَعَ لَهُ طَعَامًا وَدَعَاهُ اِلٰى بَيْتِهِ فَصَلِّ حَتّٰى اَرَاكَ كَيْفَ تُصَلِّيْ فَاَقْتَدِيْ بِكَ فَنَضَحُوْا لَهُ طَرَفَ حَصِيْرٍ لَّهُمْ فَقَامَ فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ قَالَ فُلَانُ بْنُ الْجَارُوْدِ لِاَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَكَانَ يُصَلِّي الضُّحٰى قَالَ لَمْ اَرَهُ صَلّٰى اِلَّا يَوْمَئِذٍ ـ

৬৫৭। উবায়দুল্লাহ···· আনাস ইব্ন মালিক (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক আনসার সাহাবী

বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি স্থূলদেহী, সে কারণে জামাআতে শরীক হয়ে আপনার সাথে নামায আদায় করতে সক্ষম নই। একদা ঐ ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (স)-এর জন্য খাবার প্রস্তুত করে তাঁকে দাওয়াত দেন যে- আপনি আমার ঘরে উপস্থিত হয়ে নামায আদায় করবেন। অতঃপর ঐরূপ ভাবে নামায আদায়ে ভবিষ্যতে আমি আপনার অনুসরণ করব। অতঃপর গৃহবাসীরা তাদের মাদুরের এক অংশ ধৌত করার পর রাসূলুল্লাহ (স) তার উপর দুই রাকাত নামায আদায় করেন। ফুলান ইব্‌নূল জারূদ (রহ) আনাস ইব্‌ন মালিক (রা)-কে জিজ্ঞেস করেন যে, রাসূলুল্লাহ (স) চাশ্‌তের নামায আদায় করতেন কি? জবাবে তিনি বলেন, আমি উপরোক্ত দিন ব্যতীত তাঁকে আর কোন দিন ঐ নামায পড়তে দেখি নাই- (বুখারী)।

٦٥٨- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ ثَنَا الْمُثَنَّى بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنِىْ قَتَادَةُ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَزُوْرُ اُمَّ سُلَيْمٍ فَتُدْرِكُهُ الصَّلٰوةُ اَحْيَانًا فَيُصَلِّىْ عَلٰى بِسَاطٍ لَّنَا وَهُوَ حَصِيْرٌ نَنْضَحُهُ بِالْمَاءِ ـ

৬৫৮। মুসলিম ইব্‌ন ইবরাহীম---- আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) হতে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম মাঝে মাঝে হযরত উম্মে সুলায়ম (রা)-কে দেখতে যেতেন এবং সেখানে কখনও কখনও নামাযের ওয়াক্ত হয়ে গেলে তিনি আমাদের মাদুরের উপর নামায পড়তেন। মাদুরটি ছিল খেজুর পাতার তৈরী এবং তা উম্মে সুলায়ম (রা) পানি দ্বারা ধৌত করে দিতেন- (নাসাঈ,বুখারী)।

٦٥٩- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ وَعُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ بِمَعْنَى الْاِسْنَادِ وَالْحَدِيْثِ قَالَا ثَنَا اَبُوْ اَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّىْ عَلَى الْحَصِيْرِ وَالْفَرْوَةِ الْمَدْبُوْغَةِ ـ

৬৫৯। উবায়দুল্লাহ---- মুগীরা ইব্‌ন শো'বা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম খেজুর পাতার তৈরী চাটাই এবং প্রক্রিয়জাত চামড়ার উপর নামায পড়তেন।

৯৯. بَابُ الرَّجُلِ يَسْجُدُ عَلٰى ثَوْبِهِ

৯৯. অনুচ্ছেদঃ কাপড়ের উপর সিজদা করা

٦٦٠- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ثَنَا بِشْرٌ يَعْنِىْ ابْنَ الْمُفَضَّلِ ثَنَا غَالِبٌ الْقَطَّانُ عَنْ

بَكْرِبْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كُنَّا نُصَلِّىْ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ شِدَّةِ الْحَرِّ فَاِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ اَحَدُنَا اَنْ يُّمَكِّنَ وَجْهَهُ مِنَ الْاَرْضِ بَسَطَ ثَوْبَهُ فَسَجَدَ عَلَيْهِ -

৬৬০। আহ্‌মাদ ইব্‌ন হাম্বল---- আনাস ইব্‌ন মালেক (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা প্রচন্ড গরমের সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সাথে নামায পড়তাম। আমাদের কেউ তাপদাহের কারণে যখন মাটিতে সিজদা করতে অক্ষম হত তখন সেখানে কাপড় বিছিয়ে তার উপর সিজদা করত– (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ, ইব্‌ন মাজা)।

١٠٠. بَابُ تَسْوِيَةِ الصُّفُوْفِ

১০০. অনুচ্ছেদঃ কাতার সোজা করা

٦٦١– حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ ثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ سَاَلْتُ سُلَيْمَانَ الْاَعْمَشَ عَنْ حَدِيْثِ جَابِرِبْنِ سَمُرَةَ فِى الصُّفُوْفِ الْمُقَدَّمَةِ فَحَدَّثَنَا عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ تَمِيْمِ بْنِ طَرَفَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلَا تَصُفُّوْنَ كَمَا تَصُفُّ الْمَلٰئِكَةُ عِنْدَ رَبِّهِمْ قُلْنَا وَكَيْفَ تَصُفُّ الْمَلٰئِكَةُ عِنْدَ رَبِّهِمْ قَالَ يُتِمُّوْنَ الصُّفُوْفَ الْمُقَدَّمَةَ وَيَتَرَاصُّوْنَ فِى الصَّفِّ -

৬৬১। আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুহাম্মাদ---- জাবের ইব্‌ন সামুরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ ফেরেশ্‌তারা তাদের প্রতিপালকের দরবারে যেরূপ সারিবদ্ধভাবে দন্ডায়মান হয়ে থাকে তোমরা ঐরূপ কর না কেন? আমরা জিজ্ঞেস করি, ফেরেশ্‌তারা তাদের প্রতিপালকের দরবারে কিরূপে কাতারবদ্ধ হয়ে দাঁড়ায়? তিনি বলেনঃ তারা সর্বাগ্রে প্রথম কাতার পূর্ণ করে, অতঃপর পর্যায়ক্রমে দ্বিতীয় কাতার ইত্যাদি পূর্ণ করে এবং তারা কাতারে দন্ডায়মান হওয়ার সময় পরস্পর মিলে দাঁড়ায়– (মুসলিম, নাসাঈ, ইব্‌ন মাজা)।

٦٦٢– حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ اَبِىْ زَائِدَةَ عَنْ اَبِى الْقَاسِمِ الْجَدَلِيِّ قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيْرٍ يَقُوْلُ اَقْبَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى النَّاسِ بِوَجْهِهِ فَقَالَ اَقِيْمُوْا صُفُوْفَكُمْ ثَلَاثًا وَاللّٰهِ لَتُقِيْمُنَّ صُفُوْفَكُمْ اَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللّٰهُ بَيْنَ قُلُوْبِكُمْ قَالَ فَرَأَيْتُ الرَّجُلَ يُلْزِقُ مَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِ صَاحِبِهِ وَرُكْبَتَهُ بِرُكْبَةِ صَاحِبِهِ وَكَعْبَهُ بِكَعْبِهِ ـ

৬৬২। উছমান ইব্ন আবু শায়বা---- নু'মান ইব্ন বশীর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম সমবেত ব্যক্তিদের নিকট উপস্থিত হয়ে তিনবার বলেনঃ তোমরা তোমাদের কাতার সোজা কর। আল্লাহ্র শপথ! তোমরা কাতার সোজা করে দন্ডায়মান হবে, অন্যথায় আল্লাহ তাআলা তোমাদের মধ্যে মতানৈক্য সৃষ্টি করবেন। রাবী বলেন, অতঃপর আমি মুসল্লীদেরকে পরস্পর কাঁধে কাঁধ, পায়ে পা এবং গোড়ালির সাথে গোড়ালি মিলিয়ে দাঁড়াতে দেখেছি- (নাসাঈ, বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, ইব্ন মাজা)।

٦٦٣- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ ثَنَا حَمَّادٌ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيْرٍ يَقُوْلُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَوِّيْنَا فِى الصُّفُوْفِ كَمَا يُقَوَّمُ الْقِدْحُ حَتّٰى اِذَا ظَنَّ اَنْ قَدْ اَخَذْنَا ذٰلِكَ عَنْهُ وَفَقِهْنَا اَقْبَلَ ذَاتَ يَوْمٍ بِوَجْهِهِ اِذَا رَجُلٌ مُنْتَبِذٌ بِصَدْرِهِ فَقَالَ لَتُسَوُّنَّ صُفُوْفَكُمْ اَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللّٰهُ بَيْنَ وُجُوْهِكُمْ ـ

৬৬৩। মূসা ইব্ন ইসমাঈল---- নু'মান ইব্ন বশীর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে তীরের মত সোজা করে কাতারবদ্ধ করতেন। অতঃপর আমরা তাঁর নিকট হতে তা পূর্ণভাবে শিখবার পর একদা তিনি আগমন করে এক ব্যক্তিকে কাতারচ্যুত অবস্থায় দেখতে পান। তিনি বলেনঃ তোমরা কাতার সোজা করে দাঁড়াবে। অন্যথায় আল্লাহ তাআলা তোমাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে দেবেন- (ঐ)।

٦٦٤- حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ وَاَبُوْ عَاصِمِ بْنِ جَوَّاسٍ الْحَنَفِيِّ عَنْ اَبِى الْاَحْوَصِ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ طَلْحَةَ الْيَامِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْسَجَةَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَخَلَّلُ الصَّفَّ مِنْ نَاحِيَةٍ اِلٰى نَاحِيَةٍ يَمْسَحُ صُدُوْرَنَا وَمَنَاكِبَنَا وَيَقُوْلُ لَا تَخْتَلِفُوْا فَتَخْتَلِفَ قُلُوْبُكُمْ وَكَانَ يَقُوْلُ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ وَمَلٰئِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى الصُّفُوْفِ الْاُوَلِ ـ

৬৬৪। হান্নাদ ইব্নুস সারী---- বারাআ ইব্ন আযিব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম নামাযের কাতারের এক প্রান্ত হতে অপর প্রান্তে গিয়ে আমাদের পায়ের গোড়ালি ও বক্ষসমূহ হাতের দ্বারা সোজা করে দিতেন এবং বলতেনঃ তোমাদের কাতার বাঁকা করো না। যদি এরূপ কর তবে তোমাদের মধ্যে মতানৈক্য সৃষ্টি হবে। তিনি আরো বলতেনঃ মহান আল্লাহ এবং তাঁর ফেরেশ্তাগণ প্রথম কাতারসমূহের উপর রহমত বর্ষণ করে থাকেন– (নাসাঈ)।

٦٦٥- حَدَّثَنَا ابْنُ مُعَاذٍ ثَنَا خَالِدٌ يَّعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ ثَنَا حَاتِمٌ يَّعْنِي ابْنَ اَبِي صَغِيْرَةَ عَنْ سِمَاكٍ قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيْرٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَوِّيْ يَعْنِي صُفُوْفَنَا اِذَا قُمْنَا لِلصَّلٰوةِ فَاِذَا اسْتَوَيْنَا كَبَّرَ -

৬৬৫। উবায়দুল্লাহ ইব্ন মুআয---- নু'মান ইব্ন বশীর (রা) বলেন, আমরা যখন নামাযে দন্ডায়মান হতাম তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম আমাদের কাতারসমূহ সোজা করে দিতেন। অতঃপর আমরা কাতার সোজা করে দাঁড়ালে তিনি তাকবীর (তাহ্রীমা) বলতেন।

٦٦٦- حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الْغَافِقِيُّ ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ ثَنَا اللَّيْثُ وَحَدِيْثُ ابْنِ وَهْبٍ اَتَمُّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ اَبِي الزَّاهِرِيَّةِ عَنْ كَثِيْرِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قُتَيْبَةُ عَنْ اَبِي الزَّاهِرِيَّةِ عَنْ اَبِي الشَّجَرَةِ لَمْ يَذْكُرِ ابْنُ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَقِيْمُوْا صُفُوْفَكُمْ وَحَاذُوْا بَيْنَ الْمَنَاكِبِ وَسَدُّوا الْخَلَلَ وَلِيْنُوْا بِاَيْدِيْ اِخْوَانِكُمْ لَمْ يَقُلْ عِيْسَى بِاَيْدِيْ اِخْوَانِكُمْ وَلَا تَذَرُوْا فُرُجَاتٍ لِلشَّيْطَانِ وَمَنْ وَّصَلَ صَفًّا وَّصَلَهُ اللّٰهُ وَمَنْ قَطَعَ صَفًّا قَطَعَهُ اللّٰهُ - قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ اَبُوْ شَجَرَةَ كَثِيْرُ بْنُ مُرَّةَ - قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَمَعْنٰى لِيْنُوْا بِاَيْدِيْ اِخْوَانِكُمْ اِذَا جَاءَ رَجُلٌ اِلَى الصَّفِّ فَذَهَبَ يَدْخُلُ فِيْهِ فَيَنْبَغِيْ اَنْ يَّلِيْنَ لَهُ كُلُّ رَجُلٍ مَنْكِبَيْهِ حَتّٰى يَدْخُلَ فِي الصَّفِّ -

৬৬৬। ঈসা ইব্ন ইবরাহীম---- আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেনঃ তোমরা নামাযের সময় কাতারগুলো সোজা কর, পরস্পর কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়াও, উভয়ের মাঝখানে ফাঁক বন্ধ কর এবং তোমাদের ভাইদের হাতে নরম

হয়ে যাও। রাবী ঈসা তাঁর বর্ণনায় "বি–আইদী ইখওয়ানিকুম" বাক্যাংশ উল্লেখ করেন নাই। তিনি আরো বলেনঃ তোমরা কাতারের মধ্যে শয়তানের দন্ডায়মান হওয়ার জন্য ফাঁক রাখবে না। যারা কাতারের মধ্যে পরস্পর মিলিত হয়ে দাঁড়াবে আল্লাহ তাদেরকে তাঁর রহমতের অন্তর্ভূক্ত করবেন। অপরপক্ষে যে ব্যক্তি কাতারে মিলিত হয়ে দাঁড়াবে না আল্লাহ তাকে তাঁর রহমত হতে বঞ্চিত করবেন–(নাসাঈ)।

ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেন, আবু শাজারার নাম কাছীর ইব্‌ন মুররা। আবু দাউদ (রহ) আরো বলেন, "তোমাদের ভাইদের হাতে নরম হয়ে যাও" কথার অর্থ এই যে, কোন ব্যক্তি এসে কাতারে প্রবেশ করার চেষ্টা করতে পারে। তখন প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ নিজ কাঁধ নরম করে দেবে যাতে সে সহজে কাতারের মধ্যে দাঁড়ানোর স্থান করে নিতে পারে।

٦٦٧– حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ ثَنَا اَبَانٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رُصُّوْا صُفُوْفَكُمْ وَقَارِبُوْا بَيْنَهَا وَحَاذُوْا بِالْاَعْنَاقِ فَوَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ اِنِّيْ لَاَرَى الشَّيْطٰنَ يَدْخُلُ مِنْ خَلَلِ الصَّفِّ كَاَنَّهَا الْحَذَفُ

৬৬৭। মুসলিম ইব্‌ন ইব্‌রাহীম---- আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ তোমরা কাতারের মধ্যে পরস্পর মিলে মিশে দাঁড়াও, এক কাতার অপর কাতারের নিকটে কর এবং কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়াও। যাঁর হাতে আমার জীবন, তাঁর শপথ! আমি শয়তানকে নামাযের কাতারের মধ্যে বকরীর ন্যায় প্রবেশ করতে দেখেছি– (নাসাঈ)।

٦٦٨– حَدَّثَنَا اَبُوْ الْوَلِيْدِ الطَّيَالِسِيّ وَسُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَوُّوْا صُفُوْفَكُمْ فَاِنَّ تَسْوِيَةَ الصَّفِّ مِنْ تَمَامِ الصَّلٰوةِ ـ

৬৬৮। আবুল ওয়ালীদ---- আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেনঃ তোমরা তোমাদের কাতারসমূহ সোজা ও সমান কর। কেননা নামাযের পরিপূর্ণতা ও সৌন্দর্য কাতার সোজা করে দাঁড়ানোর মধ্যেই নিহিত– (বুখারী, মুসলিম, ইব্‌নমাজা)।

٦٦٩– حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ثَنَا حَاتِمُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ ثَابِتِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ السَّائِبِ صَاحِبِ الْمَقْصُوْرَةِ قَالَ صَلَّيْتُ اِلٰى

جَنْبِ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ يَوْمًا فَقَالَ هَلْ تَدْرِىْ لِمَ صُنِعَ هٰذَا الْعُوْدُ فَقُلْتُ لَا وَاللّٰهِ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضَعُ عَلَيْهِ يَدَهُ فَيَقُوْلُ اسْتَوُوْا وَاعْدِلُوْا صُفُوْفَكُمْ ـ

৬৬৯। কুতায়বা--- মুহাম্মাদ ইব্ন মুসলিম হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি আনাস ইব্ন মালিক (রা)–র পাশে দাঁড়িয়ে নামায আদায় করি। তিনি আমাকে বলেন, তুমি কি জান মসজিদে নববীতে কেন এই কাঠটি রাখা হয়েছে? আমি আল্লাহ্‌র শপথ করে বলি, আমি জানি না। তিনি (আনাস) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এই কাঠ হাতে নিয়ে বলতেনঃ তোমরা বরাবর হয়ে যাও এবং কাতারসমুহ সোজা কর (এই কাঠের মত)।

٦٧٠– حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ثَنَا حُمَيْدُ بْنُ الْاَسْوَدِ ثَنَا مُصْعَبُ بْنُ ثَابِتٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ اَنَسٍ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ قَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اِذَا قَامَ اِلَى الصَّلٰوةِ اَخَذَهُ بِيَمِيْنِهِ ثُمَّ الْتَفَتَ فَقَالَ اعْتَدِلُوْا سَوُّوْا صُفُوْفَكُمْ ـ

৬৭০। মুসাদ্দাদ--- আনাস (রা) হতে এই সূত্রেও পুর্বোক্ত হাদীছটি বর্ণিত হয়েছে। তিনি আরো বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম নামাযের সময় এই কাষ্ঠ খন্ডটি ডান হাতে নিয়ে বলতেনঃ তোমরা তোমাদের কাতার সোজা কর। অতঃপর তিনি তা বাম হাতে নিয়ে কাতারের বাম দিকের লোকদের বলতেনঃ তোমরা সোজা হও এবং কাতারসমুহ সোজা করে দাঁড়াও।

٦٧١– حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْاَنْبَارِىُّ ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ يَعْنِى ابْنَ عَطَاءٍ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَتِمُّوا الصَّفَّ الْمُقَدَّمَ ثُمَّ الَّذِىْ يَلِيْهِ فَمَا كَانَ مِنْ نَقْصٍ فَلْيَكُنْ فِى الصَّفِّ الْمُؤَخَّرِ ـ

৬৭১। মুহাম্মাদ--- আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ তোমরা সর্বাগ্রে প্রথম কাতার পূর্ণ কর, অতঃপর পর্যায়ক্রমে পরবর্তী কাতারগুলো পূর্ণ কর। যদি কোন কাতার অসম্পূর্ণ থাকে তবে তা অবশ্যই সর্বশেষ কাতার হবে–(নাসাঈ)।

٦٧٢– حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ ثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ يَحْيَى بْنِ ثَوْبَانَ

اَخْبَرَنِىْ عَمِّىْ عُمَارَةُ بْنُ ثَوْبَانَ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خِيَارُكُمْ اَلْيَنُكُمْ مَنَاكِبَ فِى الصَّلٰوةِ -

৬৭২। ইব্‌ন বাশ্শার---- ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেনঃ নামাযের কাতারে দাঁড়াবার সময় যে ব্যক্তি নিজের কাঁধ বেশী নরম করে দেবে সে-ই তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম- (বায়হাকী)।

١٠١. بَابُ الصُّفُوْفِ بَيْنَ السَّوَارِى

১০১. অনুচ্ছেদঃ খামসমূহের মাঝখানে কাতার বাঁধা

٦٧٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ ثنا سُفْيَانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ هَانِىءٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيْدِ بْنِ مَحْمُوْدٍ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَدَفَعْنَا اِلَى السَّوَارِىْ فَتَقَدَّمْنَا وَتَأَخَّرْنَا فَقَالَ اَنَسٌ كُنَّا نَتَّقِىْ هٰذَا عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

৬৭৩। মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্শার---- আবদুল হামীদ ইব্‌ন মাহমূদ (রহ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাস ইব্‌ন মালিক (রা)-র সাথে জুমুআর নামায আদায় করি। অধিক ভীড়ের কারণে আমরা স্তম্ভের নিকটে সরে যেতে বাধ্য হই। ফলে আমরা আগে পিছে হয়ে যাই। অতঃপর আনাস (রা) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের যুগে দুই স্তম্ভের মধ্যবর্তী স্থানে দন্ডায়মান হওয়া হতে বিরত থাকতাম- (নাসাঈ, তিরমিযী)।

١٠٢. بَابُ مَنْ يَسْتَحِبُّ اَنْ يَلِىَ الْاِمَامَ فِى الصَّفِّ وَكَرَاهِيَةِ التَّاَخُّرِ

১০২. অনুচ্ছেদঃ ইমামের নিকটতম স্থানে দাঁড়ানো মুস্তাহাব এবং তার থেকে দূরে থাকা অপছন্দনীয়

٦٧٤- حَدَّثَنَا ابْنُ كَثِيْرٍ اَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ اَبِىْ مَعْمَرٍ عَنْ اَبِىْ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَلِيَنِىْ مِنْكُمْ اُوْلُوا الْاَحْلَامِ وَالنُّهٰى ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ -

৬৭৪। ইব্‌ন কাছীর---- ইব্‌ন মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ তোমাদের মধ্যেকার আলেম ও জ্ঞানী ব্যক্তিরা যেন আমার নিকটবর্তী স্থানে দাঁড়ায়। অতঃপর পর্যায়ক্রমে জ্ঞানে ও বুদ্ধিমত্তায় তাদের নিকটতম লোকেরা দাঁড়াবে, অতঃপর এদের নিকটতম লোকেরা– (মুসলিম, নাসাঈ, ইব্‌ন মাজা)।

٦٧٥– حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ ثَنَا خَالِدٌ عَنْ اَبِى مَعْشَرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ - وَزَادَ وَلَا تَخْتَلِفُوْا فَتَخْتَلِفَ قُلُوْبُكُمْ وَاِيَّاكُمْ وَهَيْشَاتِ الْاَسْوَاقِ -

৬৭৫। মুসাদ্দাদ---- আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাস্‌উদ (রা) থেকে এই সনদেও নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের পূর্ববর্তী হাদীছের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তিনি (স) আরও বলেছেনঃ তোমরা কাতার বাঁকা করে দাঁড়িও না। যদি এরূপ কর তবে তোমাদের অন্তরের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হবে। সাবধান! তোমরা মসজিদের মধ্যে বাজারের স্থানের ন্যায় হৈহল্লোড় করবে না– (মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ)।

٦٧٦– حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ ثَنَا سُفْيٰنُ عَنْ اُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰئِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلٰى مَيَامِنِ الصُّفُوْفِ -

৬৭৬। উছমান ইব্‌ন আবূ শায়বা---- আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেনঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ এবং তাঁর ফেরেশ্‌তাগণ কাতারের ডানদিকের মুসল্লীদের উপর রহমত বর্ষণ করে থাকেন– (ইব্‌ন মাজা)।

١٠٣. بَابُ مَقَامِ الصِّبْيَانِ مِنَ الصَّفِّ

১০৩. অনুচ্ছেদঃ কাতারে অপ্রাপ্ত বয়স্কদের দাঁড়ানোর স্থান

٦٧٧– حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ شَاذَانَ ثَنَا عَيَّاشٌ الرَّقَّامُ ثَنَا عَبْدُ الْاَعْلٰى ثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ ثَنَا بُدَيْلٌ ثَنَا شَهْرُ بْنُ حَوْشَبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ غَنْمٍ قَالَ قَالَ اَبُوْ مَالِكٍ الْاَشْعَرِىِّ اَلَا اُحَدِّثُكُمْ بِصَلٰوةِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَاَقَامَ الصَّلٰوةَ

فَصَفَّ الرِّجَالُ وَصَفَّ الْغِلْمَانُ خَلْفَهُمْ ثُمَّ صَلَّى بِهِمْ فَذَكَرَ صَلَاتَهُ ثُمَّ قَالَ هٰكَذَا صَلٰوةُ - قَالَ عَبْدُ الْاَعْلٰى لَا اَحْسِبُهُ اِلَّا قَالَ اُمَّتِىْ -

৬৭৭। ঈসা ইব্‌ন শাযান--- আবু মালিক আল–আশ্‌আরী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি কি তোমাদের নিকট রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নামায সম্পর্কে বর্ণনা করব না? অতঃপর তিনি নামাযে দাঁড়ান এবং প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষেরা কাতারবদ্ধ হন। অতঃপর অপ্রাপ্ত বয়স্করা তাদের পেছনে দাঁড়ায়। অতপর তিনি তাদের সাথে নিয়ে নামায পড়েন।
অতঃপর রাবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নামায সম্পর্কে বর্ণনা দেন। অতঃপর তিনি বলেন, তোমরা এইরূপে নামায আদায় করবে। রাবী আবদুল আলা বলেন, আমার ধারণা অনুযায়ী কুররা ইব্‌ন খালিদ বলেছেন– রাসূলুল্লাহ (স) বলেনঃ আমার উম্মাত এইরূপে নামায আদায়করবে।

١٠٤. بَابُ صَفِّ النِّسَاءِ وَالتَّاَخُّرِ عَنِ الصَّفِّ الْاَوَّلِ

১০৪. অনুচ্ছেদঃ মহিলাদের কাতার এবং তারা প্রথম কাতারে দাঁড়াবে না

٦٧٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّازُ ثَنَا خَالِدٌ وَاِسْمٰعِيْلُ بْنُ زَكَرِيَّا عَنْ سُهَيْلِ بْنِ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ صُفُوْفِ الرِّجَالِ اَوَّلُهَا وَشَرُّهَا اٰخِرُهَا وَخَيْرُ صُفُوْفِ النِّسَاءِ اٰخِرُهَا وَشَرُّهَا اَوَّلُهَا -

৬৭৮। মুহাম্মাদ ইব্‌নুস সাব্বাহ--- আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ পুরুষদের প্রথম কাতার হল সর্বোত্তম এবং শেষ কাতার হল নিকৃষ্টতম। অপরপক্ষে মহিলাদের জন্য সর্বশেষ কাতারই হল সর্বোত্তম এবং প্রথম কাতার হল নিকৃষ্ট– (মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ, ইব্‌ন মাজা)।

٦٧٩- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِيْنٍ ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ عِكْرَمَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَزَالُ قَوْمٌ يَتَاَخَّرُوْنَ عَنِ الصَّفِّ الْاَوَّلِ حَتّٰى يُؤَخِّرَهُمُ اللّٰهُ فِى النَّارِ -

৬৭৯। ইয়াহ্ইয়া ইব্ন মুঈন---- আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ আমার যে সমস্ত উম্মাত প্রথম কাতারে দাঁড়াতে গড়িমসি করে, আল্লাহ তাআলা তাদেরকে দোজখে সবচেয়ে পেছনে রাখবেন।

٦٨٠- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْخُزَاعِيُّ قَالَ ثَنَا اَبُوْ الْاَشْهَبِ عَنْ اَبِىْ نَضْرَةَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاٰى فِىْ اَصْحَابِهِ تَاَخُّرًا فَقَالَ لَهُمْ تَقَدَّمُوْا فَأْتَمُّوْا بِىْ وَلْيَأْتَمَّ بِكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ وَلَا يَزَالُ قَوْمٌ يَتَاَخَّرُوْنَ حَتّٰى يُؤَخِّرَهُمُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ ـ

৬৮০। মূসা ইব্ন ইসমাঈল---- আবু সাঈদ আল–খুদ্রী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁর সাহাবীদেরকে প্রথম কাতারে গিয়ে দাঁড়াতে দেরী করতে দেখে বলেনঃ তোমরা প্রথম কাতারে এসো এবং আমার অনুসরণ কর। অতঃপর পরবর্তী লোকেরাও তোমাদের অনুসরণ করবে। এক শ্রেণীর লোক সবসময় সামনের কাতার থেকে পেছনে থাকবে। মহান আল্লাহ্ও তাদেরকে পেছনে ফেলে রাখবেন– (মুসলিম, নাসাঈ, ইব্নমাজা)।

١٠٥. بَابُ مَقَامِ الْاِمَامِ مِنَ الصَّفِّ

১০৫. অনুচ্ছেদঃ কাতারের সামনে ইমামের দাঁড়ানোর স্থান

٦٨١- حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ ثَنَا ابْنُ اَبِىْ فُدَيْكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ بَشِيْرِ بْنِ خَلَّادٍ عَنْ اُمِّهِ اَنَّهَا دَخَلَتْ عَلٰى مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرَظِيِّ فَسَمِعَتْهُ يَقُوْلُ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسِّطُوْا الْاِمَامَ وَسُدُّوْا الْخَلَلَ ـ

৬৮১। জাফর ইব্ন মুসাফির---- আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ ইমামকে কাতারের সামনে মধ্যবর্তী স্থানে দাঁড় করাও এবং কাতারের মধ্যেকার ফাঁক বন্ধ কর।

١٠٦. بَابُ الرَّجُلِ يُصَلِّىْ وَحْدَهُ خَلْفَ الصَّفِّ

১০৬. অনুচ্ছেদঃ যে ব্যক্তি কাতারের পিছনে একাকী দাঁড়িয়ে নামায পড়ে

٦٨٢- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ وَحَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَا ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ رَاشِدٍ عَنْ وَابِصَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاٰى رَجُلًا يُّصَلِّىْ خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهٗ فَاَمَرَهٗ اَنْ يُّعِيْدَ قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ الصَّلٰوةَ -

৬৮২। সুলায়মান ইব্ন হারব্---- ওয়াবিসা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এক ব্যক্তিকে কাতারের পিছনে একাকী দাঁড়িয়ে নামায পড়তে দেখেন। তিনি তাকে পুনরায় নামায পড়ার নির্দেশ দেন[১]- (ইব্ন মাজা, তিরমিযী)।

١٠٧. بَابُ الرَّجُلِ يَرْكَعُ دُوْنَ الصَّفِّ

১০৭. অনুচ্ছেদঃ (ইমামকে রুকূতে দেখে) কাতারে না পৌঁছেই রুকূতে যাওয়া

٦٨٣- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ اَنَّ يَزِيْدَ بْنَ زُرَيْعٍ حَدَّثَهُمْ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ اَبِىْ عَرُوْبَةَ عَنْ زِيَادٍ الْاَعْلَمِ ثَنَا الْحَسَنُ اَنَّ اَبَا بَكْرَةَ حَدَّثَ اَنَّهٗ دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَنَبِىُّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاكِعٌ قَالَ فَرَكَعْتُ دُوْنَ الصَّفِّ فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَادَكَ اللّٰهُ حِرْصًا وَّلَا تَعُدْ -

৬৮৩। হুমায়দ ইব্ন মাসআদা---- আল- হাসান হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু বাকরা (রা) বলেছেন, একদা তিনি মসজিদে প্রবেশ করে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে রুকূ অবস্থায় পান। রাবী বলেন, তখন আমি কাতারে না পৌঁছেই রুকূতে যাই। নামাযান্তে নবী করীম (স) বলেনঃ ইবাদাতের প্রতি আল্লাহ তোমার আগ্রহ আরো বৃদ্ধি করুন। তুমি পুনর্বার এরূপ করবে না- (বুখারী, নাসাঈ)।

٦٨٤- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ ثَنَا حَمَّادٌ اَنَا زِيَادٌ الْاَعْلَمُ عَنِ الْحَسَنِ اَنَّ اَبَا بَكْرَةَ جَاءَ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاكِعٌ فَرَكَعَ دُوْنَ الصَّفِّ ثُمَّ مَشٰى

১। কাতারের পেছনে একাকী দাঁড়িয়ে নামায পড়লে-ইমাম আহ্‌মাদ (রহ)-এর মতে নামায ফাসেদ হয়ে যাবে এবং তা পুনবার পড়তে হবে। কিন্তু ইমাম আবু হানীফা, মালেক ও শাফিঈ (রহ)-এর মতে নামায জায়েয হবে, কিন্তু এভাবে দাঁড়িয়ে নামায পড়া মাকরূহ। তাদের মতে পুনরায় নামাযের নির্দেশ মুস্তাহাব পর্যায়ের।

الَى الصَّفِّ فَلَمَّا قَضَى النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاتَهُ قَالَ اَيُّكُمُ الَّذِىْ رَكَعَ دُوْنَ الصَّفِّ ثُمَّ مَشٰى اِلَى الصَّفِّ فَقَالَ اَبُوْ بَكْرَةَ اَنَا فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَادَكَ اللّٰهُ حِرْصًا وَّلَا تَعُدْ ـ

৬৮৪। মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল---- আবু বাকরা (রা) হতে বর্ণিত। একদা তিনি মসজিদে এসে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে রুকূতে দেখে কাতারে শামিল না হয়েই রুকূতে যান। রুকূ শেষে তিনি কাতারে গিয়ে শামিল হন। নামাযান্তে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেনঃ তোমাদের কোন ব্যক্তি কাতারে শামিল হওয়ার পূর্বে রুকূ করেছে, অতঃপর সে কাতারে শামিল হয়েছে? আবু বাকরা (রা) বলেন– আমি। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেনঃ আল্লাহ ইবাদাতের প্রতি তোমার আগ্রহ বৃদ্ধি করুন! তুমি পুনর্বার এরূপ করবে না– (বুখারী, নাসাঈ)।

١٠٨. بَابُ مَا يَسْتُرُ الْمُصَلِّى

১০৮. অনুচ্ছেদঃ নামাযের সময় কিরূপ সুত্‌রা বা আড় ব্যবহার করবে

٦٨٥– حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِىُّ اَنَا اِسْرَائِيْلُ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ مُوْسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ اَبِيْهِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا جَعَلْتَ بَيْنَ يَدَيْكَ مِثْلَ مُؤَخَّرَةِ الرَّحْلِ فَلَا يَضُرُّكَ مَنْ مَرَّ بَيْنَ يَدَيْكَ ـ

৬৮৫। মুহাম্মাদ ইব্‌ন কাছীর আল–আবদী---- তালহা ইব্‌ন উবায়দুল্লাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেনঃ যদি তুমি (খোলা স্থানে নামায পড়ার সময়) উটের পিঠের হাওদার পিছন দিকের কাঠের অনুরূপ একটি কাঠ তোমার সম্মুখে রাখ–তবে তোমার সম্মুখ দিয়ে কেউ যাতায়াত করলে তোমার (নামাযের) কোন ক্ষতি হবে না– (মুসলিম, তিরমিযী, ইব্‌ন মাজা)।

٦٨٦– حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ اٰخِرَةُ الرَّحْلِ ذِرَاعٌ فَمَا فَوْقَهُ ـ

৬৮৬। আল্–হাসান ইব্‌ন আলী---- আতা (রহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হাওদার পিছনের কাঠ এক হাত বা তার চেয়ে কিছুটা লম্বা হয়ে থাকে।

٦٨٧- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اِذَا خَرَجَ يَوْمَ الْعِيْدِ اَمَرَ بِالْحَرْبَةِ فَتُوْضَعُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَيُصَلِّيْ اِلَيْهَا وَالنَّاسُ وَرَاءَهُ وَكَانَ يَفْعَلُ ذٰلِكَ فِى السَّفَرِ فَمِنْ ثَمَّ اتَّخَذَهَا الْاُمَرَاءُ ـ

৬৮৭। আল–হাসান---- ইব্ন উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ঈদের নামায আদায়ের জন্য যখন বের হতেন, তখন তিনি "হিরবাহ্" বা ছোট বল্লম (বা এর অনুরূপ কিছু) সংগে নেয়ার নির্দেশ দিতেন। এটা তাঁর সম্মুখে স্থাপন করা হত এবং সেদিক ফিরে নামায পড়তেন এবং এ সময় সাহাবীরা তাঁর পিছনে থাকতেন। তিনি সফরের সময়ও এইরূপ করতেন। এজন্য শাসকগণ তখন থেকে নিজেদের সাথে বর্শা রাখতেন– (বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, ইব্ন মাজা)।

٦٨٨- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَوْفِ بْنِ اَبِىْ جُحَيْفَةَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِهِمْ بِالْبَطْحَاءِ وَبَيْنَ يَدَيْهِ عَنَزَةٌ الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ وَالْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ يَمُرُّ خَلْفَ الْعَنَزَةِ الْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ ـ

৬৮৮। হাফ্স ইব্ন উমার---- আওফ ইব্ন আবু জুহায়ফা থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাদের সাথে আল–বাত্হা নামক প্রান্তরে নামায আদায় করেন। এই সময় তাঁর সম্মুখভাগে একটি বর্শা প্রতিষ্ঠিত ছিল। ঐদিন তিনি যুহর ও আসরের নামায দুই দুই রাকাত করে আদায় করেন। এই সুত্রার অপর পাশ দিয়ে মহিলা ও গর্দভ অতিক্রম করত[১]– (বুখারী, মুসলিম)।

١٠٩. بَابُ الْخَطِّ اِذَا لَمْ يَجِدْ عَصًا

১০৯. অনুচ্ছেদঃ সুতরা দেওয়ার মত লাঠি না পেলে মাটিতে রেখা টানা

٦٨٩- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ ثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ اُمَيَّةَ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ

১। খালি জায়গায় বা মাঠে নামায পড়ার সময় নামাযীর সম্মুখে সিজদার স্থানের একটু সামনে অন্ততঃ এক হাত উঁচু একটি কাঠি, লাঠি বা অনুরূপ কোন বস্তু আড় রেখে নামায আদায় করতে হয়। ঐ কাঠি বা বস্তুকে সুতরা বলা হয়। –(অনুবাদক)

عَمْرِو بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حُرَيْثٍ اَنَّهُ سَمِعَ جَدَّهُ حُرَيْثًا يُحَدِّثُ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا صَلَّى اَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ شَيْئًا فَاِنْ لَّمْ يَجِدْ فَلْيَنْصِبْ عَصًا فَاِنْ لَّمْ يَكُنْ مَّعَهُ عَصًا فَلْيَخْطُطْ خَطًّا ثُمَّ لَا يَضُرُّهُ مَا مَرَّ اَمَامَهُ ـ

৬৮৯। মুসাদ্দাদ---- আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ যখন তোমাদের কেউ (কোন খোলা স্থানে) নামায আদায় করবে, তখন সে যেন সুতরা হিসাবে তার সামনে কিছু স্থাপন করে। যদি কিছু না পায় তবে সে যেন একটি লাঠি তার সামনে স্থাপন করে। যদি তার সাথে লাঠি না থাকে, তবে সে যেন তার সামনের মাটিতে দাগ টেনে নেয়। অতঃপর কেউ তার সম্মুখভাগ দিয়ে যাতায়াত করলে তার কোন ক্ষতি হবে না- (ইব্ন মাজা)।

٦٩٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ حَدَّثَنَا ـ عَلِيٌّ يَعْنِى ابْنَ الْمَدِيْنِيِّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ اِسْمٰعِيْلَ بْنِ اُمَيَّةَ عَنْ اَبِىْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ جَدِّهِ حُرَيْثٍ رَجُلٍ مِّنْ بَنِىْ عُذْرَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنْ اَبِى الْقَاسِمِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَذَكَرَ حَدِيْثَ الْخَطِّ ـ قَالَ سُفْيَانُ وَلَمْ نَجِدْ شَيْئًا نَّشُدُّ بِهِ هٰذَا الْحَدِيْثَ وَلَمْ يَجِئْ اِلَّا مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ قَالَ قُلْتُ لِسُفْيَانَ اِنَّهُمْ يَخْتَلِفُوْنَ فِيْهِ فَتَفَكَّرَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ مَا اَحْفَظُ اِلَّا اَبَا مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ سُفْيَانُ قَدِمَ هٰهُنَا رَجُلٌ بَعْدَ مَا مَاتَ اِسْمٰعِيْلُ بْنُ اُمَيَّةَ فَطَلَبَ هٰذَا الشَّيْخَ اَبَا مُحَمَّدٍ حَتّٰى وَجَدَهُ فَسَاَلَهُ عَنْهُ فَخَلَطَ عَلَيْهِ ـ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَسَمِعْتُ اَحْمَدَ يَعْنِى ابْنَ حَنْبَلٍ سُئِلَ عَنْ وَصْفِ الْخَطِّ غَيْرَ مَرَّةٍ فَقَالَ هٰكَذَا عَرْضًا مِّثْلَ الْهِلَالِ ـ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَسَمِعْتُ مُسَدَّدًا قَالَ قَالَ ابْنُ دَاوُدَ الْخَطَّ بِالطُّوْلِ ـ

৬৯০। মুহাম্মাদ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া---- আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হতে মাটিতে দাগ দেওয়া সম্পর্কিত হাদীছটি বর্ণনা করেন। সুফিয়ান বলেন, এ হাদীছকে শক্তিশালী প্রামাণ করার মত কোন দলীল আমি পাইনি। হাদীছটি কেবলমাত্র উপরোক্ত সনদসূত্রেই বর্ণিত হয়েছে।

রাবী আলী ইবনূল মাদীনী বলেন, আমি সুফিয়ানকে জিজ্ঞাসা করলাম, লোকেরা তার নাম সম্পর্কে মতানৈক্য প্রকাশ করেছে। এতদশ্রবণে তিনি কিছুক্ষণ চিন্তার পর বলেন, আমার জানা মতে তার নাম আবু মুহাম্মাদ ইব্ন আমর। সুফিয়ান বলেন, ইসমাঈল ইব্ন উমাইয়ার ইন্তেকালের পর কুফা হতে জনৈক ব্যক্তি এসে আবু মুহাম্মাদের সন্ধান করে তাকে পেয়ে যান। তিনি তাকে মাটিতে দাগ দেওয়ার ব্যাপারে প্রশ্ন করেন। তখন তিনি এর সঠিক কোন জবাব দিতে সক্ষম হন নাই।

ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেন, আমি ইমাম আহ্মাদ ইব্ন হাম্বল (রহ)–কে বলতে শুনেছি, তাঁকে মাটিতে দাগ দেওয়া সম্পর্কে বহুবার জিজ্ঞেস করা হয়। জবাবে তিনি বলেন, দাগটি প্রস্থে নবচন্দ্রের মত মোটা হবে এবং দৈর্ঘ্যে তা (যাদের কিব্লা পূর্ব পশ্চিম দিকে তাদের জন্য উত্তর দক্ষিণে, এবং যাদের কিব্লা দক্ষিণ বা উত্তর দিকে তাদের পূর্ব–পশ্চিমে) লম্বা হবে।

٦٩١– حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الزُّهْرِيِّ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ رَأَيْتُ شَرِيكًا صَلَّى بِنَا فِيْ جَنَازَةِ الْعَصْرِ فَوَضَعَ قَلَنْسُوَتَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ فِيْ فَرِيْضَةٍ حَضَرَتْ ـ

৬৯১। আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মাদ---- সুফিয়ান ইব্ন উয়ায়না (রহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি শারীক (রহ)–কে দেখেছি তিনি এক জানাযায় হাযির হয়ে আমাদের সাথে আসরের নামায পড়েন। তিনি (সুতরা স্বরূপ) নিজের টুপি সামনে রাখেন।

١١٠. بَابُ الصَّلٰوةِ اِلَى الرَّاحِلَةِ

১১০. অনুচ্ছেদঃ জন্তুযান সামনে রেখে নামায পড়া

٦٩٢– حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ وَوَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ وَابْنُ اَبِيْ خَلَفٍ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ عُثْمَانُ ثَنَا اَبُوْ خَالِدٍ ثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ نَّافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّيْ اِلٰى بَعِيْرٍ ـ

৬৯২। উছমান ইব্ন আবু শায়বা---- ইব্ন উমার (রা) হতে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁর উটের দিকে মুখ করে নামায পড়তেন– (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী)।

١١١. بَابُ اِذَا صَلَّى اِلٰى سَارِيَةٍ اَوْ نَحْوِهَا اَيْنَ يَجْعَلُهَا مِنْهُ

১১১. অনুচ্ছেদঃ নামায পড়ার সময় সুতরা কোন জিনিসের বিপরীতে স্থাপন করবে

٦٩٣- حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ خَالِدِ الدِّمَشْقِيُّ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ ثَنَا اَبُوْ عُبَيْدَةَ بْنِ كَامِلٍ عَنِ الْمُهَلَّبِ بْنِ حُجْرِ الْبَهْرَانِيِّ عَنْ ضُبَاعَةَ بِنْتِ الْمِقْدَادِ بْنِ الْاَسْوَدِ عَنْ اَبِيْهَا قَالَ مَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيْ اِلٰى عُوْدٍ وَّلَا عَمُوْدٍ وَّلَا شَجَرَةٍ اِلَّا جَعَلَهُ عَلٰى حَاجِبِهِ الْاَيْمَنِ اَوِ الْاَيْسَرِ وَلَا يَصْمُدُ لَهُ صَمْدًا -

৬৯৩। মাহ্মুদ ইব্ন খালিদ আদ-দিমাশকী---- দুবাআ বিনতুল মিকদাদ থেকে তাঁর পিতার সুত্রে বর্ণিত। তিনি (মিকদাদ) বলেন, আমি কখনও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে সরাসরি স্বীয় সম্মুখে কাঠ, খূঁটি অথবা গাছ রেখে নামায পড়তেন তখন তিনি তা নিজের ডান বা বাম পাশে রেখে নামায পড়তেন এবং নিজের দুই চোখ বরাবর স্থাপন করতেন না (যাতে মূর্তি পুজার সাথে সাদৃশ্য না হয়)।

١١٢. بَابُ الصَّلٰوةِ اِلَى الْمُتَحَدِّثِيْنَ وَالنِّيَامِ

১১২. অনুচ্ছেদঃ বাক্যালাপে রত এবং ঘুমন্ত ব্যক্তিদেরকে সামনে রেখে নামায পড়া

٦٩٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ اَيْمَنَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَعْقُوْبَ بْنِ اِسْحٰقَ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرَظِيِّ قَالَ قُلْتُ لَهُ يَعْنِيْ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُصَلُّوْا خَلْفَ النَّائِمِ وَلَا الْمُتَحَدِّثِ -

৬৯৪। আবদুল্লাহ ইব্ন মাসলামা আল-কানাবী---- ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেনঃ তোমরা ঘুমন্ত ব্যক্তি ও আলাপে রত ব্যক্তিদের সামনে রেখে নামায পড় না।[১]

١١٣. بَابُ الدُّنُوِّ مِنَ السُّتْرَةِ

১১৩. অনুচ্ছেদঃ সুতরার নিকটবর্তী হয়ে দাঁড়ানো

১। জনৈক রাবী দুর্বল ও অনির্ভরযোগ্য হওয়ায় মুহাদ্দিছগণের নিকট এই হাদীছ গ্রহণযোগ্য নয়। তাছাড়া মহানবী (স) ঘুমন্ত ব্যক্তিকে সামনে রেখে নামায পড়েছেন- তা হাদীছ থেকে প্রমাণিত।

٦٩٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ بْنِ سُفْيَانَ اَنَا سُفْيَانُ ح وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ وَحَامِدُ بْنُ يَحْيَى وَابْنُ السَّرْحِ قَالُوْا ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ نَّافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ اَبِيْ حَثْمَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا صَلَّى اَحَدُكُمْ اِلَى سُتْرَةٍ فَلْيَدْنُ مِنْهَا لَا يَقْطَعُ الشَّيْطٰنُ عَلَيْهِ صَلَاتَهُ - قَالَ اَبُوْ دَاؤُدَ وَرَوَاهُ وَاقِدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ عَنْ نَّافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ وَاخْتُلِفَ فِيْ اِسْنَادِهِ -

৬৯৫। মুহাম্মাদ ইব্‌নুস–সাব্বাহ---- সাহ্‌ল ইব্‌ন আবু হাছ্‌মা (রা) হতে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেনঃ তোমাদের কেউ যখন সুত্‌রা স্থাপন করে নামায পড়ে তখন সে যেন তার নিকটবর্তী হয়ে দাঁড়ায়– যাতে শয়তান তার নামাযের মধ্যে কোনরূপ কুমন্ত্রণা দিতে না পারে –(নাসাঈ)।

ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেন, এই হাদীছ ওয়াকিদ থেকে মুহাম্মাদ ইব্‌ন সাহ্‌লের সূত্রে নবী করীম (স) হতে বর্ণিত। কেউ কেউ বলেন, হাদীছটি নাফে থেকে সাহ্‌ল ইব্‌ন সা'দ (রা)–র সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। এই হাদীছের সনদের মধ্যে মতানৈক্য আছে।

٦٩٦- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ وَالنُّفَيْلِيُّ قَالَا ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ اَبِيْ حَازِمٍ اَخْبَرَنِيْ اَبِيْ عَنْ سَهْلٍ قَالَ وَكَانَ بَيْنَ مَقَامِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ مَمَرُّ عَنْزٍ - قَالَ اَبُوْ دَاؤُدَ الْخَبَرُ لِلنُّفَيْلِيِّ -

৬৯৬। আল্‌–কানাবী ও আন–নুফায়লী---- সাহ্‌ল (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের দাঁড়ানোর স্থান ও কিব্‌লার দেয়ালের মাঝখানে একটি বকরী অতিক্রম করার মত ফাঁক থাকত– (বুখারী, মুসলিম)।

١١٤. بَابُ مَا يُؤْمَرُ الْمُصَلِّيْ اَنْ يَّدْرَاَ عَنِ الْمَمَرِّ بَيْنَ يَدَيْهِ

১১৪. অনুচ্ছেদঃ নামাযীর সামনে দিয়ে অতিক্রমকারীকে বাধা দেয়া

٦٩٧- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِى سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ عَنْ اَبِى سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا كَانَ اَحَدُكُمْ يُصَلِّىْ فَلَا يَدَعْ اَحَدًا يَّمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلْيَدْرَأْهُ مَا اسْتَطَاعَ فَاِنْ اَبٰى فَلْيُقَاتِلْهُ فَاِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ -

৬৯৭। আল-কানাবী..... আবু সাঈদ আল-খুদ্‌রী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ তোমাদের কেউ নামাযে রত অবস্থায় তার সামনে দিয়ে অতিক্রমকারীকে যথাসাধ্য বাধা দিবে। যদি সে বাধা উপেক্ষা করে তবে তার সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হবে। কারণ সে একটা শয়তান[১]- (বুখারী, মুসলিম, ইব্‌ন মাজা, নাসাঈ)।

٦٩٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ ثَنَا اَبُوْ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِى سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا صَلَّى اَحَدُكُمْ فَلْيُصَلِّ اِلٰى سُتْرَةٍ وَلْيَدْنُ مِنْهَا ثُمَّ سَاقَ مَعْنَاهُ -

৬৯৮। মুহাম্মাদ ইবনুল-আলা..... আবু সাঈদ আল-খুদ্‌রী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ তোমাদের কেউ নামায পড়ার সময় যেন সুত্‌রার নিকটবর্তী স্থানে দাঁড়ায়। অতঃপর রাবী পূর্বোক্ত হাদীছের অনুরূপ অর্থের (হাদীছ) বর্ণনা করেছেন।

٦٩٩- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ اَبِى سُرَيْجٍ الرَّازِيُّ ثَنَا اَبُوْ اَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ اَنَا مَسَرَّةُ بْنُ مَعْبَدٍ اللَّخْمِيُّ لَقِيْتُهُ بِالْكُوْفَةِ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ عُبَيْدٍ حَاجِبُ سُلَيْمَانَ قَالَ رَأَيْتُ عَطَاءَ بْنَ يَزِيْدَ اللَّيْثِيَّ قَائِمًا يُّصَلِّىْ فَذَهَبْتُ اَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ فَرَدَّنِىْ ثُمَّ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيُّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ اَنْ لَّا يَحُوْلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قِبْلَتِهِ اَحَدٌ فَلْيَفْعَلْ -

৬৯৯। আহ্‌মাদ ইব্‌ন আবু শুরায়হ্ (সুরায়জ) আর-রাযী..... আবু উবায়েদ (রহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আতা ইব্‌ন ইয়াযীদকে দাঁড়িয়ে নামায পড়তে দেখি। আমি তাঁর সামনে দিয়ে

১। ইমাম আবু হানীফা (রহ) ও অধিকাংশ আলেমের মতে নামাযীর সম্মুখ দিয়ে গমন করা নিন্দনীয়। তবে নামাযরত ব্যক্তি গমনকারীর সাথে ঝগড়া-বিবাদ না করে বরং চুপ থাকাই বাঞ্ছনীয়। -(অনুবাদক)

অতিক্রমকালে তিনি আমাকে বাধা দিয়ে বলেন, হযরত আবু সাঈদ আল-খুদ্‌রী (রা) আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ তোমাদের মধ্যে যে নামাযী এরূপ ক্ষমতা রাখে যে, সে তার ও কিব্‌লার মাঝখান দিয়ে কোন ব্যক্তিকে যেতে দেবে না– তবে সে যেন তাই করে।

٧٠٠– حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ ثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِى ابْنَ الْمُغِيْرَةِ عَنْ حُمَيْدٍ يَّعْنِى ابْنَ هِلَالٍ قَالَ قَالَ اَبُوْ صَالِحٍ اُحَدِّثُ عَمَّا رَأَيْتُ مِنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ وَّسَمِعْتُهُ مِنْهُ دَخَلَ اَبُوْ سَعِيْدٍ عَلٰى مَرْوَانَ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اِذَا صَلَّى اَحَدُكُمْ اِلٰى شَىْءٍ يَّسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ فَاَرَادَ اَحَدٌ اَنْ يَّجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدْفَعْ فِىْ نَحْرِهِ فَاِنْ اَبٰى فَلْيُقَاتِلْهُ فَاِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ ـ

৭০০। মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল---- আবু সালেহ (রহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু সাঈদ (রা) হতে আমি যা শুনেছি ও দেখেছি তা তোমার নিকট বর্ণনা করব। আবু সাঈদ (রা) মারওয়ানের নিকট গেলে তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছিঃ তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি যখন কোন বস্তু সামনে রেখে নামাযে রত হয়, তখন তা তার জন্য পর্দা হিসাবে গণ্য হয়। এমতাবস্থায় যদি কোন ব্যক্তি তার সামনে দিয়ে অতিক্রম করতে চায়, তবে সে যেন তাকে ইশারায় বাধা দেয়। অতিক্রমকারী যদি ইশারার প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করে তবে সে যেন তার সাথে যুদ্ধ করে। কেননা সে একটা শয়তান– (বুখারী, মুসলিম)।

١١٥. بَابُ مَا يُنْهٰى عَنْهُ مِنَ الْمُرُوْرِ بَيْنَ يَدَىِ الْمُصَلِّىْ

১১৫. অনুচ্ছেদঃ নামাযীর সামনে দিয়ে অতিক্রম করা নিষেধ

٧٠١– حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ اَبِى النَّضْرِ مَوْلٰى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ بُسْرِبْنِ سَعِيْدٍ اَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدِ الْجُهَنِىَّ اَرْسَلَهُ اِلٰى اَبِىْ جُهَيْمٍ يَّسْاَلُهُ مَاذَا سَمِعَ مِنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْمَارِّ بَيْنَ يَدَىِ الْمُصَلِّىْ فَقَالَ اَبُوْ جُهَيْمٍ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَىِ الْمُصَلِّىْ مَاذَا عَلَيْهِ لَكَانَ اَنْ يَّقِفَ اَرْبَعِيْنَ خَيْرٌ لَّهُ مِنْ اَنْ يَّمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ ـ قَالَ اَبُو النَّضْرِ لَا اَدْرِىْ قَالَ اَرْبَعِيْنَ يَوْمًا اَوْ شَهْرًا اَوْ سَنَةً ـ

৭০১। আল্–কানাবী---- বুস্‌র ইব্‌ন সাঈদ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা যায়েদ ইব্‌ন খালিদ আল–জুহানী (রা) তাঁকে আবু জুহায়েম (রা)–র নিকট এইজন্য প্রেরণ করেন যে, তিনি যেন তাকে জিজ্ঞেস করেন– রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম নামাযীর সম্মুখভাগ দিয়ে গমনকারীর সম্পর্কে কি বলেছেন? আবু জুহায়েম (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ নামাযীর সম্মুখভাগ দিয়ে গমনকারী যদি তার গুনাহ সম্পর্কে অবগত থাকত, তবে সে নামাযীর সামনে দিয়ে অতিক্রম করার পরিবর্তে সেখানে চল্লিশ (বছর) পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকাকে ভাল মনে করত– (বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, ইব্‌ন মাজা, তিরমিযী)।
রাবী আবু নাদর বলেন, বর্ণনাকারী (বুসর) চল্লিশ দিন, বা মাস অথবা বছর বলেছেন– তা আমি অবগতনই।

١١٦. بَابُ مَا يَقْطَعُ الصَّلٰوةَ

১১৬.অনুচ্ছেদঃ যে জিনিসের কারণে নামায নষ্ট হয়

٧٠٢– حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ ثَنَا شُعْبَةُ ح وَ حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ مُطَهَّرٍ وَابْنُ كَثِيرٍ الْمَعْنٰى اَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ الْمُغِيْرَةِ اَخْبَرَهُمْ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ قَالَ حَفْصٌ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْطَعُ وَقَالَا عَنْ سُلَيْمَانَ قَالَ قَالَ اَبُوْ ذَرٍّ يَقْطَعُ صَلٰوةَ الرَّجُلِ اِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ قَيْدُ اٰخِرَةِ الرَّحْلِ الْحِمَارُ وَالْكَلْبُ الْاَسْوَدُ وَالْمَرْأَةُ فَقُلْتُ مَا بَالُ الْاَسْوَدِ مِنَ الْاَحْمَرِ مِنَ الْاَصْفَرِ مِنَ الْاَبْيَضِ فَقَالَ يَا ابْنَ اَخِىْ سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا سَأَلْتَنِىْ فَقَالَ الْكَلْبُ الْاَسْوَدُ شَيْطَانٌ۔

৭০২। হাফ্‌স ইব্‌ন উমার---- আবু যার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেনঃ নামায নষ্ট করে দেয় অথবা নামাযীর নামায ঐ সময় নষ্ট হয়–যখন তার সামনে উটের পিঠের হাওদার পিছন ভাগের কাঠের মতো কোন কিছু না থাকে (অর্থাৎ সুত্‌রা না থাকে) এবং তার সামনে দিয়ে গাধা, কাল কুকুর এবং স্ত্রীলোক গমন করে। রাবী বলেন, আমি বললাম, কালো কুকুরের কি বিশেষত্ব আছে? যদি লাল, হলুদ ও সাদা রংয়ের হয় তবে কি হবে? তিনি বলেন, হে আমার ভ্রাতুষ্পুত্র! তুমি যেরূপ আমাকে প্রশ্ন করলে, আমিও তদ্রূপ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি বলেনঃ কাল কুকুর হল শয়তান– (মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ)।

٧٠٣- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ثَنَا يَحْيٰى عَنْ شُعْبَةَ ثَنَا قَتَادَةُ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ يُّحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَفَعَهُ شُعْبَةُ قَالَ يَقْطَعُ الصَّلٰوةَ الْمَرْأَةُ الْحَائِضُ وَالْكَلْبُ ـ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ اَوْقَفَهُ سَعِيْدٌ وَّهِشَامٌ وَّهَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَلٰى ابْنِ عَبَّاسٍ ـ

৭০৩। মুসাদ্দাদ---- ইবন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ঋতুবতী মহিলা ও কুকুর নামাযীর সম্মুখ দিয়ে গমন করলে তার নামায নষ্ট হয়ে যায়- (নাসাঈ)।
ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেন, সাঈদ, হিশাম ও অন্যান্যদের বর্ণনা অনুযায়ী এই হাদীছ ইবন আব্বাস (রা)-এর উপর মাওকুফ। তবে শোবার মতে হাদীছটি স্বয়ং নবী করীম (স) হতে বর্ণিত, অর্থাৎ এটা মারফু হাদীছ।

٧٠٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ الْبَصْرِىُّ ثَنَا مُعَاذٌ ثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَّحْيٰى عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اَحْسِبُهُ عَنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا صَلّٰى اَحَدُكُمْ اِلٰى غَيْرِ سُتْرَةٍ فَاِنَّهُ يَقْطَعُ صَلَاتَهُ الْكَلْبُ وَالْحِمَارُ وَالْخِنْزِيْرُ وَالْيَهُوْدِىُّ وَالْمَجُوْسِىُّ وَالْمَرْاَةُ ـ وَيُجْزِئُ عَنْهُ اِذَا مَرُّوْا بَيْنَ يَدَيْهِ عَلٰى قَذْفَةٍ بِحَجَرٍ ـ

৭০৪। মুহাম্মাদ ইব্ন ইসমাঈল---- ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ যখন তোমাদের কেউ সুত্রা বিহীন অবস্থায় নামায আদায় করে এবং এমতাবস্থায় তার সামনে দিয়ে কুকুর, গাধা, শুকর, ইহুদী, অগ্নি উপাসক, এবং স্ত্রীলোক গমন করলে- তার নামায নষ্ট হয়ে যায়। অপরপক্ষে, প্রস্তর নিক্ষেপের সীমানার বাইরে দিয়ে গমন করলে তাতে নামাযীর নামাযের কোন ক্ষতি হবে না।

٧٠٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْاَنْبَارِىُّ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ عَنْ مَّوْلًى لِّيَزِيْدَ بْنِ نَمْرَانَ عَنْ يَّزِيْدَ بْنِ نَمْرَانَ قَالَ رَأَيْتُ رَجُلًا بِتَبُوْكَ مُقْعَدًا فَقَالَ مَرَرْتُ بَيْنَ يَدَىِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَنَا عَلٰى حِمَارٍ وَّ هُوَ يُصَلِّىْ فَقَالَ اللّٰهُمَّ اقْطَعْ اَثَرَهُ فَمَا مَشَيْتُ عَلَيْهَا بَعْدُ ـ

৭০৫। মুহাম্মাদ ইব্‌ন সুলায়মান---- ইয়াযীদ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তাবূক নামক স্থানে আমি এক খোড়া ব্যক্তিকে দেখতে পাই। তখন ঐ ব্যক্তি বলে, একদা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম নামায আদায়কালে আমি গাধার পিঠে আরোহণ পূর্বক তাঁর সম্মুখ দিয়ে গমন করি। তখন তিনি বলেনঃ ইয়া আল্লাহ! তার চলৎশক্তি রহিত করুন। এরপর থেকে আমার চলার শক্তি রহিত হয়ে যায়।

٧٠٦- حَدَّثَنَا كَثِيْرُ بْنُ عُبَيْدٍ يَعْنِى الْمُذْحَجِىَّ ثَنَا حَيْوَةُ عَنْ سَعِيْدٍ بِاِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ وَزَادَ فَقَالَ قَطَعَ صَلَاتَنَا قَطَعَ اللّٰهُ اَثَرَهُ ـ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَرَوَاهُ اَبُوْ مُسْهِرٍ عَنْ سَعِيْدٍ قَالَ فِيْهِ قَطَعَ صَلَاتَنَا ـ

৭০৬। কাছীর ইব্‌ন উবায়েদ---- সাঈদ হতে পূর্ববর্তী হাদীছের সূত্রে ও অর্থে এই হাদীছটি বর্ণিত হয়েছে। তবে তাতে আরও আছে, নবী করীম (স) বলেনঃ সে আমাদের নামায নষ্ট করেছে কাজেই আল্লাহ তার চলৎশক্তি রহিত করুন।

٧٠٧- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ سَعِيْدٍ الْهَمْدَانِىُّ وَسُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ مُعَاوِيَةُ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ غَزْوَانَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ نَزَلَ بِتَبُوْكَ وَهُوَ حَاجٌّ فَاِذَا هُوَ بِرَجُلٍ مُقْعَدٍ فَسَاَلَهُ عَنْ اَمْرِهِ فَقَالَ سَاُحَدِّثُكَ حَدِيْثًا فَلَا تُحَدِّثْ بِهِ مَا سَمِعْتَ اَنِّىْ حَىٌّ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَزَلَ بِتَبُوْكَ اِلٰى نَخْلَةٍ فَقَالَ هٰذِهِ قِبْلَتُنَا ثُمَّ صَلّٰى اِلَيْهَا فَاَقْبَلْتُ وَاَنَا غُلَامٌ اَسْعٰى حَتّٰى مَرَرْتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا فَقَالَ قَطَعَ صَلَاتَنَا قَطَعَ اللّٰهُ اَثَرَهُ فَمَا قُمْتُ عَلَيْهَا اِلٰى يَوْمِىْ هٰذَا ـ

৭০৭। আহ্‌মাদ ইব্‌ন সাঈদ---- সাঈদ ইব্‌ন গাযওয়ান থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা তিনি হজ্জব্রত পালনের উদ্দেশ্যে গমনকালে তাবূকে অবতরণ করেন। সেখানে তিনি এক খোঁড়া ব্যক্তিকে দেখতে পেয়ে তার কারণ জিজ্ঞেস করেন। ঐ ব্যক্তি বলে, আমি তোমার নিকট এমন একটি বিষয়ের অবতারণা করব যা অন্যের নিকট প্রকাশের যোগ্য নয়। অতঃপর সে বলে, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাবূকে একটি খেজুর গাছের নিকট অবতরণের পর বলেনঃ এটা আমাদের জন্য কিবলা বা সুত্‌রা স্বরূপ। অতঃপর তিনি সেদিকে মুখ করে নামায আদায় করেন। তখন আমার বয়স কম থাকায় আমি তাঁর ও খেজুর গাছের মধ্যবর্তী স্থান দিয়ে দৌড়িয়ে যাই। তখন নবী করীম (স) বলেনঃ সে আমাদের নামায নষ্ট করেছে, কাজেই আল্লাহ তার চলার শক্তি রহিত করুন। অতঃপর আমি আজ পর্যন্ত আর দাঁড়াতে সক্ষম হইনি।

١١٧. بَابُ سُتْرَةِ الْاِمَامِ سُتْرَةٌ مَنْ خَلْفَهُ

১১৭. অনুচ্ছেদঃ ইমামের সুতরা মুকতাদীর জন্য যথেষ্ঠ

٧٠٨- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ثَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ ثَنَا هِشَامُ بْنُ الْغَازِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ هَبَطْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ ثَنِيَّةِ اَذَاخِرَ فَحَضَرَتِ الصَّلٰوةُ يَعْنِىْ فَصَلَّى اِلٰى جَدْرٍ فَاتَّخَذَهُ قِبْلَةً وَنَحْنُ خَلْفَهُ فَجَائَتْ بَهْمَةٌ تَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ فَمَا زَالَ يُدَارِئُهَا حَتّٰى لَصِقَ بَطْنُهُ بِالْجَدْرِ وَمَرَّتْ مِنْ وَرَائِهِ اَوْ كَمَا قَالَ مُسَدَّدٌ -

৭০৮। মুসাদ্দাদ---- আমর ইব্‌ন শুআয়েব্ থেকে পর্যায়ক্রমে তাঁর পিতা এবং পিতার দাদা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সাথে (মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী) আযাখির উপত্যকায় অবতরণ করি। নামাযের সময় উপনীত হলে তিনি একটি দেয়ালের নিকটবর্তী হয়ে তা সুত্‌রা হিসেবে ধরে নামায আদায় করেন। এ সময় একটি চতুষ্পদ জন্তুর শাবক তাঁর সম্মুখ দিয়ে যেতে চাইলে তিনি তাকে এমনভাবে বাধা দেন যে, তাঁর পেট দেয়ালের সাথে লেগে যায়। অতঃপর শাবকটি তাঁর পেছন দিক দিয়ে (অথবা দেয়ালের অপর পাশ দিয়ে)যায়।

٧٠٩- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ وَحَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَا ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّىْ فَذَهَبَ جَدْىٌ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ فَجَعَلَ يَتَّقِيْهِ -

৭০৯। সুলায়মান ইব্‌ন হারব্---- ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম নামায আদায়কালে একটি বকরীর বাচ্চা তাঁর সম্মুখ দিয়ে যেতে চাইলে তিনি তাকে বাধা দেন।

١١٨. بَابُ مَنْ قَالَ الْمَرْاَةُ لَا تَقْطَعُ الصَّلٰوةَ

১১৮. অনুচ্ছেদঃ মহিলারা নামাযের সামনে দিয়ে অতিক্রম করলে নামায নষ্ট না হওয়ার বর্ণনা

٧١٠- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ بَيْنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ قَالَ شُعْبَةُ وَاَحْسِبُهَا قَالَتْ وَاَنَا حَائِضٌ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَرَوَاهُ الزُّهْرِيُّ وَعَطَاءٌ وَاَبُوْ بَكْرِ بْنُ حَفْصٍ وَهِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ وَعِرَاكُ بْنُ مَالِكٍ وَاَبُوْ الْاَسْوَدِ وَتَمِيْمُ بْنُ سَلَمَةَ كُلُّهُمْ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ وَاِبْرَاهِيْمُ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ وَاَبُوْ الضُّحٰى عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ وَالْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَاَبُوْ سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ لَمْ يَذْكُرُوْا وَاَنَا حَائِضٌ -

৭১০। মুসলিম ইব্‌ন ইবরাহীম.... আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নামায পড়াকালে আমি তাঁর ও কিব্‌লার মাঝখানে ছিলাম।
শো'বার বর্ণনায় আছে– সম্ভবতঃ আয়েশা (রা) বলেন, এ সময় আমি ঋতুবতী ছিলাম। এ হাদীছ আয়েশা (রা) হতে বিভিন্ন সূত্রে **বর্ণিত** হয়েছে, এবং কোন কোন বর্ণনায় "আমি ঋতুবতী ছিলাম"– এ কথার উল্লেখ নেই।

٧١١- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ ثَنَا زُهَيْرٌ ثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّيْ صَلَاتَهُ مِنَ اللَّيْلِ وَهِيَ مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ رَاقِدَةٌ عَلَى الْفِرَاشِ الَّذِيْ تَرْقُدُ عَلَيْهِ حَتّٰى اِذَا اَرَادَ اَنْ يُّوْتِرَ اَيْقَظَهَا فَاَوْتَرَتْ -

৭১১। আহ্‌মাদ ইব্‌ন ইউনুস....... আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম রাতে নামায পাঠকালে তিনি (আয়েশা) তাঁর বিছানায় নবী করীম (স) ও কিব্‌লার মধ্যবর্তী স্থানে ঘুমিয়ে থাকতেন।[১] অতঃপর যখন তিনি বেতেরের নামায আদায়ের সংকল্প করতেন, তখন তাঁকে জাগ্রত করলে– তিনিও বেতেরের নামায পড়তেন– (বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, ইব্‌ন মাজা)।

১। মহানবী (স) হযরত আয়েশা (রা)–র সাথে যে হুজরায় বসবাস করতেন তা এত সংকীর্ণ ছিল যে, দুইজনের শয়ন স্থান ব্যতীত সেখানে অতিরিক্ত কোন জায়গা ছিল না। ফলে তিনি এইরূপে নামায আদায় করতেন। –(অনুবাদক)

٧١٢- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ قَالَ سَمِعْتُ الْقَاسِمَ يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ بِئْسَ مَا عَدَلْتُمُوْنَا بِالْحِمَارِ وَالْكَلْبِ لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيْ وَاَنَا مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَ يَدَيْهِ فَاِذَا اَرَادَ اَنْ يَّسْجُدَ غَمَزَ رِجْلِيْ فَضَمَمْتُهَا اِلَيَّ ثُمَّ يَسْجُدُ -

৭১২। মুসাদ্দাদ---- আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এটা খুবই পরিতাপের বিষয় যে, তোমরা নামায নষ্ট হওয়ার ব্যাপারে আমাদেরকে গাধা ও কুকুরের পর্যায়ভুক্ত করেছ। পক্ষান্তরে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে এরূপ অবস্থায় নামায আদায় করতে দেখেছি যে, আমি তাঁর সম্মুখে শুয়ে থাকতাম। যখন তিনি সিজ্‌দা করার ইচ্ছা করতেন, তখন তিনি আমার পায়ে খোঁচা দিলে আমি পা টেনে নিতাম এবং তিনি সিজ্‌দায় যেতেন- (বুখারী, নাসাঈ)।

٧١٣- حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ النَّضْرِ ثَنَا الْمُعْتَمِرُ ثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ اَبِي النَّضْرِ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا قَالَتْ كُنْتُ اَكُوْنُ نَائِمَةً وَرِجْلَايَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّيْ مِنَ اللَّيْلِ فَاِذَا اَرَادَ اَنْ يَّسْجُدَ ضَرَبَ رِجْلَيَّ فَقَبَضْتُهُمَا فَسَجَدَ -

৭১৩। আসিম ইব্‌নুন-নাদর---- আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম রাতে নফল নামায পড়াকালে- নিদ্রিত অবস্থায় আমার পদযুগল তাঁর সম্মুখে থাকত। অতঃপর তিনি যখন সিজ্‌দায় যাওয়ার ইচ্ছা করতেন, তখন তিনি আমার পায়ে খোঁচা দিতেন এবং আমি পা সরিয়ে নেয়ার পর তিনি সিজ্‌দা করতেন- (বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ)।

٧١٤- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ح وَحَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ وَهٰذَا لَفْظُهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا قَالَتْ كُنْتُ اَنَامُ وَاَنَا مُعْتَرِضَةٌ فِيْ قِبْلَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُصَلِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَنَا اَمَامَهُ فَاِذَا اَرَادَ اَنْ يُّوْتِرَ زَادَ عُثْمَانُ غَمَزَنِيْ ثُمَّ اتَّفَقَا فَقَالَ تَنَحَّيْ -

৭১৪। উছমান ইব্ন আবু শায়বা---- আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম রাতে নফল নামায পাঠকালে আমি তাঁর সামনে কিবলার দিকে শুয়ে থাকতাম। অতঃপর যখন তিনি বেতেরের নামায পড়ার ইচ্ছা করতেন তখন তিনি আমাকে পা সরানোর জন্য খোঁচা দিতেন।

রাবী উছমানের বর্ণনায় "খোঁচা দেয়া" শব্দটি উল্লেখ আছে।

١١٩. بَابُ مَنْ قَالَ الْحِمَارُ لَا يَقْطَعُ الصَّلٰوةَ

১১৯. অনুচ্ছেদঃ নামাযীর সামনে দিয়ে গাধা অতিক্রম করলে নামাযের কোন ক্ষতি হয় না

٧١٥- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جِئْتُ عَلٰى حِمَارٍ ح وَثَنَا الْقَعْنَبِىُّ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّهُ قَالَ اَقْبَلْتُ رَاكِبًا عَلٰى اَتَانٍ وَاَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزْتُ الْاِحْتِلَامَ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّىْ بِالنَّاسِ بِمِنًى فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَىْ بَعْضِ الصَّفِّ فَنَزَلْتُ فَاَرْسَلْتُ الْاَتَانَ تَرْتَعُ وَدَخَلْتُ فِى الصَّفِّ فَلَمْ يُنْكِرْ ذٰلِكَ اَحَدٌ - قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَهٰذَا لَفْظُ الْقَعْنَبِىِّ وَهُوَ اَتَمُّ - قَالَ مَالِكٌ وَاَنَا اَرٰى ذٰلِكَ وَاسِعًا اِذَا قَامَتِ الصَّلٰوةُ -

৭১৫। উছমান ইব্ন আবু শায়বা---- ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার কাছাকাছি সময়ে একদিন গাধীর পিঠে আরোহণ করে মীনায় যাই যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম সেখানে নামাযের ইমামতি করছিলেন। তখন আমি নামাযীদের কাতারের সামনে দিয়ে অতিক্রম করি। আমি আমার গাধীকে বিচরণের জন্য ছেড়ে দিয়ে নামাযের কাতারে শামিল হই। এ সময় কেউই আমাকে এ কাজের জন্য নিষেধ করেনি– (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ, ইব্ন মাজা)।

ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেন, হাদীছটির শব্দগুলি আল্–কানাবীর। ইমাম মালিক (রহ) বলেন, আমার মতে ইমামের সামনে দিয়ে যাওয়ার ফলে নামাযের ক্ষতি হয়ে থাকে; কিন্তু কাতারের সামনে দিয়ে গেলে কোন ক্ষতি হয় না।

٧١٦- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ يَحْيٰى بْنِ الْجَزَّارِ عَنْ اَبِى الصَّهْبَاءِ قَالَ تَذَاكَرْنَا مَايَقْطَعُ الصَّلٰوةَ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ جِئْتُ اَنَا وَغُلَامٌ مِنْ بَنِىْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عَلٰى حِمَارٍ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّىْ فَنَزَلَ وَنَزَلْتُ وَتَرَكْنَا الْحِمَارَ اَمَامَ الصَّفِّ فَمَا بَالَاهُ وَجَاءَتْ جَارِيَتَانِ مِنْ بَنِىْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَدَخَلَتَا بَيْنَ الصَّفِّ فَمَا بَالٰى ذٰلِكَ -

৭১৬। মুসাদ্দাদ---- ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি এবং বনী আবদুল মুত্তালিবের এক যুবক গাধার পিঠে আরোহণ করে ঐ স্থানে গমন করি যেখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম নামাযের ইমামতি করছিলেন। আমরা আমাদের গাধাকে বিচরণের জন্য কাতারের সামনে ছেড়ে দেই এবং তাতে তিনি কোন আপত্তি করেন নি। এ সময় সেখানে বনী আবদুল মুত্তালিবের দুই যুবতী এসে নামাযের কাতারের মধ্যে প্রবেশ করে এবং তাতেও তিনি কোন আপত্তি করেন নি– (নাসাঈ)।

٧١٧- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَدَاوُدُ بْنُ مِخْرَاقٍ الْفِرْيَابِىُّ قَالَا ثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ بِاِسْنَادِهِ قَالَ فَجَاءَتْ جَارِيَتَانِ مِنْ بَنِىْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ اقْتَتَلَتَا فَاَخَذَهُمَا قَالَ عُثْمَانُ فَفَرَّعَ بَيْنَهُمَا وَقَالَ دَاوُدُ فَنَزَلَ اِحْدَهُمَا مِنَ الْاُخْرٰى فَمَا بَالٰى ذٰلِكَ -

৭১৭। উছমান ইব্‌ন আবু শায়বা---- মানসুর হতে এই সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীছের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। রাবী বলেন, এ সময় সেখানে বনী আবদুল মুত্তালিবের দুই যুবতী ঝগড়ারত অবস্থায় এসে উপস্থিত হয়। রাসূলুল্লাহ (স) তাদের ধরে ফেলেন অথবা পৃথক করে দেন এবং এরূপ করা দূষণীয় মনে করেন নি– (ঐ)।

١٢٠. بَابُ مَنْ قَالَ الْكَلْبُ لَا يَقْطَعُ الصَّلٰوةَ

১২০. অনুচ্ছেদঃ নামাযীর সামনে দিয়ে কুকুর গেলে নামাযের ক্ষতি হয় না

٧١٨- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ عَنْ جَدِّىْ عَنْ يَحْيٰى

بْنِ اَيُّوْبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبَّاسِ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اَتَانَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ فِىْ بَادِيَةٍ لَّنَا وَمَعَهُ عَبَّاسٌ فَصَلَّى فِىْ صَحْرَاءَ لَيْسَ بَيْنَ يَدَيْهِ سُتْرَةٌ وَّحِمَارَةٌ لَّنَا وَكَلْبَةٌ تَعْبَثَانِ بَيْنَ يَدَيْهِ فَمَا بَالَى ذٰلِكَ ـ

৭১৮। আবদুল মালিক ইব্‌ন শুআয়ব···· আল–ফাদল ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম আমাদের নিকট আসেন। আমরা তখন আমাদের জংগলে ছিলাম। হযরত আব্বাস (রা)–ও তাঁর সাথে ছিলেন। অতঃপর তিনি ঐ জংগলে সুত্‌রাবিহীন অবস্থায় নামায পড়েন যখন তাঁর সামনে আমাদের গাধা ও কুকুর দৌড়াদৌড়ি করছিল। কিন্তু এটাকে তিনি আপত্তিকর মনে করেন নি– (নাসাঈ)।

١٢١. بَابُ مَنْ قَالَ لَا يَقْطَعُ الصَّلٰوةَ شَىْءٌ

১২১. অনুচ্ছেদঃ কোন কিছুই সামনে দিয়ে অতিক্রম করলে নামায নষ্ট হয় না

٧١٩– حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ اَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ مُجَالِدٍ عَنْ اَبِى الْوَدَّاكِ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَقْطَعُ الصَّلٰوةَ شَىْءٌ وَّادْرَئُوْا مَا اسْتَطَعْتُمْ فَاِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ ـ

৭১৯। মুহাম্মাদ ইব্‌নুল–আলা···· আবু সাঈদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেনঃ কোন কিছু নামাযীর সম্মুখ দিয়ে যাওয়ার কারণে নামাযের কোন ক্ষতি হয় না, তবে তোমরা সাধ্যানুযায়ী এরূপ করতে বাধা দেবে। কেননা (নামাযীর সামনে দিয়ে) গমনকারী একটা শয়তান।

٧٢٠– حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ ثَنَا مُجَالِدٌ ثَنَا اَبُو الْوَدَّاكِ قَالَ مَرَّ شَابٌّ مِّنْ قُرَيْشٍ بَيْنَ يَدَىْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ وَهُوَ يُصَلِّىْ فَدَفَعَهُ ثُمَّ عَادَ فَدَفَعَهُ ثَلٰثَ مَرَّاتٍ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ اِنَّ الصَّلٰوةَ لَا يَقْطَعُهَا شَىْءٌ وَّلٰكِنْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اُدْرَؤُا مَا اسْتَطَعْتُمْ فَاِنَّهُ شَيْطَانٌ ـ قَالَ اَبُوْ

دَاوُدَ اِذَاتَنَازَعَ الْخَبَرَانِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُظِرَ اِلٰى مَا عَمِلَ بِهٖ اَصْحَابُهُ مِنْ بَعْدِهٖ ـ

৭২০। মুসাদ্দাদ---- আবুল–ওয়াদ্দাক বলেন, আবু সাঈদ আল–খুদ্‌রী (রা) নামায আদায়ের সময় তাঁর সামনে দিয়ে এক ব্যক্তি গমন করতে চাইলে তিনি তাকে বাধা দেন। পুনঃ ঐ ব্যক্তি যেতে চাইলে তিনি আবারও তাকে বাধা দেন। এইরূপে তিনি তিন বার তাকে বাধা দেন। অতঃপর তিনি নামায শেষে বলেন, (নামাযের সামনে দিয়ে অতিক্রমকারী) কোন কিছুই নামায নষ্ট করতে পারে না। তবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ নামাযের সামনে দিয়ে গমনকারীকে তোমরা যথাসম্ভব বাধা দিবে। কেননা সে একটি শয়তান।
ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের দুই হাদীছের মধ্যে যদি বৈপরিত্য দেখা দেয় তবে দেখতে হবে– তাঁর পরে তাঁর সাহাবীগণ কোন হাদীছের উপর আমল করেছেন (তা গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হবে)।

پاره - ٥

৫ম পারা

اَبْوَابُ تَفْرِيْعِ اِسْتِفْتَاحِ الصَّلٰوةِ
নামায শুরু করা সম্পর্কে

١٢٢. بَابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ

১২২. অনুচ্ছেদঃ রাফউল ইয়াদাইন (নামাযের মধ্যে উভয় হাত উপরে উঠানো)

٧٢١- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اسْتَفْتَحَ الصَّلٰوةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتّٰى يُحَاذِىَ مَنْكِبَيْهِ وَاِذَا اَرَادَ اَنْ يَّرْكَعَ وَبَعْدَ مَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ وَلَا يَرْفَعُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ -

৭২১। আহ্‌মাদ ইব্‌ন হাম্বল--- সালেম থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে নামায আরম্ভ করার সময় তাঁর দুহাত স্বীয় কাঁধ পর্যন্ত উঠাতে দেখেছি। অনুরূপভাবে রুকূ করার সময় এবং রুকূ হতে মাথা উঠানোর পরও তাঁকে হাত উঠাতে দেখেছি। কিন্তু তিনি দুই সিজদার মাঝখানে হাত উঠাতেন না– (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ, ইব্‌ন মাজা)।

٧٢٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى الْحِمْصِيُّ ثَنَا بَقِيَّةُ ثَنَا الزُّبَيْدِىُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا قَامَ اِلَى الصَّلٰوةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتّٰى تَكُوْنَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ ثُمَّ كَبَّرَ وَهُمَا كَذَالِكَ فَيَرْكَعُ

ثُمَّ اِذَا اَرَادَ اَنْ يَّرْفَعَ صُلْبَهُ رَفَعَهُمَا حَتّٰى تَكُوْنَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ ثُمَّ قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ وَلَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِى السُّجُوْدِ وَيَرْفَعُهُمَا فِىْ كُلِّ تَكْبِيْرَةٍ يُكَبِّرُهَا قَبْلَ الرُّكُوْعِ حَتّٰى تَنْقَضِىَ صَلَاتُهُ ـ

৭২২। ইবনুল মুসাফফা আল-হিমসী---- আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম নামাযে দাঁড়ানোর সময় নিজের দুই হাত কান পর্যন্ত উঠাতেন। তিনি তাকবীর বলে রুকূতে যেতেন এবং দুই হাত উপরে তুলতেন। রুকূ হতে উঠার সময়ও স্বীয় উভয় হাত কাঁধ পর্যন্ত উঠিয়ে "সামিআল্লাহু লিমান্ হামিদাহ"-বলতেন। তিনি সিজদার মধ্যে হাত উঠাতেন না এবং প্রত্যেক রুকূর জন্য তাকবীর বলার সময় তিনি হাত উঠাতেন এবং এইরূপে নামায শেষ করতেন।

٧٢٣- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ ثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيْدٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ كُنْتُ غُلَامًا لَا اَعْقِلُ صَلٰوةَ اَبِىْ فَحَدَّثَنِىْ وَائِلُ بْنُ عَلْقَمَةَ عَنْ اَبِىْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ اِذَا كَبَّرَ رَفَعَ يَدَيْهِ قَالَ ثُمَّ الْتَحَفَ ثُمَّ اَخَذَ شِمَالَهُ بِيَمِيْنِهِ وَاَدْخَلَ يَدَيْهِ فِىْ ثَوْبِهِ قَالَ فَاِذَا اَرَادَ اَنْ يَّرْكَعَ اَخْرَجَ يَدَيْهِ ثُمَّ رَفَعَهُمَا وَاِذَا اَرَادَ اَنْ يَّرْفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ رَفَعَ يَدَيْهِ ثُمَّ سَجَدَ وَوَضَعَ وَجْهَهُ بَيْنَ كَفَّيْهِ وَاِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُوْدِ اَيْضًا رَّفَعَ يَدَيْهِ حَتّٰى فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ ـ قَالَ مُحَمَّدٌ فَذَكَرْتُ ذَالِكَ لِلْحَسَنِ بْنِ اَبِى الْحَسَنِ فَقَالَ هِىَ صَلٰوةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَهُ مَنْ فَعَلَهُ وَتَرَكَهُ مَنْ تَرَكَهُ ـ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ هٰذَا الْحَدِيْثُ هَمَّامٌ عَنِ ابْنِ جُحَادَةَ لَمْ يَذْكُرِ الرَّفْعَ مَعَ الرَّفْعِ مِنَ السُّجُوْدِ ـ

৭২৩। উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন উমার---- আবূ ওয়ায়েল ইব্‌ন হুজর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সাথে নামায আদায় করি। তিনি তাকবীর বলার সময় নিজের দুই হাত উঠাতেন, পরে তিনি তাঁর হাত কাপড়ের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে ডান হাত দিয়ে বাম হাত ধরতেন। রাবী বলেন, অতঃপর তিনি যখন রুকূর ইরাদা করেন, তখন স্বীয় হাত

দুখানা বের করে উপরে উঠাতেন। তিনি রুকু হতে মাথা উঠানোর সময়ও দুই হাত উপরে উঠান। অতঃপর তিনি সিজ্দায় যান এবং স্বীয় চেহারা দুই হাতের তালুর মধ্যবর্তী স্থানে স্থাপন করেন। অতঃপর তিনি সিজ্দা হতে মাথা উঠাবার সময়ও স্বীয় হাত দুইখানা উত্তোলন করেন। এভাবে তিনি তাঁর নামায শেষ করেন।

রাবী মুহাম্মাদ বলেন, এসম্পর্কে আমি হাসান ইব্ন আবূল হাসানকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, এমনি ছিল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নামায আদায়ের নিয়ম। যে ব্যক্তি এর অনুসরণ করেছে– সে তো করেছে এবং যে ব্যক্তি তা ত্যাগ করেছে– সে তো তা ত্যাগ করেছে– (মুসলিম)।

ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেন, হাম্মাম– হযরত ইব্ন জাহাদা হতে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু ঐ বর্ণনায় সিজদা হতে মাথা উঠানোর সময় হাত উঠাবার কথা উল্লেখ নেই।

٧٢٤– حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ثَنَا يَزِيْدُ يَعْنِى ابْنَ زُرَيْعٍ ثَنَا الْمَسْعُودِىُّ ثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ وَائِلٍ حَدَّثَنِى اَهْلُ بَيْتِى عَنْ اَبِىْ اَنَّهُ حَدَّثَهُمْ اَنَّهُ رَاٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ مَعَ التَّكْبِيْرِ -

৭২৪। মুসাদ্দাদ— আবদুল জব্বার ইব্ন ওয়ায়েল বলেন, আমার পরিবারের লোকেরা আমার পিতার সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, আমার পিতা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে তাকবীর বলার সময় দুই হাত উঠাতে দেখেছেন।

٧٢٥– حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ نَا عَبْدُ الرَّحِيْمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ النَّخْعِىِّ عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ اَبْصَرَ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ قَامَ اِلَى الصَّلٰوةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتّٰى كَانَتَا بِحِيَالِ مَنْكِبَيْهِ وَحَاذٰى بِاِبْهَامَيْهِ اُذُنَيْهِ ثُمَّ كَبَّرَ -

৭২৫। উছমান ইব্ন আবূ শায়বা— আবদুল জব্বার ইব্ন ওয়ায়েল থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তাঁর পিতা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে নামাযে দন্ডায়মান হয়ে স্বীয় হস্তদ্বয় কাঁধ পর্যন্ত এবং বৃদ্ধাগুলিদ্বয় কান পর্যন্ত উঠিয়ে তাকবীর বলতে দেখেছেন।

٧٢٦– حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ قُلْتُ لَاَنْظُرَنَّ اِلٰى صَلٰوةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

كَيْفَ يُصَلِّىْ قَالَ فَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَكَبَّرَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتّٰى حَاذَتَا اُذُنَيْهِ ثُمَّ اَخَذَ شِمَالَهُ بِيَمِيْنِهٖ فَلَمَّا اَرَادَ اَنْ يَّرْكَعَ رَفَعَهُمَا مِثْلَ ذَالِكَ ثُمَّ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلٰى رُكْبَتَيْهِ فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهٗ مِنَ الرُّكُوْعِ رَفَعَهُمَا مِثْلَ ذَالِكَ فَلَمَّا سَجَدَ وَضَعَ رَأْسَهٗ بِذَالِكَ الْمَنْزِلِ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ ثُمَّ جَلَسَ فَافْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرٰى وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرٰى عَلٰى فَخِذِهِ الْيُسْرٰى وَحَدَّ مِرْفَقَهُ الْاَيْمَنَ عَلٰى فَخِذِهِ الْيُمْنٰى وَقَبَضَ ثِنْتَيْنِ وَحَلَّقَ حَلْقَةً وَرَأَيْتُهٗ يَقُوْلُ هٰكَذَا وَحَلَّقَ بِشْرٌ الْاِبْهَامَ وَالْوُسْطٰى وَاَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ ـ

৭২৬। মুসাদ্দাদ---- ওয়ায়েল ইব্ন হুজ্র (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি তোমাদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নামায পড়ার নিয়ম দেখাব। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম কিবলামুখী হয়ে দাঁড়িয়ে তাকবীর বলে নিজের উভয় হাত কান পর্যন্ত উত্তোলন করেন। অতঃপর তিনি স্বীয় বাম হাত ডান হাত দিয়ে ধরেন এবং রুকূ করার সময় উভয় হাত ঐরূপ উত্তোলন করেন। অতঃপর তিনি তাঁর দুই হাত দুই হাঁটুর উপর রাখেন। রুকূ হতে মাথা উঠাবার সময় তিনি উভয় হাত তদ্রূপ উত্তোলন করেন। অতঃপর তিনি সিজদায় স্বীয় মাথা দুই হাতের মধ্যবর্তী স্থানে রাখেন এবং বাম পা বিছিয়ে বসেন। অতঃপর তিনি তাঁর বাম হাত বাম রানের উপর এবং ডান হাত ডান রানের উপর বিচ্ছিন্নভাবে রাখেন। পরে তিনি স্বীয় ডান হাতের কনিষ্ঠ ও অনামিকা অংগুলিদ্বয় আবদ্ধ করে রাখেন এবং মধ্যমা ও বৃদ্ধাংগুলি বৃত্তাকার করেন এবং শাহাদাত অংগুলি (তর্জনী) দ্বারা ইশারা করেন– (নাসাঈ, ইব্ন মাজা)। আমি তাদেরকে এভাবে বলতে দেখেছি। আর বিশ্র নিজের মধ্যমা ও বৃদ্ধাংগুলি দ্বারা বৃত্ত করেন এবং তর্জনী দ্বারা ইশারা করেন।

٧٢٧– حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ نَا اَبُو الْوَلِيْدِ نَا زَائِدَةُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ بِاِسْنَادِهٖ وَمَعْنَاهُ قَالَ فِيْهِ ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنٰى عَلٰى ظَهْرِ كَفِّهِ الْيُسْرٰى وَالرُّسْغِ وَالسَّاعِدِ وَقَالَ فِيْهِ ثُمَّ جِئْتُ بَعْدَ ذَالِكَ فِىْ زَمَانٍ فِيْهِ بَرْدٌ شَدِيْدٌ فَرَأَيْتُ النَّاسَ عَلَيْهِمْ جُلُّ الثِّيَابِ تَحَرَّكُ اَيْدِيْهِمْ تَحْتَ الثِّيَابِ ـ

৭২৭। আল–হাসান ইব্ন আলী---- আসেম থেকে এই সূত্রে উপরোক্ত হাদীছের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। রাবী বলেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম স্বীয় ডান হাত দ্বারা

বাম হাতের কব্জি ও এর জোড়া আকড়িয়ে ধরেন।
রাবী বলেন, অতঃপর আমি কিছু দিন পর সেখানে গিয়ে দেখতে পাই যে, সাহাবায়ে কিরাম অত্যধিক শীতের কারণে শরীর আবৃত করে রেখেছেন এবং তাঁদের হাতগুলো স্ব-স্ব কাপড়ের মধ্যে নড়াচড়া করছে।

٧٢٨- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ نَا شَرِيْكٌ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ افْتَتَحَ الصَّلٰوةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حِيَالَ اُذُنَيْهِ قَالَ ثُمَّ اَتَيْتُهُمْ فَرَأَيْتُهُمْ يَرْفَعُوْنَ اَيْدِيَهُمْ اِلٰى صُدُوْرِهِمْ فِىْ افْتِتَاحِ الصَّلٰوةِ وَعَلَيْهِمْ بَرَانِسُ وَاَكْسِيَةٌ ـ

৭২৮। উছমান ইব্ন আবূ শায়বা---- ওয়ায়েল ইব্ন হুজ্র (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে নামায শুরুর সময় স্বীয় হস্তদ্বয় নিজের কান পর্যন্ত উঠাতে দেখেছি। রাবী বলেন, কিছু দিন পর আমি পুনরায় সেখানে গিয়ে দেখি যে, সাহাবায়ে কিরাম নামায আরম্ভের সময় তাদের হাতগুলি বুক পর্যন্ত উঠাচ্ছেন। এ সময় তাঁদের শরীর কোট ও অন্যান্য কাপড় দ্বারা আবৃত ছিল- (নাসাঈ)।

١٢٣. بَابُ افْتِتَاحِ الصَّلٰوةِ

১২৩. অনুচ্ছেদঃ নামায শুরু করার বর্ণনা

٧٢٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْاَنْبَارِىُّ نَا وَكِيْعٌ عَنْ شَرِيْكٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ اَتَيْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الشِّتَاءِ فَرَأَيْتُ اَصْحَابَهُ يَرْفَعُوْنَ اَيْدِيَهُمْ فِىْ ثِيَابِهِمْ فِى الصَّلٰوةِ ـ

৭২৯। মুহাম্মাদ ইব্ন সুলায়মান---- ওয়ায়েল ইব্ন হুজ্র (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি শীতের সময় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের খিদমতে উপস্থিত হই। এ সময় আমি দেখি যে, তাঁর সাহাবীগণ নামাযের মধ্যে তাদের কাপড়ের ভিতর থেকে নিজ নিজ হাত উত্তোলন করছিলেন।

٧٣٠- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا اَبُوْ عَاصِمٍ الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ ح وَثَنَا مُسَدَّدٌ نَا

يَحْيٰى وَهٰذَا حَدِيْثُ اَحْمَدَ قَالَ اَنَا عَبْدُ الْحَمِيْدِ يَعْنِى ابْنَ جَعْفَرٍ اَخْبَرَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا حُمَيْدِ السَّاعِدِىَّ فِىْ عَشْرَةٍ مِّنْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُمْ اَبُوْ قَتَادَةَ قَالَ اَبُوْ حُمَيْدٍ اَنَا اَعْلَمُكُمْ بِصَلٰوةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوْا فَلِمَ فَوَاللّٰهِ مَا كُنْتَ بِاَكْثَرِنَا لَهُ تَبَعًا وَلَا اَقْدَمِنَا لَهُ صُحْبَةً قَالَ بَلٰى قَالُوْا فَاعْرِضْ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا قَامَ اِلَى الصَّلٰوةِ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتّٰى يُحَاذِىَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ ثُمَّ كَبَّرَ حَتّٰى يَقِرَّ كُلُّ عَظْمٍ فِىْ مَوْضِعِهِ مُعْتَدِلًا ثُمَّ يَقْرَأُ ثُمَّ يُكَبِّرُ فَيَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتّٰى يُحَاذِىَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ ثُمَّ يَرْكَعُ وَيَضَعُ رَاحَتَيْهِ عَلٰى رُكْبَتَيْهِ ثُمَّ يَعْتَدِلُ فَلَا يَنْصِبُ رَاْسَهُ وَلَا يُقْنِعُ ثُمَّ يَرْفَعُ رَاْسَهُ فَيَقُوْلُ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ثُمَّ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتّٰى يُحَاذِىَ مَنْكِبَيْهِ مُعْتَدِلًا ثُمَّ يَقُوْلُ اللّٰهُ اَكْبَرُ ثُمَّ يَهْوِىْ اِلَى الْاَرْضِ فَيُجَافِىْ يَدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ ثُمَّ يَرْفَعُ رَاْسَهُ وَيَثْنِىْ رِجْلَهُ الْيُسْرٰى وَيَقْعُدُ عَلَيْهَا وَيَفْتَحُ اَصَابِعَ رِجْلَيْهِ اِذَا سَجَدَ ثُمَّ يَسْجُدُ ثُمَّ يَقُوْلُ اللّٰهُ اَكْبَرُ وَيَرْفَعُ وَيَثْنِىْ رِجْلَهُ الْيُسْرٰى فَيَقْعُدُ عَلَيْهَا حَتّٰى يَرْجِعَ كُلُّ عَظْمٍ اِلٰى مَوْضِعِهِ ثُمَّ يَصْنَعُ فِى الْاُخْرٰى مِثْلَ ذٰلِكَ ثُمَّ اِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتّٰى يُحَاذِىَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ كَمَا كَبَّرَ عِنْدَ افْتِتَاحِ الصَّلٰوةِ ثُمَّ يَصْنَعُ ذٰلِكَ فِىْ بَقِيَّةِ صَلَاتِهِ حَتّٰى اِذَا كَانَتِ السَّجْدَةُ الَّتِىْ فِيْهَا التَّسْلِيْمُ اَخَّرَ رِجْلَهُ الْيُسْرٰى وَقَعَدَ مُتَوَرِّكًا عَلٰى شِقِّهِ الْاَيْسَرِ - قَالُوْا صَدَقْتَ هٰكَذَا كَانَ يُصَلِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

৭৩০। আহ্‌মাদ ইব্‌ন হাম্বল---মুহাম্মাদ ইব্‌ন আমর হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু হুমায়েদ আস–সাইদী (রা)–কে দশজন সাহাবীর উপস্থিতিতে যাদের মধ্যে আবু কাতাদা (রা)–ও ছিলেন– বলতে শুনেছিঃ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নামায সম্পর্কে আপনাদের চেয়ে সমধিক অবগত আছি। তাঁরা বলেন, তা কিরূপে? আল্লাহ্‌র শপথ! আপনি তাঁর অনুসরণের ও সাহচর্যের দিক দিয়ে আমাদের চাইতে অধিক অগ্রগামী নন। তিনি বলেন, হাঁ। অতঃপর তাঁরা বলেন, এখন আপনি আপনার বক্তব্য পেশ করুন। তিনি বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম নামাযে দাঁড়াতেন তখন তিনি তাঁর হস্তদ্বয় কাঁধ পর্যন্ত উঠিয়ে আল্লাহু আকবার বলে পূর্ণরূপে সোজা হয়ে দাঁড়াতেন। তিনি কিরাআত পাঠের পর তাকবীর বলে রুকুতে যাওয়ার সময় আল্লাহু আকবার বলে নিজের উভয় হাত কাঁধ পর্যন্ত উঠাতেন। রুকূতে গিয়ে তিনি দুই হাতের তালু দ্বারা হাঁটুদ্বয় মজবুতভাবে ধরতেন। অতঃপর তিনি এমনভাবে রুকূ করতেন যে, তাঁর মাথা পিঠের সাথে সমান্তরাল থাকত। অতঃপর তিনি মাথা উঠিয়ে "সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ" বলে স্বীয় উভয় হাত কাঁধ পর্যন্ত উঠিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াতেন। পুনরায় আল্লাহু আকবার বলে তিনি সিজদায় গিয়ে উভয় বাহু স্বীয় পাঁজরের পাশ হতে দূরে সরিয়ে রাখতেন। অতঃপর সিজদা হতে মাথা উঠিয়ে বাম পা বিছিয়ে দিয়ে তার উপর বসতেন এবং সিজদার সময় পায়ের আংগুলগুলি নরম করে কিবলামুখী করে রাখতেন। তিনি আল্লাহু আকবার বলে (দ্বিতীয়) সিজদা হতে উঠে বাম পা বিছিয়ে দিয়ে তার উপর সোজা হয়ে বসতেন। অতঃপর তিনি সর্বশেষ রাকাতে স্বীয় বাম পা ডান দিকে বের করে দিয়ে বাম পাশের পাছার উপর ভর করে বসতেন। তখন তাঁরা সকলে বলেন, হাঁ আপনি ঠিক বলেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এইরূপেই নামায আদায় করতেন।[১]

٧٣١- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ يَزِيدَ يَعْنِي ابْنَ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ عَنْ عَمْرٍو الْعَامِرِيِّ قَالَ كُنْتُ فِي مَجْلِسٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَذَاكَرُوا صَلَاةَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ فَذَكَرَ بَعْضَ هَذَا الْحَدِيثِ وَقَالَ فَإِذَا رَكَعَ أَمْكَنَ كَفَّيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ وَفَرَّجَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ ثُمَّ هَصَرَ ظَهْرَهُ غَيْرَ مُقْنِعٍ رَأْسَهُ وَلَا صَافِحٍ بِخَدِّهِ وَقَالَ إِذَا قَعَدَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ قَعَدَ عَلَى بَطْنِ قَدَمِهِ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْيُمْنَى فَإِذَا كَانَ فِي الرَّابِعَةِ أَفْضَى بِوَرِكِهِ الْيُسْرَى إِلَى الْأَرْضِ وَأَخْرَجَ قَدَمَيْهِ مِنْ نَاحِيَةٍ وَاحِدَةٍ ـ

৭৩১। কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ---- মুহাম্মাদ ইব্‌ন আমার আল-আমিরী হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সাহাবায়ে কিরামের মজলিসে উপস্থিত থাকাকালে সেখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নামায সম্পর্কে আলোচনা হয়। তখন আবূ হুমায়েদ (রা) বলেন... অতঃপর রাবী পূর্বোক্ত হাদীছটির কিছু অংশ বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, যখন তিনি রুকূ করতেন তখন তাঁর হাতের তালু দ্বারা হাঁটু মজবুতভাবে ধরতেন এবং হাতের আংগুলগুলি পরস্পর বিচ্ছিন্ন রাখতেন

১। ইমাম আবূ হানীফা (রহ)-এর মতানুযায়ী নামাযের মধ্যে তাকবীরে তাহরীমা ব্যতীত আর কোথাও হাত উঠাতে হবে না এবং তাঁর মতের স্বপক্ষে বহু সহীহ হাদীছ বর্ণিত আছে। অপর পক্ষে, ইমাম শাফিঈ ও অন্যান্যদের মতে নামাযের মধ্যে তাকবীর তাহরীমা এবং অন্যান্য স্থানেও হাত উঠাতে হবে। -(অনুবাদক)

এবং এ সময় তিনি স্বীয় মাথা পিঠের সমান্তরালে রাখতেন। রাবী বলেন, অতঃপর যখন তিনি দুই রাকাত নামায আদায়ের পর বসতেন, তখন বাম পায়ের উপর বসতেন এবং ডান পায়ের পাতা দাঁড় করিয়ে রাখতেন। অতঃপর তিনি যখন চতুর্থ রাকাতের পর বসতেন, তখন তিনি নিজের উভয় পা ডান দিকে বের করে দিতেন এবং বাম পাশের পাছার উপর ভর দিয়ে বসতেন।

٧٣٢- حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الْمِصْرِىُّ نَا ابْنُ وَهْبٍ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقُرَشِيِّ وَيَزِيْدَ بْنِ اَبِى حَبِيْبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ نَحْوَ هٰذَا قَالَ فَاِذَا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيْهِ غَيْرَ مُفْتَرِشٍ وَلَّا قَابِضَهُمَا وَاسْتَقْبَلَ بِاَطْرَافِ اَصَابِعِهِ الْقِبْلَةَ ـ

৭৩২। ঈসা ইব্ন ইবরাহীম আল-মিসরী ...... মুহাম্মাদ ইব্ন আমর ইব্ন আতা হতে পূর্ববর্তী হাদীছের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। রাবী বলেন, তিনি সিজ্‌দার সময় স্বীয় হস্তদ্বয় বিছানার মত বিছিয়ে দিতেন না এবং শরীরের সাথে একেবারে মিলিয়েও রাখতেন না, বরং মাঝামাঝি অবস্থায় রাখতেন এবং পায়ের আংগুলগুলি কিবলামুখী করে রাখতেন।

٧٣٣- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ نَا اَبُوْ بَدْرٍ حَدَّثَنِيْ زُهَيْرٌ اَبُوْ خَيْثَمَةَ ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الْحُرِّ حَدَّثَنِيْ عِيْسَى بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ اَحَدِ بَنِيْ مَالِكٍ عَنْ عَبَّاسٍ اَوْ عَيَّاشِ بْنِ سَهْلٍ السَّاعِدِيِّ اَنَّهُ كَانَ فِيْ مَجْلِسٍ فِيْهِ اَبُوْهُ وَكَانَ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي الْمَجْلِسِ اَبُوْ هُرَيْرَةَ وَاَبُوْ حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ وَاَبُوْ اُسَيْدٍ بِهٰذَا الْخَبَرِ يَزِيْدُ اَوْ يَنْقُصُ قَالَ فِيْهِ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ يَعْنِيْ مِنَ الرُّكُوْعِ فَقَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ وَرَفَعَ يَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ اَللّٰهُ اَكْبَرُ فَسَجَدَ فَانْتَصَبَ عَلٰى كَفَّيْهِ وَرُكْبَتَيْهِ وَصُدُوْرِ قَدَمَيْهِ وَهُوَ سَاجِدٌ ثُمَّ كَبَّرَ فَجَلَسَ فَتَوَرَّكَ وَنَصَبَ قَدَمَهُ الْاُخْرٰى ثُمَّ كَبَّرَ فَسَجَدَ ثُمَّ كَبَّرَ فَقَامَ وَلَمْ يَتَوَرَّكْ ثُمَّ سَاقَ الْحَدِيْثَ قَالَ ثُمَّ جَلَسَ بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ حَتّٰى اِذَا هُوَ اَرَادَ اَنْ يَّنْهَضَ لِلْقِيَامِ قَامَ بِتَكْبِيْرَةٍ ثُمَّ رَكَعَ الرَّكْعَتَيْنِ الْاُخْرَيَيْنِ وَلَمْ يَذْكُرِ التَّوَرُّكَ فِي التَّشَهُّدِ ـ

৭৩৩। আলী ইব্নুল হুসায়ন ইব্ন ইবরাহীম---- আব্বাস (রহ) অথবা আইয়াশ ইব্ন সাহ্ল (রহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তিনি সাহাবীদের এক মজলিসে উপস্থিত ছিলেন, যেখানে তাঁর পিতা এবং আবূ হুরায়রা (রা), আবু হুমায়েদ আস–সাইদী এবং আবূ উসায়েদ (রা)-ও উপস্থিত ছিলেন। এই সূত্রে উপরোক্ত হাদীছ কিছুটা হ্রাসবৃদ্ধি সহ বর্ণিত আছে। রাবী বলেন, অতঃপর তিনি (নবী) রুকূ হতে মাথা উঠিয়ে সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ আল্লাহুম্মা রব্বানা লাকাল্ হাম্দ বলে স্বীয় হস্তদ্বয় উপরে উঠাতেন। অতঃপর তিনি আল্লাহু আকবার বলে সিজদায় যেতেন এবং হাতের তালু, হাঁটু ও পায়ের পাতার উপর ভর করে সিজদা করতেন। অতঃপর আল্লাহু আকবার বলে তিনি পাছার উপর ভর করে বসতেন এবং অপর পাখানি সোজা করে রাখতেন। অতঃপর তাকবীর বলে সিজদা করতেন এবং পুনরায় তাকবীর বলে সিজদা হতে উঠে সোজা হয়ে দাঁড়াতেন। তিনি এ সময় আর বসতেন না। এইরূপে হাদীছটি বর্ণিত হয়েছে।

রাবী বলেন, অতঃপর তিনি (স) দুই রাকাতের পর বসে যখন দাঁড়াতে ইচ্ছা করতেন, তখন আল্লাহু আকবার বলে দাঁড়াতেন এবং এইভাবে নামাযের শেষের দুই রাকাত সম্পন্ন করতেন। এই বর্ণনায় শেষ বৈঠকেও বাম পাশের পাছার উপর বসার কথা উল্লেখ নাই।

٧٣٤- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو اَخْبَرَنِىْ فُلَيْحٌ حَدَّثَنِىْ عَبَّاسُ بْنُ سَهْلٍ قَالَ اجْتَمَعَ اَبُوْ حُمَيْدٍ وَّاَبُوْ اُسَيْدٍ وَّسَهْلُ بْنُ سَعْدٍ وَّمُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ فَذَكَرُوْا صَلٰوةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اَبُوْ حُمَيْدٍ اَنَا اَعْلَمُكُمْ بِصَلٰوةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ بَعْضَ هٰذَا قَالَ ثُمَّ رَكَعَ فَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلٰى رُكْبَتَيْهِ كَاَنَّهُ قَابِضٌ عَلَيْهِمَا وَوَتَّرَ يَدَيْهِ فَتَجَافٰى عَنْ جَنْبَيْهِ قَالَ ثُمَّ سَجَدَ فَاَمْكَنَ اَنْفَهُ وَجَبْهَتَهُ وَنَحّٰى يَدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ حَتّٰى يَرْجِعَ كُلُّ عَظْمٍ فِىْ مَوْضِعِهٖ حَتّٰى فَرَغَ ثُمَّ جَلَسَ فَافْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرٰى وَاَقْبَلَ بِصَدْرِ الْيُمْنٰى عَلٰى قِبْلَتِهٖ وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُمْنٰى عَلٰى رُكْبَتِهِ الْيُمْنٰى وَكَفَّهُ الْيُسْرٰى عَلٰى رُكْبَتِهِ الْيُسْرٰى وَاَشَارَ بِاَصْبَعِهٖ ـ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوٰى هٰذَا الْحَدِيْثَ عُتْبَةُ بْنُ اَبِىْ حَكِيْمٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عِيْسٰى عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ سَهْلٍ لَمْ يَذْكُرِ التَّوَرُّكَ وَذَكَرَ نَحْوَ فُلَيْحٍ وَّذَكَرَ الْحَسَنُ بْنُ الْحَرِّ نَحْوَ جِلْسَةِ حَدِيْثِ فُلَيْحٍ وَّعُتْبَةَ ـ

৭৩৪। আহ্‌মাদ ইব্‌ন হাম্বল---- আব্বাস ইব্‌ন সাহ্‌ল বলেন, আবূ হুমায়েদ, আবু উসায়েদ, সাহ্‌ল ইব্‌ন সাদ এবং মুহাম্মাদ ইব্‌ন মাসলামা (রা) কোন এক মজলিসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নামায আদায়ের ধরন সম্পর্কে আলোচনা করেন। এ সময় আবূ হুমায়েদ (রা) বলেন, আমি তোমাদের চাইতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নামায সম্পর্কেঅধিকঅবহিত... অতঃপর কিছু অংশ এখানে বর্ণনা করা হল।
রাবী বলেন, অতঃপর নবী করীম (স) রুকূ করার সময় স্বীয় হস্ত দ্বারা হাঁটু শক্তভাবে আটকিয়ে ধরতেন। অতঃপর তিনি স্বীয় হস্তদ্বয় তাঁর পার্শদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখতেন। রাবী বলেন, অতঃপর তিনি সিজদার সময় নাক ও কপাল মাটির সাথে মিলিয়ে রাখেন এবং হস্তদ্বয় পাশ হতে দূরে সরিয়ে রাখেন। অতঃপর তিনি এমনভাবে মাথা উঠাতেন যে, শরীরের সমস্ত সংযোগ স্থান স্ব-স্ব স্থানে স্থাপিত হত। অতঃপর বসে তিনি তাঁর বাম পা বিছিয়ে দিতেন এবং ডান পায়ের সম্মুখ ভাগ কিবলামূখী করে রাখতেন এবং ডান হাতের তালু ডান পায়ের উরুর উপর রাখতেন এবং বাম হাত বাম পায়ের উপর এবং তাশাহ্‌হুদ পাঠের সময় শাহাদাত আংগুল দ্বারা ইশারা করতেন। ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেন, এই হাদীছ উত্‌বা (রহ) আবদুল্লাহ হতে এবং তিনি আব্বাস ইব্‌ন সাহ্‌ল হতে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তাঁরা সেখানে বাম পার্শ্বের পাছার উপর বসার কথা উল্লেখ করেন নি।

٧٣٥- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ نَا بَقِيَّةُ حَدَّثَنِي عُتْبَةُ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عِيسٰى عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ سَهْلٍ السَّاعِدِيِّ عَنْ اَبِيْ حُمَيْدٍ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ قَالَ وَاِذَا سَجَدَ فَرَّجَ بَيْنَ فَخِذَيْهِ غَيْرَ حَامِلٍ بَطْنَه عَلٰى شَيْءٍ مِّنْ فَخِذَيْهِ - قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ ابْنُ الْمُبَارَكِ اَنَا فُلَيحٌ سَمِعْتُ عَبَّاسَ بْنَ سَهْلٍ يُّحَدِّثُ فَلَمْ اَحْفَظْهُ فَحَدَّثَنِيْهِ اُرَاهُ ذَكَرَ عِيْسَى بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلٍ قَالَ حَضَرْتُ اَبَا حُمَيْدٍ السَّاعِدِيَّ -

৭৩৫। আমর ইব্‌ন উছমান---- আবূ হুমায়েদ (রা) হতে পূর্ববর্তী হাদীছের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, যখন তিনি সিজদা করতেন, তখন স্বীয় পেট রান হতে বিচ্ছিন্ন রাখতেন।
ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেন, এই হাদীছ ইব্‌নুল মুবারক ও অন্যান্য সূত্র হতেও বর্ণিত হয়েছে।

٧٣٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ نَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ ثَنَا هَمَّامٌ نَا مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ هٰذَا

الْحَدِيْث قَالَ فَلَمَّا سَجَدَ وَقَعَتَا رُكْبَتَاهُ اِلَى الْاَرْضِ قَبْلَ اَنْ تَقَعَا كَفَّاهُ فَلَمَّا سَجَدَ وَضَعَ جَبْهَتَهُ بَيْنَ كَفَّيْهِ وَجَافَى عَنْ اِبِطَيْهِ قَالَ حُجَّاجٌ قَالَ هَمَّامٌ وَحَدَّثَنَا شَقِيْقٌ حَدَّثَنِيْ عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ هٰذَا ـ وَفِىْ حَدِيْثِ اَحَدِهِمَا وَاَكْبَرُ عِلْمِىْ اَنَّهُ حَدِيْثُ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ وَاِذَا نَهَضَ نَهَضَ عَلٰى رُكْبَتَيْهِ وَاعْتَمَدَ عَلٰى فَخِذَيْهِ ـ

৭৩৬। মুহাম্মাদ ইব্‌ন মামার--- আবদুল জব্বার তাঁর পিতা ওয়ায়েল (রা) হতে এবং তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হতে পূর্বোক্ত হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।
রাবী বলেন, যখন তিনি (স) সিজদা করতেন, তখন তিনি যমীনের উপর হাত রাখার আগে স্বীয় হাঁটু স্থাপন করতেন। যখন তিনি সিজদা করতেন, তখন স্বীয় দুই হাতের তালুর মধ্যবর্তী স্থানে কপাল রাখতেন এবং হস্তদ্বয় বগল হতে দূরে সরিয়ে রাখতেন।
আসেম ইব্‌ন কুলায়েব তাঁর পিতা হতে এবং তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হতে উপরোক্ত হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। রাবী বলেন, যথা সম্ভব মুহাম্মাদ ইব্‌ন জাহাদার বর্ণনায় উল্লেখ আছে যে, যখন তিনি দাঁড়াতেন তখন রান ও হাঁটুর উপর ভর দিয়ে দাঁড়াতেন।

٧٣٧– حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ دَاوُدَ عَنْ فِطْرٍ عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْفَعُ اِبْهَامَيْهِ فِى الصَّلٰوةِ اِلٰى شَحْمَةِ اُذُنَيْهِ ـ

৭৩৭। মুসাদ্দাদ--- আবদুল জব্বার ইব্‌ন ওয়ায়েল থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে তাকবীর বলার সময় তাঁর উভয় হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলি কানের নিম্নভাগ পর্যন্ত উঠাতে দেখেছি- (নাসাঈ)।

٧٣٨– حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ عَنْ جَدِّىْ عَنْ يَحْيٰى بْنِ اَيُّوْبَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَبِىْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّهُ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا كَبَّرَ لِلصَّلٰوةِ جَعَلَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ وَاِذَا رَكَعَ فَعَلَ

مِثْلَ ذَالِكَ وَاِذَا رَفَعَ لِلسُّجُوْدِ فَعَلَ مِثْلَ ذَالِكَ وَاِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ فَعَلَ مِثْلَ ذَالِكَ ـ

৭৩৮। আবদুল মালিক ইব্‌ন শুআয়ব— আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম যখন নামাযের জন্য তাকবীরে তাহরীমা বলতেন, তখন স্বীয় উভয় হাত কাঁধ পর্যন্ত উত্তোলন করতেন। অতঃপর রুকুতে গমনকালে এবং রুকু হতে সোজা হবার সময়ও দুই হাত কাঁধ পর্যন্ত উঠাতেন এবং দুই রাকাতের পর যখন দন্ডায়মান হতেন— তখনও হাত উত্তোলন করতেন।

٧٣٩– حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ نَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ اَبِىْ هُبَيْرَةَ عَنْ مَّيْمُوْنٍ الْمَكِّيّ اَنَّهُ رَاٰى عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ الزُّبَيْرِ وَصَلّٰى بِهِمْ يُشِيْرُ بِكَفَّيْهِ حِيْنَ يَقُوْمُ وَحِيْنَ يَرْكَعُ وَحِيْنَ يَسْجُدُ وَحِيْنَ يَنْهَضُ لِلْقِيَامِ فَيَقُوْمُ فَيُشِيْرُ بِيَدَيْهِ فَانْطَلَقْتُ اِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ اِنِّىْ رَأَيْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ صَلّٰى صَلٰوةً لَّمْ اَرَ اَحَدًا يُصَلِّيْهَا فَوَصَفْتُ لَهُ هٰذِهِ الْاِشَارَةَ فَقَالَ اِنْ اَحْبَبْتَ اَنْ تَنْظُرَ اِلٰى صَلٰوةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاقْتَدِ بِصَلٰوةِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ـ

৭৩৯। কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ— মায়মূন আল–মাক্কী হতে বর্ণিত। তিনি আবদুল্লাহ্ ইব্‌নুয যুবায়র (রা)–কে তাদের নামায পড়াতে দেখেন। তিনি দাঁড়ানোর সময় রুকু হতে সোজা হওয়ার সময় এবং দন্ডায়মান হওয়ার সময় তাঁর উভয় হাত উত্তোলন করতেন। অতঃপর আমি ইব্‌ন আব্বাস (রা)–র নিকট গিয়ে তাঁকে ইবনুয যুবায়েরের নামায সম্পর্কে বলি যে, এইরূপে হাত তুলে নামায আদায় করতে আর কাকেও দেখিনি। তখন তিনি বলেন, যদি তুমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নামায আদায়ের পদ্ধতি অবলোকন করতে চাও, তবে ইব্‌নুয যুবায়েরের নামাযের অনুসরণ কর– (আহ্‌মাদ)।

٧٤٠– حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَّمُحَمَّدُ بْنُ اَبَانَ الْمَعْنٰى قَالَا نَا النَّضْرُ بْنُ كَثِيْرٍ يَّعْنِى السَّعْدِىَّ قَالَ صَلّٰى اِلٰى جَنْبِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ طَاؤُسٍ فِىْ مَسْجِدِ الْخَيْفِ فَكَانَ اِذَا سَجَدَ السَّجْدَةَ الْاُوْلٰى فَرَفَعَ رَأْسَهُ مِنْهَا رَفَعَ يَدَيْهِ تِلْقَاءَ وَجْهِهٖ فَاَنْكَرْتُ ذَالِكَ فَقُلْتُ لِوُهَيْبِ بْنِ خَالِدٍ فَقَالَ لَهُ وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ تَصْنَعُ شَيْئًا لَّمْ اَرَ

اَحدًا يَّصْنَعُهُ فقَالَ ابْنُ طَاؤُسٍ رَأَيتُ اَبِى يَصْنَعُهُ وَقَالَ اَبِى رَأَيْتُ بْنَ عَبَّاسٍ يَّصْنَعُهُ وَلَا اَعْلَمُ اِلَّا اَنَّهُ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُهُ ـ

৭৪০। কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ---- নাদ্‌র ইব্‌ন কাছীর হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন তাউস (রহ) খায়েফের মসজিদে আমার পাশে দাঁড়িয়ে নামায আদায় করেন। তিনি প্রথম সিজদায় গেলেন, অতপর সিজদা থেকে মাথা উঠানোকালে মুখমন্ডল বরাবর উভয় হাত উত্তোলন করলেন। তা আমার নিকট অপছন্দনীয় লাগলে আমি উহায়েব ইব্‌ন খালিদকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি। উহায়েব (রহ) আবদুল্লাহ্‌কে বলেন, তুমি এমন একটি কাজ করেছ, যা আমি ইতিপূর্বে আর কাউকে করতে দেখিনি। আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন তাউস (রহ) বলেন, আমি আমার পিতাকে এরূপ করতে দেখিছি এবং আমার পিতা বলেছেন, আমি আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন আব্বাস (রা)-কে এরূপ করতে দেখেছি। আমি নিশ্চিত জানি যে, তিনি আরো বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এরূপ করতেন।

٧٤١- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِىٍّ اَنَا عَبْدُ الْاَعْلٰى نَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ نَّافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّهُ كَانَ اِذَا دَخَلَ فِى الصَّلٰوةِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَاِذَا رَكَعَ قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ وَاِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ وَيَرْفَعُ ذَالِكَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ الصَّحِيْحُ قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ لَيْسَ بِمَرْفُوْعٍ ـ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَرَوٰى بَقِيَّةُ اَوَّلَهُ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ وَاَسْنَدَهُ وَرَوَاهُ الثَّقَفِىُّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ اَوْقَفَهُ عَلَى ابْنِ عُمَرَ وَقَالَ فِيْهِ وَاِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ يَرْفَعُهُمَا اِلٰى ثَدْيَيْهِ وَهٰذَا الصَّحِيْحُ ـ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ وَمَالِكٌ وَاَيُّوْبُ وَابْنُ جُرَيْجٍ مَوْقُوْفًا وَاَسْنَدَهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ وَحْدَهُ عَنْ اَيُّوْبَ لَمْ يَذْكُرْ اَيُّوْبُ وَمَالِكٌ الرَّفْعَ الرَّفْعَ اِذَا قَامَ مِنَ السَّجْدَتَيْنِ ـ وَذَكَرَهُ اللَّيْثُ لِنَافِعٍ اَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَجْعَلُ الْاُوْلٰى اَرْفَعَهُنَّ قَالَ لَا سَوَاءٌ قُلْتُ اَشِرْلِىْ فَاَشَارَ اِلَى الثَّدْيَيْنِ اَوْ اَسْفَلَ مِنْ ذٰلِكَ ـ

৭৪১। নাস্‌র ইব্‌ন আলী---- নাফে (রহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইব্‌ন উমার (রা) যখন নামাযে দাঁড়াতেন তখন তিনি তাকবীর বলে দুই হাত উপরের দিকে উঠাতেন। অতঃপর তিনি রুকূ হতে মাথা তোলার সময় সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ্‌ বলতেন। অতপর তিনি দুই রাকাত নামায শেষ

করার পর যখন দাঁড়াতেন তখন তিনি উভয় হাত উত্তোলন করতেন এবং এই বর্ণনা সূত্র রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত পৌছেছেন (অর্থাৎ হাদীছটি মারফূ)– (বুখারী)।
ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেন, সত্য বর্ণনা এই যে, হাদীছটি ইব্ন উমার (রা)–র বক্তব্য, মারফূ হাদীছনয়।
ইমাম আবু দাউদ (রহ) আরো বলেন, প্রথম হাদীছে দুই রাকাত নামায আদায়ের পর দাঁড়ানোর সময় হাত উঠানো সম্পর্কে যা বর্ণিত হয়েছে– তা রাসূলুল্লাহ্ (স) হতে বর্ণিত নয়। ছাকাফী উবায়দুল্লাহ্ হতে বর্ণনা করেছেন এবং এই বর্ণনাসূত্র ইব্ন উমার (রা) পর্যন্ত পৌছেছে এবং এখানে এরূপ উল্লেখ হয়েছে যে, যখন তিনি দুই রাকাত নামায সমাপ্তির পর দণ্ডায়মান হতেন, তখন উভয় হাত বক্ষ পর্যন্ত উত্তোলন করতেন এবং এই রিওয়ায়াত সহীহ।
ইমাম আবু দাউদ (রহ) আরো বলেন, লাইছ, মালিক, আইউব ও ইব্ন জুরায়েজ প্রমুখ রাবীগণ এই হাদীছের বর্ণনা সূত্র সাহাবী পর্যন্দ পৌছিয়েছেন। হাম্মাদ একাই এই হাদীছকে মারফূ হাদীছ হিসাবেবর্ণনাকরেছেন।
রাবী ইব্ন জুরায়েজ বলেন, আমি নাফেকে জিজ্ঞাসা করি যে, ইব্ন উমার (রা) তাকবীরে তাহরীমা বলার সময় কি তাঁর হাত অন্য সময়ের চাইতে অধিক উত্তোলন করতেন? তিনি বলেন, না; বরং সব সময়ই তিনি একইরূপে হাত উঠাতেন। আমি বলি, আমাকে ইশারাপূর্বক দেখান। তিনি স্বীয় বক্ষদেশ বা তার চাইতে কিছু নীচে পর্যন্ত ইশারা করে দেখান।

٧٤٢– حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ اِذَا ابْتَدَأَ الصَّلٰوةَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ وَاِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ رَفَعَهُمَا دُوْنَ ذٰلِكَ - قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ لَمْ يَذْكُرْ رَفْعَهُمَا دُوْنَ ذٰلِكَ اَحَدٌ غَيْرُ مَالِكٍ فِيْ مَا اَعْلَمُ -

৭৪২। আল–কানাবী— নাফে (রহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমার (রা) নামায আরম্ভের প্রাক্কালে স্বীয় হস্তদ্বয় কাঁধ পর্যন্ত উত্তোলন করলেন। তিনি রুকূ হতে মাথা উঠাবার সময় হস্তদ্বয়কে একটু কম উপরে উঠাতেন।
ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেন, আমার জানামতে রাবী মালিক ব্যতীত আর কেউ হস্ত কম উত্তোলনের কথা উল্লেখ করেননি।

١٢٤. بَابُ مَنْ ذَكَرَ اَنَّهُ يَرْفَعُ يَدَيْهِ اِذَا قَامَ مِنَ الثِّنْتَيْنِ

১২৪. অনুচ্ছেদঃ দুই রাকাত শেষে উঠার সময় দুই হাত উত্তোলন (রাফউল ইয়াদায়ন) সম্পর্কে

٧٤٣- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُحَارِبِيِّ قَالَا ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا قَامَ فِى الرَّكْعَتَيْنِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ ـ

৭৪৩। উছমান ইব্‌ন আবু শায়বা---- ইব্‌ন উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম যখন নামাযের দুই রাকাত আদায়ের পর দাঁড়াতেন, তখন তাকবীর বলে উভয় হাত উত্তোলন করতেন।

٧٤٤- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ نَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْهَاشِمِيُّ نَا عَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ اَبِى الزِّنَادِ عَنْ مُوْسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْفَضْلِ بْنِ رَبِيْعَةَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ الْاَعْرَجِ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ رَافِعٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ عَنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ كَانَ اِذَا قَامَ اِلَى الصَّلٰوةِ الْمَكْتُوْبَةِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ وَيَصْنَعُ مِثْلَ ذَالِكَ اِذَا قَضٰى قِرَائَتَهُ وَاِذَا اَرَادَ اَنْ يَّرْكَعَ وَيَصْنَعُهُ اِذَا رَفَعَ مِنَ الرُّكُوْعِ وَلَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِىْ شَيْءٍ مِّنْ صَلٰوتِهٖ وَهُوَ قَاعِدٌ وَاِذَا قَامَ مِنَ السَّجْدَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ كَذَالِكَ وَكَبَّرَ ـ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَفِىْ حَدِيْثِ اَبِىْ حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ حِيْنَ وَصَفَ صَلٰوةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتّٰى يُحَاذِىَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ كَمَا كَبَّرَ عِنْدَ اِفْتِتَاحِ الصَّلٰوةِ ـ

৭৪৪। আল-হাসান ইব্‌ন আলী---- আলী ইব্‌ন আবু তালিব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম যখন ফরয নামাযে দাঁড়াতেন, তখন তাকবীর বলে স্বীয় হস্তদ্বয় কাঁধ পর্যন্ত উঠাতেন এবং কিরাআত শেষ করার পর রুকূতে গমনকালে এবং রুকূ হতে উঠবার সময় অনুরূপ করতেন। তিনি বসে নামায পড়াকালে এরূপ হাত তুলতেন না। তিনি যখন সিজদার পর দন্ডায়মান হতেন, তখন হাত উঠিয়ে তাকবীর বলতেন- (নাসাঈ, ইব্‌ন মাজা, তিরমিযী)।

ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেন, আবু হুমায়েদ আস-সাইদী (রা)-র হাদীছে বর্ণিত আছে যে,

যখন তিনি দুই রাকাত নামায সমাপ্তির পর দাঁড়াতেন, তখন তাকবীর বলে স্বীয় হস্তদ্বয় কাঁধ পর্যন্ত উঠাতেন, যেরূপ তিনি নামায আরম্ভের সময় উঠাতেন।

٧٤٥- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ نَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ نَصْرِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ اِذَا كَبَّرَ وَاِذَا رَكَعَ وَاِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ حَتّٰى يَبْلُغَ بِهِمَا فُرُوْعَ اُذُنَيْهِ ـ

৭৪৫। হাফ্স ইব্ন উমার---- মালিক ইব্নুল-হুয়ায়রিছ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে তাকবীরে তাহ্রীমা বলার সময় হাত উঠাতে দেখেছি। আমি তাঁকে রুকূতে গমনকালে এবং তা হতে উঠার সময় স্বীয় হস্তদ্বয় কানের উপরিভাগ পর্যন্ত উঠাতে দেখেছি- (বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ)।

٧٤٦- حَدَّثَنَا ابْنُ مُعَاذٍ نَا اَبِىْ ح وَحَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ مَرْوَانَ نَا شُعَيْبُ يَعْنِى ابْنَ اِسْحَاقَ الْمَعْنٰى عَنْ عِمْرَانَ عَنْ لَاحِقٍ عَنْ بَشِيْرِ بْنِ نَهِيْكٍ قَالَ قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ لَوْ كُنْتُ قُدَّامَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَادَ ابْنُ مُعَاذٍ قَالَ يَقُوْلُ لَاحِقٌ اَلَا تَرٰى اَنَّهُ فِى الصَّلٰوةِ لَا يَسْتَطِيْعُ اَنْ يَّكُوْنَ قُدَّامَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَزَادَ مُوْسٰى يَعْنِى اِذَا كَبَّرَ رَفَعَ يَدَيْهِ ـ

৭৪৬। ইব্ন মুআয---- বশীর ইব্ন নাহীক হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু হুরায়রা (রা) বলেছেন, যদি আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সামনে থাকতাম, তবে তাঁর বগল দেখতে পেতাম (অর্থাৎ তিনি হাত এতটা পৃথক রাখতেন)।

ইব্ন মুআয তাঁর হাদীছে আরো উল্লেখ করেছেন যে, রাবী নাহীক বলেন, তুমি কি দেখ না হযরত আবু হুরায়রা (রা) নামাযে রত থাকায় নবী করীম (স)-এর সম্মুখে গমন করতে পারেন না। রাবী মূসা তাঁর বর্ণিত হাদীছে আরও বর্ণনা করেছেন যে, তিনি তাকবীর বলার সময় দুই হাত উঠাতেন-(নাসাঈ)।

٧٤٧- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ نَا ابْنُ اِدْرِيْسَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ عَلَّمَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلصَّلٰوةَ فَكَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ فَلَمَّا رَكَعَ طَبَّقَ يَدَيْهِ بَيْنَ رُكْبَتَيْهِ قَالَ

فَبَلَغَ ذَالِكَ سَعْدًا فَقَالَ صَدَقَ اَخِىْ قَدْ كُنَّا نَفْعَلُ هٰذَا اُمِرْنَا بِهٰذَا يَعْنِى الْاِمْسَاكَ عَلَى الرُّكْبَتَيْنِ ـ

৭৪৭। উছমান ইবৃন আবু শায়বা— আলকামা (রহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে নামায পড়ার নিয়ম শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি তাকবীরে তাহ্রীমা বলার সময় স্বীয় দুই হাত উত্তোলন করেন। তিনি রুকূ করার সময় উভয় হাত একত্রিত করে দুই হাঁটুর মধ্যখানে রাখেন। এই খবর সা'দ (রা)–এর নিকট পৌছলে তিনি বলেন, আমার ভাই (ইবৃন মাসউদ) সত্য বলেছেন। পূর্বে আমরা এরূপ করতাম। অতঃপর আমাদেরকে এরূপ করা হতে বিরত থাকতে নির্দেশ দেয়া হয়– (নাসাঈ)।

١٢٥. بَابُ مَنْ لَمْ يَذْكُرِ الرَّفْعَ عِنْدَ الرُّكُوْعِ

১২৫. অনুচ্ছেদঃ রুকূর সময় হাত না উঠানের বর্ণনা

٧٤٨– حَدَّثَنَا بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ نَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَاصِمٍ يَّعْنِى ابْنَ كُلَيْبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْعُوْدٍ اَلَا اُصَلِّىْ بِكُمْ صَلٰوةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَصَلّٰى فَلَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ اِلَّا مَرَّةً ـ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ هٰذَا حَدِيْثٌ مُخْتَصَرٌ مِنْ حَدِيْثٍ طَوِيْلٍ وَلَيْسَ هُوَ بِصَحِيْحٍ عَلٰى هٰذَا اللَّفْظِ ـ

৭৪৮। উছমান ইবৃন আবু শায়বা— আলকামা (রহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবৃন মাসউদ (রা) বলেন, আমি কি তোমাদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নামায সম্পর্কে শিক্ষা দেব না? রাবী বলেন, অতঃপর তিনি নামায আদায়কালে মাত্র একবার হাত উত্তোলন করেন– (তিরমিযী, নাসাঈ)।
ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেন, এটা একটি দীর্ঘ হাদীছের সংক্ষিপ্তসার। উপরোক্ত শব্দসম্ভারে হাদীছটি সঠিক নয়।

٧٤٩– حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ نَا مُعَاوِيَةُ وَخَالِدُ بْنُ عَمْرٍو وَّاَبُوْ حُذَيْفَةَ قَالُوْا نَا سُفْيَانُ بِاِسْنَادِهِ هٰذَا قَالَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ فِىْ اَوَّلِ مَرَّةٍ وَقَالَ بَعْضُهُمْ مَرَّةً وَاحِدَةً ـ

৭৪৯। আল–হাসান ইব্‌ন আলী--- সুফিয়ান (রহ) হতে পূর্বোক্ত হাদীছটি এই সনদে বর্ণিত। রাবী বলেন, অতঃপর তিনি কেবলমাত্র প্রথম বার (তাকবীরে তাহরীমা পাঠের সময়) হাত উত্তোলন করেন। কতক রাবী বলেন, তিনি শুধুমাত্র একবার হাত উঠান।

٧٥٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّارُ نَا شَرِيْكٌ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِى زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ اَبِىْ لَيْلٰى عَنِ الْبَرَاءِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اِذَا افْتَتَحَ الصَّلٰوةَ رَفَعَ يَدَيْهِ اِلٰى قَرِيْبٍ مِّنْ اُذُنَيْهِ ثُمَّ لَا يَعُوْدُ ـ

৭৫০। মুহাম্মাদ ইব্‌নুস– সাব্বাহ আল–বাযযার--- বারাআ ইব্‌ন আযেব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নামায আরম্ভের সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম কেবলমাত্র একবার কানের নিকট পর্যন্ত হাত উঠাতেন। অতঃপর তিনি আর হাত উঠাতেন না।

٧٥١- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الزُّهْرِىُّ نَا سُفْيَانُ عَنْ يَزِيْدَ نَحْوَ حَدِيْثِ شَرِيْكٍ لَّمْ يَقُلْ ثُمَّ لَا يَعُوْدُ قَالَ سُفْيَانُ قَالَ لَنَا بِالْكُوْفَةِ بَعْدُ ثُمَّ لَا يَعُوْدُ ـ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوٰى هٰذَا الْحَدِيْثَ هُشَيْمٌ وَّخَالِدٌ وَّابْنُ اِدْرِيْسَ عَنْ يَزِيْدَ لَمْ يَذْكُرُوْا ثُمَّ لَا يَعُوْدُ ـ

৭৫১। আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুহাম্মাদ আয–যুহ্‌রী--- ইয়াযীদ হতে এই সূত্রে শরীকের হাদীছের অনুরূপ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। এ হাদীছে "ثُمَّ لَا يَعُوْدُ" (তিনি পুনর্বার হাত তুলতেন না) শব্দটির উল্লেখ নেই। সুফিয়ান বলেন, অতঃপর রাবী (ইয়াযীদ) আমাদের নিকট কুফা শহরে "ثُمَّ لَا يَعُوْدُ" শব্দটি উল্লেখ করেন।

ইমাম আবূ দাউদ (রহ) বলেন, হুশায়েম, খালিদ এবং ইব্‌ন ইদরীসও এই হাদীছ ইয়াযীদ হতে বর্ণনা করেছেন এবং তাঁরা "ثم لا يعود" শব্দটির উল্লেখ করেননি।

٧٥٢- حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَانِ اَنَا وَكِيْعٌ عَنْ بْنِ اَبِىْ لَيْلٰى عَنْ اَخِيْهِ عِيْسٰى عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ اَبِىْ لَيْلٰى عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَفَعَ يَدَيْهِ حِيْنَ افْتَتَحَ الصَّلٰوةَ ثُمَّ لَمْ يَرْفَعْهُمَا حَتّٰى انْصَرَفَ ـ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ هٰذَا الْحَدِيْثُ لَيْسَ بِصَحِيْحٍ ـ

৭৫২। হুসায়ন ইব্‌ন আবদুর রহমান--- বারাআ ইব্‌ন আযিব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে তাকবীরে তাহ্‌রীমা বলার সময় তাঁর হস্তদ্বয় উত্তোলন করতে দেখেছি। অতপর তিনি নামাযের শেষ পর্যন্ত আর কখনও স্বীয় হস্তদ্বয় (একবারের অধিক) উত্তোলন করেননি।
ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেন, এই হাদীছ সহীহ্ নয়।

٧٥٣- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَحْيٰى عَنِ ابْنِ اَبِىْ ذِئْبٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ سَمْعَانَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا دَخَلَ فِى الصَّلٰوةِ رَفَعَ يَدَيْهِ مَدًّا ـ

৭৫৩। মুসাদ্দাদ--- আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম নামায আরম্ভ করতেন, তখন তিনি স্বীয় হস্তদ্বয় উপরের দিকে প্রসারিত করে উঠাতেন– (তিরমিযী, নাসাঈ)।

١٢٦. بَابُ وَضْعِ الْيُمْنٰى عَلَى الْيُسْرٰى فِى الصَّلٰوةِ

১২৬. অনুচ্ছেদঃ নামাযের সময় বাম হাতের উপর ডান হাত রাখা

٧٥٤- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِىٍّ اَنَا اَبُوْ اَحْمَدَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زُرْعَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ يَقُوْلُ صَفُّ الْقَدَمَيْنِ وَوَضْعُ الْيَدِ عَلَى الْيَدِ مِنَ السُّنَّةِ ـ

৭৫৪। নাস্‌র ইব্‌ন আলী--- আবদুর রহমান হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইব্‌নুয যুবায়ের (রা)–কে বলতে শুনেছি– নামাযের সময় দুই পা সমান রাখা এবং এক হাতের উপর অন্য হাত রাখাসুন্নাত।

٧٥٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارِ بْنِ الرَّيَّانِ عَنْ هُشَيْمِ بْنِ بَشِيْرٍ عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ اَبِىْ زَيْنَبَ عَنْ اَبِىْ عُثْمَانَ النَّهْدِىِّ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ اَنَّهُ كَانَ يُصَلِّىْ فَوَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرٰى عَلَى الْيُمْنٰى فَرَاٰهُ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنٰى عَلَى الْيُسْرٰى ـ

৭৫৫। মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাক্‌কার---- ইব্‌ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি ডান হাতের উপর বাম হাত রেখে নামায পড়ছিলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তা দেখতে পেয়ে তাঁর বাম হাতের উপর ডান হাত রেখে দেন– (নাসাঈ, ইব্‌ন মাজা)।

٧٥٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْبُوبٍ ثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ اِسْحَاقَ عَنْ زِيَادِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ اَبِي جُحَيْفَةَ اَنَّ عَلِيًّا قَالَ مِنَ السُّنَّةِ وَضْعُ الْكَفِّ عَلَى الْكَفِّ فِي الصَّلٰوةِ تَحْتَ السُّرَّةِ ـ

৭৫৬। মুহাম্মাদ ইব্‌ন মাহ্‌বূব---- আবু জুহাইফা (রা) থেকে বর্ণিত। আলী (রা) বলেন, নামাযে রত অবস্থায় নাভির নীচে বাম হাতের তালুর উপর ডান হাতের তালু রাখা সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত।

٧٥٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ عَنْ اَبِي بَدْرٍ عَنْ اَبِي طَالُوْتَ عَبْدُ السَّلَامِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ الضَّبِّيِّ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ رَأَيْتُ عَلِيًّا يُمْسِكُ شِمَالَهُ بِيَمِيْنِهِ عَلَى الرُّسْغِ فَوْقَ السُّرَّةِ ـ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَرُوِيَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ فَوْقَ السُّرَّةِ ـ وَقَالَ اَبُوْ مِجْلَزٍ تَحْتَ السُّرَّةِ وَرُوِيَ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ وَلَيْسَ بِالْقَوِيِّ ـ

৭৫৭। মুহাম্মাদ ইব্‌ন কুদামা---- ইব্‌ন জুরাইজ থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আলী (রা)–কে নামাযে নাভির উপরে ডান হাত দিয়ে বাম হাতের কব্জি ধরে রাখতে দেখেছি।
ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেন, সাঈদ ইব্‌ন জুবাইর থেকে "নাভির উপরে" বর্ণিত আছে। আর আবু মিজলায বলেছেন, "নাভির নীচে"। আবু হুরায়রা (রা) থেকেও অনুরূপ বর্ণিত আছে, কিন্তু তা তেমন শক্তিশালী নয়।

٧٥٨- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ اِسْحَاقَ الْكُوْفِيِّ عَنْ سَيَّارٍ اَبِي الْحَكَمِ عَنْ اَبِي وَائِلٍ قَالَ قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ اَخْذُ الْاَكُفِّ عَلَى الْاَكُفِّ فِي الصَّلٰوةِ تَحْتَ السُّرَّةِ ـ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ سَمِعْتُ اَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يُضَعِّفُ عَبْدَ الرَّحْمَانِ بْنَ اِسْحَاقَ الْكُوْفِيَّ ـ

৭৫৮। মুসাদ্দাদ---- আবু ওয়ায়েল থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু হুরায়রা (রা) বলেছেন– আমি

নামাযে নাভির নীচে (বাম) হাতের উপর (ডান) হাত রাখি।
আবু দাউদ (রহ) বলেন, আমি ইমাম আহ্মাদ ইবন হাম্বল (রহ) কর্তৃক আবদুর রহমান ইবন ইসহাক আল–কূফীকে দুর্বল রাবী হিসাবে অভিহিত করতে শুনেছি।

٧٥٩- حَدَّثَنَا اَبُوْ تَوْبَةَ حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ يَعْنِى ابْنَ حُمَيْدٍ عَنْ ثَوْرٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوْسٰى عَنْ طَاؤُسَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضَعُ الْيُمْنٰى عَلٰى يَدِهِ الْيُسْرٰى ثُمَّ يَشُدُّ بَيْنَهُمَا عَلٰى صَدْرِهِ وَهُوَ فِى الصَّلٰوةِ ـ

৭৫৯। আবু তাওবা— তাউস (রহ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম নামাযরত অবস্থায় ডান হাত বাম হাতের উপর স্থাপন করে তা নিজের বুকের উপর বেঁধে রাখতেন।[১]

١٢٧. بَابُ مَا يُسْتَفْتَحُ بِهِ الصَّلٰوةُ مِنَ الدُّعَاءِ

১২৭. অনুচ্ছেদঃ যে দুআ পড়ে নামায আরম্ভ করবে

٧٦٠- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ نَا اَبِىْ نَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنِ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ عَمِّهِ الْمَاجِشُوْنِ بْنِ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ الْاَعْرَجِ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ رَافِعٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا قَامَ اِلَى الصَّلٰوةِ كَبَّرَ ثُمَّ قَالَ وَجَّهْتُ وَجْهِىَ لِلَّذِىْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ حَنِيْفًا وَّمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ اِنَّ صَلَاتِىْ وَنُسُكِىْ وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِىْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَبِذَالِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الْمَلِكُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ اَنْتَ رَبِّىْ وَاَنَا عَبْدُكَ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِىْ فَاغْفِرْلِىْ ذُنُوْبِىْ جَمِيْعًا لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ وَاهْدِنِىْ لِاَحْسَنِ الْاَخْلَاقِ لَا يَهْدِىْ لِاَحْسَنِهَا اِلَّا اَنْتَ وَاصْرِفْ عَنِّىْ سَيِّئَهَا لَا يَصْرِفُ سَيِّئَهَا اِلَّا اَنْتَ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ كُلُّهُ فِىْ يَدَيْكَ

১। ৭৫৬ নং হাদীছ মিসরীয় সংস্করণে নেই এবং ৭৫৭ নং ও ৭৫৯ নং হাদীছ এবং ৭৫৮ নং হাদীছের আংশিক ভারতীয় সংস্করণে নেই।

وَالشَّرُّ لَيْسَ اِلَيْكَ اَنَا بِكَ وَاِلَيْكَ تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ ـ وَاِذَا رَكَعَ قَالَ اَللّٰهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ وَبِكَ اٰمَنْتُ وَلَكَ اَسْلَمْتُ خَشَعَ لَكَ سَمْعِىْ وَبَصَرِىْ وَمُخِّىْ وَعِظَامِىْ وَعَصَبِىْ ـ وَاِذَا رَفَعَ قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمٰوَاتِ وَمِلْءَ الْاَرْضِ وَمِلْءَ مَا بَيْنَهُمَا وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَىْءٍ بَعْدُ ـ وَاِذَا سَجَدَ قَالَ اَللّٰهُمَّ لَكَ سَجَدْتُّ وَبِكَ اٰمَنْتُ وَلَكَ اَسْلَمْتُ سَجَدَ وَجْهِىَ لِلَّذِىْ خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ فَاَحْسَنَ صُوْرَتَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ وَتَبَارَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ ـ وَاِذَا سَلَّمَ مِنَ الصَّلٰوةِ قَالَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِى مَا قَدَّمْتُ وَمَا اَخَّرْتُ وَمَا اَسْرَرْتُ وَمَا اَعْلَنْتُ وَمَا اَسْرَفْتُ وَمَا اَنْتَ اَعْلَمُ بِهِ مِنِّىْ اَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَالْمُؤَخِّرُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ ـ

৭৬০। উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন মুআয--- আলী ইব্ন আবু তালিব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম নামাযের তাকবীরে তাহরীমা বলার পর নিম্নোক্ত দুআ পড়তেনঃ

"ওয়াজ্জাহ্তু ওয়াজহিয়া লিল্লাযী ফাতারাস্ সামাওয়াতি ওয়াল আরদা হানীফাও ওয়ামা আনা মিনাল মুশরিকীন। ইন্না সালাতী ওয়া নুসুকী ওয়া মাহ্য়ায়া ওয়া মামাতী লিল্লাহি রব্বিল আলামীন। লা শারীকা লাহু ওয়া বিযালিকা উমিরতু ওয়া আনা আওয়ালুল মুসলিমীন। আল্লাহুম্মা আনতাল মালিকু লা ইলাহা ইল্লা আনতা, আনতা রব্বী ওয়া আনা আবদুকা। যালামতু নাফসী ওয়াতারাফতু বিযাম্বী ফাগফিরলী যুনুবী জামীআন। লা ইয়াগ্ফিরুয যুনুবা ইল্লা আন্তা ওয়াহ্দিনী লি-আহ্সানিল আখ্লাক। লা ইয়াহ্দিনী লি-আহ্সানিহা ইল্লা আনতা ওয়াসরিফ আন্নী সাইয়েআহা, লা ইয়াস্রিফু সাইয়িআহা ইল্লা আন্তা। লাব্বাইকা ওয়া সাদাইকা ওয়াল-খায়রু কুল্লুহু ফী ইয়াদাইকা, ওয়াশ শাররু লাইসা ইলাইকা আনা বিকা ওয়া ইলাইকা তাবারাক্তা ওয়া তাআলাইতা আসতাগফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাইকা।"

অতপর তিনি যখন রুকূ করতেন তখন এই দুআ পড়তেনঃ "আল্লাহুম্মা লাকা রাকাতু ওয়া বিকা আমানতু ওয়া লাকা আস্লামতু, খাসাআ লাকা সামঈ ওয়া বাসারী ওয়া মুখ্খী ওয়া ইযামী ওয়া আসাবী।"

অতপর তিনি যখন রুকূ হতে মাথা উঠাতেন তখন এই দুআ পড়তেনঃ "সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ্, রব্বানা ওয়া লাকাল হাম্দ মিলউস সামাওয়াতি ওয়াল আরদি ওয়া মিলউ মা বায়নাহুমা ওয়া মিলউ মা শি'তা মিন শায়ইন বা'দু।"

অতপর তিনি যখর সিজদা করতেন, তখন এই দুআ পড়তেনঃ "আল্লাহুম্মা লাকা সাজাদ্তু ওয়া

বিকা আমানতু ওয়া লাকা আসলামতু। সাজাদা ওয়াজাহিয়া লিল্লাযী খালাকাহু ওয়া সাওয়ারাহু ফাআহ্সানা সুরাতাহু ওয়া শাক্কা সামআহু ওয়া বাসারাহু ওয়া তাবারাকাল্লাহু আহ্সানুল খালিকীন।"

অতপর নামাযের সালাম ফিরাইবার পর তিনি এই দুআ পাঠ করতেনঃ "আল্লাহুম্মাগ্‌ফিরলী মা কাদ্দামতু ওয়ামা আখ্‌খারতু, ওয়ামা আসরারতু ওয়ামা আলানতু ওয়ামা আস্‌রাফতু ওয়ামা আনতা আলামু বিহী মিন্নী। আনতাল মুকাদ্দিমু ওয়াল মুআখ্‌খিরু লা ইলাহা ইল্লা আনতা[১]– (মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ, ইব্‌ন মাজা)।

٧٦١– حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ نَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْهَاشِمِيُّ نَا عَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ اَبِي الزِّنَادِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْفَضْلِ بْنِ رَبِيْعَةَ بْنَ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ رَافِعٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَبِيْ طَالِبٍ عَنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ كَانَ اِذَا قَامَ اِلَى الصَّلٰوةِ الْمَكْتُوْبَةِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ وَيَصْنَعُ مِثْلَ ذَالِكَ اِذَا قَضَى قِرَائَتَهُ وَاِذَا اَرَادَ اَنْ يَّرْكَعَ وَيَصْنَعُهُ اِذَا رَفَعَ مِنَ الرُّكُوْعِ وَلَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِيْ شَيْءٍ مِّنْ صَلَاتِهِ وَهُوَ قَاعِدٌ ـ وَاِذَا قَامَ مِنَ السَّجْدَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ كَذَالِكَ وَكَبَّرَ وَدَعَا نَحْوَ حَدِيْثِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ فِي الدُّعَاءِ يَزِيْدُ وَيَنْقُصُ الشَّيْءَ وَلَمْ يَذْكُرْ وَالْخَيْرُ كُلُّهُ فِيْ يَدَيْكَ وَالشَّرُّ لَيْسَ اِلَيْكَ وَزَادَ فِيْهِ وَيَقُوْلُ عِنْدَ انْصِرَافِهِ مِنَ الصَّلٰوةِ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ مَا قَدَّمْتُ وَمَا اَخَّرْتُ وَمَا اَسْرَرْتُ وَمَا اَعْلَنْتُ اَنْتَ اِلٰهِيْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ ـ

৭৬১। আল–হাসান ইব্‌ন আলী— আলী ইব্‌ন আবু তালিব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম যখন ফরয নামাযের জন্য দন্ডায়মান হতেন তখন তাক্‌বীরে তাহরীমা বলে উভয় হাত কাঁধ পর্যন্ত উঠাতেন। কিরাআত পড়ার পর রুকুতে যাওয়ার সময় এবং রুকু হতে উঠার সময়ও তিনি অনুরূপ করতেন (কাঁধ পর্যন্ত হাত উঠাতেন)। বসা অবস্থায় তিনি হাত উঠাতেন না। তিনি দুটি সিজদা করার পর (দুই রাকাত শেষ করার পর) উঠার সময় অনুরূপভাবে হাত উঠাতেন এবং তাকবীর বলে পূর্ববর্তী হাদীছে উল্লেখিত দোয়া পাঠ করতেন। এই হাদীছের মধ্যে দোয়ায় কিছুটা কম–বেশী আছে এবং "ওয়াল–খায়রু কুল্লুহু ফী ইয়াদাইকা ওয়াশ–শাররু লায়সা ইলাইকা"– বাক্যটির উল্লেখ নাই।

১। সাধারণতঃ নবী করীম (স) এইরূপ দুআ একাকী নফল নামাযে পড়তেন। –(অনুবাদক)

রাবী আবদুর রহমান এই হাদীছে আরও উল্লেখ করেছেন যে, নামায শেষে রাসূলুল্লাহ্ (স) বললেনঃ "আল্লাহুম্মাগফিরলী মা কাদ্দামতু ওয়া আখ্খারতু ওয়া আসরারতু ওয়া আলানতু আনতা ইলাহী লা ইলাহা ইল্লা আনতা।"

٧٦٢- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ نَا شُرَيْحُ بْنُ يَزِيْدَ حَدَّثَنِىْ شُعَيْبُ بْنُ اَبِىْ حَمْزَةَ قَالَ قَالَ لِىْ اِبْنُ الْمُنْكَدِرِ وَابْنُ اَبِىْ فَرْوَةَ وَغَيْرُهُمَا مِنْ فُقَهَاءِ اَهْلِ الْمَدِيْنَةِ فَاِذَا قُلْتَ اَنْتَ ذَاكَ فَقُلْ وَاَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ يَعْنِىْ وَقَوْلُهُ اَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ ـ

৭৬২। আমর ইব্ন উছমান--- শোআইব ইব্ন আবু হামযা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইব্নুল মুনকাদির, ইব্ন আবু ফারওয়া এবং মদীনার অপরাপর ফকীহ্গণ আমাকে বলেছেন যে, উপরোক্ত দুআটি পাঠের সময় তুমি "ওয়া আনা আওয়ালুল-মুসলিমীন"-এর স্থলে "ওয়া আনা মিনাল-মুসলিমীন" বলবে।

٧٦٣- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ نَا حَمَّادٌ عَنْ قَتَادَةَ وَثَابِتٍ وَحُمَيْدٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَجُلًا جَاءَ اِلَى الصَّلٰوةِ وَقَدْ حَفَزَهُ النَّفَسُ فَقَالَ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيْهِ فَلَمَّا قَضٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاتَهُ قَالَ اَيُّكُمُ الْمُتَكَلِّمُ بِالْكَلِمَاتِ فَاِنَّهُ لَمْ يَقُلْ بَاْسًا فَقَالَ الرَّجُلُ اَنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جِئْتُ وَقَدْ حَفَزَنِى النَّفَسُ فَقُلْتُهَا فَقَالَ لَقَدْ رَاَيْتُ اثْنَا عَشَرَ مَلَكًا يَبْتَدِرُوْنَهَا اَيُّهُمْ يَرْفَعُهَا وَزَادَ حُمَيْدٌ فِيْهِ جَاءَ اَحَدُكُمْ فَلْيَمْشِ نَحْوَ مَا كَانَ يَمْشِىْ فَلْيُصَلِّ مَا اَدْرَكَ وَلْيَقْضِ مَا سَبَقَهُ ـ

৭৬৩। মূসা ইব্ন ইসমাঈল--- আনাস ইব্ন মালিক (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি দ্রুত গতিতে মসজিদে আগমনের ফলে খুবই ক্লান্ত হয়ে পড়ে। সে বলল, "আল্লাহু আকবার আলহাম্‌দু লিল্লাহি হামদান কাছীরান তাইয়েবান মুবারাকান ফীহ্।" নামায শেষে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞেস করেনঃ তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি এই দুআ পাঠ করেছে? ঐ ব্যক্তি খারাপ কিছু বলে নাই। তখন ঐ ব্যক্তি বলে, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! মসজিদে আগমনের পর ক্লান্ত হয়ে আমি এই দুআ পাঠ করি। রাসূলুল্লাহ্ (স) বলেনঃ আমি দেখতে পাই যে, বারজন ফেরেশতা প্রতিযোগিতামূলকভাবে উক্ত দুআ সর্বাগ্রে আল্লাহ্ তাআলার দরবারে নেওয়ার জন্য ব্যতিব্যস্ত হয়েছে।

রাবী হুমায়েদের বর্ণনায় আরও আছে যে, মসজিদে জামাআতে নামায আদায়ের সময় প্রত্যেক মুসল্লীর জন্য স্বাভাবিক পদক্ষেপে আগমন করা উচিত। অতপর সে ব্যক্তি ইমামের সাথে নামাযের যে অংশ প্রাপ্ত হয় তা আদায়ের পর যদি নামাযের কিছু অংশ ছুটে গিয়ে থাকে– তা ইমামের সালাম ফিরানোর পর একাকী আদায় করবে– (মুসলিম, নাসাঈ)।

٧٦٤– حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوْقٍ اَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَاصِمِ الْعَنْزِيِّ عَنِ ابْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ رَاٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيْ صَلٰوةً قَالَ عَمْرٌو لَّا اَدْرِى اَىَّ صَلٰوةٍ هِىَ فَقَالَ اللّٰهُ اَكْبَرُ كَبِيْرًا اللّٰهُ اَكْبَرُ كَبِيْرًا اللّٰهُ اَكْبَرُ كَبِيْرًا وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيْرًا اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيْرًا وَسُبْحَانَ اللّٰهِ بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا ثَلَاثًا اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ مِنْ نَفْخِهِ وَنَفْثِهِ وَهَمْزِهِ قَالَ نَفْثُهُ الشِّعْرُ وَنَفْخُهُ الْكِبْرُ وَهَمْزُهُ الْمُوْتَةُ ـ

৭৬৪। আমর ইব্‌ন মারযুক— ইব্‌ন জুবায়ের ইব্‌ন মুত্‌ইম থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, তিনি রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে নামায আদায় করতে দেখেন। রাবী আমর বলেন, এটা ফরয অথবা নফল নামায ছিল কি না তা আমি জানি না।
এ সময় তিনি (স) বলেনঃ আল্লাহু আকবার কাবীরান, আল্লাহু আকবার কাবীরান, আল্লাহু আকবার কাবীরান, আলহামদু লিল্লাহি কাছীরান, আলহামদু লিল্লাহি কাছীরান ওয়া সুবহানাল্লাহে বুকরাতাও ওয়া আসীলা (তিনবার বলেন), আউযু বিল্লাহে মিনাশ–শায়তানির রাজীমে মিন নাফাখিহি ওয়া নাফাসিহি ওয়া হামাযিহি (অর্থাৎ শয়তানের অহংকার, কবিতা ও কুমন্ত্রণা)।

٧٦٥– حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَحْيٰى عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ فِى التَّطَوُّعِ ذَكَرَ نَحْوَهُ ـ

৭৬৫। মুসাদ্দাদ— নাফে ইব্‌ন জুবায়ের থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে নফল নামায আদায়কালে বলতে শুনেছি— পূর্বোক্ত হাদীছের অনুরূপ– (ইব্‌ন মাজা)।

٧٦٦– حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ نَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ اَخْبَرَنِىْ مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ

اَخْبَرَنِىْ اَزْهَرُ بْنُ سَعِيْدِ الْحَرَازِىُّ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ بِاَىِّ شَىْءٍ كَانَ يَفْتَتِحُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِيَامَ اللَّيْلِ فَقَالَتْ لَقَدْ سَأَلْتَنِىْ عَنْ شَىْءٍ مَّا سَأَلَنِىْ عَنْهُ اَحَدٌ قَبْلَكَ كَانَ اِذَا قَامَ كَبَّرَ عَشْرًا وَحَمِدَ اللّٰهَ عَشْرًا وَسَبَّحَ عَشْرًا وَهَلَّلَ عَشْرًا وَاسْتَغْفَرَ عَشْرًا وَقَالَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ وَاهْدِنِىْ وَارْزُقْنِىْ وَعَافِنِىْ وَيَتَعَوَّذُ مِنْ ضِيْقِ الْمَقَامِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ - قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ خَالِدُ بْنُ مَعْدَانَ عَنْ رَبِيْعَةَ الْجَرْشِىِّ عَنْ عَائِشَةَ نَحْوَهُ -

৭৬৬। মুহাম্মাদ ইব্‌ন রাফে---- আ:সিম ইব্‌ন হুমাইদ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা)–কে জিজ্ঞেস করি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম রাতের নামায কিরূপে আরম্ভ করতেন? তিনি বলেন, তুমি আমাকে এমন একটি প্রশ্ন করেছ যা ইতিপূর্বে আমাকে আর কেউ করেনি। অতঃপর তিনি বলেন, তিনি নামাযে দন্ডায়মান হয়ে সর্বপ্রথম আল্লাহু আকবার দশবার, আলহামদু লিল্লাহি দশবার, সুব্‌হানাল্লাহ দশবার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু দশবার, আস্তাগফিরুল্লাহ দশবার পাঠ করতেন। অতঃপর এই দুআটি পাঠ করতেনঃ
“আল্লাহুম্মাগফির লী ওয়াহ্‌দিনী ওয়ারযুকনী, ওয়া 'আফিনী” এবং কিয়ামতের দিনের সংকীর্ণ স্থান হতে আল্লাহ্‌র নিকট নাজাত কামনা করতেন– (নাসাঈ, ইব্‌ন মাজা)।

ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেন, রাবী খালিদ রবীআ হতে, তিনি আয়েশা (রা) হতেও অনুরূপ বর্ণনাকরেছেন।

٧٦٧- حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنّٰى نَا عُمَرُ بْنُ يُوْنُسَ نَا عِكْرِمَةُ حَدَّثَنِىْ يَحْيَى بْنُ اَبِىْ كَثِيْرٍ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ بِاَىِّ شَىْءٍ كَانَ نَبِىُّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْتَتِحُ صَلٰوتَهُ اِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ قَالَتْ كَانَ اِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ كَانَ يَفْتَتِحُ صَلَاتَهُ اَللّٰهُمَّ رَبَّ جِبْرِيْلَ وَمِيْكَائِيْلَ وَاِسْرَافِيْلَ فَاطِرَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ اَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ اِهْدِنِىْ لِمَا اخْتُلِفَ فِيْهِ مِنَ الْحَقِّ بِاِذْنِكَ اِنَّكَ اَنْتَ تَهْدِىْ مَنْ تَشَاءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ -

৭৬৭। ইবনুল মুছান্না— আবদুর রহমান ইব্‌ন আওফ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা)–কে জিজ্ঞেস করি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম রাতে নামায আদায় করাকালে কোন দু'আটি পড়তেন? তিনি বলেন, যখন তিনি রাতে তাহাজ্জুদ নামায আদায়ের জন্য উঠতেন, তখন এই দু'আ পাঠ করতেনঃ

"আল্লাহুম্মা রব্বা জিবৃরীল ওয়া মীকাঈল ওয়া ইস্‌রাফীল ফাতিরাস্ সামাওয়াতি ওয়াল আরদা, আলিমুল গায়বি ওয়াশ শাহাদাতে, আন্‌তা তাহ্‌কুমু বাইনা ইবাদিকা ফীমা কানূ ফীহে ইয়াখ্‌তালিফুন। ইহ্‌দিনী লিমাখ্‌তুলিফা ফীহে মিনাল হাক্কি বি–ইয্‌নিকা, ইন্নাকা আন্‌তা তাহ্‌দী মান তাশাউ ইলা সিরাতিম্ মুস্‌তাকীম– (মুসলিম, তিরমিযী, ইব্‌ন মাজা, নাসাঈ)।

٧٦٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ نَا اَبُوْ نُوْحٍ قُرَادٌ نَا عِكْرِمَةُ بِإِسْنَادِهِ بِلَا اِخْبَارٍ وَّمَعْنَاهُ قَالَ كَانَ اِذَا قَامَ كَبَّرَ وَيَقُوْلُ -

৭৬৮। মুহাম্মাদ ইব্‌ন রাফে— ইকরামা উপরোক্তভাবে ভিন্ন শব্দে ও অর্থে এই হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, নবী করীম (স) যখন নামাযে দাঁড়াতেন, তখন আল্লাহু আকবার উচ্চারণ করতেন এবং বলতেন—।

٧٦٩- حَدَّثَنَا اَلْقَعْنَبِيُّ قَالَ قَالَ مَالِكٌ لَّا بَأْسَ بِالدُّعَاءِ فِى الصَّلٰوةِ فِىْ اَوَّلِه وَاَوْسَطِهِ وَفِىْ اٰخِرِهِ فِى الْفَرِيْضَةِ وَغَيْرِهَا -

৭৬৯। আল–কানাবী— মালেক থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ফরয অথবা নফল নামাযের প্রথমে, মাঝে বা শেষে যে কোন সময়ে দু'আ পাঠ করা যায়।

٧٧٠- حَدَّثَنَا اَلْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْمُجْمِرِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَحْيَى الزُّرَقِيِّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ الزُّرَقِيِّ قَالَ كُنَّا يَوْمًا نُصَلِّىْ وَرَاءَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا رَفَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ قَالَ رَجُلٌ وَّرَاءَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُّبَارَكًا فِيْهِ - فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنِ الْمُتَكَلِّمُ بِهَا اٰنِفًا فَقَالَ الرَّجُلُ اَنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ رَأَيْتُ بِضْعَةً وَّثَلَاثِيْنَ مَلَكًا يَبْتَدِرُوْنَهَا اَيُّهُمْ يَكْتُبُهَا اَوَّلُ -

৭৭০। আল-কানাবী--- রিফাআ ইব্‌ন রাফে আয-যুরাকী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের পিছনে নামায আদায় করি। তিনি যখন রুকু হতে মাথা উঠিয়ে সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ্ বলেন, তখন এক ব্যক্তি বলে উঠেন- "আল্লাহুম্মা রব্বানা ওয়া লাকাল হাম্‌দ, হামদান কাছীরান তাই্যেবান মুবারাকান ফীহ্।"

নামাযান্তে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেনঃ এই দু'আ পাঠকারী কে? ঐ ব্যক্তি বলেন- ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেনঃ আমি তিরিশেরও অধিক ফেরেশ্‌তাকে তা সর্বাগ্রে লিপিবদ্ধ করার জন্য প্রতিযোগিতা করতে দেখেছি- (বুখারী,নাসাঈ)।

٧٧١- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ طَاؤُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اِذَا قَامَ اِلَى الصَّلٰوةِ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ نُوْرُ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ وَلَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ قَيَّامُ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ وَلَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ رَبُّ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ اَنْتَ الْحَقُّ وَقَوْلُكَ الْحَقُّ وَوَعْدُكَ الْحَقُّ وَلِقَائُكَ حَقٌّ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ حَقٌّ اَللّٰهُمَّ لَكَ اَسْلَمْتُ وَبِكَ اٰمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَاِلَيْكَ اَنَبْتُ وَبِكَ خَاصَمْتُ وَاِلَيْكَ حَاكَمْتُ فَاغْفِرْلِىْ مَا قَدَّمْتُ وَاَخَّرْتُ وَاَسْرَرْتُ وَاَعْلَنْتُ اَنْتَ اِلٰهِىْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ -

৭৭১। আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসলামা--- ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম মধ্য রাতে যখন তাহাজ্জুদের নামাযে দন্ডায়মান হতেন, তখন বলতেনঃ

"আল্লাহুম্মা লাকাল-হামদু আনতা নূরুস-সামাওয়াতি ওয়াল-আরদি, ওয়া লাকাল-হামদু, আনতা কাইয়্যামুস-সামাওয়াতি ওয়াল-আরদি, ওয়া লাকাল-হামদু আনতা রব্বুস-সামাওয়াতি ওয়াল-আরদি, ওয়া মান ফীহিন্না, আনতাল হাক্কু, ওয়া কাওলুকাল-হাক্কু, ওয়া ওয়াদুকাল-হাক্কু, ওয়া লিকাউকা হাক্কুন, ওয়াল জান্নাতু হাক্কুন, ওয়ান-নারু হাক্কুন, ওয়াস্-সা'আতু হাক্কুন। আল্লাহুম্মা লাকা আসলামতু ওয়া বিকা আমানতু ওয়া আলাইকা তাওয়াক্‌কালতু ওয়া ইলাইকা আনাবতু ওয়া বিকা খাসামতু, ওয়া ইলাইকা হাকামতু ফাগফির লী মা কাদ্দামতু ওয়া আখখারতু ওয়া আসরারতু ওয়া আ'লানতু, আনতা ইলাহী, লা ইলাহা ইল্লা আনতা- (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, ইব্‌ন মাজা, নাসাঈ)।

٧٧٢- حَدَّثَنَا اَبُوْ كَامِلٍ نَا خَالِدٌ يَّعْنِىْ ابْنَ الْحَارِثِ نَا عِمْرَانُ بْنُ مُسْلِمٍ اَنَّ قَيْسَ بْنَ سَعْدٍ حَدَّثَهُ قَالَ نَا طَاوُسٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِى التَّهَجُّدِ يَقُوْلُ بَعْدَ مَا يَقُوْلُ اللّٰهُ اَكْبَرُ ثُمَّ ذَكَرَ مَعْنَاهُ -

৭৭২। আবু কামিল— ইব্ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম রাতে তাহাজ্জুদের নামায আদায়ের সময় আল্লাহু আকবার বলার পর বলতেন— পূর্ববর্তী হাদীছের অনুরূপ।

٧٧٣- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَّسَعِيْدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ نَحْوَهُ قَالَ قُتَيْبَةُ نَا رِفَاعَةُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ عَنْ عَمِّ اَبِيْهِ مُعَاذِ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَطَسَ رِفَاعَةُ لَمْ يَقُلْ قُتَيْبَةُ رِفَاعَةُ فَقُلْتُ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُّبَارَكًا فِيْهِ مُبَارَكًا عَلَيْهِ كَمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَيَرْضٰى فَلَمَّا صَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْصَرَفَ فَقَالَ مَنِ الْمُتَكَلِّمُ فِى الصَّلٰوةِ ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيْثِ مَالِكٍ وَّاَتَمَّ مِنْهُ -

৭৭৩। কুতায়বা ইব্ন সাঈদ— মুআয ইব্ন রিফাআ ইব্ন রাফে থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের পশ্চাতে নামায আদায় করি। এমন সময় রিফাআ হাঁচি দিয়ে বলেন, আলহাম্দু লিল্লাহি হামদান কাছীরান তাইয়েবান মুবারাকান ফীহি মুবারাকান্ আলাইহি কামা ইয়ুহিববু রব্বুনা ওয়া ইয়ারদা। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম নামাযান্তে বলেনঃ নামাযের মধ্যে এইরূপ উক্তি কে করেছে? হাদীছের অবশিষ্ট বর্ণনা রাবী মালিক বর্ণিত পূর্ববর্তী হাদীছের অনুরূপ– (তিরমিযী, নাসাঈ)।

٧٧٤- حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيْمِ نَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ اَنَا شَرِيْكٌ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيْعَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ عَطَسَ شَابٌّ مِّنَ الْاَنْصَارِ خَلْفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِى الصَّلٰوةِ فَقَالَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيْهِ حَتّٰى يَرْضٰى رَبُّنَا وَبَعْدَ مَا يَرْضٰى مِنْ اَمْرِ

الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنِ الْقَائِلُ الْكَلِمَةَ قَالَ فَسَكَتَ الشَّابُّ ثُمَّ قَالَ مَنِ الْقَائِلُ الْكَلِمَةَ فَانَّهُ لَمْ يَقُلْ بَأْسًا فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَنَا قُلْتُهَا لَمْ اُرِدْ بِهِ اِلَّا خَيْرًا قَالَ مَا تَنَاهَتْ دُوْنَ عَرْشِ الرَّحْمَانِ جَلَّ ذِكْرُهُ ـ

৭৭৪। আল-আব্বাস ইব্‌ন আবদুল আযীম--- আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমের থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আনসার গোত্রের কোন এক যুবক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের পিছনে নামায আদায় করার সময় হাঁচি দেয় এবং বলে, "আলহামদু লিল্লাহে হাম্‌দান কাছীরান তাইয়েবান মুবারাকান ফীহি হাত্তা ইয়ারদা রব্বুনা ওয়া বা'দু মা ইয়ারদা মিন আমরিদ্‌-দুন্‌য়াওয়াল-আখিরাহ।"
নামায শেষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেনঃ এই উক্তি কে করেছে? তখন যুবকটি নীরব থাকে। নবী করীম (স) পুনরায় বলেনঃ এই কথাগুলি কে বলেছে? সে তো কোন খারাপ উক্তি করেনি। তখন যুবকটি বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি এইরূপ বলেছি এবং আমি কল্যাণ লাভের উদ্দেশ্যেই এরূপ বলেছি। তিনি বলেনঃ এ কথা কোথাও অপেক্ষা করেনি, বরং মহামহিম দয়াময় আল্লাহ্‌র আরশে পৌঁছে গেছে।

١٢٨. بَابُ مَنْ رَأَى الْاِسْتِفْتَاحَ بِسُبْحَانَكَ

১২৮. অনুচ্ছেদঃ যারা বলেন, সুব্‌হানাকা আল্লাহুম্মা বলে নামায শুরু করবে

٧٧٥- حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ مُطَهَّرٍ نَا جَعْفَرٌ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَلِيِّ الرِّفَاعِيِّ عَنْ اَبِي الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِيِّ عَنْ اَبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ كَبَّرَ ثُمَّ يَقُوْلُ سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى جَدُّكَ وَلَا اِلٰهَ غَيْرُكَ ثُمَّ يَقُوْلُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ ثَلَاثًا ثُمَّ يَقُوْلُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ كَبِيْرًا ثَلَاثًا اَعُوْذُ بِاللّٰهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْثِهِ ثُمَّ يَقْرَأُ ـ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَهٰذَا الْحَدِيْثُ يَقُوْلُوْنَ هُوَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ الْحَسَنِ مُرْسَلًا اَلْوَهْمُ مِنْ جَعْفَرٍ ـ

৭৭৫। আবদুস সালাম ইব্‌ন মুতাহ্‌হার--- আবু সাঈদ আল–খুদ্‌রী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম যখন রাত্রিকালে নামায আদায় করার জন্য দন্ডায়মান হতেন, তখন তাকবীর তাহরীমা বলার পর এই দু'আ পাঠ করতেনঃ

"সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা ওয়া তাবারাকাসমুকা ওয়া তাআলা জাদ্দুকা ওয়া লা ইলাহা গায়রুকা।"

অতঃপর তিনি তিনবার "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্" বলতেন এবং "আল্লাহু আকবার কাবীরান" তিনবার বলার পর "আউযু বিল্লাহিস সামীইল–আলীমি মিনাশ–শাইতানির রাজীম মিন হামযিহি ওয়া নাফ্‌খিহি ওয়া নাফছিহি" বলতেন, অতঃপর কিরাআত পাঠ করতেন– (নাসাঈ, ইব্‌ন মাজা, তিরমিযী)।

ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেন, এই হাদীছ হাসান হতে মুরসালরূপে বর্ণিত হয়েছে।

٧٧٦- حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عِيْسٰى نَا طَلْقُ بْنُ غَنَّامٍ نَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ الْمُلَائِيُّ عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ اَبِى الْجَوْزَاءِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اسْتَفْتَحَ الصَّلٰوةَ قَالَ سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى جَدُّكَ وَلَا اِلٰهَ غَيْرُكَ ـ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ هٰذَا الْحَدِيْثُ لَيْسَ بِالْمَشْهُوْرِ عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ حَرْبٍ لَمْ يَرْوِهِ اِلَّا طَلْقُ بْنُ غَنَّامٍ وَقَدْ رَوٰى قِصَّةَ الصَّلٰوةِ عَنْ بُدَيْلٍ جَمَاعَةٌ لَمْ يَذْكُرُوْا فِيْهِ شَيْئًا مِنْ هٰذَا ـ

৭৭৬। হুসায়েন ইব্‌ন ঈসা--- আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম যখন নামায আরম্ভ করতেন তখন এই দু'আ পাঠ করতেনঃ

"সুব্‌হানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা ওয়া তাবারাকাসমুকা ওয়া তাআলা জাদ্দুকা ওয়া লা ইলাহা গায়রুকা"– (তিরমিযী, ইব্‌ন মাজা)।

ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেন, হাদীছটি আবদুস সালামের বর্ণনা হতে প্রসিদ্ধি লাভ করেনি, বরং হাদীছবেত্তাদের মতে তাল্‌ক ইব্‌ন গান্নাম এই হাদীছের বর্ণনাকারী। অবশ্য রাবী বুদায়েল হতে নামাযের ঘটনা বর্ণিত আছে, কিন্তু সেখানে উপরোক্ত দু'আর কিছু উল্লেখ নাই।

١٢٩. بَابُ السَّكْتَةِ عِنْدَ الْاِفْتِتَاحِ

১২৯. অনুচ্ছেদঃ নামাযের প্রারম্ভে চুপ থাকার বর্ণনা

٧٧٧- حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ نَا اِسْمَاعِيْلُ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ قَالَ سَمُرَةُ حَفِظْتُ سَكْتَتَيْنِ فِى الصَّلٰوةِ سَكْتَةً اِذَا كَبَّرَ الْاِمَامُ حَتّٰى يَقْرَأَ وَسَكْتَةً اِذَا فَرَغَ مِنْ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُوْرَةٍ عِنْدَ الرُّكُوْعِ - قَالَ فَاَنْكَرَ ذَاكَ عَلَيْهِ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ قَالَ فَكَتَبُوْا فِىْ ذَالِكَ اِلَى الْمَدِيْنَةِ اِلٰى اُبَىٍّ فَصَدَّقَ سَمُرَةَ - قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ كَذَا قَالَ حُمَيْدٌ فِىْ هٰذَا الْحَدِيْثِ وَسَكْتَةً اِذَا فَرَغَ مِنَ الْقِرَاءَةِ -

৭৭৭। ইয়াকুব ইব্‌ন ইবরাহীম---- আল-হাসান হতে বর্ণিত।[১] তিনি বলেন, সামুরা (রা) বলেন, নামাযের মধ্যে যে দুই স্থানে চুপ থাকতে হয়-তা আমি স্মরণ রেখেছি। প্রথমত ইমাম যখন তাকবীরে তাহ্‌রীমা বলে তখন হতে কিরাআত শুরু করা পর্যন্ত এবং দ্বিতীয়ত ইমাম সূরা ফাতিহা ও কিরাআত পাঠের পর রুকুতে যাওয়ার পূর্বে। ইমরান ইব্‌ন হুসায়েন (রা) এ কথা মেনে নিতে অস্বীকার করলে তাঁরা মদীনায় হযরত উবাই ইব্‌ন কাব (রা)-র নিকট এ সম্পর্কে জানার জন্য পত্র লেখেন। তিনি সামুরা (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীছটি সমর্থন করেন- (ইব্‌ন মাজা)। ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেন, রাবী হুমায়েদ অনুরূপভাবে এই হাদীছ বর্ণনা করেছেন। ঐ হাদীছেও কিরাআত সমাপ্তির পর ক্ষণিক চুপ থাকা সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে।

٧٧٨- حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ نَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ اَشْعَثَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ كَانَ يَسْكُتُ سَكْتَتَيْنِ اِذَا اسْتَفْتَحَ وَاِذَا فَرَغَ مِنَ الْقِرَائَةِ كُلِّهَا فَذَكَرَ بِمَعْنٰى يُوْنُسَ -

৭৭৮। আবু বাক্‌র ইব্‌ন খাল্লাদ---- সামুরা ইব্‌ন জুনদুব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম নামায পাঠকালে দুটি স্থানে ক্ষণিক চুপ থাকতেন। যখন তিনি তাকবীরে তাহ্‌রীমা বলতেন এবং যখন তিনি কিরাআত সমাপ্ত করতেন ---অতঃপর রাবী ইউনুস হতে বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ বর্ণিত আছে।

٧٧٩- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَزِيْدُ نَا سَعِيْدٌ نَا قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ اَنَّ سَمُرَةَ بْنَ جُنْدُبٍ وَعِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ تَذَاكَرَ فَحَدَّثَ سَمُرَةُ بْنُ جُنْدُبٍ اَنَّهُ حَفِظَ عَنْ رَسُوْلِ

১. আল-হাসান আল-বসরী (রহ) সামুরা (রা)-র নিকট কিছু শোনার সুযোগ পেয়েছেন কি না তাতে হাদীছ বিশারদদের মধ্যে মতবিরোধ আছে।

اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَكْتَتَيْنِ سَكْتَةً اِذَا كَبَّرَ وَسَكْتَةً اِذَا فَرَغَ مِنْ قِرَائَةِ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ فَحَفِظَ ذَالِكَ سَمُرَةُ وَاَنْكَرَ عَلَيْهِ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ فَكَتَبَا فِىْ ذَالِكَ اِلٰى اُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ فَكَانَ فِىْ كِتَابِهِ اِلَيْهِمَا اَوْ فِىْ رَدِّهِ عَلَيْهِمَا اَنَّ سَمُرَةَ قَدْ حَفِظَ ـ

৭৭৯। মুসাদ্দাদ---- আল-হাসান (রহ) হতে বর্ণিত। সামুরা ইবৃন জুনদুব ও ইমরান ইবৃন হুসায়েন (রা) পরস্পর আলোচনা প্রসঙ্গে সামুরা (রা) বর্ণনা করেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হতে নামাযের মধ্যে যে দুই স্থানে নিশ্চুপ থাকতে হয় তা শিখেছেন- তার প্রথমটি হল তাকবীরে তাহ্‌রীমা বলার পর এবং দ্বিতীয় স্থানটি হল "গায়রিল মাগ্‌দুবি আলাইহিম ওয়ালাদ্দাল্লীন" পাঠের পর। যদিও সামুরা ইবৃন জুনদুব (রা) একথা স্মরণ রাখেন কিন্তু 'ইমরান ইবৃন হুসায়েন (রা) তা অস্বীকার করায় তাঁরা উভয়ে যৌথভাবে এ সম্পর্কে উবাই ইবৃন কাব (রা)-এর নিকট পত্র লেখেন। তিনি তাঁদের পত্রের জবাবে জানান যে, সামুরা (রা) (এ হাদীছ) সঠিকভাবে স্মরণ রাখতে সক্ষম হয়েছেন।

٧٨٠- حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنّٰى نَا عَبْدُ الْاَعْلٰى نَا سَعِيْدٌ بِهٰذَا قَالَ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ قَالَ سَكْتَتَانِ حَفِظْتُهُمَا عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِيْهِ قَالَ سَعِيْدٌ قُلْنَا لِقَتَادَةَ مَا هَاتَانِ السَّكْتَتَانِ قَالَ اِذَا دَخَلَ فِىْ صَلَاتِهِ وَاِذَا فَرَغَ مِنَ الْقِرَائَةِ ثُمَّ قَالَ بَعْدُ وَاِذَا قَالَ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ ـ

৭৮০। ইবনুল মুছান্না---- সামুরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন; নামাযের মধ্যে যে দুই স্থানে চুপ থাকতে হয়, এতদ্‌সম্পর্কীয় জ্ঞান আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নিকট হতে আহরণ করেছি। অতঃপর রাবী সাঈদ বলেন, আমরা এ বিষয়ে কাতাদা (রহ)-কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, যখন কেউ নামায আরম্ভ করবে এবং কিরাআত শেষ করবে তখন নিশ্চুপ থাকবে। পুনরায় তিনি বলেন, (কিরাআত শেষের অর্থ হল) যখন কেউ গাইরিল মাগদূবি আলাইহিম ওয়ালাদ্দাল্লীন বলবে- (ইবৃন মাজা, তিরমিযী)।

٧٨١- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ اَبِىْ شُعَيْبٍ نَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ عُمَارَةَ ح وَثَنَا اَبُوْ كَامِلٍ نَا عَبْدُ الْوَاحِدِ عَنْ عُمَارَةَ الْمَعْنٰى عَنْ اَبِىْ زُرْعَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ

رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا كَبَّرَ فِى الصَّلٰوةِ سَكَتَ بَيْنَ التَّكْبِيْرِ وَالْقِرَائَةِ فَقُلْتُ لَهُ بِاَبِىْ اَنْتَ وَاُمِّىْ اَرَأَيْتَ سُكُوْتَكَ بَيْنَ التَّكْبِيْرِ وَالْقِرَائَةِ اَخْبِرْنِىْ مَا تَقُوْلُ قَالَ اَللّٰهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِىْ وَبَيْنَ خَطَايَاىَ كَمَا بَاعَدْتَّ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اَللّٰهُمَّ نَقِّنِىْ مِنْ خَطَايَاىَ كَالثَّوْبِ الْاَبْيَضِ مِنَ الدَّنَسِ اَللّٰهُمَّ اغْسِلْنِىْ بِالثَّلْجِ وَالْمَاءِ وَالْبَرَدِ -

৭৮১। আহ্‌মাদ ইব্‌ন আবু শুআয়ব---- আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাক্‌বীরে তাহ্‌রীমা ও কিরাআত পাঠের মধ্যবর্তী সময়ে কিছুক্ষণ চুপ থাকতেন। তিনি বলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমার মাতাপিতা আপনার জন্য উৎসর্গিত হোক, আপনি তাকবীরে তাহ্‌রীমা ও কিরাআত পাঠের পূর্বে কেন চুপ থাকেন–তা আমাকে অবহিত করুন। তিনি বলেন, (তখন আমি) চুপে চুপে এই দু'আ পাঠ করিঃ

"আল্লাহুম্মা বা'য়েদ বায়নী ওয়া বায়না খাতায়ায়া কামা বায়েদতা বায়নাল–মাশরিকে ওয়াল–মাগরিবে। আল্লাহুম্মা আন্‌কেনী মিন খাতায়ায়া কাছ্‌–ছাওবিল আব্‌য়াদি মিনাদ–দানাসে আল্লাহুম্মা–আগসিলনী বিছ্‌–ছাল্‌জে ওয়াল–মায়ে ওয়াল–বারাদি"– (বুখারী, মুসলিম, ইব্‌ন মাজা,নাসাঈ)।

١٣٠. بَابُ مَنْ لَّمْ يَرَالْجَهْرَ بِبِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১৩০. অনুচ্ছেদঃ উচ্চস্বরে বিস্‌মিল্লাহ না বলার বিবরণ

٧٨٢– حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ نَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ كَانُوْا يَفْتَتِحُوْنَ الْقِرَاءَةَ بِالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ -

৭৮২। মুসলিম ইব্‌ন ইবরাহীম---- আনাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম, আবু বাক্‌র (রা), উমার (রা) ও উছমান (রা) "আলহামদু লিল্লাহে রব্বিল আলামীন" হতে কিরাআত পাঠ শুরু করতেন[১]– (বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, তিরমিযী, ইব্‌ন মাজা)।

১। যাঁরা বিসমিল্লাহ চুপে চুপে পাঠ করার পক্ষপাতী তাঁরা এ হাদীছ নিজেদের মতের সমর্থনে পেশ করেন। আনাস (রা) কর্তৃক বর্ণিত অপর হাদীছে আছে– তিনি বলেনঃ আমি মহানবী (স)–এর পেছনে এবং আবু বাক্‌র, উমার ও উছমান (রা)–এর পেছনে নামায পড়েছি। আমি তাদের কাউকে "বিস্‌মিল্লাহির রহমানির রাহীম" উচ্চস্বরে পড়তে শুনিনি।

٧٨٣- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِى الْجَوْزَاءِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْتَتِحُ الصَّلٰوةَ بِالتَّكْبِيْرِ وَ الْقِرَاءَةِ بِالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَكَانَ اِذَا رَكَعَ لَمْ يُشَخِّصْ رَأْسَهُ وَلَمْ يُصَوِّبْهُ وَلٰكِنْ بَيْنَ ذٰلِكَ وَكَانَ اِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ لَمْ يَسْجُدْ حَتّٰى يَسْتَوِىَ قَائِمًا وَكَانَ اِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُوْدِ لَمْ يَسْجُدْ حَتّٰى يَسْتَوِىَ قَاعِدًا وَكَانَ يَقُوْلُ فِىْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ اَلتَّحِيَّاتُ وَكَانَ اِذَا جَلَسَ يَفْرُشُ رِجْلَهُ الْيُسْرٰى وَيَنْصِبُ رِجْلَهُ الْيُمْنٰى وَكَانَ يَنْهٰى عَنْ عَقِبِ الشَّيْطَانِ وَعَنْ فَرْشَةِ السَّبُعِ وَكَانَ يَخْتِمُ الصَّلٰوةَ بِالتَّسْلِيْمِ -

৭৮৩। মুসাদ্দাদ---- আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাকবীরে তাহ্‌রীমা বলে নামায আরম্ভ করতেন এবং আলহামদু লিল্লাহে রব্বিল আলামীন বলে কিরাআত শুরু করতেন। তিনি রুকুর সময় স্বীয় মাথা উঁচু করেও রাখতেন না এবং নীচু করেও রাখতেন না, বরং পিঠের সমান্তরাল করে রাখতেন। অতঃপর তিনি রুকু হতে সোজা হয়ে দাঁড়ানোর আগে সিজ্‌দায় যেতেন না এবং এক সিজ্‌দা করার পর সোজা হয়ে বসার পূর্বে দ্বিতীয় সিজ্‌দা করতেন না। তিনি প্রত্যেক দুই রাকাত নামায আদায়ের পর 'তাশাহ্‌হুদ' পাঠ করতেন। অতঃপর তিনি যখন বসতেন, তখন বাম পা বিছিয়ে দিতেন এবং ডান পা খাড়া করে রাখতেন। তিনি শয়তানের মত উপবেশন করা তথা উভয় গোঁড়ালীর উপর পাছা রেখে বসতে নিষেধ করতেন এবং চতুষ্পদ জন্তুর ন্যায় (অর্থাৎ দুই হাত মাটির সাথে বিছিয়ে দিয়ে) সিজ্‌দা করতে নিষেধ করতেন। অতঃপর তিনি আস-সালামু আলাইকুম বলে নামায শেষ করতেন- (মুসলিম, ইব্‌ন মাজা)।

٧٨٤- حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِىِّ ثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلٍ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اُنْزِلَتْ عَلَىَّ اٰنِفًا سُوْرَةٌ فَقَرَأَ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ اِنَّا اَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ .... حَتّٰى خَتَمَهَا قَالَ هَلْ تَدْرُوْنَ مَا الْكَوْثَرُ قَالُوْا اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ قَالَ فَاِنَّهُ نَهْرٌ وَّعَدَنِيْهِ رَبِّىْ عَزَّ وَجَلَّ فِى الْجَنَّةِ -

৭৮৪। হান্নাদ ইবনুস সারী--- আনাস ইব্ন মালিক (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেনঃ এখনই আমার উপর একটি সূরা নাযিল হয়েছে। অতঃপর তিনি পাঠ করেনঃ বিসমিল্লাহির রহ্‌মানির রাহীম, ইন্না আ'তায়না কাল–কাওছার--- তিনি সূরাটির শেষ পর্যন্ত তিলাওয়াত করেন। অতঃপর তিনি বলেন, তোমরা কি জান কাওছার কি? তাঁরা বলেন, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (স) এ ব্যাপারে সর্বাধিক অবগত। তিনি বলেনঃ এটি একটি নহর, যা আল্লাহ রব্বুল আলামীন জান্নাতের মধ্যে আমাকে দান করবেন বলে অংগীকার করেছেন– (মুসলিম, ইব্ন মাজা; ইবনুল আছীর বলেছেন, ইমাম বুখারী, মুসলিম ও তিরমিযী স্ব স্ব গ্রন্থে এ হাদীছ সংকলন করেছেন)।

٧٨٥– حَدَّثَنَا قَطَنُ بْنُ نُسَيْرٍ نَا جَعْفَرٌ نَا حُمَيْدٌ الْاَعْرَجُ الْمَكِّيُّ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ وَذَكَرَ الْاِفْكَ قَالَتْ جَلَسَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَشَفَ عَنْ وَّجْهِهِ وَقَالَ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ اِنَّ الَّذِيْنَ جَاؤُا بِالْاِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ الْاٰيَةَ ـ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَهٰذَا حَدِيْثٌ مُّنْكَرٌ قَدْ رَوٰى هٰذَا الْحَدِيْثَ جَمَاعَةٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ لَمْ يَذْكُرُوْا هٰذَا الْكَلَامَ عَلٰى هٰذَا الشَّرْحِ وَاَخَافُ اَنْ يَّكُوْنَ اَمْرُ الْاِسْتِعَاذَةِ مِنْ كَلَامِ حُمَيْدٍ ـ

৭৮৫। কুত্‌ন ইব্ন নুসায়র--- আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি ইফ্‌ক্ (মিথ্যা অপবাদ)–এর ঘটনা উল্লেখ পুর্বক বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বসা ছিলেন। তিনি মুখ খোলেন এবং বলেনঃ আউযু বিল্লাহে মিনাশ শাইতানির রাজীম, "ইন্নাল্লাযীনা জা'উ বিল–ইফ্‌কে উসবাতুম মিনকুম---" আয়াতের শেষ পর্যন্ত পাঠ করেন। অর্থাৎ "যারা মিথ্যা অপবাদ প্রচার করে বেড়াচ্ছে তারা তোমাদের মধ্যেরই লোক---।"

ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেন, এই হাদীছ মুনকার শ্রেণীভুক্ত। কারণ মুহাদ্দিছদের একদল এই হাদীছ ইমাম যুহ্‌রী (রহ) হতে বর্ণনা করেছেন। তাদের বর্ণনায় ঐ আয়াতের বর্ণনার সাথে আউযু বিল্লাহ্– এর উল্লেখ নাই। আমার আশংকা হচ্ছে আউযু বিল্লাহ বাক্যটি রাবী হুমায়েদ নিজস্বভাবে পাঠ করেন।

١٣١. بَابُ مَنْ جَهَرَبِهَا

১৩১. অনুচ্ছেদঃ উচ্চস্বরে বিসমিল্লাহ পাঠ করার বর্ণনা

٧٨٦– اَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ اَنَا هُشَيْمٌ عَنْ عَوْفٍ عَنْ يَّزِيْدَ الْفَارِسِيِّ قَالَ

سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ قُلْتُ لِعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ مَا حَمَلَكُمْ عَلَى اَنْ عَمَدْتُّمْ اِلَى بَرَاءَةَ وَهِىَ مِنَ الْمِئِيْنَ وَاِلَى الْاَنْفَالِ وَهِىَ مِنَ الْمَثَانِىْ فَجَعَلْتُمُوْهَا فِى السَّبْعِ الطُّوَلِ وَلَمْ تَكْتُبُوْا بَيْنَهُمَا سَطْرَ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - قَالَ عُثْمَانُ كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا تَنْزِلُ عَلَيْهِ الْاٰيَاتُ فَيَدْعُوْ بَعْضَ مَنْ كَانَ يَكْتُبُ لَهُ وَيَقُوْلُ لَهُ ضَعْ هٰذِهِ الْاٰيَةَ فِى السُّوْرَةِ الَّتِىْ يُذْكَرُ فِيْهَا كَذَا وَكَذَا وَتُنْزَلُ عَلَيْهِ الْاٰيَةُ وَالْاٰيَتَانِ فَيَقُوْلُ مِثْلَ ذٰلِكَ وَكَانَتِ الْاَنْفَالُ مِنْ اَوَّلِ مَا نَزَلَ عَلَيْهِ بِالْمَدِيْنَةِ وَكَانَتْ بَرَاءَةُ مِنْ اٰخِرِ مَا نَزَلَ مِنَ الْقُرْاٰنِ وَكَانَتْ قِصَّتُهَا شَبِيْهَةً بِقِصَّتِهَا فَظَنَنْتُ اَنَّهَا مِنْهَا فَمِنْ هُنَاكَ وَضَعْتُهُمَا فِى السَّبْعِ الطُّوَلِ وَلَمْ اَكْتُبْ بَيْنَهُمَا سَطْرَ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ -

৭৮৬। আমর ইব্‌ন আওন---- ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হযরত উছমান (রা)-কে জিজ্ঞেস করি যে, আপনারা সূরা বারাআত-কে সূরা আনফালের অন্তর্ভুক্ত করে আল-কুরআনের সাবউল মাছানী (সাতটি দীর্ঘ সূরা)-এর মধ্যে কিরূপে পরিগণিত করেন এবং উভয় সূরার মধ্যস্থলে বিস্‌মিল্লাহির রহমানির রাহীম কেন লিখেন নাই? অথচ বারাআত সূরাটি মিইন-এর অন্তর্ভুক্ত (অর্থাৎ যাতে ১০০-র অধিক আয়াত আছে এবং বারাআতে ১২৯ আয়াত আছে)। অপরপক্ষে সূরা আনফাল মাছানীর অন্তর্ভুক্ত (কেননা এতে ১০০-এর কম অর্থাৎ ৭৫ টি আয়াতআছে)।

উছমান (রা) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের উপর যখনই কোন আয়াত নাযিল হত, তখন তিনি ওহী লেখক সাহাবীদের ডেকে বলতেনঃ এই আয়াত অমুক সূরার অমুক স্থানে সন্নিবেশিত কর যার মধ্যে এই এই বিষয় আলোচিত হয়েছে। অতঃপর তাঁর উপর যখন একটি বা দুটি আয়াত নাযিল হত, তখনও তিনি ঐরূপ বলতেন।[১]

সূরা আল্-আনফাল নবী করীম (স)-এর উপর মদীনায় আসার পরপরই নাযিলকৃত সূরাসমূহের অন্যতম এবং সূরা বারাআত অবতীর্ণ হয় কুরআন নাযিলের সমাপ্তিকালে। কিন্তু সূরা আনফালে বর্ণিত ঘটনাবলীর সংগে সূরা বারাআতে বর্ণিত ঘটনাবলীর সাদৃশ্য রয়েছে। কাজেই আমি মনে মনে স্থির করি যে, এটি সূরা আনফালের অন্তর্ভুক্ত। এজন্য আমি দুটি সূরাকে একত্রে

১। প্রকাশ থাকে যে, আল-কুরআনের কোন্ আয়াফ কোন্ সূরার কোন্ স্থানে সন্নিবেশিত হবে- তাও ওহী দ্বারা নির্ধারিত হত। -(অনুবাদক)

সাবউত-তিওয়াল-এর অন্তর্ভুক্ত করেছি এবং এ কারণেই এই দুইটি সূরার মাঝখানে বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম লিপিবদ্ধ করিনি- (তিরমিযী)।

٧٨٧- حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ اَيُّوبَ نَا مَرْوَانُ يَعْنِى ابْنَ مُعَاوِيَةَ اَنَا عَوْفٌ الْاَعْرَابِىُّ عَنْ يَزِيْدَ الْفَارِسِيِّ حَدَّثَنِى ابْنُ عَبَّاسٍ بِمَعْنَاهُ قَالَ فِيْهِ فَقُبِضَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يُبَيِّنْ لَنَا اَنَّهَا مِنْهَا ـ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ الشَّعْبِىُّ وَاَبُوْ مَالِكٍ وَقَتَادَةُ وَثَابِتُ بْنُ عُمَارَةَ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكْتُبْ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ حَتّٰى نَزَلَتْ سُوْرَةُ النَّمْلِ هٰذَا مَعْنَاهُ ـ

৭৮৭। যিয়াদ ইবন আইউব---- ইবন আব্বাস (রা) থেকে এই সূত্রেও পূর্বোক্ত হাদীছের অনুরূপ বর্ণিত আছে। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম আমাদের মধ্য হতে বিদায় নিয়েছেন, কিন্তু তিনি সূরা বারাআত সূরা আনফালের অন্তর্ভুক্ত কি না- এ সম্পর্কে পরিষ্কারভাবে কিছুই বলেননি।

ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেন, শাবী, আবু মালিক, কাতাদা ও ছাবেত বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের উপর সূরা নামল অবতীর্ণ না হওয়া পর্যন্ত (কোন সূরার প্রারম্ভে) বিস্মিল্লাহ লিখেন নি।[১]

٧٨٨- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَاَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِىُّ وَابْنُ السَّرْحِ قَالُوْا نَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ قُتَيْبَةُ فِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَعْرِفُ فَصْلَ السُّوْرَةِ حَتّٰى تَنْزِلَ عَلَيْهِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ وَهٰذَا لَفْظُ ابْنِ السَّرْحِ ـ

৭৮৮। কুতায়বা ইবন সাঈদ---- ইবন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের উপর বিস্মিল্লাহির রহমানির রাহীম নাযিল না হওয়া পর্যন্ত কোন সূরার শুরু চিহ্নিত করতে পারতেন না। হাদীছের এই পাঠ ইবনুস সারহ্-এর।

١٣٢. بَابُ تَخْفِيْفِ الصَّلٰوةِ لِلْاَمْرِ يَحْدُثُ

১৩২. অনুচ্ছেদঃ কোন অনিবার্য কারণ বশতঃ নামায সংক্ষিপ্ত করা

১। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, "বিসমিল্লাহ" সূরা নামল-এর আয়াত, অন্য কোন সূরার আয়াত নয়।

٧٨٩- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ نَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ وَبِشْرُ بْنُ بَكْرٍ عَنِ الْاَوْزَاعِيِّ عَنْ يَحْيَى ابْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنِّىْ لَاَقُوْمُ اِلَى الصَّلٰوةِ وَاَنَا اُرِيْدُ اَنْ اُطَوِّلَ فِيْهَا فَاَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ فَاَتَجَوَّزُ كِرَاهِيَةَ اَنْ اَشُقَّ عَلٰى اُمِّهِ -

৭৮৯। আবদুর রহমান ইবন ইবরাহীম.... আবদুল্লাহ ইবন আবু কাতাদা (রহ) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ আমি কখনও কখনও নামায দীর্ঘায়িত করার ইরাদা করি। কিন্তু কোন ছোট বাচ্চার ক্রন্দন ধ্বনি শুনে তার মাতার কষ্টের কথা চিন্তা করে নামায সংক্ষিপ্ত করি– (বুখারী, নাসাঈ, ইবন মাজা, মুসলিম)।

١٣٣. بَابُ مَا جَاءَ فِىْ نُقْصَانِ الصَّلٰوةِ

১৩৩. অনুচ্ছেদঃ নামাযের জন্য ক্ষতিকারক বিষয় সম্পর্কে

٧٩٠- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ بَكْرٍ يَعْنِى ابْنَ مُضَرَ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ سَعِيْدِ الْمَقْبُرِىِّ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَنَمَةَ الْمُزَنِيِّ عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اِنَّ الرَّجُلَ لَيَنْصَرِفُ وَمَا كُتِبَ لَهُ اِلَّا عُشْرُ صَلَاتِهِ تُسْعُهَا ثُمُنُهَا سُبُعُهَا سُدُسُهَا خُمُسُهَا رُبُعُهَا ثُلُثُهَا نِصْفُهَا -

৭৯০। কুতায়বা ইবন সাঈদ.... আম্মার ইবন ইয়াসির (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছিঃ এমন অনেক লোক আছে যারা নামায পড়ে কিন্তু তাদের নামায পুরাপুরি কবুল না হওয়ায় পরিপূর্ণ ছাওয়াব প্রাপ্ত হয় না। বরং তাদের কেউ ১০ ভাগের ১ ভাগ, ৯ ভাগের ১ ভাগ, ৮ ভাগের ১ ভাগ, ৭ ভাগের ১ ভাগ, ৬ ভাগের ১ ভাগ, ৫ ভাগের ১ ভাগ, ৪ ভাগের ১ ভাগ, তিনের–একাংশ বা অর্ধাংশ ছওয়াব প্রাপ্ত হয়ে থাকে– (নাসাঈ)।

١٣٤. بَابُ تَخْفِيْفِ الصَّلٰوةِ

১৩৪. অনুচ্ছেদঃ নামায সংক্ষেপ করা সম্পর্কে

٧٩١- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو سَمِعَهُ مِنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَ مُعَاذٌ يُصَلِّيْ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَؤُمُّنَا قَالَ مَرَّةً ثُمَّ يَرْجِعُ فَيُصَلِّيْ بِقَوْمِهٖ فَاَخَّرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً الصَّلٰوةَ وَقَالَ مَرَّةً الْعِشَاءَ فَصَلَّى مُعَاذٌ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ جَاءَ يَؤُمُّ قَوْمَهُ فَقَرَأَ الْبَقَرَةَ فَاعْتَزَلَ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ فَصَلّٰى فَقِيْلَ نَافَقْتَ يَا فُلَانُ فَقَالَ مَا نَافَقْتُ فَاَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اِنَّ مُعَاذًا يُصَلِّيْ مَعَكَ ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَؤُمُّنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَاِنَّمَا نَحْنُ اَصْحَابُ نَوَاضِحَ وَنَعْمَلُ بِاَيْدِيْنَا وَاِنَّهٗ جَاءَ يَؤُمُّنَا فَقَرَأَ بِسُوْرَةِ الْبَقَرَةِ - فَقَالَ يَا مُعَاذُ اَفَتَّانٌ اَنْتَ اَفَتَّانٌ اَنْتَ اِقْرَأْ بِكَذَا اِقْرَأْ بِكَذَا - قَالَ اَبُو الزُّبَيْرِ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى وَاللَّيْلِ اِذَا يَغْشٰى فَذَكَرْنَا لِعَمْرٍو فَقَالَ اُرَاهُ قَدْ ذَكَرَهٗ -

৭৯১। আহ্‌মাদ ইবন্‌ হাম্বল---- জাবের (রা) বলেন, মুআয্ (রা) মসজিদে নববীতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সাথে নামায আদায়ের পর স্বীয় সম্প্রদায়ে প্রত্যাবর্তন করে আমাদের নামাযে ইমামতি করতেন। রাবী পুনরায় বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সাথে নামায আদায়ের পর তিনি স্বীয় কওমের নিকট ফিরে এসে তাদের নামাযে ইমামতি করতেন। একদা রাতে এশার নামায পড়তে নবী করীম (স) বিলম্ব করেন। সেদিনও মুআয (রা) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সাথে এশার নামায পড়ে ফিরে গিয়ে স্বীয় কওমের ইমামতি করেন এবং এই নামাযে তিনি সূরা আল-বাকারা তিলাওয়াত শুরু করেন। ঐ সময় এক ব্যক্তি জামাআত হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে একাকী নামায পড়ে। তাকে বলা হল, হে অমুক! তুমি কি মুনাফিক হয়ে গেছ? জবাবে সে বলল, আমি মুনাফিক নই। অতঃপর সেই ব্যক্তি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের খিদমতে উপস্থিত হয়ে বলে, ইয়া রাসূলাল্লাহ! মুআয (রা) আপনার সাথে নামায পড়ার পর প্রত্যাবর্তন করে আমাদের নামাযের ইমামতি করেন। আমরা মেহনতী কৃষিজীবি লোক এবং নিজেরাই ক্ষেতের কাজকর্ম করে থাকি। অপরপক্ষে মুআয (রা) আমাদের নামাযে ইমামতি করার সময় সূরা বাকারার ন্যায় দীর্ঘ সূরা পাঠ করে থাকেন। তখন নবী করীম (স) মুআয (রা)-কে সম্বোধন করে বলেনঃ হে মুআয! তুমি কি লোকদেরকে ফিতনার মধ্যে নিক্ষেপ করতে চাও (দুইবার)? তিনি আরো বলেনঃ তুমি নামাযে অমুক অমুক সূরা পাঠ কর। আবুয-যুবায়ের বলেন, সূরা আল-আলার ন্যায় ছোট ছোট সূরা পাঠ করবে।

٧٩٢- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ اسْمٰعِيلَ نَا طَالِبُ بْنُ حَبِيْبٍ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ جَابِرٍ يُحَدِّثُ عَنْ حَزْمِ بْنِ كَعْبٍ اَنَّهُ اَتَى مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ وَهُوَ يُصَلِّى لِقَوْمٍ صَلٰوةَ الْمَغْرِبِ فِى هٰذَا الْخَبَرِ قَالَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مُعَاذُ لَا تَكُنْ فَتَّانًا فَاِنَّهُ يُصَلِّى وَرَاءَكَ الْكَبِيْرُ وَالضَّعِيْفُ وَذُو الْحَاجَةِ وَالْمُسَافِرُ -

৭৯২। মুসা ইব্‌ন ইসমাঈল---- হায্‌ম ইব্‌ন উবাই ইব্‌ন কাব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি মুআয ইব্‌ন জাবাল (রা)–র নিকট আসেন। তখন তিনি মাগরিবের নামাযে ইমামতি করছিলেন।
রাবী এ হাদীছে বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম মুআয (রা)–কে ডেকে বলেনঃ হে মুআয! তুমি ফিত্‌না সৃষ্টিকারী হয়ো না। জেনে রাখ! তোমার পেছনে অক্ষম, বৃদ্ধ, মুসাফির ও কাজে ব্যস্ত লোকেরা নামায পড়ে থাকে।

٧٩٣- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ نَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ صَالِحٍ عَنْ بَعْضِ اَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِرَجُلٍ كَيْفَ تَقُوْلُ فِى الصَّلٰوةِ قَالَ اَتَشَهَّدُ وَاَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنِّى اَسْئَلُكَ الْجَنَّةَ وَاَعُوْذُبِكَ مِنَ النَّارِ اَمَا اِنِّى لَا اُحْسِنُ دَنْدَنَتَكَ وَلَا دَنْدَنَةَ مُعَاذٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَوْلَهَا نُدَنْدِنُ -

৭৯৩। উছমান ইব্‌ন আবু শায়বা---- আবু সালেহ (রহ) থেকে মহানবী (স)–এর কোন এক সাহাবীর সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এক ব্যক্তিকে বলেনঃ তুমি শেষ বৈঠকে কিরূপ দু'আ পাঠ করে থাক? লোকটি বলেন, আমি তাশাহ্‌হুদ (আত্তাহিয়্যাতু লিল্লাহি) পড়ে থাকি, অতঃপর বলি– আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকাল–জান্নাতা ওয়া আউযুবিকা মিনান–নার। কিন্তু আমি আপনার ও মুআয (রা)–এর অস্পষ্ট শব্দ বুঝতে সক্ষম হই না। নবী করীম (স) বলেনঃ আমিও বেহেশ্‌ত ও দোযখের আশেপাশে ঘুরে থাকি– (ইব্‌ন মাজা)।

٧٩٤- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيْبٍ نَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ مِقْسَمٍ عَنْ جَابِرٍ ذَكَرَ قِصَّةَ مُعَاذٍ قَالَ وَقَالَ يَعْنِى النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْفَتٰى كَيْفَ تَصْنَعُ يَا ابْنَ اَخِى اِذَا صَلَّيْتَ قَالَ اَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

وَاَسْئَالُ اللّٰهَ الْجَنَّةَ وَاَعُوْذُ بِهٖ مِنَ النَّارِ وَاِنِّىْ لَا اَدْرِىْ مَا دَنْدَنَتُكَ وَلَا دَنْدَنَةُ مُعَاذٍ فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنِّىْ وَمُعَاذٌ حَوْلَ هَاتَيْنِ اَوْ نَحْوَ هٰذَا ـ

৭৯৪। ইয়াহ্ইয়া ইব্ন হাবীব---- জাবের (রা) হতে বর্ণিত। তিনি মুআয (রা)–র ঘটনা বর্ণনা করে বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এক যুবককে বলেনঃ হে ভ্রাতুষ্পুত্র! তুমি নামাযের মধ্যে কি পাঠ কর? সে বলে, আমি সূরা ফাতিহা পাঠ করি এবং আল্লাহ্র নিকট বেহেশতের কামনা করি এবং দোযখ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি। আমি আপনার ও মুআযের অস্পষ্ট শব্দগুলি বুঝতে পারি না। তখন নবী করীম (স) বলেনঃ আমি এবং মুআযও তার আশেপাশে ঘুরে থাকি, অথবা অনুরূপ কিছু বলেছেন।

٧٩٥– حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا صَلّٰى اَحَدُكُمْ لِلنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ فَاِنَّ فِيْهِمُ الضَّعِيْفَ وَالسَّقِيْمَ وَالْكَبِيْرَ وَاِذَا صَلّٰى لِنَفْسِهٖ فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ ـ

৭৯৫। আল–কানাবী---- আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ তোমাদের কেউ যখন নামাযের ইমামতি করবে, সে যেন সংক্ষেপে নামায আদায় করে। কেননা মুক্তাদীদের মধ্যে দুর্বল, রোগগ্রস্ত ও বৃদ্ধ লোকেরাও থাকে। আর যখন কেউ একাকী নামায পড় তখন সে স্বীয় ইচ্ছানুযায়ী নামায দীর্ঘায়িত করতে পারে– (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ)।

٧٩٦– حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ اَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَاَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا صَلّٰى اَحَدُكُمْ لِلنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ فَاِنَّ فِيْهِمُ السَّقِيْمَ وَالشَّيْخَ الْكَبِيْرَ وَذَا الْحَاجَةِ ـ

৭৯৬। আল–হাসান ইব্ন আলী---- আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ তোমাদের কেউ যখন নামাযে ইমামতি করে, তখন সে যেন নামায সংক্ষেপ করে। কেননা জামাআতে দুর্বল, রোগগ্রস্ত ও কর্মজীবি লোকেরাও শরীক হয়ে থাকে।

١٣٥. بَابُ الْقِرَاءَةِ فِى الظُّهْرِ

১৩৫. অনুচ্ছেদঃ যুহরের নামাযের কিরাআত সম্পর্কে

٧٩٧- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ نَا حَمَّادٌ عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ وَّعُمَارَةَ بْنِ مَيْمُوْنٍ وَّحَبِيْبٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ اَبِيْ رَبَاحٍ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ فِيْ كُلِّ صَلٰوةٍ يَقْرَأُ فَمَا اَسْمَعَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَسْمَعْنَاكُمْ وَمَا اَخْفٰى عَلَيْنَا اَخْفَيْنَا عَلَيْكُمْ ـ

৭৯৭। মূসা ইব্ন ইসমাঈল--- আতা ইব্ন আবু রিবাহ থেকে বর্ণিত। আবু হুরায়রা (রা) বলেন প্রত্যেক নামাযেই কিরাআত পাঠ করতে হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম যেসব নামাযে আমাদের শুনিয়ে সশব্দে কিরাআত পাঠ করেছেন, আমরাও তোমাদেরকে ঐরূপ কিরাআত পাঠ করে শুনাই এবং তিনি যেসব নামাযে নীরবে কিরাআত পাঠ করেছেন, আমরাও তাতে নিঃশব্দে কিরাআত পাঠ করে থাকি- (বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ)।

٧٩٨- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَحْيٰى عَنْ هِشَامِ بْنِ اَبِيْ عَبْدِ اللّٰهِ ح وَثَنَا ابْنُ الْمُثَنّٰى ثَنَا ابْنُ اَبِيْ عَدِيٍّ عَنِ الْحَجَّاجِ وَهٰذَا لَفْظُهُ عَنْ يَحْيٰى عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ قَتَادَةَ قَالَ ابْنُ الْمُثَنّٰى وَاَبِيْ سَلَمَةَ ثُمَّ اتَّفَقَا عَنْ اَبِيْ قَتَادَةَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيْ بِنَا فَيَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْاُوْلَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُوْرَتَيْنِ وَيُسْمِعُنَا الْاٰيَةَ اَحْيَانًا وَّكَانَ يُطَوِّلُ الرَّكْعَةَ الْاُوْلٰى مِنَ الظُّهْرِ وَيُقَصِّرُ الثَّانِيَةَ وَكَذٰلِكَ فِي الصُّبْحِ ـ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ لَمْ يَذْكُرْ مُسَدَّدٌ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَسُوْرَةً ـ

৭৯৮। মুসাদ্দাদ ও ইব্নুল-মুছান্না--- আবু কাতাদা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম আমাদের নামাযের ইমামতি করতেন। অতঃপর তিনি যুহর ও আসরের নামায আদায়কালে তার প্রথম দুই রাকাতে সূরা ফাতিহা এবং অপর দুটি সূরা পাঠ করতেন। তিনি কখনও কখনও আমাদের শুনিয়ে আয়াত পাঠ করতেন। তিনি যুহরের নামাযের প্রথম রাকাত একটু দীর্ঘ করতেন এবং দ্বিতীয় রাকাত সংক্ষেপ করতেন। তিনি ফজরের নামাযও অনুরূপভাবে আদায় করতেন- (বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, ইব্ন মাজা)।

ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেন, রাবী মুসাদ্দাদ তাঁর বর্ণনায় সূরা ফাতিহা ও অন্য সূরা পাঠের কথা উল্লেখ করেননি।

٧٩٩- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ نَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ اَنَا هَمَّامٌ وَّاَبَانُ بْنُ يَزِيْدَ الْعَطَّارُ عَنْ يَّحْيٰى عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِيْهِ بِبَعْضِ هٰذَا وَزَادَ فِى الْاُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَزَادَ عَنْ هَمَّامٍ قَالَ وَكَانَ يُطَوِّلُ فِى الرَّكْعَةِ الْاُوْلٰى مَا لَايُطَوِّلُ فِى الثَّانِيَةِ وَهٰكَذَا فِىْ صَلٰوةِ الْعَصْرِ وَهٰكَذَا فِىْ صَلٰوةِ الْغَدَاةِ -

৭৯৯। আল-হাসান ইবন আলী---- আবদুল্লাহ ইব্ন আবু কাতাদা তাঁর পিতার সূত্রে পূর্ববর্তী হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। সেখানে তিনি আরও বর্ণনা করেছেন যে, নবী করীম (স) নামাযের শেষ দুই রাকাতে কেবলমাত্র সূরা ফাতিহা পাঠ করতেন।
রাবী হাম্মামের বর্ণনায় আরও আছে যে, রাসূলুল্লাহ (স) দ্বিতীয় রাকাতের চাইতে প্রথম রাকাত একটু দীর্ঘ করতেন। তিনি ফজর ও আসরের নামাযেও অনুরূপ করতেন।

٨٠٠- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَنَا مَعْمَرٌ عَنْ يَحْيٰى عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ فَظَنَنَّا اَنَّهُ يُرِيْدُ بِذٰلِكَ اَنْ يُّدْرِكَ النَّاسُ الرَّكْعَةَ الْاُوْلٰى -

৮০০। আল-হাসান ইবন আলী---- আবদুল্লাহ ইব্ন আবু কাতাদা থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, সম্ভবতঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম জামাআতে অধিক লোকের শরীক হওয়ার সুযোগ প্রদানের উদ্দেশ্যে প্রথম রাকাত দীর্ঘ করতেন।

٨٠١- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ اَبِىْ مَعْمَرٍ قَالَ قُلْنَا لِخَبَّابٍ هَلْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِى الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ قَالَ نَعَمْ قُلْنَا بِمَ كُنْتُمْ تَعْرِفُوْنَ ذٰلِكَ قَالَ بِاضْطِرَابِ لِحْيَتِهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

৮০১। মুসাদ্দাদ---- আবু মামার হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা খাব্বাব (রা)-কে জিজ্ঞেস করি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম যুহর ও আসরের নামাযে কিরাআত পাঠ করতেন কি? তিনি বলেন- হাঁ, পাঠ করতেন। আমরা তাঁকে পুনরায় জিজ্ঞেস করি- আপনারা কিরূপে তা অবগত হতেন? তিনি বলেন, আমরা তাঁর দাড়ি মোবারক আন্দোলিত হতে দেখতাম- (বুখারী, নাসাঈ, ইব্ন মাজা)।

٨٠٢- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ نَا عَفَّانُ نَا هَمَّامٌ نَا مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ اَوْفٰى اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُوْمُ فِى الرَّكْعَةِ الْاُوْلٰى مِنْ صَلٰوةِ الظُّهْرِ حَتّٰى لَا يَسْمَعَ وَقْعَ قَدَمٍ -

৮০২। উছমান ইব্ন আবু শায়বা---- আবদুল্লাহ ইব্ন আবু আওফা (রা) হতে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম যুহরের নামাযের প্রথম রাকাতে এত দীর্ঘ সময় দাঁড়াতেন যে, কারো (আসার) পদধ্বনি শোনা যেত না।

١٣٦. بَابُ تَخْفِيْفِ الْاُخْرَيَيْنِ

১৩৬. অনুচ্ছেদঃ শেষের দুই রাকাত সংক্ষেপ করা সম্পর্কে

٨٠٣- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ نَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ اَبِىْ عَوْنٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ عُمَرُ لِسَعْدٍ قَدْ شَكَاكَ النَّاسُ فِىْ كُلِّ شَىْءٍ حَتّٰى فِى الصَّلٰوةِ قَالَ اَمَّا اَنَا فَاَمُدُّ فِى الْاُوْلَيَيْنِ وَاَحْذِفُ فِى الْاُخْرَيَيْنِ وَلَا اٰلُوْمَا اقْتَدَيْتُ بِهٖ مِنْ صَلٰوةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ذَاكَ الظَّنُّ بِكَ -

৮০৩। হাফ্স ইব্ন উমার---- জাবের ইব্ন সামুরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত উমার (রা) সা'দ (রা)-কে বলেন, জনসাধারণ আপনার বিরুদ্ধে প্রতিটি ব্যাপারে অভিযোগ করেছে, এমনকি আপনার নামায সম্পর্কেও। হযরত সা'দ (রা) বলেন, আমি নামাযের প্রথম রাকাতে কিরাআত দীর্ঘ এবং শেষ দুই রাকাতে কেবলমাত্র সূরা ফাতিহা পাঠ করে থাকি। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের পেছনে যেরূপ নামায পড়েছি- তার কোন ব্যতিক্রম করিনি। উমার (রা) বলেন, আমিও আপনার সম্পর্কে এরূপ ধারণা পোষণ করে থাকি- (বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ)।

٨٠٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ يَعْنِى النُّفَيْلِىَّ نَا هُشَيْمٌ اَنَا اَبُوْ مَنْصُوْرٍ عَنِ الْوَلِيْدِ بْنِ مُسْلِمٍ الْهُجَيْمِىِّ عَنْ اَبِىْ صَدِيْقٍ النَّاجِىِّ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ قَالَ حَزَرْنَا قِيَامَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فَحَزَرْنَا قِيَامَهُ

فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُوْلَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ قَدْرَ ثَلَاثِيْنَ اٰيَةً قَدْرَ الٓمٓ تَنْزِيْلُ السَّجْدَةِ وَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِي الْأُخْرَيَيْنِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ ذٰلِكَ وَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِي الْأُوْلَيَيْنِ مِنَ الْعَصْرِ عَلٰى قَدْرِ الْأُخْرَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِي الْأُخْرَيَيْنِ مِنَ الْعَصْرِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ ذٰلِكَ ـ

৮০৪। আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মাদ— আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম যুহর ও আসরের নামাযে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতেন, আমরা তা নির্ণয় করেছি। আমরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি যে, তিনি যুহরের নামাযের প্রথম দুই রাকাতে ৩০ আয়াত পাঠ করার পরিমাণ সময় দাঁড়াতেন- যেমন সূরা "আলিফ-লাম মীম আস্-সাজদাহ" ইত্যাদি এবং শেষ দুই রাকাতে তিনি প্রথম দুই রাকাতের চাইতে অর্ধেক পরিমাণ সময় দাঁড়িয়ে থাকতেন। তিনি যুহরের শেষ দুই রাকাতে যতক্ষণ দাঁড়াতেন- আসরের প্রথম দুই রাকাতেও ততক্ষণ দণ্ডায়মান থাকতেন। তিনি আসরের শেষ দুই রাকাতে তার প্রথম দুই রাকাতের অর্ধেক পরিমাণ সময় দাঁড়িয়ে থাকতেন- (মুসলিম, নাসাঈ)।

١٣٧. بَابُ قَدْرِ الْقِرَاءَةِ فِيْ صَلٰوةِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ

১৩৭. অনুচ্ছেদঃ যুহর ও আসর নামাযের কিরাআতের পরিমাণ

٨٠٥- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ نَا حَمَّادٌ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوْجِ وَنَحْوِهِمَا مِنَ السُّوَرِ ـ

৮০৫। মূসা ইব্ন ইসমাঈল— জাবের ইব্ন সামুরা (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম যুহর ও আসরের নামাযে সূরা "ওয়াস-সামায়ে ওয়াত্-তারিক" এবং "ওয়াস্-সামায়ে যাতিল-বুরূজ"-এর অনুরূপ সূরা পাঠ করতেন- (নাসাঈ, তিরমিযী)।

٨٠٦- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ نَا اَبِيْ نَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكٍ قَالَ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا دَحَضَتِ الشَّمْسُ صَلَّى الظُّهْرَ وَقَرَأَ بِنَحْوٍ مِنْ وَاللَّيْلِ اِذَا يَغْشٰى وَالْعَصْرَ كَذٰلِكَ وَالصَّلَوَاتِ اِلَّا الصُّبْحَ فَاِنَّهُ كَانَ يُطِيْلُهَا ـ

৮০৬। উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন মুআয— জাবের ইব্‌ন সামুরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন সূর্য পশ্চিম দিগন্তে হেলে পড়ত, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম যুহরের নামায পড়তেন এবং নামাযে সূরা "ওয়াল–লায়লি ইযা ইয়াগশা"–এর অনুরূপ সূরা পাঠ করতেন। তিনি আসর ও অন্যান্য নামাযে একইরূপ (দৈর্ঘ্যের সূরা) পাঠ করতেন। তবে ফজরের নামাযে তিনি লম্বা সূরা পাঠ করতেন– (মুসলিম, নাসাঈ)।

٨٠٧– حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى نَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ وَهُشَيْمٌ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ أُمَيَّةَ عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجَدَ فِي صَلٰوةِ الظُّهْرِ ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ فَرَأَيْنَا أَنَّهُ قَرَأَ تَنْزِيلَ السَّجْدَةِ قَالَ ابْنُ عِيسَى لَمْ يَذْكُرْ أُمَيَّةَ أَحَدٌ إِلَّا مُعْتَمِرٌ۔

৮০৭। মুহাম্মাদ ইব্‌ন ঈসা— ইব্‌ন উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম যুহরের নামাযে তিলাওয়াতের সিজদা পাঠ করে দন্ডায়মান হন, অতঃপর তিনি রুকূ করেন। আমরা তাঁকে সূরা "তানযীল আস–সিজদা" পাঠ করতে দেখেছি। ইব্‌ন ঈসা বলেন, এই হাদীছ কেউই উমাইয়্যা হতে বর্ণনা করেন নি, বরং মুতামির হতে বর্ণিত হয়েছে।

٨٠٨– حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ مُوسَى بْنِ سَالِمٍ نَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فِي شَبَابٍ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ فَقُلْنَا لِشَابٍّ مِنَّا سَلِ ابْنَ عَبَّاسٍ أَكَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فَقَالَ لَا فَقِيلَ لَهُ لَعَلَّهُ كَانَ يَقْرَأُ فِي نَفْسِهِ فَقَالَ خَمْشًا هٰذَا شَرٌّ مِنَ الْأُولٰى كَانَ عَبْدًا مَأْمُورًا بَلَّغَ مَا أُرْسِلَ بِهِ وَمَا اخْتَصَّنَا دُونَ النَّاسِ بِشَيْءٍ إِلَّا بِثَلَاثِ خِصَالٍ أَمَرَنَا أَنْ نُسْبِغَ الْوُضُوءَ وَأَنْ لَا نَأْكُلَ الصَّدَقَةَ وَأَنْ لَا نُنْزِيَ الْحِمَارَ عَلَى الْفَرَسِ۔

৮০৮। মুসাদ্দাদ— আবদুল্লাহ ইব্‌ন উবায়দুল্লাহ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি হাশিম গোত্রীয় কয়েকজন যুবকের সাথে হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা)–এর নিকট যাই। তখন আমি আমাদের মধ্য হতে জনৈক যুবককে বলি যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা)–কে জিজ্ঞাসা করুন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম যুহর ও আসরের নামাযে কিরাআত পাঠ করতেন

কি? ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, না। তাঁকে কেউ বললেন যে, যথা সম্ভব নবী করীম (স) আস্তে আস্তে কিরাআত পাঠ করতেন। তিনি রাগান্বিত হয়ে বলেন, আস্তে কিরাআত পাঠ করার চেয়ে কিরাআত পাঠ না করাই উত্তম। তিনি (স) আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে নির্দেশিত ব্যক্তি ছিলেন, তাঁর নিকট অবতীর্ণ বিষয়বস্তু অকপটে তিনি প্রচার করেছেন। তিনটি বিষয়ে আমরা অন্যদের চেয়ে সম্পূর্ণ পৃথক। প্রথমতঃ আমাদেরকে পরিপূর্ণভাবে উযু করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে, দ্বিতীয়তঃ সদকার মাল গ্রহণ ও ভক্ষণ আমাদের জন্য হারাম, তৃতীয়তঃ জন্তুর সংখ্যা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে গাধাকে ঘোড়ার সাথে সংগম করানো আমাদের জন্য নিষিদ্ধ করা হয়েছে– (নাসাঈ, তিরমিযী, আহ্‌মাদ)।

٨٠٩– حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ اَيُّوْبَ نَا هُشَيْمٌ اَنَا حُصَيْنٌ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَا اَدْرِىْ اَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِى الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ اَمْ لَا ـ

৮০৯। যিয়াদ ইব্‌ন আইউব---- ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম যুহর ও আসরের নামাযে কিরাআত পাঠ করতেন কিনা তা আমি জানি না– (আহ্‌মাদ)।

١٣٨. بَابُ قَدْرِ الْقِرَاءَةِ فِى الْمَغْرِبِ

১৩৮. অনুচ্ছেদঃ মাগরিবের নামাযে কিরাআত পাঠের পরিমাণ

٨١٠– حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ اُمَّ الْفَضْلِ بِنْتَ الْحَارِثِ سَمِعَتْهُ وَهُوَ يَقْرَأُ وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا فَقَالَتْ يَا بُنَىَّ لَقَدْ ذَكَّرْتَنِىْ بِقِرَاءَتِكَ هٰذِهِ السُّوْرَةَ اِنَّهَا لَاٰخِرُمَا سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُبِهَا فِى الْمَغْرِبِ ـ

৮১০। আল–কানবী---- ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা উম্মুল ফাদ্‌ল বিন্‌তুল হারিছ (রা) তাঁকে (ইব্‌ন আব্বাসকে)– "المرسلات عرفا" শীর্ষক সূরা তিলাওয়াত করতে শুনে বলেন, হে বৎস! তুমি এই সূরা তিলাওয়াত করে আমাকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছ যে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে সর্বশেষ মাগরিবের নামাযে এই সূরা

তিলাওয়াত করতে শুনেছি– (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবন মাজা)।

٨١١- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ بِالطُّوْرِ فِى الْمَغْرِبِ ـ

৮১১। আল–কানাবী— জুবায়র ইবন মুতইম (রা) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে মাগরিবের নামাযে সূরা তুর তিলাওয়াত করতে শুনেছি– (বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, ইবন মাজা)।

٨١٢- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ حَدَّثَنِى ابْنُ اَبِى مُلَيْكَةَ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ قَالَ لِىْ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ مَا لَكَ تَقْرَأُ فِى الْمَغْرِبِ بِقِصَارِ الْمُفَصَّلِ وَقَدْ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِى الْمَغْرِبِ بِطُوْلَى الطُّوْلَيَيْنِ قَالَ قُلْتُ مَا طُوْلَى الطُّوْلَيَيْنِ قَالَ الْاَعْرَافُ وَالْاُخْرُ الْاَنْعَامُ وَسَاَلْتُ اَنَا ابْنَ اَبِى مُلَيْكَةَ فَقَالَ مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ الْمَائِدَةُ وَالْاَعْرَافُ ـ

৮১২। আল–হাসান ইবন আলী— মারওয়ান ইবনুল–হাকাম হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যায়েদ ইবন ছাবিত (রা) আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, তুমি মাগরিবের নামাযে "কিসারে মুফাসসাল"[১] পাঠ কর কেন? অথচ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে মাগরিবের নামাযে দুইটি দীর্ঘ সূরা পড়তে শুনেছি। তখন আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করি, এই দীর্ঘ সূরা দুইটি কি কি? তিনি বলেন, সূরা আ'রাফ ও সূরা আনআম। অতঃপর আমি (ইবন জুরাইজ) এ ব্যাপারে ইবন আবু মুলায়কাকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি নিজের পক্ষ থেকে বলেন, দীর্ঘ সূরা দুইটি হলঃ সূরা আল–মাইদা ও সূরা আল–আরাফ– (বুখারী, নাসাঈ)।

١٣٩. بَابُ مَنْ رَاَى التَّخْفِيْفَ فِيْهَا

১৩৯. মাগরিবের নামাযে কিরাআত সংক্ষিপ্ত করা সম্পর্কে

১। কিসারে মুফাস্সাল হলঃ পবিত্র কুরআনের ২৬তম পারার সূরা হুজুরাত হতে ৩০ নং পারার শেষ সূরা আন–নাস পর্যন্ত ছোট ছোট সূরাগুলি। এই সকল সূরাতে একটিকে অপরটি হতে পৃথক করার জন্য ঘন ঘন বিসমিল্লাহ্ ব্যবহৃত হয়েছে বলে একে কিসারে মুফাস্সাল বলা হয়।

٨١٣- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ نَا حَمَّادٌ اَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ اَنَّ اَبَاهُ كَانَ يَقْرَأُ فِىْ صَلٰوةِ الْمَغْرِبِ بِنَحْوِ مَا تَقْرَؤُنَ وَالْعَادِيَاتِ وَنَحْوِهَا مِنَ السُّوَرِ - قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ هٰذَا يَدُلُّ عَلٰى اَنَّ ذٰلِكَ كَانَ مَنْسُوْخًا وَقَالَ اَبُوْ دَاوُدَ هٰذَا اَصَحُّ -

৮১৩। মূসা ইব্ন ইসমাঈল— হিশাম ইব্ন উরওয়া হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার পিতা মাগরিবের নামাযে তোমাদের মত সূরা আল–আদিয়াত এবং এর সম পরিমাণের দীর্ঘ সূরা পাঠ করতেন।

ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেন, এই হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, মাগরিবের নামাযে দীর্ঘ সূরা পাঠ রহিত (মানসূখ) হয়েছে। ইমাম আবু দাউদ (রহ) আরও বলেন, এই অভিমতই বিশুদ্ধ বা সহীহ।

٨١٤- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ سَعِيْدِ السَّرْخَسِىُّ نَا وَهْبُ بْنُ جَرِيْرِ نَا اَبِىْ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ اِسْحٰقَ يُحَدِّثُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ اَنَّهُ قَالَ مَا مِنَ الْمُفَصَّلِ سُوْرَةٌ صَغِيْرَةٌ وَلَا كَبِيْرَةٌ اِلَّا وَقَدْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَؤُمُّ النَّاسَ بِهَا فِى الصَّلٰوةِ الْمَكْتُوْبَةِ -

৮১৪। আহ্‌মাদ ইব্ন সাঈদ আস–সারখাসী— আমর ইব্ন শুআয়ব থেকে পর্যায়ক্রমে তাঁর পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে ফরয নামাযের ইমামতির সময়– মুফাস্‌সালের ছোট–বড় সব সূরাই পাঠ করতে শুনেছি (সূরা হুজুরাত হতে কুরআনের সর্বশেষ সূরা পর্যন্ত– সূরাগুলিকে মুফাস্‌সাল' বলা হয়)।

٨١٥- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذِ نَا اَبِىْ نَا قُرَّةُ عَنِ النَّزَّالِ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ اَبِىْ عُثْمَانَ النَّهْدِىِّ اَنَّهُ صَلَّى خَلْفَ ابْنِ مَسْعُوْدِ الْمَغْرِبَ فَقَرَأَ بِقُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ -

৮১৫। উবায়দুল্লাহ ইব্ন মুআয— আবু উছ্‌মান আন–নাহ্‌দী হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা তিনি হযরত ইব্ন মাসউদ (রা)–র পিছনে মাগরিবের নামায আদায় করেন। তিনি সূরা ইখলাস্‌ পাঠ করেন।

١٤٠. بَابُ الرَّجُلِ يُعِيْدُ سُوْرَةً وَّاحِدَةً فِى الرَّكْعَتَيْنِ

১৪০. অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি একই সূরা উভয় রাকাতে পাঠ করে

٨١٦- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ نَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِى عَمْرٌو عَنِ ابْنِ اَبِىْ هِلَالٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْجُهَنِىِّ اَنَّ رَجُلًا مِّنْ جُهَيْنَةَ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ سَمِعَ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَاُ فِى الصُّبْحِ اِذَا زُلْزِلَتِ الْاَرْضُ فِىْ الرَّكْعَتَيْنِ كِلْتَيْهِمَا فَلَاَ اَدْرِىْ اَنَسِىَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمْ قَرَءَ ذٰلِكَ عَمْدًا ـ

৮১৬। আহ্মাদ ইব্ন সালেহ--- মুআয ইব্ন আবদুল্লাহ আল-জুহানী হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, জুহায়না গোত্রের এক ব্যক্তি তাঁকে জানান যে, তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে ফজরের নামাযের উভয় রাকাতে সূরা اِذَا زُلْزِلَتِ الْاَرْضُ পড়তে শুনেছেন। তিনি আরো বলেন, আমি জানি না রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ভুল বশত এরূপ করেছিলেন না ইচ্ছাকৃতভাবে তা পড়েছিলেন।

١٤١. بَابُ الْقِرَاءَةِ فِى الْفَجْرِ

১৪১. অনুচ্ছেদঃ ফজরের নামাযের কিরাআত সম্পর্কে

٨١٧- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسَى الرَّازِىُّ اَنَا عِيْسٰى يَعْنِى بْنَ يُوْنُسَ عَنْ اِسْمٰعِيْلَ عَنْ اَصْبَغَ مَوْلٰى عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ قَالَ كَاَنِّىْ اَسْمَعُ صَوْتَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَاُ فِىْ صَلٰوةِ الْغَدَاةِ فَلَا اُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ ـ

৮১৭। ইব্রাহীম ইব্ন মূসা--- আমর ইব্ন হুরায়েছ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি যেন শুনতে পাচ্ছি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের ফজরের নামাযে فَلَا اُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ সূরা (তাকবীর) পাঠ করার শব্দ- (ইব্ন মাজা, মুসলিম)।

١٤٢. بَابُ مَنْ تَرَكَ الْقِرَاءَةَ فِى صَلٰوتِهِ

১৪২. অনুচ্ছেদঃ কোন ব্যক্তি নামাযে (সূরা ফাতিহা অথবা) কিরাআত পাঠ ত্যাগ করলে

٨١٨- حَدَّثَنَا اَبُوْ الْوَلِيْدِ الطَّيَالِسِىُّ نَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِىْ نَضْرَةَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ اُمِرْنَا اَنْ نَّقْرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَمَا تَيَسَّرَ -

৮১৮। আবুল-ওয়ালীদ— আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, আমরা যেন নামাযের মধ্যে সূরা ফাতিহা এবং তার সাথে আল-কুরআনের সহজপাঠ্য কোন আয়াত পাঠ করি।

٨١٩- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسَى الرَّازِىُّ اَنَا عِيْسَى عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مَيْمُوْنِ الْبَصْرِىِّ نَا اَبُوْ عُثْمَانَ النَّهْدِىِّ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اُخْرُجْ فَنَادِ فِى الْمَدِيْنَةِ اَنَّهُ لَا صَلٰوةَ اِلَّا بِقُرْاٰنٍ وَلَوْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَمَا زَادَ -

৮১৯। ইব্রাহীম ইব্ন মূসা— আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহ আলইহে ওয়া সাল্লাম আমাকে নির্দেশ দেনঃ তুমি মদীনার রাস্তায় বের হয়ে ঘোষণা দাও যে, কুরআন পাঠ ব্যতীত নামাযই শুদ্ধ হয় না; অন্তত সূরা ফাতিহা এবং তার সাথে সংক্ষিপ্ত কোন সূরা বা আয়াত অবশ্যই মিলাতে হবে।

٨٢٠- حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ نَا يَحْيٰى نَا جَعْفَرٌ عَنْ اَبِىْ عُثْمَانَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ اَمَرَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ اُنَادِىَ اَنَّهُ لَا صَلٰوةَ اِلَّا بِقِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَمَا زَادَ -

৮২০। ইব্ন বাশ্শার— আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়া সাল্লাম আমাকে নির্দেশ দেন যে, আমি যেন ঘোষণা করে দেই যে, সূরা ফাতিহা এবং তার সাথে আল-কুরআনের কিছু অংশ (সূরা বা আয়াত) না মিলালে কিছুতেই নামায শুদ্ধ হবেনা।

٨٢١- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ عَنْ مَالِكٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا السَّائِبِ مَوْلٰى هِشَامِ بْنِ زُهْرَةَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلّٰى صَلٰوةً لَّمْ يَقْرَأْ فِيْهَا بِاُمِّ الْقُرْاٰنِ فَهِىَ خِدَاجٌ فَهِىَ

خِدَاجٌ فَهِيَ خِدَاجٌ غَيْرُ تَمَامٍ - قَالَ فَقُلْتُ يَا اَبَا هُرَيْرَةَ اِنِّيْ اَكُوْنُ اَحْيَانًا وَّرَاءَ الْاِمَامِ قَالَ فَغَمَزَ ذِرَاعِيْ وَقَالَ اقْرَأْ بِهَا يَا فَارِسِيُّ فِيْ نَفْسِكَ فَاِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ قَسَمْتُ الصَّلٰوةَ بَيْنِيْ وَبَيْنَ عَبْدِيْ نِصْفَيْنِ فَنِصْفُهَا لِيْ وَنِصْفُهَا لِعَبْدِيْ وَلِعَبْدِيْ مَا سَأَلَ - قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْرَؤُا يَقُوْلُ الْعَبْدُ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ يَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ حَمِدَنِيْ عَبْدِيْ يَقُوْلُ الْعَبْدُ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ يَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ اَثْنٰى عَلَيَّ عَبْدِيْ يَقُوْلُ الْعَبْدُ مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ يَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ مَجَّدَنِيْ عَبْدِيْ يَقُوْلُ الْعَبْدُ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ فَهٰذِهِ بَيْنِيْ وَبَيْنَ عَبْدِيْ وَلِعَبْدِيْ مَا سَأَلَ يَقُوْلُ الْعَبْدُ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ فَهٰؤُلَاءِ لِعَبْدِيْ وَلِعَبْدِيْ مَا سَأَلَ -

৮২১। আল–কানাবী— আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেনঃ যে ব্যক্তি নামাযে সূরা ফাতিহা পাঠ করে না, তার নামায ত্রুটিপূর্ণ, তার নামায ত্রুটিপূর্ণ, তার নামায ত্রুটিপূর্ণ, অসম্পূর্ণ।

রাবী বলেন, পরবর্তীকালে আমি আবু হুরায়রা (রা)–কে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করি যে, আমি যখন ইমামের পিছনে থাকি, তখন সূরা ফাতিহা পাঠ করব কি? তিনি আমার বাহু চাপ দিয়ে বলেন, হে ফারসী! তখন তুমি তোমার মনে মনে তা পাঠ করবে। কেননা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছিঃ মহান আল্লাহ বলেন, আমি নামাযকে (অর্থাৎ সূরা ফাতিহাকে) আমার ও আমার বান্দার মধ্যে বিভক্ত করেছি। এর অর্ধেক আমার জন্য এবং বাকী অর্ধেক আমার বান্দার জন্য এবং আমার বান্দা আমার নিকট যা কামনা করে– তাই তাকে দেয়া হয়।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলইহে ওয়া সাল্লাম বলেনঃ তোমরা সূরা ফাতিহা পাঠ কর। আল্লাহ বলেন, যখন আমার বান্দা বলেঃ আল্‌হামদু লিল্লাহে রব্বিল আলামীন, তখন আল্লাহ বলেনঃ আমার বান্দা আমার প্রশংসা করেছে। অতপর বান্দা যখন বলেঃ আর–রাহ্‌মানির রাহীম, তখন আল্লাহ বলেনঃ আমার বান্দা আমার গুণগান করেছে। বান্দা যখন বলেঃ মালিকি ইয়াওমিদ্দীন, তখন আল্লাহ বলেনঃ আমার বান্দা আমাকে সম্মান প্রদর্শন করেছে। অতপর যখন বান্দা বলেঃ ইয়্যাকা নাবুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্তাঈন, তখন আল্লাহ বলেন, এটা আমার ও আমার বান্দার মধ্যে

সীমিত এবং আমার বান্দা যা প্রার্থনা করল– তাই তাকে দেয়া হয়। অতপর বান্দা যখন "ইহ্‌দিনাস্‌ সিরাতাল মুসতাকীম, সীরাতাল্লাযীনা আনআমতা আলাইহিম, গাইরিল মাগদূবে আলাইহিম ওয়াল্লাদ্দাল্লীন" বলে, তখন আল্লাহ বলেন– এ সমস্তই আমার বান্দার জন্য এবং আমার বান্দা যা কিছু প্রার্থনা করেছে– তাও প্রাপ্ত হবে– (মুসলিম, তিরমিযী, ইব্‌ন মাজা,নাসাঈ)।

٨٢٢– حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَابْنُ السَّرْحِ قَالَا نَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مُحْمُوْدِ بْنِ الرَّبِيْعِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا صَلٰوةَ لِمَنْ لَّمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَصَاعِدًا ـ قَالَ سُفْيَانُ لِمَنْ يُّصَلِّيْ وَحْدَهٗ ـ

৮২২। কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ---- উবাদা ইব্‌নুস– সামিত (রা) হতে বর্ণিত। এই হাদীছের সনদ রাসূলুল্লাহ (স) পর্যন্ত পৌঁছেছে। তিনি বলেনঃ যে ব্যক্তি সূরা ফাতিহা এবং তার সাথে অতিরিক্ত কিছু পাঠ না করবে, তার নামায পূর্ণাংগ হবে না– (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ, ইব্‌ন মাজা)।

রাবী বলেন, এই নির্দেশ কেবলমাত্র একাকী নামায পাঠকারীর বেলায় প্রযোজ্য।

٨٢٣– حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ نَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحٰقَ عَنْ مَكْحُوْلٍ عَنْ مَحْمُوْدِ بْنِ الرَّبِيْعِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ كُنَّا خَلْفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ صَلٰوةِ الْفَجْرِ فَقَرَأَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَثَقُلَتْ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةُ فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ لَعَلَّكُمْ تَقْرَؤُنَ خَلْفَ اِمَامِكُمْ قُلْنَا نَعَمْ هٰذَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَفْعَلُوْا اِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَاِنَّهٗ لَا صَلٰوةَ لِمَنْ لَّمْ يَقْرَأْ بِهَا ـ

৮২৩। আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুহাম্মাদ---- উবাদা ইব্‌নুস সামিত (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সাথে ফজরের নামাযের জামাআতে শরীক ছিলাম। নামাযে কুরআন পাঠের সময় তার পাঠ তাঁর জন্য কঠিন হয়ে পড়ে। নামায শেষে তিনি বলেন, সম্ভবতঃ তোমরা ইমামের পিছনে কিরাআত পাঠ করেছ। আমরা বলি, হাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তখন তিনি বলেন, তোমরা সূরা ফাতিহা ব্যতীত অন্য কিছু পাঠ করবে না। কেননা

যে ব্যক্তি সূরা ফাতিহা পড়বে না, তার নামায হবে না– (তিরমিযী, নাসাঈ, বুখারী, মুসলিম, ইব্‌নমাজা)।

٨٢٤– حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْاَزْدِيُّ نَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ نَا الْهَيْثَمُ بْنُ حُمَيْدٍ اَخْبَرَنِيْ زَيْدُ بْنُ وَاقِدٍ عَنْ مَكْحُوْلٍ عَنْ نَافِعِ بْنِ مَحْمُوْدِ بْنِ الرَّبِيْعِ الْاَنْصَارِيِّ قَالَ نَافِعٌ اَبْطَاَ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ عَنْ صَلٰوةِ الصُّبْحِ فَاَقَامَ اَبُوْ نُعَيْمٍ الْمُؤَذِّنُ الصَّلٰوةَ فَصَلّٰى اَبُوْ نُعَيْمٍ بِالنَّاسِ وَاَقْبَلَ عُبَادَةُ وَاَنَا مَعَهُ حَتّٰى صَفَفْنَا خَلْفَ اَبِيْ نُعَيْمٍ وَاَبُوْ نُعَيْمٍ يَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ فَجَعَلَ عُبَادَةُ يَقْرَاُ بِاُمِّ الْقُرْاٰنِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قُلْتُ لِعُبَادَةَ سَمِعْتُكَ تَقْرَاُ بِاُمِّ الْقُرْاٰنِ وَاَبُوْ نُعَيْمٍ يَجْهَرُ قَالَ اَجَلْ. صَلّٰى بِنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْضَ الصَّلَوَاتِ الَّتِيْ يُجْهَرُ فِيْهَا الْقِرَاءَةُ قَالَ فَالْتَبَسَتْ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةُ فَلَمَّا انْصَرَفَ اَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ هَلْ تَقْرَؤُنَ اِذَا جَهَرْتُ بِالْقِرَاءَةِ فَقَالَ بَعْضُنَا اِنَّا نَصْنَعُ ذٰلِكَ قَالَ فَلَا وَاَنَا اَقُوْلُ مَالِيْ يُنَازِعُنِي الْقُرْاٰنُ فَلَا تَقْرَؤُا بِشَيْءٍ مِنَ الْقُرْاٰنِ اِذَا جَهَرْتُ اِلَّا بِاُمِّ الْقُرْاٰنِ.

৮২৪। আর–রবী ইব্‌ন সুলায়মান---- নাফে ইব্‌ন মাহমূদ হতে বর্ণিত। নাফে বলেন, একদা হযরত উবাদা ইব্‌নুস সামিত (রা) বিলম্বে ফজরের নামাযের জামাআতে উপস্থিত হন। এমতাবস্থায় মুআযযিন আবু নুআয়েম (রহ) তাকবীর বলে লোকদের নিয়ে নামায আরম্ভ করেন। তখন আমি এবং উবাদা ইব্‌নুস সামিত (রা) উপস্থিত হয়ে আবু নুআয়েমের পিছনে ইকতিদা করি। এই সময় আবু নুআয়েম উচ্চস্বরে কিরাআত পাঠ করছিলেন এবং উবাদা (রা) সূরা ফাতিহা পাঠ করেন। নামাযান্তে আমি উবাদা (রা)–কে বলিঃ ইমাম আবু নুআয়েম যখন উচ্চস্বরে কিরাআত পাঠ করছিলেন, তখন আমি আপনাকেও সূরা ফাতিহা পড়তে শুনি– এর হেতু কি? তিনি বলেনঃ হাঁ, আমি পাঠ করেছি। একদা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম কোন এক ওয়াক্তের নামাযে আমাদের ইমামতি করেন, যার মধ্যে উচ্চস্বরে কিরাআত পাঠ করতে হয়। রাবী বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (স) কিরাআত পাঠের সময় আট্‌কে যান। অতপর নামাযান্তে তিনি সমবেত মুসল্লীদের লক্ষ্য করে বলেনঃ আমি যখন উচ্চস্বরে কিরাআত পাঠ করছিলাম, তখন তোমরাও কি কিরাআত পাঠ করেছ? জবাবে আমাদের কেউ বলেন, হাঁ আমরাও কিরাআত পাঠ করেছি। তখন তিনি বলেন, এইরূপ আর কখনও করবে না। তিনি আরো বলেন, কিরাআত পাঠের সময় যখন আমি আট্‌কে যাই তখন আমি এইরূপ চিন্তা করি যে, আমার কুরআন পাঠে

কিসে বা কে বাধার সৃষ্টি করছে? অতএব আমি নামাযের মধ্যে উচ্চস্বরে যখন কিরাআত পাঠ করি, তখন তোমরা সূরা ফাতিহা ব্যতীত অন্য কিছু পাঠ করবে না– (নাসাঈ)।

٨٢٥– حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَهْلٍ الرَّمْلِيُّ نَا الْوَلِيْدُ عَنِ ابْنِ جَابِرٍ وَسَعِيْدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْعَلَاءِ عَنْ مَكْحُوْلٍ عَنْ عُبَادَةَ نَحْوَ حَدِيْثِ الرَّبِيْعِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالُوْا فَكَانَ مَكْحُوْلٌ يَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَالصُّبْحِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِيْ كُلِّ رَكْعَةٍ سِرًّا ـ قَالَ مَكْحُوْلٌ اِقْرَأْ فِيْمَا جَهَرَ بِهِ الْاِمَامُ اِذَا قَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسَكَتَ سِرًّا فَاِنْ لَّمْ يَسْكُتْ اِقْرَأْ بِهَا قَبْلَهُ وَمَعَهُ وَبَعْدَهُ لَا تَتْرُكُهَا عَلٰى حَالٍ ـ

৮২৫। আলী ইব্‌ন সাহ্‌ল আর–রামলী— ইব্‌ন জাবের, সাঈদ ইব্‌ন আবদুল আযীয এবং আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌নুল আলা হতে বর্ণিত। তাঁরা হযরত মাক্‌হূল হতে, তিনি হযরত উবাদা (রা) হতে আর–রবী ইব্‌ন সুলায়মানের হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তাঁরা বলেন, হযরত মাক্‌হূল মাগরিব, এশা ও ফজরের নামাযে (ইমামের পিছনে) নীরবে প্রত্যেক রাকাতেই সূরা ফাতিহা পাঠ করতেন।

মাকহূল (রহ) বলেনঃ ইমাম যে নামাযের মধ্যে উচ্চস্বরে কিরাআত পাঠ করেন এবং থামেন তখন নিঃশব্দে সূরা ফাতিহা পাঠ কর। অপরপক্ষে ইমাম যদি বিরতিহীনভাবে কিরাআত পাঠ করেন, এমতাবস্থায় তুমি হয় ইমামের আগে, পরে বা সাথে সূরা ফাতিহা পাঠ কর এবং তা পাঠ করা কখনও ত্যাগ কর না।

١٤٣. بَابُ مَنْ رَّاَى الْقِرَاءَةَ اِذَا لَمْ يَجْهَرْ

১৪৩. অনুচ্ছেদঃ যে নামাযের মধ্যে চুপে চুপে কিরাআত পাঠ করা হয়, তাতে সূরা ফাতিহা পাঠ সম্পর্কে

٨٢٦– حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ اُكَيْمَةَ اللَّيْثِيِّ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنْصَرَفَ مِنْ صَلٰوةٍ جَهَرَ فِيْهَا بِالْقِرَاءَةِ فَقَالَ هَلْ قَرَأَ مَعِيَ اَحَدٌ مِّنْكُمْ اٰنِفًا فَقَالَ رَجُلٌ نَعَمْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنِّيْ اَقُوْلُ مَالِيْ اُنَازَعُ الْقُرْاٰنَ قَالَ فَانْتَهَى النَّاسُ عَنِ الْقِرَاءَةِ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْمَا جَهَرَ فِيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْقِرَاءَةِ مِنَ الصَّلٰوةِ حِيْنَ سَمِعُوْا ذٰلِكَ مِنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوٰى حَدِيْثَ ابْنِ اُكَيْمَةَ هٰذَا مَعْمَرٌ وَّيُوْنُسُ وَاُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَلٰى مَعْنٰى مَالِكٍ ـ

৮২৬। আল–কানাবী···· আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ একদা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম উচ্চস্বরে কিরাআত পাঠের মাধ্যমে নামায আদায়ের পর জিজ্ঞাসা করলেনঃ তোমাদের কেউ এখন আমার সাথে (নামাযের মধ্যে) কিরাআত পাঠ করেছে কি? জবাবে এক ব্যক্তি বলেন, হাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ (স)। তখন নবী করীম (স) বলেনঃ এজন্যই আমার কুরআন পাঠের সময় বিঘ্ন সৃষ্টি হয়েছে।
রাবী বলেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হতে এরূপ শোনার পর সাহাবায়ে কিরাম উচ্চস্বরে কিরাআত পঠিত নামাযে তাঁর পিছনে কিরাআত পাঠ করা হতে বিরত থাকেন–(তিরমিযী, নাসাঈ, ইব্ন মাজা)।
ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেনঃ ইব্ন উকায়মা এই হাদীছটি মামার, ইউনুস, উসামা ইব্ন যায়েদ (রহ) ইমাম যুহরী হতে রাবী মালিকের হাদীছের অনুরূপ অর্থে বর্ণনা করেন।

٨٢٧– حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَّاَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ اَحْمَدَ بْنِ اَبِيْ خَلَفٍ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الزُّهْرِيُّ وَابْنُ السَّرْحِ قَالُوْا نَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ اُكَيْمَةَ يُحَدِّثُ سَعِيْدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ صَلّٰى بِنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلٰوةً نَظُنُّ اَنَّهَا صَلٰوةُ الصُّبْحِ بِمَعْنَاهُ اِلٰى قَوْلِهِ مَالِيْ اُنَازَعُ الْقُرْاٰنَ ـ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ مُسَدَّدٌ فِيْ حَدِيْثِهِ قَالَ مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ فَانْتَهَى النَّاسُ وَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الزُّهْرِيُّ عَنْ بَيْنِهِمْ قَالَ سُفْيَانُ وَتَكَلَّمَ الزُّهْرِيُّ بِكَلِمَةٍ لَّمْ اَسْمَعْهَا فَقَالَ مَعْمَرٌ اِنَّهُ قَالَ فَانْتَهَى النَّاسُ ـ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اِسْحٰقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَانْتَهٰى حَدِيْثُهُ اِلٰى قَوْلِهِ مَالِيْ اُنَازَعُ الْقُرْاٰنَ ـ وَرَوَاهُ الْاَوْزَاعِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ فِيْهِ قَالَ الزُّهْرِيُّ فَاتَّعَظَ الْمُسْلِمُوْنَ بِذٰلِكَ فَلَمْ يَكُوْنُوْا يَقْرَؤُنَ مَعَهُ فِيْمَا يَجْهَرُ بِهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ قَالَ

قَوْلُهُ فَانْتَهَى النَّاسُ مِنْ كَلَامِ الزُّهْرِيِّ -

৮২৭। মুসাদ্দাদ---- সাঈদ ইব্‌নুল মুসাইয়্যাব (রহ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমি হযরত আবু হুরায়রা (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম আমাদের নিয়ে নামায আদায় করেন। সম্ভবতঃ তা ফজরের নামায হবে। অতপর হাদীছটি পূর্ববর্তী হাদীছের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে---- এবং কুরআন পাঠে কিসে বিঘ্ন সৃষ্টি হয়েছে- এই পর্যন্ত বর্ণনা করেন।
আবু দাউদ বলেন, মুসাদ্দাদ তাঁর বর্ণিত হাদীছে এরূপ উল্লেখ করেছেন যে, মামার যুহরী হতে হযরত আবু হুরায়রা (রা)-এর সূত্রে বর্ণনা প্রসংগে বলেনঃ অতপর লোকেরা কিরাআত পাঠ হতে বিরতথাকেন।

আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুহাম্মাদ আয-যুহরীর বর্ণনায় عن بينهم শব্দের উল্লেখ আছে। রাবী সুফিয়ান বলেন যে, ইমাম যুহ্‌রী এমন কিছু কথা বলেছেন যা আমি শুনতে পাইনি। তখন মামার বলেন, তিনি বলেছেন, লোকেরা (মুক্‌তাদীরা) কিরাআত পাঠ করা হতে বিরত থাকেন।
ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেন যে, উক্ত হাদীছ আবদুর রহমান ইব্‌ন ইস্‌হাক ইমাম যুহ্‌রীর সূত্রে "مَالِي أُنَازَعُ الْقُرْآنَ" পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন।
ইমাম আওযাঈ যুহ্‌রীর সূত্রে বর্ণনা প্রসংগে বলেনঃ ইমাম যুহ্‌রীর বর্ণনায় এ কথাও আছে যে, উপরোক্ত ঘটনার পর মুসলমানরা উপদেশ লাভ করেছেন যে, যে নামাযে কিরাআত উচ্চ স্বরে পঠিত হত সেরূপ নামাযে তাঁরা কখনই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের পশ্চাতে কিরাআত পাঠ করতেন না।
ইমাম আবু দাউদ বলেন, আমি মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন ফারেসকে বলতে শুনেছি যে, فَانْتَهَى النَّاسُ (অতপর লোকেরা ইমামের পশ্চাতে কিরাআত পাঠ হতে বিরত থাকেন কথাটুকু ইমাম যুহ্‌রীর।

١٤٤. بَابُ مَنْ رَأَى الْقِرَاءَةَ إِذَا لَمْ يَجْهَرْ

১৪৪. অনুচ্ছেদঃ যে নামাযে কিরাআত উচ্চস্বরে পঠিত হয় না, তাতে মুকতাদীদের কিরাআত পাঠ সম্পর্কে

٨٢٨- حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ نَا شُعْبَةُ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِيُّ أَنَا شُعْبَةُ الْمَعْنَى عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى

اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهْرَ فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَرَأَ خَلْفَهُ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ اَيُّكُمْ قَرَأَ قَالُوْا رَجُلٌ قَالَ قَدْ عَرَفْتُ اَنَّ بَعْضَكُمْ خَالَجَنِيْهَا ـ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ اَبُوْ الْوَلِيْدِ فِيْ حَدِيْثِهِ قَالَ شُعْبَةُ فَقُلْتُ لِقَتَادَةَ اَلَيْسَ قَوْلُ سَعِيْدٍ اَنْصِتْ لِلْقُرْاٰنِ قَالَ ذَاكَ اِذَا جَهَرَ بِهِ ـ وَقَالَ ابْنُ كَثِيْرٍ فِيْ حَدِيْثِهِ قَالَ قُلْتُ لِقَتَادَةَ كَاَنَّهُ كَرِهَهُ قَالَ لَوْكَرِهَهُ نَهٰى عَنْهُ ـ

৮২৮। আবুল ওয়ালীদ ও মুহাম্মাদ ইব্‌ন কাছীর— ইম্‌রান ইব্‌ন হুসায়েন (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম যুহরের নামায পড়াচ্ছিলেন। এক ব্যক্তি এসে তাঁর পিছনে ইক্‌তিদা করে সূরা "সাব্বিহিস্‌মা রব্বিকাল- আলা" পাঠ করে। নামায শেষে নবী করীম (স) জিজ্ঞাসা করেন, তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি সূরা পাঠ করেছে? জবাবে তাঁরা বলেন, এক ব্যক্তি। তখন তিনি (স) বলেন, আমি বুঝতে পেরেছি তোমাদের মধ্যে কোন লোক নামাযের মধ্যে আমাকে অহেতুক জটিলতা ও দুশ্চিন্তায় ফেলে।

ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেন, আবুল ওয়ালীদ তাঁর বর্ণিত হাদীছে শোবার সূত্রে উল্লেখ করেছেন যে, অতপর আমি (শোবা) হযরত কাতাদাকে বলি- সাঈদ বলেননি যে, "কুরআন পাঠকালে নীরব থাক?" তিনি বলেনঃ যে নামাযে কিরাআত উচ্চস্বরে পঠিত হয়, তার জন্যই এই হুকুম। ইমাম ইব্‌ন কাছীর তাঁর হাদীছে বলেনঃ অতপর আমি হযরত কাতাদাকে বলি, সম্ভবত কিরাআত পাঠ নবী করীম (স) যেন অপছন্দ করেছেন। তখন তিনি বলেন, নবী করীম (স) যদি অপছন্দ করতেন তবে কিরাআত পাঠ করতে নিষেধ করতেন।

٨٢٩- حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنّٰى نَا ابْنُ اَبِىْ عَدِيٍّ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلّٰى بِهِمْ فَلَمَّا انْفَتَلَ قَالَ اَيُّكُمْ قَرَأَ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى فَقَالَ رَجُلٌ اَنَا فَقَالَ عَلِمْتُ اَنَّ بَعْضَكُمْ خَالَجَنِيْهَا ـ

৮২৯। ইব্‌নুল- মুছান্না— ইমরান ইব্‌ন হুসায়েন (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ একদা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁদের সাথে জামাআতে নামায আদায়ের পর বলেন, তোমাদের কে সূরা "সাব্বিহিসমা রব্বিকাল-আলা" পাঠ করেছে? জবাবে এক ব্যক্তি বলেন, আমি। তখন নবী করীম (স) বলেনঃ আমি বুঝতে পেরেছি যে, তোমাদের কেউ নামাযের মধ্যে আমাকে কুরআন পাঠে জটিলতায় ফেলেছে। - (মুসলিম, নাসাঈ)।

١٤٥. بَابُ مَا يُجْزِئُ الْأُمِّيَّ وَالْأَعْجَمِيَّ مِنَ الْقِرَاءَةِ

১৪৫. অনুচ্ছেদঃ নিরক্ষর ও অনারব[১] লোকদের কিরাআতের পরিমাণ

٨٣٠- حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ انَا خَالِدٌ عَنْ حُمَيْدٍ الْاَعْرَجِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ وَفِيْنَا الْاَعْرَابِيُّ وَالْعَجَمِيُّ فَقَالَ اقْرَؤُا فَكُلٌّ حَسَنٌ وَسَيَجِيْئُ اَقْوَامٌ يُقِيْمُوْنَهُ كَمَا يُقَامُ الْقِدْحُ يَتَعَجَّلُوْنَهُ وَلَا يَتَاَجَّلُوْنَهُ ـ

৮৩০। ওয়াহ্ব ইব্ন বাকিয়্যা---- হযরত জাবের ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ একদা যখন আমরা কিরাআত পাঠে মগ্ন ছিলাম, তখন হঠাৎ সেখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম আগমন করেন এবং এ সময় আমাদের মধ্যে আরব বেদুইন ও অনারব লোকেরা ছিল। তিনি (স) বলেনঃ তোমরা পাঠ কর, সকলেই উত্তম। কেননা অদূর ভবিষ্যতে এমন সম্প্রদায় নির্গত হবে, যারা কুরআনকে তীরের মত ঠিক করবে (অর্থাৎ তাজবীদ নিয়ে অত্যন্ত বাড়াবাড়ি করবে), তা দ্রুত গতিতে পাঠ করবে, ধীরস্থিরভাবে পড়বে না।[২]

٨٣١- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ نَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ عَمْرُو بْنُ لَهِيْعَةَ عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ عَنْ وَفَاءِ بْنِ شُرَيْحٍ الصَّدَفِيِّ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا وَنَحْنُ نَقْتَرِئُ فَقَالَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ كِتَابُ اللّٰهِ وَاحِدٌ وَفِيْكُمُ الْاَحْمَرُ وَفِيْكُمُ الْاَبْيَضُ وَفِيْكُمُ الْاَسْوَدُ اِقْرَأُوْهُ قَبْلَ اَنْ يَقْرَءَ اَقْوَامٌ يُقِيْمُوْنَهُ كَمَا يُقَوَّمُ السَّهْمُ يَتَعَجَّلُ اَجْرَهُ وَلَا يَتَاَجَّلُهُ ـ

১। সাধারণতঃ ঐ সমস্ত লোকদের আজমী বলা হয়, যারা আরব এলাকার বাইরে বসবাস করে এবং আরবী যাদের মাতৃভাষা নয়। আজমী শব্দের আভিধানিক অর্থ হল- মুক। আরবরা অহংকার হেতু অনারব (আরব জগতের বাইরের) লোকদের আজমী বলত। -(অনুবাদক)

২। অর্থাৎ নবী করীম (স) আখেরী যামানার এক শ্রেণীর কুরআন পাঠকদের সম্পর্কে এরূপ ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন, যারা হিদায়াতের পরিবর্তে স্বীয় যশ, মান ও খ্যাতির জন্য কুরআন পাঠ করবে। এতে তাদের উদ্দেশ্য হবে দুনিয়ার ফায়দা হাসিল করা, আখিরাতের কল্যাণ লাভের জন্য তারা সচেষ্ট হবে না।

৮৩১। আহ্‌মাদ ইব্‌ন সালেহ---- সাহল ইব্‌ন সা'দ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ এক দিন আমরা কিরাআত পাঠ করাকালীন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম উপস্থিত হয়ে বলেনঃ আল্‌হাম্‌দু লিল্লাহ! আল্লাহ্‌র কিতাব- একই এবং তোমাদের কেউ লাল, কেউ সাদা এবং কেউ কাল রঙের। তোমরা ঐ সম্প্রদায়ের আবির্ভাবের পূর্বে কিরাআত পাঠ কর যারা কুরআনকে তীরের ন্যায় দৃঢ় করবে। তারা কুরআন পাঠের (বিনিময় দুনিয়াতে পেতে) তাড়াহূড়া করবে এবং (আখিরাতের) অপেক্ষা করবে না।

٨٣٢- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ نَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ نَا سُفْيَانُ الثَّوْرِىُّ عَنْ اَبِىْ خَالِدٍ الدَّالَانِىِّ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ السَّكْسَكِىِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ اَوْفٰى قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اِنِّىْ لَا اَسْتَطِيْعُ اَنْ اٰخُذَ مِنَ الْقُرْاٰنِ شَيْئًا فَعَلِّمْنِىْ مَا يُجْزِئُنِىْ مِنْهُ فَقَالَ قُلْ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هٰذَا لِلّٰهِ فَمَا لِىْ فَقَالَ قُلِ اللّٰهُمَّ ارْحَمْنِىْ وَارْزُقْنِىْ وَعَافِنِىْ وَاهْدِنِىْ فَلَمَّا قَامَ قَالَ هٰكَذَا بِيَدِهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَّا هٰذَا فَقَدْ مَلَاَ يَدَهُ مِنَ الْخَيْرِ ـ

৮৩২। উছমান ইব্‌ন আবু শায়বা---- আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবু আওফা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ এক ব্যক্তি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নিকট এসে বলেন- আমি কুরআন মুখস্থ করে রাখতে পারি না। অতএব আমাকে এমন কিছু শিক্ষা দিন যা কুরআনের পরিবর্তে যথেষ্ট হবে। তখন নবী করীম (স) বলেনঃ তুমি বলবেঃ
সুব্‌হানাল্লাহ, আল্‌হাম্‌দু লিল্লাহ, ওয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার ওয়ালা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ। তখন ঐ ব্যক্তি বলেনঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! এটা তো আল্লাহ্‌র জন্য- আমার জন্য কি? জবাবে নবী করীম (স) বলেনঃ তুমি বল- আল্লাহুম্মা ইর্‌হাম্‌নী, ওয়ার্‌যুকনী, ওয়া আফিনী ওয়াহ্‌দিনী। অতঃপর রাবী বলেনঃ ঐ ব্যক্তি ঐগুলি হাতের অংগুলিতে গণনা করেন। তখন নবী করীম (স) বলেনঃ এই ব্যক্তি উত্তম বস্ত দ্বারা তার হাত পরিপূর্ণ করেছে-(নাসাঈ)।

٨٣٣- حَدَّثَنَا اَبُوْ تَوْبَةَ الرَّبِيْعُ بْنُ نَافِعٍ اَنَا اَبُوْ اِسْحٰقَ يَعْنِى الْفَزَارِىَّ عَنْ حُمَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كُنَّا نُصَلِّى التَّطَوُّعَ نَدْعُوْ قِيَامًا وَقُعُوْدًا وَنُسَبِّحُ رُكُوْعًا وَسُجُوْدًا ـ

৮৩৩। আবু তাওবা---- জাবের ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমরা নফল নামায আদায় করার সময় দাঁড়ানো ও বসা অবস্থায় দু'আ পাঠ করতাম এবং রুকু ও সিজদার সময় তাস্‌বীহ্ পাঠ করতাম।

٨٣٤- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ نَا حَمَّادٌ عَنْ حُمَيْدٍ مِثْلَهُ لَمْ يَذْكُرِ التَّطَوُّعَ قَالَ كَانَ الْحَسَنُ يَقْرَأُ فِى الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ اِمَامًا اَوْ خَلْفَ اِمَامٍ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَيُسَبِّحُ وَيُكَبِّرُ وَيُهَلِّلُ قَدْرَ قٓ وَالذَّارِيَاتِ ـ

৮৩৪। মূসা ইব্‌ন ইস্‌মাঈল---- হাম্মাদ- হুমায়েদ হতে পূর্ববর্তী হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে সেখানে নফল নামাযের কথা উল্লেখ নাই। তিনি (হুমায়েদ) বলেনঃ হযরত হাসান যুহর ও আসরের নামাযে- ইমাম অথবা মুক্‌তাদী- উভয় অবস্থাতেই সূরা ফাতিহা পাঠ করতেন এবং তিনি উক্ত নামাযের মধ্যে তাস্‌বীহ্, তাহ্‌লীল ও তাক্‌বীর পাঠ করতেন সূরা কাফ ও যারিয়াত পাঠের অনুরূপ সময় পর্যন্ত।

١٤٦. بَابُ تَمَامِ التَّكْبِيْرِ

১৪৬. অনুচ্ছেদ ঃ নামাযের মধ্যে পূর্ণ তাকবীর পাঠ সম্পর্কে

٨٣٥- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ نَا حَمَّادٌ عَنْ غَيْلَانَ بْنِ جَرِيْرٍ عَنْ مُطَرِّفٍ قَالَ صَلَّيْتُ اَنَا وَعِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ خَلْفَ عَلِيِّ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فَكَانَ اِذَا سَجَدَ كَبَّرَ وَاِذَا رَكَعَ كَبَّرَ وَاِذَا نَهَضَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ كَبَّرَ. فَلَمَّا انْصَرَفْنَا اَخَذَ عِمْرَانُ بِيَدِىْ وَقَالَ لَقَدْ صَلَّى هٰذَا قَبْلُ اَوْ قَالَ لَقَدْ صَلَّى بِنَا هٰذَا قَبْلُ صَلٰوةَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ

৮৩৫। সুলায়মান ইব্‌ন হারব---- মুতাররিফ হতে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ একদা আমি ও ইম্‌রান ইব্‌ন হুসায়েন (রা) হযরত আলী ইব্‌ন আবু তালিব (রা)- র পশ্চাতে নামায আদায় করি। তিনি সিজদা ও রুকুতে গমনকালে তাক্‌বীর বলতেন এবং তিনি দুই রাকাত নামায সম্পন্ন করে উঠার সময় তাক্‌বীর বলতেন। নামাযান্তে ফিরে আসার সময় ইমরান (রা) আমার হাত ধরে বলেনঃ ইতিপূর্বে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (স) আমাদর নিয়ে যেরূপে নামায-আদায় করেছেন- তিনিও সে নিয়মে নামায পড়লেন- (বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ)।

٨٣٦- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ نَا اَبِىْ وَبَقِيَّةُ عَنْ شُعَيْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِى اَبُوْ بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَانِ وَاَبُوْ سَلَمَةَ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يُكَبِّرُ فِىْ كُلِّ صَلٰوةٍ مِّنَ الْمَكْتُوْبَةِ اَوْ غَيْرِهَا يُكَبِّرُ حِيْنَ يَقُوْمُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِيْنَ يَرْكَعُ ثُمَّ يَقُوْلُ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ثُمَّ يَقُوْلُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ قَبْلَ اَنْ يَّسْجُدَ ثُمَّ يَقُوْلُ اللّٰهُ اَكْبَرُ حِيْنَ يَهْوِىْ سَاجِدًا ثُمَّ يُكَبِّرُ حِيْنَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِيْنَ يَسْجُدُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِيْنَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِيْنَ يَقُوْمُ مِنَ الْجُلُوْسِ فِىْ اِثْنَتَيْنِ فَيَفْعَلُ ذَالِكَ فِىْ كُلِّ رَكْعَةٍ حَتّٰى يَفْرُغَ مِنَ الصَّلٰوةِ ثُمَّ يَقُوْلُ حِيْنَ يَنْصَرِفُ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ اِنِّىْ لَاَقْرَبُكُمْ شَبَهًا بِصَلٰوةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنْ كَانَتْ هٰذِهِ لَصَلَاتَهُ حَتّٰى فَارَقَ الدُّنْيَا - قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ هٰكَذَا الْكَلَامُ الْاَخِيْرُ يَجْعَلُهُ مَالِكٌ وَّالزُّبَيْدِىُّ وَغَيْرُهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ وَّوَافَقَ عَبْدُ الْاَعْلٰى عَنْ مَعْمَرٍ وَّشُعَيْبِ بْنِ اَبِىْ حَمْزَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ -

৮৩৬। আমর ইব্ন উছমান---- আবু বাক্‌র ইব্ন আবদুর রহ্‌মান এবং আবু সালামা (রহ) হতে বর্ণিত। তাঁরা বলেন, আবু হুরায়রা (রা) ফরয ও অন্যান্য নামায আদায়ের সময় দাঁড়ানো ও রুকু করাকালে তাকবীর বলতেন। অতঃপর তিনি দাঁড়িয়ে "সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ" বলার পর "রব্বানা ওয়া লাকাল–হাম্‌দ" বলতেন সিজদায় যাওয়ার পূর্বে। অতঃপর তিনি সিজদায় যেতে "আল্লাহু আকবার" বলতেন। সিজদা হতে মাথা উত্তোলন এবং পুনরায় সিজদায় গমনকালে তিনি তাক্‌বীর বলতেন, অতঃপর সিজদা হতে মাথা উঠাবার সময় তাক্‌বীর বলতেন। দ্বিতীয় রাকাতের বৈঠক হতে দন্ডায়মান হবার সময়ও তিনি আল্লাহু আকবার বলতেন। তিনি প্রত্যেক রাকাতেই আল্লাহু আকবার বলতেন। নামাযান্তে তিনি বলতেনঃ আল্লাহ্‌র শপথ! যাঁর হাতে আমার জীবন! তোমাদের তুলনায় আমার নামায রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নামাযের সাথে অধিকতর সামঞ্জস্যপূর্ণ। তিনি (স) দুনিয়া হতে বিদায় গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত এরূপে নামায আদায় করেন– (বুখারী, নাসাঈ, মুসলিম)।

ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেন, ইমাম মালেক---- আলী ইব্ন হুসাইনের সূত্রে এটাকে সর্বশেষ বাক্য বলেছেন। আবদুল আলা---- যুহরীর সূত্রে এ ব্যাপারে একমত প্রকাশ করেছেন।

٨٣٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَابْنُ الْمُثَنَّى قَالَا نَا اَبُوْ دَاوُدَ نَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عِمْرَانَ قَالَ ابْنُ بَشَّارٍ الشَّامِيُّ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَاَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ الْعَسْقَلَانِيُّ عَنِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ اَبْزٰى عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ صَلّٰى مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ لَا يُتِمُّ التَّكْبِيْرَ ـ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ مَعْنَاهُ اِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ وَاَرَادَ اَنْ يَّسْجُدَ لَمْ يُكَبِّرْ وَاِذَا قَامَ مِنَ السُّجُوْدِ لَمْ يُكَبِّرْ ـ

৮৩৭। মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার--- আবদুর রহমান ইব্‌ন আবযা থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সাথে নামায আদায় করেন। তিনি (স) তাক্‌বীর পূর্ণভাবে বলেননি।

ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেনঃ এর অর্থ এই যে, তিনি (স) রুকূ হতে মাথা উঠিয়ে যখন সিজদায় যাওয়ার ইচ্ছা করতেন তখন পূর্ণরূপে তাক্‌বীর উচ্চারণ করতেন না। তিনি সিজদা হতে দাঁড়াবার সময়ও পূর্ণরূপে তাকবীর উচ্চারণ করতেন না।

١٤٧. بَابُ كَيْفَ يَضَعُ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ

১৪৭. অনুচ্ছেদ : সিজদার সময় হাত রাখার পূর্বে হাঁটু রাখার বর্ণনা

٨٣٨- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ وَحُسَيْنُ بْنُ عِيْسٰى قَالَا نَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ اَنَا شَرِيْكٌ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا سَجَدَ وَضَعَ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ وَاِذَا نَهَضَ رَفَعَ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ ـ

৮৩৮। আল-হাসান ইব্‌ন আলী--- ওয়ায়েল ইব্‌ন হুজর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে নামায পড়াকালে সিজদায় যাওয়ার সময় (মাটিতে) হাতের পূর্বে হাঁটু রাখতে দেখেছি। তিনি (স) সিজদা হতে দাঁড়াবার সময় হাঁটুর পূর্বে হাত উঠাতেন- (তিরমিযী, নাসাঈ, ইব্‌ন মাজা)।

٨٣٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ نَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ نَا هَمَّامٌ نَا مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ

عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ حَدِيْثَ الصَّلٰوةِ قَالَ فَلَمَّا سَجَدَ وَقَعَتَا رُكْبَتَاهُ اِلَى الْاَرْضِ قَبْلَ اَنْ يَّقَعَا كَفَّاهُ ـ قَالَ هَمَّامٌ نَا شَقِيْقٌ حَدَّثَنِى عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ هٰذَا اَوْ فِىْ حَدِيْثِ اَحَدِهِمَا وَاَكْبَرُ عِلْمِىْ اَنَّهُ فِىْ حَدِيْثِ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ وَاِذَا نَهَضَ نَهَضَ عَلٰى رُكْبَتَيْهِ وَاعْتَمَدَ عَلٰى فَخِذِهِ ـ

৮৩৯। মুহাম্মাদ ইব্‌ন মামার---- আবদুল জব্বার ইব্‌ন ওয়ায়েল থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নামায সম্পর্কে হাদীছ বর্ণনা করেন। তিনি বলেনঃ নবী করীম (স) সিজদায় যেতে তাঁর হস্তদ্বয় মাটিতে রাখার পূর্বে হাঁটুদ্বয় মাটিতে স্থিরভাবেরাখতেন।
রাবী হাম্মাম (রহ) শাকীকের সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেনঃ আসিম ইব্‌ন কুলায়েব তাঁর পিতার সূত্রে, তিনি নবী করীম (স) হতে এই সূত্রে উপরোক্ত হাদীছের অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করেছেন। বর্ণিত রাবীদ্বয়ের মধ্যে আমার জানামতে সম্ভবতঃ মুহাম্মাদ ইব্‌ন জুহাদার বর্ণিত হাদীছে আছে যে, তিনি (স) যখন সিজদার পর দাঁড়াতেন তখন তিনি (স) হাঁটু ও রানের উপর ভর করে দাঁড়াতেন।

٨٤٠ـ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ نَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ حَسَنٍ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا سَجَدَ اَحَدُكُمْ فَلَا يَبْرُكْ كَمَا يَبْرُكُ الْبَعِيْرُ وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ ـ

৮৪০। সাঈদ ইব্‌ন মানসূর---- আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ তোমরা সিজদা করার সময় উটের ন্যায় বসবে না এবং সিজদায় যেতে মাটিতে হাঁটু রাখার পূর্বে হাত রাখবে।[১]

---

১. পূর্ববর্তী হাদীছে সিজদায় যেতে হাতের পূর্বে হাঁটু রাখার কথা উল্লেখিত হয়েছে। অধিকাংশ ফকীহ্‌- এর মতে এই হাদীছটি গ্রহণযোগ্য এবং কোন কোন মাযহাব হযরত আবু হুরায়রা (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীছ অনুযায়ী আমল করেন।- (অনুবাদক)

٨٤١– حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ نَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نَافِعٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ حَسَنٍ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْمِدُ اَحَدُكُمْ فِىْ صَلَاتِهِ يَبْرُكُ كَمَا يَبْرُكُ الْجَمَلُ ـ

৮৪১। কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ---- আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ তোমাদের মধ্যে কিছু লোক নামাযের মধ্যে উটের বসার ন্যায় বসে– (তিরমিযী, নাসাই)।

١٤٨. بَابُ النُّهُوْضِ فِى الْفَرْدِ

১৪৮. অনুচ্ছেদ : প্রথম ও তৃতীয় রাকাতের পর দাঁড়ানোর নিয়ম

٨٤٢– حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا اِسْمَاعِيْلُ يَعْنِى ابْنَ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ اَبِىْ قِلَابَةَ قَالَ جَاءَنَا اَبُوْ سُلَيْمَانَ مَالِكُ ابْنُ الْحُوَيْرِثِ اِلٰى مَسْجِدِنَا فَقَالَ وَاللّٰهِ اِنِّىْ لَاُصَلِّىْ وَمَا اُرِيْدُ الصَّلٰوةَ وَلٰكِنِّىْ اُرِيْدُ اَنْ اُرِيَكُمْ كَيْفَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّىْ قَالَ قُلْتُ لِاَبِىْ قِلَابَةَ كَيْفَ صَلّٰى قَالَ مِثْلَ صَلٰوةِ شَيْخِنَا هٰذَا يَعْنِى عَمْرَو بْنَ سَلَمَةَ اِمَامَهُمْ وَذَكَرَ اَنَّهُ كَانَ اِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الْاٰخِرَةِ فِى الرَّكْعَةِ الْاُوْلٰى قَعَدَ ثُمَّ قَامَ ـ

৮৪২। মুসাদ্দাদ---- আবু কিলাবা হতে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ একদা আবু সুলায়মান মালিক ইব্‌নুল হুআয়রিছ (রা) আমাদের মসজিদে এসে বলেন– আল্লাহ্‌র শপথ। আমি নামায আদায়ের মাধ্যমে তোমাদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম যে পদ্ধতিতে নামায আদায় করতেন– তা প্রদর্শন করতে চাই।

রাবী বলেনঃ অতঃপর আমি হযরত আবু কিলাবাকে বলি, তিনি (স) কিভাবে নামায আদায় করতেন? জবাবে তিনি বলেনঃ আমাদের শায়েখ হযরত আমর ইব্‌ন সালমা (রাহ)– এর নামাযের ন্যায়, যিনি তাদের ইমাম ছিলেন। বর্ণনা প্রসংগে রাবী আরো বলেছেন, তিনি যখন প্রথম রাকাতের শেষ সিজদা হতে মাথা উঠাতেন তখন একটু বসে– অতঃপর দন্ডায়মান হতেন[১]– (বুখারী, নাসাঈ)।

১। প্রথম রাকাতের দ্বিতীয় সিজদার পর হানাফী মাযহাব অনুসারে বসার প্রয়োজন নাই, এবং সিজদা শেষে সরাসরি দাঁড়াতে হবে।– (অনুবাদক)

٨٤٣- حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ اَيُّوْبَ نَا اِسْمَاعِيلُ عَنْ اَيُّوبَ عَنْ اَبِى قِلَابَةَ قَالَ جَاءَ اَبُوْ سُلَيْمَانَ مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ اِلَى مَسْجِدِنَا فَقَالَ وَاللّٰهِ اِنِّى لَاُصَلِّى وَمَا اُرِيْدُ الصَّلٰوةَ وَلٰكِنِّى اُرِيْدُ اَنْ اُرِيَكُمْ كَيْفَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى قَالَ فَقَعَدَ فِى الرَّكْعَةِ الْاُوْلٰى حِيْنَ رَفَعَ رَاْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الْاٰخِرَةِ -

৮৪৩। যিয়াদ ইব্‌ন আইউব— আবু কিলাবা (রহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আবু সুলায়মান মালিক ইব্‌নুল-হুওয়ায়রিছ (রা) একদা আমাদের মসজিদে আগমন করে বলেন, আল্লাহ্‌র শপথ। আমি তোমাদেরকে নামায আদায়ের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে যেভাবে নামায আদায় করতে দেখেছি তা প্রদর্শন করতে চাই।

রাবী বলেনঃ অতঃপর তিনি প্রথম রাকাতের দ্বিতীয় সিজদা হতে মাথা উত্তোলন করে একটু বসেন।

٨٤٤- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا هُشَيْمٌ عَنْ خَالِدٍ عَنْ اَبِى قِلَابَةَ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ اَنَّهُ رَاَى النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا كَانَ فِىْ وِتْرٍ مِّنْ صَلَاتِهِ لَمْ يَنْهَضْ حَتّٰى يَسْتَوِىَ قَاعِدًا -

৮৪৪। মুসাদ্দাদ— মালিক ইব্‌নুল হুওয়ায়রিছ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে "বেতের নামাযের"[১] মধ্যে দ্বিতীয় সিজদা আদায়ের পর একটু বসে অতঃপর দাঁড়াতে দেখেছেন- (বুখারী, নাসাঈ, তিরমিযী)।

١٤٩. بَابُ الْاِقْعَاءِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ

১৪৯. অনুচ্ছেদ : দুই সিজদার মাঝখানে বসা

٨٤٥- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُعِيْنٍ نَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِىْ اَبُو الزُّبَيْرِ اَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا يَقُوْلُ قُلْنَا لِابْنِ عَبَّاسٍ فِى الْاِقْعَاءِ عَلَى الْقَدَمَيْنِ فِىْ

---

১. এস্থলে "বেতের" শব্দের অর্থ- প্রথম রাকাত এবং চার রাকাত- ওয়ালা নামাযের তৃতীয় রাকাত এবং তিন রাকাত- ওয়ালা নামাযের প্রথম রাকাত। তবে হানাফী মাযহাব মতে- এস্থলে বসবার প্রয়োজন নাই। -(অনুবাদক)

السُّجُوْدِ فَقَالَ هِيَ السُّنَّةُ قَالَ قُلْنَا اِنَّا لَنَرَاهُ جَفَاءً بِالرَّجُلِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ هِيَ سُنَّةُ نَبِيِّكَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

৮৪৫। ইয়াহ্ইয়া ইব্ন মুঈন— ইব্ন জুরায়েজ হতে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আবু জুবায়ের- তাউস হতে শ্রবণ করে আমাকে বলেছেন ঃ আমরা হযরত ইব্ন আব্বাস (রা)- কে দুই সিজদার মধ্যবর্তী সময়ে ইকআ (গোড়ালির উপর পাছা রেখে বসা) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি। জবাবে তিনি বলেনঃ তা সুন্নাত। অতঃপর আমরা বলি যে, এটাকে আমরা তো পায়ের উপর জুলুম মনে করি। জবাবে হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেনঃ এটা তোমার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সুন্নাত- (মুসলিম, আহ্মাদ, তিরমিযী)।

١٥٠. بَابُ مَا يَقُوْلُ اِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ

১৫০. অনুচ্ছেদ ঃ রুকু থেকে মাথা উত্তোলনের সময় যা বলবে

٨٤٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسَى نَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَاَبُوْ مُعَاوِيَةَ وَوَكِيْعٌ وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ كُلُّهُمْ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ الْحَسَنِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ اَبِيْ اَوْفَى يَقُوْلُ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ يَقُوْلُ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمٰوَاتِ وَمِلْءَ الْاَرْضِ وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ - قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَشُعْبَةُ بْنُ الْحَجَّاجِ عَنْ عُبَيْدٍ اَبِي الْحَسَنِ هٰذَا الْحَدِيْثُ لَيْسَ فِيْهِ بَعْدَ الرُّكُوْعِ - قَالَ سُفْيَانُ لَقِيْنَا الشَّيْخَ عُبَيْدًا اَبَا الْحَسَنِ فَلَمْ يَقُلْ فِيْهِ بَعْدَ الرُّكُوْعِ - قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ شُعْبَةُ عَنْ اَبِيْ عِصْمَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ عُبَيْدٍ قَالَ بَعْدَ الرُّكُوْعِ -

৮৪৬। মুহাম্মাদ ইব্ন ঈসা— হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন আবু আওফা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম রুকু হতে সোজা হওয়ার পর "সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ আল্লাহুম্মা রব্বানা লাকাল্-হাম্দ, মিলউস্-সামাওয়াতে ওয়া মিল্উল-আরদে ওয়া মিলউ মা শি'তা মিন্ শায়ইন বা'দু" বলতেন- (মুসলিম, আহমাদ, তিরমিযী)।
ইমাম আবু দাউদ (রহ) বলেনঃ সুফিয়ান ও শো'বা- উবায়েদ আবুল হাসান হতে হাদীছটি বর্ণনা

করেছেন। তাতে "রুকুর পরে" শব্দটির উল্লেখ নাই।
ইমাম সুফিয়ান ছাওরী বলেনঃ আমরা শায়খ উবায়েদ আবুল হাসানের সাথে সাক্ষাত করলে তিনি তাতে "রুকুর পরে" শব্দটির উল্লেখ করেন নাই।
ইমাম আবু দাউদ বলেনঃ শো'বা (রহ) আবু ইসমা হতে, তিনি আ'মাশ হতে, তিনি উবায়েদ হতে এই হাদীছ বর্ণনাকালে "রুকুর পরে" শব্দটি উল্লেখ করেছেন।

٨٤٧- حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ الْفَضْلِ الْحَرَّانِيُّ نَا الْوَلِيْدُ ح وَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ خَالِدٍ نَا اَبُوْ مُسْهِرٍ ح وَنَا ابْنُ السَّرْحِ نَا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ ح وَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبٍ نَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ كُلُّهُم عَنْ سَعِيْدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ قَيْسٍ عَنْ قَزَعَةَ بْنِ يَحْيٰى عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُوْلُ حِيْنَ يَقُوْلُ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَاءِ قَالَ مُؤَمَّلٌ مِلْءَ السَّمٰوَاتِ وَمِلْءَ الْاَرْضِ وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ اَهْلَ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ اَحَقُّ مَا قَالَ الْعَبْدُ وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ لَا مَانِعَ لِمَا اَعْطَيْتَ زَادَ مَحْمُوْدٌ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ ثُمَّ اتَّفَقُوْا وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ وَقَالَ بِشْرٌ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ لَمْ يَقُلْ مَحْمُوْدٌ اَللّٰهُمَّ قَالَ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ -

৮৪৭। মুআম্মাল ইব্‌নুল ফাদল আল-হাররানী— আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম যখন "সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহু" বলতেন, তখন এর সাথে "আল্লাহুম্মা রব্বানা লাকাল্‌-হাম্‌দ মিল্‌উস্‌-সামায়ে" (রাবী মুআম্মালের বর্ণনানুযায়ী) "মিল্‌উস্‌-সামাওয়াতে ওয়া মিল্‌উল্‌ আরদে ওয়া মিল্‌উ মা শি'তা মিন শায়ইন বা'দু, আহ্‌লুছ্‌-ছানায়ে ওয়াল-মাজ্‌দে আহাক্কু মা-কালাল্‌ আবদু, ওয়া কুল্লুনা লাকা আবদুন লা মানিআ লিমা আতাইতা" বলতেন।
রাবী মাহমূদ এর সাথে আরো অতিরিক্ত "ওয়ালা মুতিয়া লিমা মানাতা" শব্দটি বলেছেন। অতঃপর সকল রাবী এ ব্যাপারে একমত যে, রাসূলুল্লাহ (স) আরো বলেনঃ "ওয়ালা ইয়ান্‌ফাউ যাল-জাদ্দে মিনকাল্‌জাদ্দু।"
রাবী বিশ্‌র বর্ণনা করেছেন যে, নবী করীম (স) শুধুমাত্র "রব্বানা লাকাল্‌-হাম্‌দ" বলতেন।
রাবী মাহমূদের বর্ণনানুযায়ী "আল্লাহুম্মা" শব্দটির উল্লেখ নাই, বরং তাঁর বর্ণনায় নবী করীম (স) "রব্বানা লাকাল্‌-হাম্‌দ" বলতেন বলে উল্লেখ আছে- (মুসলিম, নাসাঈ)।

٨٤٨- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ سُمَىٍّ عَنْ اَبِىْ صَالِحِ السَّمَّانِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا قَالَ الْاِمَامُ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُوْلُوْا اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ فَاِنَّهُ مَنْ وَّافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلٰئِكَةِ غُفِرَلَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ـ

৮৪৮। আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসলামা— আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ যখন ইমাম "সামিআল্লাহ লিমান হামিদা" বলবে তখন তোমরা (মুকতাদিগণ) "আল্লাহুম্মা রব্বানা লাকাল–হাম্‌দ" বলবে। কেননা যে ব্যক্তির এ উক্তির সাথে ফেরেশতাদের উক্তির সমন্বয় ঘটবে তার পূর্বের গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে– (বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, তিরমিযী)।

٨٤٩- حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عَمَّارٍ نَا اَسْبَاطٌ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عَامِرٍ قَالَ لَا يَقُوْلُ الْقَوْمُ خَلْفَ الْاِمَامِ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ وَلٰكِنْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ ـ

৮৪৯। বিশ্‌র ইব্‌ন আম্মার— আমের (রহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ মুকতাদিগণ ইমামের পিছনে "সামিআল্লাহ লিমান হামিদাহ" বলবে না, বরং "রব্বানা লাকাল–হাম্‌দ" বলবে।

١٥١. بَابُ الدُّعَاءِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ

১৫১. অনুচ্ছেদ : দুই সিজদার মাঝখানে পাঠের দুআ

٨٥٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُوْدٍ نَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ نَا كَامِلٌ اَبُو الْعَلَاءِ حَدَّثَنِىْ حَبِيْبُ بْنُ اَبِىْ ثَابِتٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ وَارْحَمْنِىْ وَعَافِنِىْ وَاهْدِنِىْ وَارْزُقْنِىْ ـ

৮৫০। মুহাম্মাদ ইব্‌ন মাসউদ— ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম দুই সিজদার মাঝে নিম্নোক্ত দুআ পাঠ করতেন। "আল্লাহুম্মাগফির লী, ওয়ারহামনী, ওয়া আফিনী, ওয়াহদিনী, ওয়ারযুকনী– (ইব্‌ন মাজা, তিরমিযী)।

١٥٢. بَابُ رَفْعِ النِّسَاءِ اِذَا كُنَّ مَعَ الْاِمَامِ رُؤُسَهُنَّ مِنَ السَّجْدَةِ

১৫২. অনুচ্ছেদ ঃ ইমামের সাথে নামায আদায়কালে মহিলারা পুরুষদের পরে সিজদা থেকে মাথা তুলবে

٨٥١– حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَوَكِّلِ الْعَسْقَلَانِيُّ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَنَا مَعْمَرٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُسْلِمٍ اَخِي الزُّهْرِيِّ عَنْ مَوْلًى لِاَسْمَاءَ ابْنَةِ اَبِيْ بَكْرٍ عَنْ اَسْمَاءَ ابْنَةِ اَبِيْ بَكْرٍ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ كَانَ مِنْكُنَّ تُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلَا تَرْفَعْ رَأْسَهَا حَتّٰى يَرْفَعَ الرِّجَالُ رُؤُسَهُمْ كَرَاهِيَةَ اَنْ يَّرَيْنَ مِنْ عَوْرَاتِ الرِّجَالِ ـ

৮৫১। মুহাম্মাদ ইব্নুল মুতাওয়াক্কিল--- আসমা বিন্‌তে আবু বাক্‌র (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছিঃ তোমাদের (মহিলাদের) মধ্যে যারা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাসী, তারা যেন পুরুষদের মাথা উত্তোলনের পূর্বে নিজেদের মাথা না উঠায়। তা এইজন্য যে, যাতে মহিলারা পুরুষদের সতর দেখতে না পায়।

١٥٣. بَابُ طُوْلِ الْقِيَامِ مِنَ الرُّكُوْعِ وَبَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ

১৫৩. অনুচ্ছেদ ঃ রুকু থেকে উঠে দাঁড়ানো এবং দুই সিজদার মাঝখানে বিরতির পরিমাণ

٨٥٢– حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ نَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنِ ابْنِ اَبِيْ لَيْلٰى عَنِ الْبَرَاءِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ سُجُوْدُهُ وَرُكُوْعُهُ وَقُعُوْدُهُ مَا بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ قَرِيْبًا مِّنَ السَّوَاءِ ـ

৮৫২। হাফ্স ইব্ন উমার--- আল–বারাআ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম সিজ্‌দা, রুকু ও দুই সিজ্‌দার মধ্যবর্তী বৈঠকে প্রায় একই পরিমাণ সময় ব্যয় করতেন– (বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, তিরমিযী)।

٨٥٣– حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ نَا حَمَّادٌ اَنَا ثَابِتٌ وَحُمَيْدٌ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ

قَالَ مَا صَلَّيْتُ خَلْفَ رَجُلٍ اَوْجَزَ صَلٰوةً مِّنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ تَمَامٍ وَّكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ قَامَ حَتّٰى نَقُوْلَ قَدْ اَوْهِمَ ثُمَّ يُكَبِّرُ وَيَسْجُدُ وَكَانَ يَقْعُدُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ حَتّٰى نَقُوْلَ قَدْ اَوْهِمَ ـ

৮৫৩। মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল--- আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম নামায যেরূপ সংক্ষেপে কিন্তু পরিপূর্ণভাবে আদায় করতেন, আমি এরূপ নামায আর কারো পেছনে পড়ি নাই। যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম "সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ" বলার পর এত দীর্ঘক্ষণ দন্ডায়মান থাকতেন যে, আমাদের মনে হত হয়ত তিনি ভুলে গেছেন। অতঃপর তিনি তাকবীর বলে সিজদা করতেন এবং দুই সিজদার মধ্যবর্তী সময়ে এত বিলম্ব করতেন যে, আমরা মনে করতাম তিনি হয়ত দ্বিতীয় সিজদার কথা ভুলে গেছেন।

٨٥٤ـ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَّاَبُوْ كَامِلٍ دَخَلَ حَدِيْثُ اَحَدِهِمَا فِى الْاٰخَرِ قَالَ نَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ هِلَالِ بْنِ اَبِىْ حُمَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ لَيْلٰى عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ رَمَقْتُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ اَبُوْ كَامِلٍ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الصَّلٰوةِ فَوَجَدْتُّ قِيَامَهٗ كَرَكْعَتِهٖ وَسَجْدَتِهٖ وَاعْتِدَالَهٗ فِى الرَّكْعَةِ كَسَجْدَتِهٖ وَجَلْسَتَهٗ بَيْنَ سَجْدَتَيْنِ وَسَجْدَتَهٗ مَا بَيْنَ التَّسْلِيْمِ وَالْاِنْصِرَافِ قَرِيْبًا مِنَ السَّوَاءِ ـ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ مُسَدَّدٌ فَرَكْعَتَهٗ وَاعْتِدَالَهٗ بَيْنَ الرَّكْعَتَيْنِ فَسَجْدَتَهٗ فَجَلْسَتَهٗ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ فَسَجْدَتَهٗ فَجَلْسَتَهٗ بَيْنَ التَّسْلِيْمِ وَالْاِنْصِرَافِ قَرِيْبًا مِّنَ السَّوَاءِ ـ

৮৫৪। মুসাদ্দাদ ও আবু কামেল--- আল-বারাআ ইব্‌ন আযেব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমি ইচ্ছাকৃতভাবে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে নামাযের অবস্থায় দেখি। আমি তাঁর কিয়াম (দন্ডায়মান অবস্থা) তাঁর রুকূ ও সিজ্‌দার সমতুল্য পেলাম। তাঁর রুকুতে অবস্থান, তাঁর সিজদার সমান এবং দুই সিজদার মাঝখানের বৈঠক, অতঃপর সিজদা করা, অতঃপর সালাম ফিরানো পর্যন্ত বৈঠক সবই প্রায় সমান পেয়েছি- (বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, তিরমিযী)।

আবু দাউদ (রহ) বলেন, মুসাদ্দাদ বলেছেন, তাঁর রুকু এবং দুই রাকাতের মাঝখানের ইতিদাল, তাঁর সিজ্‌দা ও দুই সিজ্‌দার মাঝে বসা, অতঃপর তাঁর দ্বিতীয় সিজ্‌দা এবং সালাম ফিরানোর পর লোকদের দিকে মুখ করে বসা– সবকিছুই (সময়ের ব্যবধানে) প্রায় সমান ছিল।

١٥٤. بَابُ صَلٰوةِ مَنْ لَّايُقِيْمُ صُلْبَهُ فِى الرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ

১৫৪. অনুচ্ছেদঃ যে ব্যক্তি রুকু ও সিজদা হতে উঠে পিঠ সোজা করে না

٨٥٥– حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ النَّمَرِىُّ نَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ اَبِىْ مَعْمَرٍ عَنْ اَبِىْ مَسْعُوْدٍ الْبَدْرِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُجْزِئُ صَلٰوةُ الرَّجُلِ حَتّٰى يُقِيْمَ ظَهْرَهُ فِى الرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ ـ

৮৫৫। হাফ্স ইব্‌ন উমার---- আবু মাসউদ আল–বদরী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেনঃ যে ব্যক্তি রুকু হতে উঠার পর সোজা হয়ে দাঁড়াবে না এবং দুই সিজদার মধ্যবর্তী বিরতির সময় সোজা হয়ে বসবে না তার নামায যথেষ্ট হবে না– (নাসাঈ, ইব্‌ন মাজা, তিরমিযী)।

٨٥٦– حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ نَا اَنَسٌ يَعْنِىْ اِبْنَ عِيَاضٍ. ح وَنَا ابْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنِىْ يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ وَهٰذَا لَفْظُ ابْنِ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنِىْ سَعِيْدُ بْنُ اَبِىْ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَدَخَلَ رَجُلٌ فَصَلّٰى ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَدَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ السَّلَامَ وَقَالَ اِرْجِعْ فَصَلِّ فَاِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ ـ فَرَجَعَ الرَّجُلُ فَصَلّٰى كَمَا كَانَ صَلّٰى ثُمَّ جَاءَ اِلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْكَ السَّلَامُ ثُمَّ قَالَ اِرْجِعْ فَصَلِّ فَاِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ حَتّٰى فَعَلَ ذٰلِكَ ثَلٰثَ مِرَارٍ فَقَالَ الرَّجُلُ وَالَّذِىْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا اُحْسِنُ غَيْرَ هٰذَا فَعَلِّمْنِىْ ـ قَالَ اِذَا قُمْتَ اِلَى الصَّلٰوةِ فَكَبِّرْ ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْاٰنِ ثُمَّ ارْكَعْ حَتّٰى تَطْمَئِنَّ

رَاكِعًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتّٰى تَعْتَدِلَ قَائِمًا ثُمَّ اسْجُدْ حَتّٰى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ اجْلِسْ حَتّٰى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا ثُمَّ افْعَلْ ذٰلِكَ فِىْ صَلَاتِكَ كُلِّهَا ـ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ الْقَعْنَبِىُّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ سَعِيْدِ الْمَقْبُرِىِّ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ وَقَالَ فِىْ اٰخِرِهِ فَاِذَا فَعَلْتَ هٰذَا فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُكَ وَمَا انْتَقَصْتَ مِنْ هٰذَا شَيْئًا فَاِنَّمَا انْتَقَصْتَهُ مِنْ صَلَاتِكَ ـ وَقَالَ فِيْهِ اِذَا قُمْتَ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاَسْبِغِ الْوُضُوْءَ ـ

৮৫৬। আল-কানাবী---- আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম মসজিদে প্রবেশ করলেন। এক ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করতঃ নামায আদায়ের পর তাঁকে গিয়ে সালাম করল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তার সালামের জবাব দিয়ে বলেনঃ তুমি পুনরায় গিয়ে নামায আদায় কর, কারণ তোমার নামায হয় নাই। অতপর ঐ ব্যক্তি পূর্ববত নামায পড়ে এসে নবী করীম (স)-কে পুনরায় সালাম প্রদান করল। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তার সালামের জবাব দিয়ে বলেনঃ তুমি পুনরায় গিয়ে নামায আদায় কর, তোমার নামায হয় নাই। এভাবে সে তিনবার নামায পড়ল। তখন ঐ নামাযী ব্যক্তি বললঃ আল্লাহুর শপথ! যিনি আপনাকে সত্য সহকারে প্রেরণ করেছেন, এর চাইতে উত্তমরূপে আমি নামায পড়তে জানি না। অতএব নামাযের পদ্ধতি আমাকে শিখিয়ে দিন। তখন নবী করীম (স) বলেনঃ যখন তুমি নামাযে দণ্ডায়মান হবে তখন সর্বপ্রথম তাক্‌বীরে তাহরীমা বল। অতঃপর তোমার সুবিধা অনুযায়ী কুরআনের আয়াত পাঠ কর, অতঃপর শান্তি ও স্থিরতার সাথে রুকু করবে, অতপর রুকু হতে একদম সোজা হয়ে দাঁড়াবে। অতপর ধীরস্থিরভাবে সিজ্‌দা আদায় করবে এবং (দুই সিজ্‌দার মধ্যবর্তী স্থানে) সোজা হয়ে বসবে। তুমি তোমার সমস্ত নামায এরূপে আদায় করবে- (বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, ইবন মাজা, তিরমিযী)।

অন্য বর্ণনায় উল্লেখ আছে যে, নবী করীম (স) সবশেষে উক্ত সাহাবীকে বলেন, যখন তুমি এরূপে নামায আদায় করবে, তখনই তোমার নামায পরিপূর্ণভাবে আদায় হবে। যদি তুমি এর কোন অংশ আদায়ে ত্রুটি কর, তবে তোমার নামাযও ত্রুটিপূর্ণ হবে। উক্ত বর্ণনায় এরূপও উল্লেখ আছে যে, নবী করীম (স) তাকে বলেনঃ যখন তুমি নামায আদায়ের ইরাদা করবে, তখন প্রথমে উত্তমরূপে উযু করবে।

٨٥٧- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ نَا حَمَّادٌ عَنْ اِسْحٰقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ طَلْحَةَ عَنْ عَلِىِّ بْنِ يَحْيَى بْنِ خَلَّادٍ عَنْ عَمِّهٖ اَنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ قَالَ فِيْهِ فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّهُ لَا تَتِمُّ صَلٰوةُ اَحَدٍ مِنَ النَّاسِ حَتّٰى

يَتَوَضَّأُ فَيَضَعُ الْوُضُوْءَ يَعْنِي مَوَاضِعَهُ ثُمَّ يُكَبِّرُ وَيَحْمَدُ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ وَيُثْنِي عَلَيْهِ وَيَقْرَأُ بِمَا شَاءَ مِنَ الْقُرْاٰنِ ثُمَّ يَقُوْلُ اللّٰهُ اَكْبَرُ ثُمَّ يَرْكَعُ حَتّٰى تَطْمَئِنَّ مَفَاصِلُهُ ثُمَّ يَقُوْلُ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ حَتّٰى يَسْتَوِيَ قَائِمًا ثُمَّ يَقُوْلُ اللّٰهُ اَكْبَرُ ثُمَّ يَسْجُدُ حَتّٰى تَطْمَئِنَّ مَفَاصِلُهُ ثُمَّ يَقُوْلُ اللّٰهُ اَكْبَرُ وَيَرْفَعُ رَأْسَهُ حَتّٰى يَسْتَوِيَ قَاعِدًا ثُمَّ يَقُوْلُ اللّٰهُ اَكْبَرُ ثُمَّ يَسْجُدُ حَتّٰى تَطْمَئِنَّ مَفَاصِلُهُ ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ فَيُكَبِّرُ فَاِذَا فَعَلَ ذٰلِكَ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ ـ

৮৫৭। মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল--- আলী ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (রহ) থেকে তাঁর চাচার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ একদা এক ব্যক্তি মসজিদে প্রশে করে---। অতপর তিনি পূর্ববর্তী হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা প্রসংগে বলেনঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেনঃ উযুর অংগসমূহ উত্তমরূপে ধৌত না করলে নামায পূর্ণ হবে না। উযুর পর তাক্‌বীরে তাহ্‌রীমা বলে হাম্‌দ ও ছানা পাঠ করতঃ কুরআন মজীদ হতে যা সম্ভব পাঠ করবে। অতপর "আল্লাহু আকবার" বলে রুকুতে যাবে- এমতাবস্থায় যে, তার শরীরের জোড়াসমূহ স্ব-স্ব স্থানে যথারীতি অবস্থান করবে। পরে "সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ" বলে স্থিরভাবে সোজা হয়ে দাঁড়াবে। অতপর "আল্লাহু আকবার" বলে এমনভাবে সিজদা করবে, যাতে শরীরের জোড়াসমূহ স্ব-স্ব স্থানে যথারীতি অবস্থান করে। পরে "আল্লাহু আকবার" বলে মাথা উঠিয়ে সোজা হয়ে বসবে। এরপর পুনরায় "আল্লাহু আকবার" বলে পূর্ববৎ সিজদা করবে। অতপর "আল্লাহু আকবার" বলে সিজদা হতে মস্তক উত্তোলন করবে। যখন কোন ব্যক্তি এভাবে নামায আদায় করবে, তখনই তার নামায পরিপূর্ণ হবে- (তিরমিযী)।

٨٥٨- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ نَا هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ وَالْحَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ قَالَا نَا هَمَّامٌ نَا اِسْحٰقُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِي طَلْحَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَحْيَى بْنِ خَلَّادٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَمِّهِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ بِمَعْنَاهُ قَالَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّهَا لَا تَتِمُّ صَلٰوةُ اَحَدِكُمْ حَتّٰى يُسْبِغَ الْوُضُوْءَ كَمَا اَمَرَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى فَيَغْسِلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ اِلَى الْمِرْفَقَيْنِ وَيَمْسَحَ بِرَأْسِهِ وَرِجْلَيْهِ اِلَى الْكَعْبَيْنِ ثُمَّ يُكَبِّرُ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ وَيَحْمَدُهُ ثُمَّ يَقْرَأُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا اَذِنَ لَهُ فِيْهِ وَتَيَسَّرَ فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيْثِ حَمَّادٍ ـ قَالَ ثُمَّ يُكَبِّرُ فَيَسْجُدُ فَيُمَكِّنُ وَجْهَهُ قَالَ هَمَّامٌ وَرُبَمَا قَالَ جَبْهَتَهُ

مِنَ الْاَرْضِ حَتّٰى تَطْمَئِنَّ مَفَاصِلُهُ وَتَسْتَرْخِىَ ثُمَّ يُكَبِّرُ فَيَسْتَوِىْ قَاعِدًا عَلٰى مَقْعَدِهِ وَيُقِيْمُ صُلْبَهُ فَوَصَفَ الصَّلٰوةَ هٰكَذَا اَرْبَعَ رَكْعَاتٍ حَتّٰى فَرَغَ لَا يَتِمُّ صَلٰوةُ اَحَدِكُمْ حَتّٰى يَفْعَلَ ذٰلِكَ -

৮৫৮। আল–হাসান ইব্‌ন আলী--- রিফাআ ইব্‌ন রাফে হতে পূর্ববর্তী হাদীছের অনুরূপ অর্থে বর্ণিত হয়েছে। রাবী বলেনঃ অতপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেনঃ আল্লাহ্‌র নির্দেশমত পরিপূর্ণভাবে উযু না করলে কারও নামায শুদ্ধ হবে না। সে তার মুখমন্ডল এবং উভয় হাত কনুই পর্যন্ত ধৌত করবে এবং মাথা মাসেহ্ করবে এবং উভয় পা গোছাসহ ধৌত করবে। অতপর "তাক্‌বীরে তাহ্‌রীমা" বলে হাম্‌দ পাঠ করতঃ কুরআনের সেই অংশ পাঠ করবে, যা তার জন্য সহজ। অতপর রাবী হাম্মাদের হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করেন এবং তিনি (স) বলেনঃ "আল্লাহু আকবার" বলে সিজ্‌দা করবে এবং কপাল এমনভাবে মাটিতে স্থাপন করবে যে, শরীরের জোড়াসমূহ স্ব–স্ব স্থানে যথারীতি অবস্থান করে এবং শরীর নরমভাব ধারণ করে। অতপর তাক্‌বীর বলে সোজাভাবে পায়ের উপর ভর করে পাছার উপর বসবে এবং পৃষ্ঠদেশ সোজা রাখবে। অতপর তিনি এইভাবে চার রাকাত নামায আদায়ের পদ্ধতি শেষ পর্যন্ত বর্ণনা করেন। উপরোক্ত নিয়মে নামায আদায় না করলে তোমাদের কারো নামায সঠিক হবে না–(নাসাঈ, তিরমিযী)।

٨٥٩- حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ عَنْ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدٍ يَعْنِى ابْنَ عَمْرٍو عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَحْيَى بْنِ خَلَّادٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ بِهٰذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ اِذَا قُمْتَ فَتَوَجَّهْتَ اِلَى الْقِبْلَةِ فَكَبِّرْ ثُمَّ اقْرَأْ بِاُمِّ الْقُرْاٰنِ وَبِمَا شَاءَ اللّٰهُ اَنْ تَقْرَأَ وَاِذَا رَكَعْتَ فَضَعْ رَاحَتَيْكَ عَلٰى رُكْبَتَيْكَ وَامْدُدْ ظَهْرَكَ وَقَالَ اِذَا سَجَدْتَ فَمَكِّنْ بِسُجُوْدِكَ فَاِذَا رَفَعْتَ فَاقْعُدْ عَلٰى فَخِذِكَ الْيُسْرٰى -

৮৫৯। ওয়াহ্‌ব ইব্‌ন বাকিয়্যা--- রিফাআ ইব্‌ন রাফে হতে উপরোক্ত ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। তিনি (স) বলেনঃ তুমি যখন নামায আদায়ের ইরাদা করে কিব্‌লামুখী হয়ে দাঁড়াবে, তখন "তাক্‌বীরে তাহ্‌রীমা" বলার পর সূরা ফাতিহা পাঠ করতঃ কুরআনের কিছু অংশ পাঠ করবে। অতপর যখন তুমি রুকু করবে, তখন তোমার উভয় হাত উভয় হাঁটুর উপর রাখবে এবং পৃষ্ঠদেশ লম্বা করে দিবে। তিনি আরো বলেনঃ অতপর যখন তুমি সিজ্‌দা করবে, তা শান্তভাবে করবে এবং সিজ্‌দা হতে মাথা উঠাবার পর তুমি তোমার বাম উরুর উপর বসবে।

٨٦٠- حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ نَا اِسْمٰعِيْلُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحٰقَ حَدَّثَنِى عَلِىُّ بْنُ يَحْيَى بْنِ خَلَّادِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَمِّهِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهٰذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ اِذَا اَنْتَ قُمْتَ فِىْ صَلَاتِكَ فَكَبِّرِ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ اِقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ عَلَيْكَ مِنَ الْقُرْاٰنِ وَقَالَ فِيْهِ فَاِذَا جَلَسْتَ فِىْ وَسْطِ الصَّلٰوةِ فَاطْمَئِنَّ وَافْتَرِشْ فَخِذَكَ الْيُسْرٰى ثُمَّ تَشَهَّدْ ثُمَّ اِذَا قُمْتَ فَمِثْلَ ذٰلِكَ حَتّٰى تَفْرُغَ مِنْ صَلٰوتِكَ ـ

৮৬০। মুআম্মাল ইব্ন হিশাম--- রিফাআ ইব্ন রাফে (রা) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলইহে ওয়া সাল্লাম হতে উপরোক্ত ঘটনা বর্ণনা করেন। তিনি (স) বলেনঃ "তাক্বীর তাহ্রীমা" বলার পর তুমি কুরআনের সহজতম অংশ পাঠ করবে। তিনি (স) বলেনঃ তুমি যখন নামাযের মধ্যে প্রথম বৈঠকে উপবেশন কর, তখন শান্তির সাথে বসবে এবং এ সময় তোমার বাম পা বিছিয়ে দিয়ে অতপর "তাশাহ্হুদ" পাঠ করবে। পরে যখন তুমি দাঁড়াবে, তখন উপরোক্ত নিয়মে নামায শেষ করবে।

٨٦١- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ مُوْسَى الْخَتَلِىُّ نَا اِسْمٰعِيْلُ يَعْنِى ابْنَ جَعْفَرٍ اَخْبَرَنِىْ يَحْيَى بْنُ عَلِىِّ بْنِ يَحْيَى بْنِ خَلَّادِ بْنِ رَافِعٍ الزُّرَقِىُّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَصَّ هٰذَا الْحَدِيْثَ ـ قَالَ فِيْهِ فَتَوَضَّأْ كَمَا اَمَرَكَ اللّٰهُ ثُمَّ تَشَهَّدْ فَاَقِمْ ثُمَّ كَبِّرْ فَاِنْ كَانَ مَعَكَ قُرْاٰنٌ فَاقْرَأْ بِهِ وَاِلَّا فَاحْمَدِ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ وَكَبِّرْهُ وَهَلِّلْهُ وَقَالَ فِيْهِ فَاِنِ انْتَقَصْتَ مِنْهُ شَيْئًا اِنْتَقَصْتَ مِنْ صَلَاتِكَ ـ

৮৬১। আব্বাদ ইব্ন মূসা--- রিফাআ ইব্ন রাফে (রা) হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হতে উপরোক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন। তিনি (স) বলেনঃ মহান আল্লাহ্র নির্দেশ অনুযায়ী উযু কর, অতঃপর কলেমায়ে শাহাদাত পাঠ কর। স্থিরভাবে দন্ডায়মান হয়ে "তাকবীরে তাহরীমা" বলার পর কুরআনের জানা অংশ পাঠ করবে, অন্যথায় আলহামদু লিল্লাহ্ আল্লাহু আক্বার ওয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু পাঠ করবে। উক্ত বর্ণনায় আরো আছে, তিনি (স) বলেনঃ যদি এথেকে তুমি কিছু বাদ দাও, তবে তোমার নামায ত্রুটিপূর্ণ করলে।

٨٦٢- حَدَّثَنَا اَبُوْ الْوَلِيْدِ الطَّيَالِسِيُّ نَا اَللَّيْثُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِيْ حَبِيْبٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ الْحَكَمِ ح وَنَا قُتَيْبَةُ نَا اَللَّيْثُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْاَنْصَارِيِّ عَنْ تَمِيْمِ بْنِ الْمَحْمُوْدِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ شِبْلٍ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نُقْرَةِ الْغُرَابِ وَافْتِرَاشِ السَّبُعِ وَاَنْ يُّوَطِّنَ الرَّجُلُ الْمَكَانَ فِى الْمَسْجِدِ كَمَا يُوَطِّنُ الْبَعِيْرُ هٰذَا لَفْظُ قُتَيْبَةَ ـ

৮৬২। আবুল-ওয়ালীদ আত-তায়ালিসী---- আবদুর রহমান ইব্‌ন শিব্‌ল (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম কাকের ঠোকরের ন্যায় (অর্থাৎ তাড়াতাড়ি) সিজদা করতে, চতুষ্পদ জন্তুর মত বাহু বিছাতে এবং মসজিদের মধ্যে উটের মত নির্দিষ্ট স্থান বেছে নিতে নিষেধ করেছেন। হাদীছের মতন (মূল পাঠ্য) রাবী কুতায়বার বর্ণিত- (নাসাঈ, ইব্‌নমাজা)।

٨٦٣- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ نَا جَرِيْرٌ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ سَالِمِ الْبَرَّادِ قَالَ اَتَيْنَا عُقْبَةَ بْنَ عَمْرٍو الْاَنْصَارِيَّ اَبَا مَسْعُوْدٍ فَقُلْنَا لَهُ حَدِّثْنَا عَنْ صَلٰوةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ بَيْنَ اَيْدِيْنَا فِى الْمَسْجِدِ فَكَبَّرَ فَلَمَّا رَكَعَ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلٰى رُكْبَتَيْهِ وَجَعَلَ اَصَابِعَهُ اَسْفَلَ مِنْ ذَالِكَ وَجَافٰى بَيْنَ مِرْفَقَيْهِ حَتّٰى اسْتَقَرَّ كُلُّ شَيْءٍ مِنْهُ ثُمَّ قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقَامَ حَتّٰى اسْتَقَرَّ كُلُّ شَيْءٍ مِنْهُ ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى الْاَرْضِ ثُمَّ جَافٰى بَيْنَ مِرْفَقَيْهِ حَتّٰى اسْتَقَرَّ كُلُّ شَيْءٍ مِنْهُ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَجَلَسَ حَتّٰى اسْتَقَرَّ كُلُّ شَيْءٍ مِنْهُ فَفَعَلَ مِثْلَ ذَالِكَ اَيْضًا ثُمَّ صَلّٰى اَرْبَعَ رَكَعَاتٍ مِثْلَ هٰذِهِ الرَّكْعَةِ فَصَلّٰى صَلَاتَهُ ثُمَّ قَالَ هٰكَذَا رَأَيْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّىْ ـ

৮৬৩। যুহায়ের ইব্‌ন হারব্‌---- সালেম আল্‌-বাররাদ হতে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ একদা আমরা উকবা ইব্‌ন আমের আল-আনসারী (রা)-র কাছে গিয়ে তাঁকে বলি যে, আমাদের রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নামায সম্পর্কে অবহিত করুন। তখন তিনি আমাদের সম্মুখে মসজিদে দন্ডায়মান হয়ে "তাকবীরে তাহরীমা" বলেন এবং তিনি যখন রুকূতে যান, তখন তিনি

তাঁর দুই হাত দুই হাঁটুর উপর রাখেন এবং তার আংগুলগুলি হাঁটুর নিম্নাংশে স্থাপন করেন এবং তিনি তাঁর হাতের দুই কনুই পৃথক রাখেন, এমতাবস্থায় শরীর স্থির ভাব ধারণ করে। অতঃপর তিনি "সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ" বলে স্থিরভাবে দন্ডায়মান হন। পরে তিনি আল্লাহু আকবার বলে সিজ্‌দায় গমন করেন এবং উভয় হাতের কনুইদ্বয় পৃথক রেখে এমনভাবে সিজ্‌দা করেন যে, তাঁর সমস্ত শরীর শান্তভাব ধারণ করে। অতঃপর তিনি সিজ্‌দা হতে মাথা উঠিয়ে স্থিরভাবে উপবেশন করেন এবং তিনি চার রাকাত নামায আদায় করেন, অতঃপর বলেনঃ আমি এরূপেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে নামায আদায় করতে দেখেছি– (নাসাঈ)।

١٥٥. بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ صَلٰوةٍ لَّا يُتِمُّهَا صَاحِبُهَا تُتَمُّ مِنْ تَطَوُّعِهِ

১৫৫. অনুচ্ছেদ ঃ মহানবী (স)–এর বাণী– যার ফরয নামাযে ত্রুটি থাকবে তা তার নফল নামায দিয়ে পূর্ণ করা হবে

٨٦٤– حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ نَا اِسْمَاعِيْلُ نَا يُوْنُسُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ اَنَسِ بْنِ حَكِيْمِ الضَّبِّيِّ قَالَ خَافَ مِنْ زِيَادٍ اَوِ ابْنِ زِيَادٍ فَاَتَى الْمَدِيْنَةَ فَلَقِيَ اَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ فَنَسَبَنِيْ فَانْتَسَبْتُ لَهُ فَقَالَ يَا فَتَى اَلَا اُحَدِّثُكَ حَدِيْثًا قَالَ قُلْتُ بَلٰى رَحِمَكَ اللّٰهُ قَالَ يُوْنُسُ وَاَحْسِبُهُ ذَكَرَهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ قَالَ اِنَّ اَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ النَّاسُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ اَعْمَالِهِمُ الصَّلٰوةُ قَالَ يَقُوْلُ رَبُّنَا عَزَّ وَجَلَّ لِمَلٰئِكَتِهِ وَهُوَ اَعْلَمُ اُنْظُرُوْا فِيْ صَلٰوةِ عَبْدِيْ اَتَمَّهَا اَمْ نَقَصَهَا فَاِنْ كَانَتْ تَامَّةً كُتِبَتْ لَهُ تَامَّةً وَاِنْ انْتَقَصَ مِنْهَا شَيْئًا قَالَ اُنْظُرُوْا هَلْ لِعَبْدِيْ مِنْ تَطَوُّعٍ فَاِنْ كَانَ لَهُ تَطَوُّعٌ قَالَ اَتِمُّوْا لِعَبْدِيْ فَرِيْضَةً مِّنْ تَطَوُّعِهِ ثُمَّ تُؤْخَذُ الْاَعْمَالُ عَلٰى ذَالِكَ ـ

৮৬৪। ইয়াকুব ইব্‌ন ইব্‌রাহীম---- আনাস ইব্‌ন হাকীম আদ্‌–দাব্বী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তিনি যিয়াদ অথবা ইব্‌ন যিয়াদের ভয়ে মদীনায় চলে আসেন এবং হযরত আবু হুরায়রা (রা)–এর সাথে সাক্ষাত করেন। হযরত আবু হুরায়রা (রা) আমাকে তাঁর বংশ–পরিচয় প্রদান করেন এবং আমি আমার পরিচয় প্রদান করি। তিনি আমাকে বলেনঃ হে যুবক! আমি কি তোমার নিকট

হাদীছ বর্ণনা করব না? জবাবে আমি বলিঃ হাঁ, আল্লাহ্ আপনার উপর রহম করুন। রাবী ইউনুস বলেনঃ আমি মনে করি তিনি এই হাদীছটি সরাসরি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেন। নবী করীম (স) বলেনঃ কিয়ামতের দিন লোকদের আমলসমূহের মধ্যে সর্বপ্রথম তাদের নামায সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। তিনি বলেনঃ আমাদের মহান রব ফেরেশ্তাদের বান্দার নামায সম্পর্কে স্বয়ং জ্ঞাত থাকা সত্ত্বেও জিজ্ঞাসা করবেন, দেখ তো সে তা পূর্ণরূপে আদায় করেছে না তাতে কোন ত্রুটি আছে? অতঃপর বান্দার নামায পরিপূর্ণ হলে তা তদ্রুপই লিখিত হবে। অপরপক্ষে যদি তাতে কোন ত্রুটি বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হয় তবে তিনি (রব) ফেরেশতাদের বলবেনঃ দেখতো আমার বান্দার কোন নফল নামায আছে কি? যদি থাকে তবে তিনি বলবেনঃ তোমরা তার নফল নামায দ্বারা তাঁর ফরয নামাযের ত্রুটি দূর কর। অতঃপর এইরূপে সমস্ত ফরয আমলের ত্রুটি নফল দ্বারা দূরীভূত করা হবে– (ইব্ন মাজা)।

٨٦٥– حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ نَا حَمَّادٌ عَنْ حُمَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ رَجُلٍ مِّنْ بَنِي سُلَيْطٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوِهِ ـ

৮৬৫। মূসা ইব্ন ইসমাঈল— আবু হুরায়রা (রা) হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হতে পূর্বোক্ত হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٨٦٦– حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ نَا حَمَّادٌ عَنْ دَاوُدَ بْنِ اَبِىْ هِنْدٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ اَوْفَى عَنْ تَمِيْمٍ الدَّارِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهٰذَا الْمَعْنٰى قَالَ ثُمَّ الزَّكٰوةُ مِثْلُ ذَالِكَ ثُمَّ تُؤْخَذُ الْاَعْمَالُ عَلٰى حَسَبِ ذَالِكَ ـ

৮৬৬। মূসা ইব্ন ইসমাঈল— তামীমুদ–দারী (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হতে উল্লেখিত হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তিনি (স) বলেনঃ যাকাতের ব্যাপারটিও তদ্রুপ হবে। অতঃপর অন্যান্য আমলের হিসাবও অনুরূপভাবে গ্রহণ করা হবে– (ইব্ন মাজা)।

ইফাবা ২০০৬-২০০৭-প্র/৬৭৬৭(উ)-৫২৫০